

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ-ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଶିକ୍ଷାମୟ (କୋଡ୍-୭୫-୫୬୧୧)
୧୭୦୧, ବିପିନବିହାରୀ ଗାନ୍ଧୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ (ବହୁବାଜାର), କଲିକତା-୧୨
କଲିକତା ୧୧୮୧, ବିପିନ ବିହାରୀ ଗାନ୍ଧୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ

ବକ୍ସିମ ପ୍ରେସେ ମୁଦ୍ରିତ

୧୭୬୬ ବଙ୍ଗାଦେ ମାସ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବସେ ପ୍ରକାଶିତ ।

ପ୍ରକାଶକ ଶ୍ରୀକାର-କର୍ତ୍ତୃକ ମର୍ମମୟ ସଂସ୍କୃତି

কৃতজ্ঞতাস্মীকান্দ

কেন্দ্রীয় ভারত সরকার বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় গবেষণা বিভাগ সমীপে—

(Central Ministry of Scientific and Cultural affairs)

ছন্দে মূল টীকা সহ প্রকাশন ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ দিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া এ পর্যন্ত ৭৮০০ ছুই কিস্তিতে প্রেরণ করিয়া মহামান্য ভারতসরকার লেখককে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন এবং পুস্তক প্রকাশন সহজ ও স্বগম করিয়াছেন।

আনন্দ সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার (Director of Public Instruction) কর্তৃক মৎপ্রণীত এই রামচরিতমানস পুস্তকখানিকে ধর্মগ্রন্থ ও সমাজশিক্ষামূলক গ্রন্থরূপে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া এবং অতীতম মহাকাব্য ও ধর্মগ্রন্থ মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া সাধারণ পাঠাগার ও সমস্ত সাধারণ লাইব্রেরিতে রক্ষার্থে অনুমোদন করিয়া প্রকাশককে উৎসাহিত করিয়াছেন।

বিনম্র নিবেদন

—প্রকাশক

সীতারামের অপার রূপায় গোবামী তুলসীদাস রচিত শ্রীশ্রীরামচরিতমানস পঞ্চম খণ্ড অযোধ্যাকাণ্ড ১৫৬ দোহা হইতে ৩২৬ দোহা অর্থাৎ ভরতের চিত্রকূটে শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা শিরোধার্য করিয়া অযোধ্যা প্রত্যাগমন পর্যন্ত অংশ প্রকাশিত হইল। আর দুই খণ্ডে অর্থাৎ ৭ খণ্ডে পুস্তকের সমাপ্তি হইবে আশা করি। অষ্টম খণ্ড Glossary ও Grammer অংশ অর্থাৎ রামচরিতমানসের অভিধান ও ব্যাকরণ অংশ দেবনাগরী অক্ষরে শব্দরচন ও ইংরাজী ভাষায় অর্থ প্রকাশিত হইবে।

মোটের উপর সাত খণ্ডে পুস্তক সমাপ্তি এবং অষ্টম খণ্ডে পুস্তকের উপসংহার হইবে। ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড এক সঙ্গে প্রকাশিত হইবে। যাহারা এক সঙ্গে ২০ টাকা অগ্রিম জমা দিবেন তাঁহারা সাতখণ্ড মধ্যে পাঁচখণ্ড এখনই পাইবেন। বাকী ২ খণ্ড আর তিনমাস পরে পাইবেন। তদনুযায়ী দ্রুত মুদ্রণ কার্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ স্মৃতি ও ভক্ত মনীষিবৃন্দের নিকট পুস্তকখানি ইতিমধ্যে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে জানিয়া শ্রম সার্থক জ্ঞান করিতেছি।

—গ্রন্থকার

অভিমন

এই পুস্তকের সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকার অভিমন প্রকাশ করা হইতেছে। — — কয়েকখানি নব প্রকাশিত রামচরিত মানসের তুলনামূলক সমালোচনা প্রসঙ্গে এই পত্রিকা বলেন—.....“তুলসীরামায়ণ সম্পর্কে যাদের কোতুলল আরো একটু বেশী যারা মূল গ্রন্থের রচনাধানে ইচ্ছুক তাঁরা একটু সময় দিতে এবং পরিশ্রম কর্তে কৃষ্টিত না হ'লে শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য প্রণীত ও প্রকাশিত রামচরিতমানস পাঠ করুন, বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। মূল, বাংলা অর্থ; বাংলা পঞ্চানুবাদ ও গল্পে সারমর্ম এ ছাড়া ভূমিকা ও পরিশিষ্ট, এর পর রসগ্রহণের পক্ষে কোন বাধা থাকল না” — ১লা পৌষ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

ধর্মমূলক

উপহারগ্রন্থ

সচিত্র প্রসঙ্গরত্নমালা

উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য—৩৮০ সাধারণ বাঁধাই—৩৮

গোস্বামী তুলসীদাস-প্রণীত রামচরিতমানস একখানি বহুদাকার গ্রন্থ কবিতাতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিয়া মূল, পত্নাসুবাদ, মর্ম্মার্থ, শব্দার্থ, ভূমিকা ও পরিশিষ্টাদি প্রসঙ্গে সাতখণ্ডে সমাপ্ত করিয়া প্রতি খণ্ডের মূল্য ৩ টাকা অবধারিত করাতে ২১৮ টাকার কমে সমস্ত গ্রন্থ ক্রয় করা সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে সম্ভব নহে। পাঠাগার, ধর্ম্মপিপাসু ভক্তবৃন্দ অথবা অধ্যয়নবিলাসী পাঠকগণ মাত্র ইহার ক্রেতা হইতে পারিবেন। সেই অন্তবিধার দুরীকরণ-মানসে রামচরিতমানসের মর্ম্মস্পর্শী অংশ—“চিত্রকূটে রাম-ভরত মিলন” পত্নাংশ পৃথক পুস্তকাকারে কেবল বাংলা পণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক “সচিত্র প্রসঙ্গরত্নমালা” নামে প্রকাশিত হইল। এই সচিত্র পুস্তকখানিতে কেবল রামচরিতমানসের শ্রেষ্ঠাংশই আলোচিত হয় নাই প্রসঙ্গতঃ অত্যাশ্রয় প্রসঙ্গ যথা কৃষ্ণার্জুন-প্রসঙ্গ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা) হইতে অনূদিত) নচিকেতা প্রসঙ্গ (কঠোপনিষৎ হইতে অনূদিত), সীতাবর্জন প্রসঙ্গ (বাস্তবিক রামায়ণ হইতে অনূদিত), যুধিষ্ঠির-ভীষ্মাদি, বিদুর ও গান্ধারী প্রসঙ্গ (মহাভারত হইতে অনূদিত) এবং চরক, সুশ্রুত ও গোতমবুদ্ধ প্রসঙ্গ পণ্ডে ও গণ্ডে ভূমিকা সহ আলোচিত হইয়াছে। পত্নাংশে সীতাবর্জন, বিদুর, গান্ধারী ও গোতমবুদ্ধ কবির শ্রীধীবেন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় রচনা করিয়া কাব্যাংশের সমৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে ৮ খানি সুন্দর ছবিদ্বারা পুস্তকখানির বিষয়বস্তুকে চিত্তাকর্ষক করা হইয়াছে। বৈদিক যুগ হইতে বৌদ্ধযুগ পর্য্যন্ত অর্থৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের ভারতীয় ঐতিহ্যের ধর্ম্মমূলক ধারাবাহিকতা পাঠকগণ এই এক পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টাকারে যে সকল ঐতিহ্যের উজ্জ্বিত তাঁহার রচনাবলীতে প্রকাশ করিয়াছেন সেই ভারতীয় ঐতিহ্যের দশটি শ্লোকাংশ আশ্রয় করিয়া তাহার ভাষ্য-কারে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। বাঁহার ‘রামচরিতমানস’ সমগ্রভাবে ক্রয় করিতে অক্ষম হইবেন বা তাহার সারাংশ গ্রহণে ইচ্ছুক হইবেন তাঁহার সচিত্র প্রসঙ্গ-রত্নমালা পাঠ করিয়া গোস্বামী তুলসীদাসের রচনাশৈলীর সঙ্গে পরিচিত হইতে পারিবেন। অধিকন্তু গীতা, উপনিষৎ, মহাভারত ও আব্দুর্রেদ তব্ব সম্বন্ধে ভারতীয় ঐতিহ্যের একটা ধারণাও করিতে পারেন।

—বিনীত গ্রন্থকার

রামচরিতমানস পঞ্চম খণ্ড

সূচীপত্র

ভূমিকাংশ

ভক্ত ভরত ও ভক্ত লক্ষ্মণ

পৃষ্ঠা

ক—৭৬ ক—৮২

পাঠ্যাংশ

রামনাম রটনা

৫০৩

দশরথ-মহাপ্রাণে বশিষ্ঠের উপদেশ

৫০৪—৫০৫

ভরতের পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণ

ভরতের অযোধ্যাতে উপস্থিতি

৫০৬—৫০৭

ভরত-কৈকেয়ী সংবাদ

৫০৭—৫১১

ভরত-কৌশল্যা সংবাদ

৫১১—৫১৬

বশিষ্ঠদেবের প্রবেশ ও দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ব্যবস্থা

বশিষ্ঠের উপদেশ বাণী ও দশরথের গুণাবলী কীর্তন

৫১৮—৫৩১

ভরতের বিলাপ ও ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণ

৫৩১—৫৩৩

সমসাজ ভরতের চিত্রকূট যাত্রা

৫৩৩—৫৩৮

ভরতের শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিতি ও গুহকের সহিত সাক্ষাৎকার

৫৩৮—৫৪৭

গুহকসহ চিত্রকূটের পথে ভরত

৫৪৭—৫৭০

সীতার কুশল ও ভরতবার্তা জ্ঞাপন

৫৭১—৫৭৫

ভরত-আগমনে লক্ষ্মণের রোষবেগ ও রামের তাহাঁ প্রশমন

৫৭৫—৫৮০

বশিষ্ঠাদিসহ ভরতের চিত্রকূটে উপস্থিতি ও দশরথের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন

৫৮০—৫৮৬

শ্রীরাম-ভরত মিলন

৫৮৬—৫৯৯

চিত্রকূটে রামের রাজ্যাভিষেক প্রস্তাব

৫৯৯—৬১৫

সমসাজ জনকের চিত্রকূটে উপস্থিতি

৬১৫—৬২৫

জনককর্তৃক রামের অযোধ্যা প্রত্যাগমনের বিকল্প প্রস্তাব এবং

৬২৫—৬৩৫

কৌশল্যা-সুনয়না সম্মেলন ও ভরতগুণকীর্তন

চিত্রকূটে রামের রাজ্যাভিষেক

৬৩৫—৬৪৫

ভরতকে রামের পাদুকা প্রদান

৬৪৫—৬৫০

পাদুকা লইয়া ভরতের অযোধ্যায় যাত্রা

৬৫০—৬৫৪

জনকের মিথিলাগমন

৬৫৮—৬৬০

অযোধ্যাসন্নিকটে নন্দীপুরে ভরতের তপস্বিজীবন

৬৬০

পরিষ্টাংশ

অগস্ত্যবিন্দ্যরূপক ও উপাখ্যান

খ—৩৩

যযাতি উপাখ্যান

খ—৪০

চিত্রশূচী—

ভরতকে রামের পাদুকা প্রদান

৬৪৫—পৃঃ

ভূমিকা

ভক্ত ভরত ও ভক্ত লক্ষ্মণ

ভক্তি-প্রবাহের দুইটি মহাসমুদ্র প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর স্বরূপ দুই দিক থেকে বায়্বিক রামায়ণে যে প্রাবন আনিয়াছে তাহা ভারতের ভক্তি ও লক্ষ্মণের ভক্তি। আর সেই ভক্তি-স্রোতের প্রবাহ ভারতের সনাতন আদর্শরূপে ভারতবাসীর অন্তঃকালে রামরূপ ভারত মহাসমুদ্রের চতুর্পার্শ্বে এক শাস্ত্রত আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আর সেই ভক্তি-প্রবাহ এক মহামানব বা অতিমানবরূপী শ্রীরামকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র আধ্যাত্মিক ও দার্শনিকতাকে ভক্তি, কৰ্ম ও জ্ঞানাত্মক করিয়াছে। রামায়ণকে মহাকাব্য, ইতিহাস বা এপিক গ্রন্থ বলিয়া যে ভাষায় অভিহিত করা যাউক না, বায়্বিক স্বয়ং তাঁহার নিজের সত্যকে হারাইয়া ফেলিয়া কোটি কোটি মানুষের অন্তঃকালে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন সন্তানের মধ্যে নিঃসংশয় মূর্তি রামচন্দ্রকে তথা সসীমের মধ্যে অসীমকে আর তাঁহার দুই ভক্তকে। ইহাতে শাস্ত্রত কালের জগৎ যে ভক্তিশ্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহা মানবমনের বিশেষতঃ ভারতীয় মনের উপর ইতিহাসের চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার অতীতে করিয়াছে, বর্তমানে করে এবং ভবিষ্যতে করিবে। ব্যক্তিতে, পরিবারে ও সমাজে তাঁহাদের শাস্ত্রত প্রভাব কখনও মলিন হইবার নয়। আজ ইহার আন্তর্জাতিক প্রভাবও কম নয়। কোটি কোটি নরনারীর চিত্তভূমিকে উজ্জ্বল রাখিয়াছে সেই ভক্তি, জ্ঞান ও কৰ্ম। তাহাতে যে শক্তি ও শাস্ত্র দান করে তাহা যেমন তুলিবার নয় তেমনি মুছিবার নয়। ইহা দেবতাবিশেষের মানস কল্পনাতে একখানি চিত্রপটরূপে অঙ্কিত হয় নাই। পাণ্ডিত্যপ্রতিভাধারা সমৃদ্ধ করিয়া ইহা বর্ণিত হয় নাই। কবি বায়্বিক ইহাদের দেবচরিত্র বর্ণনা করেন নাই। মানুষের আদর্শ কত মর্য্যস্পর্শী হয় ও সমাজচিত্রে তার প্রভাব কত তাহা শাস্ত্রত কালের জগৎ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। একটি মানুষের সামগ্রিক ঐশ্বর্য্য পূর্ণরূপে প্রকট হইলে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য, যশ, বীর্ঘ্য, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য সামগ্রিকরূপে প্রকাশ পাইলে মানুষটির স্বরূপ কি হয় তাহা শ্রীরামচন্দ্রে স্তিমিত। তেমন তাঁহাকে আশ্রয় করিবার উপযোগী যে দুই মহাজনকে ভক্ত-রূপে রামায়ণে আমরা দেখি, তাহাতে স্নাতৃস্বের সঙ্গ, ধর্ম্মের বন্ধন ও প্রীতিভক্তির চরম ও পরম আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে বৃদ্ধি। ভারতীয় ঐতিহ্যের স্বরূপের পরিচয় ইহাতে আছে। গৃহ, পরিবার ও গৃহধর্ম্মের পতিভ্রাতা যে কত মহীয়সী হইতে পারে তাহা এই চরিত্রসমূহে দেখান হইয়াছে। গাং'স্থা আশ্রমের ভারতীয় আদর্শের স্বরূপ এই চরিত্র-জলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। গৃহস্থাস্রমের স্ত্রী কেবল ব্যক্তিগত ভোগ-সুখে নিবদ্ধ নয় এবং ব্যক্তিগত সুবিধাধারা সমাজদেহের পুষ্টি হয় না। সমাজে মানুষের যাবতীয় গুণকে

বিকশিত করিতে যে পরিবেশের জটিলতা আসে আর তাহাকে মধুরতম করিতে যে মনের আহাৰ্য্য তাহা এখানে আছে। মহাবি বাঙ্গালীক তাহাকে অতি সুন্দর ভাবে পরিষ্কৃত করিয়াছেন। গোস্বামী তুলসীদাস কলিযুগের লোকশিক্ষার জন্ত তাহাকে ক্ষেত্র-বিশেষে নিজস্ব তুলিকাধারা আরো সুদয়গ্রাহী করিবার প্রয়োজনে মূল বাঙ্গালীক রামায়ণ হইতে ঘটনাপ্রবাহকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়াছেন। এতদ্বারা মূল বাঙ্গালীক রামায়ণকে বিকৃত করা হয় নাই অথবা ওদ্বারা রামায়ণের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয় না। উদাহরণ-স্বরূপে বলা যায় মূল রামায়ণে—পরশুরামের সহিত রামের সাক্ষাৎ—মিথিলা হইতে দশরথ সহ রাম, লক্ষ্মণ, ভরতাদির অযোধ্যা প্রত্যাগমনকালে পথে ঘটিয়াছিল; লক্ষ্মণের সহিত বালাহুবাদের ক্ষেত্র পরশুরামের সেখানে নাই। লক্ষ্মণ চরিত্রকে পরিষ্কৃত করিবার জন্ত গোস্বামী তুলসীদাস বোধ হয় এই সাক্ষাৎকার এবং লক্ষ্মণ-পরশুরাম-সংবাদ জনকের বাটীতে ধনুকভঙ্গের পরে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। রামের সীতা ও লক্ষ্মণবর্জন অংশও তুলসী-রামায়ণে একেবারে লিখিত হয় নাই।

মূল বাঙ্গালীক রামায়ণে চিত্রকূটে রাম-ভরত-মিলনে জনক ও জনকপত্নী সুনয়নার আগমনের উল্লেখ নাই। তুলসী রামায়ণে জনক-সমাজের আগমনে ভরতচরিত্রকে অতি পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। কৌশল্যা-সুনয়নাসংবাদে ভরতের চরিত্র বিশ্লেষণ জনকসমাজের পরিবেশে অতি চমৎকাররূপে পরিষ্কৃত হইয়াছে, তা' ছাড়া অরণ্যকাণ্ডে লক্ষ্মণের নিকট রাম-কর্তৃক ভক্তিতত্ত্বের ও নারীচরিত্রের বিশ্লেষণাদি তুলসীরামায়ণের বৈশিষ্ট্য। এই ভাবে স্থান-বিশেষে লক্ষ্মণ ও ভরত চরিত্রকে বিশেষ-ভাবে পরিষ্কৃত করিতে মূল রামায়ণ হইতে তুলসীদাস রামায়ণের যে ঘটনাজনিত ব্যতিক্রম তাহা কালের প্রয়োজনে নরনারীচরিত্রে ভক্তিতত্ত্বকে সহজ ভাবে বিশ্লেষণ করিবার জন্ত গোস্বামী তুলসীদাস ঘটনার পারস্পর্য্য কিছু ব্যতিক্রম করিয়াছেন। বিশ্লেষণের এই ব্যতিক্রমসাধন কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথও রামায়ণালোচনা প্রসঙ্গে স্বাভাৱিক-পতিতা সংবাদে করিয়াছেন। কালোপযোগী চরিত্র বিশ্লেষণ দ্বারা জনচিত্তে রামায়ণের শিক্ষাকে কালোপযোগী করিবার প্রয়োজনে এই পরিবর্তনকে মূল বাঙ্গালীক রামায়ণের ব্যতিক্রম না বলিয়া বিশ্লেষণাত্মক পরিচয় বলিলে ভক্ত ভরত ও ভক্ত লক্ষ্মণ চরিত্রের পরিচয় আরো পরিষ্কৃত হইবে। সুসাহিত্যিক ৮দীনেশ সেন মহাশয়ের রামায়ণী কথার ভূমিকা প্রণয়নে কবি সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ সমগ্র রামায়ণ তত্ত্বের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা পড়িলে পাঠক-গণের এই জাতীয় ব্যতিক্রমজনিত মানসিক দ্বন্দ্বের অবসান হইবে।

ভক্ত ভরত

গোস্বামী তুলসীদাসের বর্ণিত ভক্ত ভরতের চিত্র দশরথের দেহত্যাগান্তে দূতের ভরতের মাতুলালয় গমন হইতে অযোধ্যাকাণ্ডের পরিসমাপ্তি অর্থাৎ চিত্রকূট হইতে পাদুকা লইয়া অযোধ্যায় নন্দিগ্রামে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অংশে বাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতেই প্রধানতঃ ভক্তিপর্যায়ের শেষ অর্থাৎ অযোধ্যাকাণ্ডের শেষ। অযোধ্যায় অনর্থ আরম্ভ হইতে না হইতেই ভরতের হৃদয়ে আলোড়ন আরম্ভ হইতেছে। রাজ্যে কুস্পদ দেখিয়া তাহাতেই কাতরতা অনুভব, তাহার জগ্ন শিবের নিকট প্রার্থনা এবং মাতাপিতা, পরিজন ও ভ্রাতৃগণের কুশল কামনা, দূতসংবাদে অযোধ্যায় ফিরিবার পথে দৃষ্টি দেখিয়া মনে মনে নিদারুণ দুঃখের অনুভূতি, কৈকেয়ীর সহিত সাক্ষাৎকারে সকল কথা শুনিয়া কৈকেয়ীর প্রতি অশ্রদ্ধা-জ্ঞাপন, কৌশল্যার নিকট রামের বন-যাত্রাবিষয়ক যাবতীয় বার্তা শ্রবণে ভরতের বিলাপ ও চিত্রকূট যাত্রার যুক্তিজাল, ভরতের চিত্রকূট যাত্রা, পথে গৃহক চণ্ডালের সহিত সাক্ষাতে রামের বন-যাত্রাপথের ক্লেশ শুনিয়া ভরতের কাতরতাপূর্ণ বাক্য, যে নিষাদকে রাম আলিঙ্গন করিয়াছেন সে নিষাদকেও রামসম পবিত্রজ্ঞানে তাহাকে রামের অনুরূপ শ্রদ্ধাভাব দেখাইয়া আলিঙ্গন এবং রাম-সাক্ষাৎকারের আনন্দবোধ, যে স্থানে রাম স্নান করিয়াছেন, যে পথে রাম গমন করিয়াছেন সর্বত্র রামস্মৃতিতে আত্মপ্ৰীতি ও আনন্দমগ্নতা, চিত্রকূটে জনকসমাজের উপস্থিতিতে ভরত সঙ্ক্ষে কৌশল্যা, জনক, জনকমহিষী স্নানঘন্যার পরস্পর ভরত সঙ্ক্ষে আলোচনাতে ভরতের ভক্তির পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। নন্দিগ্রামে তপস্বিবেশে তপস্বীর আচরণে অভিযুক্ত হইয়া রামনাম লইতে লইতে প্রজ্ঞাপালন এবং চতুর্দশবর্ষের অবধি পর্যন্ত রামের জগ্ন অপেক্ষমান থাকিয়া রামের উপর রাজ্যভার অর্পণার্থ সর্বদার জগ্ন প্রস্তুতিতে ভরতভক্তির স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। এই খণ্ডের ভরত চরিত্রের বর্ণনাতে ভরতের ভক্তির পবিত্রতা, গাঢ়তা, এবং ঐকান্তিকতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। তা' ছাড়া ভরতের সঙ্ক্ষে কৌশল্যা, জনক, গৃহকের এবং এমন কি শ্রীরামচন্দ্রের ও জানকীর যে অভিমত এই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ভক্ত-হৃদয়ের স্মৃষ্টি পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাতে রামজ্ঞানে পূজা এবং তাহার পরামর্শ লইয়া রাজকাৰ্য্য পরিচালনায় পশ্চাতেও ভক্তহৃদয়ের স্মৃষ্টি পরিচয় পাওয়া যায়। সীতা হরণের পরেও পম্পাভীরে বিলাপকালে ভরতের দুঃখ শ্রবণ করিয়া ভক্তের প্রতি রামের ঐকান্তিক অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। লঙ্কাতে রামচন্দ্র স্মৃগ্ৰীবে বলিতেছেন—বন্ধু, ভরতের মত ভক্ত ভ্রাতা, জগতে কোথায় পাইব। রাম অযোধ্যায় ফিরিলে রামের হস্তে রাজ্যভার বিপুল রাজকোষসহ প্রত্যর্পণ করিয়া ভারের লাঘববোধ ভরতের ভক্তির ঐকান্তিকতা বুঝাইয়া দেয়। ভরত সঙ্ক্ষে দশরথের উক্তি 'রামাদপি হি তং মণ্ডে ধর্মতো বলবন্তরম্' অর্থাৎ ধর্মজ্ঞানে রাম হইতেও ভরতের মহনীয়তা বেশী তাহা ভরতের ভক্তি আশ্রয় করিয়া উক্ত হইয়াছে।

ভক্ত লক্ষণ

মৌন ভক্তির মূর্তি লক্ষণ। ছায়ায় গায় অমুগামী। ভাষায় ভক্তির প্রকাশ লক্ষণ অতি অল্পই করিয়াছেন। কেবল রামের মর্যাদা কোন প্রকারে ক্ষুন্ন হইলে তিনি সিংহগর্জনে সে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রণী হইয়াছেন। পরন্তুরামের সহিত জনকপুরের বাদামুবাধে বালক লক্ষণের ভক্তি, তেজস্বিতা ও বীৰ্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্রকূটে ভরত পৌছিবার প্রাক্কালে যখন ভরতের সসমাজ ও সসৈন্ত আগমন রামের প্রতি বিদ্রোহাত্মক বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন তখনও সিংহের গায় হুঙ্কার করিয়া এমন কি ভ্রাতৃবধ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না এমন ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। রামের বনবাস প্রদানে দশরথের যে রামের প্রতি অবিচার করা হইয়াছিল তাহাতেও তিনি উগ্র ক্ষাত্ৰমুণ্ডিত ধারণ করিয়া দশরথের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ দাড়াইতেও কৃণ্ণাবোধ নাই এমন উক্তিও করিয়াছেন। লক্ষণ আজন্ম রামচন্দ্রের এগন অমুগামী যেমন ছায়া মাতৃষকে অনুবর্তন করে। রামের কাছে শয়ন না করিলে লক্ষণের মিত্রা হয় না। রামের দেওয়া প্রসাদ ভিন্ন লক্ষণের তৃপ্তি হয় না। রাম যখনই যুগ্মার্থ গমন করেন ধনুস্পাণি লক্ষণ তাঁহার অনুবর্তন করেন। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামের তাড়কারাক্ষসীর বধার্থ যাত্রাকালে লক্ষণও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। লক্ষণ স্বল্পভাষী কিন্তু রামকে বাদ দিয়া তাঁহার অস্তিত্বে কথা এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করিতে পারেন না। আবার রামের প্রতি কেহ কোন অগ্রাণ্য আচরণ করিতেছে বুঝিলে তিনি মুহূর্ত্তকালও তাহাকে ক্ষমা কবিতেন না, অধীর হইয়া স্বীয় ক্ষাত্ৰতেজে প্রতিকার-পরায়ণ হইতেন। রামের বনযাত্রা শুনিবামাত্র বাম্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে অতি ক্ষুন্ন হইয়া রামেব পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিনি চলিয়াছেন। লক্ষণের মাতা স্ত্রিমিত্রা লক্ষণের এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য জানিতেন বলিয়াই বনযাত্রার প্রাক্কালে নির্কাণ্ডে বলিলেন—বনে রামকে দশরথ, সীতাকে মাতা, বনকে অযোধ্যাস্তানে রামের সেবা করিবে। রাম-প্রেমে নিজের স্বত্বকে বিলুপ্ত করাই যেন তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। একজন বীরাগ্রগণ্য ক্ষত্রিয়ের গায় অরণ্য-জীবনের সব কঠোরতা তিনি আশ্রয় করিয়াছিলেন। আবার পঞ্চবটীতে পর্ণশালা রচনায় স্থান নির্কাচন করিতে রাম-কর্তৃক আদিষ্ট হইলে লক্ষণ বলিলেন—আপনার যে স্থান ভাল, আমার তাহাই ভাল লাগিবে। অরণ্যের বিপদ-সঙ্কলিতা তাঁহাকে কখনও বনবাসের দুঃখে অভিভূত করে নাই। রামের জ্ঞা এবং সীতার জ্ঞা অকুণ্ঠ সেবাপরায়ণতা তাঁহার যেন একমাত্র ধর্ম ছিল। চিত্রকূট পর্বতে বাসকালে বনবাসের অধিকাংশ সময় যাপিত হইয়াছিল। একজন অতি ভক্ত সেবকরূপে নিষ্কামভাবে তিনি রাম ও সীতার সেবা করিয়াছেন।

এক দুঃখভরা রাত্রিতে গভীর পথশ্রমে ক্রান্ত তিন পথিক যখন অরণ্য-পার্শ্বে সপ্ন-বেষ্টিত স্থানে আশ্রয় লইয়াছেন এবং রাম ভ্রাতৃদুঃখে কাতর হইয়া তাঁহাকে অযোধ্যায় ফিরিতে বলিতেছেন এবং সীতা সহ তিনি বনের ক্রেশ সহ করিবেন বলিতেছেন তখন লক্ষণের উক্তি রামচরিতমানস

হইল যে তিনি জগতের কোন কৃষ্টি বা সম্পদ চান না, চান কেবল রামের সেবা। বনবাসের শেষ বৎসরে বিপদ সমাগত হইলে অর্থাৎ রাবণ সীতাহরণ করিলে রাম স্বখন এদিকে ওদিকে উন্মত্তের গায় সীতার জগ্নু ছুটিতেছেন এবং বিলাপ করিতেছেন তখন স্ত্রী-প্রেমিত হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি রামের দুঃখ বর্ণনা করিয়া অশ্রুধ্বংসার্থে স্ত্রী-প্রেমের আশ্রয় গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন এবং হনুমানকে শাপগ্রস্ত স্বক্ষের নির্দেশ-মত স্ত্রী-প্রেমের সন্ধান করিয়া ঘুরিতেছেন এবং স্ত্রী-প্রেমের আশ্রয় প্রার্থী বলিয়া রামের নাম লইয়া আকুল-ভাবে কাঁদিয়া মৌনী হইলেন। লক্ষ্মণ ছিলেন রামের নিত্য দুঃখ-সহায় ভৃত্য ও একনিষ্ঠ ভক্ত।

গোস্বামী তুলসীদাস লক্ষ্মণের ভক্তির স্বরূপ অরণ্যাকাণ্ডে ভীলজাতীয় শবরীকে রামের উপদেশ প্রসঙ্গে শুনাইয়াছেন। নিগূঢ় ভক্তিতে যাহা রামচন্দ্র মতজ্ঞ ঋষির একনিষ্ঠ সেবা-পরায়ণা পরিচারিকা শবরীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন তাহা হইতেছে নয়প্রকার (১) সাধু সঙ্গ (২) অভিমান ত্যাগ করিয়া গুরুর পাদপদ্ম সেবা (৩) তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার ভক্তি কপটতা ত্যাগ করিয়া গুরুর গুণগ্রাম গান ৫) বিশ্বাস-সহকারে মন্ত্র জপ করিয়া ভগবন্তজন (৬) ইন্দ্রিয় দমন ও সদাচার পালন-পূর্বক বহুকর্ম হইতে বিরত হইয়া সম্মানচিত্ত ধর্মপালন (৭) সমস্ত জগৎ ভগবৎ-সৃষ্টির লীলারূপে দেখিবার দৃষ্টিভঙ্গি এবং এবং সাধুগণকে সর্বাঙ্গিক মানদান (৮) যদৃচ্ছালাভে আত্মতৃষ্টি এবং পরের দোষ জ্ঞাতি উপেক্ষার দৃষ্টিতে দর্শন (৯) সকলের সহিত ছলনা ত্যাগ করিয়া ভগবানে বিশ্বাস এবং স্ত্রী-দুঃখের বোধকে মন হইতে অপসারণ। ইহার যে কোন একটির সম্পূর্ণ বিকাশে মানুষ কৃতার্থ হয়। লক্ষ্মণের ভক্তির স্বরূপকে যেন শবরীকে ভক্তিশিক্ষা উদ্দেশে রামচন্দ্র ব্যাখ্যান প্রদান করিতেছেন। বনের শোভা দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যাকাণ্ডে যে তত্ত্ব আলোচনা হয় তাহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া করা হইয়াছে। লক্ষ্মণের উদ্দেশে অথবা তরুণস্মৃতি উপলক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মণের নিকট ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যান ও মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণে গোস্বামী তুলসীদাস লক্ষ্মণের রাম-ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

লক্ষ্মণের পুরুষকারের পরিচয় গোস্বামী মিথিলায় জনকরাজার ধনুর্যজ্ঞে পরশুরামের সহিত বাদানুবাদে, বনযাত্রাকালে দশরথের উদ্দেশে স্নানস্ত্রের নিকট অশোভন ভাষা প্রয়োগে, এবং ভরতের প্রতি চিত্রকূট পৌছিবার পূর্বে রামচন্দ্র শুনিয়াছেন। তাঁহার ভক্তির একনিষ্ঠতাও দেখিয়াছেন। সেই ভক্তির পূর্ণাঙ্গতা কোথায় তাহা গোস্বামী তুলসীদাসের লেখনীতে ব্যক্ত হইয়াছে। সেখানে উপদেষ্টা রাম, শ্রোতা লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ পরম রামভক্ত হইলেও তাঁহার পুরুষকার রামের সেবার উদ্দেশে বহবার প্রযুক্ত হইতে চাহিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে রাম সর্বদা তাঁহাকে সংযত করিয়া পূর্ণাঙ্গ ভক্তির উপদেশে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। বাস্তবিক রামায়ণ হইতে গোস্বামী তুলসীদাস বর্ণিত রামায়ণে এই বৈমিষ্ট্যের অধিক পরিচয় পাওয়া যায়।

রামায়ণে লক্ষ্মণের মত ক্ষাত্রবীর্যের উজ্জল চিত্র দ্বিতীয় নাই। তিনি সত্য নিষ্ঠীক, বিপদে অকুণ্ঠ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুরধার সদৃশ হইলেও সত্য ভ্রাতার আত্মাধীন। আজও 'রাম

‘ভরত’ আন্দোলন ‘রামলঙ্ঘন’ কথাতে ভারতের ভ্রাতৃত্বের আদর্শ অধিকতর ভাবে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। আদর্শ সৌভ্রাজ্য, ভক্তি, ভেজ ও বীর্ঘ্যরক্ষার সমাবেশ করনা করিতে লক্ষণই একমাত্র আদর্শ। আজ আমাদের সমাজ, পরিবার একেবারে লক্ষণশূন্য হইয়াছে বলিয়াই সমাজের ও পরিবারের এই দুর্দশা। জাতির গঠন করিতেও এই আদর্শই একমাত্র আদর্শ বলিয়া মনে করি।

বর্তমান যুগে ভরত ও লক্ষণের সার্থকতা—এই বস্তুতত্ত্ববাদের যুগে, যখন সমস্ত সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়া বিলাস ও ভোগসুখে মত্ত হইয়া উদ্ভ্রান্তের মত ছুটিয়াছে তখন এই ভরত ও লক্ষণের সার্থকতা কোথায় এই প্রশ্ন সাধারণ ভাবে মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক। বস্তুতত্ত্ববাদ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা এই দুটির উপর গুরুত্ব প্রদান এ যুগের কালধর্ম। সুতরাং এ যুগে সৌভ্রাজ্য ও ভক্তির কথা যেন একটা অবাস্তব আলোচনা। ভরত ও লক্ষণের দেশ ভারত হইতে ভরত ও লক্ষণের পূর্ণ বিলুপ্তি হইতে চলিয়াছে। ভোগের চুলচেরা ভাগ লইবার জন্য ভ্রাতৃত্ব আজ উদ্ভ্রান্ত। কেবল ভাই ভাই নহে, প্রতিবেশী ও সমাজের কোন স্তরে এই ভ্রাতৃত্বাবের অস্তিত্ব নাই এবং তদুপযোগী শিক্ষারও কোন ব্যবস্থা নাই। পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমদানি একটা কথা—জাতীয়তা—আজ নেতৃগণের মুখে সর্বদা শোনা যায়। তাহাতে বিশ্বপ্রেমের গালভরা কথা যোগ দেওয়া হইয়াছে করুণা, দুঃখিতা ও মৈত্রীর কথা প্রসঙ্গে। ইহা পুঁথিগত আলোচনামাত্র। বাস্তবিক ভ্রাতৃত্ব ভক্তিপূত হইয়া যে পরিবেশ সৃষ্টি করে, যে মধুরতাতে মনকে ভরপুর করে তাহার পবিত্রতা যে স্থায়ী সুখ শান্তি দেয় এবং মনের নিয়ন্ত্রণ করে যে সৌহার্দ্যরূপী সৌখ্যের ভিত্তি স্থাপন করে তাহা বাল্যকালে মনের উপর স্থায়ীভাবে রেখাপাত করিয়া যে সুখ ও শান্তির ও ভ্রাতৃত্বের সৌখ্য রচনার সুযোগ দেয় তাহা পারিবারিক পরিবেশে ভ্রাতৃত্বের মধ্যে যেমন সুবিধা হয় এবং পিতামাতার স্নেহপূর্ণ আবেষ্টনীতে তাহা যেমনটি সম্ভব হয় এবং জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়া তাহা যেমন মধুর ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ বয়সের মধ্যে বিকাশ লাভ করিতে পারে তাহা যেমন স্বাভাবিক তেমন হ্রুতাপূর্ণ। দৈনন্দিন আচরণের মধ্য দিয়া তাহা পূর্ণতা লাভ করে। চিত্রকূটে ভারতের আচরণে ও রাম, লক্ষণ ও ভারতের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও হ্রুতাপূর্ণ ব্যবহারের মধ্যে যে ভক্তির শিক্ষা ও সামাজিক আচরণের শিক্ষালাভ করা যায় তাহার তুলনা নাই। এই আদর্শকে আয়ত্ত করার নামই ভক্তি। শাস্ত্রপাঠ করিয়া, অধ্যাপকের নিকট পুঁথিগত শিক্ষা লাভ করিয়া কিংবা বক্তৃতা শুনিয়া এই শিক্ষালাভ করা যায় না। দৈনন্দিন আচরণের মাধ্যমে এই শিক্ষাকে আয়ত্ত করিতে হয়। কেবল বাল্যকালের জন্য অথবা কেবল বাহ্য সামাজিক আচরণে ইহার পরিসমাপ্তির কথা বুঝিয়া সাংসারিক বা দৈনন্দিন আচরণে অভ্যস্ত হইলে এবং বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত তাহার শিথিলতার কথা স্বপ্নে দৃঢ়মূল করিয়া লইলে এই ভক্তি সূত্রের কোন অর্থ থাকে না। এই ভক্তিসূত্র শিক্ষার সার্থকতা আমরণ রক্ষা করিবার শিক্ষাকে অধিগত করিবার যে দৃঢ়মূল শিক্ষা তাহাই ভক্তিসূত্রের প্রাণ। রামায়ণের ভরত ও লক্ষণের ভক্তি সেই সূত্রের সন্ধান দেয়। আজ আমরা আদর্শ জাতীয়তা, নিয়মাত্মকতা, রামচরিতমানস

পারম্পরিক আহুগতাকে আত্মস্থ করিতে চাহিলে এই ভক্তিসূত্রে শিক্ষাকে বাদ দিয়া তাহা অধিগত করিতে পারি না। ভোগবিলাসী ও বস্তুভ্রমবাদী মনকে ভক্তিসূত্রে মাধ্যমে ত্যাগপ্ত করিবার শিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। লক্ষণ ও ভরতের আচরণ ও মনোভাবের মধ্যে প্রবেশশূরক দৈনন্দিন আচরণের মধ্য দিয়া তাহা শিক্ষা করিতে হইবে, তবেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে। গীতা, রামায়ণ ও মহাভারতের শিক্ষাই এই শিক্ষার সন্ধান দেয়, ইহারই নাম ধর্মশিক্ষা বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা। অতুল আচরণের দ্বারা বা আনুষ্ঠানিক আচরণদ্বারা এই ধর্ম শিক্ষার বীজ বাল্যকাল হইতে ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে বপন করিলে তবে ধর্মতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্বের বৃক্ষ মানস-উদ্যানে যৌবনে শোভা পাইবার সুযোগ হয়। বান্ধবিক রামায়ণ অথবা রামচরিতমানসের অঙ্কিত লক্ষণ ও ভরত চরিত্র কেবল কবি-কল্পনা বা রচিত গল্প না বুঝিয়া বাস্তব দৃষ্টিতে আত্মস্থ কবিবার অধিকারী যাহারা হইবেম তাঁহারা আপনাকে ধ্বংস করিবেন।

ভ্রাতৃত্বকে আশ্রয় করিয়া যে ভক্তির বীজ বাল্যে দৃঢ়রূপে মনের মধ্যে বিকাশ লাভ কবে তাহা যেমন দীর্ঘস্থায়ী তেমন স্থায়ী শান্তিপ্রদ না হইয়া পারে না। ভোগবুদ্ধিকে সঙ্কোচপূর্বক ত্যাগবুদ্ধিকে আত্মস্থ করিবার ব্রহ্মাস্ত্র এমনটি আর পৃথিবীতে হইবে না। লক্ষণের ভ্রাতৃত্বভক্তি এবং ভরতের ভ্রাতৃত্বভক্তি মিলিয়া গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের যে পবিত্রতা আনে তাহা রামচরিত্রের স্পর্শ লাভ করিয়া ত্রিবেণীসঙ্গম তীরেব এক অপূর্ব পবিত্রতাব সৃষ্টি কবে।

উপসংহার

আজ আমাদের গৃহ লক্ষণ ও ভরত-শূত্র আজ সহধর্মিণী স্বার্থকপিণী ও ভোগবিলাসিনী অলঙ্কার পেটিকাকে পূর্ণতর করিতে আবির্ভূতা তথাকথিত লক্ষ্মী-মুক্তি। আমাদের গৃহে এই নবরূপা গৃহলক্ষ্মীর আবির্ভাবে আমাদের গৃহ লক্ষণ ও ভরত-শূত্র। এক উদরে স্থান-লাভ মাত্র আজ ভ্রাতৃত্বের অধিকার। সংসারে জন্মলাভ করিবার পবে পার্থক্যের সৃষ্টি বা শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং এক দুর্ভেদ্য প্রাচীরদ্বারা তাহা ঘোবনকালেই চিরতরে পৃথক করিবার ব্যবস্থা করা হয়। হায় ভারতের কি দুর্দৈব! মহাভাবতবে এই শিক্ষা কবি-কল্পনা হইয়াছে। মাতৃগর্ভ হইতে বিশ্বস্রষ্টা যাহাকে পাঠাইয়া আমাদের সহচর করিয়া দিলেন তাহাকে বনবাসে দিয়া অজানা অচেনাকে আপনায় কবিবার কষ্টকল্পনাতে আজ আমরা আত্মহারা। রামকে বনবাস দিয়া লক্ষণ প্রাসাদশীর্ষে বাস করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। সুমিত্রা আর বলেন না—“মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম” মীতাকে আমার সমান দৃষ্টিতে দেখিবে। আবার কোথাও রাম আরাম কেদারায় বসিয়া উপভোগ্য ভোগ করিতেছেন লক্ষণ অল্পের অভাবে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটিতেছে। ভরত আজ রাজ্যস্থ বসজ্জন করিয়া চিত্রকূটে রামের সন্ধান না গিয়া চিরতরে রাম যাহাতে অযোধ্যাতে না ফিরে তাহার ব্যবস্থাতেই তৎপর হইবে। হে মহর্ষি বান্ধবিক! তুমি কি এ যুগের জন্ত অসার্থক চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলে? হে গোস্বামী তুলসীদাস মহর্ষির অঙ্কিত চিত্রে তুমি কি বুধা তুলিকা লেপন করিয়াছিলে? তোমরা আর একবার আসিয়া ইহার নবরূপ কি দিতে পার না? আমরা তোমাদের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতেছি আর আশা করিতেছি কবে এ দুর্দিনের অবসান হইবে।

শ্রীজানকীবল্লভো বিজয়তে রামচরিতমানস পঞ্চম খণ্ড

(অষোধ্যাকাণ্ড ১৫৬ দোহা হইতে কাণ্ডসমাপ্তি ৩২৬ দোহা পর্য্যন্ত)

গোশ্বামী তুলসীদাসকৃত রামনাম রটনা

রামনাম নরকেশরী, কনক কসিপু কলিকাল ।
জাপক জন প্রহ্লাদ জিমি, পালিহঁ দলি সুরসাল ॥১॥
রামনাম কলি কামতরু, সকল স্নমঙ্গল কন্দ ।
স্মিরত করতল সিদ্ধি সব, পগ পগ পরমানন্দ ॥২॥
রামনাম কলি কামতরু, রামভক্তি সুরধেনু ।
সকল স্নমঙ্গলমূল জগ, গুরুপদপঙ্কজরেণু ॥৩॥
রামনাম পরতাপতৈ, প্রীতি প্রতীতি ভরোস ।
সে। তুলসী স্মিরত সকল, সগুন স্নমঙ্গল কোষ ॥৪॥
রাম নাম সব ধর্ম্মময়, জানত তুলসীদাস ।
যথা ভূমি বস বীজমে, নখতনিবাস অকাস ॥৫॥
রাম নাম নিত কহত হর, গাবত বেদ পুরান ।
হরন অমঙ্গল অঘ অখিল, করত সকল কল্যান ॥৬॥
রামনাম স্মিরত মিটহিঁ তুলসী কঠিন কলেস ।
স্বরথ স্নখ স্নপনেছ অগম পরমার্থ পরবেস ॥৭॥

বজ্রানুবাদ

রামনাম নরসিংহ হিরণ্যকশিপু কলি,
জাপক প্রহ্লাদ পালে সুরে, অসুরেরে দলি' ॥১॥
রামনাম কল্পতরু কলিকালে শুভ সাধে ।
পদে পদে পরানন্দ সিদ্ধি দেয় হাতে হাতে ॥২॥
রামনাম কল্পবৃক্ষ রামভক্তি কামধেনু ।
বিশ্বে সর্ব্বশুভমূল গুরুপাদ-পদ্মারেণু ॥৩॥
রামনাম-প্রতাপেতে প্রীতি ও প্রতীতি আশ,
পূরিবে, দানিবে শুভ কহিছে তুলসীদাস ॥৪॥
রামনাম ধর্ম্মময় জানিছে তুলসীদাস ।
ভূমিবশে বীজ যথা আকাশে তারার বাস ॥৫॥
রামনাম শিব ল'ন বেদ ও পুরাণ গাছে ।
অশুভ ও পাপ নাশি' শুভ সব সাধে তাহে ॥৬॥
রামনাম স্মরি' মিটে তুলসীর ঘোর ক্লেশ ।
দেয় স্নখ স্বপ্নাভীত পরমার্থে স্নপ্রবেশ ॥৭॥

চৌ—জিঅন মরন ফলু দশরথ পা'ব। অণু অনেক অমল জন্ম ছা'ব।
 জিঅত রাম বিধু বদলু নিছারা। রাম বিরহ করি মরলু স'বারা ॥১॥
 সোক বিকল সব রোবহি' রানী। রূপ সীলু বলু ভেজু বখানী ॥
 করহি' বিলাপ অনেক প্রকারা। পরহি' ভুমিভল বারহি' বারা ॥২॥
 বিলপহি' বিকল দাস অরু দাসী। ঘর ঘর রুদলু করহি' পুরবাসী ॥
 অঁথয়উ আজু ভানুকুল ভানু। ধরম অবধি গুন রূপ নিধামু ॥৩॥
 গারী' সকল কৈকইহি দেহী। নয়ন বিহীন কীলু জগ জেহী' ॥
 এহি বিধি বিলপত রৈনি বিহানী। আএ সকল মহামুনি গ্যানী ॥৪॥

দোহা— তব বসিষ্ঠ মুনি সময় সম কহি অনেক ইতিহাস।

সোক নেবারেউ সবহি কর নিজ বিগ্যান প্রকাশ ॥১৫৬॥

বাংলা অর্থ—জিঅন—জীবন; অণু—ব্রহ্মাণ্ড; স'বারা—সংশোধন করিয়াছিল;
 রোবহি—রোদন করিয়াছিল; অঁথয়উ—অন্তমিত হইয়াছেন; রৈনি—রজনী; বিহানী
 —প্রভাত হইল; নেবারেউ—নিবারণ করিলেন; বিগ্যান—ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান; (দে)—১৫৬ গ:

চৌ—জীবন-মরণ-ফল দশরথ পা'ন। অনেক ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর হয় যশোগান ॥

জীবনে হেরেন রাম-চন্দ্রমা-বয়ান। রাঘব-বিরহে লাভ ভূতু মহীয়ান ॥১॥

শোক-বশে রাগী-সব রোদন করিয়া। রূপ, শীল, বল, ভেজ বহু বাখানিয়া ॥

করেন বিলাপ সেখা বিবিধ প্রকারে। ধরার উপরে পড়ি' শোকে বারে বারে ॥২॥

বিকল বিলাপ করে যত দাস-দাসী। ঘরে ঘরে কান্না-রোল তুলে পুরবাসী ॥

অন্তমিত হ'ল আজু ভানু-কুল-রবি। ধরমের শেষ সীমা রূপ-গুণ-ছবি ॥৩॥

কৈকেয়ীরে করে সবে গালি বরষিত। ধরারে করেন যিনি অঁথি-বিবর্জিত ॥

হেন রূপে বিলপিয়া রাতি চ'লে যায়। মহামুনি, জ্ঞানী সবে আসেন সেখায় ॥৪॥

দোহা— তখন বসিষ্ঠ কাল-অনুকূল বর্ণিলেন বহু ইতিহাস।

বিষাদ নিবারি' সমাগত জনে করি' নিজ বিজ্ঞান প্রকাশ ॥১৫৬॥

সান্ন্যাসার্থ—দশরথের জীবন ও মরণ সার্থক হইল। জীবিতকালে রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র
 দেখিয়া আনন্দে ভরপুর ছিলেন। তিনি রাম-নাম লইতে লইতে দেহরক্ষা করিলেন। রাগীরা
 শোকমগ্ন হইয়া রাজ্যব গুণাবলীর প্রশংসা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। সকলে
 কৈকেয়ীর নাম লইয়া গালাগালি করিতে লাগিল। মহামুনিরা উপস্থিত হইলেন। বসিষ্ঠ
 সকলকে কালোপযোগী কাহিনী বলিয়া শাস্তনা দিতে লাগিলেন ॥১৫৬॥

চৌ—ভেল নারি' ভরি নৃপ তনু রাখা। দূত বোলাই বহুরি অস ভাষা ॥

ধাবহ বেগি ভরত পহি' জাহ্নু। নৃপসুখি কতছ' কহছ জনি কাহ্নু ॥১॥

এতেনেই কহেছ ভরত সন জাহ্নু। গুর বোলাই পঠয়উ দোউ ভাহ্নু ॥

সুনি মুনি আয়সু ধাবন ধাএ। চলে বেগ বর বাজি লজাএ ॥২॥

অনরথু অবধ অরন্তেউ অব তেঁ । কুসগুন হোহি' ভরত কহ ভব তেঁ ॥
 দেখহি' রাতি ভয়ানক সপনা । জাগি করহি' কটু কোটি কলপনা ॥৩॥
 বিপ্র জেবাঁই দেহি' দিন দান । শিব অভিবেক করহি' বিধি নানা ॥
 মাগহি' হৃদয়' মহেস মনাই । কুসল মাতু পিতু পরিজন ভাই ॥৪॥
 দোহা— এহি বিধি সোচত ভরত মন ধাবন পছ'চে আই ।

গুর অনুসাসন শ্রবন স্ননি চলে গনেশ্ব মনাই ॥১৫৭॥

বাংলা অর্থ—ভাষা—বলিল; স্ননি—সংবাদ; কতছ'—কোথাও; বোলাই
 পঠয়উ—ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন; লজ্জাএ—লজ্জা দিল; অরন্তেউ—আরন্ত হইয়াছে;
 কটু কলপনা—মিথ্যা চিন্তা; জেবাঁই—নিমন্ত্রণ করিয়া; মনাই—স্মরণ করিয়া; ধাবন
 —দূত; অনরথু—অনর্থ; কুসগুন—কুচিহ্ন; (দো—১৫৭ পঃ)

চৌ—নায়ে তেল ভরি' নৃপ-দেহ রাখি' দেন । দূতে ডাকি' আনি' পুন আদেশ করেন
 হুয়া তুমি চলি' যাও ভরতের পাশ । নৃপ-কথা কভু কোথা না কর প্রকাশ ॥১॥
 ভরতের পাশে গিয়া কহ সমাচার । ডাকিয়া পাঠা'ন গুরু যুগল-কুমার
 মূনি-আজ্ঞা লভি' দূত ধাইয়া চলিল । তা'র গতি দ্রুত-অশ্বে লাজ আনি' দিল ॥২॥
 অবধে অনর্থ স্মর যবে হ'তে ঘটে । অমঙ্গল চিহ্ন সব ভরতে প্রকটে ॥
 সারা রাতি হেরিলেন ভীষণ স্বপন । দিনে জাগি' করিলেন কোটি কু-কল্পন ॥৩॥
 বিপ্র জোজ দিয়া দান দে'ন দিনে দিনে । শিব-অভিবেক করি' বিধি ধরণে ॥
 মানং করেন শিবে হৃদয় ভরিয়া । পিতা-মাতা-ভাই-বন্ধু কুশল-মাগিয়া ॥৪॥
 দোহা— হেন চিন্তারত ভরত যখন দূতে সমাগত নেহারিলা ।

গুরুর আদেশ কানে স্ননি' হুয়া গণপতি স্মরিয়া চলিলা ॥২৫৭॥

সান্ন্যাস—তিনি নোকায় তেল ভরিয়া তাহাতে দশরথের দেহ রক্ষা করিতে
 আদেশ দিয়া নন্দীগ্রামে ভরতের নিকট দূত পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন । কাহাকে কোন
 বিষয় না বলিয়া গুরুদেব দুই ভাইকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন—ইহা বলিতে হইবে । দূত
 অতি দ্রুতবেগে চলিল । অযোধ্যাতে অনর্থ ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে ভরত অন্তর্ভুচিহ্ন দেখিতে-
 ছিলেন । রাজ্যে কুশল দেখিতেন এবং তার জন্ম প্রতিদিন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শিব
 পূজাস্তে ভাতা ও পরিজনদের কুশল কামনা করিতেন । এইরূপ সময়ে দূত সেখানে
 পৌঁছিয়া গুরুর আদেশ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল ॥২৫৭॥

চৌ—চলে সন্নীর বেগ হয় হাঁকে । নাযত সরিত সৈল বন বাঁকে ॥

হৃদয়' সোচু বড় কছু ন সোহাই । অস জানহি' জিয়' জাউ' উড়াই ॥১॥
 এক নিমেষ বরষ সম জাই । এহি বিধি ভরত নগর নিঅরাই ॥
 অসগুন হোহি' নগর পৈঠায়া । রটহি' কুভা'তি কুখেত করায় ॥২॥
 খর সিজার বোলহি' প্রতিকূলা । স্ননি স্ননি হোই ভরত মন সূলা ॥
 ত্রিহত সর সরিতা বন বাগা । নগর বিসেবি ভয়াবমু লাগা ॥৩॥

খগ জগ হয় গয় জাহি' ন জোএ। রাম বিয়োগ কুরোগ বিগোএ ॥
নগর নারি নর নিপট দুখারী। মনহু' সবমহি সব সম্পতি হারী ॥৪॥

দোহা— পুরজন মিলহি' ন কহহি' কিছু গবহি' জোহারহি' জাহি' ।

ভরত কুসল পু'ছি ন সকহি' ভয় বিষাদ মন মাহি' ॥১৫৮॥

বাংলা অর্থ—হাঁকে—হাঁকাইয়া; নাঘত—ভয়ঙ্কর; বাঁকে—পার হইয়া;
নিঅরাজি—নিকটবর্তী হইল; অসগুন—অপশকুন, অপচিহ্ন; করারা—কাক; কুখেত—
কুহনে; সিআর—শৃগাল; সূলা—পীড়া; ভয়াবসু—ভয়ঙ্কর; জাহি ন জোএ—দেখা
যায় না; হারী—হারাইয়াছে; জোহারহি'—বন্দনা করিতেছে; (পঃ—১৫৮ পঃ)

চৌ—বায়ু-বেগে চলিলেন অথ হাঁকাইয়া। হাঁকা বাঁকা নদী শৈল বন-পথ দিয়া ॥
মনে চিন্তা ভরে, কিছু ভাল নাহি লাগে। এই মনে ভাবে শুধু উড়ে যা'বে আগে ॥১
একটি নিমেষ যেন বর্ষ-সম যায়। ভরত নগর-দ্বারে আসিয়া পৌঁছায় ॥

কুলক্ষণ হেরিলেন নগরে পশিয়া। 'কা' 'কা' শব্দে কাক সব উঠিল ডাকিয়া ॥২
গর্দভ, শৃগাল-রব হল প্রতিকূল। শুনিয়া ভরত-মন হইল আকূল ॥

শ্রীহীন হেরিলা নদী, সর, উপবন। নগর লাগিল যেন অতীব ভীষণ ॥৩॥
পশু, পক্ষী, হাতী, ঘোড়া-পানে কেবা হেরে। রামের বিরহে সবে কাতরতা ভরে ॥
পুর-নরনারী সব অতীব দুঃখিত। সকলে হ'য়েছে যেন সম্পদ-রহিত ॥৪॥

দোহা— পুরজন মিলে কিছু নাহি কয় চুপ রহি' করয়ে বন্দন।

ভরত কুসল পুছিতে নারিল বিষাদে ও ভয়ে ভরে মন ॥১৫৮॥

সান্ন্যাস—ভরত দ্রুতভাবে শঙ্কায়িত চিত্তে অযোধ্যার দিকে আসিতে লাগিলেন।
তাহার মনে কিছু ভাল লাগিতেছিল না, মুহূর্তও যেন বৎসরের হায় কাটিতেছিল। তিনি
নগরে প্রবেশমাত্র অন্তর্ভুজি দেখিতে লাগিলেন। কাক, গর্দভ ও শৃগাল বিপরীত ধ্বনি
করিয়া অন্তর্ভের ইঙ্গিত করিল। নগর শ্রীহীন বোধ হইল। রামবিরহে পশু, পক্ষী
হস্তি-প্রভৃতিও যেন মৃত-প্রায় রহিল। পথে আসিবার সময় সকলকে দুঃখময় মনে
করিলেন। পুরজন কিছু না কহিয়া দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল ॥১৫৮॥

চৌ—হাট বাট নহি' জাহি নিহারী। জম্ম পুর দই দিসি লাগি দবারী ॥

আবত স্তব সূনি কৈকয়নন্দিনি। হরষী রবিকুল জলরুহ চন্দ্রিনী ॥১॥

সজি আরতী মুদিত উঠি ধাজে। দ্বারেহি' ভে'টি ভরন লেই আজি ॥

ভরত দুখিত পরিবার নিহার। মানহু' তুহিন বনজ বসু মারা ॥২॥

কৈকেই হরষিত এহি ভা'তী। মনহু' মুদিত দব লাই কিরাভী ॥

সুভহি সসোচ দেখি মনু মারে'। পু'ছতি নৈহর কুসল হমারে' ॥৩॥

সকল কুসল কহি ভরত স্ননাঈ। পু'ছী নিজ কুল কুসল ভলাঈ ॥

কহু কই তাত কই সব মাতা। কই সিয় রাম লখন প্রিয় জাতা ॥৪॥

দোহা— স্ত্রী স্ত্রী বচন সমেহময় কপট নীর ভরি নৈন ।

ভরত প্রবন মন সুল সম পাপিণি বোলী বৈন ॥১৫৯॥

বাংলা অর্থ—বাট—রাস্তা; দই—দশ; দবারী—দাবায়ি; জলরুহ—পদ্ম;
দব লাই—দাবায়ি লাগাইয়া দিয়াছে; নৈহর—স্ত্রীর পিজালয় পরিবার; কুশল ভলাই—
কুশল সংবাদাদি; বোলী—বলিলেন; বৈন—বচন; নৈন—নয়ন; (৫৭—১৫৯ পঃ)

পুৱে, হাটে, পথে, দেখা কিছু নাহি যায় । দশদিকে দাবানলে পুরী যেন ছায় ॥

স্ত্রী সমাগত স্ত্রী' কেকয়-নন্দিনী । হরষিল রবিকুল-কমলে চাঁদিনী ॥১॥

আরতি সাজা'য়ে উঠি' মুদিত ধাইল । দ্বারে আবাহিয়া স্ত্রীতে ভবনে আনিল ॥

ভরত দ্বঃখিত হেরে সব পরিবারে । চিন্তে যেন তুষারেতে পদ্ম-বন মাৱে ॥২

কৈকেয়ী হর্ষিত হ'ন বুঝা গেল তথা । দাবায়ি আনিয়া ব্যাধ-পত্নী-চিত্ত যথা ॥

স্ত্রীতে শোক-পর হেরি' বিষম বদন । কুশল পুছিল পিতৃ-ভবনে আপন ॥৩॥

সকল কুশল কহি' ভরত স্ত্রী'ন । স্বকুল-কুশল-বার্তা জানিবারে চা'ন ॥

কোথা মাতঃ! মাতৃগণ? পিতা বা কোথায়? প্রাণাদিক সীতারাম-লক্ষ্মণ কোথায়? ॥৪

দোহা— স্ত্রী-মুখে স্ত্রী' স্নেহমাখা বাণী নয়নে কপট বারি ভরি' ।

ভরতের কাণে শুল-সম যেন কহিল সে পাপিণী উচ্চরি' ॥১৫৯॥

সান্নিধ্য—পথঘাট জনশৃংখল বোধ হইল । ভরত আসিতেছে স্ত্রীয়া কৈকেয়ী
আরতি সাজাইয়া ভরতকে অভ্যর্থনা করিতে ছুটিলেন । ভরত সকল পরিবারকে নিতান্ত
হঃখমগ্ন দেখিলেন । বনে আগুন লাগাইয়া ব্যাধের স্ত্রীর যে আনন্দ কৈকেয়ীও সেইরূপ
আনন্দে ভরপুর ছিলেন । পুত্রকে চিন্তাঘ্রিত দেখিয়া নিজের বাণের বাড়ীর কুশলাদি জিজ্ঞাসা
করিলেন । ভরত সেখানকার কুশল কহিয়া নিজে বাড়ীর কুশলাদি জিজ্ঞাসার প্রথমে
অত্যাশা মায়াদের কথা পরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা কোথায়—জানিতে চাহিলেন । তখন
ভরতের কাণে শুল বিদ্ধ করিয়া পাপিণী কৈকেয়ী বলিলেন ॥১৬০॥

চৌ—তাত বাত মৈ' সকল স'বারী । তৈ মন্দেরা সহায় বিচারী ॥

কছুক কাজ বিধি বিচ বিগারেউ । ভূপতি স্ত্রপতি পুর পণ্ড ধারেউ ॥১॥

স্ত্রীভরত ভগ্ন বিবস বিবাদ । জন্ম সহমেউ করি কেহরি নাদা ॥

তাত তাত হা তাত পুকারী । পরে ভূমিতল ব্যাকুল ভারী ॥২॥

চলত ন দেখন পায়উ' তোহী । তাত ন রামহি সো'পেছ মোহী ॥

বহুরি ধীর ধরি উঠে স'ভারী । কহ পিতু মরন হেতু মহতারী ॥৩॥

স্ত্রী স্ত্রী বচন কহতি কৈকেয়ী । মরমু পঁাছি জন্ম মাছর দেই ॥

আদিছ তৈ' সব আপনি করনী । কুটিল কঠোর মুদিত মন বরনী ॥৪॥

দোহা— ভরতহি বিসরেউ পিতু মরন স্ত্রীভরত রাম বন গোনু ।

হেতু অপনপউ জানি জিয়' থকিত রহে ধরি মোনু ॥১৬০॥

বাংলা অর্থ—স'বারী—ঠিক করিয়া রাখিয়াছি; বিগারেউ—বিশ্রবীত করিলেন;

পণ্ড ধারেউ—পদার্পণ করিলেন; সহমেউ—ভয় পাইলেন; পুকানী—উচ্চারণ করিয়া;
ন সোঁপেছ—সিগিলে না; সর্ভারী—সামলাইয়া; পাঁছি—ভেদ করিয়া; মাছুর—বিষ;
গৌলু—গিয়াছেন; মৌলু—মোনতা; অপনপউ—নিজেই; (দো—১৬০ পর্বাঙ্ক)

চৌ—ওহে তাত! সব কথা ঠিক হ'য়ে গেছে। বেচারী মধুরা হেথা সহায় হ'য়েছে।

ঘটাইল মাঝে বিধি কিছু অঘটন। নরপতি দেব-ধামে করিল। গমন ॥১৥

শুনিয়া ভরত-মনে ভরিল বিষাদ। ভীত করী যেন শুনে কেশরি-নিদাদ ॥

হাঃ তাত! হাঃ তাত! এই শব্দ উচ্চারিলা। ব্যাকুল হইয়া ভারী ভূতলে পড়িলা ॥২

“মৃত্যুকালে না লভিলু ভব দরশন। তাত! না করিলে মোরে রামে সমর্পণ ॥”

ধীরতা ধরিয়া নিজে প্রবোধ মানিলা। পিতার মরণ-হেতু মাতারে পুছিলা ॥৩

— স্নাতের বচন শুনি কৈকেয়ী কহিলা। মরম বি'দিয়া যেন বিষ ঢালি' দিলা ॥

প্রথম হইতে সব করম আপন। দৃষ্ট মনে ক্রুর ভাবে করিলা বর্ণন ॥৪॥

দোহা— ভরত ভুলিলা পিতার মরণ শুনি' রাম-বন-যাত্রা-কথা।

নিজেই কারণ হিয়াতে জানিয়া স্তব্ধ রহে ধরি' নীরবতা ॥১৬০॥

সান্নিধ্য—হে পুত্র! মধুরা সহায়ে সব আমি ঠিক করিয়া আনিয়াছিলাম। সে সময় বিধাতা গোল বাধাইলেন। হঠাৎ রাজার মৃত্যু হইল। তখন ভরত ছুঁতে অবশ হইয়া হা পিতা! হা পিতা! বলিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন, মৃত্যুকালে দেখিতে পাইলাম না এবং মরণের পূর্বে রামের হাতে সমর্পণ না করিয়া মৃত্যু বরণ করিলে? পুনঃ সামলাইয়া মরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ক্ষত ধূইয়া বিষ প্রলেপের জ্বায়া রাণী আত্মপান্ত সকল কুটিলপনা ও কঠোরতর বর্ণনা করিলেন। ভরত রামের বনগমন সংবাদে পিতার মৃত্যুর কথা ভুলিয়া আরো বিমূঢ় ও মোহী হইলেন ॥১৬০॥

চৌ—বিকল বিলোকি স্নতহি সমুঝাবতি। মনহুঁ জরে পর লোন্মু লগাবতি ॥

তাত রাউ নহি' সোঁটে জোগু। বিড়ই স্ককুত জসু কীন্হেউ ভোগু ॥১॥

জীবত সকল জনম ফল পাএ। অন্ত অমরপতি সদন সিধাএ ॥

অস অনুমানি সোঁচ পরিহরহু। সহিত সমাজ রাজ পুর করহু ॥২॥

সুনি স্তুঠি সহমেউ রাজকুমারু। পার্কেঁ ছত জন্ম লাগ অঁগারু ॥

ধীরজ ধরি ভরি লেহি' উসাস। পাপিনি সবহি ভাঁতি কুল নাসা ॥৩॥

জোঁ পৈ কুরুচি রহী অতি তোহী। জনমত কাহে ন মারে মোহী ॥

পেড় কাটি তেঁ পালউ সোঁচ। মীন জিঅন নিতি বারি উলীচ ॥৪॥

দোহা— হংসবৎস দসরথু জনকু রাম লখন সে ভাই।

জননী তুঁ জননী ভজি বিধি সন কহু ন বসাই ॥১৬১॥

বাংলা অর্থ—সমুঝাবতি—বুঝাইলেন; জরে পর—আগ্নিদগ্ধ হইবার পর; বিড়ই—অর্জুন করিয়া; পার্কেঁ ছত—পঞ্চ ত্রণ; উসাসা—দীর্ঘশ্বাস; নাসা—নাশ

করিয়াছে; জনমত—জন্ম হইতেই; পালউ—পল্লব, পত্র; উলীচা—ফেলিয়া দিল; হংসবংশ—স্বর্ঘ্যবংশ; সে—সদৃশ; বসাই—বশ থাকে; (দো—১৬১ পঃ)

চৌ—স্বভেদে বিকল হেরি' বুঝান তাহারে। যেন ক্ষার নিক্ষেপিল ক্ষভের মাঝারে ॥
ওহে তাত! রাজা-ভরে শোক অনুচিত। অর্জি' পুণ্য, যশোভোগ করি' যথোচিত ॥১
ভুঞ্জিয়া সকল ফল যাবৎ জীবন ॥ অস্তে চলিলেন তিনি অমর-সদন ॥
এ' সব বিচারি' পিতৃশোক পরিহর। প্রজাপুঞ্জ-সহ পিতৃরাজ্য ভোগ কর ॥২
ভরত কাতর হ'ন সকল শুনিয়া। পঙ্ক-ব্রণে গেল যেন আগুন লাগিয়া ॥
ধীরতা ধরিয়া ক'ন ল'য়ে দীর্ঘশ্বাস—‘পাপিনি! সর্বথা কৈলে মম কুল-নাশ ॥৩
এহেন কুরূচি যদি পুষিতে অন্তরে। জন্মমাত্র কেন তুমি না মারিলে মোরে ॥
বৃক্ষ-মূল কাটি' কর পাতাতে সিঞ্চিত। মাছেরে জিয়াতে কর বারি-বিরজ্জিত ॥৪

দোহা— সূর্য্য-বংশজাত দশরথ পিতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ যার ভাই।

ওহে মাতঃ! তুমি তাহার জননী বুঝি কিছু বিধি-বশে নাই ॥১৬১॥

সান্ন্যাস—পুত্রকে ব্যাকুল দেখিয়া কৈকেয়ী তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন কিম্ব তাহা
কাটা ঘায়ে লবণ দেওয়ার মত। তিনি বলিলেন,—রাজার জন্ম সার্থক, তিনি পুণ্য ও যশ
যথেষ্ট ভোগ করিয়াছেন। তাঁর জন্ম শোক ত্যাগ করিয়া সূর্য্য রাজ্য পালন কর ইত্যাদি।
শাস্ত্রনা বাক্য শুনিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস লইয়া ভাবিলেন সবই নষ্ট হইয়াছে। তখন ভরত
বলিলেন,—কল্পিমাত্র কেন আমাকে মারিয়া ফেল নাই। স্বর্ঘ্যবংশে জন্ম, দশরথ পিতা, রাম
লক্ষ্মণ ভাই, আর তুমি মা, বিধাতার ইচ্ছাই বৈচিত্র্য ॥১৬১॥

চৌ—জব তেঁ কুমতি কুমত জিয়' ঠয়উ। খণ্ড খণ্ড হোই হৃদউ ন গয়উ ॥
বর মা'গত মন ভই নহি' পীরা। গরি ন জীহ মুই পরেউ ন কীরা ॥১॥
ভূপ' প্রভীতি ভোরি কিমি কীন্হী। মরন কাল বিধি মতি হরি লীন্হী ॥
বিধিছ' ন নারি হৃদয় গতি জানী। সকল কপট অঘ অবগুন খানী ॥২॥
সরল সুসীল ধরম রত রাউ। সো কিমি জাটৈ তীয় সুভাউ ॥
জস কো জীব জন্তু জগ মাহী'। জেহি রঘুনাথ প্রানপ্রিয় নাহী' ॥৩॥
ভে অতি অহিত রামু ভেউ তোহী। কো তু অহসি সত্য কছ মোহি ॥
জো হসি সো হসি মুই মসি লাজে। আঁখি ওট উঠি বৈঠহি জাজে ॥৪॥

দোহা— রাম বিরোধী হৃদয় তেঁ প্রগট কীন্হ বিধি মোহি।

মো সমান কো পাতকী বাদি কহউ' কছু তোহি ॥১৬২॥

বাংলা অর্থ—তেঁ—তুই (নিন্দাবাচক); ঠয়উ—স্থির করিয়াছিলি; হোই গয়উ
—হইয়া গেল; গরি—গলিয়া; কীরা—পোকা; খানী—খনি; ভেউ—সেই; হসি—
হাস; মসি—মসী; লাজে—লেপন করিয়া; আঁখি ওট—আঁখির আড়ালে; বাদি—
ব্যর্থ; প্রগট কীন্হ—উৎপন্ন করিলেন; অহসি—আছিল; (দো—১৬২ পঃ)

চৌ—হে কুমতি । মনে হেন কুবুদ্ধি ধরিয়া । হিয়া নাহি গেল কেন খণ্ডিত হইয়া ।
 বর মাগি' তব মনে দুখ না বি'ধিল । জিহ্বা না খসিল, মুখে পোকা না পড়িল ॥১
 কেমনে তোমাতে নৃপ বিশ্বাস স্থাপিল । মৃত্যুকালে বিধি তাঁর বুদ্ধি হরি' নিলা ॥
 নারী-মনোগতি নাহি জানা বিধাতার । সকল কাপট্য-পাপ-অশুণ-আধার ॥২
 সরল সুদীল রাজা ধরমে নিরত । নারীর চরিত্র তাঁর নহেক বিদিত ॥
 হেন প্রাণী বল কেবা ধরামাঝে রহে । রঘুনাথ রাম ষাঁর প্রাণ-প্রিয় নহে ? ॥৩
 সে রাম অহিতকারী আছিল তোমার । কেবা তুমি হও সত্য কহ ত এবার ?
 যে বা সে বা হও তুমি মুখে কালি দিয়া । যথা ইচ্ছা বাস কর নয়ন মুদিয়া ॥৪
 দোহা— রামের বিরোধী হৃদয় হইতে মাতা জন্ম দানিলা আমারে ।

কে আছে পাতকী আমার সমান কহি যাহা বৃথাই তোমায়ে ॥১৬২

সান্ন্যাসার্থ—এই কুবুদ্ধি চিন্তা করিতে জিব খসিয়া গেল না, হৃদয় বিদীর্ণ হইল না,
 মুখে পোকা পড়িল না, বাজাও তোমাকে বিশ্বাস কবিলেন ; মরণকালে তাঁহার বুদ্ধিজ্ঞান
 হইয়াছিল । বিধাতা অযং জীর্ণকিতে প্রবেশে অক্ষম । জীলোক কপটতা ও দোষের
 আকর । পৃথিবীর সকলের নিকট প্রিয় রঘুনাথ তোমার কি অহিত লাগিয়াছিলেন—আমায়
 বণ । তোমার রাম বিরোধী হৃদয় হইতে বিধাতা কিনা আমার জন্ম দিলেন । আমাব
 মত পাপী নাই । না, তোমাব কোন দোষ নাই ॥১৬২॥

চৌ—সুনি সক্রম মাতু কুটিলাজি । জরহি' গাত রিস কছু ন বসাই ॥
 তেহি অবসর কুবরী তই আঙ্গি । বসন বিভূষণ বিবিধ বনাই ॥১॥
 লখি রিস ভরেউ লখন লঘু ভাই । বরত অনল যত আছতি পাই ॥
 হমগি লাভ তকি কুবর মারা । পরি মুহ ভর মহি করত পুকারা ॥২॥
 কুবর টুটেউ ফুট কপারু । দলিত দমন মুখ রুধির প্রচারু ॥
 আহ দইঅ মৈ কাহ নসাবা । করত নোক ফলু অনইস পাবা ॥৩॥
 সুনি রিপুহন লখি নখ সিখ খোটা । লগে ঘসীটন ধরি ধরি কোটা ॥
 ভরত দয়ানিধি দীনহি ছড়াই । কোসল্যা পহি' গে দোউ ভাই ॥৪॥

দোহা— মলিন বসন বিবরন নিকল কুস সরীর দুখ ভার ।

কনক কলপ বর বেলি বন মানছ' হনী তুসার ॥১৬৩॥

বাংলা অর্থ—জরহি'—জ্বলিতে লাগিল, বরত—জলন্ত, হমগি—জেরে ; লাভ
 —লাধি, তকি—লক্ষ্য করিয়া, ফুট—বিদীর্ণ হইল, কপারু—কপাল ; প্রচারু—
 প্রবাহিত হইল ; দইঅ—দৈব, অনইস—অনভীষ্ট ; সিখ—শির ; খোটা—ভ্রষ্ট ; ঘসীটন
 লগে—ঘসিতে লাগিল ; বেলি—বল্লী, গভা, হনী—নষ্ট কবিল ; (দো—১৬৩ পঃ)

চৌ—মাতৃ-কুটিলতা সব শূনি' শক্রঘন । রোষে গাত্র-দাহ, আত্ম-বশহীন হ'ন ॥
 মন্দার সে অবসরে সেধা উপনীত । বসনে, ভূষণে বহু হ'য়ে সুসজ্জিত ॥১॥

মহুয়ার কৈকেয়ীর কক্ষে প্রবেশ লাগুনা ও করুণা
 শত্রুঘন তারে হেরি' রোষেতে দহিল। ঘুতাজ্জিতি লভি' যেন অনল বাড়িল ॥
 কুঁজ লক্ষ্য করি' এক লাথি তারে মারে। থুব্‌ড়িয়া মুখ পড়ে বিকট চীৎকারে ॥২
 কুঁজ টুটি' গেল তথা কপাল ফাটিল। ভগ্ন-দন্ত মুখে রক্ত ফরিতে লাগিল ॥
 কহে,—বিধি ! সর্বনাশ হইল আমার। করি' ভাল পাই মন্দ প্রতিফল তা'র ॥৩
 নথ হ'তে শিখা সব ছুটামি শুনিয়া। শত্রুঘন ঘসে মুখ বু'টিতে ধরিয়া ॥
 দয়াল ভরত তা'রে ছাড়াইয়া দিল। দু'ভাই কৌশল্যা-পাশে আসিয়া পৌ'ছিল ॥৪
 দোহা— মলিন বসন বিবর্ণ বিকল দেহ শুষ্ক তাঁর গুরু দুখঃ ভারে।

মনে হয় বুঝি স্বর্ণ-কল্পলতা শুকায়েছে বনেতে ভূবারে ॥১৬৩॥

সান্ন্যাস—মাঘেব কুটিলতাতে শত্রুঘ্নের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। সেই সময় মহুয়া
 স্পঞ্জিত হইয়া সেখানে আসিল। তাহাতে যেন জলন্ত অগ্নিতে ঘুতাজ্জিতি পড়িল। তিনি
 রাগিয়া কুঁজ লক্ষ্য করিয়া এক লাথি মারিলেন। সে অশোমুখে মাটিতে পড়িয়া গেল, কুঁজ
 বিদীর্ণ হইল, দাঁত দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল তখন শত্রুঘ্ন তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া মুখ
 মাটিতে ঘষিয়া দিতে থাকিলে ভবত ছাড়াইয়া দিলেন। তখন ভরত কৌশল্যা-সমীপে
 গেলেন। তাহাকে মলিন-বসন, রুগ্নতন্ত্র এবং বিহ্বলা দেখিলেন ॥১৬৩॥

চৌ—ভরতহি দেখি মাতু উঠি ধাই। মুচ্ছিত অবনি পরী নই' আছি ॥

দেখত ভরতু বিকল ভএ ভারী। পরে চরন তন দসা বিসারী ॥১॥

মাতু তাত কই দেহি দেখাঈ। কই সিয় রাগু লখনু দোউ ভাঈ ॥

কৈকই কত জনমী জগ মাঝ। জোঁ জনমি ত ভই কাহে ন বাঁঝা ॥২॥

কুল কলঙ্কু জেহিঁ জনমেউ মোহী। অপজস ভাজন প্রিয়জন জোহী ॥

কো তিভুবন মোহি সরিস অভাগী। গতি অসি তোরি মাতু জেহি লাগী ॥৩

পিতু সুরপুর বন রঘুবর কেতু। মৈ কেবল সব অনরথ হেতু ॥

ধিগ মোহি ভয়উ বেনু বন আগী। দুসহ দাহ দুখ দুখন ভাগী ॥৪॥

দোহা— মাতু ভরত কে বচন মুদ্র স্নান পুনি উঠী সঁভারি।

লিএ উঠাই লগাই উর লোচন মোচতি বারি ॥১৬৪॥

বাংলা অর্থ—নই'—শিরোগ্রন; কত—কেন; জনমী—জন্মলেন; বাঝা—
 বক্ষা; অসি—একপ; জেহি লাগী—বার জহ; আগী—অগ্নি; সঁভারি—সামলাইয়া;
 মোচতি—ঝরিতে লাগিল; কেতু—কেতু, দৃষ্টগ্রহবিশেষ; (দো—১৬৪ পর্য্যন্ত)

ভরত-কৌশল্যা-সংবাদ

চৌ—ভরতে হেরিয়া মাতা উঠিয়া ধাইলা। মুচ্ছিতা অবনী'পরে লুটা'য়ে পড়িলা ॥

ভরত হেরিয়া তাহা বিকল হইল। তনু-দশা বিস্মরিয়া চরণে নমিল ॥১॥

ওহে মাতঃ! তাত কোথা দাও দেখাইয়ে। সীতা ও লক্ষ্মণ রাম কোথা' দুই ভা'য়ে ?

কৈকেয়ী জনমে কেন ধরার ভিতরে ? যদি জন্মে কেন বিধি বক্ষা নাহি করে ?

কুলের কলক মোরে জন্ম দান করে। অপঘণ-ভাগী হ'য়ে বিজোহ আচরে ॥
 জিভুবনে মম-সম অভাগা ক'জন। যা'র লাগি' মাতঃ! তব দুর্দশা এমন ? ॥৩॥
 পিতা স্নরপুরে তথা বনে রঘুবর। অনর্থের হেতু যত মম শিরোপন্ন ॥
 দিক্ মোরে! আশুনেতে দহি বাঁশবন। দুঃসহ দাহ ও দুঃখ দোষের কারণ ॥৪॥

মাতা শুনি' মৃত্ত ভরত-বচন উঠি' নিজে সামালিয়া পরে—

উঠাইয়ে তা'রে ধরিলা হৃদয়ে আঁখি হ'তে বারি-ধারা বরে ॥১৬৪॥

সান্ন্যাস—ভরতকে দেখিয়া ভরতের দিকে ছুটিয়া আসিতে গিয়া তিনি মুচ্ছিত
 হইলেন। ভরত বড় ব্যাকুল হইয়া মায়ের পায়ে পড়িলেন ও বলিলেন, মা! বাবাকে
 দেখাইয়া দিন, রাম-লক্ষণ-সীতা কোথায়? বলুন। সংসারে মাতা কৈকেয়ী কেন
 জন্মিয়াছিল? যদি বা জন্মিল, কেন নিঃসন্তান হইল না। সেই কৈকেয়ী হইতে কুলজার আমি
 জন্মিয়াছি। আমার চেয়ে হতভাগ্য কে আছে বলুন? আমি এসকলের একমাত্র কারণ।
 আমাকে দিক্! আমি দুঃসহ দুঃখ ও দোষের ভাগী হইয়াছি। তখন কৌশল্যা ভরতকে
 বুক জড়াইয়া ধরিলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতে লাগিল ॥১৬৪॥

চৌ—সরল স্ত্রীয়া মায়' হিয়' লাএ। অতি হিত মনহু' রাম ফিরি আএ ॥

ভে'টেউ বহুরি লখন লঘু ভাঙ্গি। সোকু সনেহু' ন হৃদয়' সমাঙ্গি ॥১॥

দেখি স্ত্রীভাউ কহত সবু কোঙ্গি। রাম মাতু অস কাহে ন হোঙ্গি ॥

মাতাঁ ভরতু গোদ বৈঠারে। আঁসু পৌছি মৃত্ত বচন উচারে ॥২॥

অজহু' বচ্ছ বলি ধীরজ ধরহু। কুসমউ সগুনি সোক পরিহরহু ॥

জনি মানহু হিয়' হানি গলানি। কাল করম গতি অঘটিত জানি ॥৩॥

কাহুহি দোহু দেহু জনি তাত। ভা মোহি সব বিদি বাম বিধাতা ॥

জো এতেহু দুখ মোহি জিআবা। অজহু' কো জানই কা তেহি ভাবা ॥৪॥

দোহা— পিতৃ আয়স ভূষন বসন তাত তজে রঘুবীর।

বিসমউ হরষু ন হৃদয়' কছু পহিরে বলকল টার ॥১৬৫॥

লাংল অর্থ—অতি হিত—অতি স্নেহ; ন সমাই—ধরিল না; আঁসু—
 অশ্রু; পৌছি—মুছাইয়া; হানি গলানি—বিপর্যয়ের ভয় দুঃখ; অঘটিত—অঘটন
 বাগ্য; জিআবা—বাঁচাইলেন; কা তেহি ভাবা—তাঁহার ভাল হইবে কিমে; আয়স—
 আদেশ; বিসমউ—বিষাদ; পহিরে—পরিধান করিলেন; চির—চির বয়স; বচ্ছ—বৎস;
 বলি—শপথ (ভগবৎসমীপে লইতেছি); ভে'টেউ—মিলিলেন; দো—১৫ পং.)

চৌ—সরলা জননী তা'রে বৃকেতে ধরিয়া। সন্নেহে চিন্তন,—রাম এসেছে ফিরিয়া ॥

পুন মিলি' লক্ষণের ছোট ভাই সনে। শোক, স্নেহ, দুই তাঁর উথলিল মনে ॥১

স্বভাব দেখিয়া সবে বলাবলি করে,—‘রাম-মাতা না হ'লে কি হেন ভাব ধরে ॥’

মাতা ভরতেরে কোলে উঠা'য়ে লইলা। অশ্রু মুছি' দিয়া মৃত্ত বানী উচ্চারিলা ॥২

শপথ লইয়া কহি,—দীরতা পরিবে। কুসময় বুঝি বৎস ! শোক না করিবে ॥
 হৃদয়ের দুঃখ-গ্লানি কছু না মানিবে। কাল ও করম-গতি অবশ্য ফলিবে ॥৩॥
 কাহারেও দোষ কছু নাহি তাত ! দিবে। আমা' প্রতি বাম বিধি—এ সত্য জানিবে ॥
 এত দুঃখ-মানো যদি রহিল পরাণ, আজিও—কে জানে শেষে কি ভাবী বিধান ॥৪॥

দোহা— পিতার আদেশে বসন, ভূষণ ওহে তাত ! ত্যজে রঘুবীর।

বিষাদ-হরষ হৃদয়ে না জাগে পরিধানে বঙ্কল ও চীর ॥১৬৫॥

সান্নিধ্য—এই মরণ আশিঙ্গনে তিনি মনে মনে বুঝিলেন, বুঝি বা রাম ফিরিয়া
 আশিয়াছে, পবে শত্রুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মাতার এই স্বভাব দেখিয়া
 সকলে বলিল, রাম-মাতা এমন কেন না হবেন। ভরতকে কোলে লইয়া তাহার
 চোখের জল মুচাইয়া মুছবাক্যে বলিলেন,—বৎস ! ঠৈর্যা ধর, কাল ও কর্মের গতি অজ্ঞাত।
 কাহারও দোষ নাই। বিধাতা আমার প্রতি বিমুখ। এত দুঃখেও তিনি আমাকে
 বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। হে পুত্র ! পিতার আদেশে রাম বসন-ভূষণ ত্যাগ করিয়া বঙ্কল
 পরিলেন, তাহাতে তাতার না হইল ক্ষুণ্ণ, না হইল দুঃখ ॥১৬৫॥

চৌ—মুখ প্রসন্ন মন রঙ্গ ন রোষ। সব কর সব বিধি করি পরিতোষ ॥

চলে বিপিন সুনী সিয় সঙ্গ লাগী। রহই ন রাম চরন অনুরাগী ॥১॥

স্ননতহি লখনু চলে উঠি সাথ। রহই ন জনন কিএ রঘুনাথ ॥

তব রঘুপতি সবহী সিরু নাই। চলে সঙ্গ সিয় অরু লঘু ভাঙ্গি ॥২॥

রাম লখনু সিয় বনহি সিধাএ। গইউ ন সঙ্গ ন প্রান পঠাএ ॥

যছ সবু ভা ইনহ আঁখিনহ আগৈ। তউ ন তজা তনু জীব অভাগৈ ॥৩॥

মোহি ন লাজ নিজ নেছ নিহারী। রাম সহিস স্নত মৈ মহতারী ॥

জিএ মরৈ ভল ভূপতি জান। মোর হৃদয় সত কুলিস সমান ॥৪॥

দোহা— কোসল্যা কে বচন সুনি ভরত সহিত রনিবাসু।

বাকুল বিলপত রাজগৃহ মানছ সোক নেবাসু ॥১৬৬॥

বাংলা অর্থ—রঙ্গ-অসক্তি ; সঙ্গ লাগী—সঙ্গ লইলেন ; রহই ন—খাঙ্কিলেন না ;

তউ—তব ; রনিবাসু—অপুংপুং ; নেবাসু—নিবাস, গৃহ ; (চৌ—১৬৬ পঃ)

চৌ—মুখে প্রসন্নতা, মনে নাহি রাগ, রোষ। সকলের সর্ববিধ করি' পরিতোষ ॥

রাম বনে যায় শুনি' সীতা সঙ্গ লয়। না রহি' এখানে রাম-পদলোভী হয় ॥

শুনিয়া লক্ষ্মণ চলে বনে তা'র সাথ। যদিও থামা'তে তারে চায় রঘুনাথ ॥

সবারে নমিয়া শির রাম গেল বনে। অনুজ লক্ষ্মণ, সীতা চলে তার সনে ॥

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ করিল প্রয়াণ। আমি সঙ্গ নাহি লই, না গেল পরাণ ॥

আঁখি-পুরোভাগে এই সব ঘটি' গেল। অভাগা এ দেহ, প্রাণ তবু না ত্যজিল ॥

আমি মাতা হ'য়ে নাহি লভিমু সরম। আমি মাতা তা'রি, আর স্নত কিনা রাম ?

জীবন-মরণ-তবে নুপে ছিল জ্ঞান। মম হিয়া কিন্তু শত বজ্রের সমান ॥

দোহা— কৌশল্যা-বচন শুনিলা ভরত তথা অন্তঃপুরবাসী জন।

ব্যাকুল বিলাপে রাজ-গৃহে সব পরিজন শোকেতে মগন ॥১৬৬॥

সান্নিধ্য—প্রসন্নমুখে সকলকে সকল রকমে সন্তুষ্ট করিয়া রাম বনে গেল, শীতাও সঙ্গে গেল, লক্ষ্মণ শুনিয়া সেও সাথে চলিল। তাহারা বনে গেল, আমি সঙ্গেও গেলাম না, প্রাণ-ত্যাগও করিলাম না। চোখের সামনে সকল ঘটিল, অভাগা প্রাণ দেহত্যাগ করিল না। আমার দেহের প্রতি আকর্ষণ বেশী তাই মরিলাম না। রাজা কেমনে বাঁচিতে বা মরিতে হয় জানিতেন, আমার হৃদয় বজ্রের মত কঠোর। কৌশল্যার কথা শুনিয়া সকলে বিলাপ করিতে লাগিল ॥১৬৬॥

চৌ—কলপহি' বিকল ভরত দৌড় ভাই। কৌশল্যা' লিএ হৃদয়' লগাই ॥

ভাঁতি অনেক ভরতু সমুঝাএ। কহি বিবেকময় বচন স্ননাএ ॥১॥

ভরতহু' মাতু সকল সমুঝাই। কহি পুরান ঋতি কথা স্মরাই ॥

ছল বিহীন স্মৃতি সরল স্মবানী। বোলে ভরত জোরি জুগ পানী ॥২॥

জে অঘ মাতু পিতা স্মৃত মারে'। গাই গোষ্ঠ মহিসুর পুর জারে' ॥

জে অব তিয় বালক বধ কীর্নহেঁ। মীত মহীপতি মাছুর দীর্নহেঁ ॥৩॥

জে পাতক উপপাতক অহহী'। করম বচন মন ভব কবি কহহী' ॥

তে পাতক মোহি হোছ' বিধাতা। জোঁ যছ হোই মোর মত মাতা ॥৪॥

দোহা— জে পরিহরি হরি হর চরন ভজহি' ভূতগন ঘোর।

তেহি কই গতি মোহি দেউ বিমি জোঁ জননী মত মোর ॥১৬৭॥

বাংলা অর্থ—মারে'—হত্যাতে; গাই গোষ্ঠ—গাভী-গোষ্ঠীশালা; জারে'—দহনে; কীর্নহেঁ—করিলে; মীত—মিত্র; দীর্নহেঁ—দিলে; অহহী'—হয়; দেউ—দিউন; তেহি কই—তাহার; ভূতগণ—ভূতপ্রোতদিগণ; (দো—১৬৭ পর্য্যন্ত)

চৌ—ভরত শত্রুর শোকে বিকল হইল। কৌশল্যা হৃদয়ে তবে দৌহারে ধরিল। ॥

অনেক প্রকারে তিনি ভরতে বুঝা'ন। জ্ঞানগর্ভ বহু বাণী ভরতে শুনা'ন ॥১॥

ভরত মাতারে নিজে সকল বুঝায়। কহি' পুরাতনী বেদ-বাণী সমুদায় ॥

ছল-হীন স্মৃতি তথা সরল স্মবানী। কহিলা ভরত মায়ে যুক্ত করি' পাণি ॥২॥

মাতা-পিতা-স্মৃত-হত্যা যে পাপ আনিবে। গোষ্ঠ, বিপ্র-গৃহদাহে যে পাপ দানিবে ॥

নারী ও বালক বধে যেই পাপ আনে। আর যা' জনমে মিত্রে নৃপে বিষ-দানে ॥৩॥

যত ছোট বড় পাপ ধরা-মাঝে রহে। কর্ম-বাক্য-মনোজাত স্ত্রী যাহা কহে ॥

সে সব আমার হোক শুন হে বিধাতা! ইহা যদি হ'য়ে থাকে মম অনুমত ॥৪॥

দোহা— যারা পরিহরি' হরি-হর-পদ ভজিবে বিষম ভূতগণ।

তা'সবার গতি ধাতা দিন্‌মোরে যদি ইথে মম সমর্থন ॥১৬৭॥

সান্নিধ্য—ভরতেরা হু'ভাই ব্যাকুল হইয়া বিলাপ করিতে থাকিলে কৌশল্যা তাঁহাদিগকে কোলে লইলেন। ভূতকে মিষ্ট ভাষায় অনেক বুঝাইলেন। ভরতও পুরাণ

ত বেদের কথা বলিল, তাঁহাকে অনেক সাস্থনা দিলেন। ভরত হাত ঘোড় করিয়া বলিলেন,—পিতামাতাকে হত্যা, পুত্রহত্যা, গোত্রাঙ্গণ পৃথিবী ও দেবলোক জ্বালাইলে যে পাপ, মিত্ররাজাকে বিব খাওয়াইলে সে পাপ, আরও যত পাপক, উপপাতক আছে সকলই আমার প্রাণ্য—যদি বনে পাঠান ব্যবহাতে আমার কিছু সম্মতি থাকে। যদি ইহাতে আমার সম্মতি থাকে, তবে চরম দণ্ড যেন আমার হয় ॥১৬৭॥

চৌ—বেচহিঁ বেদু ধরমু দুহি লেহীঁ। পিস্নন পরায় পাপ কহি দেহীঁ ॥

কপটী কুঠিল কলহপ্রিয় ক্রোধী। বেদ বিদূষক বিশ্ব বিরোধী ॥১॥

লোভী লম্পট লোলুপচারা। জে তাকহিঁ পরধনু পরদারা ॥

পার্বোঁ মৈঁ তিন্হ কৈ গতি ঘোরা। জোঁ জননী যহু সম্মত মোরা ॥২॥

জে নহিঁ সাধুসঙ্গ অনুরাগে। পরমার্ত পথ বিমুখ অভাগে ॥

জে ন ভজহিঁ হরি নর তনু পাজি। জিন্হহি ন হরি হর সৃজসু মোহজি ॥৩॥

ভজি শ্রুতি পন্থু বাম পথ চলহীঁ। বঞ্চক বিরচি বেষ জগু ছলহীঁ ॥

তিন্হ কৈ গতি মোহি সঙ্কর দেউ। জননী জোঁ যহু জানোঁ ভেউ ॥৪॥

দোহা— মাতু ভরত কে বচন সুনি সাঁচে সরল স্তভায় ॥

কহিত রাম প্রিয় তাত তুমহ সদা বচন মন কায় ॥১৬৮॥

বাংলা অর্থ—পিস্নন—পশ্চাতে নিন্দাকাব্য; পরায় পাপ—অচরিত পাপ; বেদ বিদূষক—বেদনিন্দাকারী; তাকহিঁ—লক্ষ্য করে; নহি অনুরাগে—শত্রুভেদ হয় না; ছলহীঁ—বঞ্চনা করে; জানো ভেউ—জ্ঞাত ছিলাম; সাঁচে—সত্য (দোহা—১৬৮ পং) চৌ-বেদ-ধর্ম বেচিঁ ছলে যে পেট ভরায়। পর-নিন্দা, পর-পাপ গাহিয়া বেড়ায় ॥

কলহে যে অনুরাগী ক্রুর ছলী, ক্রোধী। বেদের নিদূষক বিশ্ব-জনের বিরোধী ॥১॥

লোভী ও লম্পট, য'র লুন্স আচরণ। পরদারে দৃষ্টি দেয়, চায় পর-ধন ॥

তাদের যে ঘোর গতি মো'পরে বর্ষিত—ইউক যদি হে মাতঃ! এ'মম ঈপ্সিত ॥২॥

সাধু-সঙ্গে অনুরাগ নাহি কভু য'র। পরমার্থ-পথে পালে বিষম আঁচার ॥

নর-তনু লভি' হরি-ভজনা না করে। হরি-হর-যশে যেই প্রীতি নাহি ধরে ॥৩॥

শ্রুতি-পথ ত্যজি' য'রা অশ্রু পথে চলে। বঞ্চকের বেশ ধরি' জগজ্জনে ছলে ॥

তা'সবার গতি শিব দিবেন আমারে। হে মাতঃ! এ'কাজ যদি মম জাতসারে ॥৪॥

দোহা— জননী শুনিয়া ভরত-বচন যথাযথ স্তভাব সরল ॥

ক'ন ওহে তাত! রাম-প্রিয় তুমি কায়-মনো-বাক্যে অচঞ্চল ॥১৬৮॥

সান্নিধ্য—যে বেদ বেচিয়া খায় বা ধর্মের নামে নিজের পেট পূরণ করে, যে বেদ-বিদেষী কুটিল, ক্রোধী, লম্পট, পরধন ও পরদ্বীতে লোলুপ, তাহাদের যে দুর্গতি—সেই দুর্গতি আমার হোক, যদি একার্থে আমার সম্মতি থাকে। সাধুসঙ্গে যার অনুরাগ নাই, মোক্ষের পথে যে বিমুখ, যাহার কাছে বিষ্ণু ও মহেশ্বরের স্তুতি ভাল লাগে না, যে বেদের পথ ছাড়িয়া বিপরীত পথে চলে, যে প্রতারণা বেশে বিশ্বকে

ছলনা করে, এ বন-গমনের আভাস পূর্বে জানা থাকিলে আমার যেন সেই গতি হয়। কৌশল্যা বলিলেন,—হে ভরত। তুমি সর্বদা রাম প্রিয় ॥১৬৮॥

চৌ—রাম প্রানহু তেঁ প্রান তুমহারে। তুমহ রঘুপতিহি প্রানহু তেঁ প্যারে ॥
 বিধু বিষ চবৈ অবৈ হিমু আগী। হোই বারিচর বারি বিরাগী ॥১॥
 ভএঁ গ্যানু বরু মিটে ন মোহু। তুমহ রামহি প্রতিকুল ন হোহু ॥
 মত তুমহার যছ জো জগ কহহী। সো সপনেছ স্তথ স্নগতি ন লহহী ॥২॥
 অস কহি মাতু ভরতু হিয় নাএ। থন পয় অবহি নয়ন জল ছাএ ॥
 করত বিলাপ বহুত এহি ভা'তী। বৈঠেহি বীতি গজি সব রাতি ॥৩॥
 বামদেউ বসিষ্ট ভব আএ। সচিব মহাজন সকল বোলাএ ॥
 মুনি বহু ভা'তি ভরত উপদেসে। কহি পরমারথ বচন স্নদেসে ॥৪॥

দোহা— তাত হৃদয় ধীরজু ধরছ করছ জো অবসর আজু।
 উঠে ভরত গুর বচন স্ননি করন কহেউ সব সাজু ॥১৬৯॥

বাংলা অর্থ—প্রান—(প্রাণস্বরূপ) অতি প্রিয়; চবৈ—চোয়াইতে পারে; অবৈ—ক্ষরণ ক্ষরিত করে; হিমু—তুষার; ন মিটে—দূর হইল না; থন পয়—শুন-দ্রুৎ; বীতি গই—চলিয়া গেল; উপদেসে—উপদেশ দিল; স্নদেসে—সময়োপযোগী; সাজু—প্রস্তুতি; সজ্জাং; করন কহেউ—করিতে কহিল; চবৈ—চুমায়; (দো—১৬৯ পর্য্যন্ত)

চৌ—প্রাণ হ'তে প্রিয়তম জানো তুমি রামে। রঘুপতি প্রাণ হ'তে তোমা' প্রিয় জানে
 চন্দ্রমা উদগারে বিষ হিমে অগ্নি ক্ষরে। বারিতে বৈরাগ্য যদি জন্মে জলচরে ॥১
 জ্ঞান লভি' মোহ রহে তাহাও সম্ভব। তুমি রামে প্রতিকুল ইহা অসম্ভব ॥
 তব মতে ইহা যদি নিখে কেহ কহে। স্বপনেও স্তথ, পুণ্য তা'র তরে নহে ॥২
 ইহা কহি' মাতা ধরে ভরতে হিয়ায়। শুন-দ্রুৎ ক্ষরে তাঁ'র, আঁখি জলে ছা'য় ॥
 হেনমতে বিলপিয়া বিবিধ প্রকার। বসিয়া ছুঃখের রাতি হ'য়ে গেল পার ॥৩

বশিষ্ঠদেবের প্রবেশ ও দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-ব্যবস্থা
 বশিষ্ঠ ও বামদেব করি' আগমন। জ্ঞানী, গুণী, মন্ত্রিগণে ডাকেন তখন ॥

ভরতে নির্দেশ দেন বিবিধ প্রকারে। পরমার্থ বাণী ক'ন স্নযোগ্য আধারে ॥৪

দোহা— ওহে তাত! এবে ধৈর্য্য ধরি' কর কর্তব্য-উচিত যথাবিধি আজ।

ভরত উঠেন গুরু-বাক্য শুনি' ক'ন—আয়োজিত হোক সব কাজ ॥১৬৯

সারমর্ম—রাম তোমার প্রাণের প্রাণ। তুমিও রঘুপতির প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। যত অসম্ভব সম্ভব হোক বা সম্ভব অসম্ভব হোক যথা—চাঁদ বিষ বর্ষণ করে, আগুণ শৈত্য দেয়, জলচর জলে বিরাগ দেখায় ইহাও সম্ভব হইতে পারে, তুমি রামের বিরোধী হ'বে এ' কখনও সম্ভব নয় ইত্যাদি বহু বলিয়া মা ভরতকে বুকে লইলেন। যেহে তাহার হৃদয় হইতে দ্রুৎ ক্ষরিত হইল। চোখে জল আঁসিল, এইভাবে বসিয়া বসিয়া রাত্রি চলিয়া গেল। প্রভাতে

বশিষ্ঠ ও বামদেব আসিলেন । মন্ত্রী ও প্রধানগণকে ডাকাইলেন ও ভরতকে নানা উপদেশ
দিলেন এবং ধৈর্য ধরিয়া বর্তমান কার্য করিতে বলিলেন । ভরতও প্রস্তুত হইলেন ॥১৬৯॥

চৌ—নৃপ তনু বেদ বিদিত অম্ভবা বা । পরম বিচিত্র বিমানু বনা বা ॥

গহি পদ ভরত মাতু সব রাখী । রহী রাণি দরসন অভিলাষী ॥১৭॥

চন্দন অগর ভার বহু আএ । অমিত অনেক স্নগন্ধ স্নহাএ ॥

সরজু তীর রচি চিতা বনাঈ । জমু সুরপুর সোপান স্নহাঈ ॥২২॥

এহি বিধি দাহ ক্রিয়া সব কীন্হী । বিধিবত ন্হাই তিলাঞ্জলি দীন্হী ॥

সোধি স্নহুতি সব বেদ পুরানা । কীন্হ ভরত দসগাত বিধানা ॥৩০॥

জই জই মুনির আয়স্ন দীন্হা । তই তস সহস ভাতি সব কীন্হা ॥

ভএ বিস্ক দিএ সব দানা । ধেনু বাজি গজ বাহন নানা ॥৪৪॥

দোহা— সিংহাসন ভূষণ বসন অন্ন ধরনি ধন ধাম ।

দিএ ভরত লহি ভূমিস্বর ভে পরিপূরন কাম ॥১৭০॥

বাংলা অর্থ—অম্ভবা বা—মান করাইলেন ; বিমানু—শব্দধার ; নহাই—স্নান
করাইয়া ; সোধি—বিচার করিয়া ; স্নহুতি—স্মৃতি শাস্ত্র ; দসগাত বিধানা—দশম দিনের
কৃত্য ; ভে—হইলেন ; লহি—লাইয়া ; ভূমিস্বর—ব্রাহ্মণ ; অগর—অগুরু ; (দো—১৭০ ৭২)

নৃপতনু বেদ-মতে স্নস্থাপিত করি' । রাখিলেন মনোহর শব্দধারোপরি ॥

চৌ—পদে ধরি' মাতৃগণে চিতারোহ রোধে । রাণীরা রহেন রাম-দর্শনানুরোধে ॥১

চন্দন অগুরু-ভার বহু সেখা আসে । পূর্ণ সেখা হ'ল চারু অমিত স্নবাসে ॥

সরযুর তীরে রচে চিতা মনোহর । সুর-পুরে রচে যেন সোপান স্নন্দর ॥২২॥

হেনমতে দাহক্রিয়া সবে সমাপিলা । বিধিবৎ স্নান সারি' তিলাঞ্জলি দিলা ॥

অনুসরি স্মৃতি-বেদ-পুরাণের মত । দশম-দিবস-কৃত্য পালেন ভরত ॥৩০॥

মুনির যথনি যা' আদেশ করেন । তৎক্ষণাৎ ভরত সে নির্দেশ পালেন ॥

শুদ্ধ হ'য়ে দান-কার্য্য করি' আরম্ভন । দেন ধেনু-গজ-বাজি বিবিধ বাহন ॥৪৪॥

দোহা— সিংহাসন তথা ভূষণ, বসন, অন্ন, ভূমি, ধন তথা ধাম ।

প্রদান করিলা ভরত ব্রাহ্মণে বিপ্রো তাহে পূর্ণ-মনস্কাম ॥১৭০॥

সান্নিধ্য—নৃপ-দেহ স্নান করান হইল, নূতন শব্দধারে দেহ রক্ষিত হইল । ভার
ভার চন্দন অগুরু কাঠে চিতা সাজাইয়া সরযুর তীরেদেহ দাহ করা হইল । স্নানান্তে ভয়ত
যথাবিধি তিলাঞ্জলি দান করিলেন । স্মৃতি, বেদ ও পুরাণানুসারে ভরত দশ দিনের কৃত্য
সমাপন করিলেন । মুনির আদেশ-মত শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণকে দানাদি দেওয়া হইল ॥১৭০॥

চৌ—পিতৃ হিত ভরত কীন্হি জসি করনী । সো মুখ লাখ জাই নহি বরনী ॥

সুদিনু সোধি মুনির তব আএ । সচিব মহাজন সকল বোলাএ ॥১১॥

বৈঠে রাজসভা সব জাঈ । পঠএ বোলি ভরত দোউ ভাঈ ॥

ভরতু বসিষ্ঠ নিকট বৈঠারে । নীতি ধরমময় বচন উচারে ॥২২॥

প্রথম কথা সব মুনিবর বরনী। কৈকই কুটিল কীম্‌হি জসি করনী ॥
 ভূপ ধরমত্রত সত্য সরাহা। জেহি তনু পরিহরি প্রেমু নিবাহা ॥৩॥
 কহত রাম গুন সীল সুভাউ। সজল নয়ন পুলকেউ মুনিরাউ ॥
 বহুরি লখন সিয় প্রীতি বখানী। সোক সনেহ মগন মুনি গ্যানী ॥৪॥
 দোহা— সুনহ ভরত ভাবী প্রবল বিলখি কহেউ মুনিনাথ।

হানি লাভ জীবনু মরনু জন্ম অপজন্ম বিধি হাং ॥১৭১॥

বাংলা অর্থ—বোলি পঠা— ডাকিয়া পাঠাইলেন; নিবাহা— নিষ্পাদন করিলেন; পুলকেউ—পুলকিত হইলেন; বিলখি—দৃষ্টিতভাবে বিলাপ করিয়া; সরাহা—প্রশংসা করিলেন; নিবাহা—প্রমাণ করিয়া ছিলেন; (দো ১৭১ পঃ)

চৌ—ভরত করিল। যাহা উদ্দেশে পিতার। লক্ষ মুখে কছু তাহা নহে বর্ণিবার ॥
 শুভক্ষণ নিরুপিয়া মুনিশ আসেন। সচিবের জ্ঞানী জনে সবারে ডাকেন ॥১॥
 রাজ-সভাস্থলে সবে বসিয়া আসেন। ডাকিয়া পাঠান তাঁরা ভাই দুই জনে ॥
 বশিষ্ঠ ভরতে দেন নিকষে আসন। নীতি-ধর্ম্মযুত বাক্য কহিতে তখন ॥২॥
 কহিয়া রামের গুণ, শীল ও চরিত। মুনি-আঁখি ভরে বারি, মুনি পুলকিত ॥
 পুন বাখানিয়া সীতা-লক্ষ্মণ-চরিত। জ্ঞানী মুনি শোকে স্নেহে হ'ন নিমজ্জিত ॥৩॥

বশিষ্ঠের উপদেশবানী ও দশরথের গুণকীর্তন

দোহা— সুনহ ভরত ভবিতব্য বড় চিন্তি' ক'ন তাপস-প্রধান।

হানি তথা লাভ জীবন মরণ নিন্দা-যশ বিধির বিধান ॥১৭১॥

সান্নিধ্য—পিতার স্বর্গত আত্মার সদৃশতার জন্ত ভরত যাহা করিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। অতঃপর হুদিন দেখিয়া মুনিবর আসিয়া মন্ত্রী ও প্রধানগণকে ডাকাইলেন। সকলে রাজসভায় বসিলেন, ভরত ও শক্রিয়কে ডাকান হইল। বশিষ্ঠ বহনীতিপূর্ণ ও ধর্ম্মযু-যোদিত বাক্য বলিলেন। বশিষ্ঠ কৈকেয়ীর সকল কুটিলতার পরিচয় দিয়া ধর্ম্মত্রত রাজার প্রশংসা করিলেন। বশিষ্ঠ যখন রামের গুণ, শীল ও স্বভাবের পরিচয় দিতেছিলেন, তাঁহার চক্ষুতে জল আসিল, অতঃপর সীতা ও লক্ষ্মণের প্রীতির কথা কহিতে গিয়া জ্ঞানী মুনি শোকে ও স্নেহে মুগ্ধ হইয়া পরে ভরতের উদ্দেশে বলিলেন,—ভবিতব্যতাই বড়। লাভ-ক্ষতি, জীবন-মরণ ভাল-মন্দ সব বিখাতার হাতে ॥১৭১॥

চৌ—অস বিচারি কেহি দেইঅ দোসু। ব্যরথ কাহি পর কীজিঅ রোসু ॥

তাঁত বিচার করহ মন মাহী। সোচ জোঙ দসরথু নৃপু নাহী ॥১॥

সোচিঅ বিপ্র জো বেদ বিহীন। তজি নিজ ধরমু বিষয় লয়লীন ॥

সোচিঅ নৃপতি জো নীতি ন জানা। জেহি ন প্রজা প্রিয় প্রান সমান ॥২॥

সোচিঅ বয়সু কুপন ধনবানু। জো ন অতিথি সিব ভগতি সজানু ॥

সোচিঅ সূক্ষ বিপ্র অযমানী। মুখর মানপ্রিয় গ্যান শুমানী ॥৩॥

সোচিঅ পুনি পতি বঞ্চক নারী। কুটিল কলহপ্রিয় ইচ্ছাচারী ॥

সোচিঅ বটু নিজ বৃত্তু পরিহরজে। জো নহিঁ গুর আয়স্ন অনুসরজে ॥৪॥

দোহা— সোচিঅ গৃহী জো মোহ বস করই করম পথ ত্যাগ।

সোচিঅ জতী প্রপঞ্চ রত বিগত বিবেক বিরাগ ॥১৭২॥

বাংলা অর্থ—কেহি—কাহারো; সোচিঅ—শোকের যোগ্য, শোচ্য; বয়স্ন—বৈশ্য; স্নজ্ঞ—শূদ্র; বিপ্র অবমানী—ব্রাহ্মণগণের অপমানকারী; জতী—যতি, সংযত ব্যক্তি; প্রপঞ্চ—মায়াকার্য; কাহি পর—কাহারো উপর; (দো—১৭২ পঃ)

চো—হেন বিচারিয়া দিবে কে কাহারে দোষ? নিরর্থক একে করে আনু প্রতি রোষ

হে তাত! বিচার কর তুমি মনে মনে। শোক-যোগ্য দশরথ নৃপতি কেমনে? ॥১

বেদ-জ্ঞান নাহি যা'র শোচ্য সে ব্রাহ্মণ। নিজ ধর্ম ত্যজি' রহে বিষয়ে মগন ॥

সে নৃপতি শোকযোগ্য,—যে না জানে নীতি। প্রজা প্রাণ-সম নহে এই যা'র রীতি ॥২

শোচ্য যে কুপণ বৈশ্য তথা ধনবান। মহেশে ও অতিথিতে যে না ভক্তিমান ॥

শূদ্র শোচ্য সে,—যে করে বিপ্রের অপমান। যে বা ধরে মুখরতা মান-অভিমান ॥৩

সেই শোচ্য, স্ব-পতির বঞ্চিবে যে নারী। কুটিল, কলহপ্রিয় তথা স্বৈচ্ছাচারী ॥

শোচ্য সেই ব্রাহ্মণ, যে ত্যজিয়া ব্রত। গুরু-অজ্ঞা অনুসরি' চলে না সতত ॥৪

দোহা— শোচ্য সেই গৃহী যে বা মোহ-বশ করিবে করম-পথ ত্যাগ।

শোচ্য সেই অতি যে প্রপঞ্চে রত বিবর্জিত বিবেক-বিরাগ ॥১৭২॥

সান্ন্যাসার্থ—এই দৃষ্টি দিয়া বিচার করিলে দোষারোপ বা ক্রোধের ক্ষেত্র থাকে না। রাজা দশরথ শোকযোগ্য নহেন, কারণ তিনি স্বধর্ম পালন করিয়াছেন। যে স্বধর্ম ত্যাগ কবে, সেই শোকের যোগ্য, সে ব্রাহ্মণ হউক বা রাজা, হউক। বৈশ্য ধনবান হইয়া কুপণ হইলে শোকের পাত্র, এইরূপ যে মানের আকাঙ্ক্ষা করে অথবা জ্ঞানের অহঙ্কার করে, সে শোকের পাত্র। বৈজ্ঞানিক পতিকে বঞ্চনা করে এবং যে স্বৈচ্ছাচারিণী, যে ব্রহ্মচর্যব্রতী হইয়া ব্রতত্যাগী, এবং যে শিষ্য গুরুর আদেশ পালন না করে, যে মায়ারী বৈরাগ্য নাই, যে গৃহী মোহ-বশে কর্ম ত্যাগ করে,—তাহারা শোকের পাত্র ॥১৭২॥

চো—বৈখানস সোই সোটে জোগু। তপু বিহাই জেহি ভাবই ভোগু ॥

সোচিঅ পিস্তন অকারন ক্রোধী। জননি জনক গুর বজু বিরোধী ॥১॥

সব বিধি সোচিঅ পর অপকারী। নিজ তনু পোষক নিরদয় ভারী ॥

সোচনীয় সবহী' বিধি সোঈ। জো ন ছাড়ি ছলু হরি জন হোঈ ॥২॥

সোচনীয় নহিঁ কোসলরাউ। ভুবন চারিদস প্রগট প্রভাউ ॥

ভয়উ ন অহই ন অব হোনিহার। ভূপ ভরত জস পিতা তুমহার ॥৩॥

বিধি হরি হরু সুরপতি দিসিনাথা। বরনহিঁ সব দসরথ গুন গাথা ॥৪॥

দোহা— কহহ তাত কেহি ভা'তি কোউ করিহি বড়াঈ ভাসু।

রাম লখন তুমহ সজ্জন সরিস স্নান স্নচি জাসু ॥১৭৩॥

বাংলা অর্থ—ভয়উ—হইখাছিল ; অহই—আছে ; ন হোনিহারী—হইবে না ;
 দিসিনাথা—লোকপাল ; স্মন—স্মৃ, পূজ ; বৈখানস—বাণপ্রসী ; (দো—১৭৩ পঃ)
 চৌ—বাণপ্রসী জেনো তাঁরা শোক-যোগ্য হ'ন। তপ ত্যজি' ভোগে যাঁরা সদা রত র'ন
 শোচ্য পরদোষদর্শী অকারণ-ক্রোধী । জনক-জননী তথা বান্ধব-বিরোধী ॥১॥
 সর্বথা সে শোচনীয়,—পর-অপকারী । স্বতনু যে পুষ্টি করে দয়াহীন ভারী ॥
 সর্ববিধ শোক-যোগ্য হ'বে সেই জন । হরিপ্রিয় যে না হ'বে ত্যজিয়া ছলনা ॥২
 কোশলের রাজা কভু শোক-যোগ্য ন'ন । চৌদ্দ ধরা করে যাঁর গুণের বর্ণন ॥
 পূর্বাপর আজো নাই, না ছিল, না হ'বে । দশরথ-সম নৃপ না জন্মিবে ভবে ॥৩
 ব্রজা, বিষ্ণু, হর, ইন্দ্র, দিকপালগণ । দশরথ-গুণ-গাথা করেন কীর্তন ॥৪॥
 দোহা— কহ তাত ! কেবা কোন্ বিধ ধরি' দিবে তাঁর গুণ-পরিচয় ?

রাম ও লক্ষ্মণ শক্রয় ভরত-সম যাঁর চারিটি তনয় ॥১৭৩॥

সাম্ভ্রমর্শ—যে তপস্বী তপস্যা ত্যাগ করিয়া ভোগের কথা ভাবে, অকারণ
 ক্রোধী, গুরু-মাতৃ-গিতৃদোষী, পরের অপকার-পরায়ণ, যে কেবল নিজের শরীর-পোষণে
 রত, যে নির্দয়, সে শোকের পাত । যে নিজেকে হরিভক্ত বলে অথচ ছলনা ত্যাগ করে নাই,
 সেও শোকের পাত্র । সুতরাং দশরথ শোক-যোগ্য নহেন । বিষ্ণু-শিব-ইন্দ্রাদি দেবতা
 দশবধের গুণ-গান করেন । হে ভবত ! যাঁহার রাম এবং লক্ষ্মণের মত, তোমার ও
 শক্রয়ের মত পৃথচরিত পুত্র,—তাঁহাব চেয়ে কে বড় গুণবান ? ॥১৭৩॥

চৌ—সব প্রকার ভূপতি বড়ভাগী । বাদি বিষাদ করিঅ তেহি লাগী ॥

যহ স্মনি সম্মি সোচু পরিহরহু । সির ধরি রাজ রজায়সু করহু ॥১॥
 রায়' রাজপদু তুমহ কহ' দীনহা । পিতা বচনু ফুর চাহিঅ কীন্হা ॥
 তজে রামু জেহি' বচনহি' লাগী । তনু পরিহরেউ রাম বিরহাগী ॥২॥
 নৃপহি বচন প্রিয় নহি' প্রিয় প্রানা । করহু তাত পিতু বচন প্রবানা ॥
 করহু সীস ধরি ভূপ রজাঈ । হই তুমহ কই সব তাঁ'তি ভলাঈ ॥৩॥
 পরমুরাম পিতু অগ্যা রাখী । মারী মাতু লোক সব সাখী ॥
 তনয় জজাতিহি জীবনু দয়উ । পিতু অর্গ্যা অঘ অজসু ন ভয়উ ॥৪॥

দোহা— অনুচিত উচিত বিচারু তজি জে পালহি' পিতু বৈন ।

তে ভাজন সুখ স্নজস কে বসহি' অমরপতি ঐন ॥১৭৪॥

বাংলা অর্থ—বাদি—ব্যর্থ ; তেহি লাগি—তাঁহার জগু ; আয়সু—আজ্ঞা
 ফুর—গত্য ; কীন্হা চাহিঅ—করা উচিত ; বিরহাগী—বিরহরূপ অগ্নি ; প্রবানা—
 প্রমাণ ; রজাঈ—আজ্ঞা ; মারী—মাঝিয়া ছিলেন ; সাখী—সাক্ষী ; অগ্যা—আজ্ঞা ;
 বৈন—বচন ; ঐন—আশ্রয়, অথবা (এখানে বাসস্থান) (দো—১৭৪ পঃ)

চৌ—সর্বথা নৃপতি এক ভাগ্যবান জন । তাঁ'র তরে দুঃখ করা কেন অকারণ ?
 হেন কথা শুনি' বুঝি' শোক পরিহর । রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য করি' অনুসর ॥১

রাজা রাজপদ দেন তোমার লাগিয়া । পিতার বাণীকে-সত্য কর এবে গিয়া ।
 পিতৃ-বাক্যে যে রামের রাজ্য পরিহার । সেই রাম-বিরহায়ি নাশে দেহ তাঁ'র ॥২
 বাক্য ছিল প্রিয় তাঁ'র, নহে ত পরাণ । তাহা তুমি কর এবে যথার্থ প্রমাণ ।
 শিরে ধরি' নৃপ-আজ্ঞা করহ পালন । সর্বথা হইবে তাহে মঙ্গল-সাধন ॥৩॥
 ভৃগুরাম নিজ-পিতৃ-আদেশ পালিয়া । সবারে রাখেন সাক্ষী মাতারে হানিয়া ।
 পিতা যযাতিরে পুত্র যৌবন দানিল ॥ আজ্ঞা পালি' পুণ্য-যশ তনয় লভিলা ॥৪
 দোহা— চায় ও অচায় বিচার ভাজিয়া পিতৃ-আজ্ঞা করিলে পালন ।
 ইহ সুখ-ভাগী যশস্বী হইয়া পরে লাভ ইন্দের ভবন ॥১৭৪॥

সান্নিধ্য—রাজা বড় ভাগ্যবান ছিলেন, তাঁহার জন্ত শোক করিবে না, তাঁহার
 আদেশ মানিয়া রাজত্ব কর । পিতৃবাক্য পালন করিতে তোমার রাজ-পদ গ্রহণ করা উচিত ।
 শপথ রাখিতে যিনি রামকে ভাগ করিয়াছেন এবং রামের বিরহায়িতে আত্মহত্যা দিয়াছেন,
 প্রাণ অপেক্ষা কথার মর্যাদা দান তাঁহার কাছে বড় ছল । সেই রাজাজ্ঞা পালনেই
 তোমার মঙ্গল হইবে । পরশুরাম পিতার আদেশে মাতৃ-হত্যা করিয়াছিলেন । যযাতির
 পুত্র তাঁহাকে যৌবন দান করিয়াছিল সুতরাং পিতার আজ্ঞা পালনেই সুখ ও যশ ॥১৭৪
 চো—অবসি নরেন্দ্র বচন ফুর করছ । পালছ প্রজা সৌকু পরিহরছ ॥

সুরপুর নৃপু পাইছি পরিতোষু । তুমহ কহ' স্কন্ধতু স্তজসু নহি' দোষু ॥১
 বেদ বিদিত সম্মত সবহী ক । জেহি পিতু দেই সো পাবই টীকা ॥
 করছ রাজু পরিহরছ গলানী । মানছ মোর বচন হিত জানী ॥২॥
 স্ননি স্নখু লহব রাম বৈদেহী । অনুচিত কহব ন পণ্ডিত কেহী ॥
 কোসল্যাদি সকল মহতারা' । তেউ প্রজা সুখ হোহি' সুখারী' ॥৩॥
 প্রেম তুমহার রাম কর জানিছি । সো সব বিধি তুমহ সন ভল মানিছি ॥
 সৌ পেছ রাজু রাম কে আএ' । সেবা করেছ সনেহ সুহাএ' ॥৪॥

দোহা— কীজিঅ গুর আয়সু অবসি কহহি' সচিব কর জোরি ।

রঘুপতি আএ' উচিত জস তস তব করব বহোরি ॥১৭৫॥

বাংলা অর্থ—তুমহ কহ'—তোমাকে ; টীকা—রাজাভগবৎ ; কেহী—কোন
 তেউ—তাঁহারও ; রাম কর—রামের ; সৌপেছ—সাপিয়ে দিবে । জস...তস—
 যেমন...তেম্নন ; ফুর—সত্য ; অবসি—অবশ্য ; (দো—১৭৫ গঃ)

চো—নৃপ-বাণী গ্রহ সত্য করিবে প্রমাণ । শোক পরিহরি' কর প্রজা-পরিভ্রাণ ॥

অর্গে লভিবেন নৃপ পরম সন্তোষ । ইথে তব পুণ্য-যশ, না আনিবে দোষ ॥১॥
 বেদেতে বিদিত তথা কহে সর্বজন । তাঁ'র রাজ-টীকা যা'রে পিতা রাজ্য 'নেন ॥
 রাজত্ব করিবে তুমি দুখ পরিহরি' । মানিবে বচন মম তব হিতকারী ॥২॥
 রাম ও বৈদেহী স্ননি' আনন্দ ভুঞ্জিবে । স্নখাজন অনুচিত কেহ না কহিবে ॥
 কোশল্যাদি রহে যত তব মাতৃগণ । প্রজা-সুখে সবে স্নখী গণিবে তখন ॥৩॥

ওব সহ রাম-প্রীতি যথাযথ জানি'। সর্বথা তোমারে সবে ভাল লবে মানি' ॥
ফিরিয়া আসিলে রামে রাজ্য সঁপি' দিবে। সুন্দর পিরীতি-ভরে তাঁহারে সেবিবে ॥৪

গুরু-আজ্ঞা তুমি নিশ্চিত পালিবে যুক্ত করে মন্ত্রী তদা ক'ন।

রঘুপতি ঘরে আসিলে ফিরিয়া যথাযথ কর আচরণ ॥১৭৫॥

সান্নাধ্য—রাজার কথা রক্ষা করিলে তিনি স্বর্গলোকে থাকিয়াও সুখী হইবেন।
তোমারও তাহাতে পুণ্য ও শল হইবে। পিতা যাহাকে রাজ্য দেন, সে তাহা পায়।
ইহাতে তোমার দোষ নাই। আমার কথা রাখ, ইহাতে তোমার ভাল হইবে। ইহাতে
রাম, সীতা ও অশ্বত্থ সকলে সুখী হইবেন। রাম বন হইতে ফিরিয়া এঁাহাকে রাজ্য
দিয়া তুমি প্রীতির সহিত দিন যাপন করিতে পারিবে। সুমন্ত্র তখন হাতযোড় করিয়া
ভরতকে গুরু বশিষ্ঠদেবের আদেশ পালন কহিতে কহিলেন ॥১৭৫

চৌ—কৌশল্যা ধরি ধীরজু কহই। পুত পথ্য গুর আয়সু অহই ॥

সো আদরিঅ করিঅ হিত মানী। তজিঅ বিষাঅ কাল গতি জানী ॥১॥

বন রঘুপতি সুরপতি নরনাহু। তুমহ এহি ভাঁতি তাত কদরাহু ॥

পরিজন প্রজা সচিব সব অম্বা। তুমহী স্তত সব কই অবলম্বা ॥২॥

লখি বিধি বাম কালু কঠিনাঞ। ধীরজু ধরছ মাতু বলি জাঞ ॥

সির ধরি গুর আয়সু অম্বসরহু। প্রজা পালি পরিজন দুখু হরহু ॥৩॥

গুর কে বচন সচিব অভিনন্দনু। স্ননে ভরত হিয় হিত জন্ম চন্দনু ॥

সুনী বহোরি মাতু মুদ্র বানী। সীল সনেহ সরল রস সানী ॥৪॥

ছন্দ— সানী সরল রস মাতু বানী স্ননি ভরতু ব্যাকুল ভএ।

লোচন সরোরুহ শ্রবত সীঁচত বিরহ উর অঙ্গুর নএ ॥

সো দসা দেখত সময় তেহি বিসন্নী সবহি স্নুধি দেহ কী।

তুলসী সরাহত সকল সাদর সীর্ব সহজ সনেহ কী ॥

সোরঠা— ভরতু কমল কর জোরি ধীর ধুরন্ধর ধীর ধরি।

বচন অমিঅ জন্ম বোরি দেত উচিত উত্তর সবহি ॥১৭৬॥

মাসপানাস্তন অষ্ঠানহনঁ বিপ্রাম

বাংলা অর্থ—আদরিঅ—আদর করিবে; কদরাহু—কাতর হইয়াছে;
তুমহী—তুমিই; সব কই—সবাকার; সানী—মিথিত; নএ—নুতন; উর বিরহ—
অঙ্গুর—হৃদয়ের বিরহ রূপ অঙ্গুর সীক্ষিত—সিদ্ধিত করিল; স্নুধি—সংবাদ; বিসন্নী—
ভুলিয়া গেলেন; সীর্ব—সীমা; বোরি—ডুবাওয়া; (দো—১৭৬ গঃ)

চৌ—কৌশল্যা ধীরতা-সহ তদা তাঁরে ক'ন। শ্রেষ্ঠ পথ জানো গুরু-আদেশ পালন

আদরে আচর তাহা ল'য়ে হিত মানি'। বিবাদ ত্যজিবে তুমি কাল-গতি জানি ॥১

বনে যা'ন রঘুপতি নৃপ পরলোক। তোমাতে ছেরিনু তাত! দুঃসহ এ' শোক ॥

মাতৃগণ, মন্ত্রিগণ, প্রজা, পরিজনে। সবার আশ্রয় হ'য়ে পালিবে যতনে ॥২॥

নিয়তিরে বাম হেরি কালে কঠোরতা। মাতৃনামে দিব্য দিনু ধরিবে ধীরতা ॥
 গুরু-আজ্ঞা শিরে ধরি' যথা অনুসর। প্রজা পালি' পরিজন-দুঃখ দূর কর ॥৩
 গুরুর বচন শুনি' মন্দি-অনুমত। ভরত হৃদয় হ'ল চন্দনের মত ॥
 শুনে' হেন মাতা হ'তে যুগু বাণী-চয়। শীল-স্নেহ-ভরা তাহা সরলতাময় ॥৪॥

ছন্দ— সরলতা-রসে ভরা মাতৃবাণী ভরত শুনিয়া ব্যাকুল হইল।
 পদ্ম-লোচনের অশ্রুতে সিঞ্চিয়া হৃদয়ে বিরহ-অঙ্গুর সজ্জিলা ॥
 হেন দশা হেরি' তখন সকলে নিজ তনু-বোধ বুঝি বিস্ময়িল।
 তুলসী কহিছে—সকলে সাদরে সে সহজ স্নেহ সাধু প্রশংসিল।

দোহা— কর-পদ্মযুগ জুড়িয়া ভরত ধীর-ধুরন্ধর ধীরতা ধরিল।
 বচন তাহার সিঞ্চিয়া অমৃত উচিত উত্তর প্রদান করিল ॥১৭৬॥

সমাপি' আঠার দিন মাসপারায়ণে। এ' দীন সেবক নম্রে ভরত-চরণে ॥

সান্ন্যাস—কৌশল্যা ও ভরতকে গুরুর আদেশ মানিয়া কার্য্য করিতে আদেশ
 দিলেন। আরও বলিলেন কালের বশে বাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং
 তার জ্ঞাত কাতরতা না দেখাইয়া সকলের অবলম্বন-স্বরূপ হইয়া রাজ্য ওহণ বর। গুরুর
 বাক্য, মন্ত্রীরা শুভেচ্ছা ও মায়ের আশীর্বাদে তিনি প্রীত হইলেন সত্য, আরও মাদেয়
 সরলতাতে তাঁহার চোখের জল পড়িতে লাগিল এবং নিজ শরীরের কথা ভুলিয়া
 গেলেন। অতঃপর যুক্ত করে উচিত উত্তর প্রদান করিলেন ॥১৭৬॥

চৌ—মোহি উপদেশে দীর্ঘ গুর নীক। প্রজা সচিব সম্মত সবহী ক। ॥
 মাতু উচিত ধরি আয়স্ব দীর্ঘ। অবসি সীস ধরি চাইউ' কীর্ঘ ॥১॥
 গুর পিতু মাতু আমি হিত বানী। স্থনি মন মুদিত করিঅ ভলি জানী ॥
 উচিত কি অনুচিত কিএ' বিচারু। ধরমুজাই সির পাতক ভারু ॥২॥
 তুমহ তো দেহ সরল সিখ সোজি। জো আচরত মোর ভল হোজি ॥
 জজাপি যহ সমুঝত হউ' নীকৈ। তদপি হোত পরিতোষু ন জী কৈ ॥৩॥
 অব তুমহ বিনয় মোরি স্থনি লেহু। মোহি অনুহরত সিখাবসু দেহু ॥
 উত্তর দেউ' ছমব উপরাধু। দুখিত দোষ গুন গনহি' ন সাধু ॥৪॥

দোহা— পিতু সুরপুর সিয় রামু বন করন কহহ মোহি রাজু।
 এহি তেঁ জানহ মোর হিত কৈ আপন বড় কাজু ॥১৭৭॥

বাংলা অর্থ—করিঅ—করা কর্তব্য; তুমহ তো—তোমরা ত সমুঝত হোউ—
 বুঝা যায়; তদপি—তথাপি; অনুহরত—(বুদ্ধি) অহুসার; কৈ—কিবা দে!—১ ৭ ৭৫)

চৌ—উপদেশ দেন গুরু চারু মনোমত। প্রজা ও সচিব জনে তাহা অনুমত ॥
 অমুরূপ মাতৃ-আজ্ঞা উচিত বুঝিয়া। করিতে চাহিনু তাহা মন্তকে ধরিয়া ॥১॥

গুরু-পিতা-মাতা-স্বামী-অনুমত বাণী। পালিয়া মানসে কষ্ট করে ভাল জানি ॥
 উচিত ও অনুচিত যদি বিচারিব। ধর্মনাশী পাপ-ভার মস্তকে বহিব ॥২॥
 সরল সুন্দর শিক্ষা বুঝি সবাঁকার। যাহা আচরিলে শুভ হইবে আমার ॥
 বুঝিতে যতপি ইহা সর্বথা সুন্দর। সম্ভাষণ না লভে কিন্তু আমার অন্তর ॥৩॥
 এবে সবে শুন মম কাতর মিনতি। শিক্ষা দাও সবে মোরে শুনি মম মতি ॥
 ক্ষম মম অপরাধ উত্তর শ্রবণে। দুঃখিতের দোষ-গুণ সাধু নাহি গণে ॥৪॥

দোহা— পিতা সুরপুরে, বনে সীতা-রাম, রাজ্য নিতে কহেন আমারে।
 ইথে মম হিত সবার সম্মত বড় কাজ চান সাধিবারে ॥১৭৭॥

সাহস্বর্ন—গুরু আদেশ, মাতার আজ্ঞা অবশ্য পালনীয় এবং ভাল মনে তাহা
 লইতে হয়। উহা উচিত কি অনুচিত তাহা বিচার করিলে ধর্ম নষ্ট হয়, মাথায়ও
 পাপের বোঝা চাপে। সকলের উপদেশ-মত চলিলে আমার ভাল হইবে বুঝিতেছি কিন্তু
 তাহাতে আমার সম্ভাষণ হইতেছে না। আপনারা আমার মিনতি শুনুন। পরে বর্ণোচিত
 উত্তর চাই। সজ্জনেরা দুঃখার্জ লোকের দোষ গুণ ধরেন না সুতরাং আমার ক্রটি মার্জনীয়।
 আপনাদের মতে বর্তমান অবস্থাতে রাজ্য গ্রহণ করিলে সকলের শুভ হইবে। আমারও
 ভাল হইবে, আপনাদেরও ইষ্ট-সিদ্ধি হইবে সত্য বটে ॥ ৭৭॥

চৌ—হিত হমার সিয়পতি সেবকাঈ। সো হরি লীনহ মাতু কুটিলাই ॥
 মৈ অনুমানি দীখ মন মাহী। আন উপায় মোর হিত নাহী ॥১॥
 সোক সমাজু রাজু কেহি লেখৈ। লখন রাম সিয় বিনু পদ দেখৈ ॥
 বাদি বসন বিনু ভূষন ভারু। বাদি বিরতি বিনু বুদ্ধিবিচারু ॥২॥
 সরজ সন্নীর বাদি বহু ভোগা। বিনু হরি ভগতি জায় জপ জোগা ॥
 জায় জীব বিনু দেহ সুহাঈ। বাদি মোর সব বিনু রঘুরাঈ ॥৩॥
 জাউ রাম পহি আয়সু দেহু। একহি আঁক মোর হিত এহু ॥
 মোহি নৃপ করি ভল আপন চহু। সোউ সনেহ জড়তা বস কহু ॥

দোহা— কৈকেই সুঅ কুটিলমতি রাম বিমুখ গত লাজ।

তুমহ চাহত সুখ মোহবস মোহি সে অধম কৈ রাজ ॥১৭৮॥

বাংলা অর্থ—হরি লীনহ—হরণ করিয়া লইয়াছেন; দীখ—দেখিয়াছি; সোক
 সমাজু রাজু—গোষ্ঠ-সমূহ পূর্ণ রাজ্য; কেহি লেখৈ—কোন গণনায় (ধ্বংস); বাদি—
 বার্ষ; আঁক—অঙ্ক (পাণ); সুঅ—সুত, পুত্র; সরজ—রোগযুগ; (দো—১৭৮ পঃ)

চৌ—নাতাপতি-সেবা মম কল্যাণ-কারণ। মাতৃ-কুটিলতা তাহা করেছে হরণ ॥

তাহা মনে অনুমানি করিনু চিন্তন। আন কিছু নহে মম কল্যাণ-সাধন ॥১॥

গৌ-ভা। রাজ্য বল কি দিবে আনিয়া? রাম-গোতা-লক্ষ্মণের পদ না ছেঁরিয়া ॥

বস্ত্র বিনা ব্যর্থ মানি ভূষণের ভার। বৈরাগ্য-বজ্রিত ব্যর্থ ত্রক্ষের বিচার ॥২॥

রোগ-জীর্ণ দেহে ব্যর্থ বহুবিধ ভোগ । হরি-ভক্তি বিনা ব্যর্থ যত জপ-যোগ ॥
 জীবন-বজ্রিত চারু দেহে ব্যর্থ গণি । রঘুরাজ বিনা সব নিরর্থক মানি ॥৩॥
 দাও আন্তা, শ্রীরামের নিকটে বাইব । এই পথে ক্রব হিত নিশ্চয় লভিব ॥
 মোরে নৃপ করি' চাও সবার মঙ্গল । পিরীতি-জড়তা তাহে হেরিনু কেবল ॥৪

দোহা— কৈকেয়ী-তনয় কুটিলতাময় রামে বাম তবু নাহি লাজ ।
 চাহিছেন সবে সুখ মোহবশ এ' অধম হোক মহারাজ ॥১৭৮॥

সান্ন্যাস—রামের সেবা করা আমার উচিত ছিল । মাগের কুটিলতাকে আমি তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছি, অত কোন পথে আমা হিত নাই বিহ্বল সীতারামের চরণ দর্শন না করিয়া এই শোকপূর্ণ রাজত্ব করার কোন অর্থ হয় না । পরিধানে বস্ত্র না থাকিলে অলঙ্কার যেমন ব্যর্থ, ব্রহ্ম-জ্ঞান ছাড়া বৈরাগ্য যেমন ব্যর্থ, রথ শরীরে ভোগ যেমন ব্যর্থ, হরিভক্তি বিনা জপ যেমন ব্যর্থ, তেমনি রঘুপতি বিনা আমার সব ব্যর্থ । আমার একমাত্র পথ রামের নিকট গমন । তোমাদের আদেশ পাইলে আমি তাড়া কবি । তোমরা প্রেমাক্ষ হইয়া বাজ্য লইতে বলিতেছ । আমি কৈকেয়ীর সম্মান, কুটিলমতি ও নিলজ্জা । আমার তায় অধমের রাজ্যে তোমরা মোহ-বশে সুখের আশা করিতেছ ॥১৭৮॥

চৌ—কহউ' সাঁচু সব স্ননি পতি আছু । চাহিঅ ধরমসীল নরনাছু ॥
 মোহি রাজু' হটি দেইহছ জবহী' । রসা রসাতল জাইহি তবহী' ॥১॥
 মোহি সমান কো পাপ নিবাসু । জেহি লগি সীয় রাম বনবাসু ॥
 রায়' রাম কহ' কাননু দীনহা । বিছুরত গমনু অমরপুর কীন্হা ॥২॥
 গৈ সঠ সব অনরথ কর হেতু । বৈঠ বাত সব স্ননউ' সচেতু ॥
 বিনু রঘুবীর বিলোকি অবাসু । রহে প্রান সহি জগ উপহাসু ॥৩॥
 রাম পুনীত বিষয় রস রুখে । লোলুপ ভূমি ভোগ কে ভুখে ॥
 কই লগি কহৌ' হৃদয় কঠিনাঈ । নিদরি কুলিস্ত জেহি' লহী বড়াঈ ॥৪॥
 দোহা— কারন তেঁ কারজু কঠিন হোই দোস্ত নহি' মোর ।

কুলিস অস্থি তেঁ উপল তেঁ লোহ করাল কঠোর ॥১৭৯॥

বাংলা অর্থ—পতিআছু—বিধান কর; নরনাছু—রাজা; রসা—পৃথিবী; বিছুরত—ছাড়িয়া; গমনু কীন্হা—গিয়াছেন; সচেতু—সজাগ; রুখে—চাহিতেছে না; ভুখে—ক্ষুধাতে কই লাগি—কি পর্যন্ত; বড়াঈ লহী—গর্ব করে, নিদরি—নিরাদর করিয়া উপল—প্রস্তর খণ্ড; কুলিস্ত—কুলিশ, বজ্র; (দো—১৭৯ পঃ)

চৌ—সব স্ননি' কহি' সত্য এই গণে মন । ধর্ম্মসীল নরনাথ রাজ্য-ভার ল'ন ॥

হঠাত আচারি' রাজ্য আমা'পরে দিলে । নিশ্চয় জানিবে ধরা যাবে রসাতলে ॥১

মম সম কেবা রহে পাপের নিবাস । যার লাগি' সীতারাম নিলা বনবাস ॥

নৃপ রামে সম্প্রদান করিলেন বন । রাম-হারা নিজে স্বর্গে করেন গমন ॥২॥

আমি শঠ যত কিছু অনর্থ-কারণ। সচেতন রহি' করি সকল শ্রবণ।
রঘুবীর-বিবজ্জিত বিলোकि' আবাস— রহে প্রাণ, তাহে করে বিখে উপহাস ॥৩॥

রাম-রূপী রসে মগ্ন মম হিয়া নহে। ভূমি-ভোগ-তরে তাহা ক্ষুধাতুর রহে ॥
মম হিয়া কঠোর তা' কেমনে জানাই। বজ্রে অবহেলি' তাহা দেখায় বড়াই ॥৪॥
দোহা— কারণ হইতে কার্য্য স্নকঠিন, দোষ তাহে নাহি বেশী মোর।

বজ্র অস্থি হ'তে লৌহ অস্থি হ'তে হয় অতি করাল কঠোর ॥১৭৯॥

সান্নিধ্য—তোমরা বিশ্বাস কর, আমি সত্য বলিতেছি, রাজার ধর্ম্মশীল হওয়া, চাই। আমাকে জিদ করিয়া রাজত্ব দিলে পৃথিবী যগতলে বাইবে। আমার ভ্রাতৃ পাণ্ডারামের বনবাস, আর তারই ফলে যে বিচ্ছেদ, তাহাতে রাজার প্রাণত্যাগ। আমি সকল অনর্থের হেতু। রঘুপতি কোথায় না দেখিয়া এখনও যে প্রাণ রহিয়াছে, তাহা জগতের উপহাস সহ করার জন্ম। রাম পুতচরিত্র এবং বিষয়বাসনা-শূন্য আমি রাজত্ব ভোগ করিতে ক্ষুধিত ও লোলুপ। আমার হৃদয়ের কঠিনতা সত্যই বজ্রকে হার মানায়। ইহাতে বিচিত্রতা নাই যেহেতু কারণ হইতে কার্য্য আরও কঠিন। যেমন দখিচি অস্থিধারা নিম্নিত বজ্র অস্থি অপেক্ষা কঠিনতর বলিয়া তাহা ব্রজাসুরকে বধ করিয়াছিল। তমনি কৈকেয়ীর গর্ভে জাত আমার হৃদয় কৈকেয়ীর হৃদয় হইতে কঠিন ॥. ৭৯
চৌ—কৈকেই ভব তনু অনুরাগে। পার্বর প্রান অবাধে অভাগে ॥

জ্যো প্রিয় বিরহ প্রান প্রিয় লাগে। দেখব স্ননব বহুত অব আগে ॥১॥

লখন রাম সিয় কহ' বনু দীন্হ। পঠই অমরপুর পতি হিত কীন্হ ॥

লীন্হ বিধবপন অপজন্ম আপু। দীন্হেউ প্রজহি সোকু সন্তাপু ॥২॥

মোহি দীন্হ স্নখু স্নজন্ম স্নরাজু। কীন্হ কৈকই সব কর কাজু ॥

এহি তেঁ মোর কাহ অব নীক। তেহি পর দেন কহছ ডুমহ টীকা ॥৩॥

কৈকই জঠর জনমি জগ মাহী। যহ মোহি কই কছু অনুচিত নাহী ॥

মোরি বাত সব বিধিহি বনাজি। প্রজা পাঁচ কত করছ সহাজি ॥৪॥

দোহা— গ্রহ গ্রহাত পুনি বাত বস তেহি পুনি বীছী মার।

তেহি পিআইঅ বারুনী কহছ কাহ উপচার ॥১৮০॥

বাংলা অর্থ—অনুরাগে অনুরাগ-যুক্ত হইয়া; অবাধে—চরম স্নখ পাইয়াছে; আপু—নিজে; কাহ—কাহে; নীক—ভাল; মোহি কই—আমার; প্রজা পাঁচ—পাঁচ জন প্রজা মিলিয়া; কত—কেন; গ্রহ—সুগ্রহ, বীছী—বিছা; পিআইঅ—পান করাইতেছ কাহ—কেমন; বারুনী—মদ; উপচার—আহারব্যবস্থা (দো—১৮০ পঃ)

চৌ—কৈকেয়ী হইতে জাত অনুরাগী কায়। পামর পরাণ ধরে হীন ভাগ্য হয়।

প্রিয়ের বিরহ সহি' আজো প্রাণ ধরে। দেখিবে শুনিবে বহু এই মনে ক'রে ॥১

সাতা রামে ও লক্ষ্মণে পাঠা'য়ে কানন। পতিরে দিলেন অর্ঘ্য মঙ্গল-কারণ ॥

বৈধব্য ও অপবণ রাখি' নিজ-তরে। শোক ও সন্তাপ শুধু প্রজাগণে ভরে ॥২॥

সুখ, সুরাজ্য-সুখ রছিল আমার। কাজ সিদ্ধ করিলেন কৈকেয়ী সবার ॥
 ইহা হ'তে মোর কোথা কি আর সুন্দর ? রাজ-টীকা-লাভ হবে মম অভ্যঙ্গর ॥৩
 কৈকেয়ী-জঠরে জন্ম লভি' ধরা-মাঝে। আমা-তরে কিছু নাহি অনুচিত সাজে ॥
 বিধাতা সকল কিছু দিলেন আমায়। প্রয়োজন কেন প্রজাপুঞ্জের সহায় ? ॥৪॥

ভূতে পায় যারে বায়ু-রোগে ধরে আর করে বৃষ্টি-ক-দংশন ।

মত্ত পান করে তারো সাধে যদি উপচার বলুন কেমন ? ॥১৮০॥

সান্ন্যাসার্থ—কৈকেয়ী হইতে উৎপন্ন এ দেহের প্রতি অমুরাগ অভাগারই হয়।
 রামের বিরহেও আমার নিবট প্রাণ প্রিয়। দুঃসহ ভাবী দুঃখ সহিতে ইহা রহিয়া
 গেল। কৈকেয়ী সীতা, রাম ও লক্ষণকে বনে পাঠাইয়াছেন, স্বামীকে স্বর্গে পাঠাইয়া নিজে
 বিধবা হইয়াছেন ও প্রজাদের পীড়ার কারণ হইয়াছেন। আমার জ্ঞাত সুখ, বল ও
 সুখের রাজ্য দিয়াছেন,—সবই ভাল। তার উপর রাজ্যাভিষেক। বৃন্দাশ্রম জগতে
 অগ্রায় বলিয়া কিছু নাই। ভগবান্‌ই সব দিক দিয়া ভাল সাজাইয়াছেন। তার উপর প্রজা ও
 পঞ্চায়েতের সাহায্য। একে গ্রহের কুদৃষ্টি, তাহাতে সন্নিপাত রোগ ; তাহাতে বৃষ্টি-
 দংশন, তার উপর মত্তপানের ব্যবস্থা চমৎকার ! ॥১৮০॥

চৌ—কৈকেই সুঅন জীও জগ জোজি। চতুর বিরঞ্চি দীনহ মোহি সোজি ॥

দশরথ তনয় রাম লঘু ভাজি। দীনহি মোহি বিধি বাদি বড়াই ॥১॥

তুমহ সব কহছ কটাবন টীকা। রায় রজায়সু সব কই নীকা ॥

উত্তর দেউ কেহি বিধি কেহি কেহী। কহছ সুখেন জথা রুচি জেহী ॥২॥

মোহি কুমাতু সমেত বিহাজি। কহছ কহিহি কে কীন্‌হ ভলাই ॥

মো বিনু কো সচরাচর মাহী'। জেহি সিয় রামু প্রানপ্রিয় নাই' ॥৩॥

পরম হানি সব কই বড় লাহু। অদিনু মোর নহি' দূশন কাহু ॥

সংসয় সীল প্রেম বস অহহু। সব ই উচিত সব জো কহু কহহু ॥৪॥

দোহা— রাম মাতু সৃষ্টি সরলচিত মো পর প্রেমু বিসেসি।

কহই মুভায় সনেহ বস মোরি দীনতা দেখি ॥১৮১॥

বাংলা অর্থ—সুঅন—পুত্র ; কটাবন—সাজান ; রায় রজায়সু—রাজার আজ্ঞা ;
 বিহাই—বাদ দিয়া ; সব কই—সবাকার ; কাহু—কাহারো ; সৃষ্টি—সুন্দর ; সুভায়—
 স্বভাব ; মোহি—আমাকে ; সচরাচর—জড়চেতনজীবযুক্ত জগতে ; (দো—১৮১ পঃ)

কৈকেয়ী-তনয়-তরে যোগ্য দান যাহা। চতুর বিরঞ্চি মোরে সব দেন তাহা ॥

দশরথ-পুত্র তথা রাম-কনীয়ান্‌। ইথেও বিধি না দিল গৌরব মহান্‌ ॥১॥

সবে ক'ন,—রাজ-টীকা পাকা-পাকি কর। রাজ-আজ্ঞা সবাকার হবে প্রীতিকর ॥

কোন্‌ বিধি ধরি' দেই উত্তর কাহার। সুখে সবে ক'ন,—শুনি, যথা রুচি যা'র ॥২
 কুমাতা সমেত মোরে বাদ দিলে আজ। বলুন কে শুনি' বলে—‘ইহা ভাল কাজ’ ॥
 আমা বিনা কেবা রহে সারা চরাচরে। সীতা-রামে প্রাণপ্রিয় মনে নাহি করে ॥৩

রামচরিতমানস

অতি ক্ষতি ইথে যদি লাভ লবাকার। হীন-ভাগ্য আমি তাই ঘোষ দিব কা'র ?
 সঞ্জন, প্রীতি ও শীলো সকলে যখন। সকল উচিত মানি' যে বা' কিছু ক'ন ॥৪
 রাম-বাতা অতি সরল-স্বভাব। আমা'পরে স্নেহেতে মগ্নন।

অতাব-স্নেহেতে বিবশ হইয়া। ক'ন মোরে এ হোল বচন ॥১৮-১৯

সান্নিধ্য—কৈকেয়ী-পুত্রের বাহা। বেগ্য, চতুর ব্রহ্ম সবই দিয়াছেন। আমি
 দশরথের পুত্র ও রামচন্দ্রের ভ্রাতা এই খ্যাতি আমার মিথ্যা। রাজার আদেশ আমাকে
 রাজতীকা দান। সকলের তাহাই ভাল লাগিতেছে। ইহার উত্তর আমার কাছে নাই।
 আমি আর আমার কুমাতা ছাড়া এত ভাল বিধে কেহ করে নাই। পরম ক্ষতির মধ্যে
 সকলে লাভ দেখিতে পাইতেছেন। ইহাতে কাহাকে ঘোষ দিব? সকলে নিজ নিজ
 সন্বেহ, শীল ও প্রেম দ্বারা অভিভূত, ফলে যিনি বাহা বলেন, তাহাই ঠিক। রামমাতা
 কৌশল্যা আমার প্রতি অমুকম্পাপরবশ হইয়া আমার দীন অবস্থা দেখিয়া সকল বিবশ
 বলিতেছেন ॥১৮-১৯

চৌ—গুর বিবেক সাগর জ্ঞান। জিন্‌হি বিশ্ব কর বদর সমান ॥

মো কই তিলক সাজ সজ সোউ। ভএঁ বিধি বিমুখ বিমুখ সবু কোউ ॥১

পরিহরি রামু সায় জগ মাহী। কোউ ন কহিহি মোর মত নাই।

সো মৈ সুনব সহব সখু মানী। অন্তহু কীচ তহী জই পানী ॥২

ডরু ন মোহি জগ কহিহি কি পোচু। পরলোকহ কর নাহিন সোচু ॥

একই উর বস দুসহ দবারী। মোহি লগি ভে সিয় রামু দুখারী ॥৩

জীবন লাছ লখন ভল পাবা। সবু তজি রাম চরন মমু লাবা ॥

মোর জনম রঘুবর বন লাগী। ঝুঠ কাহ পছিতাউ অভাগী ॥৪

দোহা— আপনি দারুন দীনতা কহউ সবহি সিরু নাই।

দেখ্যেঁ বিমু রঘুনাথ পদ জিয় কৈ জরনি ন জাই ॥১৮-২

বাংলা অর্থ—কর বদর সমান—করে বদরীফল তুল্য; মো কই—আমার;
 সজ—সাজাইতেছেন; ভয়ে—হইলে; সুনব—ওনিব; সহব—সহিব; কীচ—কর্দম;
 পোচু—মন; বস—ঠিক; দবারী—দাবানল; জরনি—জ্বলন; (দো—১৮২ পঃ)

বিশ্বে জানে মম গুর বিবেক-সাগর। বিশ্ব তাঁর কাছে যেন করেছে বদর ॥

তিনিও তিলক-সাজে আমারে সাজ'ন। বিধি বাম যেথা মন সবার জ্ঞমন ॥১

ভাজি' রাম-সীতা বিশ্বে কেহ নাহি আর। যে না কহে ইথে মত নাহিক আমার ॥

মানিব, সহিব আমি সখ তাহে সেখ। কর্দম বারির নীচে, ইথে না অন্যথা ॥২

ভয় নাহি, বিশ্বে যদি নিন্দা কেহ করে। চিন্তা নাই কিংবা মম পরলোক-ভরে ॥

সুখ এক দাবানলে দহে মোর হিয়া। সীতারাম দুঃখ পা'ন আমার লাগিয়া ॥৩

জীবনের ফল লভে সূচারু লক্ষণ। সব ভাজি সেবিতোছে রামের চরণ ॥

রাম-বন-বা স-ভরে আমার জীবন। মিথ্যা কেন দুঃখ ভুঞ্জি আমি অভাজন ॥৪

দোহা— দারুণ কীমতা ধরি' নিজে তাই শির নমি' জানাই সবারে।

রঘুনাথ-পদ-দর্শন বিনা হিয়া-জালা নাহি মিটাবারে ॥১৮২॥

সান্নিধ্যার্থ—গুরু জগদ্বিখ্যাত জানী- তিনি আমার জন্ম রাজতিলক সাজাইয়া রাখিয়াছেন, ইহাতে বলিতে ইচ্ছা হয়, বিধাতা বিমুখ হইলে সকলে বিমুখ হয়। কেবল রাম-সীতাই বলিবেন, রামের বনে গমন আমার অনভিপ্রেত ছিল। জগতে সকলে ঘোষ দিলে আমার চিন্তা নাই, পরলোকের ভাবনাও আমার নাই। আমার দুঃখ রাম-সীতা আমার জন্ম দুঃখ পাইয়াছেন। লক্ষ্মণের জীবন সার্থক, সে সত্ত্ব রামচরণ-সেবার অধিকার লাভ করিয়াছে। আমার জন্ম রঘুবীরকে বনে পাঠাইবার জন্ম হইয়াছে। তাই রঘুবীরের চরণ-দর্শন না করিলে আমার হৃদয়ের দাহ বাইবে না ॥১৮২॥

চো—আন উপাউ মোহি নহি' সূকা। কো জিয় কৈ রঘুবর বীন্সু বুঝা ॥

একাহি' আঁক ইহই মন মাহী। প্রাতকাল চলিহউ' প্রভু পাছী ॥১॥

জতপি মৈ' অনভল অপরাধী। ভৈ মোহি কারন সকল উপাধী ॥

তদপি সরন সনমুখ মোহি দেখী। ছমি সব করিহহি' কৃপা বিসেবী ॥২॥

সীল সকুচ স্মৃতি সরল স্মৃতাউ। কৃপা সমেহ সদন রঘুরাউ ॥

অরিহুক অনভল কীমহ ন রামা। মৈ' সিসু সেবক জতপি বামা ॥৩॥

তুমহ পৈ পঁচ মোর ভল মাহী। আয়সু আসিব দেহ স্মাহী ॥

জেহি' স্মি বিনয় মোহি জন্ম জানী। আবহি' বছরি রামু রজধানী ॥৪॥

দোহা— জতপি জনম কুমাতু তৈ' মৈ' সঠু সদা সদোস।

আপন জানি ন ভাগিহহি' মোহি রঘুবীর ভরোস ॥১৮৩॥

বাংলা অর্থ—সূকা। নহি'—দেখিতেছি না; আঁক—অঙ্ক (পথ);

অনভল—মন্দ; উপাধী—উপদ্রব; ছমি—ক্ষমা করিয়া; সীল সকুচ—শোভাভূষিত শকোচ; অরিহুক—অরিকেও বামা—ভ্রম; রঘুবীর ভরোস—রঘুবীরের নিকট হইতে প্রত্যাশা; সঠু—শঠ; আবহি—আগিলেন; (দো—১৮৩ পঃ)

চো—আম' পথ নাহি বুঝি মনের দ্বারারে। রাম বিনা কেহ মোরে নাহি বুঝা'বারে

একত্র পথ আছে আপন হিয়াতে। প্রভু-পার্শ্বে চলি' যাব আপাদী প্রভাতে ॥১

যতপি ধরিসু হীন অপরাধ-ভার। আমার কারণে হয় সব অনাচার ॥

শরণার্থী মোরে হেরি' তাঁহার পুরতঃ। ক্ষমি' দোষ করিবেন কৃপা বিশেষতঃ ॥২

অভাবে, সঙ্কোচলীলে সরল স্মৃতির। রঘুরাজ—অনুকম্পা-স্নেহের আঁকরে ॥

অরিগু অন্তত না সাধেন কখন। হ'বেন এ' ক্রুর জড়ৈ ক্ষমাপ্রায়ণ ॥৩

পাঁচজনে মিলি' সবে মম শুভ-তরে। আদেশ, আশীষ দাও ভাল মনে মোরে ॥

মিমতি শুনিয়া মোরে দাসরূপে মানি'। কিরিয়া আসেন রাম যেন রাজধানী ॥৪

দোহা— যতপি জনম কুমাতা হইতে আমি অতি, শঠ দুই জন।

অজন জানি' না ভাজিবেন মোরে রামে করি সে আশা পোষণ ॥১৮৩॥

সান্নিধ্য—আমার আর অত উপায় নাই। এক রাম ছাড়া কেহ আমার ক্ষমার কথা বুঝিবেন না। আমার এক নিবেদন—প্রাতঃকালে প্রভুর নিকট যাইব। তিনি আমাকে শরণাগত দেখিলে আমার সকল দোষ ক্ষমা করিবেন। তিনি কৃপা ও স্নেহের নিধান। তিনি শত্রুরও অহিত করেন না। তোমরা সকলে আশীর্বাদ কর, যেন রঘুরাজ আমার শ্রিতি করিয়া আমাকে তাঁহার ভক্ত জানিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। আমার সকল দোষ থাকিলেও আমাকে তাঁহার ভক্ত বলিয়া জানিয়া তিনি আমাকে ত্যাগ করিবেন না, ইহাই আমার ভরসা ॥১৮৩॥

চৌ—ভরত বচন সব কই প্রিয় লাগে। রাম সনেহ স্নধ্যা জন্ম পাগে ॥
 লোগ বিয়োগ বিষম বিষ দাগে। মন্ত্র সর্বাঙ্গ স্নত জন্ম জাগে ॥১॥
 মাতু সচিব গুর পুর নর নারী। সকল সনেই বিকল ভাঙারী ॥
 ভরতহি কহাই সরাহি সরাহী। রাম প্রেম মুরতি তনু আই ॥২॥
 তাত ভরত অস কাহে ন কহু। প্রাণ সমান রাম প্রিয় অহু ॥
 জো পার্বক অপনী জড়তাঞি। তুমহি স্নগাই মাতু কুটিলাজি ॥৩॥
 সো সঠু কোটিক পুরুষ সমেতা। বসিহি কলপ সত নরক নিকেতা ॥
 অহি অঘ অবগুন নহি মনি গহজি। হরই গরল দুখ দারিদ দহজি ॥৪॥

দোহা— অবসি চলিঅ বন রামু জই ভরত মনজ্ঞ ভল কীন্হ।

সোক সিদ্ধ বড়ত সবহি তুমহ অবলমবনু দীনহ ॥১৮৪॥

বাংলা অর্থ—পাগে—পদার্পণ করিয়াছে; দাগে—জর্জরিত হইয়াছে; জাগে—
 আগরিত হইল; আই—ইহাই; স্নগাই—আরোপ করিবে; বসিহি—বাস করিবে;
 গহজি—গ্রহণ করে না; দুখ দারিদ—দারিদ্ররূপ দুঃখ; বড়ত—মজ্জমান;
 জাগে—জাগিয়া উঠিল; বিষ দাগে—বিষ জর্জরিত; (দো— ৮৪ পঃ)

চৌ—সবাকার প্রিয় লাগে ভরত-ভাষিত। তাহা রাম-ভক্তি-ভরা স্নধ্যতে সিদ্ধিত ॥
 রামের বিরহ-বিষে বিষম দহন। বীজ-মন্ত্র স্নি' যেন হ'ল নিবারণ ॥১॥
 জননী, সচিব, গুর, পুর-নর-নারী। সকলে বিকল স্নেহে হ'য়েছিল। ভারী ॥
 ভরতে প্রাণসি' সবে এই কথা কয়। রাম-প্রেম-মূর্তি তাহে তনু ধরি' রয় ॥২॥
 হে ভাত! ভরত যদি হেন না কহিবে। প্রাণ-সম প্রিয় রাম কেমনে বুঝিবে ?
 অধম-পামর বা'রা জড় বুদ্ধি ধরে। তা'রা মাতৃ-কুটিলতা দেয় ভোমো' পরে ॥৩॥
 সে লোক সহিত নিজ পূর্বপিতৃগণ। কোটি কল্প করিবে সে নরক-গমন ॥

সাপের বিষের দোষ মণি নাহি ধরে। বিষ হরে, দারিদ্র্য ও দুঃখ নাশ করে ॥৪॥

দোহা— গ্রন্থ চল এবে বনে যেথা রাম ভব মন্ত্র ভরত। স্নন্দর।

শোকের সাগরে মজ্জমান জনে আশ্রয় দানিলে মনোহর ॥১৮৪॥

সান্নিধ্য—ভরতের কথা সকলের ভাল লাগিল। তাহা রামভক্ত-রূপ স্নধ্যতে সিদ্ধিত। মায়েরা, মন্ত্রী, গুর, এবং পুর-নরনারী সকলে ভরতের প্রাণসি' করিয়া বহিঃ (২

যেন তিনি রাম-প্রেমের প্রতিমূর্তি। সকলে বলিল,—এ কথা তোমাতে শোভা পায়, তুমি রামের প্রাণের সমান প্রিয়। তোমার মায়ের কুটিলতা তোমাতে আরোপ করে, এমন কেহ নাই। যে করিবে, সে শতকল্প নরকে বাস করিবে। সাপের মণিতে সাপের দোষ স্পর্শে না বরং মণি সাপের বিষ ও দুঃখ দারিদ্র্য দূর করে। তোমার বুদ্ধি ভাল। যেখানে রাম আছে সেখানে চল। এই পথ শোকসাগরে ভাসমান সকলের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ॥১৮৪॥

চৌ—ভা সব কেঁ মন মোছ ন থোরা। জন্ম ঘন ধুনি স্নান চাতক মোরা ॥

চলত প্রাত লখি নিরনউ নীকে। ভরতু প্রানপ্রিয় ভে সবহী কে ॥১॥

মুনিহি বন্দি ভরতহি সিরু নাই। চলে সকল ঘর বিদা করাই ॥

ধখ ভরত জীবনু জগ মাহী। সীলু সনেহু সরাহত জাহী ॥২॥

কহহি পরসপর ভা বড় কাজ। সকল চলে কর সাজহি সাজ ॥

জেহি রাখহি রহ ঘর রখবারী। সে জানই জন্ম গরদনি মারী ॥৩॥

কোউ কহ রহন কহিঅ নহি কাছ। কো ন চহই জগ জীবন লাছ ॥৪॥

দোহা— জরউ সে সম্পতি সদন স্নখু স্নহদ মাতু পিতু ভাই।

সনমুখ হোত জো রাম পদ করৈ ন সহস সহাই ॥১৮৫॥

বাংলা—অর্থ—ঘনধুনি—মেঘের শব্দ; নিরনউ—নির্ব্যয়; ভে—হইলেন; বিদা করাই—বিদায় লইয়া; চলে কর—চলিবার জন্ত, রখবারী—রক্ষক; গরদনি মারী—গলাকাটা শাস্তি প্রদান করা হইল; কোউ—কেহ; জরউ—জন্মিয়া; রাউক; সহস-সহস্র সহাই—সহায়; রহন—রহিতে, থাকিতে; (দো—১৮৫ ৭:)

চৌ—অপার আনন্দে ভরে সবাংকার মন। চাতক শুনেছে যেন মেঘের নিঃস্রব ॥

প্রভাতে নিশ্চিত জানি যাত্রা অভিমত। সবার পরাণ-প্রিয় হইলা ভরত ॥১॥

মুনিরে বন্দিয়া সেবে ভরতে নমিয়া। চলে নিজ-নিকেতনে বিদায় লইয়া ॥

ভরত-জীবন ধখ ধরার মাঝারে। তাঁহার স্বভাব-ভক্তি প্রশংসার পারে ॥২॥

কহে পরস্পর এবে হ'ল বড় কাজ। চলিবার তরে পরে নিজ নিজ সাজ ॥

যাহারে অপিল তারা গৃহ রক্ষাভার। সে জানিল গলা যেন কাটি' নিল তার ॥৩॥
কেহ কহে,—যেতে বাধা কা'রেও না দিবে। জীবনের লাভ কেবা ভ্যজিতে চাহিবে ॥৪॥

দোহা— দক্ষ হোক তার গৃহ তথা ধন, স্নখ, মিত্র, মাতা, পিতা, ভাই।

রাম-পাশে যেতে হাসি মুখে যার আনুকূল্য দিতে ইচ্ছা নাই ॥১৮৫॥

সান্ন্যাসার্থ—প্রাতঃকালে যাওয়া স্থির হইল। সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইল। সকলে ভরতকে ও মুনিকে প্রণাম করিয়া ঘরে গেলে পাথে ভরতের তুমি তুমি প্রাংলা করিল। সকলে যাওয়ার জন্ত প্রস্তুত হইল। গৃহরক্ষিণ্য বিশেষ দুঃখ বোধ করিল। সকলের মনে হইল, রামের দর্শন করিতে যদি বিষয়-সম্পত্তি সব চলিয়া যায়, তাহেই বা দোষ কি? ॥১৮৫॥

চৌ—ঘর ঘর সাজহি বাহন মানা। হরষু হৃদয়' পরভাত পয়ানা ॥
 ভরত জাই ঘর কীল্হ বিচারু। নগরু বাজি গজ ভবন ভণ্ডারু ॥১॥
 সম্পতি সব রঘুপতি কৈ আই। জৌ' বিম্ব জতন চলৌ' তজি তাহী ॥
 ভৌ পরিনাম ন মোরি ভলাই। পাপ সিরোমনি সাই' দোহাই ॥২॥
 করই স্বামি হিত সেবকু সোই। দুখন কোটি দেই কিন কোই ॥
 অস বিচারি স্মৃতি সেবক বোলে। জে সপনেছ' নিজ ধরম ন ডোলে ॥৩॥
 কহি সবু মরমু ধরমু ভল ভাষা। জো জেহি লায়ক সো তেহি' রাখা ॥
 করি সবু জতমু রাখি রখবারে। রাম মাতু পহি' ভরতু সিধারে ॥৪॥

দোহা— আরত জননী জানি সব ভরত সনেহ স্মৃজান।

কহেউ বনাবন পালকী' সজন স্মৃথাসন জান ॥১৮৬॥

বাংলা অর্থ—পরভাত—প্রভাত; পয়ানা—প্রয়াণ, প্রস্থান; ভণ্ডারু—রসদ
 বিভাগ; আই—ইহাই; তাহী—তাহা; সাই' দোহাই—স্বামিপ্রোহিতা; কিন—
 কেন না; বোলে—ডাকিলেন; ন ডোলে—বচলিত হইবে না; ভাষা—বলিলেন;
 লায়ক—যোগ্য; রাখা—রাখিলেন; সনেহ স্মৃজান—স্নেহ বিষয়ে বিজ্ঞ; আরত—
 দুঃখী; বনাবন—প্রস্তুত করিতে; সজন—সাজাইতে; জান—যান (দো—১৮৬ পঃ)

চৌ—ঘরে ঘরে সাজাইল বিবিধ বাহন। হরষিত সবে জানি' প্রভাতে গমন।
 ভরত গৃহেতে গিয়া করিল। বিচার। নগর, বাজি ও গজ, গৃহ ও ভাণ্ডার ॥১॥
 সকল সম্পদ হয় রঘুপতি-ধন। যদি তাহা রেখে যাই না করি যতন ॥
 তবে পরিণামে তাহা না হবে উত্তম। গুরুতর পাপ প্রভু-বিজ্ঞোহ চরম ॥২॥
 স্বামিহিতকারী শুদ্ধ ভক্ত সেই জন। কোটি স্বামি-দোষ কানে না লয় কখন ॥
 ভরত ডাকেন চিন্তি' শুদ্ধ ভক্ত জনে। ধর্মচ্যুতি যাহাদের না হয় অপনে ॥৩॥
 সবাকারে সব ধর্ম-মর্ম বুঝাইয়া। যথাস্থানে যোগ্য জনে দিলেন রাখিয়া ॥
 যোগ্য রক্ষি-দলে রাখি' করিয়া যতন। রাম-মাতা-পার্শ্বে যা'ন ভরত তখন ॥৪॥

দোহা— মাতৃগণে দুঃখী জানেন ভরত স্নেহ-ধর্মের তাঁর ছিল জ্ঞান।

কহেন সেবকে শিবিকা আনিতে সাজাইয়া স্মৃথাসন-যান ॥১৮৬॥

সান্নিধ্য মর্ম—সকলে যাওয়ার জন্ত প্রস্তুত হইল। সকলের আনন্দ যে সকলেই রওনা
 হয় কিন্তু ভরত বিনা গৃহ-রক্ষকে যাইতে প্রস্তুত নন। সম্পত্তি রঘুপতির, সব শুদ্ধ চলিয়া
 গেলে পাণপক্ষে ডুবিতে হইবে। তাহ'র দায়িত্ব ভরতের হইবে। তার জন্ত ভরত সব লোক
 ডাকাইয়া যাওয়ার মর্ম কথা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন এবং উপযুক্ত গৃহ-রক্ষক নিযুক্ত করিয়া
 কোশল্যার নিকট গেলেন। সকল জননীর জন্ত পালকীর ব্যবস্থা করা হইল ॥১৮৬॥

চৌ—চক্ক চক্কি জিমি পুর নর নারী। চহত প্রাত উর আরত ভারী ॥

জাগত সব নিসি ভয়উ বিহানা। ভরত বোলাএ সচিব স্মৃজানা ॥১॥

কহেউ লেহু সব তিলক সমাজু । বনহিঁ দেব মুনি রামহিঁ রাজু ॥
 বেগি চলহু সুনী সচিব জোহারে । তুরত তুরগ রথ নাগ সঁবারে ॥২॥
 অরুন্ধতী অরু অগনি সমাউ । রথ চড়ি চলে প্রথম মুনরাউ ॥
 বিপ্র বন্দ চড়ি বাহন নানা । চলে সকল তপ তেজ নিধান ॥৩॥
 নগর লোগ সব সজি সজি জানা । চিত্রকূট কই কীম্ব পয়ানা ॥
 শিবিকা স্তম্ভগ ন জাহিঁ বখানী । চড়ি চড়ি চলত ভজ সব রানী ॥৪॥
 দোহা— সৌঁপি নগর সূচি সেবকনি সাদর সকল চলাই ।

সুনিরি রাম সিয় চরন ভব চলে ভরত দোউ ভাই ॥১৮৭॥

বাংলা অর্থ—চক্র চক্রি—ক্রবাকচ ও চক্রবাকী ; বিহানা—প্রভাত ; সূজানা—
 সূজানী ; সমাজু—দ্রব্যসম্ভার ; দেব—দিবেন ; জোহারে—প্রার্থনা করিলেন ;
 সঁবারে—সাজাইলেন ; অগনি সমাউ—অগ্নিহোত্র যজ্ঞের দ্রব্যাদি ; জানা—যান ;
 সেবকনি—সেবকগণকে ; চলাই—রওনা করিয়া ; (দো—১৮৭ পঃ)

চৌ—আকুলিত হ'ন সেথা পুর-নারীগণ । চখা-চখী হেরি' উষা হইবে যেমন ॥
 জাগিয়া যামিনী গেল, প্রভাত হইল । জ্ঞানী বুদ্ধ সচিবেরে ভরত ডাকিল ॥১
 কহে,—সাথে লও দ্রব্য তিলকের তরে । দিবেন বশিষ্ঠ রাজ্য বনে রাম'পরে ॥
 তরা চল, সুনী' মন্ত্রী বন্দনা জানা'ন । অশ্ব, রথ, হস্তী তরা সাজাইতে যান ॥২
 অরুন্ধতী অগ্নিহোত্র-দ্রব্য সাথে ল'ন । রথে চড়ি' মুনবর অগ্রসর হ'ন ॥
 বিপ্রবন্দে আরোহণ করে নানা যান । হেন মতে চলে তপঃ-তেজের নিধান ॥৩
 নগরের লোক যত সাজাইয়া যান । চিত্রকূট-যাত্রা-তরে করিল প্রয়াণ ॥
 স্তম্ভর শিবিকা হেন কেমনে বাখানি ? তাহে চড়ি' চলে সেথা যত সব রাণী ॥৪
 দোহা— নগর সঁপিয়া ধান্মিক সেবকে সহতনে সকলে চলিল ।

অরিয়া ভরত রাম-সীতা-পদ দুই ভাই তথায় ধাইল ॥১৮৭॥

সান্ন্যাস—নগরের নরনারীরা উৎকণ্ঠিত হইয়া রাত্রি কাটাইল । সকলে রাত্রি
 জাগিয়াই উষার অপেক্ষা করিতে লাগিল । ভরত প্রাতে মন্ত্রীকে ডাকিলেন ।
 অভিষেকের দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে বলিলেন, বাহাতে বনে রামের রাজ্যাভিষেক হয়, তাহার
 ব্যবস্থা হইল । মুনরাজ বশিষ্ঠ ও তাহার জ্ঞী অরুন্ধতী অগ্নিহোত্রের সামগ্রী লইয়া বনে
 চলিলেন । তপস্বী, ব্রাহ্মণগণ ও নাগরিকগণ যান সাজাইয়া চিত্রকূটের পথে চলিলেন ।
 রাণীরা শিবিকাতে আরোহণ করিলেন । পূত-চণ্ডিত্র শেবকের হাতে নগরের ভার দিয়া
 দুই ভাই রাম-সীতার চরণ স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলেন ॥১৮৭॥

চৌ—রাম দরস বস সব নর নারী । জন্ম করি করিনি চলে তকি বারী ॥

বন সীম রামু'সমুখি মন মাহী' । সান্নুজ ভরত পয়াদেহিঁ জাহী' ॥১॥

দেখি সমেহ লোগ অমুরাগে । উত্তরি চলে হয় গয় রথ ত্যাগে ॥

জাই সমীপ রাখি নিজ ডোলা । রাম মাতু যুত বানী বোলা ॥২॥

ভাত চট্‌ক রথ বলি মহতারী। হোইছি প্রিয় পরিবার দুখারী ॥

ভুস্বহরে' চলত চলিহি সবু লোগু। সকল সোক কুস নহি' মগ জোগু ॥৩॥

শির ধরি বচন চরন সিরু মাজি। রথ চটি চলত ভএ দোউ ভাজি ॥

ভমসা প্রথম দিবস করি বাসু। দূসর গোমতি তীর নিবাসু ॥৪॥

দোহা— পয় অহার ফল আসন এক নিসি ভোজন এক লোগ।

করত রাম হিত নেম ব্রত পরিহরি ভূষন ভোগ ॥১৮৮॥

বাংলা অর্থ—তকি—লক্ষ্য করিয়া; পয়াদেহি' জাহী—পদ ব্রজে চলিলে;

লোগ—লোকসমূহ; সনেহ অমুরাগে—মেহে মগ হইলেন; ডোলী—পালকী;

মহতারী বলি—মাতা কহিতেছে; নেম—ব্যভাচার; বস—বস; (দো—১৮৮ পঃ)

চো—রামেরে দেখিতে ব্যগ্র চলে নর নারী। করী ও করিণী যথা লক্ষ্য করি' বারি
বনে সীতারাম র'ন বিচারিয়া মনে। সামুজ ভরত যান হাঁটিয়া চরণে ॥১॥

ভরতের ভক্তি হেরি' অমুরাগী জন। হস্তী, অশ্ব, রথ ত্যজি' করে উত্তরণ ॥

নিজ যান রাখি' পার্শ্বে করিয়া গমন। রাম-মাতা ভরতেরে হৃদ্যবাণী ক'ন ॥২॥

বাছা! রথে চড় তুমি মাতা তাঁরে ক'ন। নতুবা ভুক্তিবে দুখে যত পরিজন ॥

পায়ে হাঁট যদি সবে চলিবে তেমন। শোক-ক্লেশ পদ-ব্রজ-যোগ্য তাঁরা ন'ন ॥৩॥

শিরে ধরি' বাণী নত হইয়া চরণে। রথে চড়ি' চলিলেন ভাই দুই জনে ॥

ভমসার তীরে বাস প্রথম দিবসে। দ্বিতীয়ে গোমতী-তীরে সকলে নিবসে ॥৪॥

দোহা— কেহ দুখ-পানে কেহ ফলাহারে একাহারে রজনী যাপিল।

রাম-হিতে পালি' ব্রত ও নিয়ম ভোগ ও ভূষণ ভোগিল ॥১৮৮॥

সান্ন্যাসার্থ—রাম-সীতা বনে রহিয়াছেন স্মরণ করিয়া ভরত ভাই এর সহিত পায়ে
হাঁটিয়া চলিলেন। ভরতের এই নিষ্ঠা দেখিয়া সকলে প্রেম-মুগ্ধ হইল। সকলে ঘোড়া
ত্যাগ করিয়া পায়ে হাঁটিয়া চলিল। এই অবস্থা দেখিয়া রামের মাতা ভরতের নিকটবর্ত্ত
হইয়া বলিলেন,—তুমি যানে না চড়িলে সকল পরিবার পায়ে হাঁটিয়া চলিবে তাহাতে সকল
পরিবারের বড় কষ্ট হইবে, অতএব তুমি রথে চড়। মায়ের কথা মাধ্যম লইয়া ভরত রথে
চড়িলেন, প্রথম দিন ভমসা তীরে, দ্বিতীয় দিন গোমতী-তীরে বাস করিলেন। সকলে
একাহারী হইয়া দুখ ও ফল খাইয়া অলঙ্কার ও ভোগ বর্জনপূর্বক নিয়ম ও ব্রত পালন করিয়া
পথে যাত্রা করিয়া চলিলেন ॥১৮৮॥

চো—সঙ্গে তীর বসি চলে বিহানে। স্বপ্নবেরপুর সব নিঅরানে ॥

সম্রাচার সব স্নানে নিষাদ। হৃদয়' বিচার করই সবিষাদ ॥১॥

কারন কবন ভরতু বন জাহী'। হৈ কছু কপট ভাউ মন মাহী' ॥

জো' পৈ জিয়' ন হোতি কুটিলাজি। ভৌ কত লীলহ সল কটকাই ॥২॥

জানহি' সামুজ রামহি মারী। করউ' অকণ্টক রাকু সুখারী ॥

ভরত ন রাজনীতি উর আনী। তব কলঙ্ক অব জীবন হানী ॥৩॥

সকল সুরাসুর জুরহি জুঝার। রামহি সময় ন জীতনিহার।

কা আচরজু ভরতু অস করহী। নহি বিষ বেলি অনিঅ ফল করহী ॥ ৪ ॥

দোহা— অস বিচারি গুই গ্যাতি সন কহেউ সজগ সব হোছ।

হথবাসছ বোরছ তরনি কীজিঅ ঘাটারোছ ॥ ১৮৯ ॥

বাংলা অর্থ—সই তীর—সরস্বতী নদীর তীর; নিজরানে—নিকটবর্তী হইলেন; কবন—কোন; ভাউ—ভাব; জো পৈ — ভৌ কত—যদি বটে — তবে কেন; কটকাই - সেনা; জুরহি—একত্রিত হয়; জুঝার—যোদ্ধাগণে; জীতনিহার—জেতব্যা; বেলি—বলী, লতা; ফরহী—ফলদান করে; হথবাসছ—লাঠি হস্তগত কর; বোরছ—ডুবাইয়া দাও; ঘাটারোছ—ঘাট রোধ; সজগ—সজাগ, সচেতন; বসি—বাস করিয়া; বিহানে—প্রান্তকালে; (দো—১৮৯ পঃ).

চৌ—সরযুর তীর ছাড়ি প্রাতে চলিলেন। শৃঙ্গবের পুরদ্বারে আসি পৌঁছিলেন ॥

সমাচার সব যদা শুনিল নিষাদ। হৃদয়ে বিচার করে সহিত বিষাদ ॥ ১ ॥

ভরত আসেন বনে কিসের কারণে? কপটতা ক্রব কিছু চিন্তেছেন মনে ॥

যদি মনে কুটিলতা কিছু না ধরেন। তবে কেন সেনা-সহ হেথা আসিবেন? ২ ॥

মনে হয় সলক্ষ্মণ রামে মারিবেন। চিরতরে নিকটক রাজ্য ভুঞ্জিবেন ॥

রাজনীতি-জ্ঞান বুঝি ভরত ভ্যজিলা। আগেতে কলঙ্ক, এবে মরণ বরিলা ॥ ৩ ॥

সুরাসুর সব যদি মিলে যুদ্ধ-তরে। রাম-সহ কেহ নাহি জিনিবে সমরে ॥

ভরতের এই কার্যে বিশ্বয় কোথায়? বিষ-লতা কখনো কি অমৃত ফলায়? ৪ ॥

দোহা— ইহা বিচারিয়া গুহ জাতি-সনে কহে—সবে হও ছ'সিয়ার।

হাল, বৈঠা, তরি দাও ডুবাইয়া বন্ধ কর লোক-পারাপার ॥ ১৮৯ ॥

সারস্বত—ভরত প্রভাতে সরস্বতী নদী তীর হইতে রওনা হইয়া শৃঙ্গবের পুরে পৌঁছিলেন। গুহক সমস্ত কথা শুনিয়া দ্রুত হইল এবং ভরতের সহিত সৈন্ত-সামন্ত দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ভরতের মনে কুটিলতা রহিয়াছে, স-সৈন্তে গিয়া রামকে হত্যা করিয়া রাজ্য নিকটক করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ করিয়াছেন। তাঁহার রাজনীতি-বিষয়ে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, কিন্তু সুরাসুর মিলিত হইয়াও যদি রামের সহিত যুদ্ধ করে, তথাপি রামকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে না। বিষ-বৃক্ষ অমৃত-ফল ফলিতে পারে না। তারপর গুহক তাঁহার নৌকা ডুবাইয়া দিয়া পারাপার বন্ধ করিয়া দিতে বলিলেন ॥ ১৮৯ ॥

চৌ—হোছ স'জোইল রোকছ ঘাটা! ঠাটছ সকল মঠের কে ঠাটা ॥

সনমুখ লোহ ভরত সন নেউ। জিয়ত ন সুরসরি উত্তরন দেউ ॥ ১ ॥

সমর মরশু পুনি সুরসরি তীর। রাম কাজু ছনভু সুরীর ॥

ভরত ভাই নুপু মৈ জন নীচু। বড়ৈ ভাগ অসি পাইঅ মীচু ॥ ২ ॥

আমি কাজ করিহউ' রন রারী । জস ধবলিহউ' ভুবন দস চারী ॥
 ভজউ' প্রাণ রঘুনাথ নিহোরৈ' । দুহু' হাথ মুদ মোদক মোরৈ' ॥ ৩ ॥
 সাধু সমাজ ন জাকর লেখা । রাম ভগত মছ' জাসু ন রেখা ॥
 জায়' জিঅত জগ সো মহি ভার । জননী জোবন বিটপ কুঠার ॥ ৪ ॥
 দোহা— বিগত বিষাদ নিষাদপতি সবহি বঢ়াই উছাছ ।

স্মিরি রাম মাগেউ তুরত তরকস ধনুস সনাছ ॥ ১০ ॥

বাংলা অর্থ—স'জোইল—সুসজ্জিত ; রোকছ—বন্ধ কর ; ঘাটা—ঘাট ; ঠাটছ—
 সাজিয়া লও ; ঠাটা—সাজ ; ভাগ—ভাগ্য ; পাইঅ—পাইবে ; মীচু—মৃত্যু ; রণ রারী
 —যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ ; ধবলিহউ'—উজ্জল করিবে ; নিহোরৈ'—খাতিরে, উদ্দেশে ; মুদ
 মোদক—আনন্দ লাভু ; জাকর—যাহার ; লেখা—গণনা ; রেখা—স্থান ; জায়'
 জিঅত—জীবন গেলে ; বঢ়াই—বাড়াইয়া ; তরকস—তুণীর ; সনাছ—বন্দ ; দশ চারি
 —চৌদ ; (দোঃ—১০ পঃ)

চৌ—সুসজ্জিত হ'য়ে সবে ঘাট রোধ কর । মরণের তরে এবে সাজ-সজ্জা ধর ॥

যুদ্ধ-তরে অস্ত্র ধর ভরত সহিতে । জীবন থাকিতে নারে যেন উত্তরিতে ॥১॥

সমরে মরণ তাহে স্মরণী তীর । রাম কাজ তথা ক্ষণ-ভঙ্গুর শরীর ॥

রাম-ভ্রাতা নৃপ আর মোরা নীচ জন । বড় ভাগ্য মানি যদি এ যুদ্ধে মরণ ॥২॥

আমি-কাজ সাধিবারে সমরে নামিব । যার যশে চৌদধরা উজলিয়া দিব ॥

রঘুনাথ-তরে মোরা পরাণ ত্যজিব । দু'হাতে আনন্দ-লাভু তাহাতে লভিব ॥৩॥

সাধুর সমাজে যা'রে না করে গণিত । রাম-ভক্ত নামে যেই না হয় বিদিত ॥

জীবনে জানিবে তারে ধরাতল-ভার । মাতার জীবন-বন্ধে সে হয় কুঠার ॥৪॥

দোহা— বিষাদ ভুলিয়া নিষাদের পতি সবার উৎসাহ বাড়াইয়া দিল ।

রামেরে স্মরিয়া হরিত ধনুক, তুণীর কবচ মাগিয়া আনিল ॥১০॥

সান্ন্যাস—নিষাদ জাতিগণকে নির্দেশ দিল—‘সকলে ভরতের বিরুদ্ধে অস্ত্র
 ধারণ কর, জীবিত থাকিতে ভরতকে গঙ্গা পার হইতে দিব না । গঙ্গাতীরে মৃত্যু
 বরণ করিব, রামের জন্ত যুদ্ধে এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর ত্যাগ করিলেও সৌভাগ্যের
 কারণ হইবে । এইরূপ বলিতে বলিতে নিষাদ যুদ্ধে উৎসাহিত হইল এবং রামকে
 স্মরণ করিয়া যুদ্ধলজ্জাতে সজ্জিত হইল ॥২০॥

চৌ—বেগহি' ভাইছ সজছ স'জোউ । স্মি রজাই কদরাই ন কোউ ॥

ভলেহি' নাথ সব কহহি' সহরবা । একহি' এক বঢ়াবই করবা ॥ ১ ॥

চলে নিষাদ জোহারি জোহারী । স্মর সকল রন রুচই রারী ॥

স্মিরি রাম পদ পঙ্কজ পনহী' । ভাখী' বাধি চঢ়াইনহি' ধনহী' ॥২॥

অগিরী পহিরি' কুঁড়ি সির ধরহী' । ফরসা বাঁস সেল সম করহী' ॥

এক কুসল অতি ওড়ন খাঁড়ে । কুদহি' গগন মনছ' ছিতি ছাঁড়ে ॥৩॥

নিজ নিজ সাজু সমাজু বনাই । গুহ রাউতহি জোহারে জাই ॥
 দেখি স্মৃতি সব লায়ক জানে । লৈ লৈ নাম সকল সনমানে ॥৪॥
 দোহা— ভাইছ লাবছ ধোখ জনি আজু কাজু বড় মোহি ।

শুনি সরোষ বোলে স্মৃতি বীর অধীর ন হোহি ॥১৯১॥

বাংলা অর্থ—বেগছ—স্বা কর ; ভাইছ—হে ভাইগণ ; সঁজোউ—সজ্জা (যুদ্ধার্থ)
 কদরাই—কাপুরুষতা ; করমা—ক্রোধ ; জোহারি—প্রণাম করিয়া ; রুচই—ভাল
 লাগিল ; রানী—যুদ্ধ ; পনহী—পাছকা ; ভাধা—ছোট তুণীর ; ধনহী—ছোট ছোট
 ধনুক ; অজরী—বর্ষা ; পহিরি—পরিধান করিয়া ; কঁড়ি—শিরস্ত্রাণ ; করমা—কুঠার ;
 সেল—লোহাগ্র অস্ত্র ; বাঁস বনম, বরসা ; সম করহী—তীক্ষ্ণদার করিল ; ঝাঁড়ে
 ওড়ন—তলোয়ার চালাইতে ; কঁদহি—কাঁকি দিল ; ছিতি—ক্ষতি, ভূমি ; গুহ রাউতহি
 গুহরাজকে ; ধোখ লাবছ—কাঁকি দিবে ; জনি—না ; (দোঃ—১৯১ পঃ)

চৌ—ভরা কর, ভাইগণ, সাজ সৈন্য সাজে । আজ্ঞা শুনি' কাতরতা না ধরিবে কাজে

“ভাল কহ, নাথ সবে সহর্ষে কহিল । একের উৎসাহ অন্তে বাড়ায় তুলিল ॥১॥

নিষাদে বন্দনা করি' সকলে ধাইল । সবে শূর এই হেতু রণে রুচি ছিল ॥

রামের চরণ-পদ্ম-পাছুকা স্মরিল । কটিতে তুণীর, গুণ ধনুতে রোপিল ॥২॥

দেহে বর্ম, শিরস্ত্রাণ সকলে পরিল । কুঠার, বরশা শেল ঠিক করি' নিল ॥

তলোয়ারে দক্ষ হেন অস্ত্রাদি ঘুরায় । পৃথিবী ছাড়িয়া যেন গগনে লাকায় ॥৩॥

নিজ নিজ সাজে সবে সমাজ রচিল । নাম ধরি' সবাকারে মান প্রদানিল ॥

দোহা— ওহে ভাইগণ ! ফাঁকি নাহি দিলে জান ইহা মম বড় কাজ ॥

শুনি' ক্রোধে কহে হে বীর স্রোদ্ধা ! অধীরতা ত্যজ তুমি আজ ॥১৯১॥

সান্ন্যাস—নিষাদ সকলকে যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইতে বলিলে তাহারা নিষাদকে
 প্রণাম করিয়া যুদ্ধের জন্ত উৎসাহিত হইল । বামচন্দ্রের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া তীর-
 ধনুক, তুণীর, শিরস্ত্রাণ, কুঠার, বনম, তলোয়ার প্রভৃতি সহ সৈন্যদল সজ্জিত হইল
 এবং চণ্ডাল-রাজকে প্রণাম করিতে লাগিল । নিষাদ-রাজ স্রোদ্ধাদিগকে সম্মান
 করিয়া বলিলেন,—‘ভাই ! আমার এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যে সাহায্য করিও, আমাকে ফাঁকি
 দিও না ।’ তাহার কথায় সকলে বলিল,—‘হে বীর ! অধীর হইও না ॥১৯১॥

চৌ—রাম প্রভাপ নাথ বল তোরে । করহি' কটকু বিনু ভট বিনু ঘোরে ॥

জীবত পাউ ন পাছে' ধরহী' । রুণ্ড যুগুময় মেদিনি করহী' ॥১॥

দীখ নিষাদনাথ ভাল টোলু । কহেউ বজাউ জুঝাউ টোলু ॥

এতনা কহত ছী'ক ভই বাএ' । কহেউ সগুনিঅনহ খেত স্রহাএ ॥২॥

বুঢ়ু একু কহ সগুন বিচারী । ভরতহি মিলিঅ ন হোইহি রানী ॥

রামহি ভরতু মনাবন জাহী' । সগুন কহই অস বিগ্রহ নাহী' ॥৩॥

সুনি গুহ কহই নীক কহ বুঢ়া। সহসা করি পছিতাহিঁ বিমুঢ়া।

ভরত স্তভাউ সীলু বিনু বুঝে ৷ বড়ি হিত হানি জানি বিনু জুঝে ৷১৪৷

দোহা— গহছ ঘাট ভট সিমিটি সব লেউ মরম মিলি জাই।

বুঝি মিত্র অরি মধ্য গতি তস তব করিহউ আই ৷১৯২৷

বাংলা অর্থ—ঘোরে—অথ; রুণ্ড মুণ্ডময় করছি—শির ও শৃঙ্গ দ্বারা পূর্ণ করিব;
টোলু—দল (যোদ্ধার); জুঝাউ টোলু—যুদ্ধের ঢোল; ছাঁক—হাঁচি; সন্তুনিঅনুহ—
লক্ষণ-বিচারকগণ; খেত—ক্ষেত্র; সূহাএ—শুভ; বুঢ়—বৃদ্ধ; মনাবন—সম্বন্ধ করিতে
জুঝে—দেখিয়া গুনিয়া; সিমিটি—একত্র হইয়া। তস—তোমার; মধ্যগতি—উদাসীন;
লায়ক—যোগ্য; (দোঃ—১৯২ পঃ)

চৌ—রামের প্রতাপে নাথ! লভি' তব বল। যোদ্ধ-অশ্ব-শূল্য করি দিব সেনাদল ॥

জীবন থাকিতে কভু পিছু না হটিব। ধড়, মুণ্ড ধরা-মাঝে এক না রাখিব ॥১৷

নিষাদের নাথ হেরে ভাল সৈন্ত সাজ। কহেন যুদ্ধের মত করহ আওয়াজ ॥

হাঁচি পড়ে বামে যদা হেন কথা কহে। সন্ধেতজ্জগণ কহে শুভফল বহে ॥২৷

অদৃষ্ট বিচার করি' বৃদ্ধ এক কহে। মিলন ভরত-সহ কভু মুক্ত নহে ॥

ভরত রামেরে এবে মান দিতে যায়। লক্ষণ কহিছে হেন, যুদ্ধ না বুঝায় ॥৩৷

সুনি গুহ কহে—বৃদ্ধ অতি সাধু ক'ন। অমৃতাপ ভুঞ্জে হঠকারী মৃচ্-জন ॥

ভরত স্তভাব-শীল কিছু না বুঝিয়া। বড়ি হিত-হানি যদি যুঝি না জানিয়া ॥৪৷

দোহা— ঘাট রক্ষা কর সব সৈন্ত মিলি' জানি' আগে ভরতের মন।

উদাসীন, মিত্র, অরি-গতি বুঝি' করিব তা' উচিত যেমন ৷১৯২৷

সান্ন্যাস—তাহারা নিষাদরাজকে বলিল,—‘হে নাথ! রামের প্রতাপ ও তোমার
বলের সাহায্যে ভরত-সৈন্তগণকে মস্তকহীন করিয়া ধরাশায়ী করিব। জীবিত থাকিতে
পশ্চাৎপদ হইব না।’ রণ-ভেরী বাজিয়া উঠিল, হঠাৎ এক বৃদ্ধ তখনকার শুভ-সূচক
লক্ষণ দেখিয়া বলিল, ভরত রামকে সম্মান করিতে যাইতেছেন, রাম-ভরতের মিলন
হইবে, যুদ্ধ হইবে না। বৃদ্ধের কথা যথার্থ মনে করিয়া নিষাদ বলিল,—তোমরা
সকলে পারাপারের স্থান রক্ষা কর, আমি ভরতের সহিত মিলিত হইয়া ভরতের মনোভাব
জ্ঞাত হইয়া কাণ্ডে প্রবৃত্ত হইব ॥১৯২৷

চৌ—লখব সনেছ স্তভায় স্তহাএ। বৈরু প্রীতি নহিঁ তুরই তুরাএ ॥

অস কহি ভেট স জোবন লাগে। কন্দ মূল ফল খগ মৃগ মাগে ॥১৷

মীন পীন পাঠীন পুরানে। ভরি ভরি ভার কহারনুহ আনে ॥

মিলন সাজু সজি মিলন সিধাএ। মঙ্গল মূল সন্তুনি স্তভ পাএ ॥২৷

দেখি দূরি তেঁ কহি নিজ নামু। কীনুহ মুনীসহি দণ্ড প্রনামু ॥

জানি রামপ্রিয় দীনুহ অসীস। ভরতহি কহেউ বুঝাই মুনীস ॥৩৷

রাম সখা স্নান সন্মুখ ত্যাগ। চলে উত্তরি উমগত অনুরাগ।

গাউঁ জাতি গুই নাই স্নান। কীন্হ জোহারু মাথ মহি লাই ॥৪॥

দোহা— করত দণ্ডবত দেখি তেহি ভরত লীন্হ উর লাই।

মনহঁ লখন সন ভেঁট ভই প্রেমুন হৃদয় সমাই ॥১৯৩॥

বাংলা অর্থ—লখন—লক্ষ্য করিব; দুই—লুকাইলে; দুইএঁ নহি—লুকান যায় না; সজোঁবন—সাজাইতে; মাগে—চাহিয়া আনি; পীন—দুঃখ; পাঠীন—বোম্বল মাছ; কহারনহ—কৈবর্তগণ; মুনীসহি—মুনিবর (বশিষ্ঠ); ত্যাগা—ত্যাগ করিল; উমগত অনুরাগা—উত্থলিত অনুরাগে; গাউঁ—গ্রাম; নাই—নাম; জোহারু—প্রণাম; উর লাই লীন্হ—বক্ষো-লগ্ন করিলেন; ন সমাই—ধরিল না অর্থাৎ উপছাইয়া গেল; (দো)—১৯৩ পঃ)

চৌ—চারু-ভাব হোর' প্রীতি বুঝিব তথায়। শক্ততা, পিরীতি কত লুকান না যায় ॥

ইহা কহি' ভেট-জ্রাব লাগে সাজাইতে। কন্দ, মূল, ফল, মুগ, খগ চারি ভিতে ॥১॥

পাঠিন, পুরান পীন, মৎস্য ভারে ভারে। কৈবর্তকগণ আনে ভরিয়া আধারে ॥

মিলনের সাজে গুহ চলিল মিলিতে। মঙ্গল ইঙ্গিত সব হেরে চারি ভিতে ॥২॥

দূর হ'তে নিরখিয়া কহি' নিজ নাম। করিল সে মুনিবরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ॥

রাম-প্রিয় জানি' তারে দিলেন আশিস। ভরতের পরিচয় করান মুনীশ ॥৩॥

রাম-সখা স্নানি' রথ ভরত ত্যজিলা। উচ্ছলিত অনুরাগে নামিয়া চলিলা ॥

গ্রাম, জাতি, নাম গুহ তাঁরে স্নানাইল। ভূমি 'পরে শির রাখি' তাঁহারে নমিল ॥৪॥

দোহা— প্রণাম করিতে দেখিয়া তাহারে ভরত হৃদয়ে চাপি' ধরে।

মনে হ'ল যেন লক্ষ্মণের সাথে দরশনে হিয়া প্রেমে ভরে ॥১৯৩॥

সান্নিধ্য—ভরতের প্রেম ও স্বভাব লক্ষ্য করিতে মনঃস্থ করিয়া নিষাদ ভেট সাজাইয়া ভরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। মঙ্গলসূচক চিহ্ন দেখা গেল। দূর হইতে বশিষ্ঠকে নিজেই নাম পরিচয় দিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। নিষাদকে রামপ্রিয় জানিয়া বশিষ্ঠ তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। মুনি ভরতকে নিষাদের কথা বুঝাইয়া বলিলেন। দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে দেখিলে এবং রামের কথা শুনিলে ভরত রণ হইতে নামিলেন। তখন নিষাদ তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে ভরত তাহাকে বৃকে লইলেন। মনে হইল বুঝি ভরতের সহিত লক্ষ্মণের সাক্ষাৎ হইয়াছে ॥১৯৩॥

চৌ—ভেঁট ভরতু তাহি অতি প্রীতী। লোগ সিহাহি' প্রেম কৈ রীতী ॥

ধগু ধগু ধুনি মঙ্গল মূলা। সুর সরাহি তেহি বরিসহি' ফুলা ॥১॥

লোক বেদ সব ভাঁতিহি' নীচ। জাসু ছাঁহ ছুই লেইঅ সীক্ষা ॥

তেহি ভরি অঙ্ক রাম লঘু ভ্রাতা। মিলত পুলক পরিপূরিত গাতা ॥২॥

রাম রাম কহি জে জমুহাহী'। তিনহহি ন পাপ পুঞ্জ সমুহাহী' ॥

যহ তো রাম লাই উর লীন্হা। কুল সমেত জগু পাবন কীন্হা ॥৩॥

করমনাস জলু সুরসরি পরজি । ভেহি কো কহহু সীস মহি' ধরজি ॥

উলটা নাম জপত জগু জানা । বালমীকি ভএ ব্রহ্ম সমান ॥৪॥

দোহা— অপচ সবর খস জমন জড় পারের কোল কিরাত ।

রামু কহত পাবন পরম হোত ভুবন বিখ্যাত ॥১৯৪॥

বাংলা অর্থ—ভেঁটত—আলিঙ্গন করিল; সিহাহি—দেখা করিল; সীচা—সেই
—জান করে; ছাঁহ—ছায়া; মিলত—মিলিলেন; জমুহাহী—হাই তোলে;
সমুহাহী—ন—সমুখীন হয় না; ভো—ত; করমনাস—কর্মনাশা নদী; অপচ—অপাক
(চণ্ডাল); সবর—ব্যাধ; জমন—যবন; (দোঃ—১৯৪ পঃ)

চৌ—প্রীতি-ভরে তার সনে ভরত মিলিল। পিরীতির রীতি হেরি' সকলে হিংসিলা
ধন্য ধন্য ধনি হয় মঙ্গলের মূল। সুরে প্রশংসিলা তাহা বরষিয়া ফুল ॥১॥

লোকে বেদে নিম্নে যারে কহি' নীচ জন। পরশি' যাহার ছায়া করয়ে মজ্জন ॥

তা'রে অন্ধে আলিঙ্গিয়া রাম-কনীয়ান। মিলিত রহেন হ'য়ে পুলকিত প্রাণ ॥২॥

“রাম রাম” কহি হাই তোলে যেই জন। পাপ-পুঞ্জ তা'রে নাহি করে পরশন ॥

ইহায়ে ত রাম করি' হৃদয়ে ধারণ। কুল-সহ করিলেন জীবন পাবন ॥৩॥

কর্মনাশা জল মিশে গঙ্গার মাঝারে। বল কেবা নতশির না করে গঙ্গারে ॥

জপে রত হ'য়ে শুধু উলটা রাম নাম। বালমীকিও হইলেন ব্রহ্মার সমান ॥৪॥

দোহা— চণ্ডাল, শবর, যবন, পামর খল, জড়, কোল ও কিরাত ।

‘রাম রাম’ কহি পরম পাবন হবে ধরাধামে সুবিখ্যাত ॥১৯৪॥

সান্ন্যাস—ভরতের প্রীতির ভাব দেখিয়া এবং তাঁহার আলিঙ্গন দেখিয়া সকলে
চমকিত হইল। মিলনে তাঁহার শরীর পুলকিত হইল। যেই রামনাম লয় সেই
পবিত্র, তাহাতে গুহক রামের সঙ্গে আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়াছে সুতরাং তাহার ত' কথা
নাই। লোকে প্রবাদ আছে উল্টা-নাম জপ করিয়া বাম্বীকি ব্রহ্মার সমান হইয়াছিলেন।
সুতরাং যে কোন জাতি বা বর্ণ রামনাম করিবে সে চণ্ডাল, যবন, মূর্থ, নীচ, কোল
কিরাত, হোক না, সে পণ্ডিত হয় এবং জগদ্বিখ্যাত হয় ॥১৯৪॥

চৌ—নহি' অচিরজু জুগ জুগ চলি আই। কেহি ন দীর্ঘহি রঘুবীর বড়াই ॥

রাম নাম মহিমা সুর কহহী'। সুনি সুনি অবধ লোগ স্তম্ভ লহহী' ॥১॥

রামসখহি মিলি ভরত সপ্রোমা। পুঁহী কুসল স্তমজল খেমা ॥

দেখি ভরত কর সীলু সনেছু। ভা নিষাদ ভেহি সময় বিদেছু ॥২॥

সকুচ সনেছ মোত্ন মন বাঢ়া। ভরতহি চিতবত একটক ঠাঢ়া ॥

ধরি ধীরজু পদ বন্দি বহোরী। বিনয় সপ্রোম করত কর জোরী ॥৩॥

কুসল মূল পদ পঙ্কজ পেখী। মৈ' তিহ' কাল কুসল নিজ লেখী ॥

অব প্রভু পরম অনুরূপ হোরে'। সহিত কোটি কুল মঙ্গল মোরে' ॥৪॥

দোহা— সমুখি মোরি করতুতি কুলু প্রভু মহিমা জির' জোই ।

জো ন ভজই রঘুবীর পদ জগ বিধি বঞ্চিত সোই ॥১৯৫॥

বাংলা অর্থ—অচিরজু—আশ্চর্য্য; ক্ষেমা—ক্ষেম, মঙ্গল; ভা বিচেহু—দেহতত্ত্ব
বিস্তৃত হইলেন; একটক ঠাটা—একভাবে দণ্ডায়মান; পেখী—দেখিয়া; লেখী—
লিখিত (বুঝিলাম); করতুতি—কার্য্যাবলী; জোই—বিচার করিয়া; (দোঃ—১৯৫ পঃ)

চৌ—আশ্চর্য্য নহে ত ইহা যুগ যুগ চলে। রঘুবীর বাড়াইয়া দিলেন সকলে ॥

রাম-নাম মহিমা যে দেবগণ ক'ন। অযোধ্যার লোক সুনী' সুখ ভুঞ্জি' ল'ন ॥১॥

ভরত সপ্রেমে মিলি' গুহক সহিত। পুছেন কুশল তথা যত সব হিত ॥

ভরতে পিরীতি-গীল যখন হেরিল। নিষাদ তখন নিজ দেহ বিন্ময়িল ॥২॥

সঙ্কোচে, আনন্দে, সুখে হেন মন ভরে। এক দৃষ্টে ভরতের গুহক নেহারে ॥

ধীরতা ধরিয়া পুন বন্দিয়া চরণ। বিনয়ে সপ্রেমে তারে যুক্ত-করে ক'ন ॥৩

শুভ মূল পাদ-পদ্ম নয়নে হেরিয়া। তিন কালে শুভ-মন লইল বুঝিয়া ॥

এবে প্রভো! তব বড় করুণা লভিলু। কোটী কুলে শুভ-ফল নিশ্চয় জানিলু ॥৪॥

দোহা— মম কার্য্যাবলী মনে বিচারিয়া প্রভুর মহিমা রাখি' মনে।

যেই নাহি ভজে রঘুবীর-পদ বিড়ম্বনা ভুঞ্জে সে ভুবনে ॥১৯৫॥

সান্নিধ্য—যুগ যুগ রাম-নামের মহিমা এইভাবে চলিয়া আসিয়াছে। দেবতার্য্যও
রাম-নামের মহিমা গান করেন ইহাতে অযোধ্যাবাসীরা আনন্দ পায়। ভরত সপ্রেমে
রাম-সখাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে নিষাদের
মন আনন্দে ভরপুর হইল। সঙ্কোচ, স্নেহ ও আনন্দ দেখিয়া ভরতের দিকে নিষাদ
চাহিয়া রহিলেন। ধৈর্য্য ধরিয়া চরণ বন্দনা করিয়া করবোড়ে সবিনয়ে বলিলেন,—
আপনাকে দেখিলেই আমাদের কুশল। আপনার প্রীতিতে আমার কোটিকুল ধন
হইয়াছে। আরো বলিলেন,—আমার উদ্বাহরণ দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে রামের মহিমা বিচার
করিয়া সকলেই বলিবে যে, যে রামের চরণ ভজনা না করে সে জগতে চির-বঞ্চিত ॥১৯৫॥

চৌ—কপটী কায়র কুমতি কুজাভী। লোক বেদ বাহের সব ভাঁতী ॥

রাম কীন্হ আপন জবহী তেঁ। ভয়উ' ভুবন ভুযন তবহী তেঁ ॥১॥

দেখি প্রীতি সুনী বিনয় সুহাজি। মিলেউ বহোরি ভরত লঘু ভাজি ॥

কহি নিষাদ নিজ নাম সুবানী'। সাদর সকল জোহারী' রানী' ॥২॥

জানি লখন সম দেহি' অসীসা। জিজ্ঞাছ সুখী সম লাখ বরীসা ॥

নিরখি বিবাহু নগর নর নারী। ভএ সুখী জমু লখনু নিহারী ॥৩॥

কহি' লহেউ এহি' জীবন লাছু। ভে'টেউ রামভজ ভরি বাছু ॥

সুনী নিবাহু নিজ ভাগ বড়াই। প্রমুদিত মন লই চলেউ লোবাঈ ॥৪॥

দোহা— সনকারে সেবক সকল চলে আমি রুখ পাই।

ঘর ভরু তর সর বাগ বন বাস বনাএম্‌হি জাই ॥১৯৬॥

বাংলা অর্থ—জোহারী—প্রণাম করিলেন ; এহিঁ—এই ব্যক্তি (নিষাদ) ; লেবাজ লইয়া ; সনকারে—ইসারা করিলেন ; বনাএম্‌হি—রচনা করিলেন ; (দোঃ—১৯৬ পঃ)
চৌ—কপটী ও ভীরা মৃত হীন-বংশ-জাত । লোক-বেদ-বাহু বলি' সর্বত্র বিদিত ॥

যবে হ'তে রাম মোরে করিলা আপন । তবে হ'তে হইলাম ধরার ভুষণ ॥১॥

দেখিয়া পিরীতি, শুনি' বিনীত বচন । মিলিলেন পুন তিনি সহ শত্রুঘন ॥

কহি' নিজ নাম তথা মধুর বচন । সকল রাণীয়ে করে নিষাদ বন্দন ॥২॥

আশীর্বাদ করে জানি' লক্ষ্মণ সমান । সুখী হও কোটি বর্ষ লভিয়া পরাণ ॥

নিষাদে হেরিয়া যত পুর-নর-নারী । সুখী হয় সবে যেন লক্ষ্মণে নেহারি' ॥৩॥

জীবনের লাভ ইথে সবে গণিলেন । বন্ধ-লগ্ন করি' রাম বাঁহারে ধরেন ॥

নিষাদ আপন ভাগ্য শুনিয়া শ্রবণে । সবারে লইয়া চলে প্রমুদিত মনে ॥৪॥

দোহা— নিষাদ-ইজিতে সেবক সকল আমি-আজ্ঞা লইয়া চলিল ।

যরে, তরুতলে, সরে, উপবনে বাসস্থান বিরচিয়া দিল ॥১৯৬॥

সান্ন্যাসার্থ—আমি কপট কুজাতি, সমাজের ও বেদের বাহিরে কিন্তু যখন হই, ত
রাম আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন তখন হইতে আমি জগতে অলঙ্কার হইয়া
গিয়াছি । নিষাদের বিনয় ও প্রেম দেখিয়া শত্রু তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন ।
নিষাদ বিনয়-বাক্যে রাণীদের নিকট নিজ নাম পরিচয় দিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ।
রাণীরা নিষাদকে লক্ষ্মণের সমান মনে করিয়া তাহার শতায়ু কামনা করিলেন ।
সকলে নিষাদের ভাগ্য দেখিয়া পরম পুলকিত হইল যেহেতু সে রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন
করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছে । অতঃপর নিষাদ সেবকদিগকে ইজিত করিলে তাহারা স্ব
স্ব ঘরে ও গাছতলায় অতিথিগণের দ্রব্য বাসগৃহ রচনা করিল , ১৯৬ ॥

চৌ—শৃঙ্গবেরপুর ভরত দীখ জব । ভে সনেই সব অঙ্গ সিথিল তব ॥

সোহত দিএঁ নিষাদহি লাগু । জন্ম তমু ধরে' বিনয় অমুরাগু ॥১॥

এহি বিধি ভরত সেনু সব সজা । দীখি জাই জগ পাবনি গজা ॥

রামঘাট কই কীন্‌হ প্রোনাযু । ভা মনু মগনু মিলে জন্ম রায়ু ॥২॥

করহি' প্রোনায নগর নর নারী । মুদিত ব্রহ্মময় বারি নিহারী ॥

করি মজ্জনু মাগহি' কর জোরী । রামচন্দ্র পদ স্রীতি ন থোরী ॥৩॥

ভরত কহেউ সুরসরি তব রেনু । সকল সুখদ সেবক সুরধেনু ॥

জোরি পানি বর মাগউ এছু । সীয় রাম পদ সহজ সনেছু ॥৪॥

দোহা— এহি বিধি মজ্জনু ভরত করি গুর অনুসান পাই ।

মাতু নহানী' জানি সব ডেরা চলে লবাই ॥১৯৭॥

বাংলা অর্থ—লাগু দিএঁ—(স্বচ্ছ) ভর করিয়া চলিতে লাগিলেন ; রেনু—ধূলি ;
সুরধেনু—কামধেনু ; নহানী—সমাপিত-মানা ; ডেরা—বাসস্থান ; চলে লবাই—
সাথ লইয়া চলিলেন ; (দোঃ—১৯৭ পঃ)

চৌ—শৃঙ্গবের-পুরে ববে ভরত হেরিলা। ভক্তিতে তাহারি অঙ্গ শিখিল হইলা।
 ভরতের হস্ত শোভে গুহ-স্কন্ধ'পরে। বিনয় ও অনুরাগ যেন তনু ধরে ॥১॥
 সেনা-সাথে হেন মতে ভরত চলিলা। জগৎ-পাবনী গঙ্গা পথেতে হেরিলা।
 রাম-ঘাটে পঁছছিয়া প্রণাম করেন। মন মগ্ন হেন যেন রাঘবে মিলেন ॥২॥
 করিল প্রণাম যত পুর-নর-নারী। প্রমুদিত ব্রজময় উদক নেহারি' ॥
 মজ্জন করিয়া সেথা মাগে যুক্ত করে। রামচন্দ্র-পদে যেন বহু-প্রীতি ভরে ॥৩॥
 ভরত কহিলা গঙ্গে! মানি তব রেণু। সুখদাতা সেবকে তা' যেন কাম-ধেনু ॥
 যুক্ত করে মাগি, এবে দাও এই বর। সীতা-রামে থাকে ভক্তি স্বভাব-সুন্দর ॥৪॥
 দোহা— হেন মতে স্নান সমাপি' ভরত গুরু-অনুশাসন লভিয়া।

মাতৃগণ-স্নান সমাপিত জানি' চলিলেন শিবিরে লইয়া ॥১১৭॥

সান্ন্যাসার্থ—শৃঙ্গবেরপুর দেখিয়া প্রেমে ভরতের শরীর শিখিল হইল। নিষাধের
 কাঁধে হাত দিয়া চলিতে থাকার শোভা সকলকে অধিক আকৃষ্ট করিল। অতঃপর ভরত
 সেনাসহ গঙ্গা দেখিলেন। রামঘাটকে প্রণাম করিলে মন মুগ্ধ হইল, তাহ'তেই
 ভরত যেন রামের সঙ্গ পাইয়াছেন মনে করিলেন নগরের নরনারী গঙ্গাজল দেখিয়া
 প্রণাম করিল এবং স্নানান্তে রামপদে প্রীতি কামনা করিল। ভরত গঙ্গাকে প্রণাম
 করিয়া সীতারাম-চরণে স্বাভাবিক প্রেম কামনা করিলেন। অতঃপর স্নানান্তে
 ভরতের আদেশে মাতৃগণকে বাসস্থান দিবার জ্ঞা নিষাদ লইয়া গেলেন ॥১১৭॥

চৌ—জই তই লোগনহ ডেরা কীন্হা। ভরত সোধু সবহী কর লীন্হা।
 সুর সেবা করি আয়সু পাই। রাম মাতু পাই' গে দোউ ভাই ॥১॥
 চরন চাঁপি কহি কহি যুতু বানী। জননী' সকল ভরত সনমানী ॥
 ভাইহি সো'পি মাতু সেবকাই। আপু নিষাদহি লীন্হ বোলাই ॥২॥
 চলে সখা কর সো' কর জোরে'। সিখিল সরীকু সনেহ ন থোরে' ॥
 পু'ছত সখহি সো'ঠাউ' দেখাউ। নেকু নয়ন মন জরনি জুড়াউ ॥৩॥
 জই সিয় রামু লখনু নিসি সোএ। কহত ভরে জল লোচন কোএ ॥
 ভরত বচন স্ননি ভয়উ বিবাদু। তুরত তই লই গয়উ নিষাদু ॥৪॥

দোহা— জই সিংসুপা পুনীত তর রঘুবর কিয় বিশ্রামু।

অতি সনেই সাদর ভরত কীন্হেউ দণ্ড প্রানাম ॥১১৮॥

বাংলা অর্থ—সোধু লীন্হা—সংবাদ লইলেন; সনমানী—সম্মান করিলেন; সখা
 কর সো'—বন্ধুর হস্তের সহিত; নেকু—কিছু; জরনি—জলন; সোএ—নিদ্রা
 গিয়াছিল; লোচন কোত্র—লোচন-গহ্বরে; সিংসুপা তর—অশোক বৃক্ষ; পুনীত—
 পবিত্র; ঠাউ'—স্থান; (দোঃ—১১৮ পঃ)

চৌ—লোকগণ যেথা সেথা বাস নিরুপিত। ভরত সন্ধান তা'র যথাবিধি নিলা।
 দেব-পূজা সারি' পুন আদেশ লভিয়া। রাম-মাতা-পার্শ্বে যান দু'ভাই মিলিয়া ॥১॥

পদে ধরি' পুনঃ পুনঃ মধুর বচনে । মান দিয়া পূজিলেন যত মাতৃগণে ॥
 ভ্রাতাকে রাখিয়া সেথা মাতৃ-সেবা-ভরে । আবাহন করিলেন নিজে নিষাদে ॥২॥
 সখা-সহ হাতে হাত মিলায়ে চলিল । অতি ক্ষেহে তনু তা'র শিথিল হইল ॥
 সখারে পুছিল। এবে দেখাও সে ঠাই । আঁখি-মন-আলা যাহে কিছুটা জুড়াই ॥৩॥
 যেথা রাম ও লক্ষ্মণ যামিনী যাপিল । কহিতে আঁখির কোণ বারিতে ভরিল ॥
 ভরতের কথা শুনি' হইল বিবাদ । ত্বর। সেথা তাঁরে লয়ে চলিল নিষাদ ॥৪॥
 দোহা— যে পুত শিংসপা-মহীকুহ তলে রঘুবর লভেন বিশ্রাম ।

ভক্তি সমাদরে ভরত সেথায় দণ্ড-সম করিল। প্রণাম ॥১৯৮॥

সান্নাধ্যম—মাতৃগণ স্ব স্ব নিরূপিত স্থানে গেলে ভরত সকলের সন্ধান লইলেন ।
 এবং দেবপূজান্তে গুরুর অনুমতিক্রমে কৌশল্যার নিকটে দুই ভাই গেলেন । অতঃপর
 শত্রুঘ্নকে মাতৃগণের সেবাতে নিবেদন করিয়া নিষাদসহ ভরত সেই সকল স্থান
 দেখিতে চাহিলেন যেখানে যেখানে রাম রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং কিভাবে
 তাঁহার। দিনপাত করিয়াছিলেন তাহা জানিতে চাহিলেন । নিষাদ সেই স্থান দেখাইয়া
 দিলেই ভরতের চক্ষু জলে পূর্ণ হইল । যে শিংসপা-গাছতলে রঘুবর বিশ্রাম করিয়াছিলেন
 সেই স্থানে অতি প্রেমে ভরত দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন ॥১৯৮॥

চৌ—কুস সাঁথরী নিহারি স্নহাজি । কীনহ প্রনামু প্রদচ্ছিন জাজি ॥

চরন রেখ রজ আঁখিনহ লাজি । বনই ন কহত প্রীতি অধিকাই ॥১॥

কনক বিন্দু দুই চারিক দেখে । রাখে সীস সীয় সম লেখে ॥

সজল বিলোচন হৃদয়' গলানী । কহত সখা সন বচন সুবানী ॥২॥

শ্রীহত সীয় বিরই দুতিহীনা । জথা অবধ নয় নারী বিলীনা ॥

পিতা জনক দেউ' পটতর কেহী । করতল ভোগু জোগু জগ জেহী ॥৩॥

সম্বর ভানুকুল ভানু ভুআলু । জেহি সিহাত অমরাবতিপালু ॥

প্রাননাথু রঘুনাথ গোসাজি । জো বড় হোত সো রাম বড়াজি ॥৪॥

দোহা— পতি দেবতা স্মৃতীয় মনি সীয় সাঁথরী দেখি ।

বিহরত হৃদউ ন হহরি হর পবি তেঁ কঠিন বিসেসি ॥১৯৯॥

বাংলা অর্থ—কুস সাঁথরী—কুশ-শয্যা ; বনই ন কহত—কহিতে পারা যায় না ;
 লেখে—স্মারক বৃষ্টিয়া ; বিলীনা—কান্তিহীনা ; দেউ'—দেব ; পটতর—তুলনা ;
 ভুআলু—ভূপাল, রাজা ; সিহাত—ঈর্ষ্যা করেন ; হোত—হইবে ; বড়াই—মাহাত্ম্যে,
 (মহিমা প্রচার করে) ; স্মৃতীয় মনি—পতিব্রতা জীবনের শিরোমাণি ; সাঁথরী—কুশ-শয্যা ;
 হহরি—পুড়িয়া ছাই হইয়া ; বিহরত ন—বিদীর্ণ হইতেছে না ; পবি তেঁ—বজ্র হইতে ;
 (দোঃ—১৯৯ পঃ)

চৌ—কুশের শয়ন চাক্র নয়নে ছেরিল। প্রদক্ষিণ করি' তাঁরে প্রণাম করিল। ॥

চরণ-চিহ্নের ধূলি আঁখিতে লাগা'ন । প্রেমের সে প্রবলতা না যায় বাখান ॥১॥

দুই চারি স্বর্ণরেণু বজ্রচ্যুত হেরে। সীতা-সম মানি' তা'রে ধরে শির'পরে ॥
 হিয়াতে বেদনা-ভরা। আঁখি-ভরা জল। সখা-সনে কহে চারু-বচন সকল— ২॥
 সীতার বিরহে স্বর্ণে হেরে দ্ব্যতিহীন। অযোধ্যার নর-নারী যথা মনে ক্লীণ ॥
 জানকী পিতারে তুলি' কোন্ জন সনে। যোগ-ভোগে সম-জ্ঞান যার সদা মনে ॥৩॥
 ভানু-কুল-রবি যার স্বস্তর ভূপাল। যার প্রতি ঈর্ষ্যা-পর ইন্দ্র দিকপাল ॥
 যার প্রাণ-নাথ নিজে রঘুনাথ হ'ন। যিনি সব মহত্তের মহত্ব-কারণ ॥৪॥

দোহা— পতি-দেব যিনি নারী-শিরোমণি কুশ-শয্যা ছেরি' এ' হেন সীতার ॥
 কিছুতে হিয়া না বিদরে হে হর! পাষণ হইতে দৃঢ়তা ইহার ॥১৯৯॥

সান্ন্যাসার্থ—সুন্দর কুশ-শয্যা দেখিয়া ভরত তাঁহার উদ্দেশে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম
 করিলেন এবং চরণ-চিহ্নের ধূলি চক্ষুতে লাগাইলেন। সীতার বজ্রচ্যুত স্বর্ণ-রেণু
 ধূলি-মিশ্রিত দেখিয়া উহাকে সীতার সমান মান দিয়া তাহা মন্তকে ধারণ করিলেন;
 তাঁহার মনে ব্যথা ও চক্ষুতে জল দেখা দিল। সেই স্বর্ণ-বিন্দু যেন শ্রীহীন মনে
 হইল। সীতার কথা মনে পড়িতে সীতার পিতার কথা মনে আসিল। যিনি
 লগতের ভোগ ও যোগ স্ব-করতলগত করিয়াছেন সেই জনক সীতার পিতা।
 ইন্দ্রও বাহার ঐর্ষ্যের ঈর্ষ্যা করিতেন সেই দশরথ সীতার স্বস্তর; বাহারাই পৃথিবী তে
 শ্রেষ্ঠ তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বের মূল যে রাম সেই রাম সীতার স্বামী। পতিকে দেবতাজ্ঞান
 করিয়া যে জাগ্রণ পৃথিবী-পূজ্য হন হেন জাগ্রণের শ্রেষ্ঠা সীতার এই কুশ-শয্যা দেখিয়া
 আমার হৃদয় এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না ॥২০০॥

চৌ—লালন জোণ্ড লখন লঘু লোনে। ভে ন ভাই অস অহি' ন হোনে ॥
 পুরজন প্রিয় পিতু মাভু দুলারে। সিয় রঘুবীরহি প্রানপিআরে ॥১॥
 যুগু যুরতি সুকুমার সুভাউ। তাত বাউ তন লাগ ন কাউ ॥
 ভে বন সহি' বিপতি সব ভাঁতী। নিদরে কোটি কুলিস এহি' ছাতী ॥২॥
 রাম জনমি জশু কীমহ উজাগর। রূপ সীল সুখ সব গুন সাগর ॥
 পুরজন পরিজন গুর পিতু মাভা। রাম সুভাউ সবহি সুখদাতা ॥৩॥
 বৈরিউ রাম বড়াই করহী'। বোলনি মিলনি বিনয় মন হরহী' ॥
 সারদ কোটি কোটি সত সেবা। করি ন সকহি' প্রভু গুন গন লেখা ॥৪॥

দোহা— সুখস্বরূপ রঘুবৎসমনি মঙ্গল মোদ নিধান।

তে সোবত কুস ডাসি মহি বিধি গতি অতি বলবান ॥২০০॥

বাংলা অর্থ—লোনে—সুন্দর; লালন—সমাদর; ন হোনে—হইবে না; অহি ন
 —হয় না; ভে ন—ছিল না; তাত—উত্তপ্ত; বাউ—বাঘ। নিদরে—অনাদর করিতেছে,
 ছাতী—হৃদয়; কীমহ উজাগর—উজ্জল করিল; বৈরিউ—শত্রু; বোলনি—কথাবার্তা
 মিলনি—মিলন-রীতি; লেখা—বর্ণনা; নিধান—ভাণ্ডার; সোবত—নিদ্রা যান; ডাসি
 —বিছাইয়া; মহি—মাটিতে; (দোঃ—২০০ পঃ)

চৌ—সমানর-যোগ্য ভ্রাতা ছোট যে লক্ষণ। না ছিল, না হবে, নাহি অনুজ এমন ॥
 পুর-জন প্রিয়, প্রিয় পিতা ও মাতার। সীতা ও রামের সেই প্রাণের পিয়ার ॥১॥
 স্বভাব আকৃতি তা'র যুগ্ম স্নকুমার। উষ্ণ-বায়ু কভু দেহে না সহে তাহার ॥
 বনের বিপত্তি যত সব সে সহিছে। কোটি-বজ্র-হিয়া মম নাহি বিদরিতে ॥২॥
 জন্মি' বিশ্ব উদ্ভাসিত করিলেন রাম। রূপ-শীল-সুখ-গুণ-অপ্রমেয়-ধাম ॥
 পরিজন, গুরু, পিতা, মাতা পুর-জন। রাম-কথা সবাকার স্নত্বের কারণ ॥৩॥
 বৈরীও রামের নামে অহঙ্কার করে। বিনয়, আচার, ভাষা জন-চন্দ্র হরে ॥
 শতকোটি সরস্বতী, শেষ মাগ তা'র। ক্ষমতা না ধরে, কত গুণ বর্ণিবার ? ৪॥

দোহা— স্নত্বের সাগর রঘুবংশ-মণি মঙ্গল ও স্নত্বের নিদান।

ধরাতে শয়ন কুশ-শয্যা'পরে বিধি-লিপি অতি বলবান ॥২০০॥

সান্নিধ্য—বাহার মত ভাই হয় নাই বা হইবে না তিনি স্নকুমার লক্ষণ। যে সব নগরবাণীও রাম-নীতার প্রিয় তাহাদেরও কষ্টের অবধি নাই, এ সব দেখিয়াও আমার ক্ষম বিদীর্ণ হইতেছে না, ইহা যে কোটি বজ্র অপেক্ষা কঠোর তাহা বুঝা যায়। রামের জন্মে জগৎ উজ্জ্বল হইয়াছে। রামের স্বভাবে শত্রু-মিত্র সকলেই সমান হৃদয় হইয়াছে। রামের গুণ, শীল ও বিনয় বর্ণনার অতীত। কোটি সরস্বতী ও শেষ মাগ তাহার ব্যাখ্যান করিয়া শেষ করিতে পারে না, হেন রঘু-কুণ্ড-ভূষণ কিনা কুশ-শয্যা শায়িত হইতেছেন। বিধাতার গতি অতি বিচিত্র ও বলবতী ॥২০০॥

চৌ—রাম স্ননা দুখ কান ন কাউ। জীবনতরু জিমি জোগবই রাউ ॥

পলক নয়ন কনি মনি জেহি ভাঁতী। জোগবহি' জননি সকল দিন রাতী ॥১॥

তে অব কিরত বিপিন পদচারী। কন্দ মূল ফল ফুল অহারী ॥

ধিগ কৈকেই অমঙ্গল মূল। ভইসি প্রান প্রিয়তম প্রতিকূল ॥২॥

মৈ' ধিগ ধিগ অঘ উদধি অভাগী। সবু উতপাতু ভয়উ জেহি লাগী ॥

কুল কলঙ্ক করি স্নজেউ বিধাতী। সাই' দোহ মোহি কীন্হ কুমার্তী ॥৩॥

সুনি সপ্রেম সমুঝাব নিষাদু। নাথ করিঅ কত বাদি বিষাদু ॥

রাম তুমহি প্রিয় তুমহ প্রিয় রামহি। যহ নিরজোস্স দোস্স বিধি বামহি ॥৪॥

ছঃ— বিধি বাম কী করনৌ কঠিন জেহি' মাতু কীন্হী বাবরী।

তেহি রাতি পুনি পুনি করহি' প্রভু সাদর সরহনা রাবরী।

তুলসী ন তুমহ সো রাম প্রীতমু কহতু হো' সো' হৈ কিএ'।

পরিণাম মঙ্গল জানি অপনে আনিমে ধীরজু হিএ' ॥

সোঃ— অন্তরজামী রামু সকুচ সপ্রেম রূপায়তন।

চলিঅ করিঅ বিজ্রামু যহ বিচারি দৃঢ় আনি মন ॥২০১॥

বাংলা অর্থ—কাউ—কভু; জোগবই (পুং), জোগবহি (স্ত্রী)—চালাইয়াছেন; ভইসি—হইল; অভাগী—ভাগ্যহীন; সাই' দোহ—আমীক্রোধী; কত—কেন;

বাধি—বৃথা ॥ নিরজোন্ম—(নিখ্যাগ) নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত; করনী—বার্য; বাহরী—
উদ্গাদিনী; সরহনা—প্রশংসা; রাবরী—আপনা সম্বন্ধীয়; সো—সদৃশ; সোহেঁ কিএঁ
—আমি শপথ করিতেছি; হিএঁ—হৃদয়ে; (দোঃ—২০১ পঃ)

চৌ—শোনেমনি কভু রাম দুঃখ-বাণী কাণে। জীবন-তরুর মত রাজার লালনে ॥

পলক নয়নে, মণি ফণীতে যেমন। মাতৃগণ রেখেছিলা রামেরে তেমন ॥১॥

পায়ে হাঁটি' সেই রাম ফিরিছেন বনে। কন্দ-মূল-ফল-শুধু আহার-গ্রহণে ॥

কৈকেয়ী তোমায় ধিক্! অমঙ্গল-মূল। প্রাণ-প্রিয়তমে মম হ'লে প্রতিকূল ॥২॥

পাপের সমুদ্র আমি, মোরে শত ধিক্! যা'র লাগি' এত দুঃখ ঘটিল অধিক ॥
কুলের কলঙ্ক বিধি আমারে করিল। কুমাতা আমাদে প্রভু-জ্যোহী করি' দিলা ॥৩॥

শুনিয়া সপ্রেমে তা'রে বুঝান নিষাদ। হে নাথ! করিছ কেন বৃথা এ বিষাদ?

তুমি রাম-প্রিয় হও, তব প্রিয় রাম। নিশ্চয় এ' দোষ ঘটে, হেথা বিধি বাম ॥৪॥

ছঃ— বিধি বাম হ'লে কাজ স্মকঠিন, যাহাতে মাতারে পাগল করিল।

সেই রাতে প্রভু পুনঃ পুনঃ তোমা অতি সমাদরে ভুরি প্রশংসিল।

তোমার সদৃশ নাহি রাম-প্রেম,—তুলসী কহিছে শপথ করিয়া।

ধৈর্য্য ধর তুমি আপন হৃদয়ে পরিণামে শুভ হইবে জানিয়া ॥

সোঃ— র'ন সসংকোচে অন্তর্যামী রাম প্রেমও করুণা-আয়তন।

চল এবে তুমি, করিবে বিশ্রাম এ বিচারে দৃঢ় করি' মন ॥২০১॥

সান্নিধ্য—দুঃখের বাস্তা রাম কখন জানেন না। রাজা তাঁহাকে অতি যতনে
রক্ষা করিতেন। সাপ যেমন মণিকে রক্ষা করে, মায়েরা তেমনি রামকে রক্ষা
করিতেন, সেই রাম পদত্রেজে বনে বনে ফিরিতেছেন ও ফলমূল্যাহারী হইয়া আছেন।
সকল অমঙ্গলের কারণ কৈকেয়ীকে ধিক্! পাপ-সমুদ্র আমাকে ধিক্। আমি
হইতেই যত অনর্থের উৎপত্তি। বিধাতা আমাকে কুলের কলঙ্ক করিয়া সৃষ্টি
করিয়াছেন। কুমাতা আমাকে প্রভুজ্যোহী করিয়াছেন। তাহার কথাতে নিষাদ
তাঁহাকে বহু প্রকারে সাবনা দিলেন ও বুঝাইলেন। ইহাতে কাহারও দোষ নাই,
দোষ বিধাতার, বিধাতৃ-বিধান এইভাবে নিরূপিত। সে রাতে প্রভু আপনার
ভূমসী প্রশংসা করিয়াছেন। পরিণামের মঙ্গল চিন্তায় হৃদয়ে ধৈর্য্য ধরুন। রাম
অন্তর্যামী, প্রেমময় ও রূপাময়। চলুন বিশ্রাম করিবেন ॥২০১॥

চৌ—সখা বচন শ্রুতি উর ধরি ধীর। বাস চলে শ্রমিরত রঘুবীর ॥

মহ স্তম্ভি পাই নগর নর নারী। চলে বিলোকন আরত ভারী ॥১॥

পরদখিনা করি করহি' প্রণাম। দেহি' কৈকইহি খোরি নিকাম ॥

ভরি ভরি বারি বিলোচন লেহি' ॥ বাম বিধাতহি দুষন দেহী' ॥২॥

এক সরাহি' ভরত সনেছু। কোউ কহ নৃপতি নিবাহেউ নেছু ॥

নিন্দহি' আপু সরাহি নিষাদহি। কো কহি সকই বিমোহ বিষাদহি ॥৩॥

এহি বিধি রাতি লোণ্ড সব জাগা। ভা ভিনুসার গুদারা লাগা ॥
 গুরহি সুনাব চটাই সুনাই। নই মাৰ সব মাভু চটাই ॥৪॥
 দণ্ড চারি মই ভা সব পারা। উত্তরি ভরত ভব সবহি সঁভারা ॥৫॥
 দোহা— প্রাতঃক্রিয়া করি মাভু পদ বন্দি গুরহি সিরু মাই।
 আগর্গে কিয়ে নিষাদ গন দীনহেউ কটকু চলাই ॥২০২॥

বাংলা অর্থ—ধীর।—ঐধ্য; বাস—বাসভবন; আরত—আর্ত (ব্যাকুল); পরদখিনা—প্রদক্ষিণ; নিকামা—মিছামিছি; থোরি—দোষ; নিবাহেউ—নির্কাহ করিয়াছেন; বিমোহ বিষাদহি—বিমোহ-জনিত হুঃখকে; ভিনুসার—প্রাতঃকাল; গুদারা—দেয়া-পারাপার; কটক—শৈশবদল; (দোঃ ২০২ পঃ)

চৌ—সবার বচন শুনি' মনে ঐধ্য ধরি'। শিবিরে চলিলা দৌহা রঘুবীরে স্মরি'।
 এ বারতা শুনে যবে পুর-নারী-নর। বিলোকিতে চলে সবে হ'য়ে হুঃখ-পর ॥১॥
 প্রদক্ষিণ করি' তার। ভরতে নমিল। তার সাথে কৈকেয়ীরে বহু দোষ দিল ॥
 অবিরাম আঁখি সব বারিতে ভরিল। বিধি বাম কহি' তারা' বিধিরে দুষিল ॥২॥
 কেহ করে প্রশংসন ভরত-পিরীতি। কেহ কহে নৃপে পূর্ণ পিরীতির রীতি ॥
 আপনা নিন্দিয়া কেহ গুহে প্রশংসয়ে। সে বিষাদ সেই মোহ কে বল বর্ণয়ে ? ৩।
 হেন মতে সর্বজন যামিনী জাগিল। প্রতুষেতে খেয়া পার আরন্ত হইল ॥
 গুরুরে স্মর না'য়ে হইল চড়ান। নুতন নৌকাতে মাতৃগণেরে উঠান ॥৪॥
 দণ্ড চারি মাঝে তাঁ'রা পারে উত্তরিল। ভরত উত্তরি' সবে সামলায়ে নিলা ॥
 দোহা— প্রাতঃক্রিয়া সারি' বন্দি' মাতৃগণে গুরু-পদে মস্তক নমিয়া।
 নিষাদ-গণেরে রাখি' পুরোভাগে সৈন্তগণে দিলা চালাইয়া ॥২০২॥

সান্ন্যাস—নিষাদের কথা শুনিয়, রঘুবীরের নাম স্মরণ করিয়া ভরত বাসস্থানে চালালেন। নগরের নরনারী হুঃখিত মনে জলভরা চোখে কৈকেয়ীর দোষ দিল ও বিধিলিপিতে দোষ দেখিল, কেহ বা ভরতের প্রশংসা করিল, কেহ নিষাদের জীবনকে ধন্য মানিল। এই ভাবে রাত্রি কাটিল। প্রাতে ভরত গুরুকে ভাল নোকায় চড়াইয়া নদীপার করিলেন এবং অত্যাশ্রয় নিজে পারে গেলেন। প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে নিষাদ-গণকে সম্মুখে দিয়া সৈন্তদল রওনা হইল ॥২০২॥

চৌ—কিয়উ নিষাদনাথ অণ্ডআজি। মাভু পালকী' সকল চলাই ॥১॥
 সাথ বোলাই ভাই লঘু দীনহা। বিপ্রনহ সহিত গবনু গুর কীন্হা ॥১॥
 আপু সুরসরিহি কীন্হ প্রনামু। স্মিরে লখন সহিত সিয় রামু ॥
 গবনে ভরত পয়াদেহি' পাএ। কোতল সজ জাহি' ডোরিআএ ॥২॥
 কহহি' সুরসবক বারহি' বার। হোইঅ নাথ অস্ব অসবারা ॥
 রামু পয়াদেহি পায়' সিধাএ। হম কই রথ গজ বাজি বনাএ ॥৩॥

সির ভর জাউ উচিত অস ঝোঁরা। সব তেঁ সেবক ধরমু কঠোঁরা ॥

দেখি ভরত গতি সুনি যুছু বানী। সব সেবক গন গরহিঁ গলানী ॥৪॥

দোহা— ভরত ভীসরে পহর কই কীন্হ প্রবেসু প্রয়াগ !

কহত রাম সিয় রাম সিয় উমগি উমগি অনুরাগ ॥২০৩॥

বাংলা অর্থ—আগু আজি—অগ্রগামী ; ভাই লঘু—ছোট ভাই (শত্রু) ; সুনিয়ে—স্মরণ করিলেন ; পয়া দেহি পায়ৈ—পায়ে হাঁটিতে হাঁটিতে ; কোতল—নিজস্ব ঘোড়া, ভোরি আএ—লাগাম বদ্ধ অবস্থায় ; অসবারা—অখারোহী ; সিরভর—মস্তকে ভর কবিতা ; গরহি—গলিয়া গেল ; উমগি—উত্থলিত ; (দোঃ—২০৩ পঃ)

চৌ—করিলেন নিষাদের নাথে আগুয়ান। তার পিছু মায়েদের শিবিকা চালান ॥

ভাঁর সাথে যেতে দেন ভাই শত্রুঘন। বিপ্রগণ সহ গুরু করেন গমন ॥১॥

গজারে ভরত নিজে করেন প্রণাম। লক্ষ্মণে স্মরণ করি' সহ সীতারাম ॥

ভরত চলেন নিজে পায়ৈতে হাঁটিয়া। লাগামে বদন-বদ্ধ অশ্ব সঙ্গে নিয়া ॥২

সেবক ভরতেরে কহে বার বার। ওহে নাথ ! অশ্বোপরি হউন সওয়ার ॥

ক'ন,—রাম চলি' যান পায়ৈতে হাঁটিয়া। গজ-বাজি-রথ মম কারণে রাখিয়া ॥৩॥

শিরে হাঁটি' যাই মম আছিল শোভন। সেবকের ধর্ম জানো অতীব গহন ॥

ভরত-গমন তথা যুতুল বচন। সকল সেবকে করে বেদনা-মগন ॥৪॥

দোহা— তৃতীয় প্রহর দিবস যখন প্রবেশিলা ভরত প্রয়াগ।

কহি' “সীতারাম” “সীতারাম” পুন উত্থলিল তাঁ'র অনুরাগ ॥২০৩

সান্নিধ্য—মাতৃগণের পালকীর আগে আগে গৃহক ও তৎসহ শত্রুঘ, ব্রাহ্মণগণ সহ গুরু এবং নিজে পদব্রজে ভরত চলিলেন। তাঁর সঙ্গে লাগাম-বাঁধা অশ্ব চলিল। সেবকেরা তাঁহাকে অখারোহী হইতে বলিলে তিনি বলিলেন,—সীতারাম পদব্রজে গিয়াছেন, আমার জন্য সুসজ্জিত রথ, হস্তী অশ্ব আছে। আমার উচিত ছিল পায়ৈ না হাঁটিয়া মাথা নীচের দিকে দিয়া পথ অতিক্রম করা। সেবকের ধর্ম বড় কঠিন। সকলে তাঁহার কথাতে যুগ্ম হইল। তৃতীয় প্রহরে রাম প্রয়াগে প্রবেশ করিলেন ॥২০৩॥

চৌ—ঝলকা ঝলকত পায়ন্হ কৈসেঁ। পঙ্কজ কোঁস ওঁস কন জৈসেঁ ॥

ভরত পয়াদেহিঁ আএ আজু। ভয়উ দুখিত সুনি সকল সমাজু ॥১॥

খবরি লীনহ সব লোগ নহাএ। কীন্হ প্রনামু ত্রিবেনিহিঁ আএ ॥

সবিধি সিতাসিত নীর নহানে। দিএ দান মহিসুর সনমানে ॥২॥

দেখত স্রামল ধবল হলোরে। পুলকি সরীর ভরত কর জোরে ॥

সকল কাম প্রদ ভীরথরাউ। বেদ বিদিত জগ প্রগট প্রভাউ ॥৩॥

মাগউ ভীখ ভাগি নিজ ধরমু। আরত কাহ ন করই কুরমু ॥

অস জিয় জানি সজান সূদানী। সফল করহিঁ জগ জাচক বানী ॥৪॥

ভরত রামের গুণ করিয়া শ্রবণ। ভরদ্বাজ-মুনি-পার্শ্বে উপনীত হ'ন ॥
 দণ্ডবৎ নত হ'তে ভরতে হেরিয়া, মূর্তিমান্ ভাগ্য মুনি নিলেন মানিয়া ॥২॥
 উঠাইয়া ল'ন তাঁ'রে নিজ বক্ষ'পরে, কৃতার্থ করেন তাঁ'রে আশীর্বাদ ক'রে ॥
 আসনে ভরত বসি' শির নত ক'রে, প্রবেশ করেন, যেন সংকোচের ঘরে ॥৩॥
 মুনি পুছিবেন কিছু এই চিন্তা মন। শীল ও সঙ্কোচ হেরি' শ্বশি তাঁ'রে ক'ন ॥
 শুন হে ভরত ! জানি সব সমাচার। বিধির বিধানে কিছু নাহি করিবার ॥৪॥
 দোহা— হৃদয়ে বিবাদ না ভুক্তিবে তুমি জননীর কাজ বিচারিয়া ।

ওহে ভাত ! জানো কৈকেয়ী নির্দোষ, বাণী অতি দিল ঘুরাইয়া ॥২০৬
 সান্ন্যাসার্থ—ইহাতে প্রয়াগ-বাণী, বাণপ্রসী, ব্রহ্মচারী, গৃহী ও উদাসীন-গণ স্তম্ভ
 হইয়া ভরতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন। রামের গুণগ্রাম শ্রুতিতে শুনিতে ভরত
 ভরদ্বাজ মুনির নিকট আসিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিতেই মুনি স্তম্ভ হইয়া
 ভরতকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাকে আশীর্বাদ দিয়া আসন দিলেন। ভরতের
 মন সঙ্কোচে ভরিল,—পাছে মুনি কিছু জিজ্ঞাসা করেন। মুনি পূর্বেই বলিলেন,—
 আমি সব সংবাদ জানিয়াছি। বিধাতার কাজের উপর মানুষের কোন হাত নাই।
 কৈকেয়ীর দোষ দিও না। সশ্রমতী তাঁহার বুদ্ধিকে বিকৃত করিয়াছেন ॥২০৬॥

চৌ—মহুঁ কহত ভল কহিহি ন কোউ। লোকু বেদু বুম সন্মত দোউ ॥
 ভাত তুমহার বিমল জন্ম গাঈ। পাইহি লোকউ বেদু বড়াঈ ॥১॥
 লোক বেদ সন্মত সবু কহঈ। জেহি পিতু দেই রাজু সো লহঈ ॥
 রাউ সভ্যত্রত তুমহহি বোলাঈ। দেত রাজু স্তুখ ধরমু বড়াঈ ॥২॥
 রাম গবমু বন অনরথ মূল। জো স্তনি সকল বিশ্ব ভই স্লা ॥
 সো ভাবী বস রানি অযানী। করি কুচালি অন্তহুঁ পছিতানী ॥৩॥
 তইউঁ তুমহার অলপ অপরাধু। কইহে সো অধম অযান অসাধু ॥
 করতেছ রাজু ত তুমহহি ন দোষু। রামহি হোত স্তনত সন্তোষু ॥৪॥
 দোহা— অব অতি কীর্নহেছ ভরত ভল তুমহহি উচিত মত এছ ।

সকল স্তম্ভল মূল জগ রঘুবর চরন সনেছ ॥২০৭॥
 বাংলা অর্থ—মহুঁ—ইহাও ; বড়াঈ—ব্যাধা ; স্লা—পিড়া ; অযানী—অজানী,
 কুচালি—কপটতা ; পছিতানী—পছতাইয়াছে ; (দোহা—২০৭ পঃ)

চৌ—বর্গি' ইহা ভবু কেহ ভাল না করিবে ' লোক-মতে বেদাচারে বুধে মান দিবে।
 ভাত ! তব শুভ যশ গাছি' সর্বজননে। লোক-বেদ-অনুমত কহিবে যতনে ॥১॥
 লোক-বেদ-অনুমত ইহা সবে কয়। যা'রে পিতা রাজ্য দেন সেই রাজ্য লয় ॥
 তোমাকে দিভেন রাজ্য যদি সভ্যত্রত। হইত ধর্মের বুদ্ধি, তা'তে স্তুখ হ'ত ॥২॥
 রাম-বনবাস যত অনর্থের মূল। যাহা স্তনি' সর্ব বিশ্ব হ'য়েছে আকুল ॥
 ভবিষ্য-বশে তাহা রাণী ঘটাইল। কুকাঙ্গ সাধিয়া শেষে সস্তাপ ভুক্তিলা ॥৩॥

ইথে যদি কোন লোক তোমা' দোষ দেয়। অসামু অজ্ঞান নীচ তবে বলি তাঁ'র ॥

তুমি রাজ্য লইলে ত নাহি ছিল দোষ। শুনিলে রামের হ'ত পরম সম্ভাব ॥৪॥

দোহা— এবে করিয়াছ ভরত ! উত্তম এই কাজ উচিত তোমার ॥

সর্ব শুভ-মূল ধরাধামে জানো রাম-পদে গিরীতি অপার ॥২০৭॥

সান্ন্যাসার্থ—তুমি যে অত্যন্ত দুঃখ বোধ করিতেছ ইহা ভাল নয়। কারণ লোকাচার ও বেদবিধি দুইটিকে পণ্ডিতগণ মৰ্যাদা দেন। সকলে তোমার বিমল বশ গাহিবে। পিতা বাহাকে রাজ্য দেন, রাজ্য তাঁহারই প্রাপ্য। রাজা তোমাকে ডাকিয়া রাজ্য দিলে কোন দোষ হইত না। রামের বন-গমমই সকল অনর্থের মূল। ইহাতে লোকে ব্যথিত হইয়াছে। বাহা ইউক্, তাহাতে তোমার অপরাধ নাই। তুমি রাজ্য পালন করিলে রামও সুখী হইতেন। বাহা ইউক্, তুমি ভাঙ্গাই করিয়াছ। রামের প্রতি ভক্তি প্রশর্শন জগতে সকল শুভের কারণ ॥২০৭॥

চো—সো তুমহার ধনু জীবন প্রান। ভুরিভাগ কো তুমহহি সমান ॥

যহ তুমহার আচরজু ন তাত। দসরথ স্নান রাম প্রিয় ভ্রাতা ॥১॥

স্নানহু ভরত রঘুবর মন মাহী। প্রেম পাত্র তুমহ সম কোউ নাহী ॥

লখন রাম সীতহি অতি প্রীতী। নিসি সব তুমহহি সরাহত বীতী ॥২॥

জানা মরমু নহাত প্রয়াগ। মগন হোহি তুমহরে' অনুরাগ ॥

তুমহ পর অস সনেছ রঘুবর কেঁ। সুখ জীবন জগ জস জড় মর কেঁ ॥৩॥

যহ ন অধিক রঘুবীর বড়াই। প্রনত কুটুম্ব পাল রঘুরাই ॥

তুমহ তো ভরত মোর মত এহু। ধরে' দেহ জন্ম রাম সনেহু ॥৪॥

দোহা— তুমহ কই ভরত কলঙ্ক যহ হম সব কই উপদেশু।

রাম ভগতি রস সিদ্ধি হিত ভা যহ সমউ গনেন্সু ॥২০৮॥

বাংলা অর্থ—ভুরি ভাগ—বহু ভাগ্যধর; স্নান—স্নান, পূজ; প্রেম—প্রেম; বীতী—চলিয়া গেল; নহাত—নানে; অস—অস—এমন—যেমন; প্রনত—শরণাগত; তুমহ কই—তোমার তরে; গনেন্সু—(গণপতি) অতি শুভ-সুচক চিহ্ন; (দোহা—২০৮ পং)

চো—রামে জানো তব ধন, জীবন, পরাণ। বহু ভাগ্যধর কেবা তোমার সমান?

হে ভাত! তোমার কাছে আশ্চর্য্য এ' নয়! রাম-ভ্রাতা তুমি দশরথের তনয় ॥১॥

শুন হে ভরত! রাম-মানস-মাকারে। তোমা' সম প্রেম অন্ত কেহ না বিস্তারে ॥

লক্ষ্মণ ও সীতা-রাম অতি প্রীতি-ভরে। যাপিতেন রাতি তব গুণ গান ক'রে ॥২॥

প্রয়াগে স্নানের কালে জানিছু মরম। রামের তোমাতে প্রীতি আছয়ে পরম ॥

প্রীরাম ধরেন হেন স্নেহ তোমা'পরে। জগতে পার্থিব স্নেহে যথা অজ্ঞ নরে ॥৩॥

রঘুবীরে এই গুণ বেশী নাহি গনি। কুটুম্ব-শরণাগত-পালক যে তিনি ॥

এই মত জেনো ধরি আমি তোমা'পর। রাম-প্রেম ধরিয়াছে যেন কলেবর ॥৪॥

দোহা— আশঙ্কাতোমার কলঙ্ক ইহাতে কিন্তু শিক্ষা হবে সনাকার।

অবসর এবে রাম-ভক্তি-রস-পুত শুভ সিদ্ধি লভিবার। ২০৮॥

সান্নিধ্য—রামচন্দ্রে তোমার ধন ও প্রাণ। তোমার ছায় ভাগ্যবান উৎসে
নাই। রামচন্দ্রে তোমাকেও অত্যন্ত স্নেহ করেন। তোমার প্রশংসা বরিয়াই তাঁরা।
এখানে রাজি বাপন করিয়াছেন। গীতারাম তোমার ভক্তিতে মুগ্ধ। তোমার প্রাণ
ও হৃদয়ের সবিশেষ স্নেহ। ভক্তজনের প্রতি রামের এই অমুরাগ বিচিত্র বিছুর।
ইহা ঠিক, তুমি মুক্তিমান রাম-ভক্তি। এ ব্যাপারে তোমার জীবনের কলঙ্ক
সরিচ্ছে। কিন্তু তোমার এই আদর্শ রাম-ভক্তির নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা বরিল। ২০৮॥

চৌ—নব বিধু বিমল তাত জসু তোর। রঘুবর কিঙ্কর কুমুদ চকোর।

উদিত সদা অঁথইহি কবছুঁ না। ঘটিহি ন জগ নন্ত দিন দিন দুনা ॥১॥

কোক তিলোক প্রীতি অতি করিহী। প্রভু প্রতাপ রবি ছরিহি ন হরিহী ॥

নিস দিন সুখদ সদা সব কাছ। এসিহি ন কৈকই করতবুরাছ ॥২॥

পূরন রাম সুপেম পিযুষ। গুর অবমান দোষ নহিঁ দুষা ॥

রাম ভগত অব অমিঅঁ অঘাছুঁ। কীর্নহেছ সুলভ সুমা বসুমাছুঁ ॥৩॥

ভূপ ভগীরথ সুরসরি আনী। সুমিরত সকল সুমঙ্গল খানী ॥

দসরথ গুন গন বরনি ন জাহীঁ। অধিকু কহা জেহি সম জগ নাহীঁ ॥৪॥

দোহা— জাসু সনেহ সকোচ বস রাম প্রগট ভএ আই।

জে হর হিয় নয়ননি কবছুঁ নিরখে নহীঁ অঘাই ॥২০৯॥

বাংলা অর্থ—অঁথইহি না—গত যাইবে না; ঘটিহি—কমিবে; জগ নন্ত—উৎসর্গপী
আকাশে; কোক—চক্রবাক; ন হরিহী—হরণ বরিবে না; অঘাছুঁ—ভৃগু বরিবে;
অধিকু কহা—অধিক কি? সকোচ—সদোচক্রপী সুশীলতা; হিয় নয়ননি—হৃদয়রূপ
চক্রে; নহীঁ অঘাই—ভৃগু হন নাই; (দো—২০৯ পঃ)

চৌ—নব শশী সম যশ তল এবে জানো। কুমুদ-চকোর-সম রাম-ভক্তে মানো ॥

সর্বদা উদয় তাঁর, অন্ত নাহি যাবে। কমিবে না বিখে, নভে ক্রমে বৃদ্ধি পাবে ॥১

ত্রিভুবন কোক-সম তাহে প্রীতি ধরে। রামের প্রতাপ-রবি সে শোভা না হরে ॥

দিবারাত্রি সুখদান সবারে করিবে। কৈকয়ী-কুকর্ষ-রাছ তাহে না প্রাসিবে ॥২॥

রাম-প্রেমাম্বুতে রহে সে শশী *পূরিত। গুর-অপমান-দোষে তাহা না দূষিত ॥

রামভক্ত সে অম্বুতে করে উপভোগ। বিখে সবে লভে যেন তাহার সুযোগ ॥৩॥

* পুরাণে আছে চন্দ্র দক্ষ প্রজাপতির কন্যাকে বিবাহ করেন। একবার চন্দ্র
ত্রিভুবন জয় করিয়া রাজহুম বজ্র করেন। ধন, সম্পদ, যশ বল, পৌরুষ, যৌবন প্রভৃতি
—কিছুর অভাব না থাকায় তাঁহার মনে অহঙ্কার হয়। তিনি ধর্ম জলাঞ্জলি দেন
এবং গুরু-পত্নীর প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করেন। এতদ্বারা চন্দ্র গুরুর প্রতি অপমান-

ভগীরথ করিলেন গঙ্গা আনয়ন। সর্ব্ব শুভ দেয় তাহা করিলে স্মরণ ॥
 দশরথ-গুণাবলী বর্ণনে না যায়। বেশী কি,—জগতে তাঁর তুল্য কে কোথায় ? ৪॥
 দোহা— যাঁর স্নেহবশে সসঙ্কোচে আসি' ভগবান্ একটিত হ'ন।

যিনি হর-হিয়া-নয়নের মণি, নিরখিয়া হর তৃপ্ত ন'ন ॥২০৯॥

সাব্যস্মরণ—তোমার যশে এক নূতন চাঁদের উদয় হইয়াছে আর রাম-ভক্তেরা
 সেখানে যেমন কুমুদ ও চকোর। এ চাঁদ ক্রমে উঠিতে থাকিবে এবং দেশে
 রামভক্তিও বাড়িতে থাকিবে। আর রামের খ্যাতি-রূপ সূর্য্য এই চাঁদের কিরণকে
 মলিন করিবে না। কৈকেয়ীর কুদার্য্য এ হৃদ-কপ চাঁদের রাহু হইয়া গ্রাস করিতে
 পারিবে না। তোমার আদর্শে রাম-ভক্তের নূতন আদর্শের সঞ্চার পাইল। শিবের
 রামভক্তি অপার সন্দেহ নাই। দশরথের অপার দায়-প্রমই রামের দেহ-ধারণের
 কাবণ ॥২০৯॥

চৌ- কীর্তি বিশ্ব তুমহ কোন্হ অনুপ। জই বস রাম পেম মুগরূপ।
 তাত গলানি করছ জিয়' জাঞ'। উরছ দরিজিহি পারিসু পাঞ' ॥১॥
 স্ননহু ভরত হম বাটন কহই'। উদাসীন তাপস বন রহই' ॥
 সব সাধন কর সুফল সুহাব। লখন রাম সিয় দরসনু পাবা ॥২॥
 তেহি ফল কর কনু দরস তুমহার। সহিত পয়াগ সুভাগ হমারা ॥
 ভয়ত ধন্য তুমহ জসু জগু জয়উ। কহি অস পেম মগন মুনি ভয়উ ॥৩॥
 স্ননি মুনি বচন সভাসদ হরষে। সাধু সরাহি স্নমন সুর বরষে ॥
 ধন্য ধন্য মুনি গগন পয়াগ। স্ননি স্ননি ভরতু মগন অনুরাগ ॥৪॥
 দোহা— পুলক গাত হিয়' রামু সিয় সজল সরোরুহ নৈন।
 করি প্রনাগু মুনি মণ্ডলিহি বোলে গদগদ বৈন ॥২১০॥

বাংলা অর্থ— বস—বাস ববে, সুভাগ—সৌভাগ্য; জয়উ—জয় ক'ল; সরোরুহ
 নৈন—পদ্মক্ষেত্র; বৈন—বচন; মুনি—ধনি; পয়াগ—প্রয়াগ; (দো—২১০ পঃ)

চৌ- অনুপম কীর্তি-শশী তোমার রচিত। রাম-প্রেম-মুগার্হে যাহে অবস্থিত ॥
 হে তাত ! বিবাদ বৃথা কেন তুমি ধর ? দারিদ্র্যে কি ভয়, লভি' পরশ পাথর ? ১॥
 শুন হে ভরত ! আমি মিথ্যা নাহি কহি। উদাসী তাপস হ'য়ে বন-বাসে রহি ॥
 সুফল লভি' সাধি' সকল সাধন। রাম-সীতা-লক্ষ্মণেরে করি' দর্শন ॥২॥
 সে ফলের তরে পাই তব দরশন। বড় ভাগ্য মম তাই প্রয়াগে মিলন ॥
 হে ভরত ! ধন্য তব যশে ধরা-হিত। ইহা কহি' প্রেমে মুনি হ'ন নিমজ্জিত ॥৩॥

দোহ-ছষ্ট। এখানে রাম-প্রমায়ুতে সে শশী পূর্ণ থাকিতে গুরু-অপমান-দোষে তাহা
 গুহ্য নহে।

সত্যাসদ মুনি-বাণী শুনি' হরষিলা । 'সামু-সামু' কহি শূরে পুষ্প বরষিলা ॥
 ধন্য ধন্য ধ্বনি ভরে প্রয়াগ-গগন । শুনি অনুরাগে হ'ন ভরত মগন ॥৬॥
 দোহা— তনুতে পুলক-হৃদে সীতা-রাম বারি-ভরা কমল নয়ন ।

মুনি-গণে নতি করিয়া ভরত গদগদ কহেন বচন ॥২১০॥

স্বাক্ষর—হে ভরত ! তুমি যে বশ অর্জন করিলে, তাহার তুলনা নাই ।
 আমি বনবাসী তপস্বী, মিথ্যা বলি না । বহু সাধনায় রাম-সীতা দর্শন হয় । সেই
 দর্শন আরো সার্থক হয় তোমার দ্বায় রাম-ভক্তকে দর্শন করিলে । মুনির কথায়
 সকলে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিল । ভরতও রাম-অনুরাগে মগ্ন হইলেন, ভরত জল-ভরা
 চোখে বলিলেন— ২১০॥

চো—মুনি সমাজু অরু তীরথরাজু । সাঁচিছ' সপথ অঘাই অকাজু ॥

এহি থল জো' কিছু কহিঅ বনাজি । এহি সম অধিক ন অঘ অঘাজি ॥১॥

তুমহ সব'গ্য কহউ' সতিভাউ । উর অন্তরজামী রঘুরাউ ॥

মোহি ন মাতু করতব কর সোচু । নহি' তুখু জিয়' জণ্ড জানিহি পোচু ॥২॥

নাহিন ডরু বিগরিহি পরলোকু । পিত্ত মরন কর মোহি ন সোকু ॥

সুকৃত সুজস ফরি ভুঅন স্তহাএ । লছিম রাম সরিস স্তত পাএ ॥৩॥

রাম বিরহঁ তজি তনু ছনভংগু । ভূপ সোচ কর কবন প্রসংগু ॥

রাম লখন সিয় বিমু পগ পনহী' । করি মুনি বেষ ফিরিহি' বন বচহী' ॥৪॥

দোহা— অজিন বসন ফল অসন মহি সয়ন ডাসি কুস পাত ।

বসি তরু তর নিত সহত হিম আতপ বরষা বাত ॥২১১॥

বাংলা অর্থ—অঘাই অকাজু—অকাণ্ডের চরম সীমাতে পৌঁছায় ; অঘমাই—
 নীচতা ; সতিভাউ—সত্যবে ; এহি সম—ইহার সমান ; করতব কর—কর্তব্যের ;
 পোচু—নীচ ; বিগরিহি—বিগড়াইয়া যাইবে ; বিমু পন পনহী—পদত্যাগ বিনা, জুতা
 পায়ে না দিয়া ; ডাসি—বিছাইয়া ; সহত—সহিতা ; (দো—২১১ পা)

চো—মুনির সমাজ ভরা এই তীর্থ-রাজ । সত্য শপথও হেথা প্রকটে অকাজ ॥

হেথা যদি বানাইয়া কিছু কহা যায় । তার বেশী পাপ আর নীচতা কোথায় ? ১॥

তুমি ত সর্বজ্ঞ জানি, কহি সত্যপর । রঘুরাজ জানিছেন আমার অন্তর ॥

মাতার কুকর্মে-তরে গম শোক নাই । বিশ্ব নীচ মানে যদি তুংখ নাহি পাই ॥২॥

পরলোকে হানি—নাহি ভয় দেয় মোরে । পিতার মরণে শোকে মন নাহি ভরে ॥

পিতৃ-পুণ্ড-চারু-বশ ভুবনে বিস্তার । লক্ষ্মণ ও রাম-সম তনয় বাঁহার ॥৩॥

রামশোকে ভাজিলেন ক্ষণস্থায়ী কায়, হেন ভূপ-তরে শোক-প্রসঙ্গ কোথায় ?

জানকী-লক্ষ্মণ-রাম পাছুকা ভাজিয়া । মুনি-বেশ ধরি' বনে চলেন হাঁটিয়া ॥৪॥

দোহা— অজিন বসন ফলাহার করি' কুশ-শয্যা করি' আন্তরগ ।

বসি' তরুতলে নিত্য সহিছেন হিমাওপ-বর্ষণ, পবন ॥২১১॥

সান্নাধ্য—এক মুনির সমাজ তাহাতে তীর্থস্থান। কোন মিথ্যার স্থান ইহা নয়। আপনি সর্বজ্ঞ, রাম অন্তর্যামী। আপনার কাছে সত্য বলি, লোকে আমার নিন্দা করিলে আমার কোন দুঃখ নাই। পরলোকের চিন্তাও আমার নাই, বশবী পিতার মৃত্যুতেও শোক নাই। যিনি রাম-লক্ষণের মত পুত্র পাইয়াছেন, তিনি মৃত্যু। কিন্তু রাম-সীতা বিনা পাছুকায় বনে বনে ঘুরিতেছেন, কুশ-শযায় শয়ন করিতেছেন ও যৌদ্ধ বাতাল-বর্ষা সহ করিতেছেন ইহাতেই আমার যত দুঃখ ॥২১৥

চৌ—এহি দুখ দাই দহই দিন ছাতী। ভুখ ন বাসর নীদ ন রাতী ॥
 এহি কুরোগ কর ঔষধু নাই। সোধেউঁ সকল বিশ্ব মন মাহী ॥১॥
 মাতু কুমত বড়ি অব মূলা। তেহিঁ হমার হিত কীমহ বঁসূলা ॥
 কলি কুকাঠি কর কীমহ কুজলু। গাড়ি অবধি পটি কঠিন কুমলু ॥২॥
 মোহি লগি যহ কুঠাট তেহিঁ ঠাটা। ঘালেসি সব জগু বারহবাটা ॥
 মিটই কুজোণ্ড রাম ফিরি আএঁ। বসই অবধ নহিঁ আন উপাএঁ ॥৩॥
 ভরত বচন শুনি মূনি সুখ পাঞি। সবহিঁ কীমহ বহু ভাঁতি বড়াঞি ॥
 তাত করহু জনি সোচু বিসেবী। সব দুখ মিটিহি রাম পগ দেখী ॥৪॥

দোহা— করি প্রবোধ মুনির কহেউ অতিথি প্রেমপ্রিয় হোছ।
 কন্দ মূল ফল ফুল হম দেহিঁ লেছ করি ছোছ ॥১২॥

বাংলা অর্থ—ছাতী—হৃদয়; সোধেউঁ—খুঁজিয়াছি; ভুখ—ক্ষুধা; নীদ—নিদ্রা;
 কুমত—কুমতি; বঁসূলা—বাইশ (অস্ত্র-বিশেষ); গাড়ি—গাড়িয়াছে; স্থাপিত করিয়াছে;
 অবধি—কাল সীমা (চৌদ্দবর্ষ) কুঠাট্ট—কুৎসিত সজ্জা; ঘালেসি—মষ্ট করিয়াছে;
 বারহ বাটা—ছিন্ন ভিন্ন করিয়া; ছোছ—রূপা; কলি—কলহ; (দোঃ—২১২ পঃ)

চৌ—হৃদয়ে এ' দুঃখ-দাহ দিন-রাত পাই। দিবসে না রহে ক্ষুধা, রাতে ঘুম নাই ॥
 বৃকিন্দ্র এ কু-রোগের ঔষধ তো নাই। সারা বিশ্বে মনোমানে খুঁজিয়া বেড়াই ॥১॥
 পাপমূল সৃষ্টি করে মাতৃ-কুবিচার। মম হিত-তরে তাহা নির্মিল কুঠার ॥
 কলহ-কুকাঠে রচি' কুযন্ত্র ভীষণ। গাড়িল কুমন্ত্রে করি' অবধি রচন ॥২॥
 মম তরে এ কু-সাজ সাজানো তাঁহার। খণ্ডন, বিনাশ তাহে হইল ধরার ॥
 কুমোণ মিটিয়া যাবে রাম-আগমনে। অগুণা অযোধ্যা-বাস করিব কেমনে ? ৩॥
 ভরত-বচন শুনি' মূনি সুখ পান। সকলে মিলিয়া করে তাঁর যশোগান ॥
 সবিশেষ শোক তার'। না চিন্তিবে মনে। দুঃখ মিটে যাবে হেরি' রামের চরণে ॥৪॥
 দোহা— প্রবোধিয়া তাঁরে মুনীশ কহেন,— প্রেমিক অতিথি এবে হও।
 কন্দ-মূল-ফল-ফুল মোরা দেই রূপা করি' তাহা তুমি লও ॥২১২॥

সান্নাধ্য—আমার দিনে ক্ষুধা নাই, সাজে নিদ্রা নাই। বিশ্বভুবনে এ রোগের

+ চতুর্দশ বর্ষকাল বনবাসকে অবধি বা সীমা বলা হইয়াছে। তাহাই এখানে কুমন্ত্র।

ঔষধও নাই। আমার মাতাও ছুঁকি বত পাণের মূল। তাই আমার হিঠের জ্ঞান এক
রাজাদান-রূপী বাইস অস্ত্র তৈয়ার করিয়া তদ্বারা কলং-কুকাঁঠে রাম-বনবাসরূপী কুশ
গড়িয়া কুমন্ত্র পড়িয়া অযোধ্যাতে গাড়িয়া দিয়াছে। মুনি বলিলেন—দুঃখ বড়িও না।
রাম-সীতা দর্শন করিলে সকল দুঃখ নাশ হইবে। এখন ফল মূল কিছু খাও। ভরত
বলিলেন,—রাম না ফিরিলে অযোধ্যায় এই বিপদ হইতে রক্ষার অত্র উপায়
নাই ৷২১৷

চৌ—মুনি মুনি বচন ভরত হিয়' সোচু। ভয়উ কুঅবসর কঠিন স'কোচু ॥

জানি গরুই গুর গিরা বহোরী। চরন বন্দি বোলে কর জোরী ॥১॥

সির ধরি আয়সু করিঅ তুম্‌হার। পরম ধরম যছ নাথ' হম্‌হার ॥

ভরত বচন মুনিবর মন ভাএ। স্ত্রি সেবক সিস নিকট বোলাএ ॥২॥

চাহিঅ কীন্‌হি ভরত পছনাঈ। কন্দ মূল ফল আনছ জাঈ ॥

ভলেহি' নাথ কহি তিনহ সির নাএ। প্রমুদিত নিজ নিজ কাজ সিধাএ ॥৩॥

মুনিহি সোচ পাছন বড় নেবতা। তসি পূজা চাহিঅ জস দেবতা ॥

মুনি রিধি সিধি অনিমাধিক আঈ। আয়সু হোই সো করহি' গোমাঈ ॥ ৪ ॥

দোহা— রাম বিরহ ব্যাকুল ভরতু সান্নুজ সহিত সমাজ।

পছনাঈ করি হরছ শ্রম কহা মুদিত মুনিরাজ ॥২১৩॥

বাংলা অর্থ—গরুই—গুরু; সিস—শিষ্য; কীন্‌হি চাহিঅ—কিহে চাহিতেছি; জাই—যাইয়া; পছনাঈ—আতিথ্য; নেবতা—সংগ্রহ করিয়াছি; তসি—তুমি; জস—যেমন; (দোহা)—২১৩ পঃ)

চৌ—মুনি বাক্য, হিয়া-মনে ভরত চিন্তেন। কাল নহে জানি' তিনি সংশয়ী হ'লেন

আরোপি' গুরু পুন গুরুর বচনে। মুক্ত করে ক'ন-বন্দি' গুরুর চরণে ॥১॥

পালিব মস্তকে ধরি' আঞ্জা আপনার। হে প্রভু! পরম ধর্ম হইত' ত' আমার ॥

মুনিবর-মন তোষে ভরত-বচনে। ডাবিয়া কহেন তব ভৃত্যে, শিষ্যগণে ॥২॥

অতিথি ভরতে সেবা চাহি করিবারে। কন্দ-মূল-ফল কিছু যাও আনিবারে ॥

'প্রভো যথা আঞ্জা'—কহি' গম্বুক নমিল। আনন্দে কর্তব্য স্ব স্ব সাধিতে চলিল ॥৩॥

মুনি চিন্তে,—আমন্ত্রিঅ অতিথি মহান। পূজা তাঁরে দিতে চাই দেবতা-সমান ॥

সিদ্ধি-ঋদ্ধি-অগিমাধি করে আগমন। কহে—কার্য্য করি, প্রভু-আদেশে যেমন ॥৪॥

দোহা— রামের বিরহে সান্নুজ ভরত আকুলিত হেথা সমাজ।

আতিথ্য করিয়া শ্রান্তি দূর কর প্রমুদিত ক'ন মুনি-রাজ ॥

সান্নমস্ত—মুনির কথায় ভরতের মনে কই ও সজ্জাচ হইল; তবুও মুনির আদেশ
পালনে ইচ্ছুক হইলেন। তখন মুনি, শিষ্য ও সেবক-দিগকে ডাকিয়া আতিথ্যের ব্যবস্থা
করিতে বলিলেন। যেমন অতিথি পূজাও তেমন। কাজেই ঋদ্ধি, সিদ্ধি, অগিমাধি আঞ্জা-
চারিবিধ মুনির আদেশ পালন-করিতে প্রস্তুত হইল ৷২১৩॥

চৌ—রিধি সিধি সির গরি মুনিবর বানী । বড়ভাগিনি আপুহি অনুমানী ॥
 কহিহি পরসপরি সিধি সমুদাই । অতুলিত অতিথি রাম লঘু ভাই ॥১॥
 মুনি পদ বন্দি করিঅ সোই আজু । হোই সুখী সব রাজ সমাজু ॥
 অস কহি রচৈউ রুচির গৃহ নানা । জেহি বিলোকি বিলখাহি বিমানা ॥২॥
 ভোগ বিভূতি ভুরি ভরি রাখে । দেখত জিন্হহি অমর অভিলাষে ॥
 দাসী দাস সাজু সব লীনহৈ । জোগবত রহিহি মনহি মনু দীনহৈ ॥৩॥
 সব সমাজু সজি সিধি পল মাহী । জে সুখ সুরপুর সপনেছ নাহী ॥
 প্রথমহি বাস দিএ সব কেহী । সুন্দর সুখদ জথা রুচি জেহী ॥৪॥

দোহা— বহুরি সপরিজন ভরত কহি রিষি অস আয়সু দীনহ ॥

বিধি বিসময় দায়কু বিভব মুনিবর তপবল কীন্হ ॥২১৪॥

বাংলা অর্থ—বড়ভাগিনী—খুব ভাগ্যবতী; বিলখাহি—লজ্জা পায় (তাকাইয়া দেখিলে); বিধি—ব্রহ্মা; জোগবত—সেবা-পরায়ণ; পলমাহী—পলমাতৃকাহ-মধ্যে; মনহি মনু দীনহে—নিজ মনের মধ্যে তাঁহার মন দেখিলেন (মনোমত সেবা করিলেন); বিমানা—অট্টালিকা; (দো—১৪)

চৌ—ঋদ্ধি, সিদ্ধি শিরে গরি মুনিবর-বানী । বহু ভাগ্য নিজেদের সবে লয় মানি ॥
 সিদ্ধিগণ পরস্পর করে আলোচনা । অতিথি ভরত সহ কাহার তুলনা ? ১॥
 মুনি-পদ বন্দি' এবে কর তাহা আজ । যাহে সুখী হবে সব রাজার সমাজ ॥
 হেন কহি' রচি' দিন নানা চারু ঘর । যাহে হেরি' অট্টালিকা যেন লাজপরি ২॥
 ভোগ্য ও সম্পদ ভুরি রাখে সাজাইয়া । দেবতাও লুকাইয় সে সব হেরিয়া ৩॥
 দাস-দাসী-সাজে তাঁরা সকলে সাজিল । ভরতের মনোমত সামগ্রী আনিল ৪॥
 ক্ষণিক সাজায় সিদ্ধি সুখের সম্ভার । অপ্সর ও স্বরগে যাহা নহে মিলিবার ৫॥
 প্রথমত সবাকারে দিল বাস-ঘর । যথা-রুচি মনোহর তথা সুখকর ৬॥

দোহা— পরিজন-সহ ভরতের তরে ঋষি-আজ্ঞা এমনি পালিত ।

তপোবলে হেরি' সে মুনি-নৈভব বিধাতাও হলেন বিস্মিত ॥২১৪॥

সান্নিধ্য—ঋদ্ধি, সিদ্ধি মুনির আদেশ শিরোধার্য করিয়া রামভ্রাতা ভরতের জায় শ্রেষ্ঠ অতিথি গাইয়া ভাগ্যবান্ মনে করিয়া তাঁহার পরিজন-সহ সকলের সেবার তৎপর হইল । সুন্দর ঘর ও ভোগের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া সকলের মনের মত সেবা করিতে তৎপর হইল । এমন দ্রব্য-সম্ভার দেখিয়া হইল বাহাতে বিধাতারও বিস্ময় হয় । মুনি-তপোবলে তাঁহারা তাহা সম্ভব করিতে পারিলেন ২১৪॥

চৌ—মুনি প্রভাউ জব ভরত বিলোকা । সব লঘু লগে লোকপতি লোকা ॥

সুখ সমাজু মহি' জাই বখানী । দেখত বিরতি বিসারহি' গ্যানী ॥১॥

আসন সয়ন সুবসন বিতানা । বন বাড়িকা বিহগ যুগ নানা ॥

সুরভি ফুল ফল অমিঅ সমানা । বিমল জলাসয় বিবিধ বিধানা ॥২॥

অসন পান সূচি অমিঅ অমী সে । দেখি লোগ সকুচাত জমী সে ॥
 সুর সুরভী সুরভরু সবহী কেঁ । লখি অভিলাষু সুরেস সচী কেঁ ॥৩॥
 রিডু বসন্ত বহ ত্রিবিধ বয়্যারী । সব কই সুলভ পদারথ চারী ॥
 অক চন্দন বনিতাদিক ভোগা । দেখি হরষ বিসময় বস লোগা ॥৪॥

দোহা— সম্পতি চকই ভরতু চক মুনি আয়স খেলবার ।

তেহি নিসি আশ্রম পিঞ্জরী রাখে ভা ভিসুসার ॥২১৫॥

বাংলা অর্থ—বিলোকা—দেখিল ; সূখ সমাজু—সুখকর সামগ্রী-সমূহ ; বিসারহি—
 বিস্মৃত হইল ; বাটিকা—বাগিচা ; অমিঅ অমী সে—অমৃত হইতেও অমৃত-তুল্য ;
 সকুচাত—সঙ্কুচিত হইল ; জমী—সংযমী ; সুর সুরভী—দেব-বাহিত কামধেনু ; সচী—
 শচী ; চকই—চখী (চক্রবাকী) ; (দো—২১৫)

চৌ—মুনির প্রভাব তথা ভরত হেরিয়া, লোকপতি-লোক লঘু নিলেন মানিয়া ॥
 সুরের সম্ভার হেন বর্ণনা অতীত, হেরিলে জ্ঞানীও হবে বৈরাগ্য বিস্মৃত ॥১॥
 বিছান বিবিধ বস্ত্র, চাঁদোয়া, আসন, উজান-বাটিকা, পক্ষী তথা মৃগগণ ॥
 সুরভিত ফুল, ফল অমৃত-সমান । সুরিন্দ্রল জলাশয় বিবিধ বিধান ॥২॥
 শুচি খাণ্ড, পেয়—সুধা হ’তে সুধাময়, হেরিয়া সংযত যথা সঙ্কুচিত হয় ॥
 সুরভি ও কল্লভরু রাখে সর্বতরে । ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী হেরি’ লালসাতে ভরে ॥৩॥
 বসন্ত আসিল, বায়ু ত্রিবিধ বহিল । ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সর্বতরে ছিল ।
 মালা-গন্ধ-বনিতাদি ভোগ যত ছিল, হেরি’ লষ্ট সর্বলোক বিস্ময় মানিল ॥৪॥

দোহা— সম্পদ চকোরী ভরত চকোর মুনি-আজ্ঞা বাজিকর ছিল ।

নিশিতে দোঁহারে আশ্রম-পিঞ্জরে রাখি’ উষাকাল উপজিল ॥২১৫

সান্নাভর্ম্ম—মুনির প্রভাব দেখিয়া ভরত বিস্ময় মানিলেন । সুরের আতিশয্যে
 জ্ঞানীরাও বৈরাগ্য ভুলিয়া যায় । আসন, শয্যা, পশু, গন্ধী, বাগ’ন, বাড়ী, অমৃত-
 তুল্য আহাৰ্য্য, পানীয় প্রভৃতি দেখিয়া তাহাদের উপভোগ করিতে সকলে সঙ্কুচিত
 হইল । বাতাস, ঋতু, প্রভৃতি সকলই মনোরম ছিল । মুনির আয়োজন এমন
 ভোগের আবেষ্টনীতে পূর্ণ ছিল যে, ভরত সঙ্কুচিত হইয়াও তাহার মধ্যে থাকিতে
 বাধ্য হইলেন ॥২১৫॥

মাসপারায়ণ একোনবিংশ বিশ্রাম

সমাপি’ উনিশ দিন মাসপারায়ণে । নমিছে এ দীন দাস শ্রীরাম-চরণে ॥

† বাজিকর এক পিঞ্জরে চখা চখীকে রাখিলে রাত্রিতে অবাহিত সংযোগ যেমন
 ঘটে, তেমনি ভরতাজের আদেশে ভোগ্যদ্রব্য সঙ্গে থাকল বটে ভরত মনে মনেও
 তাহা স্পর্শ করিলেন না । ইতিমধ্যে উষাকাল আসিল । (স্বভাবতঃ চখা ও চখী
 রাজে একত্র থাকে না, বাধ্য হইলে থাকে । এখানে ভোগ্যদ্রব্যসহ ভরত বাধ্যতামূলকভাবে
 বাজিকর-রক্ষিত চখাসহ চখীর স্থায় একত্র থাকিতে বাধ্য হইলেন ।)

চৌ—কীম্‌হ নিমজ্জসু তীরথরাজ। নাই মুনিহি সিরু সহিত সমাজ।
 রিসি আয়স্ব অসীস সির রাখী। করি দণ্ডবত বিনয় বহু ভাষী ॥১॥
 পথ গতি কুসল সাথ সব লীম্‌হেঁ। চলে চিত্রকূটহিঁ চিত্তু দীম্‌হেঁ ॥
 রামসখা কর দীম্‌হেঁ লাগু। চলত দেহ ধরি জসু অনুরাগু ॥২॥
 নহিঁ পদ ত্রান সীস নহিঁ ছায়া। পেমু নেমু ব্রতু ধরমু অমায়া ॥
 লখন রাম সিয় পন্থ কহানী। পুঁছত স্খহিঁ কহত যুতু বানী ॥৩॥
 রাম বাস থল বিটপ বিলোকৈঁ। উর অনুরাগ রহত নহিঁ রোকৈঁ ॥
 দেখি দসা সুর বরিসহিঁ ফুলা। তই যুতু মহি মণ্ড মঙ্গল মূলা ॥৪॥
 দোহা— কিএঁ জাহিঁ ছায়া জলদ স্খদ বহই বর বাত।

তস মণ্ড ভয়উ ন রাম কই জস ভা ভরতহিঁ জাত ॥২১৬॥

বাংলা অর্থ—সহিত সমাজ।—পরিজন-সহ; ভাষী—বলিল; কুসল—নিপুণ;
 চিত্তু—চিত্ত, মন; অমায়া—অমায়িক (নিষ্কণ্টক); কহানী—বিবরণ; বিলোকে—
 দেখিয়া; রহত নহি—রহিল না; রোকৈ—রুদ্ধ; মণ্ড—মার্গ; কিয়ৈঁ জাহি—করিয়া
 চলিল; রাম কই—বামের; জাত—গমন করিলে, যাইলে; (দো—২১৬)

চৌ—ভরত সমাজসহ তীর্থরাজ-নীরে। স্নান সারি' মুনিবরে নমি' নভশিরে ॥
 ঋষি-আজ্ঞা-আশীর্বাদ মন্তকে রাখিয়া। বিনয়ে নমিলা সবে বহুধা ভাষিয়া ॥১॥
 পথ-যাত্রা-পটুগণে সবে সাথে নিলা। চিত্রকূটে চলিবারে চিত্ত নিবেশিলা ॥
 রাম-সখা গুহ-স্কন্ধে করি' হস্ত দান। দেহ-ধারী রাম-শ্রেম চলে মূর্ত্তিমান ॥২॥
 পায়ে না পাছুকা ছিল, শিরে নাহি ছায়া। শ্রেম-নীতি, ব্রত, ধর্ম পালি' বিনা মায়া ॥
 রাম-সীতা-লক্ষ্মণের কথা পুছিলেন। পুছিলে নিষাদ সব সত্য কহিলেন ॥৩॥
 মহীরুহ-তল হেরি' রাম-বাসস্থল। হিয়া অনুরাগে ভরে অতীব প্রবল ॥
 দেখি' দশা তাঁর' সুরে বরষিলা ফুল। মহী যুতু হ'ল, মার্গ মঙ্গলের মূল ॥৪॥
 দোহা— মেঘ ছায়া করে, যুতু বায়ু বহে, স্রমধুর স্খ দান করে।

রাম-যাত্রা-পথ না হ'ল ভেগন হ'ল যথা ভরতের তরে ॥২১৬॥

সান্ন্যাসার্থ—মুনিকে প্রণাম করিয়া পরিজন-সহ ভরত প্রয়াগ-সঙ্গমে স্নান করিলেন
 এবং সবিনয়ে কণাবার্তা বলিলেন। পথের সংবাদ রাখে এমন লোক সত্তে লইয়া
 ভীত চিত্রকূটের দিকে চলিলেন। রাম-সখা নিষাদের কাঁধে হাত দিয়া ভরত চলিয়াছেন
 পায়ে জুতা নাই, মাধ্যম ছাতা নাই। ভক্তির নিয়ম ও ব্রত যথার্থীতি আচরণ করিয়া
 চলিবার পথে রাম ও সীতার পথ-যাত্রার কথা নিষাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন।
 নিষাদও তাহা যথাযথ বলিতেছিল। মোটের উপর ভরতের যাত্রাপথ এইভাবে পরম
 সুখদায়ক হইল। রামের যাত্রাকালেও পথ এতাদৃশ সুখদায়ক হয় নাই ॥২১৬॥

চৌ—জড় চেতন মগ জীব ঘনেনরে। জে চিতএ প্রভু জিন্‌হ প্রভু হেরে ॥
 তে সব ভএ পরম পদ জোগু। ভরত দরস মেটা ভব রোগু ॥১॥

যহ বাড়ি বাত ভরত কই নাই। সুমিরত জিনহি রামু মন মাহী ॥
 বারক রাম কহত জগ জেউ। হোঁত তরন তারন নর ভেউ ॥২॥
 ভরতু রাম প্রিয় পুনি লঘু ভ্রাতা। কস ন হোই মগু মঙ্গলদাতা ॥
 সিদ্ধ সাধু মুনিবর অস কহহী। ভরতহি নিরখি হরমু হিম লহহী ॥৩॥
 দেখি প্রভাউ সুরেসহি সোচু। জগু ভল ভলেহি পোচ কহু পোচু ॥
 গুর সন কহেউ করিঅ প্রভু সোঈ। রামহি ভরতহি ভেট ন হোঈ ॥৪॥

দোহা— রামু সঁকোচী প্রেম বস ভরত সপেম পয়োদি।

বনী বাত বেগরন চহতি করিঅ জতনু ছলু সোদি ॥২১৭॥

বাংলা অর্থ—যেনেরে—মিলিত হইলেন; সুমিরত—স্মরণ বরেন; বারক—বারেক,
 একবার; ভলেহি ভল—ভালর পক্ষে ভাল; পোচ কহু পোচু—সন্দের জন্ত মন;
 বেগরন—বিগড়ান; সোদি—সন্ধান করিয়া; সপেম—(প্র২১য় : (১৮—২১৭)

চৌ—জড় ও চেতন জীব পথে যা'রা ছিল। প্রভু দেখে যা'রে, যে'না প্রভুরে হেরিল
 তা'রা সবে অধিকারী হয় মোক্ষ-তরে। ভরতের দরশন ভবদুঃখ হরে ॥১॥
 ইহা নহে বড় কথা ভরতের কাছে। যা'র কথা স্মরিছেন রাম মনোমাবে ॥
 বারেক যে রাম-নাম লইবে ধরায়। নিজে তরে,—সেই জন অপরে তরায় ॥২॥
 ভরত রামের প্রিয় পুনি নিজ ভ্রাতা। পথ কেন না হইবে সর্বশুভ-দাতা ?
 সিদ্ধ সাধু মুনিবর এই কথা ক'ন। ভরতে নিরখি' সবে হরষে মগন ॥৩॥
 ভরত-প্রভাব হেরি' ইঙ্গ্রে চিন্তা ভরে। দৃষ্ট-তরে ধরা মন ভাল সাধু-তরে ॥
 গুরু-সনে ক'ন, প্রভো ! তুমি তা' করিবে। ভরতের সনে রাম যেন না মিলিবে ॥৪॥

দোহা— সঙ্কোচেতে ভরা প্রেম-বশ রাম ভরত যে প্রেম-পারাবার।

ঠিক যাহা আছে পালটাতে চাই সমতনে ধর চল তা'র ॥২১৭॥

চৌ—বচন সুনত সুরগুরু মুস্কানে। সহসনয়ন বিনু লোচন জানে ॥
 মায়াপতি সেবক সন মায়া ॥ করই ত উলটি পরই সুররায়া ॥১॥
 তব কিছু কীন্হ রাম রুখ জানী ॥ অব কুচালি করি হোইহি হানী ॥
 স্নমু সুরেস রঘুনাথ স্নভাউ। নিজ অপরাধ রিসাহি' ন কাউ ॥২॥
 জো অপরাধু ভগত কর করঈ। রাম রোষ পাবক সো জরঈ ॥
 লোকহু' বেদ বিদিত ইতিহাস। যহ মাহিমা জানহি' দুরবাস। ॥৩॥
 ভরত সরিস কো রাম সনেহী। জগু জপ রাম রামু জপ জেহী ॥৪॥

দোহা— মনহু' ন আনিঅ অমরপতি রঘুবর ভগত অকাজু।

অজস্র লোক পরলোক দুখ দিন দিন সোক সমাজু ॥২১৮॥

বাংলা অর্থ—জানে—জানিয়া লইল; উলটি—উল্টা (তার পারবর্তে); নিজ
 অপরাধ—নিজের প্রাণ আচারিত অপরাধে; রিসাহি'—রুই হ'ন; শোক সমাজু—
 শোকের উপাদান; আনিঅ—আনিবে; (দো—২১৮)

চৌ—‘শুনি’ দেবগুরু ক’ন শ্রিতহাস্য ক’রে। সহস্র নয়নে ইন্দ্র কিন্তু নাহি হেরে ॥
 মায়াপতি-সেবকেরে মায়াতে জড়া’তে। চাহে যদি সুররাজ পড়িবে মায়াতে ॥১॥
 আগে যা’ করেছে ইন্দ্র রাম-ইচ্ছা জানি’। দুষ্টামি করিলে এবে হবে বড় হানি ॥
 জানো দেবরাজ! তুমি রামের চরিত। তাঁর প্রতি দোষে নাহি সাধেন অহিত ॥২॥
 দোষ যদি করে কেহ ভরতের পরে। রাম-রোষ-অগ্নি জানো তা’রে দক্ষ করে ॥
 নোকে বেদে জানে সবে এ হেন চরিত। হরির মহিমা আছে দুর্বাসা বিদিত ॥৩॥
 দোহা— মনে না আনিবে ওহে সুরপতি! রঘুবর-ভক্তের অকাজ।

ইহ অপমণ, পরত্র বিবাদ, দুখে তাহে ভরিবে সমাজ ॥২১৮॥

সারস্বত—জড় ও চেতন জীব-যাঁহারা প্রভু রামচন্দ্রকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা মোক্ষের অধিকারী হইয়াছেন, আর যাঁহারা ভরতের দর্শন লাভ করিলেন, তাঁহাদের ভব-দুঃখ দূর হইয়াছে। ভরতের পক্ষে ইচ্ছা বড় কথা নয়, কাবণ রাম-নাম হইলে নিজে উদ্ধার পায় ও অপরকে উদ্ধার করে। ভরতের এই ভক্তিভাবের আশ্চর্যকতা দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের চিন্তা হইল পাছে রামের পন্থাগমন উদ্দেশ্য বার্থ হয় এবং ইন্দ্রের কার্য্যও বার্থ হয়। নিজে ভাল হইলে জগৎকে ভাল দেখা যায়, নিজে মন্দ হইলে জগৎ মন্দ হয়। তখন ইন্দ্র ব্রহ্মপতিকে অনুরোধ জানাইলেন এক উপায় বিধান করুন যাহাতে রামের সহিত ভরতের সাক্ষাৎ একেবারেই না হয়। রাম প্রেমের বশ আবার ভরত প্রেমের সমুদ্র। স্তবরাং ভরতের সঙ্গে রামের মিলনে দেবগণের উদ্দেশ্য অর্থাৎ রাবণ-নিধন বার্থ হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। আপনি কোন ছল করিয়া এই কার্য্য সিদ্ধ করুন ॥২১৭—২১৮॥

চৌ—সুখ সুরেস উপদেস্স হমারা। রামহি সেবকু পরম পিআরা ॥

মানত সুখ সেবক সেবকাজি। সেবক বৈর বৈর অধিকাজি ॥১॥

জগুপি সম নহি রাগ ন রোষু। গহহি ন পাপ পুন্সু গুন দোষু ॥

করম প্রধান বিশ্বকরি রাখা। জো জস করই সো তস ফলু চাখা ॥২॥

+ সূর্য্যবংশে অশ্বরীষ ধার্মিক ও হরিভক্ত রাজা ছিলেন। একসময় দ্বাদশীর পারণকালে সন্ধ্যা দুর্কীসা তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে যান। প্রাথমিক সংকরাস্ত্রে দ্বাদশীর পারণকাল উত্তীর্ণপ্রায় দেখিয়া অশ্বরীষ অসুস্থ হইয়া নারায়ণের চরণামৃত পান করিয়া পারণ করেন। আগমনে বলষ-হেতু দুর্কীসা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হনন করিবার জন্ত এক রাক্ষসীকে নিয়োজিত করেন। সেই সময় ভগবানের সুদর্শন চক্র আশিয়া রাক্ষসীকে বধ করে এবং দুর্কীসার দিকে ধাবিত হয়। দুর্কীসা ভয়ে দেবতাদের শরণাগত হন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। বিষ্ণু দুর্কীসাকে বলিলেন,— ‘ভক্ত আমার হৃদয় ও আমি ভক্তের দাস। তিনি ক্ষমা না করিলে তোমার রক্ষার উপায় নাই। স্তবরাং তুমি তাঁহার নিকট যাও।’ তাঁহার শরণাগত হইয়া দুর্কীসা বিষ্ণু-রোষ হইতে মুক্ত হন।

ভদ্রপি করহিঁ সম বিষম বিহার। ভগত অভগত জন্ম অনুসার।
 অগুন অলেপ অমান একরস। রামু সগুন ভএ ভগত পেম বস ॥৩॥
 রাম সদা সেবক রুচি রাখা। বেদ পুরান সাধু সুর সাখী ॥
 অস জিয়ঁ জানি তজহু কুটিলাজি। করহু ভরত পদ প্রীতি স্নহাজি ॥৪॥

দোহা— রাম ভগত পরহিত নিরত পর দুখ দুখী দয়াল।

ভগত সিরোমনি ভরত তেঁ জনি উরপছ সুরপাল ॥২১৯॥

বাংলা অর্থ—সেবক বৈর—সেবকের প্রতি শ্রদ্ধাভাব; সম—সদৃশ; পুন্সু—পুণ্য;
 চাখা—চাখে, ভোগে; বিহার—ব্যবহার; রাখা—রাখেন; সাখী—সাক্ষী; উরপছ ন
 —ভয় পাইবে না; গহহি ন—গ্রহণ কবে না; (দো—২১৯)

চৌ—শুন হে সুরেশ! তুমি উপদেশ মম। ভক্ত'পরে শ্রীরামের প্রীতি অনুপম ॥

সেবক লভিলে সেবা তিনি সুরী হ'ন। বৈর বাড়ে হেরি ভক্তে বৈর আচরণ ॥১॥

সর্বজনে সমদৃষ্টি, নাহি রাগ-রোষ। পাপ-পুণ্য নাহি ল'ন তাহি গুণ-দোষ ॥

ধরারে করেন তিনি করম-প্রদান। কর্ম-অনুযায়ী ফল করেন প্রদান ॥২॥

সম ও বিষম তাঁর তথাপি আচার। ভক্তের ও অভক্তের হিয়া-অনুসার ॥

অগুন অলেপ মান-হীন একরস। সগুন হ'য়েন রাম ভক্ত-প্রেম-বশ ॥৩॥

শ্রীরাম রাখেন রুচি ভকত-জনার। বেদ ও পুরাণ, সাধু, সুর সাক্ষী তা'র ॥
 হিয়াতে জানিয়া হেন ত্যজি' কুটিলতা। ভরতে পীরতি তুমি রাখিবে সর্বথা ॥৪॥

দোহা— রামের ভকত পরহিতে রত পর-দুখে দুখী সে দয়াল ॥

ভক্ত-শিরোমণি ভরত হইতে ভয় নাহি জেনো সুরপাল! ॥২১৯॥

সান্ন্যাস—ইন্দ্রের বাক্য শুনিয়া বৃহস্পতি হাসিলেন এবং ভাবিলেন,—ভক্তিতত্ত্ব এখনও ইন্দ্র বুঝে নাই। রাম-ভক্তের উপর ছলনার বিস্তার চলে না, কারণ রাম মায়্যাপতি। তাঁহার উপর ক্রোধ করিলে তিনি কিছু মনে করেন না কিন্তু রাম-ভক্তের উপর কোন অপরাধ তিনি সহ করেন না! হে ইন্দ্র! ভরত রামভক্ত, পর-হিতব্রত, পরের দুঃখে দুঃখী ও ভক্ত-শিরোমণি স্তরাতঃ তাঁহাকে ভয় করিবে না ॥২১৯॥

চৌ—সত্যসন্ধ প্রভু সুর হিতকারী। ভরত রাম আশ্রয় অনুসারী ॥

স্মারথ বিবস বিকল তুমহ হোছু। ভরত দোষ নহিঁ রাউর মোছু ॥১॥

সুনি সুরবর সুরগুর বর বানী। ভা প্রমোদু মন মিট গলানী ॥

বরষি প্রসূন হরষি সুররাউ। লগে সরাহন ভরত স্নহাউ ॥২॥

এহি বিধি ভরত চলে মগ জাহী'। দসা দেখি যুনি সিদ্ধ সিহাহী' ॥

জবহিঁ রামু কহি লেহিঁ উসাস। উমগত পেমু মনহুঁ চহ পাঁসা ॥৩॥

জবহিঁ বচন সুনি কুলিস পযান। পুরজন পেমু ন জাই বখান ॥

বীচ বাস করি জমুনহিঁ আএ। নিরখি নীরু লোচন জল ছাএ ॥৪॥

দোহা— রঘুবর বরন বিলোকি বর বারি সমেত সমাজ ।

হোত মগন বারিখি বিরহ চটে বিবেক জহাজ ॥২২০॥

বাংলা অর্থ—রাউর—তোমার নিজের ; চলে জাহী—চলিয়া যান ; সিহাহী—
ঈর্ষ্যা করেন ; উসাসা—উজ্জ্বল ; উমগত—উলিয়া উঠে ; চছ পাসা—চতুর্দিকে ;
পমানা—পাষণ ; সমাজ—দলস্থিত লোকজন ; (দো—২২০)

চৌ—সত্যসন্ধ প্রভু হ'ন সুর-হিতকারী । ভরত কেবল রাম-আজ্ঞা-অনুসারী ॥

স্বার্থেতে বিবশ তোমা' হেরিনু এখন । ভরত নির্দোষ তুমি মোহেতে মগন ॥১॥

সুর-গুরু বরবাণী সুরেশে শুনান । মন হরষিত দুঃখ হ'ল অবসান ॥

হৃষ্ট সুরগুরু করে পুষ্প বরিষণ । ভরত-স্বভাবে' করি' উচ্চ প্রশংসন ॥২॥

হেনমতে পথ-মাঝে ভরত চলিল । দশা দেখি' মুনি-সিদ্ধে হিংসা উপজিল ॥

রাম-নাম ল'য়ে তিনি নিলে দীর্ঘশ্বাস । প্রেমেতে বিহ্বল জানো হয় চারি পাশ ॥৩॥

বজ্র ও পাষণ গলে শূনি' সেই বানী । পুরজন-প্রেম হেন না যায় বাখানি ॥

নিশ্রামান্তে করিলেন যমুনা প্রয়ান । জল হেরি' জলে ভরে দুইটি নয়ান ॥৪॥

দোহা — রামের বরণ বিলোকি' বারিতে স-ভরত সকল সমাজ ।

গেলেন ডুনিয়। পিরহ-সাগরে ত্রাণ করে বিবেক-জাহাজ ॥২২০॥

সান্ন্যাস—রামচন্দ্র সত্য-পরায়ণ ও দেব-হিত-ব্রতী । ভরত তাঁরই আজ্ঞানুযায়ী
স্বরায় এখানে ব্যাকুলতার ক্ষেত্র নাই । বহুস্পতির কথাতে ইন্দ্রের চিন্তা দূর হইল ।
ভরত এইভাবে পথ চলিতে লাগিলেন । তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মুনি ও সিদ্ধগণ
আনন্দে বিভোর হইলেন । তাঁহার প্রেমে সকলে বিহ্বল হইল । যমুনার জল দেখিয়া
তাঁহার চোখে জল আসিল । যমুনার জলের সহিত রাম-বর্ণের সাদৃশ্য দেখিয়া জ্ঞাত রামের
সহিত সাক্ষাৎকারের বাসনা জাগ্রত হইল ॥২২০॥

চৌ—জমুন তীর তেহি দিন করি বাসু । ভয়উ সময় সম সবহি সুপাসু ॥

রাতিহি' ঘাট ঘাট কী তরনী । আজি অগনিত জাহি' ন বরনী ॥১॥

প্রাত পার ভএ একহি খেবঁ । তোমো রাম সখা কী সেবঁ ॥

চলে নহাই নদিহি সির নাজি । সাথ নিষাদনাথ দোউ ভাজি ॥২॥

আগেঁ মুনিবর বাহন আছে' ॥ রাজসমাজ জাই সবু পাছে ॥

তেহি পাছে' দোউ বন্ধু পয়াদেঁ । ভুযন বসন বেশ স্তুতি সাদেঁ ॥৩॥

সেবক সুলভ সচিবসুত সাথ । সুমিরত লখনু সীয় রঘুনাথ ॥

জই জই রাম বাস বিশ্রাম । তই তই করহি সপ্রেম প্রনাম ॥৪॥

দোহা— মগবাসী নর নারি স্ননি ধাম কাম তজি ধাই ।

দেখি সন্নপ সনেহ সব মুদিত জনম ফলু পাই ॥২২১॥

বাংলা অর্থ—সময় সম—সময়ানুসার ; সুপাসু—স্বব্যবস্থা ; খেবঁ—খেয়া ; তোমো
—ভুট্ট হইলে ; পয়াদেঁ—পদব্রজে চলিলেন ; সাদেঁ—সাদাসিদ্দে ; (দো—২২১)

মানুষ-ভরতে হেরি' মোরা সব আজ । ধন্য গণি নিজেদের যুবতীর মাঝ ॥
 গুণ শুনি' দশা হেরি' অনুতাপ করে । এই স্তব যোগ্য নহে কৈকেয়ী-জঠরে ॥
 কেহ কহে,—রাণী কিছু দোষ নাহি করে । অনুকূল বিধি হেরি মো'সবার পরে ॥
 কোথা মোরা লোক-বেদ-আচার-বিহীন । হীন-নারী-কূলে জাত কাজেতে মলিন ৭৩
 কোথায় কুদেশবাসী আমরা কুনারী ? এ হেন মুরতি কোথা ? পুণ্যবলে হেরি ॥
 এ আনন্দ গ্রামে গ্রামে প্রচার লভিল । মরুভূমে কলতরু যেন জন্ম নিল ॥৪॥
 দোহা— ভরতে দেখিয়া সৌভাগ্য মানিল পথে যত অম্বিবাসি-গণ ॥

সিংহল-নিবাসী বিধিবশে যেন প্রয়াগেতে করে আগমন ২২৩৥

সান্ন্যাসার্থ—ভরতের আচরণ ও ভ্রাতৃত্বভক্তির পবিত্র কানিশে বা শুনিলে সংসার জহ
 ছুখ ও দোষ দূর হয় । তাহার কথা বলিয় শেষ হয় না । রামের ভাই এমন কেন
 না হইবেন ? যুবতী ক্রীড়া এই দৃশ্য দেখিয়া নিজেদিগকে ধন্য মনে করিলেন ।
 ভরতের অবস্থা দেখিয়া ও আচরণ পর্যালোচনা করিয়া তাহারা বলিল,—কৈকেয়ীর
 মত মাতার উপযুক্ত পুত্র ভরত নয় । কেহ বা বলিল ইহাকে রাণীর দোষ নাই ।
 বিধাতা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই অবটন ঘটাইয়াছেন ২২৩৥

চৌ—নিজ গুন সহিত রাম গুন গাথা । সুনত জাহি' স্মিরিত রঘুনাথ ॥
 তীরথ মুনি আশ্রম সুরধামা । নিরখি নিমজ্জহি' করহি' প্রণামা ॥১॥
 মনহী' মন মাগহি' বরু এছু । সীয় রাম পদ পদুম সনেছু ॥
 মিলহি' কিরাত কোল বনবাসী । বৈখানস বটু জতী উদাসী ॥২॥
 'করি প্রণামু পু'ছহি জেহি তেহী । কেহি' বন লখনু রামু বৈদেহী ॥
 তে প্রভু সমাচার সব কহহী' । ভরতাহি দেখি জনম ফলু লহহী' ॥৩॥
 জে জন কহহি' কুসল হম দেখে । তে প্রিয় রাম লখন সম লেখে ॥
 এহি বিধি বঝত সবহি সুবানী । সুনত রাম বনবাস কহানী ॥৪॥

দোহা— তেহি বাসর বসি প্রাতহী' চলে স্মিরি রঘুনাথ ।

রাম দরস কী লালসা ভরত সরিস সব সাথ ২২৪৥

বাংলা অর্থ—সুরধামা—দেবমন্দির ; বৈখানস—বাণপ্রস্থী ; বটু—ব্রহ্মচারী ; জতী
 —যতি, সংযমী ; লেখে—গণ্য করেন ; বুরাত—গ্রন্থ করেন ; বসি—অবস্থান (বাস)
 করিয়া ; কহানী—গল্প ; (দো—২২৪)

চৌ—নিজগুণ সহ যত রাম-গুণ-গ্রাম । শুনেন ভরত যবে স্মরেন শ্রীরাম ॥

তীর্থ, মুনি-আশ্রম ও দেবতা-মন্দির । হেরি' স্নান করি' সেথা নমিলেন শির ॥১
 চলিলেন মনে মাগি' সদা এই বর । সীতা-রামে ভক্তি যেন রহে বরাবর ॥
 পথে মিলে ব্যাধ-দল, কোল বনবাসী । বাণপ্রস্থী, ব্রহ্মচারী, যতি ও উদাসী ॥২
 ভরত প্রণতি করি' সবারে পুছেন । জানকী-লক্ষ্মণ-রাম কোথায় আছেন ?
 প্রভু-সমাচার সব তাহারা কহিল । জনম সফল মানি' ভরতে হেরিল ॥৩॥

রামের কুশল-কথা কহিল যে জন, রাম ও লক্ষ্মণ-সম তাঁরে মানি' লন ॥

মিষ্টভাবে সবাকারে পুছি' হেনমতে, রাম-বনবাস-কথা শুনিলেন পথে ॥৪
দোহা— সেদিন যাপিয়া পরদিন প্রাতে ভরত চলেন স্মরি' রঘুনাথ ॥

ভরতের মত রাম-দরশনে কুতূহলী আর যা'রা ছিল সাথ ॥২২৪॥

সান্নিধ্য—লোকগণের মুখে নিজের গুণের কথা শুনিতে শুনিতে আর রঘু-
পতির নাম শ্রবণ করিয়া ভরত সমাজ সহিত তীর্থ, মূনির আশ্রম ও মন্দির দেখিয়া
চলিয়াছেন। মনে মনে তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা যে রাম-চরণে ভক্তি যেন অক্ষুণ্ণ
থাকে এবং পথে বাণপ্রস্থ, উদাসীন, সন্ন্যাসী—য'রই সঙ্গে দেখা হয় তাহাকে কোন্
বনে রাম-সীতা আছেন তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহার সকলে প্রভুর
লংবাদ দিতেছিল এবং ভরতকে দেখিয়া জন্ম সার্থক করিল। যাহারাই রামের
পরিচয় দিল ভরত তাহাদের সকলকে প্রেমভাবে দেখিলেন ও বনবাস-কাহিনী শুনিলেন।
বাক্তিবাস করিয়া রামের নাম শ্রবণ করিয়া পরের দিনের যাত্রা আঁতু হইল ॥২২৪॥

চৌ—মঙ্গল সন্তান হোহি' সব কাছ। ফরকহি' সুখদ বিলোচন বাছ ॥

ভরতহি সহিত সমাজ উছাছ। মিলিহি' রামু মিটিহি দুখ দাছ ॥১॥

করত মনোরথ জস জিয়' জাকে। জাহি' সনেহ সুরা' সব ছাকে ॥

শিখিল অঙ্গ পগ মগ ডগি ডোলহি'। বিহবল বচন পেম বস বোলহি ॥২॥

রামসখা' তেহি সময় দেখাব। সৈল সিরোমনি সহজ সুহাব ॥

জাস্ত্র সমীপ সরিত পয় তীর। সীত সমেত বসহি' দৌউ বীর ॥৩॥

দেখি করহি' সব দণ্ড প্রণাম। কহি জয় জানকি জীবন রাম ॥

প্রেম মগন অস রাজ সমাজ। জন্ম ফিরি অবধ চলে রঘুরাজ ॥৪॥

দোহা— ভরত প্রেমু তেহি সময় জস তস কহি সকজৈ ন সেযু।

কবিহি অগম জিমি ব্রহ্মসুখু অহ মম মলিন জনেমু ॥২২৫॥

বাংলা অর্থ—সন্তান—শকুনি (চিহ্ন); ফরকহি'—স্পন্দিত হয়; জাকে—যাহার;
জিয়'—অন্তরে; ছাকে—বিহ্বল হইয়া; ডগি—কাঁপিয়া; ডোলহি'—চলিতে লাগিল;
বোলহি'—বলিতে লাগিল; অহং মম মলিন—অহমিকা ও মমতা-দ্বারা ক্লিষ্ট; (দো-২২৫)

চৌ—মঙ্গল লক্ষণ হেরে সবে চারিভিতে। দুখদ স্পন্দন নহে বাছতে, আঁখিতে ॥

ভরতের সনে জাগে দলে এ' উৎসাহ। রামের মিলনে যাবে সব দুঃখ-দাহ ॥১॥

যা'র যথা মনোরথ তেমনি ভাবিল। স্নেহের সুধাতে সবে মগন রহিল।

শিখিল শরীর, পদ পথে হেলে দোলে। বিহ্বল বচন সবে প্রেমবশে বলে ॥২॥

রাম-সখা সে সময় ভরতে দেখান। দেখিতে সুন্দর এক পর্কত মহান ॥

যাহার সমীপে রহে মল্লিকানী-তীর। সীতা-সহ নিবসেন সেথা দুই বীর ॥৩॥

হেরি' সবে দণ্ডবৎ পর্কতে নমিল। 'জানকী-জীবন রামজয়,'—উচ্চারিল ॥

প্রেমে মগ্ন হ'ল হেন রাজার সমাজ। অযোধ্যাতে ফিরিছেন যেন রঘুরাজ ॥৪॥

দোহা— ভরতের জীতি সেইক্ষণে যথা অনন্ত ও বাণী বর্ণিতে নারিবে।

কবি তা' কি কবে ? অমর্ত্য-মলিন ব্রহ্মসুখ কেমনে ভুঞ্জিবে ? ২২৫॥

সান্ন্যাসার্থ—সকলের মাদল্য-চিহ্ন বুঝা গেল। তাহাতে সকলে মনে করিল রামের দর্শন লাভ করিয়া সকলের হৃদয়ের আলা মিটিয়া যাইবে। সকলেই প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং অনুরূপ কথাবার্তা বলিতে লাগিল। সেই সময় নিষাদ চিত্রবুট দেখাইয়া দিলেন, যেখানে মন্দাকিনী-তীরে সীতার সহিত দুই বীর বাস করিতেছেন। পূর্বত-দর্শন-মাত্র 'জানকী-জীবন রামচন্দ্রের জয়' বলিয়া তাহার। রামের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাইল। ভরতের সে সময়ের মানসিক অবস্থা কবি বর্ণনা করিতে অক্ষম ১২২৫।

চৌ—সকল সনেহ সিখিল রঘুবর কৈ। গএ কোস দুই দিনকর চরকৈ ॥

জন্ম থলু দেখি বসে নিসি বীঠে। কীল্হ গবন রঘুনাথ পিরীঠে ॥১৭

জহঁ রামু রজনী অবসেবা। জাগে সীম' সপন অস দেখা ॥

সহিত সমাজ ভরত জন্ম আএ। নাথ বিয়োগ তাপ তন তাএ ॥২০

সকল মলিন মন দীন দুখারী। দেখী' সাস্ত্র আন অনুহারী ॥

সুনি সিয় সপন ভরে জল লোচন। ভএ সোচবস সোচ বিমোচন ॥২১

লখন সপন যহ নীক ন হোই। কঠিন কুচাহ সুনাইহি কোই ॥

অস কহি বন্ধু সমেত নহানে। পুজি পুরারি সাধু সনমানে ॥২২

ছঃ— সনমানি সুর মুনি বন্দি বৈঠে উত্তর দিসি দেখত ভএ।

নভ ধুরি ধগ যুগ জুরি ভাগে বিকল প্রভু আশ্রম গএ ॥

তুলসী উঠে অবলোকি কারনু কাহ চিত সচকিত রহে।

সব সম্ভাচার কিরাড কোলনহি আই তেহি অবসর কহে ॥

সোঃ— সুনত স্তম্ভল বৈন মন প্রমোদ তন পুলক ভর।

সরদ সরোরুহ নৈন তুলসী ভরে সনেহ জল ॥২২৬॥

বাংলা অর্থ—চরকৈ—চলিয়া যাওয়া পর্য্যাপ্ত (অন্ত-গমন); বসে—বাস করেন;

বীঠে—চালিয়া গেল; পিরীঠে—প্রেমী; তাএ—সন্তপ্ত হইয়াছে; সাস্ত্র—শাস্ত্রী;

আন অনুহারী—অনুরূপ-ধারিণী (বিধবা-বেশিনী); সোচ বিমোচন—চিন্তা-নাশকারী;

কুচাহ—কুংবাণ; ধুরি—ধূলি; ভাগে—পলাইতে লাগিল; কাহ—কি? কিরাড—

ব্যাঘ (ভীল) জাতি; কোলনহি—কোলমাতীয়াগণ; (দা—২২৬)

চৌ—রঘুবর-স্নেহে হেন শিখিল সকলে। রবি অ স্তম্ভিতে হবে দুই ক্রোশ চলে ॥

জল স্থল হেরি' বসি' রজনী-প্রভাতে, গমন করেন ভক্তি ধরি' রঘুনাথে ॥১৭

হোখায় শ্রীরাম রাত্রি-অবসান হ'লে, জাগিলে, জানকী তাঁরে স্বপ্ন-কথা বলে ॥

হেরি আমি ভরতের সমাজ আসিছে। প্রভুর বিরহ তাঁর গুণুরে দহিছে ॥২০

সবারে হেরিলু দীন মলিন বয়ান। শাস্ত্রী সকল দেখি বেশ ধরে আন ॥

সীতা-স্বপ্ন শুনি' তাঁর আঁখি ভরে জল। শোক-নাশী নিজে হ'ন শোকেতে বিহ্বল ॥২১

হে লক্ষ্মণ ! শুভকর নহে এ' স্বপন। কুসংবাদ বুঝি আশ্ৰমিবে কোন জন ॥

কহি' হেন ভাই সহ রাম সারি' স্নান, শিবে পূজি' সাধুগণে করেন সম্মান ॥৪

ছঃ— দেবগণে পূজি' বশি' মুনীগণে হেরিলেন রাম উত্তর দিকেতে।

খগ, যুগ ভূরি প্রভু-স্থান-পানে খেয়ে চলে, ভরে ধূলি আকাশেতে ॥

তুলসী কহেন,— রাম হেরি' তাহা উঠি' হেতু চিন্তি' সচকিত রহে।

সব সমাচার কিরাতে ও কোলে সেই অবসরে তাঁরে আসি' কহে ॥

সোঃ— শুনি' শুভ বারী প্রমোদিতা রাম মনোমানে পুলক ভরিল।

শরৎ কমল—সজল নয়ন প্রীতি-জলে ভরে তুলসী গাহিল ॥২২৬॥

সান্নিধ্য—রামপ্রেমে অধীর হইয়া সকলে স্বর্ঘ্যাতের পদেও দুই জোশ দাখ
চলিলেন। আবার প্রত্যুষে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। ওদিকে রাজি শেষ না হইতেই
নীতা স্বপ্ন দেখিতেছেন যে ভরত রাম-বিরহে নিভাস্ত দুঃখিত হইয়া সমাজ সহিত
চিত্রকূটের দিকে আসিতেছেন তবে মাতারা যেন বিধবার বেশে ভূষিত। এই স্বপ্ন-
পরিচয় নীতার মুখে শুনিয়া রামের চোখে জল ভরিল। রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—
এ সংবাদ ভাল নয়, কোন দুঃখজনক সংবাদ পাওয়া যাইবে মনে হয়। এমন
সময় আকাশ ধূলি-ধূসরিত দেখা গেল এবং পক্ষিগণকে আকাশে ছুটাছুটি করিতে
দেখা গেল। রামচন্দ্র ঠিক কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। এমন সময়
কোল ভীলেরা আসিয়া সকল সংবাদ জ্ঞাপন করিল ॥২২৬॥

চৌ—বহুরি সোচবস ভে সিয়রবনু। কারন কবন ভরত আগবনু ॥

এক আই অস কহা বহোরী। সেন সঙ্গ চতুরঙ্গ ন থোরী ॥১॥

সো মুনি রামহি ভা অতি সোচু। ইত পিতু বচ ইত বন্ধু সকোচু ॥

ভরত স্নভাউ সমুঝি মন মাহী'। প্রভু চিত হিত থিতি পাবত নাই' ॥২॥

সমাধান তব ভা যহ জানে। ভরতু কহে মছ' সাধু সম্মানে ॥

লখন লখেউ প্রভু হৃদয়' খভারু। কহত সময় সম নীতি বিচারু ॥৩॥

বিনু পুছে' কছু কহউ' গোসাই। সেবকু সময়' ন চীঠি চীঠাই ॥

তুমহ সব'গ্য সিরোমনি স্বামী। আপনি সমুঝি কহউ' অমুগামী ॥৪॥

দোহা— নাথ স্নহদ স্মৃতি সরল চিত সীল সনেহ নিধান।

সব পর প্রীতি প্রীতি জিয়' জানিঅ আপু সমান ॥২২৭॥

বাংলা অর্থ—সিয়রবনু—নীতার ২৭ (নীতাপাত রামচন্দ্র); সকোচু—সংকল্প; হিত
থিতি—সন্তোষজনক সমাধান; মছ' কহে—আমার আজ্ঞাকারী; সম্মানে—বুদ্ধ্যমান;
খভারু—দৃশ্টিস্তা; সময় সম—সময়ানুসারে; আপুনি সমুঝি—নিজের বিচার মত
বাক্য; আপু সমান—নিজের মত; স্মৃতি—তন্দ্র, পরম; (দোহা—২২৭)

চৌ—চিন্তিলেন শোকবশে জানকী-রমণ। ভরতের আগমনে আছে কি কারণ ?

একজন আসি' পুন তাঁহারে কহেন। চতুরঙ্গ-সেনা-সাথে ভরত আসেন ॥১॥

তাহা শুনি' রাম-হিয়া চুশ্চিস্তা-নিরত । এক দিকে পিতৃসত্য সঙ্কোচ অশ্রুতঃ ॥
 ভরত-স্বভাব স্মরি' মনের মাঝারে, রাম-চিন্তা ব্যাপার কি বুঝিতে না পারে ॥২॥
 করিলেন যথাযথ তিনি সমাধান । মম আজ্ঞাকারী ভক্ত ভরত ধীমান্ ॥
 প্রভু-হিয়া চিন্তাকুল লক্ষণ হেরিল । কালোচিত নীতি চিন্তি' কহিতে লাগিল ॥৩॥
 না পুছিয়া কিছু প্রভু কহিলু বারতা । কাল বুঝি' ইথে মম না লবে দৃষ্টতা ॥
 তুমি ত সর্বজ্ঞ জ্ঞানি-শিরোমণি স্মামী । কহি নিজ মত তবু হ'য়ে অনুগামী ॥৪॥
 দোহা— হে নাথ ! তোমার চারু যুগ্ম চিত তুমি শীল স্নেহের নিধান ।
 সবাপরে রাখো প্রীতি ও প্রতীতি সবে জানো আপন সমান ॥২২৭

সান্নিধ্য—এ সংবাদে রামের চক্ষু প্রেক্ষিতে ভরিল । পরক্ষণে কারণ না
 বুঝিতে পারিয়া চিন্তাশ্রিত হইলেন । কেহ পুনঃ চতুঃসঙ্গ সেনার কথাও বলিল ।
 ইহাতে রাম হুঃখ অনুভব করিলেন, আর সংশয়াকুল হইলেন আবার তখনই সন্দেহের
 নিরপন হইল কারণ ভরত সাধু ও জ্ঞানী । যুদ্ধের চিন্তা তাহাব মনে নাই । লক্ষণ
 রামকে চিন্তাশ্রিত দেখিয়া বলিলেন,—‘আপনার জিজ্ঞাসাব পূর্বেই জানাষ্ট, দৃষ্টতা
 মার্জনা করিবেন, যেমন বুঝিলাম বলিলাম,—আপান ত' প্রভু সবাচ্যে সবাচ্যকে
 বিশ্রাম করেন ও স্নেহ করেন এবং নিজের মত সকলকে ভাগ মনে করেন ॥২২৭॥

চৌ—বিষয়ী জীব পাই প্রভুতাই । মূঢ় মোহ বস হোহি' জনাই ॥
 ভরতু নীতি রত সাধু সজ্ঞান । প্রভু পদ প্রেমু সকল জগু জানা ॥১॥
 তেউ আজু রাম পদু পাই । চলে ধরম মরজাদ মেটাই ॥
 কুটিল কুবন্ধু কুঅবসরু তাকী । জানি রাম বনবাস একাকী ॥২॥
 করি কুমন্ত্র মন সাজি সমাজু । আএ করৈ অকণ্টক রাজু ॥
 কোটি প্রকার কলপি কুটিলাই । আএ দল বটোরি দোউ ভাই ॥৩॥
 জোঁ জিয়' হোতি ন কপট কুচালী । কেহি' সোহাতি রথ বাজি গজালী ॥
 ভরতহি দোষু দেই কো জাএ' । জগ বোরাই রাজ পদু পাএ' ॥৪॥

দোহা— সসি গুর তিয় গামী নঘযু চড়েউ ভুমিসুর জান ।

লোক বেদ তেঁ বিমুখ ভা অধম ন বেন সমান ॥২২৮॥

বাংলা অর্থ—বিষয়ী—বিষয়ী ; জনাই—জানা আছে ; মেটাই—শেষ করিয়া ;
 তাকী—দেখিয়া ; করৈ আএ—বরিতে আসিতেছে ; কলপি—কল্পনা করিয়া ; বটোরি
 —সংগ্রহ করিয়া ; হোতি ন—না হইত ; গজালী—হাতীর দল ; কেহি—যেমনে ;
 দেই জাএ'—দেওয়া যায় ; বোরাই—উন্নততা ; নঘযু—নহয় ; জান—যান ; বেন—
 রাজ্যবিশেষের নাম ; মরজাদ—মর্যাদা, সীমা ; (দো—২২০)

চৌ—বিষয়ী পুরুষ কিন্তু প্রভু লভিয়া । মোহ-বশে নিজরূপ দেয় প্রকাশিয়া ॥

ভরত যে নীতিমান সাধু ও সজ্ঞান । প্রভু-পদে প্রেম তা'র জানে ত্রিভুবন ॥১

সেও আজ রাজ-পদ-মর্যাদা লভিয়া, ধর্মের মর্যাদা চাহে যাইতে লজ্জিয়া ॥
 কুটিল কুজাতা হ'য়ে পেয়ে দুঃসময়, জানি' রাম বনবাসে অসহায় রয় ॥২॥
 কুমন্ত্র বিচারি' মনে সাজা'য়ে সমাজ, চাহে রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবারে আজ ॥
 কোটিশ প্রকারে রচি' ভুরি কুটিলতা। দুই ভাই হেথা আসে সহিত জনতা ॥৩॥
 অন্তরে না রবে যদি মন্দ অভিপ্রায়। রথ, অশ্ব, হস্তী কেন সাথে শোভা পায় ?
 ভরতের দোষ কিবা দিতে পারা যায় ? রাজ-পদ পেয়ে মত্ত নাহি কে কোথায় ?৪
 দোহা-- গুরু-পত্নী-সজ করেছে চন্দ্রমা* নহুষা চড়িল বিপ্রযান।

লোকে বেদে হীন নাহি হেরি' কারো এক বেণী রাজার সমান ॥২২৮॥
 সান্নিধ্য—জ্ঞানী ব্যক্তিও বিষয়-মদে মোহগ্ৰস্ত হইয়া থাকেন। নীতি-পরায়ণ
 ভরতের আপনার চরণে প্রেম ছিল, ইহা সর্বজন-বিদিত। কিন্তু আজ রাজপদ
 পাপ হইয়া অযোধ্যার সীমা অতিক্রম করিয়া বনবাসী আপনাকে বিনাশ করিয়া
 বাণ্য নিষ্কণ্টক করিবার অভিপ্রায়ে মসৈন্তে ভরত আসিতেছে। রাজপদ পাইলে
 ভরত কেন, সকলেরই মন বিকলগ্ৰস্ত হয় যেমন বেণ, নহষ প্রভৃতি রাজাও অশ্ব
 ক ঘো প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ২৮।

চৌ—সহস্রাব্দ স্মরণার্থ ত্রিসংকু। কেহি ন রাজমদ দীনহ কলংকু ॥

ভরত কীন্হ রহ উচিত উপাউ। রিপু রিন রঞ্চ ন রাখব কাউ ॥১॥

চন্দ্র—দক্ষপ্রজাপতির কন্যাগণকে বিবাহ করিয়া চন্দ্রবংশীয় চন্দ্র ত্রিভুবন জয় করিলে
 তাঁহার রাজত্ব যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় ইহা বিশ্বদত্তী আছে। তখন ধন ও সম্পদাদির
 গর্বে চন্দ্রের যে অহঙ্কার হয়, তাহাতে তাঁহার ধর্মবুদ্ধির অবনতি ঘটে এবং দেবগুরু
 বৃহস্পতিও ক্ষীর প্রতি তিনি অশিষ্ট আচরণ করেন। এইভাবে অনুরোচিত আচরণ
 করিয়া অন্নবগণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া দেবগণের সন্তিত যুদ্ধে চন্দ্র ব্রতী হন। এই
 দেবাসুর যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলে। অবশেষে দক্ষপ্রজাপতির রূপাংলু চন্দ্রের এই অহঙ্কার দূর
 হয় এবং হীন স্বভাববৎ পরিবর্তন হয়। তাহার ফলে তাঁহার চির-শীতলতা স্বভাব আসিয়া
 যায়, ইহাই পৌরাণিক প্রবচন।

নহুষ—পৌরাণিকগণের মতে চন্দ্র হইতে পঞ্চম বংশধর আয়ুর পুত্র রাজর্ষি নহষ।
 যজ্ঞ, তপস্যা ও বেদপাঠাদি-দ্বারা তিনি ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করেন যার ফলে
 তাঁহার দর্প হয় এবং সহস্র ব্রাহ্মণদ্বারা তাঁহার শিবিকা বহন করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে
 অপমানিত করেন! তাহার জ্ঞাত অগস্ত্য ঋষির শাপে তিনি সর্পবোনি প্রাপ্ত হ'ন
 এবং দৈত্যবনে বাস করিতে থাকেন। পাণ্ডবগণের দৈত্যবনে বাস করা কালে যুধিষ্ঠিরের
 উপদেশে তাঁহার পাপক্ষয় ও জ্ঞানোদয় হইলে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

বেণ—পুরাকালে চন্দ্রবংশ বেণ নামে এক মহা অত্যাচারী ছষ্ট রাজা ছিলেন। তিনি
 নিজের পূজ্যগণকে সম্মান দিতেন না বরং পূজ্যগণদ্বারা পূজা করাইয়া লইতেন। বেণের
 ব্যবহারে ঋষিগণ শাপ দেন। তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এক কীৰ্ত্তি নহি' ভরত ভলাই । নিদরে রামু জামি অসহাই ॥
 সমুঝি পরিহি সোউ আজু বিসেবী । সমর সরোষ রাম মুখু পেখী ॥২॥
 এতনা কহত নীতি রস ভুলা । রস রস বিটপু পুলক মিস কুলা ॥
 প্রভু পদ বন্দি সীস রজ রাখী । বোলে সত্য সহজ বলু ভাবী ॥৩॥
 অনুচিত নাথ ন মানব মোরা । ভরত হমহি উপচার ন খোরা ॥
 কই লগি সহিঅ মনু মারে' । নাথ সাথ ধনু হাথ হমারে' ॥৪॥

দোহা - ছত্রি জাতি রঘুকুল জনমু রাম অনুগ জগু জান ।

লাতহু' মারে' চতুতি সির নীচ কো হুরি সমান ॥২২৯॥

বাংলা অর্থ—রঞ্চ—শেষ ; সমুঝি পারহি—বুঝিতে পারিবে ; পেখী—দেখিয়া ;
 মিস—হলে ; কুলা—ফুলিয়া উঠিল ; ভাবী—বলিয়া ; ন মানব—মানিবে না ; মনু
 মারে—মন মরা ; লাতহু'—লাগি ; কই লগি—কত দূর ; (দো—২২৯)

চৌ—কার্ত্তবীৰ্য্য ও ত্রিশঙ্কা তথা সুর-নাথ । রাজহ-কালিয়া বল নাহি কার সাথ ?
 ভরত সাধিল ইথে উচিত উপায় । রিপু-খণ-শেষ রাখা শোভা নাহি পায় ॥১

সহস্রবাহু (কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন)—সমুদ্রতীরবর্তী হৈহয় দেশের চন্দ্রবংশীয় রাজা চিত্রবাহু
 সহস্রবাহু ও কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন নামে খ্যাত ছিলেন । তিনি কোন সময়ে জমদগ্নির
 আশ্রমে প্রবেশ করেন । সে সময়ে জমদগ্নি কিষ্কি তাঁহার পুত্রগণের কেহ আশ্রমে
 ছিলেন না । আশ্রমে রাজা উপস্থিত হইলে জমদগ্নির স্ত্রী রেণুকাদেবী রাজার বধোচিত
 সৎকার করিলেন কিন্তু যুদ্ধমদে মত্ত রাজা তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না । তিনি বলপূর্ব্বক
 আশ্রমের হোম-ধেনুর বৎসকে হরণ করিলেন এবং আশ্রমের বৃক্ষগুলিকে ভগ্ন করিলেন ।
 অতঃপর জমদগ্নি আশ্রমে আসিয়া তাহা লক্ষ্য করিয়া স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র অসাধারণ বীর
 পরশুরামকে সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে পরশুরাম কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনের সহস্রবাহু ছেদন
 করিলে কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । এই সংবাদে কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনের পুত্রেরা
 তপস্তানিরত অবস্থায় জমদগ্নিকে বধ করে । ধর্ম্মজ্ঞ নিরস্ত্র একক পিতাকে নৃশংসভাবে
 হত্যাকারী কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনের পুত্রগণকে জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম বধ করিলেন এবং তাহাদের
 অনুগত ক্ষত্রিয়গণকেও নিধন করিলেন । অমিত-প্রভাবশালী পরশুরাম একুশ-বার
 পৃথিবীকে নিক্ষেপ করিয়া কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত সমস্ত-পঞ্চকে পাঁচটি কুধিরের হৃদ
 করিয়াছিলেন । ক্ষত্রিয়গণ ক্ষাত্রধর্ম্মের অপব্যবহার করিলে ব্রাহ্মণকুলজাত পরশুরাম
 তপস্তাধারা ক্ষাত্রবীৰ্য্য লাভ করিয়া রাজ্য-মদমত্ত কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনহ তাঁহার পুত্রগণকে
 হত্যা করিয়া ক্ষত্রিয়-বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন । ভারতীয় ঐতিহ্যে এ-জাতীয় উত্থান-
 পতনের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এখানে দেখান হইয়াছে । লক্ষণ না বুঝিয়াই ভরতের
 ক্ষাত্রধর্ম্মে দোষারোপ করিতেছেন । লক্ষণ প্রয়োজন হইলে স্রাতাকে হত্যা করিবেন ইহাই
 এ' দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য ।

ভরতের এক কাজ ভাল না দেখায়। অবজ্ঞা করেন নামে জানি' অসহায় ॥
 সবিশেষ তা'র ফল তখন বুঝিবে। যখন সংগ্রামে রত নামে সে হেরিবে ॥২॥
 হেন কথা কহি' নীতি-রস সে ভুলিল। রণ-রস-পুষ্ট বক্ষে রোমাঞ্চ ভরিল ॥
 প্রভু-পদ বন্দি' শিরে পদ-ধুলি লয়। সহজ সরল ভাবে সত্য কথা কয় ॥৩॥
 মম বাক্য অনুচিত নাহি তুমি মানো। প্রতিকূল সম্ভা তা'র কম নাহি জানো ॥
 কেন বল সহি এত হ'য়ে ক্ষুণ্ণ মন? মোর হাতে তীর-ধনু, প্রভু সাথে র'ন ॥৪॥
 দোহা— জাতিতে ক্ষত্রিয় রঘু-বংশ-জাত সীতাপতি-ভক্তক লক্ষ্মণ।

ধূলিতেও যদি লাগি মাঝে কেহ সেও শিরে করে আরোহণ ॥২২৯॥

সান্ন্যাসার্থ—“এই রাজ-পদ ইন্দ্র, ত্রিশঙ্কু প্রভৃতিকে কলঙ্কিত করিয়াছে, এখন
 ভরত শত্রু-শেষ না রাখার মানস করিয়াছে কিন্তু যুদ্ধে আজ রামের উত্তম-মুর্তি দেখিয়া
 বিশেষ বুঝিতে পারিবে,”—ইহা বলিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে নীতি-জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া রণ-রসে ভরা
 বৃক্ষের পুষ্পের স্থায় প্রভু-পদ বন্দনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—আমি আর সহ
 করিতে পারিবা না। সহনশীলতারও সীমা আছে, ধূলিতে পদাঘাত করিলে ধূলিও মস্তকে
 আরোহণ করে ॥২২৯॥

চৌ—উঠি কর জোরি রজামন্স মাগা। মনজ' বীররস সোবত জাগা ॥

বাঁধি জটা সির কসি কটি ভাখা। সাজি সরাসনু সায়কু হাখা ॥১॥

ত্রিশঙ্কু—ইনি একজন ইক্ষাকু-বংশীয় রাজা। পৃথুরাজ্যের পরে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ
 হয়। ইঁহার অগ্র নাম সত্যব্রত। যজ্ঞ করিয়া স্বর্গলাভ করা তাঁহার কামনা ছিল
 কিন্তু তাহা অসম্ভব ও মর্যাদা-বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার পুরোহিত বশিষ্ঠদেব ও তাঁহার
 পূজ্যগণ একত্র যজ্ঞ করিতে নিষেধ করেন। ত্রিশঙ্কু তাঁহাদের বলাতে নিরস্ত না
 হইয়া অগ্র লোকেব পাশ্র্বে এই যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন। বশিষ্ঠদেবের সন্তানগণ
 বশিষ্ঠের প্রতি ত্রিশঙ্কুর অবজ্ঞায় কষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন,—যা'র ফলে
 তিনি পরজন্মে চণ্ডালকণে জন্মগ্রহণ করেন। এই চণ্ডালত্ব-প্রাপ্তির পরে আত্মীয়-স্বজন ও
 প্রজাগণ তাঁহাকে ত্যাগ করেন। তখন দুঃখিত মনে তিনি বিশ্বামিত্রের শরণাগত
 হ'ন। বিশ্বামিত্র নিজ পূজ্যগণদ্বারা এই যজ্ঞ নিষ্পন্ন করাইয়াছিলেন। চণ্ডাল যেখানে
 যজমান এবং অব্রাহ্মণ যেখানে পুরোহিত, সে যজ্ঞে দেবতার ভোগদান করিলেন না।
 তখন বিশ্বামিত্র নিজ তপোবলে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ
 তাঁহাকে স্বর্গে স্থান দিলেন না। তিনি স্বর্গভ্রষ্ট হইলেন,—তবে স্বীয় পুণ্যবলে মর্ত্যে না
 আসিয়া স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী স্থলে রহিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র—ইনিও দেব-রাজ্যের অধিপতি হইলেও রূপ ও অহঙ্কারের বশে
 গৌতম-পত্নী অহল্যার প্রতি অশিষ্ট আচরণ করিলে গৌতমের শাপে নিজের ভোগ করেন ও
 স্বর্গরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হ'ন।

আজু রাম সেবক জন্ম লেউ । ভরতহি সময় সিখাবন দেউ ।
 রাম নিরাদর কর ফলু পাঈ । সোবহু সময় সেজ দোউ ভাঈ ॥২॥
 আই বনা ভাল সকল সমাজু । প্রগট করউ রিস পাছিল আজু ॥
 জিমি করিনিকর দলই যুগরাজু । লেই লংপেটি লবা জিমি বাজু ॥৩॥
 তৈসেহি ভরতহি সেন সমেতা । সামুজ নিদরি নিপাতউ খেতা ॥
 জোঁ সহায় কর সঙ্কর আই । ভৌ মারউ রন রাম দোহাঈ ॥৪॥

দোহা— অতি সরোষ মাখে লখনু লখি শুনি সপথ প্রবান ।

সভয় লোক সব লোকপতি চাহত ভভরি ভগান ॥২৩০॥

বাংলা স্বর্থ—সোবত—সুপ্ত; তাখা—তুণীর; সোবহু—শয়ন করিবে; ভাল
 বনা—ভালই হইয়াছে; লবা—লাব পক্ষী; লংপেটি লেই—বাগ্‌টা মারিয়া লয়;
 তৈসেহি—তেমনি; খেতা—ক্ষেত্রে, মাঠে; নিপাতউ—নিপাতিত করিব; জোঁ কর
 —যদি করে; রাম দোহাঈ—রামের দিবা; মাখে—মাখ, ভরা; ভভরি—ঘাবড়াইয়া;
 ভগান—পলায়ন; (দো—২৩০)

চৌ—উঠি যুক্ত করে তবে রাজাদেশ মাগে । নিজাগত বীর-রস যেন উঠি জাগে ॥
 বাধি শিরে জটা রক্ষি কটিতে তুণীর । শরাসন তথা বাণ হাতে নিলা বীর ॥১॥
 রাম-সেবকের যশ আজ আমি নিব । ভরতকে যুদ্ধ-শিক্ষা সমুচিত দিব ॥
 রামে অবজ্ঞার ফল আজ সে লভিবে । রণ-শয্যাশায়ী আজ দু'ভায়ে হইবে ॥২॥
 আসিছে সদল-বলে সাজায়ে সমাজ । প্রকট করিব রোষ পিছু ক'রে কাজ ॥
 হস্তীর সমাজ মানে যথা যুগরাজ । ছোঁ মারিয়া লাব-দলে লম যথা বাজ ॥৩॥
 সৈন্য-সহ ভরতের বিরুদ্ধে যুগিব । তিরস্কার করি যুদ্ধে নিপাত করিব ॥
 যদি বা মহেশ হ'ন তাহে কৃপাপর । রামের দোহাই, যুগি সম্মুখ-সমর ॥৪॥
 দোহা— অতি রোষে ভরা লক্ষ্মণে হেরিয়া শুনি তার শপথ প্রমাণ,
 হ'ম ভীত সবে ইঙ্গ বিচলিত সেথা হ'তে পলাইতে চান ॥২৩০॥

সান্নাশ্ব—লক্ষ্মণ কথা বলিতে বলিতে ক্রোধে সময়-মাজে সজ্জিত হইয়া
 বলিলেন,—প্রভু আমাকে আজ্ঞা দিন, রাম-অবজ্ঞাকারী ভরতকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবা
 ভরতকে সমাদর না করিয়া সৈন্যসহ ভরত, শত্রুর দুই ভাইকে যুদ্ধ-শয্যা শায়িত
 করিব । ইহা শুনিয়া সকলে ভীত হইল, ইঙ্গ শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পলাইতে
 ইচ্ছা করিলেন ॥২৩০॥

চৌ—জগু ভয়মগন গগন ভই বানী । লখন বাছবলু বিপুল বখানী ॥
 তাত প্রতাপ প্রভাউ তুম্‌হার। । কো কহি সেকই কো জাননিহার। ॥১॥
 অনুচিত উচিত কাজু কহু হোউ । সমুঝি করিঅ ভাল কহ সব কোউ ॥
 সহসা করি পাছে পছিতাছী । কহহি বেদ বৃধ তে বধ নাহী ॥২॥

সুনাছ লখন ভল ভরত সন্নীস। বিধি প্রাপক মই সুনা ন দীস ॥৪॥

কবছ' কি কাঁজী সীকরনি ছীরসিদ্ধু বিনসাই ॥২৩১॥

বাংলা অর্থ—জ্ঞাননিহার।—জ্ঞাতা; কহ—কহিবে; সম্মানে—শ্রদ্ধান করিলেন; অচর্বিত—আচমন (পান) করে; মাত্‌হি—মত্ত হর; সাধুসভা—সৎসঙ্গ; সরীসা—সদৃশ; বিধি প্রাপঞ্চ—ব্রহ্মার সৃষ্টি; জীসা—দৃষ্ট হয়; জীকরনি—বিন্দু; বিনসাই—নষ্ট করে; কহহি—কহে; পরপঞ্চ—প্রাপঞ্চ; (দো—২৩১)

সাম্ব-সম্ব যেই জন কভু নাহি করে। রাজ-পদ লভিলে সে মত্ততাতে ভরে ॥

দোহা—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-পদেও না হবে ভারতের রাজ্য-অহঙ্কার । ১০ ক. ১৩/১৫৬

লক্ষণ সঙ্কেত-বোধ করিলেন। তখন সীতা ও রাম বলিলেন, —যে কখনও সাধু-সেবা করে নাই, সেই রাজ-পদ পাইয়া মত্ত হয় কিন্তু ভরত বাদ ব্রাহ্ম, বিষ্ণু বা শিব-পদও পান, তাহাতে তিনি মদমত্ত হইবেন না। অরু-জল-বিন্দুতে কি স্নায়-সমুদ্র জন্মত।

অনন্তরই ববিংস উদ্যোগ। অনন্নি কামিহ অন দোষ বিভাগ ॥৩

গহি গুন পন্ন ভজি অবগুন বারী । নিজ জস অগত কীনাহি উজ্জিআরী ॥

কহত ভরত গুন সীলু স্তম্ভাউ । পেম পমোখি মগন রঘুরাউ ॥৪॥

দোহা— স্তনি রঘুবর বানী বিবুধ দেখি ভরত পর হেতু ।

সকল সরাহত রাম সো প্রভু কো কুপানিকেতু ॥২৩২॥

বাংলা অর্থ—ভরনিহি—স্বর্গ্যকে ; মকু—যদি ; বুড়হি—ডুবাইয়া দেয় ; ছমা—
কমা ; ছোনী—ক্ষোণি, পৃথিবী ; বিবুধ—দেবতা ; বরু—বরণ ; (৫—২২২)

চৌ—অন্ধকার গ্রাসে যদি তরুণ তপনে । মেঘের মিলন যদি সহিত গগনে,

গোম্পদ ডুবায় যদি অগন্ত্য মূনিরে, স্বাভাবিক ক্ষমা যদি ত্যজে পৃথিবীরে—১॥

তবু দিব্য লই দিয়ে পিতার দোহাই,— ভরত-সমান শুচি ভ্রাতা বিশ্বে নাই ॥

বরণ উড়াবে মেরু মশক ফুৎকারে । ভরতেরে রাজ্য-মদ গ্রাসিবারে নারে ॥২॥

গুণ-মুত ক্ষীর-মাঝে দোষ-বারি দিয়া । প্রপঞ্চ রচেন বিধি ছু'য়ে মিলাইয়া ॥

রবি-কুল-সরোবরে ভরত মরাল । জন্মি' পৃথক্ করে গুণ-দোষ-জাল ॥৩॥

গুণ-গুহ লইবে সে ত্যজি' দোষ-জল । নিজ-যশে সারা বিশ্ব করিবে উজ্জল ।

কহিতে ভরত-গুণ-শীল-আচরণ । পীরিতি সাগরে রাম হ'লেন মগন । ॥

দোহা— ভরতের 'পরে রামের পীরিতি বুঝিলেন যবে দেবগণ ।

প্রশংসিয়া রামে ক'ন,—কোন প্রভু রাম-সম কুপা-নিকেতন ? ২৩২

সান্নাধ্যম—শ্রীরাম বলিতে লাগিলেন,—হে লক্ষণ ! স্বর্গ্যকে যদি অন্ধকার গ্রাস
করে, মশকের ফুৎকারে যদি গিরি উড়িয়া যায়, তাহা বরণ শম্ভব কিন্তু পবিত্র
ভরতের কখনও রাজ্য-মদে অহঙ্কার হইবে না । ভরতের গুণাবলী কীর্তন করিতে করিতে
রঘুরাজ প্রেম-সমুদ্রে মগ্ন হইবেন । দেবতাগণ ভরতের প্রতি রামের প্রেম দেখিয়া রামকে
প্রশংসা করিতে লাগিলেন ২৩৩ ।

চৌ—জোঁ ন হোত জগ জনম ভরত কো । সকল ধরম ধুর ধরনি ধরত কো ॥

কবি কুল অগম ভরত গুন গাথা । কো জানই তুম্ বিম্ব রঘুনাথা ॥৭॥

লখন রাম সিয় স্তনি স্তর বানী । অতি স্তখু লহেউ ন জাই বখানী ॥

ইহাঁ ভরতু সব সহিত সহাএ । মন্দাকিনী পুনীত নহাএ ॥২॥

সরিভ সন্নীপ রাধি সব লোগা । মাগি মাতু গুর সচিব নিয়োগা ॥

চলে ভরতু জই সিয় রঘুরাজি । সাথ নিবাদনাথু লঘু ভাজি ॥৩॥

সমুখি মাতু করন্তব সকুচাহী । করত কুত্তরক কোটি মন মাহী ॥

রামু লখনু সিয় স্তনি মম নাউ । উঠি জনি অ নত জাহি এতি ঠাউ ॥৪॥

দোহা— মাতু মতে মজ্ মানি মোহি জো কছু করহি সো থোর ।

অঘ অবগুন ছমি আদরহি সমুখি আপনী ওর ॥২৩৩॥

বাংলা অর্থ—ধুর—ভার ; নিয়োগ—আদেশ ; নাউ—নাগ অনন্ত—অন্ত ;

ঠাউ—স্থান ; মতে মছ—মতামুসারে ; আপনী ওর—আপন দৃষ্টিভঙ্গি ; ধোর—অন্ন ;
অঘ—পাপ ; অবগুণ—অপগুণ ; (দো—২৩৩)

চৌ—ধরতে ভরত-জন্ম যদি না ঘটিত । সকল ধরম-ভার কে তবে বহিত ?

ভরতের গুণ-গাথা কবির অগম । তুমি বিনা কেবা বুঝে তাহার মরম ? ১॥

লক্ষ্মণ ও রাম-সীতা শুনি' সুর-বাণী, অতি সুখ লভিলেন না যায় বাখানি ॥

এদিকে ভরত তবে সহ নিজ জন । পুত মন্দাকিনী-জ্ঞান করি' সমাপন,— ২॥

তটিনী-সমীপে রাখি' সব দল বল, মাতৃ-গুরু-মন্ত্রি-আজ্ঞা লইয়া কেবল,

সীতা-রাম-সকাশেতে করেন গমন । গৃহকে শত্রুয়ে তথা নিজ সাথে ল'ন ॥৩॥

ভরতে সঙ্কোচ জাগে মাতৃকার্য স্মরি' । অসংখ্য কৃতকৈ তাঁর মন গেল ভরি'—
সীতা ও লক্ষ্মণ, রাম শুনি' মম নাম । স্থান ত্যজি' স্থানান্তরে পাছে বুঝি যান ॥৪॥

দোহা— মাতৃ-মতামুগ মানি' তবু মোরে শাস্তি অন্ন করিয়া বিহিত,

পাপ ও অগুণ ক্ষমি' নিজগুণে করিবেন আদরে ভোষিত ॥২৩৩॥

সান্নিধ্য—দেবগণ বলিলেন,—ভরতের যদি সংসারে জন্ম না হইত, তবে
পৃথিবীতে সম্পূর্ণ ধর্মের ভার কে ধারণ করিত ? হে রঘুনন্দন ! তুমি ভিন্ন ভরতের
গুণ বর্ণনা করিতে কেহই সমর্থ হইবে না । তাঁহার দৈব-বাণী শুনিয়া অবর্ণনীয়
সুখ অনুভব করিলেন । এদিকে ভরত মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া মাতা, গুরু ও মন্ত্রীর
পন্থমতিতে নদীতীরে সকলকে রাখিয়া নিষাদ-পতি সহ রঘুদাজের সহিত সাক্ষাৎ
করিতে চাহিলেন ॥২৩৩॥

চৌ—জোঁ পরিহরহিঁ মলিন মনু জানী । জোঁ সনমানহিঁ সেবকু মানী ॥

মোরেঁ সরন রামহি কী পনহী । রাম সুস্বামি দোস্ত সব জনহী ॥১॥

জগ জস ভাজন চাতক মীনা । নেম পেম নিজ নিপুন নবীনা ॥

অস মন গুনত চলে মগ জাতা । সকুচ সনেই সিখিল সব গাতা ॥২॥

ফেরতি মনহুঁ মাতৃ কৃত খোরী । চলত ভগতি বল ধীরজ ধোরী ॥

জব সমুখত রঘুনাথ সুভাউ । তব পথ পরত উতাইল পাউ ॥৩॥

ভরত দস। তেহ অবসর কৈসী । জল প্রবাহঁ জল অলি গতি জৈসী ॥

দেখি ভরত কর সোচু সনেছু । ভা নিবাদ তেহি সময় বিদেছু ॥৪॥

দোহা— লগে হোন মঙ্গল সগুন স্ননি গুনি কহত নিষাদু ।

মিটিছি সোচু হোইছি হরষু পুনি পরিনাম বিষাদু ॥২৩৪॥

বাংলা অর্থ—সনমানহিঁ—সন্মান করে ; পনহী—পরিধানের জুতা ; জনহী—
দীনের ; গুনত—গণিয়া, বিবেচনা করিয়া ; মনহুঁ—মানিয়া লও ; ফেরতি—ঘুরিয়া
ফিরিয়া আসিল ; উতাইল—তাড়াতাড়ি ; জল অলি—জলের ঘূর্ণাবর্ত ; হোন লগে—
বহিতে লাগিল ; গুনি—বিচার করিয়া ; ধোরী—ধূব্ব বোঝা ; (দো—২৩৪)

চৌ—যদি মোরে ভ্যজিবেন দুষ্ট মন জানি'। অথবা সম্মান দেন নিজ ভৃত্য মানি' ॥

রামের পাত্ৰকা শুধু শরণ আমার। রাম প্রভু, আমি দাস লব দোষ-ভার ॥১॥

ধরাতে বশের ভাগী চাভক ও মীন। প্রেম-নীতি দৌঁছা রাখে নিপুণ নবীন ॥
মনে মনে হেন চিন্তি' চলি' মার্গ' পরে। সঙ্কোচে প্রেমেতে গাত্রে শিথিলতা ভরে ॥২

মাতৃকৃত-পাপ মনে স্মরি' চলিলেন। ভকতি-দীপ্ততা মনে মনে পুষিলেন ॥

রাখব-স্বভাব মনে বুঝেন যখন। করেন উত্তলা হ'য়ে চরণ-ক্ষেপণ ॥৩॥

ভরতের দশা হ'ল কেমন তখন। জলের প্রবাহে জল-কীটের যেমন ॥

হেরি' তদা ভরতের শোক ও গীরিতি। ঘটি' গেল নিষাদের শরীর-বিস্মৃতি ॥৪॥

দোহা— হইতে লাগিল শুভচিহ্ন সব শুনি' কহে গণিয়া নিষাদ।

শোক মিটে যাবে লভিবে হরষ পরিণামে কিন্তু যে বিষাদ ॥২৩৪॥

সান্ন্যাসার্থ—ভরত পথে চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলেন,—প্রভু আমাকে মাতার অনুবর্তী বলিয়া ত্যাগ করেন, অথবা সেবক বলিয়া সম্মান দেন, বাহাই করুন রামের পাত্ৰকায় শরণাপন্ন হইলাম। মাতার দুর্কার্য মনকে আলোড়ন করিতেছিল, কিন্তু ভরত ভক্তি-বলে ধৈর্য্য ধরিয়া রঘুনাথের স্বভাবের কথা স্মরণ করিয়া উদ্বেগ-ভরে চলিতেছিলেন। ভরতের চিন্তাধারা ৫ ভক্তির আশ্রয় দেখিয়া নিষাদ বালিলেন,—আপনার আশঙ্কা দূর হইবে এবং আনন্দজনক পরিবেশ হইবে, কিন্তু পরিণামে আপনার বিষাদ হইবে, তাহা লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতেছি ॥২৩৪॥

চৌ—সেবক বচন সত্য সব জানে। আশ্রম নিকট জাই নিঅরানে ॥

ভরত দীক্ষ বন সৈল সমাজু। মুদিত ছুধিত জমু পাই স্ননাজু ॥১॥

ঐতি ভীতি জমু প্রজা দুখারী। ত্রিবিধ তাপ পীড়িত গ্রহ মারী ॥

জাই সুরাজ সুদেস সুখারী। হোহি' ভরত গতি তেহি অনুহারী ॥২॥

রাম বাস বন সম্পতি ভ্রাজা। সুখা প্রজা জমু পাই সুরাজা ॥

সচিব বিরাম বিবেকু নরেন্দ্র। বিপিন সুহাবন পাবন দেসু ॥৩॥

ভট জয় নিয়ম সৈল রজধানী। সান্তি সুরতি সুরি সুরন্দর রানী ॥

সকল অঙ্গ সম্পন্ন সুরাউ। রাম চরন আশ্রিত চিত চাউ ॥৪॥

দোহা— জীতি মোহ মহিপালু দল সহিত বিবেক ভুআলু।

করত অকণ্টক রাজু পুর' সুখ সম্পদা সুকালু ॥২৩৫॥

বাংলা অর্থ—নিঅরানে—নিকটবর্তী হইল; স্ননাজু—স্নানোৎসব; ঐতি—বিপদ; গ্রহ—ক্রুর গ্রহ; মারী—মহামারী; সুরাজ—সুন্দর রাজ্য; ভ্রাজা—শোভিত হইল; জমু—যম (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ); ভট—সেনা; নিয়ম—(শোচ, লস্বেষ, তপ, বাধ্যাচ, ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি); সুরাউ—শ্রেষ্ঠ রাজ্য; চাউ—আনন্দ বা উৎসাহ; রাজ্যাজ—(স্বামী, অমাত্য, সূহৃদ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, সেনা) জীতি—জয় করিয়া; সান্তি—শান্তি; ভুআলু—ভূপাল, রাজা; (দো—২৩৫)

চৌ—ভরত সেবক-বাক্য সত্য মানি' নিল। আশ্রম-সমীপে নিজ গিয়া পঁহুছিল।
ভরত হেরিলা যত পর্বত-কানন। তাহে দৃষ্ট যেন কেহ লভে সুভোজন ॥১॥
বিপদের ভয়ে যথা প্রজা প্রপীড়িত। ত্রিতাপ-গ্রাসিত তথা মারী-ভয়-ভীত ॥
সুদেশে সুরাজ্যে গিয়া সুখী মনে করে। ভরতের দশা যেন তাহা অনুসরে ॥২॥
রাম-বাসে বনস্পতি হ'য়েছে শোভিত। সুরাজ্য লভিয়া যেন প্রজা প্রমুদিত ॥
বৈরাগ্য সচিব তথা বিবেক নরেশ। কানন হ'য়েছে যেন সুপাবন দেশ ॥৩॥
†যম ও *নিয়ম সেনা শৈল রাজধানী। শাস্তি ও সুরতি শুচি অনুপমা রাণী ॥
সুরাজার রাজ্য-অঙ্গ হ'য়েছে শোভিত। রাম-পদাশ্রয় চাহে চিত্ত আনন্দিত ॥৪॥
দোহা— দল বল সহ মোহ মহীপালে করিয়াছে জয় বিবেক-ভূপাল।

অকটক রাজ্য ক'রেছে স্থাপন, সুখে ভরপূর, এসেছে সুকা ল ॥২৩

সান্নিধ্য—ভরত নিষাদের কথা সত্য মানিয়া আশ্রমের নিকট গিয়া উপস্থিত
হইলেন। তখন তাঁহার অনির্দমনীয় আনন্দ হইয়াছিল। †যমর বাসের ভয় বনের
সম্পদ দেখিয়া মনে হইল, যেন বিবেক রাজ্য, বৈরাগ্য মন্ত্রী, সুন্দর বন যেন পবিত্র
দেশ, পর্বত যেন রাজধানী, শাস্তি ও সুরতি যেন রাণী, এই সকল রাজ্যঙ্গসম্পন্ন সুন্দর
রাজ্য সেই রাম-চরণাশ্রিত হইয়া সন্তুষ্ট আছে। জ্ঞান-রূপী রাজ্য যেন মোহ-রূপ অস্ত্র
সকল রাজ্যকে জয় করিয়া নিরাপদে রাজত্ব করিতেছে ॥২৫॥

চৌ—বন প্রদেশে মুনীবাগ ঘনরে। জম্বু পুর নগর গাউ' গন খেরে ॥
বিপুল বিচিত্র বিহগ যুগ নানা। প্রজা সমাজু ন জাই বখানা ॥১॥
খগহা করি হরি বাঘ বরাহা। দেখি মহিষ বৃষ সাজু সরাহা ॥
বয়রু বিহাই চরহি' এক সজা। জই তই মনছ' সেনচতুরঙ্গা ॥২॥
ঝরনা করহি' মত্ত গজ গাজহি'। মনছ' নিসান বিবিধি বিধি বাজহি' ॥
চক চকোর চাতক স্ক পিক গন। কুজত মঞ্জু মরাল মুদিত মন ॥৩॥
অলিগন গাবত নাচত' মোরা। জম্বু সুরাজ মঙ্গল চহু ওরা ॥
বেলি বিটপ তুন সফল সফল। সব সমাজু মুদ মঙ্গল মূলা ॥৪॥

দোহা— রাম সৈল সোভা নিরখি ভরত হৃদয়' অতি পেমু।

তাপস তপ ফলু পাই জিমি সুখী সিরানে নেমু ॥২৩৬॥

বাংলা অর্থ—ঘনরে—ঘন-সন্নিবিষ্ট আছে; জম্বু—যেন; খেরে—সুদ্র গ্রাম; খগহা
—গণ্ডার; হরি—সিংহ; বয়রু—বৈরতা; চতুরঙ্গ—অশ্বরোহী, পদাতিক, গজারোহী,
রথারোহী; গাজহি—গর্জন করিতেছে; চহুওরা—চারিদিকে; বেল—বলী; সিরানে
—শেষ হইলে; করি—করী, হতী; (দোহা—২৩৬)

†যম—অহিংসা, সত্য, অস্তর, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ।

*নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরচিন্তা।

চৌ—বন-দেশে স্থিত যত মুনিগণ ধাম । তা'রা যেন ছোট বড় পুর তথা গ্রাম ॥
 বিচিত্র বিহঙ্গ বহু তথা পশুগণ । প্রজার সমাজ রচেনা যায় বর্গন ॥১॥
 শশক ও সিংহ, হস্তী, বাঘ ও শূকরে । মহিয়ে ও বুয়ে মিলি' ভাল সাং ধরে ॥
 বৈর ভেয়াগিয়া সবে একসাথে চরে । চতুরঙ্গ সেনা যেন সর্বত্র বিহরে ॥২॥
 ঝর্ণা 'পরে মস্ত গজ করিছে গর্জন । মনে হয় তাহে যেন দামামা-নিঃশ্বসন ॥
 চকোর, চাতক, শুক তথা পিকগণ । মধুর কুজিছে হংসগণ ছুট্ট মন ॥৩॥
 মঘুরে নর্দন করে, অলি গায় গান । শুভ রাজ্য চারিভিতে যেন বিজ্ঞান ॥
 বক্সী, তুণ, মহীরাহ সকল সফল । সকল সমাজ হর্ষ মঙ্গলের মূল ॥৪॥

দোহা— রাম-শৈল-শোভা ভরত হেরিলা প্রেমে তাঁ'র হৃদয় ভরিলা ॥
 ত্রত উদ্ধাপিয়া স্থখী হ'য়ে যেন তপস্রার ফল তাপস লভিলা ॥২৩৬॥

সান্নাধ্য—সেখানকার মুনিগণের আশ্রমগুলি যেন নগর, বিচিত্র পশু-পক্ষী
 যেন প্রজাদল, হস্তী, সিংহাদি পশু পরস্পর শত্রুতা ভুলিয়া একত্রে বিচরণ করিতেছে ।
 মনে হয় যেন উহার চতুরঙ্গ সেনা । ঝর্ণা ও মস্ত গজের গর্জন হৃদুভির স্থায় ধ্বনিত
 হইতেছে, যেন চারিদিকে মঙ্গলময় স্তম্ভের রাজত্ব বসিয়াছে । রাম-শৈলে চিত্রকূটের
 অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভরতের ভক্তি দৃঢ়তম হইল । তিনি আনন্দে বিভোর
 হইলেন ॥২৩৬॥

মাসপারায়ণ বিংশ বিশ্রাম

সমাপিয়া বিশ দিন মাসপারায়ণে । নমিছে এ দীন ভক্ত ত্রীরাম-চরণে ॥

চৌ—তব কেবট উ'টে চট্টি খাঙ্কি । কহেউ ভরত সন ভুজা উঠাই ॥
 নাথ দেখিঅছি' বিটপ বিসালা । পাকরি জম্বু রসাল তমালা ॥১॥
 জিন্হ তরুবারম্হ মধ্য খট্ট সোহা । মঞ্জু বিসাল দেখি মনু মোহা ॥
 নীল সঘন পল্লব ফল লালা । অবিরল ছাঁহ সুখদ সব কালা ॥২॥
 মানছ' ভিন্নির অরুনময় রাসী । বিরচী নিধি সঁকৈলি সুষমা সী ।
 এ তরু সরিত সঙ্গীপ গোসাঁই । রঘুবর পরনকুটী জহঁ ছাই ॥৩॥
 তুলসী তরুবার বিবিধ সুহাএ । কছ' কছ' সিয়' কছ' লখন লগাএ ॥
 বট ছায়' বৈদিকা বনাই । সিয়' নিজ পানি সরোজ সুহাই ॥৪॥

দোহা— জহাঁ বৈঠি মুনিগন সহিত নিত সিয় রামু সুজান ।

সুনহি' কথা ইতিহাস সব আগম নিগম পুরান ॥২৩৭॥

বাংলা অর্থ—পাকরি—পাকুড় বৃক্ষ ; খাই—খাইল ; রসাল—আম্র বৃক্ষ ; বটু—
 বট বৃক্ষ ; মোহা—মুগ্ধ হইল ; সঘন—ঘন-গম্ভিৰ ; লালা—রক্তবর্ণ ; সঙ্কেলি—সঙ্কলন
 বা সংগ্রহ করিয়া ; ছাই—হাইয়াছেন বা পত্রাচ্ছাদিত করিয়াছেন ; সুজান—সুজানী ;
 সুষমা—সৌন্দর্য্য ; অরুনময়—রক্তিমাময় ; এ তরু—এই বৃক্ষ ; (দোহা—২৩৭)

চৌ—তখন নিষাদ নিজে উপরে উঠিল। উক্কে দুটি হাত তুলি' ভরতে কহিল ॥
 হে নাথ ! দেখুন দূরে বিটপ বিশাল। পাকুড় ও জম্বু বন্ধ, রসাল, তমাল ॥১॥
 তরুবরগণ-মাঝে শোভে তরু বট। চারু ও বিশাল হেন মোহে চিত্ত-পট ॥
 ঘন-শ্যাম কিসলয় লাল ফুল ধরে। সুখদ বজ্রল ছায়া সদা দান করে ॥২॥
 কৃষ্ণ রক্ত বর্ণে মিলি' সুসমা রচিয়া। বিধি বিরচিল। শোভা অপূর্ব করিয়া ॥
 তটিনীর কুলে এই বট-তরু-তলে। রঘুবর-পর্ণকুটী র'য়েছে বিরলে ॥৩॥

বিবিধ তুলসী তরু গানস-মোহন। কোথা বা জানকী, কোথা রোপিতা লক্ষ্মণ ?
 বটচ্ছায়ে বেদী এক র'য়েছে শোভিত। সীতা চারু কর-পদ্মে করেছে রচিত ॥৪॥
 দোহা যেথা নিত্য বসি' মুনিগণ-সহ সীতা-রাম সহিত সুজন ॥

আগম-নিগম-পুরাণ-কাহিনী-ইতিহাস করেন শ্রবণ ॥২৩৭॥

সান্ন্যাস—নিষাদ হাত তুলিয়া ভরতকে রামের কুটীর দেখাইতে উত্তম হইয়া
 বলিলেন,—ঐ সুন্দর বিশাল বটগাছ শোভা পাইতেছে, ঐ বটগাছের নীচে রঘুবর
 পর্ণ-কুটীর বাঁধিয়াছেন, সেখানে সীতা ও লক্ষ্মণের রোপিত তুলসী-গাছগুলি সুন্দর
 শোভা ধরিয়াছে। সীতা বহুশ্রেণে সেই বটগাছের নীচে মনোহর বেদী নির্মাণ
 করিয়াছেন। তথায় মুনিগণের সহিত শ্রীরাম বেদ-পুরাণাদি শুনিয়া থাকেন ॥২৩৭॥

চৌ—সখা বচন সুন বিটপ নিহারী। উমগে ভরত বিলোচন বারী ॥

করত প্রণাম চলে দৌড় ভাঙ্গি। কহত প্রীতি সারদ সকুচাঙ্গি ॥১॥

হরষহি' নিরখি রাম পদ অঙ্ক। মানছ' পারসু পায়উ রন্ধা ॥

রজ সির ধরি হিয়' নয়ন নহি লাবহি'। রঘুবর মিলন সরিস সুখ পাবহি' ॥২॥

দেখি ভরত গতি অকথ অতীবা। প্রেম মগন মৃগ খগ জড় জীবা ॥

সখহি সনেহ বিবস মগ ভুল। কহি সুপন্থ সুর বরষহি' ফুলা ॥৩॥

নিরখি সিদ্ধ সাধক অমুরাগে। সহজ সনেছ সরাহন লাগে ॥

হোত ন ভুতল ভাউ ভূত কো। অচর সচর চর অচর করত কো ॥৪॥

দোহা— পেম অমিত মন্দর বিরছ ভরতু পয়োদি গাঁভীর।

মথি প্রগটেউ সুর সাধু হিত কুপাসিদ্ধু রঘুবীর ॥২৩৮॥

বাংলা অর্থ—উমগে—উখলিত হইল; সারদ—সরযতী; সকুচাই—সকুচত হ'ন;
 পারসু—স্পর্শমণি; লাবহি'—লাইলেন, স্পর্শ করাইলেন; সরাহন লাগে—প্রশংসা
 করিতে লাগিলেন; মথি—মণিত করিয়া; প্রগটেউ—উখিত হইল; (দো—২৩৮)

চৌ—সখার বচন শুনি' বিটপ নেহারি'। ভরত-লোচনে তদা উখলিল বারি ॥

প্রণাম করিয়া চলে ভাই দুই জন। সে প্রীতি বর্ণিতে বানী সঙ্কুচিত-মন ॥১॥

রামের পদাঙ্ক হেরি' হেন হরষিল। পরশ-পাথর যেন দরিজ লভিল ॥

পদ-রজ ধরি' শিরে, হৃদয়ে, আঁখিতে। রাঘব-মিলন-সুখ লাগেন ভুঞ্জিতে ॥২॥

ভরতের ভাব হেরি' অবর্ণ্য অতীত । প্রেমোত্তে মগন মৃগ-খগ-জড়-জীব ॥
 সখাও বিবশ স্নেহে পথ বিন্মরিল।। স্পপথ কহিয়া সুরে পুষ্প বরষিলা ॥৩॥
 সিদ্ধ ও সাধক হেরি' ভয়ে অনুরাগে । সহজ পীরিতি তাঁর প্রশংসিতে লাগে ॥
 ভরত জনম যদি বিখে না হইত । চরাচরে হেন প্রেম কে আর বর্ষিত ? ৪॥
 দোহা— প্রেমে স্মৃধা জানো বিরহে মন্দর ভরতে গভীর পারাবার ।

সুর-সাধু-হিতে মথিছেন রাম কৃপাসিদ্ধি সে সিদ্ধি অপার ॥২৩৮॥

সান্নিধ্য—নিবাদের কথা শুনিয়া ও বট-দৃক্ষ স্বচক্ষে দেখিয়া ভরত অশ্রু-নীরে
 আপ্ত হইলেন । তাঁহাদের সেই অবর্ণনীয় প্রেম বর্ণনা করিতে বীণাপাণিও পরাস্ত
 হ'ন । শ্রীরামের পদচিহ্ন দেখিয়া দরিত্রের স্পর্শমণি প্রাপ্তির তায় ভরত আনন্দিত
 হইলেন, এবং সেই ধূলি মস্তকে স্পর্শ করিয়া রাম-মিলনের সুখানুভব করিলেন ।
 ভরতের সেই পুলক-মূর্ত্তি দর্শনে পশুপক্ষীও প্রেমে মুগ্ধ হইল । নিষাধ প্রেমে মগ্ন
 হইয়া পথ ভুলিলেন । তখন দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া পথ দেখাইলেন । সিদ্ধগণ
 ভরতের ভক্তিতে অনুরক্ত হইয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন । সেখানে রঘুনাথের
 বিরহ মন্দর-পর্বত হইল, ভরত হইলেন যেন সমুদ্র, ঐ সমুদ্র মহনে সাধু ও দেবতার
 হিতের জন্ত রাঘব-প্রেম-রূপ অমৃত উৎপন্ন হইল ২৩৮॥

চৌ—সখা সমেত মনোহর জোটা । লখেউ ন লখন সঘন বন ওটা ॥

ভরত দীখ প্রভু আশ্রয় পাবন । সকল স্তমজল সদনু স্নাহাবন ॥১॥

করত প্রবেশ মিটে দুখ দাবা । জন্ম জোগী পরমার্থু পাবা ?

দেখে ভরত লখন প্রভু আগে । পূঁছে বচন কহত অনুরাগে ॥২॥

সীস জটা কটি মুনি পট বাঁধে । তুন কসে কর সন্ন ধনু কাঁধে ॥

বেদী পর মুনি সাধু সমাজু । সীম সহিত রাজত রঘুনাথু ॥৩॥

বলকল বসন জটিল তনু স্ত্রীমা । জন্ম মুনিবেশ কীন্হ রতি কামা ॥

কর কমলনি ধনু সায়কু ফেরত । জিয় কী জরনি হরত হঁসি হেরত ॥৪॥

দোহা— লসত মঞ্জু মুনি মণ্ডলি মধ্য সীম রঘুচন্দ্র ।

গ্যান সন্ত । জন্ম তনু ধরে' ভগতি সচ্চিদানন্দ ॥২৩৯॥

বাংলা অর্থ—জোটা—জুড়ি, হুইজন ; ওটা—আবরণ ; দাবা—দাবানল ; মুনি পট
 —মুনিগণের যোগ্য বস্ত্র (বন্ধল) ; কসে—বন্ধ ; সন্ন—শব্দ ; জটিল—জটাবারী ; ফেরত
 ফিরিতেছে (সঙ্গে আছে) ; জরনি—জালা ; হরত—দূর হয় ; লসত—শোভা পাইলেন ;
 হঁসি হেরত—উপহাসের সহিত দেখিলেও ; (দো—২৩৯)

চৌ—সখা-সহ মনোহর এ' হেন যুগ্মেরে । ঘন-বনাশ্রম হ'তে লক্ষণ না হেরে ।

ভরত হেরিলা পুত প্রভু-নিকেতন । মনোহর তথা সর্ব-মঙ্গল-সদন ॥১॥

প্রবেশের কালে মিটে দুখ-দাবানল । যোগী যেন লভিতেছে পরমার্থ-ফল ॥

রাম-পার্শ্বে হেরিলেন ভরত লক্ষণে । সত্য তিরুত তাঁ'র বখোব বৎসনে ॥২॥

শিরে জটা, কটি 'পরে মুনি-বস্ত্র-ধর। তুণ-বন্ধ করে, শর, ধনু স্বক 'পর ॥
 বেদী 'পরে রহে মুনি সাধুর সমাজ। সীতা-সহ শোভিছেন রাম রঘুরাজ ॥৩॥
 পরণে বক্ষল, শিরে জটা, কায় শ্রাম। সীতা-রাম মুনি-বেশে যেন রতি-কাম ॥
 কর-পাশে শোভা পায় ধনু তথা বাণ। দিব্য হাসি করে হিয়া-জালা-অবসান ॥৪॥
 দোহা— মুনিগণ-মাত্রে সীতা-রাম-স্থিতি ধরে হেন শোভা মনোহর।

জ্ঞান-সভা-মাত্রে ভকতি-আনন্দ শোভে যেন হ'য়ে তনুধর ॥২৩৯॥

সান্ন্যাস—নিবাদ-গহ ভরত মঙ্গলাঙ্গদ, পবিত্রময় প্রভুর সুন্দর আশ্রম দেখিলেন।
 আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পরমার্থ-লাভকারী যোগীর হায়ে ভরতের হৃৎকরুণ দাবানল
 চির-নিবৃত্ত হইল। তিনি জিজ্ঞাসু লক্ষ্মণকে, জটা, বন্ধল, তুণীর ও ধনুর্কাণ-সম্বলিত
 সপ্রেম-প্রভাত্তর-দানকারী রামকে এবং মুনি-বেষ্টিত সীতাকে দেখিলেন। সেই আলোচনা-
 সভাতে ভক্তি ও সচ্চিদানন্দ-মুক্তি সীতা ও রাম উপস্থিত ছিলেন ॥২৪০॥

চৌ—সান্ন্যাস সখা সমেত মগন মন। বিসরে হরষ সোক সুখ দুখ গন ॥
 পাহি নাথ কহি পাহি গোসাই। ভূতল পরে লকুট কী নাই ॥১॥
 বচন সপ্রেম লখন পহিচানে। করত প্রণাম ভরত জিয়' জানে ॥
 বন্ধু সনেহ সরস এহি ওরা। উত্ত সাহিব সেবা বস জোরা ॥২॥
 মিলি ন জাই নহি' গুদরত বনই। স্বকবি লখন মন কী গতি ভনই ॥৩॥
 রহে রাখি সেবা পর ভারু। চটী চঙ্গ জমু খেঁচ খেলারু ॥৩॥
 কহত সপ্রেম নাই মহি মাথা। ভরত প্রণাম করত রঘুনাথ ॥
 উঠে রামু শুনি পেম অদীর। কহ' পট কহ' নিবঙ্গ ধনু তীর ॥৪॥

দোহা— বরবস লিএ উঠাই উর লাএ রূপানিধান।

ভরত রাম কী মিলনি লখি বিসরে সবহি অপান ॥২৪০॥

বাংলা অর্থ—বিসরে—বিস্মরিলেন, ভুলিলেন; পাহি—রক্ষা করন; লকুট—দণ্ড;
 নাই—তুণ্য; এহি ওরা—এদিকে; উত্ত—অপর দিকে; গুদরত বনাই—উপেক্ষা করা;
 ভনই—বলিবেন; চঙ্গ—ঘুঁড়ি; খেঁচ—আকর্ষণ করিতেছে; খেলারু—খেলোয়ার;
 নাই—নত করিয়া; বরবস—জবরদস্ত, জোর করিয়া; অপান—আপনাকে (৫৫—২৪০)
 চৌ—সান্ন্যাস সখার সহ ভরত-মানস। বিস্মরিল সুখ, দুঃখ, শোক ও হরষ ॥

রক্ষ রক্ষ প্রভো! মোরে, বজ্র-কণ্ঠে ক'ন। পাদ-মূলে যষ্টি-সম ভূমিতলে র'ন ॥১॥

সপ্রেম বচনে সব লক্ষণ জানেন। নমেন ভরত ইহা হৃদয়ে বুঝেন ॥

এক দিকে ভ্রাতৃ-স্নেহ অপার সরস। অজ্ঞাতঃ সেবার হেতু প্রভু-পরবশ ॥২॥

মিলিতে না পারে ভবু নারে উপেক্ষিতে। স্বকবি লক্ষণ-দশা পারে কি বর্ণিতে?
 সেবাতে নিযুক্ত রাখে বটে আপনারে। খেলোয়াড় তাঁনে যেন উড়ন্ত ঘুড়িরে ॥৩॥

সপ্রেমে লক্ষণ ক'ন ভূমি 'পরে নত। আপনারে নমিছেন রাঘব! ভরত ॥

উঠি' রাম ভাষা শুনি' প্রেমোত্তে অদীর। কোথা বস্ত্র তুণীর বা কোথা ধনু-তীর? ৪১

দোহা— সবলে উঠা'য়ে হিয়া-মাঝে তা'রে কুপালু করেন আলিঙ্গন।

ভরত-রামের প্রীতি হেরি' হ'ল সবাকার আত্ম-বিস্মরণ ॥২৪০॥

সান্নিধ্য—শক্র, নিষাদ ও ভরত শ্রীরামের শ্রীচরণ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।
হর্ষ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ সমস্ত ভুলিয়া—‘হে নাথ! ক্ষমা কর’, ‘প্রভু! রক্ষা কর’—বসিতে
বসিতে শ্রীরামের চরণের অনতিদূরে যষ্টির ছায়া পতিত হইলেন। ভরতের সেই
প্রেম-পূর্ণ বাণী শুনিয়া লক্ষণ বুঝিলেন, ভরত প্রণাম করিতেছে। রাম-শেবাতে নিযুক্ত
লক্ষণের মন তখন রামের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। তখন প্রেম-ভরে লক্ষণ রামকে বলিলেন,
ভরত আপনাকে প্রণাম করিতেছেন। তাহা শুনিয়া কৃপাদিষ্ট রাম স্নেহে ভরতকে ডুলিয়া
গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন ॥২৪০॥

চৌ—মিলনি প্রীতি কিমি জাই বখানী। কবিকুল অগম করম মন বানী।

পরম প্রেম পূরন দোউ ভাই। মন বুদি চিত্ত অহমিতি বিসরাই ॥১॥

কহছ সুরপেম প্রগট কো করই। কেহি ছায়া কবি মতি অনুসরই ॥

কবিহি অরথ আখর বলু সাঁচা। অনুহরি তাল গতিহি নটু নাচা ॥২॥

অগম সনেহ ভরত রঘুবর কো। জই ন জাই মনু বিদি হরি হর কো ॥

সো মৈ কুমতি কহোঁ কেহি ভাঁতী। রাজ সুরাগ কি গাঁওর তাঁতী ॥৩॥

মিলনি বিলোকি ভরত রঘুবর কী। সুরগন সময় ধকধকী ধরকী ॥

সমুঝায়ে সুরগুরু জড় জাগে। বরষি প্রসূন প্রসংসন লগে ॥৪॥

দোহা— মিলি সপেম রিপুসূদনহি কেবটু ভেঁটেউ রাম।

ভুরি ভায়' ভেঁটে ভরত লছিমন করত প্রনাম ॥২৪১॥

বাংলা অর্থ—অগম—অগম্য; অহমিতি—অহঙ্কার; অরথ—অর্থ; সাঁচা—

সত্য; অনুহরি—অনুসরণ করিয়া; গাঁওর তাঁতী—গাওরের তাম্র; রাজ—বাড়ি;

ধকধকী—হৃদকম্প হইল; ধরকী—হৃদয়ের; জড়—মৃগ; জাগে—সজাগ হইয়াছে;

ভুরি ভায়'—প্রেমপূর্ণ ভাবে; (দো—২৪১)

চৌ—মিলনের প্রীতি কেবা বল বাখানিবে? কর্ম-মন বাক্যে কবি তাহা না পারিলে

পরম প্রেমতে পূর্ণ দু'ভাই হইল। অহঙ্কার-মনোবুদ্ধি আত্মা বিস্মরিল ॥১॥

সুপ্রেম-বর্ণনা বল কোন কবি করে। কবি-মতি ছায়া মাত্র শুধু অনুসরে ॥

অর্থ ও অঙ্কুর-বলে কবি বল ধরে। তাল অনুসরি' যথা নট নৃত্য করে ॥২॥

ভরত ও রাম-প্রীতি কহা নাহি যায়। ব্রজা-বিষ্ণু-শিব-মন না যায় যেথায় ॥

অন্ধ মতি কেমনে বা সে প্রীতি বর্ণিবে। ঘাসের তন্তুতে কি গো সুরাগ ধরিবে? ও

নিরখিয়া রঘুবর-ভরত-মিলন। ভয়ে ভীত দেবগণ হৃদয়ে কম্পন ॥

সুর-গুরু বুঝাইলা মূঢ়েরা বুঝিল। পুষ্প বরষিয়া সব উচ্চ প্রশংসিল ॥৪॥

দোহা— ‘মিলি’ প্রেম-ভরে শত্রু সন্থিত গুহক করেন আলিঙ্গন।

অতি প্রেম-ভরে ‘আলিঙ্গন করি’ প্রণমিলা ভরতে লক্ষণ ॥২৪১॥

সান্নিধ্য—রাম ও ভরতের সেই মধুর মিলন এবং প্রেমের উৎস অবর্ণনীয়।
 হৈ। কবির মনের ও বাক্যের অগোচর। দুই জনই প্রেমাত্মক। যুগ হইয়া মন,
 বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার ভুলিলেন। এই প্রেম বর্ণনে কবি-বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয়। কবি
 কাব্য ও ভাষার চাতুর্য-ধারা সেই প্রেম বর্ণনে অসমর্থ। ভক্ত ও রাঘবের প্রেম
 ব্রহ্মা ও হরিশ্চরের বুদ্ধির অগম্য। এই মিলন দেখিয়া দেবগণের ভয়ের সঞ্চার হইলে
 বৃহস্পতি তাঁহাদিগকে সে তত্ত্ব বুঝাইলেন। তখন দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।
 ককণাসিন্ধু রাম শত্রুঘ্নকে সঙ্গেমে আলিঙ্গন করিয়া নিষাদকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন।
 লক্ষ্মণ অতি শ্রদ্ধার সহিত ভরতকে প্রণাম করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ২৪১॥

চো—ভেঁটেউ লখন ললকি লঘু ভাঞি । বহুরি নিষাদু লীনহ উর লাঞি ॥
 পুনি মুনিগন দুহু ভাইনহ বন্দে । অভিমত আসিস পাঁই অনন্দে ॥১॥
 সানুজ ভরত উমগি অনুরাগা । ধরি সির সিয় পদ পছুম পরাগা ॥
 পুনি পুনি করত প্রণাম উঠাএ । সির কর কমল পরসি বৈঠাএ ॥২॥
 সীয়া অসীস দীনহি মন মাহী । মগন সনেই দেহ স্মিদি নাই ॥
 সব বিধি সানুকুল লখি সীতা । ভে নিসোচ উর অপডর বীতা ॥৩॥
 কোউ কিছু কহই ন কোউ কিছু পুঁছা । প্রেম ভরা মন নিজ গতি ছুঁছা ॥
 তেহি অবসর কেবটু ধীরজু ধরি । জোরি পানি বিনবত প্রণাম্য করি ॥৪॥

দোহা— নাথ সাথ মুনিনাথ কে মাতি সকল পুর লোগ ।

সেবক সেনপ সচিব সব আএ বিকল বিয়োগ ॥২৪২॥

বাংলা অর্থ—ললকি—দ্বিধা হইয়া; উমগি—উৎখলিত হইয়া; স্মিদি—জ্ঞান;
 নিসোচ—নিকষেগ; অপডর—ভয়হীন; ছুঁছা—শুভ; সেনপ—সেনাপতি; (দো—৪২)

চো—সাগ্রহে লক্ষ্মণ মিলে শত্রুঘ্ন সহিত। পুন গুহে বন্ধে করি' করে আলিঙ্গিত ॥
 পুন দুই ভাই বন্দে হত মুনিগণে। অভিমত আশীর্বাদ লভে হৃষ্ট-মনে ॥১॥
 সানুজ ভরত তদা অনুরাগ-ভরে। সীতা-পাদ-পদ্ম-রজঃ শির'পরে ধরে ॥
 পুনঃ পুনঃ তাঁ'র পদে শির নত করে। শিরে বর রাখি' সীতা উঠা'ন দৌহারে ॥২॥
 মনে মনে সীতা-দেবী আশীর্বাদ দিল। স্নেহ-মগ্ন-মনে দেহ-বোধ বিস্মারিল ॥
 সর্বরূপে অনুকূল হেঁদিয়া সীতারে। ভরতের শোব-ভয় গেল চলি' দূরে ॥৩॥
 কিছু নাহি পুছে কেহ, কিছু নাহি কয়। প্রেম-ভরা-মন যেন গতি-হীন হয় ॥
 সেই অবসরে গুহ ধীরতা ধরিয়া। করযোড়ে সবিনয়ে কহিল নমিয়া ॥৪॥

দোহা— শুন নাথ! এবে বশিষ্ঠ সহিত আগত মাতারা তথা পুরজন।

সেবক-সেনানী-সচিবাদি সবে তোমার বিরহে ব্যাকুলিত মন ॥২৪২॥

সান্নিধ্য—লক্ষ্মণ সাগ্রহে শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন করিয়া নিষাদকেও বন্ধে স্থান
 দিলেন। তারপর দুই ভাই মুনিগণকে বন্দনা করিয়া যথাভীষ্ট আশীর্বাদ লাভ
 করিলেন। পরে দুই ভাই আনন্দে আশ্বহারা হইয়া সীতার পাদ-বন্দনা করিলে,

সীতা তাঁহাদের মস্তক তাঁহার পদ্ম-হস্তধারা স্পর্শ করিলেন। প্রসন্নচেতা সীতার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া ভরত শোক-শূন্য হইলেন। তাঁহার ভয় তিরোহিত হইল। তখন নিষাদ ধৈর্য্য অ-লঙ্ঘন-পূর্ব্বক করবোড়ে প্রণাম করিয়া সন্নিহয়ে বলিলেন,—হে নাথ ! বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষিগণ ও কৌশল্যাদি মাতৃগণ ও মন্ত্রী প্রভৃতি বিরহে ব্যাকুল হইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন ৷২৪২৥

চৌ সীলসিদ্ধু স্নানি গুর আগবনু। সিয় সমীপ রাখে রিপুদবনু ॥

চলে সবেগে রামু তেহি কালা। ধীর ধরম ধুর দীন দয়াল ॥১৥

গুরহি দেখি সানুজ অনুরাগে। দণ্ড প্রণাম করন প্রভু লাগে ॥

মুনিবর হাই লিএ উর লাই। প্রেম উমগি ভেঁটে দোউ ভাই ॥২৥

প্রেম পুলকি কেবট কহি নাম। কীমহ দূরি তেঁ দণ্ড প্রণাম ॥

রামসখা রিমি বরবস ভেঁটা। জনু মহি লুঠত সনেহ সমেটা ॥৩৥

রঘুপতি ভগতি স্তমজল মূলা। নভ সরাহি সুর বরিসহিঁ ফুলা ॥

এহি সম নিপট নীচ কোউ নাই। বড় বসিষ্ঠ সম কো জগ-মাই ॥৪৥

দোহা - জেহি লখি লখনজ তেঁ অধিক মিলে মুদিত মুনরাউ।

সো সীতাপতি ভজন কো প্রগট প্রতাপ প্রভাউ ॥২৪৩৥

বাংলা অর্থ— রিপুদবনু—শত্রু; ধরম ধুর—ধর্ম-ধুরন্ধর; দূরি তেঁ—দূর হইতে; সমেটা—একত্র মিলিত; নিপট—একেবারে সম্পূর্ণ; প্রভাউ—প্রভাব; (দো—২৪৩)

চৌ—সীল-সিদ্ধু রাম স্নানি' গুরু আগমন। সীতা-পার্শ্বে বসি'লেন ভাই শত্রুঘন ॥

তখনি চলেন রাম হ'য়ে ত্রাপর। দরিজে দয়াল ধীর ধর্ম-ধুরন্ধর ॥১৥

গুরুরে হেরিয়া ভক্ত সানুজ শ্রীরাম। অনুরাগ-ভরে দোঁহা করেন প্রণাম ॥

মুনীশ দোঁহারে নিজ হৃদয়েতে ধরে। তুটি ভা'য়ে আলিঙ্গন করে প্রেম-ভরে ॥২৥

নিষাদ প্রেমেতে ভরি' কহি' নিজ নাম। দূর হ'তে দণ্ডবৎ করিল প্রণাম ॥

রাম-সখা জানি' ঋষি গাঢ় আলিঙ্গিল। স্তুতি পীরতি বিখে সিক্ত করিল ॥৩৥

রঘুপতি 'পরে ভক্তি স্তমজল-মূল। দেবে প্রশংসিল, নভ বরষিল ফুল ॥

গুহ-তুল্য হেন দীন বিখে কোথা পাই ॥ বশিষ্ঠ-সমান বড় ধরা-মাঝে নাই ॥৪৥

দোহা— নিষাদে হেরিয়া লক্ষ্মণ হইতে গাঢ়তর মুন আলিঙ্গিল।

তাহে বুকি রাম-ভজনের ফল রাম-কৃপা-বলে প্রকাশিলা ॥২৪৩৥

স্নান-সম্বন্ধ। ধর্ম-ধুরন্ধর, দীন-দয়াল শ্রীরাম গুরুর আগমন-বার্তা শুনিয়া শত্রুঘ্নকে সীতার নিকট রাখিয়া সবেগে চলিলেন, গুরুকে দেখিয়া স-লক্ষণ রাম দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, বশিষ্ঠ প্রেমে উদ্বেলিত হইয়া সত্বর তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। গুহক দূর হইতে রাম-প্রেমে আত্মহারা হইয়া প্রণাম করিলে, মুনীশেই রাম-ভজনের প্রত্যক্ষ ফল-স্বরূপ রাম-সখাকে স্কার করিয়াই লক্ষণ হইতে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন ৷২৪৩৥

চৌ—আরত লোগ রাম সবু জানা। করুণাকর সুজান ভগবান।

জো জেহি ভায়' রহা অভিলাষী। তেহি তেহি কৈ তসি সসি রুখ রাখী ॥১

সানুজ মিলি পল মছ' সব কাহু। কীন্হ দূরি দুখু দারুন দাহু ॥

য়হ বড়ি বাত রাম কৈ নাহী'। জিমি ঘট কোটি এক রবি ছাহী' ॥২॥

মিলি কেবটহি উমগি অমুরাগ। পুরজন সকল সরাহি' ভাগ।

দেখী' রাম দুখিত মহতারী'। জন্ম সুবেলী অবলী' হিম মারী' ॥৩॥

প্রথম রাম ভেটী কৈকেই। সরল সুভায়' ভগতি মতি ভেই ॥

পগ পরি কীন্হ প্রবোধু বহোরী। কাল করম বিধি সির ধরি খোরী ॥৪॥

গোহা— ভেটী' রঘুবর মাতু সব করি প্রবোধু পরিভোষু।

অশ্ব ঈস আধীন জগু কাহু ন দেইঅ দোষু ॥২৪৪॥

বাংলা অর্থ—আরত—আর্ত; রুখ—অভিপ্রায়, কাঁচ; দূরি কীন্হ—দূর করিবে; ;

ঘট—১০০; ছাহী'—ছায় (দৈন)। সুবেলী—প্রবলী; অবলী—আবল, সমুদ্র; মারী'—

নাশিবে; ফেলিয়াছে; ভেই—গলাইয়া; দিল; বিধি—বিধাননিয়ম; সির—সিরে; খোরী—

দোষ; কাহু—কাহাকে; (দে:—২৪৪)

চৌ—সবারে জানেন রাম অতীত কাতর। তিনি ভগবান্ নিজে করুণা-সাগর ॥

যেমন যে ভাবে সেথা থাকিতে চাহিল। সেই রুচি-মত রাম তাহারে রক্ষিল ॥১॥

পল-মাত্রে সেথা রাম সানুজ মিলিয়া। সবাকার দুঃখ-দাহ দেন নিবারিয়া ॥

তাঁর কাছে ইহা কিছু বড় নাহি গণি। এক রবি কোটি দেহে আবরে যেমনি ॥২॥

নিষাদেই আলিঙ্গিয়া ভরে অমুরাগে। পুরজন তাঁর ভাগ্য প্রশংসিতে লাগে ॥

মাতৃগণে হেরি' রাম হ'লেন দুঃখিত। চারু লতা-বীথি যেন তুমারে পীড়িত ॥৩॥

কৈকেয়ীর সনে রাম প্রথম মিলিল। সরল স্বভাবে হৃদে ভক্তি ভরিল ॥

প্রবোধ প্রদান করি' পদযুগ ধরি'। কাল-কর্ম-বিধি'পরে দোষারোপ করি' ॥৪॥

গোহা— মাতৃগণ-সহ রঘুবর মিলি'। প্রবোধিয়া তাঁ'রে করে পরিভোষ।

হে মাতঃ! জানিবে বিশ্ব ঈশাধীন কা'রে কভু যেন নাহি দিবে দোষ ॥২৪৪॥

সানুজম্ম—করুণাময় রাম সকলকে আর্ন্ত জাতিয়া তাহাদিগকে তাহাদের

স্ববিধামত স্থান নিরূপণ করিয়া দিলেন। প্রতি ঘণ্টে সূর্য্য-কিরণ-প্রদানের তায় একক

বাম মুহূর্ত্ত-মধ্যে সকলের দুঃখ-দাহ অপসারণ করিলেন। তুমার-পীড়িত লতিকার

তায় মাতৃগণের অবস্থা দেখিয়া রাম দুঃখিত হইলেন! রাঘব প্রথমে ভক্তি-ভরে

কৈকেয়ীকে প্রণাম করিয়া, বিধাতৃ-বিধানের নিন্দা করিয়া, তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন।

তারপর অস্ত্রাত্ম মাতৃগণকে প্রণাম করিয়া তাহাদের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্ত বলিলেন,—

ঈশ্বরাদীন জগতে কাহাকেও দোষ দিতে নাই ॥২৪৪॥

চৌ—গুরুভিন্ন পদ বন্দে দুহু ভাই। সহিত বিপ্রভিন্ন জে সঙ্গ আই ॥

গজ গৌরি সম সব সনমানী। দেহি অসীস মুদিত যুত্ব বানী ॥১॥

গহি পদ লগে স্মিত্রা অক্ষা । জন্ম ভেঁটী সম্পত্তি অতি রক্ষা ॥
 পুনি জননি চরননি দোঁউ জাভা । পরে পেম ব্যাকুল সব গাভা ॥২॥
 অতি অনুরাগ অক্ষ উর লাএ । নয়ন সনেহ সলিল অনহবাএ ॥
 তেহি অবসর কর হরষ বিষাদু । কিমি কবি কহৈ মুক জিমি স্বাদু ॥৩॥
 মিলি জননিহি সানুজ রঘুরাউ । গুর সন কহেউ কি ধারিঅ পাউ ॥
 পুরজন পাই মুনীস নিয়োগু । জল থল তকি তকি উতরেউ লোগু ॥৪॥
 দোঁহা— মহিসুর মন্ত্রী মাতু গুর গনে লোগ নিয়ে সাথ ।

পাবন আশ্রম গবনু কিয় ভরত লখন রঘুনাথ ॥২৪৫॥

বাংলা অর্থ—গঙ্গ—গঙ্গা ; সনমানী—সম্মান কারণেন ; লগে—লগ্ন হইলেন ;
 রক্ষা—চরিত্র ; অনহবায়—মান করাইয়া দিল ; নিয়োগু—আদেশ ; তকি—দেখিয়া
 (স্ববিধা) ; গনে লোগ—কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ; (দো—২৪৫)

চো—অক্লোপরি বসে ধরি' স্মিত্রা-চরণ । সম্পত্তি লভেছে যেন দীন-দুঃখী জন ॥
 জননী-চরণে পুন ভাই দুই জন । প্রেমতে ব্যাকুল তনু মমিলা তখন ॥১॥
 অতি অনুরাগে বন্ধে দোঁহারে ধরিল । স্নেহের সলিলে তাঁর দু'আঁখি তিতিল ॥
 সেই সময়ের সেই হরষ-বিষাদ । কেমনে কহিবে কবি মুক যথা স্বাদ ॥২॥
 ভাই-সহ রঘুরাজ মিলি' মাতৃ-সন । কহেন, প্রভু ! কর পদাৰ্পণ ॥
 মুনি আজ্ঞা লভিলেন যবে পুরজন । জল-স্থল-দৃশ্য হেরি' চলেন তখন ॥৩॥
 দোঁহা— বিপ্র, মন্ত্রী, মাতা, গুর-সহ যত জনগণে সবে ল'য়ে সাথ ॥

পবিত্র আশ্রমে করেন গমন ভরত-লক্ষ্মণ-রঘুনাথ ॥২৪৫॥

সান্নাঅর্থ—এইভাবে গুণকপ্তী প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্বাদ
 গ্রহণ-পূর্বক রঘুনাথ সকলকে লইয়া পুণ্য-আশ্রমে চলিলেন । এই অবস্থা বর্ণনা করিতে
 যেন কবিও মুক হ'ন । নগববাসিগণ মুনির আদেশে জল ও স্থলভাগের সৌন্দর্য্য দেখিতে
 দেখিতে চলিলেন, সঙ্গে মাতা, ব্রাহ্মণগণ এবং মন্ত্রী প্রভৃতিও চলিলেন ॥২৪৫॥

চো—সীম আই মুনিবর পগ লাগী । উচিত অসীস লহী মন মাগী ॥
 গুরপতিনিহি মুনিতিয়নহ সমেতা । মিলী পেমু কহি জাই ন জেতা ॥১॥
 বন্দি বন্দি পগ সিয় সবহী কে । আসিরবচন লহে প্রিয় জী কে ॥
 সাসু সকল জব সীম' নিহারী । মুদে নয়ন সহমি স্নুকুমারী ॥২॥
 পরী' বধিক বস মনছ' মরালী । কাহ কীনহ করতার কুচালী ॥
 তিনহ সিয় নিরাখি নিপট দুখু পাবা । সো সবু সহিঅ জো দৈউ সহাবা ॥৩॥
 জনকসুতা তব উর ধরি ধীরা । মীল নলিন লোয়ন ভরি মীরা ॥
 মিলী সকল সাসুনহ সিয় জাই । তেহি অবসর করুনা মহি ছাই ॥৪॥

দোঁহা— লাগি লাগি পগ সবনি ভেঁটতি অতি অনুরাগ ।

হৃদয়' অসীসহি' পেম বস রহিঅছ ভরী সোঁহাগ ॥২৪৬॥

বাংলা অর্থ—মন মাগী—মনোমত ; গুরুপতিমিহি—গুরুপদীও ; মূনিত্তিয়ম্হ—
মুনি-ক্লীগণের ; জেতা—যত ; সহমি—ঐধ্যাহীন-ভাবে ; বধিক—ব্যাধ ; করতার—
বিধাতা ; কুচালী—অঘটন ; দৈউ—দৈব ; সহাবা—সহাইবে ; লোয়ন—শোচন ;
সবনি—সবাকার ; ভেঁটতি—মিলিলেন ; ভরী—পূর্ণ হইয়া ; (দো—২৪৬)

চো—সীতা আসি' বন্দিলেন মুনীশ-চরণ। মনোমত আশীর্বাদ লভেন তখন ॥

গুরু-পদী-মুনি-পদী-দলে সীতা মিলে। সেই প্রেম কে বর্ণিবে, বর্ণিতে চাহিলে ॥১

সীতা পুনঃ পুনঃ বন্দে পদ সবাকার। মনোমত আশীর্বাদে ভরে মন তাঁ'র ॥

খজাগণ সবে যবে সীতা পানে চা'ন। সুকুমারী আঁখি মুদে যেন ভয় পান ॥২

মানি' লও ব্যাধ-বশ হংসী যেন হয়। বিধির বিধান কেন জ্যোতিত নয় ?

সবারে দেখিয়া সীতা দুঃখ-মগ্ন রহে। কহে, বিধি দুঃখ দিলে সকলে তা' সহে ॥৩

জনকের স্নাতা তদা হৃদে ধৈর্য ধরে। নীল-পদ্ম-সম আঁখি জলে গেল ভ'রে ॥

সকল শাস্ত্রী সনে আপনি মিলিল। সেই অবসরে বিশ্বে করুণা ভরিল ॥৪

দোহা— সবাকার পদে নমিলেন সীতা মিলিলেন অতি অমুরাগে ॥

হিয়া ভরি' প্রেমে দিলেন আশিস্ 'চিরকাল রহিবে সোহাগে' ॥২৪৬

সান্ন্যাসার্থ—সীতা আসিয়া বশিষ্ঠ ও মুনিপত্নীগণকে প্রণাম করিয়া উপযুক্ত
আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। কোমলপ্রাণা সীতা খজ-মাতৃগণের অবস্থা দেখিয়া মর্শ্বশীড়া
অনুভব করিলেন, এবং সহ্য করিতে না পারিয়া নিমীলিত-চক্ষু পাশ-বন্ধা হৃদয়ীর
ছায় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তারপর ঐশ্বর্য ধরিয়া সীতা কহিলেন,—হায়, বিধাতা !
একি অজায় করিয়াছ ? এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়ন-কমলে অশ্রু ভরিয়া
উঠিল। ধীরে ধীরে তথায় গিয়া তিনি খজ-বর্গের চরণে প্রণাম করিলেন। মাতৃগণ
সীতাকে দেখিয়া অশ্রুতপ্ত হইলেন। তাঁহারা সীতাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন,
—দৈব-দণ্ড সকলেই সহিতে পারে ॥২৪৬॥

চো—বিকল সনেই সীয়া সব রানী'। বৈঠন সবহি কহেউ গুর গ্যানী' ॥

কহি জগ গতি মাগিক মুনিনাথ। কহে কছুক পরমারথ গাথা ॥১॥

নৃপ কর সুরপুর গবমু স্ননাবা। স্ননি রঘুনাথ দুসহ দুখু পাবা ॥

মরন হেতু নিজ নেছ বিচারী। ভে অতি বিকল ধীর ধুর ধারী ॥২॥

কুলিস কঠোর স্ননত কটু বানী। বিলপত লখন সীয়া সব রানী ॥

সোক বিকল অতি সকল সমাজু। মানহ' রাজু অকাঙ্কেউ আজু ॥৩॥

মুনবর বহুরি রাম সমুঝাএ। সহিত সমাজ স্নসরিত নহাএ ॥

অতু নিরশু তেহি দিন প্রভু কীম্হা। মুনিজ কহেই জলু কাহ' ন লীম্হা ॥৪॥

দোহা— ভোরু ভএ' রঘুনন্দনহি জো মুনি আয়সু দীম্হা ।

প্রজা ভগতি সমেত প্রভু সো সব সাদরু কীম্হা ॥২৪৭॥

বাংলা অর্থ—বৈঠক কহেউ—বসিতে বসিলেন ; ধর্ম-দুরী-ধারী—ধর্ম-দুরী ; অকাজেউ—মরিয়াছেন ; সুসরিত—সুন্দরী নদী ; কহেই—কথা ; ভোজ—উষাকাল ; কাছ—কেহ ; কীলহ—বসিলেন ; (দো—২৪৭) .

চৌ—হলেন বিকল স্নেহে সীতা, রাণীগণ । জ্ঞানী গুরু সর্বজনে বলিবানে কহা ॥

কহি' বিশ্ব-মায়া-গতি তবে মুনিবর, কহিলেন গাথা কিছু পরমার্থপর ॥১॥

নৃপতির সুর-পুরে গমন শুনান । রঘুনাথ দুর্বিসহ দুঃখ ভাহে-পান ॥

নিজ'পরে স্নেহ জানি' মরণ-কারণ । ধৈর্য্য-মুরজর রাম বিচলিত হ'ন ॥২॥

বজ্র-সম নিদারুণ শূনি' কটু বাণী । বিলপে লক্ষ্মণ, সীতা তথা যত-রাণী ॥

শোকেতে বিহ্বল অতি সকল সমাজ । যেন দশরথ রাজা স্বর্গগন্ত আজ ॥৩॥

মুনিবর পুনঃ পুনঃ রামেরে বুঝা'ন । সবারে সমাজ-সহ করা'লেন জ্ঞান ॥

সেদিনে না করিলেন প্রভু অশ্রু-পান । মুনি আজ্ঞা দেন তবু তথা র'ন রাম ॥৪

দোহা— প্রভাত হইলে মুনি রঘুবরে যাহা যাহা আদেশ করিল।

প্রজ্ঞা ও ভক্তি সহ সমাদরে প্রভু সেই সব সমাপিলা ॥২৪৭॥

সান্ন্যাসার্থ—সীতা ও রাণী-দিগকে শোকাবুল দেখিয়া মুনি তাঁহাদিগকে পরমার্থ উপদেশ-চ্ছলে মায়ায় জাগতিক গতি বর্ণনা করিলেন । মুনির নিকট দশরথের পরলোক-প্রাপ্তির কথা শুনিয়া ধৈর্যের সাগর রাম শোকে অতি বিহ্বল হইলেন । এই বজ্র-সম কঠোর বাণী শুনিয়া সকলে শোকে ব্যাকুল হইলেন । প্রভু সেদিন নিরশ্রুত করিলেন । বশিষ্ঠ জলপান করিতে কহিলেও তিনি জল গর্ষাস্তও গ্রহণ করেন নাই । পরদিন প্রাতে মুনিব নির্দেশ-মত কাণ্ড সম্পন্ন করিলেন ॥২৪৭॥

চৌ—করি পিতৃ ক্রিয়া বেদ জসি বরনী । ভে পুনীত পাতক তম তরনী ॥

জাসু নাম পাবক অঘ তুলা । সুমিরত সকল সুমঙ্গল মূলা ॥১॥

সুদ্ব সো ভয়উ সাধু সম্মত অস । তীরথ আবাহন সুরসরি জস ॥

সুদ্ব ভএ দুই বাসর বীতে । বোলে গুর সন রাম পিরীতে ॥২॥

নাথ লোগ সব নিপট দুখারী । কন্দ মূল ফল অশ্রু অহারী ॥

সানুজ ভরতু সচিব সব মাতা । দেখি মোহি পল জিমি জুগ জাতা ॥৩॥

সব সম্মত পুর ধারিঅ পাউ । আপু ইহা অমরাবতি রাউ ॥

বহুত কহেছ' সব কিয়উ' চিঠাঈ । উচিত হোই তস করিঅ গোস' ঈ ॥৪॥

দোহা— ধর্ম সেতু করুনায়তন কস ন কহছ' অস রাম ।

লোগ দুখিত দিন দুহ দরস দেখি লহছ' বিজ্ঞাম ॥২৪৮॥

বাংলা অর্থ—অঘ তুলা—পাপ-রূপ তুলা ; পাতক তম তরনী—পাপ-রূপ অন্ধকার হইতে উদ্ধারকারী ; পিরীতে সন—শ্রীতি-ভাবে ; নিপট দুখারী—অত্যন্ত দুঃখিত ; পাউ ধরিঅ—পদার্থ করন (বাত্রা করন) ; অমরাবতি—(বর্গে) ইন্দ্রপুরে ; চিঠাঈ—ঐক্য ; বরনী—বর্ণনা করিয়াছেন ; বাসর—দিন ; (দো—২৪৮)

চৌ—সিজে রাম-পিতৃ-ক্রিয়া করি' বেদ-মতে। নিজে শুদ্ধ হ'লা পাণী'তরে যাঁহা হতে
 যাঁ'র নাম পাণ-তুলা করিবে দহন। ভূরি শুভ আনি' দেয় করিলে স্মরণ ॥১
 সাধু-মতে শুদ্ধ তিনি হইলেন তথা। গঙ্গা মা'য়ে আবাহিয়া তীর্থ পুত যথা ॥
 শুদ্ধ হুয়ে দুই দিন অতীত যখন। প্রীতি-তরে গুরুদেবে রঘুবর ক'ন ॥২॥
 গুহে নাথ। সর্বজন বহে দুঃখ-ভার। কন্দ, মূল, জল, ফল করিয়া আহ্বার ॥
 সামুদ্র ভরতে মন্ত্রী তথা মাতৃগণে। দেখি' যুগ-সম পল মানে মম মনে ॥৩॥
 করমন সন্নাসে ল'য়ে অযোধ্যা-গমন। হেথায় আপনি, স্বর্গে দশরথ র'ন ॥
 এঁ কথা কহিয়া জামি করিহু ধুট্টতা। তেমন করুন প্রভু! ভাল হয় যথা ॥৪

দোহা— ধর্ম-সেতু-তুমি করুণা-আধার হেন কথা কহিবে ত রাম।

দুঃখ-লোক যত তোমারে হেরিয়া ছুটি দিন লভিল বিশ্রাম ॥২৪৮॥

সান্ন্যাস—যিনি পাণ-রূপ অন্ধকারের সুখ-বরূপ, পাণ-রূপ কাঠকে যাঁহার
 নাম-রূপ অগ্নি ভস্মীভূত করে, সেই মঙ্গলময় রাম বেদ-বিশি অঙ্গুগারে পিতার আশ্রয়
 মঙ্গলার্থ পারলৌকিক ক্রিয়ার অমুষ্ঠান করিলেন। এইভাবে দুই দিন চলিয়া গেল,
 রাম গুরুকে বলিলেন,—সকলে ফল-মূল-আহারে দুঃখের সহিত কালান্তিপাত করিতেছে,
 অতএব আপনি ভরত, মন্ত্রী ও মাতৃগণকে লইয়া নগরে ফিরিয়া যা'ন। রাজা
 স্বর্গলোকে, আপনারা এখানে, অযোধ্যা রাজ-শুভ রহিয়াছে, এখন যাঁহা কর্তব্য তাহাই
 করুন। ইহা শুনিয়া গুরু বলিলেন,—হে রাম! তুমি যথার্থই বলিয়াছ, কিন্তু
 যাঁহারা হুঃখিত হইয়াছিল, তাঁহারা এখন তোমাকে দেখিয়া বিশ্রাম লাভ
 করিয়াছে ॥২৪৮॥

চৌ—রাম বচন স্মরি সত্য সমাজু। জন্ম জলদিগি মছ' বিকল জহাজু ॥

স্মরি গুর গিরা স্মঙ্গল মূলা। ভয়উ মনছ' মারুত অনুকূলা ॥১॥

পাবন পয়' তিছ' কাল নহাই'। জো বিলোকি অঘ ওঘ নসাই' ॥

মঙ্গল মুরতি লোচন ভরি ভরি। নিরখাই' হরষি দণ্ডবত করি করি ॥২॥

রাম সৈল বন দেখন জাহী। জই সুখ সকল সকল দুখ নাই'।

বরনা বরহি' সুধাসম বারী। ত্রিবিধ তাপহর ত্রিবিধ বদারী ॥৩॥

বিটপ বেলি তুন অগনিত জাতী। ফল প্রগুন পল্লব বহু ভাঁতি ॥

সুন্দর সিল। সুখদ তরু ছাই'। জাই বরনি বন ছবি কেহি পাই' ॥৪॥

দোহা— সরনি সরোরুহ জল বিহগ কুজত গুজত ভূঙ্গ।

বৈর বিগত বিহরত বিপন মৃগ বিহঙ্গ বহুরঙ্গ ॥২৪৯॥

বাংলা অর্থ—তিছ' কাল—তিন বাব (প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও বৈকালে); অঘ ওঘ—
 পাণ-নমূহ; নসাই'—নষ্ট হয়; বরহি—ঝরে; ত্রিবিধ তাপহর—আধ্যাত্মিক,
 আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ পাণ-নষ্টকারী; কেহী পাই'—কাহার

নিকটে ; সরসি—সরোবরে ; বৈর বিগত—শক্রতা-বর্জিত ; বিহরত—ভ্রমণ করিতেছে
বেলি—বলী, লতা ; বয়ালী—বাঘ ; (দো—২৪০)

চৌ—রাম-বাক্য শুনি' হ'ন সন্তপ্ত সমাজ । পারাবার মাঝে যেন বিকল জাহাজ ॥

গুরু-বাক্য শুনি' তাহে স্তম্ভন-মূল । মনে করে বাঘু যেন হ'ল অশুকুল ॥১

অবগাহে তিন সক্ষা সেই পুত-জলে । যা' হেরিলে সবাকার পাপ যায় চ'লে ॥

আর আঁধি ভরি' হেরে রামের মুরতি । হর্ষে মন ভরে করি' বার বার নতি ॥২

রাম-শৈল-বন সবে দেখিবারে যায় । যেথা ছুরি-সুখ ভুঞ্জে দুঃখ নাহি পায় ॥

সুখা-সম বারি সেথা ঝরণাতে ঝরে । ত্রিবিধ পবন তিন তাপ নাশ করে ॥৩

বৃক্ষ, লতা, তৃণ যত গণিবে কে কত ? ফল, পুষ্প, পল্লবেতে ছিল অবনত ॥

সুন্দর প্রেস্তর চারু আর তরুচ্ছায় । সেখাকার বনচ্ছবি বর্ণনে না যায় ॥৪

দোহা— সরে পদ্ম শোভে, কুঞ্জে জলে পাখী ভৃঙ্গ-দলে করয়ে গুঞ্জন !

বৈর ভেয়াগিয়া বিপিনে বিহরে মুগ-পক্ষী বিবধ বরণ ॥২৪০

সান্নাধ্য—রামের কণাশ সকলে ভীত হইল, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৮৮, ৫৮৯, ৫৯০, ৫৯১, ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৪, ৫৯৫, ৫৯৬, ৫৯৭, ৫৯৮, ৫৯৯, ৬০০, ৬০১, ৬০২, ৬০৩, ৬০৪, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬১০, ৬১১, ৬১২, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৬, ৬১৭, ৬১৮, ৬১৯, ৬২০, ৬২১, ৬২২, ৬২৩, ৬২৪, ৬২৫, ৬২৬, ৬২৭, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩১, ৬৩২, ৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৪৮, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৫৯, ৬৬০, ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৩, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৬৬, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭০, ৬৭১, ৬৭২, ৬৭৩, ৬৭৪, ৬৭৫, ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৭৮, ৬৭৯, ৬৮০, ৬৮১, ৬৮২, ৬৮৩, ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৮৭, ৬৮৮, ৬৮৯, ৬৯০, ৬৯১, ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫, ৬৯৬, ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০০, ৭০১, ৭০২, ৭০৩, ৭০৪, ৭০৫, ৭০৬, ৭০৭, ৭০৮, ৭০৯, ৭১০, ৭১১, ৭১২, ৭১৩, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬, ৭১৭, ৭১৮, ৭১৯, ৭২০, ৭২১, ৭২২, ৭২৩, ৭২৪, ৭২৫, ৭২৬, ৭২৭, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩০, ৭৩১, ৭৩২, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯, ৭৪০, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৭, ৭৪৮, ৭৪৯, ৭৫০, ৭৫১, ৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৪, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬১, ৭৬২, ৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৬৭, ৭৬৮, ৭৬৯, ৭৭০, ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৩, ৭৭৪, ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৭৭৮, ৭৭৯, ৭৮০, ৭৮১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৮৮, ৭৮৯, ৭৯০, ৭৯১, ৭৯২, ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫, ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০০, ৮০১, ৮০২, ৮০৩, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৬, ৮০৭, ৮০৮, ৮০৯, ৮১০, ৮১১, ৮১২, ৮১৩, ৮১৪, ৮১৫, ৮১৬, ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯, ৮২০, ৮২১, ৮২২, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪, ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৬, ৮৬৭, ৮৬৮, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৮৬, ৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ৮৯২, ৮৯৩, ৮৯৪, ৮৯৫, ৮৯৬, ৮৯৭, ৮৯৮, ৮৯৯, ৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৩, ৯০৪, ৯০৫, ৯০৬, ৯০৭, ৯০৮, ৯০৯, ৯১০, ৯১১, ৯১২, ৯১৩, ৯১৪, ৯১৫, ৯১৬, ৯১৭, ৯১৮, ৯১৯, ৯২০, ৯২১, ৯২২, ৯২৩, ৯২৪, ৯২৫, ৯২৬, ৯২৭, ৯২৮, ৯২৯, ৯৩০, ৯৩১, ৯৩২, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৫, ৯৩৬, ৯৩৭, ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪০, ৯৪১, ৯৪২, ৯৪৩, ৯৪৪, ৯৪৫, ৯৪৬, ৯৪৭, ৯৪৮, ৯৪৯, ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২, ৯৫৩, ৯৫৪, ৯৫৫, ৯৫৬, ৯৫৭, ৯৫৮, ৯৫৯, ৯৬০, ৯৬১, ৯৬২, ৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৫, ৯৬৬, ৯৬৭, ৯৬৮, ৯৬৯, ৯৭০, ৯৭১, ৯৭২, ৯৭৩, ৯৭৪, ৯৭৫, ৯৭৬, ৯৭৭, ৯৭৮, ৯৭৯, ৯৮০, ৯৮১, ৯৮২, ৯৮৩, ৯৮৪, ৯৮৫, ৯৮৬, ৯৮৭, ৯৮৮, ৯৮৯, ৯৯০, ৯৯১, ৯৯২, ৯৯৩, ৯৯৪, ৯৯৫, ৯৯৬, ৯৯৭, ৯৯৮, ৯৯৯, ১০০০

চৌ—কোল কিরাত ভিল্ল বনবাসী । মধু সূচি সুন্দর স্বাধু সুখা সী ॥

ভরি ভরি পরনপুটী' রচি রুরী । কন্দ মূল ফল অঙ্কুর জুরী ॥১

সবহি দেহি' করি বিনয় প্রণাম । কহি কহি আদ ভেদ গুন নাম ॥

দেহি' লোগ বহু মোল ন লেহী' । ফেরত রাম দোহাই দেহী' ॥২

কহি' সনেহ অগন মুছু বানী । মানত সাধু পেম পহিচানী ॥

তুমহ স্কৃতি হম নীচ নিষাদ । পাবা দরসনু রাম প্রেদাদ ॥৩

হমহি অগম অতি দরস তুমহার । জস অরু ধরনি দেবধুনি ধারা ॥

রাম কুপাল নিষাদ নেবাজা । পরিজন প্রজউ চাহিঅ জস রাজা ॥৪

দোহা— যহ জিয়' জানি সঙ্কোচ তজি করিঅ ছোছ লখি নেছ ।

হমহি কৃতারথ করন লগি ফল তুন অঙ্কুর লেছ ২৫০

বাংলা অর্থ—পরনপুটী—পরা-পাতি ; জুরী—আটি ; মোল—মূল ; পেম—প্রেম ; পহিচানী—বিস্তে পারিয়া ; অগম—দুর্ভেদ ; দেবধুনি—সুদেধুনি (গঙ্গা) ; নেবাজা—কুপা কবিরাজ ; চাহিঅ—হয়্যা উচিত ; লখি—লেখিয়া ; নেছ—মেহ ; মানত—প্রতিশ্রুতি ; ভিল্ল—ভল গতি ; (দো—২৫০)

চৌ—কোল ও কিরাত তথা ভীল-বনচর । সুখা-সম শুচি মধু সূচি সুন্দর ॥

পর্ণ-পুট রচি' তাহে করয়ে সঞ্চয় । কন্দ-মূল-ফলাঙ্কুর-ভুচ্ছ বিরচয় ॥১

সবিনয়ে দেয় তাহা করিয়া প্রণাম । কহি' স্বাদ-ভেদ তথা কহি' গুণ, নাম ॥
 দিলে বহু মূল্য শুধু নিতে নাহি চায় । রামের দোহাই দিয়া ফিরাইয়া দেয় ॥২
 প্রেম-মগ্ন হ'য়ে সবে মুক্ত বাণী ক'য় । প্রেম-বিনিময়ে দিল প্রেম-পরিচয় ॥
 তোমরা পুণ্যাত্মা মোরা অধম নিষাদ । হেরিলাম,— ইহা শুধু রামের প্রসাদ ॥৩
 তুল'ভ দর্শন জানি' তোমা' সবা'কার । যেন মরুভূমি-মাঝে প্রবাহ গজার ॥
 করেন কৃপালু রাম নিষাদ-উদ্ধার । প্রজা-পরিজন তাই সদৃশ রাজার ॥৪
 দোহা— ইহা মনে জানি' সঙ্কোচ ত্যজিয়া সবে কৃপা কর প্রদর্শন ।
 কৃতার্থ সবারে করিবারে কর ফল-ভৃগু-অম্বুর-গ্রহণ ॥২৫০॥

সান্নিধ্য—বনবাসী কীরাতগণ স্তম্ভ পত্রপুটে অমৃত-সম সুবাহু ফল-মূল আনিয়া
 অতি ভক্তি-সহকারে তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলে, তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে
 ইতস্ততঃ করিলেন । তখন নিষাদগণ তাঁহাদিগকে ধ্বংস করিয়া বলিল, বহু
 পুণ্যবলে রামের অনুগ্রহে আপনাদের দর্শন পাইয়াছি । করুণাময় রাম নিষাদগণের
 উদ্ধারকর্তা । রামচন্দ্রের পরিজনবর্গ আপনারা সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া অনুগ্রহ-পূর্বক
 এই ফলাদি গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতার্থ করুন ॥২৫০॥

চো—তুমহ প্রিয় পাছনে বন পশু ধারে । সেবা জোগু ন ভাগ হমারে ॥
 দেব কাহ হম তুমহি গোসাঁই । ইক্ষু পাভ কীরাত মিভাই ॥১॥
 যহ হমারি অতি বড়ি সেবকাই । লেহি' ন বাসন বসন চোরাই ॥
 হম জড় জীব জীব গন ঘাতী । কুটিল কুচালী কুমতি কুজাতী ॥২॥
 পাপ করত নিসি বাসর জাহী' । নহি' পট কটি নহি' পেট অঘাহী' ॥
 সপনেছ' ধরমবুদ্ধি কস কাউ । যহ রঘুনন্দন দরস প্রভাউ ॥৩॥
 জব তেঁ প্রভু পদ পদুম নিহারে । মিটে দুসহ দুখ দোষ হমারে ॥
 বচন সুনত পুরজন অনুরাগে । তিন্হ কে ভাগ সরাহন লাগে ॥ ॥

ছঃ— লাগে সরাহন ভাগ সুব অনুরাগ বচন সুনাবহী' ।
 বোলনি মিলনি সিয় রাম চরন সনেছ লখি সুখু পাবহী' ॥
 নর নারি নিদরহি' নেছ নিজ সুন কোল ভিল্লনি কী গির ।
 তুলসী কৃপা রঘুবংশমনি কী লোহ লৈ লৌকা তিরা ॥

সোঃ— বিহাই' বন চহ ওর প্রতিদিন প্রমুদিত লোগ সব ।
 জল জে যা দাপ্তর মোর ভএ পীন পাবস প্রথম ॥২৫১॥

বাংলা অর্থ—পাছনে—অতিশয়; পশু ধারে—পদার্থ; কবিতাছেন; ভাগ—ভাগ্য;
 দেব—দেব; মিভাই—মিত্রতা; ইক্ষু—আলানী কাঠ; চোরাই লেহি ন—চুরি করি
 নাই; কটি—কোমরে; নহি পেট অঘাহী'—খাইয়া পেট ভরে না; প্রভাউ—প্রভাবে;
 নিদরহি—অনাদর করিল; লোহ—লোহ; তিরা—ভাড়াইয়া দেয়; জে'য়া—যেমন;
 দাপ্তর—ভেক; পাবস—জল; লৌকা—লৌকা; (দো—২৫০)

চৌ—ভোমরা অতিথি প্রিয় আসিলে হেথায়। ভাগ্যবান্ মোরা ভাই লাগিনু সেবার
ভোমরা' সবে মোরা কিবা দিব হে গোঁসাই! কার্কে, পাতে কিরাতের মিজস্তা মিটাই
ইথে বড় সেবা-কাজ করিনু গণনা। বসন, বাসন, চৌক্যে নাহিক বাসনা ॥

মোরা অতি জড় জীব, জীব-গণ ঘাতী। কুটিল কুকর্ষকারী কুমতি কুমতি ॥২॥

দিশা-রাজি চ'লে যায় সাধি' পাপাচার। নাই পেটে অন্ন, অঙ্গে বজ্র পরিবার ॥

স্বপনে না ধর্মবোধ না ছিল মিষাদে। যাহা কিছু রামচন্দ্র-দর্শন-প্রজাদে ॥৩

যবে হ'তে হেরি প্রভু-চরণ-কমল। সেই হ'তে দুঃখ-দোষ-মিটিল সকল ॥

পুরবাসি-জন শুনি' ভ'রে অনুরাগে। তাহাদের ভাগ্য-গুণ প্রশংসিতে লাগে ॥৪

ছঃ— প্রশংসা করিয়া ভাগ্য সবাকার অনুরাগে ভরা বচন-সুমান।

আলাপ, মিলন শুনি' বুঝি' প্রেম হেরি' সীতা-রামে তাঁরা স্নখ পা'ন

নিজ প্রেমে ছোট মানে নর-নারী কোল-ভীল বাণী শুনিল যখন।

রঘুবংশ-মাণি-করুণা-চুষক লোক-লোহে করে আকর্ষণ ॥

সোঃ— বিচরিতে লাগে বনে চতুর্ভিতে দিনে দিনে প্রমুদিত জন।

শোক ও মম্বর বর্ষার বারিতে যথা ভুঞ্জে নুতন জীবন ২৫১৥

সান্নিধ্য—নিষাদগণ সবিনয়ে বলিল,—আপনারা বনে আসিয়া প্রিয় অতিথি
হইয়াছেন, কিন্তু আপনাদের সেবা করার মত ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা
মুখ, নির্দোষ ও হৃষ্ট জাতি। আপনাদের বসন-ভূষনাদি আমরা যে চুরি করি নাই
ইহাতেই আমাদের সেবা করা হইয়াছে। দয়াময় রঘুনাথের পাদ-পদ্ম-দর্শনে আমাদের
পাপ-মতি দূর হইয়াছে। ইহা শুনিয়া সকলে বনবাসী-দিগের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে
লাগিল, এবং বনবাসীদের রাম-ভক্তির কাছে তাহাদের ভক্তি অতি দুচ্ছ বলিয়া মনে
করিল ২৫১৥

চৌ—পুরজন নারি মগন অতি প্রীতি। বাসর জাহি' পলক সম বীতী।

সায় সাসু প্রতি বেশ বনাই। সাদর করই সরিস সেবকাই ॥১॥

লখা ন মরমু রাম বিমু কাছ'। মায়া সব সিয় মায়া মাছ' ॥

সায়' সাসু সেবা বস কান্হী'। তিন্হ লাহি স্নখ সিন্হ আসিমঃ দীনহী' ॥২॥

লখি সিয় সহিত সরল দোউ ভাই। কুটিল রামি-পছিতানি অঘাই ॥

অবনি জমহি জাচতি কৈকেই। মহি ন বীচু বিধি মীচু-কদেই ॥৩॥

লোকছ' বেদ বিদিত কবি কহহী'। রাম বিমুখ থলু নরক ন লহহী' ॥

ময় সংসউ সব কে মন মাহী'। রাম গবনু বিধি অবধ কি নাহী' ॥

দোহা— নিসি ন নৌদ নহি' ভুখ দিল ভরতু বিকল স্নচি সোচ।

নীচ কীচ বিচ মগন জস মীনহি সলিল সঙ্কোচ ২৫২৥

বাংলা অর্থ—বেশ বনাই—রূপ ধারণ করিয়া; সিন্হ—শিক্ষা; পছিতানি অঘাই—

অত্যন্ত বেশী; কুটিল হইলেন; ন বীচু—বিধা হইল না; মীচু—মৃত্যু; জমহি—যমরাজের

নিবর্ত; ধলু—স্থান; সংশয়—সংশয়; বিধি—বিধাতা; স্মৃতি—স্মৃতি, পবিত্র; সোচ—
চিন্তা; কীচ—কর্দম; সলিল সঙ্কোচ—জলের স্বল্পতাতে; (৫১—২৫২)

চৌ—গুর-মর-নারী যত শ্রীতিতে ভরিল। পলকেতে দিন-গুলি অতীত হইল ॥

সীতা-ধর্ম' নিজ রূপ যত স্বজাগণে। সেবা-দানে শ্রীতি দেন তথা আচরণে ॥১

রাম বিনা সীতা-অর্থ কেহ না বুঝিল। যত মায়া, সব যেন সীতা-মাঝে ছিল ॥

সেবা-মুগ্ধ করিলেন সীতা-স্বজাগণে। স্মৃতি লভি' তাঁ'রে তোমের আশিসে শিক্ষণে ॥২

সরল ছু'ভায়ে যবে সীতা-সহ হেরে। কুটিল রাণীর মন অমৃততাপে ভরে ॥

ধরা, যম-পার্শ্বে মৃত্যু কৈকেয়ী যাচিল। মহী না হইল দ্বিধা, যম না আসিল ॥৩

লোকে বেদে জানে তথা কবি করে গান। রামে বাম নাহি পায় মরককেও স্থান ॥

সবা'কার মনোমাঝে জাগে এ' সংশয়। বিধি বুঝি অযোধ্যাতে রামে নাহি লয় ॥৪

দোহা— ঘুম নাহি রাতে ক্ষুধা নাই দিনে চিন্তা-ভারে ভরত শিথিল।

সলিল শুকা'লে মীনের আশ্রয় যথা হয় কর্দম-পঙ্খিল ॥২৫১॥

সান্ন্যাসার্থ—নগরবাসিগণ দিবসকে মুহূর্ত্ত মনে করিয়া সান্ন্যাস দিনযাপন করিল।
সীতা বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া স্বজাগণের সেবা করিতে লাগিলেন। সীতার সেবায়
তাহারা আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ ও হিতোপদেশ দিতে লাগিলেন।
সীতার সহিত সরল-হৃদয় ভাই-দুইটিকে দেখিয়া কুটিল রাণী বৈকেশ্বরী খুব অমৃতপ্ত
হইলেন। তিনি মনে মনে বিধাতার নিবর্ত স্বীয় মৃত্যু প্রার্থনা করিলেন। রাম
অযোধ্যায় বাইবেন কি না এই চিন্তায় ভরত চিন্তাশ্রিত হইলেন। আহা'রাদি গ্রহণেও
অনিচ্ছুক হইলেন। তিনি বিনিময় রজনী যাপন করিতে লাগিলেন ॥২৬২॥

চৌ—কীনাহি মাতু মিস কাল কুচালী। ইতি ভীতি জস পাকত সালী ॥

কেহি বিধি হোই রাম অভিষেকু। মোহি অবলকত উপাউ ন একু ॥১॥

অবসি ফিরহি' গুর আয়সু ধানী। মুনি পুনি কহব রাম রুচি জানী ॥

মাতু কহেছ' বহুরহি' রঘুরাউ। রাম জননি হঠ করবি কি কাউ ॥২॥

মোহি অনুচর কর কেতক বাতা। তেহি মই কুসমউ বাম বিধাতা ॥

জো' হঠ করউ' ত নিপট কু করমু। হরগিরি তেঁ গুরু সেবক ধরমু ॥৩॥

একউ জুগুতি ন মন ঠহরানী। সোচত ভরতহি রৈনি বিহানী ॥

প্রাত নহাই প্রভুহি সির নাজি। বৈঠত পঠএ রিয়য়' বোলাজি ॥৪॥

দোহা— গুর পদ কমল প্রানায়ু করি বৈঠে আয়সু পাই।

বিপ্র মহাজন সচিব সব জুরে সভাসদ আই ॥২৫৩॥

বাংলা-অর্থ—মাতু মিস—মাতৃজলে; ইতি—অতঃপরে; অনারুটি, পোকা লাগা
প্রভৃতি বিপদ; সালী—শালি-বাগ; অবলকত—দেখিতেছি; অবসি—অবশ; হঠ—
হঠাৎ; কেতক—কণ (মুগা); কুসম—কুম্ম; হরগিরি—কৈলাস পর্বত; ঠহরানী

—স্থির করি ; রৈনি—রজনী ; বিহানী—প্রভাত হইল ; আই জুরে—আসিয়া মিলিত হইলেন ; কাউ—কতু ; (দো—২৫০)

চৌ—মাতৃ-হল ধরি' কাল বিপত্তি সাধিল। পত্রপাল পাকা শালি ধানে হানা দিল ॥
চিন্তে,—কোন্ পথে হ'বে রাম-অভিষেক। উপায় না হেরে কিছু তাহার বিবেক ॥১

এব রাম ফিরিবেন গুরু-আজ্ঞা মানি'। গুরু-আজ্ঞা কিন্তু হবে রাম-কুচি জানি' ॥

কৌশল্যা-বচন মানি' রাম ফিরিবেন। জননী কৌশল্যা কি সে জন্ম ধরিবেন ?

মাদৃশ সেবক-বাক্যে কিবা আছে দাম ? কুসময় মম এবে, বিধি হ'ল বাম ॥

জন্ম ধরি যদি তাহে ভারী কু-করম। কৈলাস হইতে গুরু সেবক-ধরম ॥৩

একটিও যুক্তি কিছু মনে না আসিল। চিন্তিতে চিন্তিতে রাত্রি প্রভাত হইল ॥

প্রভু-পদে নমিলেন সারি' প্রাতঃস্নান। প্রভাতে ভরতে ক্ষয়ি ডাকিয়া পাঠান ॥৪
দোহা— গুরু-পাদ-পদ্মে প্রণাম করিয়া আজ্ঞা লভি' ভরত বসেন।

বিপ্র মহাজন সচিব সহিত সভাসদ আসিয়া জুটেন ॥২৫৩॥

সান্নিধ্য—এইভাবে ভরত রামের অভিষেক সম্বন্ধে বহু চিন্তা করিতে লাগিলেন। কালের বিপর্যয় ও মাতার দুষ্কার্যের কথা স্মরণ করিয়া রামের অভিষেক সম্বন্ধে বহু আশঙ্কা তাঁহার মনোরাজ্যে উদয় হইল। পরদিন প্রভাতে ভরত নিত্যকর্ম সমাপনান্তে রামকে প্রণাম করিয়া গুরুর আশ্রয় গুনিয়া তথায় গেলেন। তিনি গুরুকে প্রণাম করিয়া বসিলে মন্ত্রী ও সভাসদগণ তথায় মিলিত হইলেন ২৫৩।

চৌ—বোলে মুনিবর সময় সমান। স্ননছ সভাসদ ভরত স্নজ্ঞান ॥

ধরম ধুরিন ভানুকুল ভানু। রাজা রামু স্ববস ভগবানু ॥১॥

সত্যসঙ্গ পালক শ্রুতি সেতু। রাম জনমু জগ মঙ্গল ছেতু ॥

গুর পিতৃ মাতৃ বচন অনুসারী। খল দলু দলন দেব হিতকারী ॥২॥

নীতি শ্রীতি পরমারথ আরথু। কোউ ন রাম সম জান যথারথু ॥

বিধি হরি হরু সসি রবি দিসিপাল। মায়ী জীব করম কুলি কালা ॥৩॥

অহিপ মহিপ জই লগি প্রভুতাই। জোগ সিদ্ধি নিগমাগম গাই ॥

করি বিচার জিয়' দেখছ নীকেঁ। রাম রজাই সীস সব হী কেঁ ॥৪॥

দোহা— রাথৈ রাম রজাই রুথ হম সব কর হিত হোই।

সমুখি সমানে করছ অব সব মিলি সম্মত সোই ॥২৫৪॥

বাংলা অর্থ—জান—জানে; জথারথু—বথার্থ; কুলি—সব; অহিপ—অনন্ত; রজাই—আজ্ঞা; সীস—শীর্ষস্থানে; রুথ—অভিপ্রায়; সমানে—বুদ্ধিমান; (দো—২৫৪)

চৌ—মুনিবর কহিলেন কালোচিত বাণী। শুন মহাজন তথা ভরত স্নজ্ঞানী ॥

ভানু-কুল-রবি যিনি ধর্ম-ধুরন্ধর। রাজা রাম নিজে হ'ন স্বভক্ত ঈশ্বর ॥১॥

সত্যসঙ্গ জন-ব্রাতা তিনি শ্রুতি-সেতু। রামের জনম বিশ্বে মঙ্গলের ছেতু ॥

গুরুজন-পিতা-মাতা-বাক্য-অনুসারী। খলের দলন-কারী দেব-হিত-কারী ॥২

নীতি-প্রীতি-পরমার্থ যাঁরে থলি অর্থ। রাম-সম কেবা জানে এ সব বার্থ।
 বিধি-হরি-হর-শশি-রবি-দিকপাল। মায়া তথা জীব আর সব কর্ণ, কাল ॥৪॥
 অনন্ত ও নৃপ আদি তাঁ'র প্রভুতায়। যোগ সিদ্ধি তথা—বাহা বেদে শাস্ত্রে গায় ॥
 ভালরূপে হিয়া-মাঝে যদি বিচারিবে। রাম-আজ্ঞা শিরে সবে ধারণ করিবে ॥৪॥
 দোহা— রাম-আজ্ঞা রাখি' তাঁ'র ইচ্ছা পালি' হিত হবে আমা' সবাকার।

বুঝি' বুঝিমান কর এবে তাহা সবে মিলি' করিয়া বিচার ॥২৫৪॥

সান্নিধ্য—বশিষ্ঠ তখন ভরত প্রভৃতিকে বলিলেন,—ধর্ম-রক্ষক মুখ্য-কুল-রবি
 রামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান্। তিনি সত্য-প্রতিজ্ঞ, জগতের কল্যাণের জন্য জন্মগ্রহণ
 করিয়াছেন। রাম গুরুজনের আজ্ঞা-পালনকারী দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া
 থাকেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি দেবতা, দিকপাল প্রভৃতি সকলেই রামের আজ্ঞাধীন।
 তোমরা সকলে জ্ঞানবান্। অতএব যাহা ভাল হয় তাহাই কর। রামের আদেশ ইচ্ছা
 পালন করিলেই আমাদের কল্যাণ হইবেই ॥২৫৪॥

চৌ—সব কর্ণ স্নানদ রাম অভিষেক। মজল মোদ মূল মগ এক ॥

কেহি বিধি অবধ চলহি' রঘুরাউ। করছ সমুঝি সোই করিঅ উপাউ ॥১॥

সব সাদর স্নানি মুনিবর বানী। নয় পরমার্থ স্বার্থ সাণী ॥

উত্তর ন আব লোগ ভএ ভোরে। তব সিরু নাই ভরত কর জোরে ॥২॥

ভানুবংস ভএ ভূপ ঘনরে। অধিক এক তেঁ এক বড়েরে ॥

জনম হেতু সব কই পিতু মাতা। করম স্তম্ভাস্তম্ভ দেই বিধাতা ॥৩॥

দলি দুখ সজই সকল কল্যাণ। অস অসীস রাউরি জগু জানা ॥

সো গোসাই' বিধি গতি জেহি' ছে'কী। সকই কো টারি টেক জো টেকী ॥৪॥

দোহা— বুঝিঅ মোহি উপাউ অব সো সব মোর অভাও।

স্নানি সনেহময় বচন গুর উর উমগা অনুরাগ ॥২৫৫॥

বাংলা অর্থ—মগ—মার্গ, পথ; নয়—নীতি; ভোরে—ভ্রাতৃ; ঘনরে—ভএ—
 অনেক হইয়াছিল; বড়েরে—বহান্; দেই—দেন; দলি—দলিত করিয়; সজই—
 শাক্ষিয়া দেন; রাউরি—আপনার; ছে'কী—করু করিয়াছে; টারি—বদলান; টেক
 —নিশ্চয়; বুঝিঅ—জানিতে চাও; উমগা—উৎসাহ হইল; (দো—২৫৫)

চৌ—সবাকার স্নানদারী রামের ভিলক। শুভ ও আনন্দ-মূল এই পথে এক ॥

বাহাতে অযোধ্যাপুর রঘুরাজ যা'ন। বুঝি' বলি' তাহা সব করহ বিধান ॥১॥

যত্নে স্নানি বাণী যাহা ক'ন মুনিবর। নীতি-পরমার্থযুত লোক-হিতকর ॥

উত্তর না আসে সবে হইল বিভোর। মমিয়া ভরত ক'ন করি' করবোড় ॥২॥

রবিকুলে বহু নৃপ জন্ম লভেছেন। এক থেকে আর বড় সবে জেনেছেন ॥

পিতা মাতা হ'তে জন্ম সর্বজনে পা'ন। শুভাশুভ কর্ণকল বিধির বিধান ॥৩॥

দুঃখে দলি' আনি' দেয় বিখের কল্যাণে। তোমার আশিষে বিখে—সবে ইহা জানে
সব কিছু তুমি প্রভু পারিবে সাধিতে। তোমার সিদ্ধান্ত বল কে পারে রাখিতে ? ৪
দোহা— উপায় জানিতে মো'সবার পাশে কহ, ইথে ভাগ্যদোষ মানি ॥

অমুরাগে গুরু হ'ন উৎখলিত শুনি সেই স্নেহময় বাণী ॥২৫৫॥

সান্ন্যাসার্থ—রামের রাজ্যাভিষেক সকলের আনন্দদায়ক ও মঙ্গল-স্বরূপ, বাহাতে
রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে পারেন তাহার উপায় কর। মূনির কথা শুনিয়া
সকলে নির্বাক হইল। তখন করযোড়ে ভরত বলিলেন,—হে প্রভু। আপনার
আশীর্বাদে অশেষ দুঃখ দূরীভূত হইয়া পরম কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। আপনার
জগদ্বিখ্যাত-শক্তি বিধাতার গতিকেও রোধ করিতে সার্থ্য। আপনার ইচ্ছা নির্বিশেষে
পারিদমাপ্তি হইয়া থাকে। আপনার সংশয় আমাদেরই হৃদ্যাগের সূচনা করিতেছে ॥২৫৫॥

চো— তাত বাত ফুরি রাম কুপাহী'। রাম বিমুখ সিধি সপনেছ' নাহী' ॥

সকুচউ' তাত কহত এক বাতা। অরধ তজহি' বৃধ সরবস জাতা ॥১॥

তুমহ কানন গবনছ দৌউ ভাঈ। ফেরিঅহি' লখন সীয় রঘুরাজি ॥

শুনি সুবচন হরষে দৌউ ভাতা। ভে প্রমোদ পরিপূরন গাতা ॥২॥

মন প্রসন্ন তন তেজু বিরাজা। জমু জিয় রাউ রামু ভএ রাজা ॥

বহত লাভ লোগনহ লঘু হানী। সম দুখ সুখ সব রোবহি' রানী ॥৩॥

কহহি' ভরতু মূনি কহা সো কীন্হে। ফলু জগ জীবনহ অভিমত দীনহে ॥

কানন করউ' জনম ভরি বাসু। এহি তেঁ অধিক ন মোর সুপাসু ॥৪॥

দোহা— অন্তরজামী রামু সিয় তুমহ সরবগ্য সজান।

জো' ফুর কহছ ত নাথ নিজ কীজিঅ বচনু প্রবান ॥২৫৬॥

বাংলা অর্থ—ফুরি—সত্য; সকুচউ'—সঙ্কচিত হইত; গাতা—গাত্র; জিয়—
জীবিত হইলেন; লঘু—কম; রোবহি'—কাদিতে লাগিলেন; কীন্হে—করা ইবে;
সুপাসু—সুবিধা; ফুর—সত্য; কীজিয়—করুন; (চো—২৫৬)

চো—ওহে তাত! রাম-কুপা সত্য বলি' জানো। রাম রাম স্বপনেও সিদ্ধি নাহি মানো

এক কথা কহিবারে দ্বিধাকূল মন। বৃধ অর্দ্ধ ত্যজে যবে যায় সর্ব ধন ॥১॥

তোমরা দু'ভায়ে কর কাননে গমন। ফিরে যা'ন রঘুরাজ, সীতা ও লক্ষ্মণ ॥

হেন বাক্যে হর্ষে ভরে ভাই দুইজন। দৌহাকার তনু, মন আনন্দে মগন ॥২॥

মন তুষ্ট তেজে ভরে কলেবর তা'র। বর্তমানে লইবেন রাম রাজ্যভার।

লোক ইথে বহু লাভ মানে লঘুহানি। সুখ-দুঃখ ভুল্য রহে কাঁদে যত রাণী ॥৩॥

মুনি বাহা ক'ন,—তাহা করাই উত্তম। জন্ম-ফল লাভ তাহে অতীষ্ট পরম ॥

আজ্ঞা করিব আমি কানন-আশ্রয়। ইহা হ'তে বেশী সুখ কোথা নাহি হয় ॥৪॥

দোহা— অন্তর জানেন দৌহা সীতারাম আপনিও সর্বজ্ঞ ধীমান।

এই যদি সত্য করিলেন নাথ! স্ববচন করুন প্রমাণ ॥২৫৬॥

সান্নাধ্য—ভরতের কথা শুনিয়া মুনি শানন্দে বলিলেন,—হে ত্রিষ! রামের
কৃপা ব্যতীত কিছুই হইবে না। একটি কথা বলিতে লঙ্কাচ বোধ করিতেছি।
পণ্ডিতগণ যেখানে সমস্ত বস্তুর বিনাশ হইবার আশঙ্কা করেন, সেখানে অল্পেক
ত্যাগ স্বীকার করেন। অতএব তোমরা দুই ভাই বনে গিয়া, সীতা-রাম ও লক্ষ্মণকে
অযোধ্যায় ফিরাইয়া পাঠাও। এই বার্তা শুনিয়া ভরত আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—
মুনিরাজ! আপনার বাণ্যমুসারে কার্য্য হইলে জন্ম সার্থক হইবে। আমার
অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। আনন্দে আমি বনে বাস করিব। জ্ঞানী ও অন্তর্য্যামী সীতা-রাম
সমস্তই জানেন ৷২৬৷

চৌ ভরত বচন শ্রুনি দেখি সনেহু। সভা সহিত মুনি ভএ বিদেহু ॥
ভরত মহা মহিমা জলরাসী। মুনি মতি ঠাটি তীর অবলা সী ॥১৷
গা চহ পার জতনু হিয় হেরা। পাবতি নাব ন বোহিতু বেরা ॥
ওরু করিহি কো ভরত বড়াই। সরসী সীপি কি সিদ্ধু সমাজে ॥২৷
ভরত মুনিহি মন ভীতর ভাএ। সহিত সমাজ রাম পহি আএ ॥
প্রভু প্রণাম করি দীনহ স্রআসনু। বৈঠে সব মুনি মুনি অনুসাসনু ॥৩৷
বোলে মুনিবরু বচন বিচারী। দেস কাল অবসর অনুহারী ॥
সুনহ রাম সরবগ্য সজ্ঞান। ধরম নীতি শুন গ্যান মিধান ॥৪৷

দোহা— সব কে উর অন্তর বসহ জানহ ভাউ কুভাউ।

পূরজন জননী ভরত হিত হোই সো কহিঅ উপাউ ॥২৭৷

বাংলা অর্থ—বিদেহু—দেহজ্ঞান-বিবর্জিত; ঠাটি—দণ্ডায়মান; সী—সদৃশ; গা
চহ—বাইতে চাহিয়াছিলেন; হেরা—সন্ধান করিয়াছিল; বাহিত—জাহাজ; বেরা—
ভেলা; সীপী—ঝিঝু; সমাজে—প্রবেশ করে; ভায়ে—ভাল লাগিল; অনুসাসনু—
আদেশ, অনুরোধ; অনুহারী—অনুসারী; (দো—১৭)

ভরত-বচন শ্রুনি বিচারিয়া স্নেহ। সভাসদ-সহ সবে বিন্মরিল দেহ ॥

ভরত-মহিমা যেন বারিদি অপার। নারী-সম মুনি-মতি খাড়া তটে ভা'র ॥১
যেতে চাহি পারে হিয়া প্রয়াস লভিল। জাহাজ ও নৌকা, ভেলা কিছু না মিলিল ॥

ভরত-মহত্ব বুঝে কোথা। হেন জন ? সরের ঝিঝুকে সিদ্ধু পশে কি কখন ? ২

মুনি-মন ভরতেরে করি' আনন্দিত। সবে লয়ে রাম-পার্শ্বে হ'ন উপনীত ॥

প্রভু প্রণমিয়া তাঁ'রে দেন স্র-আসন। মুনি-আজ্ঞা লভি' সবে উপবিষ্ট হ'ন ॥৩

বিচারি' বচন তদ্ব। ক'ন মুনিবর। অনুসরি' দেশ কাল তথা অবসর ॥

ওহে রাম ! শুন তুমি সর্ব-জ্ঞানাদার। ধর্ম-নীতি শুণ-জ্ঞান তোমাতে অপার ॥

দোহা— সবার অন্তরে তুমি বাস করি' স্রুভাবে কুভাবে ধর জ্ঞান ॥

প্রজা-মাতৃগণ-ভরত-মঙ্গল হবে যাহে কর সমাধান ॥২৭৷

সান্নিধ্য—ভরতের ভক্তিপূর্ণ বাক্যে মুনি বিশেষ প্রীত হইলেন ! তিনি সকলকে সঙ্গে লইয়া রামের নিকট চলিলেন । রাম মুনিকে প্রণাম করিয়া বসিবার তত্ত্ব সুন্দর আল্পন প্রদান করিলে মুনির সহিত সকলে উপবেশন করিলেন । অবসর বুঝিয়া মুনি বলিলেন,—হে রাম ! তুমি সৰ্ব্বজ্ঞ, জ্ঞানী, নীতিবিদ এবং সৰ্ব্ব-শুণ্যাকর । তুমি সকলের হৃদয়-গন্ধিরে অবস্থান করিয়া থাক । সদস্য মনের অবস্থা বুঝিতে পার । অতএব পূরবাসী, মাতা ও ভরতের তত্ত্ব উপায় স্থির করিয়া দাও । ১২৫৭।

চৌ—আরও কহি' বিচারি ন কাউ । সূর্য জুআরিহি আপন দাউ ॥

মুনি মুনি বচন কহত রঘুরাউ । নাথ তুমহারেহি হাথ উপাউ ॥১॥

সব কর হিত রুখ রাউরি রাখে । আয়স্ব কিএ' মুদিত কুর ভাবে' ॥

প্রথম জো আয়স্ব মো' কহ' হোজি । মাথে' মানি করে' সিখ সোজি ॥২॥

পুনি জেহি কই জস কহব গোসাজি । সো সব ভা'তি ঘটিহি সেবকাজি ॥

কহ মুনি রাম সত্য তুমহ ভাষা । ভরত সনেই বিচারু ন রাখা ॥৩॥

ভেহি তেঁ কহউ' বহোরি বহোরী । ভরত ভগতি বস ভই মতি মোরী ॥

মোরৈ' জান ভরত রুচি রাখী । জো কীজিঅ সো স্তব্ধ সিব সাখী ॥৪॥

দোহা— ভরত বিনয় সাদর স্তুতিঅ করিঅ বিচারু বহোরি ।

করব সাধুমত লোকমত নূনয় নিগম নিচোরি ॥২৫৮॥

বাংলা অর্থ—সূর্য—দেখিতে পায় ; জুআরিহি—অরাজক্য রোগী ; দাউ—উত্তাপ ; কিয়—পালন করিলে ; মুদিত—প্রসন্নতা ; ভাবে—কথিত হয় ; মো' কহ—আমার প্রতি ; ঘটিহি—ঘটিবে ; ভাষা—বলিবার ; জান—জ্ঞানে ; সাখী—সাক্ষী ; নূনয়—রাজনীতি ; নিচোরী—সারংশ বাহির করিয়া, নিঃড়াইয়া ; (দো—২৫৮)

চৌ—অর্ধজন বিচারিতে না পারে কখন । অরিত বুঝিবে শুধু উত্তাপ আপন ॥

মুনির বচন শুনি' রঘুনাথ ক'ন । হে নাথ ! তোমার হাতে উপায় এখন । ১

তব ইচ্ছা মানিলেই সবার মঙ্গল । আদেশ পালিলে সত্য আনন্দ উচ্ছল ॥

প্রথমে আদেশ যাহা করিবে আমারে । সেই শিক্ষা মানি' লব রাখি' শির'পরে ॥২

প্রভুর আদেশ যথা যা'র প্রতি হয় । শুভ তাহে সবাকার জানি স্তুতিচয় ॥

সত্য বটে তুমি যাহা কহিলে , হে রাম ! ভরতের প্রেম নাহি পথ রাখে আন ॥৩

সে কারণে কহি আমি তোমা' বার বার । ভরত-ভক্তি-বশ মানস আমার ॥

ভরত-পীরতি ধরি' যা' হবে সাধিত । শিব সাক্ষী কহি তাহে শুভ স্তুতিশিত ॥৪

দোহা— ভরত-বিনয় সাদরে স্তুতিয়া মনে পিছে করিও বিচার ।

শিষ্ট-সাধু-লোক-মতে ভাল যাহা , কর তাহা বেদ-অনুসার ॥২৫৮॥

সান্নিধ্য—মুনির কথায় রঘুরাজ প্রত্যন্তরে বলিলেন,—নাথ ! আপনায় কাছেই সমস্ত উপায় রহিয়াছে । আপনায় ইচ্ছা প্রতিপালন করিলে সকলের মঙ্গল হইবে । আমাকে যাহা আদেশ করেন আমি তাহাই করিব । আর যাহাকে যাহা করিতে

নির্দেশ দিবেন সকলেই তাহা করিবে। তখন মুনি বলিলেন,—রাম! তুমি বাহা বলিয়াছ তাহা সত্য, কিন্তু আমার বুদ্ধি ভরতের ভক্তিতে বশীভূত হইয়াছে, তাই বিচার-শক্তি আমার লুপ্ত হইয়াছে। আমার মনে হয় ভরতের ইচ্ছানুরূপ কাৰ্য্য করিলে শুভ হইবে। ভরতের নিবেদন শ্রবণ-পূৰ্ণক রাজ-নীতি ও বেদান্তসারে বাহা হিত হইবে তাহাই বিচার করিয়া স্থির কর ॥২৫৮॥

চৌ—গুর অনুরাগু ভরত পর দেখী। রাম হৃদয় আনন্দু বিসেবী ॥

ভরতহি ধরম ধুরন্ধর জানী। নিজ সেবক তন মানস বানী ॥১॥

বোলে গুর আয়স অনুকূল। বচন মধু মৃত্ত মঙ্গল মূল ॥

নাথ সপথ পিতু চরন দোহাঞি। ভয়উ ন ভুঅন ভরত সম ভাঞি ॥২॥

জে গুর পদ অম্বুজ অনুরাগী। তে লোকহুঁ খেদহুঁ বড়ভাগী ॥

রাউর জা পর অস অনুরাগু। কো কহি সকই ভরত কর ভাগু ॥৩॥

লখি লঘু বন্ধু বুদ্ধি সকুচাঞি। করত বদন পর ভরত বঢ়াঞি ॥

ভরতু কহহিঁ সেই কিএঁ ভলাঞি। অস কহি রাম রহে অরগাঞি ॥৪॥

দোহা— তব মুনি বোলে ভরত সন সব সঙ্কোচ তজি তাত।

কৃপাসিদ্ধু প্রিয় বন্ধু সন কহহু হৃদয় কৈ বাত ॥২৫৯॥

বাংলা অর্থ—তন মানস বানী—কায়মনোবাক্যে; ভয়উ ন—হয় নাই; বড় ভাগী—বড় ভাগ্যবান; রাউর—আপনার; কিয়ে—কৃত হইলে; অরগাঞি—নীরব; হৃদয় কই—মাতুরিক; ভুঅন—ভুবন; (দো—২৫৯)

চৌ—গুর-অনুরাগ হেরি' ভরতের পরে। রাম-হিয়া ডুবে তদা আনন্দ-সাগরে ॥

ভরতেরে জানি' লয়ে ধর্ম-ধুরন্ধর। কায়মনোবাক্যে সে যে সেবক-প্রবর ॥১॥

রাম কহিলেন,—গুর আদেশানুকূল। বচন মধুর মৃত্ত মঙ্গলের মূল ॥

শপথ করিমু ল'য়ে পিতার চরণে। ভরতের তুল্য ভাতা ন হবে ভুবনে ॥২॥

যা'রা গুরুপদে রহে সদা ভক্তিমান। লোকে বেদে তা'রে কহে বড় ভাগ্যবান ॥

যা'র 'পরে রহে গুর পীরতি এমন। সেই ভরতের ভাগ্য কে করে বর্ণন ৩

দ্বিধা মম মনে বিচারিয়া ছোট ভাই। সম্মুখেতে ভরতেরে কহিতে বড়াই ॥

ভরত কহিবে বাহা শুভ মানি' তাহে। ইহা কহি' রাম তদা চুপ করি' রহে ৪

দোহা— ভরতেরে মুনি কহিলেন তবে সব দ্বিধা দাও তেয়াগিয়া।

কৃপার নিধান প্রিয় ভাই সনে কহ কথা হৃদয় খুলিয়া ॥২৬০॥

সান্নামর্শ—ভরতের উপর গুরুর বিশেষ মেহ আছে জানিয়া রাম আনন্দিত হইলেন। ভরত কায়মনোবাক্যে রামের সেবা করেন, ইহা জানিয়া রাম মুনিকে বলিলেন,—হে নাথ! ভরতের মত ভাই পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করে নাই। গুরুভক্ত ভরতের উপর আপনার বিশেষ অনুরাগ থাকায় ইহার মত ভাগ্যবান আর কে হইতে হইতে পারে? ভরতের সামনে তাঁহার প্রশংসা করিলে মনে সঙ্কোচ হইবে বলিয়া

রাম বলিলেন,—ভবত থাঁহা বলে, তাহা পাগলনেই মঙ্গল হইবে। রাম মোন অবলম্বন করিলে
মুনি ভরহকে তাঁহার মনের কথা রামের নিকট জানাইতে বলিলেন ॥২৫॥

চৌ—মুনি মুনি বচন রাম রুখ পাঞি । গুরু সাহিব অনুকূল অঘাঞি ॥

লখি অপনে' মির সবু ছরু ভারু । কহি ন সকহি' কছু করহি' বিচারু ॥

পুলকি সরীর সত্তা' ভএ ঠাটে । নীরজ নয়ব নেহ জল বাটে ।

কহব মোর মুনিনাথ নিবাহা । এহি তেঁ অধিক কহৌ' মৈ' কাহা ॥২॥

মৈ' জানউ' নিজ নাথ সুভাউ । অপরাধিছ পর কোহ ন কাউ ॥

মো পর কৃপা সনেছ বিসেবী । খেলত খুনিস ন কবছু' দেখী ॥৩॥

সিসুপন তেঁ পরিহরেউ' ন সংগু । কবছু' ন কীন্হ মোর মন ভংগু ॥

মৈ' প্রভু কৃপা রীতি জিয়' জোহী । হারেছ খেল জিতাবহি' মোহী ॥৪॥

দোহা— মছ' সনেহ সঙ্কোচ বস সনমুখ কহী ন বৈন ।

দরসন তৃপিত ন আজু লগি পেয় পিআসে নৈন ॥২৬॥

বাংলা অর্থ—অঘাঞি—চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে ; ছরু ভারু—গুরু-দায়িত্ব-ভার ;
ঠাটে ভএ—দণ্ডায়মান হইলেন ; বাটে—বত্মা বাহিল ; নেহজলু—স্নেহ-বরি ; কহব—
কথা ; নিবাহা—নিষ্পন্ন পারিয়াছেন ; কাহা—কি ; কোহ—ক্রোধ ; খুনিস—ক্রোধ ;
জোহী—দেখিয়াছি ; হারেছ খেল—পরাজিত খেলা ; (দো—২৬০)

চৌ—মুনির বচন 'মুনি', রাম-মন জানি' । গুরু, প্রভু দোঁহা অতি অনুকূল মানি ॥

নিজ শির'পরে হেরি' সব গুরু-ভার । কহিতে ভরত নারে করিয়া বিচার ॥১॥

পুলকিত-তনু হ'য়ে সম্মত দাঁড়ান । স্নেহ-বত্মা বহে হ'তে কমল-নয়ান ॥

মোর কথা যত কিছু ক'ন মুনি-নাথ । আর কথা বলিবার নাই তাঁ'র সাথ ॥২॥

প্রভুর স্বভাব জানি' আমার অন্তরে । ক্রোধ দেখি নাই তাঁ'র কভু দোষী'পরে ॥

মম'পরে অতি কৃপা পীরিত অপার । খেলিবার কালে ক্রোধ না হেরিনু তাঁ'র ॥৩॥

ছেলেবেলা হ'তে নাহি পরিহরি সজ । প্রভু কভু করেননি মম মনোভঙ্গ ॥

প্রভুর করুণা-নীতি, আজ্ঞা মনে স্মরি । আমারে দিতেন জয় নিজে খেলা হারি' ॥৪॥

দোহা— স্নেহ-ভরা মন সঙ্কোচ-বিবশ সন্মুখে না ক্ষুরিছে বচন ।

দরশন-তৃপ্ত এখনও না হয় প্রেমাতুর পিয়াসী নয়ন ॥২৬॥

সান্নাধ্য—মুনির কথা শুনিয়া ও রামের ইচ্ছা জানিয়া ভরত গুরু ও প্রভুর
অনুকূল ভাব বুঝিলেন । তাঁহার উপর সমস্ত দায়িত্বের ভার থাকায় তিনি বিচার
করিতে অসমর্থ হইলেন । তাঁহার পদ্যনেত্র অশ্রুপূর্ণ হইল । তিনি বলিলেন,—হে
নাথ ! আজীবন তোমার কৃপা হইতে বঞ্চিত হই নাই বা কখনও তোমার ক্রোধের
পাত্র হই নাই । মুনিবর আমার মনোভাব অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন । আমি
ভক্তি ও সঙ্কোচের জগু ইহাও বেশী কিছুই বলিতে পারি না । অত্যাধি তোমার দর্শন-
পিপাসা আমার ঘিটে নাই ॥২৬॥

চৌ—বিধি ন সকেউ সহি মোর দুলারা। নীচ বাচু জননী মিস পায়া ॥
 যহউ কহত মোহি আজু ন সোভা। অপনৌ সমুঝি সাধু স্মৃতি কো ভা ॥১॥
 মাছু মন্দি মৈ সাধু স্মৃচালী। উর অস আনত কোটি কুচালী ॥
 ফরই কি কোদব বালি স্মৃচালী। মুকতা প্রসব কি সম্বুক কালী ॥২॥
 সপনেছ দোসক লেসু ন কাহু। মোর অভাগ উদধি অবগাহু ॥
 বিনু সমুঝে নিজ অঘ পরিপাকু। জারিউ জায় জননি কহি কাকু ॥৩॥
 হৃদয় হেরি হারেউ সব ওরা। একহি ভাঁতি ভলেহি ভল মোরা ॥
 গুর গোসাই সাহিব সিয় রামু। লাগত মোহি নীক পরিনামু ॥৪॥

দোহা— সাধু সন্তা গুর প্রভু নিকট কহউ সুখল সতি ভাউ।
 প্রেম প্রপঞ্চ কি বৃষ্ঠ ফুর জানহি মুনি রঘুরাউ ॥২৬১॥

বাংলা অর্থ—দুলারা—অদর; মিস—ছলে; বীচু—ডেপ; ভা—হইয়াছে;
 স্মৃচালী—সুন্দর চালচলন-যুক্ত; ফরই—ফলে; কোদব—কোদো ধান; তালী সম্বুক
 —পুকুরের শামুক; অবগাহু—অতলস্পর্শ; কাকু—কুবধা; প্রপঞ্চ—ছলনা; ১২৬১।

চৌ—বিধি নাহি সহিলেন মোর সমাদর। নীচ মাতা-ছলে হ'ন ভেদ সৃষ্টি'পর ॥
 এ' কথা কহিলে আজ ভাল না দেখায়। নিজেরে গণিয়া সাধু সাধুতা কে পায় ১১
 মাতা মম মন্দ আমি ধরি সদাচার। হৃদয়ে আনিলে ইহা কোটি দুয়াচার ॥
 কোদো ধানে নাহি হয় শালির জনম। না করে শামুক কৃষ্ণ মুক্তা উৎপাদন ১২
 দোষ কহি' স্বপ্নে কারো ক্লেশ নাহি দিব। দুর্ভাগ্য-সাগর মম অগাধ বুঝিব ॥
 নিজ পাপ-পরিণাম নাহিক বুঝিয়া। ব্যর্থ জালা দিশু মাতৃকার্যে আলোচিয়া ১৩
 সব দিক্ হেরি' হিয়া মানে পরাজয়। এক দিকে মনে হয় শুভ স্থানিচ্ছয় ॥
 মুনিবর গুরু মম, প্রভু সীতা-রাম। ইথে মম মনে লয় শুভ পরিণাম ১৪॥

দোহা— সাধু-সন্তা, গুর, প্রভুর সমীপে কহি তীর্থে শপথ করিয়া।
 সত্য কি অসত্য প্রেম কি বঞ্চনা মুনি রাম লউন জানিয়া ॥২৬১॥

সান্নিধ্য—বিখ্যাত আমার রাম-প্রীতি সহ্য করিতে পারেন নাই, তাই ছলনায়
 মায়ের মাধ্যমে আমাদের বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়াছেন। আজ ইহা বলা আমার পক্ষে
 অশোভনীয়, কারণ নিজেকে সাধু বলিয়া মনে করিলে কেহই সাধু হয় না। আমি
 সং এবং মা অসৎ ইহা মনে করি উচিত নয়, কারণ পুঙ্খবিলীর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ঋতুকে মুক্তা
 থাকে না। আমার দুর্ভাগ্য অগম্য সমুদ্রের মত, তাই কাহাকেও দোষী বলিয়া ক্লেশ দিতে
 ইচ্ছা করি না। পাপের ফলেই আমি আজ পরাস্ত হইয়াছি। আমার ভ্রাতৃ-প্রেম স্বতঃস্ফূর্ত
 তাহা মুনিবর ও রঘুনাথ জ্ঞাত আছেন ১২৬১॥

চৌ—ভূপতি মরন পেম পশু রাখা। জননী কুমতি জগতু সবু সাখা ॥
 দেখি ন জাহি বিকল মহতারা। জরহি' দুসহ জর পুর নর নারী ॥১॥

যহী' সকল অনর্থ কর মূলা । সো শুনি সমুখি সহিউ' সব সূলা' ।
 সুনী বন গবমু কীন্হ রঘুনাথ । করি মুনি বেষ লখন সিয় সাধা ॥২॥
 বিনু পানহিন্হ পয়াদেহি পাঞ । সঙ্কর সাধি রহেউ' এহি যাঞ ।
 বছরি নিহারি নিষাদ সনেহু । কুলিস কঠিন উর ভয়উ' ন বেহু ॥৩॥
 অব সবু আঁখিন্হ দেখেউ' আউ । জিঅউ জীব জড় সবই সহাই ॥
 জিন্হহি নিরখি মগ সঁপিনি বীছী । ভজহি' বিষম বিষু ভামস ভীছী ॥৪॥
 দোহা— ভেই রঘুনন্দনু লখনু সিয় অনহিত লাগে জাহি ।

তান্ন তনয় তজি দুসহ দুখ দৈউ সহাবই কাহি ॥২৬২॥

বাংলা অর্থ—জর—জালা ; জরহি'—জলিতেছে ; যহী'—আমিই ; পানহিন্হ—
 পদত্যাগ, জুতা ; ন বেহু—বিদীর্ণ হয় নাই ; জীব—আত্মা ; বীছী—বিছা ; ভামস ভীছী
 —তীক্ষ্ণ তমোগুণ ; সহাবই—সহাইবে (দুঃখ) ; (দো—২৬২)

চৌ—প্রেম-পণ রাখি' হ'ল ভূপতি-মরণ । মাতারো কুমতি সাক্ষী সকল ভুবন ॥
 বিকলিত মাতৃগণে দেখা নাহি যা'য় । পুর-নরনারী অলে দুঃসহ জালাম ॥১॥
 আমি হই যত কিছু অনর্থ-কারণ । তাহা শুনি' বুঝি' সহি বেদনা ভীষণ ॥
 রঘুনাথ-বনযাত্রা শুনিমু যখন । মূনিবেশ ধরি' সহ সীতা ও লক্ষ্মণ ॥২॥
 পাতুকা না ধরি' পদে, পদভ্রজে যাই । শিব সাক্ষী ইহা হ'তে আনু কিছু নাই ॥
 নিষাদের প্রীতি পুন হেরিমু যখন । কুলিশ কঠিন হিয়া ভাঞ্জেনি তখন ॥৩॥
 এবে আমি সব হেরি আপন আঁখিতে । সব সহে জীব,—দেহে পরাণ থাকিতে ॥
 যাহারে হেরিয়া পথে বশিক সাপিনী । নিজ ভীত কোথ, বিষ ত্যজিবে আপনি ॥৪॥
 দোহা— সেই রঘুনাথ, লক্ষ্মণ, সীতারে লঘুজ্ঞান করে যেই জন ।

তা'র পুত্রে ত্যজি' বল কোন্ জনে দিবে দৈব বেদনা ভীষণ ॥২৬২॥

সান্নানন্দ—রাঘবেব প্রতি প্রেম ও প্রতিজ্ঞা হেতু রাজা ইহলোক ত্যাগ
 করিয়াছেন । মাতার কুমতিই জগতে সাক্ষী-স্বরূপ হইয়াছে । মাতৃগণের দুঃবস্থা
 দেখিয়া, পূরবাসিগণের অন্তর্দাহ ও স-ব-স্বর্ণ রামের বনবাস শুনিয়া নর-পদে ছুটিয়া
 আসিয়াছি । নিষদের ভক্তি দেখিয়া বজ্র-সম ঐ কঠিন হৃদয় বিদীর্ণ হয় নাই । নিকোঁধ
 জীবাত্মা সমস্তই সহ্য করিয়াছে । বাহার দর্শনে সর্পাদি ক্রুর জন্তুগণ বিষম-বিষ ও তমো-
 স্বভাব ত্যাগ করে, সেই সীতা-রাম বাহার অপ্রিয়, তাহার পুত্রকে বিধাতা অসহনীর
 দুঃখই দেন ॥২৬২॥

চৌ—সুনি অতি বিকল ভরত বর বানী । আরতি প্রীতি বিনয় নয় সানী ॥

সোক মগন সব সন্ত' খভারু । মনহ' কমল বন পরেউ তুসারু ॥১॥

কহি অনেক বিধি কথা পুরানী । ভরত প্রবোধু কীন্হ মূনি গ্যানী ॥

বোলে উচিত বচন রঘুনন্দু । দিনকর কুল কৈরব বন চন্দু ॥২॥

ভাত জায়' জিয়' করহ গলানী । ঈস অধীম জীব গতি জানী ॥

ভীমি কাল ভিজুঅন মত মোরে' । পুন্যসিলোক ভাত ওর ভোরে' ॥৩॥

উর আনত ভুম্হ পর কুটলাই। জাই লোকু পরলোকু নসাই ॥

দোসু দেহি জননিহি জড় ভেই। জিন্হ গুর সাধু সত্তা নহি সৈই ॥৪॥

দোহা— মিটিহিহি পাপ প্রাপঞ্চ সব অখিল অমঙ্গল ভার।

লোক স্তম্ভসু পরলোক স্তম্ভ স্তম্ভিরত নামু ভুম্হহার ॥২৬৩॥

বাংলা অর্থ—আরতি—আগ্নি, হুঃখ; খভার—বোঝা, ভার; কৈরব—কুম্ভ; জায় করহ—করিতে যাইতেহ; পুন্যসিলোক—পুণ্যশ্লোক, কীর্তিমান; তর—অধীন, তলহ; নসাই—নষ্ট হইবে; জিয়—হৃদয়ে; (দো—২৬৩)

চো—শুনিয়া ভরত-বাণী অতি বিচলিত। হুঃখ-প্রীতি-নীতি তথা বিনতি-মিশ্রিত ॥

শোকেতে মগন সত্তা বহে হুঃখ-ভার। কমল-কাননে যেন পড়িল তুষার ॥১

বিবিধ প্রকারে কহি কথা পুরাতনী। ভরতেরে প্রবোধিলা মুনিবর জ্ঞানী ॥

উত্তর দানিলা যথোচিত রঘুনাথ। সূর্য্যবংশ-পল্লবনে সম শিশানাথ ॥২॥

ওহে তাত! হিয়া-মাঝে গ্রানি ব্যর্থ ধর। জীব-গতি, সব কিছু ঈশাদীন স্মর ॥

ত্রিভুবনে তিন কালে পুণ্য-শ্লোক যত। তোমা' হ'তে নিম্ন স্তরে সকলে সত্তত ॥৩॥

তোমা'পরে কুটিলতা করিলে আরোপ। ইহলোক বাবে তা'র পরলোক লোপ ॥

মুখ' সবে জননীরে দোষ দিবে তা'রা। গুরু-সাধু-সঙ্গ কভু করেনি যাহারা ॥৪

দোহা— মিটিয়া যাইবে পাপের প্রাপঞ্চ যত সব অমঙ্গল-ভার ॥

ইহ শুভ যশ, পরলোকে স্তম্ভ যদি নাম স্মরিবে তোমার ॥২৬৩॥

সান্ন্যাসার্থ—ভরতের কথা শুনিয়া ভুবাব-পাড়িত কমলের হৃদয় সত্তা শোকে মগ্ন হইল। বিশিষ্ট ভরতকে নীতি-উপদেশ দিয়া প্রবোধ দিলেন। তখন ঘৃণাপ বলিলেন, —হে প্রিয়! ঈশ্বরের ইচ্ছায় জীবনের গতি প্রবাহিত হয়, অতএব বৃথা হুঃখ বোম করিও না। ত্রিভুবনে যত পুণ্যশ্লোক রহিয়াছেন সকলেই তোমার অধীন। তোমাকে যে কুটিল বলিয়া ভাবিবে তাহার ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হইবে। যে মুখ' গুরু ও সাধুসেবা করে নাই, সেই নরাধম মাতার উপর দোষাবোম বরিবে। মাতার নাম স্মরণে পাপ ও সংসারের মায়া দূরে যাইবে ॥২৬৩॥

চো—কহউ' স্তম্ভাউ সত্য সিব সাখী। ভরত ভুমি রহ রাউরি রাখী ॥

তাত কুতরক করহ জনি জাঞ। বৈর পেম নহি' দুইই দুইঞ ॥১॥

মুনিগন নিকট বিহগ যুগ জাহী। বাধক বধিক বিলোকি পরাহী ॥

হিত অনহিত পন্থ পচ্ছিউ জান। মানুষ তনু গুন গ্যান নিধান ॥২॥

তাত ভুম্হহি মৈ' জানউ' নীকেঁ। কেরোঁ কাহ অসংজ্ঞস জীকেঁ ॥

রাখেউ রায়' সত্য মোহি ত্যাগী। তনু পরিহরেউ পেম পন লাগী ॥৩॥

ভাসু বচন মেটত মন সোচু। তেহি তেঁ অদিক ভুম্হহার সঙ্কেচু ॥

ভা পর গুর মোহি আয়সু কীন্হা। অবসি জো কহহ চহউ' সোই কীন্হা ॥৪

দোহা— মনু প্রসন্ন করি সকুচ ভজি কহছ করোঁ সোই আজু ।

সত্যসন্ধ রঘুবর বচন স্মৃনি ভা স্মৃখী সমাজু ॥২৬৪॥

বাংলা অর্থ—ভূমি—পৃথিবী; রহ—রক্ষিত হইবে; নহিঁ-দুঃখই—লুকান যায় না;
বধিক—ব্যাধ; পরাইঁ—পালায়; অসমঞ্জস্ব—বিধা; রায়—রাজা; মেটত—
ফেলিতে; কীন্হা চহউঁ—করিতে চাহি; (দো—২৬৪)

চৌ—শিব সাক্ষী করি' কহি সত্যে সমাশ্রিত । ভূমি যদি রাখ ধরা তা' হ'বে রক্ষিত
হে তাত ! কুতর্ক বার্থ কভু না চিন্তিবে । যুগা-প্রেম লুকালেও লুকা'তে নারিবে ॥১

মুনিগণ-পার্শ্বে সদা যুগ-পাখী যায় । পীড়াদায়ী ব্যাধে হেরি' দূরেতে পালায় ॥

পশু-পক্ষী ধরে জেনো শত্রু-গিত্র-জ্ঞান । মানুষ-ওমু ত গুণ-জ্ঞানের নিধান ॥২

উত্তম সঙ্কট তাত ! তোমা' উপজয় । হৃদয় সজ্জতি-হীন, মানসে সংশয় ॥

রাজা সত্য রক্ষিলেন আমারে ত্যজিয়া । নিজ তনু পরিহারি' প্রেমের লাগিয়া ॥৩

তাঁর বাণী উপেক্ষিলে জন্মে পাপ-ভার । তা'রা বেশী দুঃখ দেয় বেদনা তোমার ॥

গুরু আশ্রা দেন পুন কথা রক্ষিবারে । অবশ্য যা' কহিবে তা' চাহি করিবারে ॥৪

দোহা— প্রসন্ন মানসে সঙ্কোচ ত্যজিয়া পালিব তা' যা' কহিবে আজ ।

সত্য-সন্ধ রাম কহিলে এ' কথা স্মৃখী হ'ল সকল সমাজ ॥২৬৪॥

সান্ন্যাসার্থ—রাম বলিলেন,—হে ভরত ! আমি সত্য বলিতেছি, তোমা-কর্তৃক
পৃথিবী রক্ষিত হইবে । বৃথা দুঃখদায়ক চিন্তা করিও না । শত্রুতা ও ভালবাসা
গোপন করিলেও তাহা গুপ্ত থাকে না । পশু-শক্ষীরাও শিষ্ট বা দুষ্ট বুঝিতে পারে ।
হে প্রিয় ! আমি তোমার স্বভাব জানি, তুমি সংশয়াপন্ন হইও না । রাজা আমাকে
ত্যাগ করিয়া সত্য-রক্ষা করিয়াছেন । প্রেম ও প্রতিজ্ঞার জন্ত স্বীয় দেহ ত্যাগ
করিয়াছেন । পিতৃবাক্য অবমাননা করিতে কষ্ট বোধ করি । তোমার দুঃখ ততোধিক
আমাকে পীড়া দিতেছে । পরন্তু গুরু আদেশ—ভূমি বাহা বহিবে তাহাই হইবে ।
অতএব তুমি সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত কর । তোমার বাক্যামুন্নয়ন কার্যে
প্রবৃত্ত হইব । রামের কথায় সক্ষে স্মৃখী হইল ॥২৬৪॥

চৌ—স্বর গন সহিত সন্ময় সুররাজু । সোচহিঁ চাহত হোন অকাঙ্ক্ষু ॥

বনত উপাউ করত কছু নাহী' । রাম সরন সব গে মন মাহী' ॥১॥

বহুরি বিচারি পরম্পর কহী' । রঘুপতি ভগত ভগতি বস অহী' ॥

স্মৃখি করি অম্বরীষ দুঃখবাস । ভে সুর সুরপতি নিপট নিরাস ॥২॥

সহে সুরনহ বহু কাল বিষাদ । নরহরি কিএ প্রগট প্রহলাদ ॥

লগি লগি কান কহহিঁ ধুমি মাথা । অব সুর কাজ ভরত কে হাথা ॥৩॥

আন উপাউ ন দেখিঅ দেবা । মানত রামু সুরসেবক সেবা ॥

হিয়ঁ সপেয় স্মৃখিরছ সব ভরতহিঁ । নিজ গুন সীল রাম বস করতহিঁ ॥৪॥

দোহা— স্ত্রনি স্ত্রমত স্ত্রগুণ কহেউ ভাল তুমহার যড় ভাণ্ড ॥

সকল স্ত্রমল মূল জগ ভরত চরন অনুরাগ ॥২৬৫॥

বাংলা অর্থ—হোন চাহত—হইতে চলিয়াছে ; বনড—বানাইতে (করিতে) ; গে—গেলেন ; স্ত্রি করি—স্রগ করিয়া ; নরহরি—নৃসিংহ ; স্ত্রি—কাণাইয়া ; স্ত্রিয়হ—স্রগ করিলেন ; করতহি—এরিতে ; ভাণ্ড—ভাগ্য ; (দো—২৬৫)

চৌ—দেবগণ-সহ ইন্দ্র হ'ন ভয় ভীত । অকাজ আশঙ্কা বুঝি' এবে উপনীত ॥

চিস্তিয়া উপায় কিছু না হ'ল নির্ণয় । রামের শরণে পথ এই মনে লয় ॥১

সবে পুন বিচারিয়া পরম্পর কহে । রঘুপতি ভক্তের ভক্তিবশ রহে ॥

অক্ষরীষ দ্বর্কাসার স্মরিয়া সম্বাদ । ইন্দ্র দেবগণ-সহ গণিলা প্রমাদ ॥২॥

স্ত্রগণ সহে দুঃখ বহুকাল ধ'রে । নরসিংহে প্রহ্লাদ তা' প্রকটিত করে ॥

মাথা মাড়ি' কাণে কাণে দেবগণ ক'ন । দেব-কার্য ভরতের হস্তেতে এখন ॥

দেবগণ না হেরিলা পদ্মা কিছু আন । ভক্তের সেবায় রাম দেন বহু মান ॥

স্মর সবে ভরতের মনে ভক্তিভরে । নিজ গুণে শীলে সেই রামে বশ করে ॥৪

দোহা— দেব-মত স্ত্রনি' ক'ন স্ত্র-গুরু তোমরা সকলে মহাভাগ ।

সর্ব-শুভ-মূল জানিবে জগতে ভরত-চরণে অনুরাগ ॥২৬৫॥

সান্নিধ্য—কৃপাসিদ্ধ রাম ভয়তের ভক্তিতে বশীভূত হইলেন দেখিয়া দেবভাগণ তাঁহাদের উদ্দেশ্য বার্থ হইবে আশঙ্কা কবিয়া চিস্তিত হইলেন । দেবগুণ বৃহস্পতি তাঁহাদেরও আশঙ্কা খণ্ডন করিলেন । দেবভাগণ রামভক্ত ভরতের শরণ লইলেন । তখন বৃহস্পতি বলিলেন,—জগতের মঙ্গল-স্বরূপ রাম-প্রতিবিম্ব ভরতের রাম-চরণে ভক্তি ধাক্কায় তোমাদের সৌভাগ্যের সূচনা হইতেছে ! ২৬৫॥

চৌ—সীতাপতি সেবক সেবকাজি । কামধেনু সয় সরিস স্ত্রহাজি ॥

ভরত ভগতি তুমহরে' মন আঁজি । তজ্জহ সোচু বিধি বাত বনাজি ॥১॥

দেখু দেবপতি ভরত প্রভাউ । সহজ স্ত্রভায়' বিবস রঘুরাউ ॥

মন থির করহ দেব ডর নাহি' । ভরতহি জানি রাম পরিছাহী' ॥২॥

স্ত্রনি স্ত্রগুণ স্ত্র সন্মত সোচু । অন্তরজামী প্রভুহি সকোচু ॥

নিজ সির ভার ভরত জিয়' জানা । করত কোটি বিধি উর অনুমানা ॥৩॥

করি বিচার মন দীনহী ঠীক । রাম রজায়স আপন নীক ॥

নিজ পন তজি রাখেউ পনু মোরা । ছোছ সনেছ কীম্হ নহি' থোরা ॥৪॥

দোহা— কীম্হ অনুগ্রহ অমিত অতি সব বিধি সীতানাথ ।

করি প্রনামু বোলে ভরতু জোরি জলজ জুগ হাথ ॥২৬৬॥

বাংলা অর্থ—সয়—শত ; সরিস—শৃঙ্গ ; বাত বনাজি—কার্যশক্তি করিয়াছেন ; পরিছাহী—প্রতিবিম্ব ; দীনহী ঠীক—স্বর করিলেন ; ছোছ—কৃপা ; (দো—২৬৬)

চৌ—সীতাপতি-সেবকে যে সেবা-পরায়ণ ॥ শত-কামধেনু-সম তা'রে আপ্যায়ন ॥
 ভরত-ভক্তি হৃদে যদি তোমাদের । চিন্তা ত্যজ হবে সিদ্ধি নিশ্চিত কার্যের ॥১
 ওহে দেবরাজ ! হের ভরত-প্রভাব । রামে বশ কর'ে তার সরল স্বভাব ॥
 মন স্থির কর সবে ভয় না করিবে । সদা রাম-অনুসারী ভরতে জানিবে ॥২
 শুনি' সুর-গুরু-মত দেবতা-বিচার । অন্তর্যামী রাম গণে সজ্ঞোচ অপার ॥
 ভরত বুঝিলা মনে গুরু কার্যভার । করে মনে অনুমান বিবিধ প্রকার ॥৩
 এই স্থির করে মনে করিয়া বিচার । রাম-আজ্ঞা পালি যদি শুভ আপনার ॥
 মম পণ রাখি' নিজ পণ তেয়াগিলা । কম কৃপা, স্নেহ ইথে নাহি বরষিলা ॥৪
 দোহা— করুণা দেখা'লে অমিত অপার সকল প্রকারে সীতানাথ !
 প্রণাম করিয়া কহিলা ভরত যুক্ত করি' দু'টি পদ্যহাত ॥২৬৬॥

সান্নিধ্য—দেব-গুরু বলিলেন,—রাম-ভক্তের সেবা কামধেনুর ত্রায় ফলপ্রসূ হইয়া থাকে । তোমাদের মনে ভরতের প্রতি ভক্তি জন্মিয়াছে, এখন হৃদিস্তা দূরে বাইবে ! বিধাতা তোমাদের কার্যসিদ্ধি করিবেন । বৃহস্পতি ও দেবগণের আশঙ্কা জানিয়া অন্তর্যামী প্রভুর হৃদয় দ্রবীভূত হইল । ভরতের উপর সমস্ত বিচারের ভার গ্রস্ত থাকায় তিনি মনে মনে সমালোচনা করিলেন,—রাম-আজ্ঞা পালনেই শুভ হইবে । রাম বায় প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া আমার উপর অসীম করুণা করিয়া আমার কথা রক্ষা করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন ॥২৬৬॥

চৌ—কহোঁ কহাবাঁ কা অব স্বামী । কৃপা অনুনিধি অন্তরজামী ॥
 গুর প্রসন্ন সাহিব অনুকূলা । মিটাই মলিন মন কলপিত সূলা ॥১॥
 অপডর ডরেউ ন সোচ সগূলে । রবিহি ন দোহু দেব দিসি ভুলে ॥
 মোর অভাগু মাতু কুটিলাজে । বিধি গতি বিষম কাল কঠিনাজে ॥২॥
 পাউ রোপি সব মিলি মোহি ঘালা । প্রনতপাল পন আপন পালা ॥
 যহ নই রীতি ন রাউরি হোজি । লোকছ বেদ বিদিত নহি গোজি ॥৩॥
 জগু অনমল ভল একু গোসাজি । কাহিঅ হোই ভল কাসু ভলাজি ॥
 দেউ দেবতরু সরিস স্তভাউ । সনমুখ বিমুখ ন কাছহি কাউ ॥৪॥

দোহা— জাই নিকট পহিচানি তরু ছাই সমনি সব সোচ ।

মাগত অভিমত পাব জগ রাউ রজু ভল পোচ ॥২৬৭॥

বাংলা অর্থ—কহাবউ—কহাইব; সাহিব—প্রভু; অপডর—বৃথা ভয়; রোপি—চাপাইয়া; ঘালা—মারিয়াছিল; গোজি—গুপ্ত; কাছহি—কাহারো প্রতি; সমনি—শমনকারক; মাগত—যাত্রা; রজু—দরিদ্র; পোচ—মন্দ; (দো—২৬৭)

চৌ—কি কহিব বল কিবা কহাইব স্বামী ! ওহে কৃপা-পারাবার ! তুমি অন্তর্যামী ॥
 প্রভু-অনুরাগ, গুরু-প্রীতি মম 'পরে । আমি মম কাল্পনিক দুঃখ অপসরে ॥১

মিথ্যা ভয়ে ভীত মম খেদ অকারণ । দিগ্‌ভুল হ'লে দোষ করে কি তপন ?
 দুর্ভাগ্য আমার অতি মাতৃ-কুটিলতা । বিধির বিষম গতি কালে কঠিনতা ॥২
 সবে মিলি' পায়ে মোরে করিল দলন । প্রণত-পালক রক্ষা করে নিজ পণ ॥
 ইহা নহে তব গুপ্ত অভিনব নীতি । লোকে, বেদে আছে তা'র ভাল পরিচিতি ॥৩
 হে প্রভু ! জগৎ মন্দ, তুমি একা ভালো । আর কা'র ভালো হ'লে ভাল হবে বলো ?
 কল্লতরু-সম দেব ! তোমার চরিত । অনুকূল-প্রতিকূল দু'য়ের অতীত ॥৪॥
 দোহা— কল্লতরু জানি' যে যায় সমীপে ছায়ায় মিটায় খেদ তা'র ।
 যে যা' চায়, পায় রাজা ও ভিখারী ভাল মন্দ করে না বিচার ॥২৬৭

সান্নিধ্য—ভরত প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে প্রভু, বরণ্যাসিন্ধু ! আপনি ও
 গুরুদেব আমার অবস্থা সম্যক্ অবগত হইয়া আমার উপর সন্তুদ্র আছেন, ইহাতে
 আমার সমস্ত মনোবেদনা দূরীভূত হইয়াছে । আমার বলিবার মত কিছু নাই ।
 দিবালোকে কেহ-ভ্রান্ত পথে চলিলে যেমন সূর্য্যদেবকে দোষ দেওয়া যায় না, আমিও
 সেইরূপ অকাবণ ভয় ও খেদ করিয়াছি । আমার দুর্ভাগ্য, মায়ের কুটিলতা,
 বিধাতার বিষম ইচ্ছা ও কালের কঠোরতা সকলে মিলিয়া আমাকে পদ-দলিত
 করিতেছিল । হে দীনবন্ধু ! যার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া আমাকে বাঁচাইয়াছ ! তুমি
 কল্ল-বৃক্ষ-ব্রহ্মণ ! তোমার চরণ-তলে আশ্রয় লইলে সকল দুঃখ দূরে যায় ! কল্লতরু
 যেমন রাজা প্রজা সকলকেই অভীষ্ট ফল দেয়, তেমন তোমার চরণাশ্রিত ব্যক্তিও অভীষ্ট
 লাভ করিয়া থাকে । ॥২৬৭॥

চৌ—লখি সব বিধি গুর স্বামি সনেছ । মিটেউ ছেবভু নহি' মন সন্দেহু ॥
 অব করুনাকর কীজিঅ সোজি । জন হিত প্রভু চিত ছোভু ম হোজি ॥১॥
 জো সেবকু সাহিবহি সঙ্কোচী । নিজ হিত চহই তান্ন মতি পোচী ॥
 সেবক হিত সাহিব সেবকাই । কঠৈ সকল সুখ লোভ বিহাই ॥২॥
 স্বারথু নাথ ফিরে' সবহী ক । কিএ' রজাই কোটি বিধি নীক ॥
 য়হ স্বারথ পরমারথ সারু । সকল সুকৃত ফল সুগতি সিদ্ধারু ॥৩॥
 দেব এক বিনতী স্ননি মোরী ॥ উচিত হোই তস কংব বহোরী ॥
 তিলক সমাজু সাজি সব আনা । করিঅ সুফল প্রভু জো' মনু মানা ॥৪॥

দোহা— সান্নুজ পঠিইঅ মোহি বন কীজিঅ সবহি সনাথ ।
 নতরু ফেরিঅহি' বন্ধু দোউ নাথ চলো' মৈ' সাথ ॥২৬৮॥

বাংলা অর্থ—ছোভু—ক্ষোভ ; স'কোচী—দুঃখ দিয়া ; পোচী—মন্দ (দ্রো) ;
 সি'গারু—ভূষণ ; তিলক সমাজু—আভ্যষকের আয়োজন ; নতরু—নহিলে (দো-২৬৮)
 চৌ—সকল প্রকারে হেরি' গুর-স্বামি-স্নেহ । ক্ষোভ মিটি' গেল নাহি রহিল সন্দেহ
 এবে তাহা কর তুমি হে করুণাময় ! প্রভু-চিহ্ন-ক্ষোভ যায়, ভক্ত হিত হয় ॥১

যে সেবক নিজ প্রভু-চিন্তে ক্লেশ দিয়া। চাম নিজ হিত অতি নীচ তা'র হিয়া ॥
 প্রভুর সেবাতে শুধু সেবকের হিত। স্বখ-লোভ ত্যজি' তাহা করাই উচিত ॥২
 হে নাথ ! ফিরিলে মিতে স্বার্থ সবাকার। আদেশ পাশনে শুভ কোটিশ প্রকার ॥
 ইথে সর্ব-স্বার্থ-সিকি পরমার্থ সার। সর্ব-পুণ্য-ফল শুভ গতি সবাকার ॥৩
 প্রভু ! তুমি এ' মিনতি শুন হে আমার। উচিত বুঝবে যদি কর রক্ষা তা'র ॥
 অভিষেক-তরে দ্রব্য আছে সুসজ্জিত। সফল করহ যদি তব অনুমত ॥৪
 দোহা— শত্রুঘন-সহ বনে প্রেরি' মোরে সবাকারে করহ সনাথ।

অথবা ফিরুক তা'রা দু'টি ভাই আমি চলি' যাব তব সাথ ॥২৬৮॥

সান্নিধ্য—ভরত বলিলেন,—হে করণাময় ! যাহাতে ভক্তের কল্যাণ সাধিত হয়, প্রভুর চিতে দুঃখের সঞ্চার না হয়, তাহাই করুন। যে সেবক নিজ সুখের জন্য প্রভুর চিতে ক্লেশ জন্মায়, তাহার অকল্যাণ হইয়া থাকে। হে নাথ ! আপনি অযোধ্যায় ফিরিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। আপনার আদেশ পাশনেই মঙ্গল হইবে, ইহাই স্বার্থ ও পরমার্থের মূল-তত্ত্ব এবং ইহাতেই হিত সাধিত হইবে। প্রভু ! অভিষেকের দ্রব্য প্রস্তুত আছে তাহার শস্যবহার করুন এবং শত্রুঘ্নের সহিত আমাকে বনে প্রেরণ করিয়া সকলকে কৃতান্ত করুন। অথবা সন্ন্যাস ও শত্রুঘ্ন রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করুক, আর আমি আপনার সহযাত্রী হইব ॥২৬৮॥

চৌ—মন্তরু জাহি' বন তীনউ ভাজি। বহুরিঅ সীল সহিত রঘুরাজি ॥

জেহি বিধি প্রভু প্রসন্ন মন হোজি ॥ করুনা সাগর কীজিঅ সোজি ॥১॥

দেবী দীনহ সব মোহি অভারু। মোরে' নীতি ন ধরম বিচারু ॥

কহউ' বচন সব আরথ হেতু। রহত ন আরত কেঁ চিত চেতু ॥২॥

উত্তরু দেহ সুনি আমি রজাজি। সো সেবকু লখি লাজ লজাজি ॥

অস মৈ' অবগুন উদদি অগামু। আমি সনেই সরাহত সাধু ॥৩॥

অব কৃপাল মোহি সো মত ভাব। সকুচ আমি মন জাহি' ন পাবা ॥

প্রভু পদ সপথ কহউ' সতি ভাউ। জগ মঙ্গল হিত এক উপাউ ॥৪॥

দোহা— প্রভু প্রসন্ন মন সকুচ তজি জো জেহি আমসু দেব।

সো সির ধরি ধরি করিহি সব মিটিহি অনট অবরৈব ॥২৬৯॥

বাংলা অর্থ—বহুরিয়—ফিরিয়া যাও; চিত চেতু—চিন্তের চেতনা (বিচার-বুদ্ধি); লজাজি—লজা পায়; সাধু—সুন্দর ভাবে, সজ্ঞা; অনট—অনর্থ; অবরৈব—অত্যাশ; ভাবা—ভাল লাগিল; সকুচ—সঙ্কোচ; (দো—২৬৯)

চৌ—নতুবা আমরা তিন ভাই যাব বনে। রঘুরাজ ! সীতা-সহ ফিরহ ভবনে ॥

যে বিদানে হ'বে বল তব প্রসন্নতা। দয়ানিধি ! কর তাহা, না কর অজ্ঞতা ॥১

ওহে দেব ! দিলে মোর 'পরে সব ভার। জানা নাই নীতি কিছা ধরম-বিচার ॥

সকল বচন কহি' স্বার্থের কারণ। অবৈবেক ধরে সেই,—আর্জু যাব' মন ॥২

প্রভু আজ্ঞা লভি' ভক্ত যে দেয় উত্তর। তা'রে হেরি' লজ্জা নিজে হয় লজ্জাপন্ন ॥
 সেইরূপ হই আমি অশুণ-সাগর। স্নেহ-বশে প্রভু! তুমি প্রশংসা-মুখর ॥১
 এবে হে কৃপাল! কহ তাহে মম হিত। যাহে তব মন হবে সঙ্কোচ-বান্ধিত ॥
 তব পদে দিব্য করি' কহি সত্য কথা। বিশ্ব-হিত-তরে নাহি উপায় অজ্ঞতা ॥৪
 দোহা— প্রভু কষ্ট মনে সঙ্কোচ ত্যজিয়া করিবেন যা'রে যা' আদেশ।
 সে তা' ধরি' শিরে পালিবে অবাধে মিটি' যাবে অনর্থ ও ক্লেশ ॥২৬৯

সান্নিধ্য—হে রঘুরাজ! আমরা তিন ভ্রাতা বনে যাইতেছি, গীতার সহিত
 আপনি অযোধ্যায় কিরিয়া যান। বাহাতে আপনার সন্তোষ হয় তাহাই করুন।
 আত্মের বিচার-বুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া থাকে। তাই আমার নীতি-জ্ঞান ও ধর্ম-বিতার
 তিরোহিত হইয়াছে। আমি সমস্তই স্বার্থ-পূর্ণ বাক্য বলিব। যদি সেবক হইয়া
 প্রভুর বাক্যের উত্তর দেয়, তবে লজ্জাও তাহাকে আশ্রয় করিতে লজ্জা অসম্ভব
 করে। হে করুণাময়! আপনি সমস্ত হইয়া বাহাকে যে আদেশ করিবেন—সকলে তাহাই
 পালন করিবে। তাহাতে সকলের সন্তাপ দূরে দৃষ্ট হবে ॥২৬৯॥

চৌ—ভরত বচন স্মৃতি স্মৃতি স্মরণ করয়ে। সাধু সরাসিহ স্মরণ স্মরণ বরয়ে
 অসমঞ্জস বস অবধ নেবাসী। প্রমুদিত মন তাপস বনবাসী ॥১॥
 চূপহি রহে রঘুনাথ সঙ্কোচী। প্রভু গতি দেখি সভা সব সোচী ॥
 জনক দূত তেহি অবসর আএ। মুনি বশিষ্ঠ স্মৃতি বেগি বোলাএ ॥২॥
 করি প্রণাম তিনহ রামু নিহারে। যেমু দেখি ভএ নিপট দুখারে ॥
 দূতনহ মুনিবর বুঝী বাতা। কহহু বিদেহ ভূপ কুসলাতা ॥৩॥
 স্মৃতি সঙ্কোচাই নাই মহি মাথা। বোলে চরবর জোরে হাথা ॥
 বুঝব রাউর সাদর সাজে। কুসল হেতু সো ভয়উ গোসাজে ॥৪॥

দোহা— নাহি ত কোসলনাথ কেঁ সাথ কুসল গই নাথ।
 মিথিলা অবধ বিসেস তেঁ জগু সব ভয়উ অনাথ ॥২৭০॥

বাংলা অর্থ—চূপছি—চূপ করিয়া; বেগি—দয়; বোলায়ে—ডাকিলেন; ভয়ে
 হইলেন; বুঝী—জিজ্ঞাসা করিলেন; কুসলাতা—কুশলবার্তা; জোরে হাথা—যুক্ত করে;
 সাজে—স্বামী; বুঝব—জিজ্ঞাসা করিলেন; (দো—২৭০)

চৌ—ভরতের পুত্র-বাণী দেবে হরষিল। সাধু সাধু কহি' সবে পুষ্প বরষিল ॥
 ষিখাকুল হ'ল যত অযোধ্যা-নিবাসী। প্রমুদিত-মন হ'ল মুনি বনবাসী ॥১॥
 চূপ র'ন রঘুনাথ সঙ্কুচিত হ'য়ে। প্রভু-গতি হেরি' সভা চিন্তাপন্ন রহে ॥
 জনকের দূত আসে সেই অবসরে। ডাকেন বশিষ্ঠ তা'রে অতি দ্বন্দ্ব ক'রে ॥২॥
 প্রণাম করিয়া দূত রামেরে হেরিল। বেশ হেরি' মন তা'র দুখেতে ভরিল ॥
 দূতে লক্ষ্য করি' ক'ন মুনিবর ভবে। হে দূত! মিথিলারাজ্যে কুশলী ত' সবে? ৩

শুনি' তাহা সসঙ্কোচে কহে দূতবর । শির মন্ত করি' তথা যুক্ত করি' কর ॥
সমাদরে জিজ্ঞাসা থে করেন আপনি । তাহাই কুশল বলি' মনে মনে গণি ॥৪
দোহা— নহে ত হে নাথ ! কোশলের নাথ কুশলতা ল'য়ে গেছে সাথ ।

সবে, বিশেষতঃ মিথিলা-কোশল ধরা-মাঝে হ'য়েছে অনাথ ॥২৭০

সান্নিধ্য—দেবগণ ভরত-বাক্যে তুই হইয়া গুপ্ত-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন । পূব-
বাগিগণের সমস্তা দেখা দিল । তপস্বিগণ আনন্দিত হইলেন । তখন রাঘব চিন্তা
করিতে লাগিলেন । সেই সময় মিথিলেশ্বরের দূতের আগমন-বার্তা শুনিয়া বিশিষ্ট তাহার
প্রবেশের আদেশ দিলেন । দূত প্রণাম করিয়া রাঘবের অবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইল ।
মুনি তাহাকে জনকের কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে সে সবিনয়ে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া
মিথিলা ও কোশলের তাত্‌কালিক দূরবস্থার পরিচয় দিল ॥২৭০॥

চৌ—কোসলপতি গতি স্থনি জনকৌরা । ভে সব লোক সোক বস বৌরা ॥

জেহি' দেখে তেহি সময় বিদেহু । নামু সত্য অস লাগ ন কেহু ॥১॥

রানি কুচালি স্থনত নরপালহি । সূঝ ন কছু জস মনি বিনু ব্যালহি ॥

ভরত রাজ রঘুবর বনবাসু । ভা মিথিলেসহি হৃদয়' হরাসু ॥২॥

নৃপ বুঝে বুধ সচিব সমাজু । কহছু বিচারি উচিত কা আজু ॥

সমুঝি অবধ অসমঞ্জস দোউ । চলিঅ কি রহিঅ ন কহ কছু কোউ ॥৩॥

নৃপহি' ধীর ধরি হৃদয় বিচারী । পঠএ অবধ চতুর চর চারী ।

বঝি ভরত মতি ভাউ কুভাউ । আএছ বেগি ন হোই লখাউ ॥৪॥

দোহা— গএ অবধ চর ভরত গতি বুঝি দেখি করতুতি ।

চলে চিত্রকূটহি ভরতু চার চলে তেরহুতি ॥২৭১॥

বাংলা অর্থ—জনকৌরা—জনক-পুরস্থ ; বৌরা—পাগল ; সূঝ ন—দেখিতে
পাইতেছিলেন না ; হরাসু—খেদ ; লখাউ ন হোই—দেখা না পড়ে, অগোচরে ; করতুতি
—ইতিকর্তব্যতা ; তিরহুতি—ত্রিহৃত (জনকপুর) ; (দো—২৭১)

চৌ—জনক-পুরেতে শুনি' দশরথ-গতি । দুঃখ-বশে সবে হ'ল শোকাতুর-মতি ॥

হেনকালে যে হেরিল বিদেহ-জনকে । নামে সার্থকতা কেহ নাহি দিল লোকে ॥১

কৈকেয়ীর ছুটে মতি শুনি' নরপাল । শোভাহীন হ'ন যথা মণি বিনা ব্যাল ॥

ভরতেরে রাজ্য দিয়া রামে বনবাস । জনকের হিয়া তাহে দুঃখের নিবাস ॥২

নৃপ ক'ন বিচক্ষণ সচিব-সমাজ । বিচারিয়া কহ—করা কি উচিত আজ ?

বিচারিয়া অযোধ্যায় তুই অনুচিত । কেহ কিছু না কহিল করিয়া নিশ্চিত ॥৩

ধৈর্যহীন নৃপ করি' হৃদয়ে চিন্তন । পাঠা'লেন সূচতুর দূত চারি জন ॥

ভরতের কুভাব কি স্তূভাব বুঝিয়া । সবার অলঙ্কে সবে আসিবে ফিরিয়া ॥

দোহা— অযোধ্যায় আসি' কার্য দেখি' তা'রা ভরতের মতি বুঝি' নিল ।

চিত্রকূটে বা'ন ভরত যখন . চারিজন ত্রিহুতে ফিরিল ॥২৭১॥

সান্ন্যাস—বিদেহ-রাজ্যে সমস্ত লোক কোশল-পতির অবস্থা শুনিয়া উন্মাদ-প্রায় হইয়াছে। তখন জনকের দেহ জ্ঞান-শূন্য হইয়াছিল। ভরতের রাজ্য-প্রাপ্তি ও রাণবের বনবাসের কথা শুনিয়া মণিহারী কণীর শ্রায় জনকের দৃষ্টি-শক্তি লোপ পাইয়াছিল। তিনি মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া চতুর দূত চারিজনকে অযোধ্যায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার। তথায় গিয়া ভরতের অবস্থা দেখিয়া ও চিত্রকূটে তাঁহার স্বাক্ষর কথা শুনিয়া ত্রিহুতে ফিরিল। তাহার। সকলের অজ্ঞাতসারেই গিয়া অযোধ্যায় সমস্ত তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছিল ॥২১॥

চৌ—দুতন্থ আই ভরত কহ করনী। জনক সমাজ অথামতি বরনী ॥

শুনি গুর পরিজন সচিব মহীপতি। ভে সব সোচ সনেই বিকল অতি ॥১॥

ধরি ধীরজু করি ভরত বড়াই। লিএ স্মৃতি সাহসী খোলাই ॥

ঘর পুর দেস রাখি রথবারে। হয় গয় রথ বহু জ্ঞান সঁবারে ॥২॥

দুঘরী সাধি চলে ভতকাল। কিএ বিশ্রামুন মগ মহিপালা ॥

ভোরহি আজু নহাই প্রয়াগা। চলে জমুন উত্তরন সবু লাগা ॥৩॥

খবরি লেন হয় পঠএ নাথা। তিন কহি অস মহি নায়উ মাথা ॥

সাথ কিরাত ছ সাতক দীনহে। মুনিবর তুরত বিদা চর কীন্হে ॥৪॥

দোহা— স্নত জনক আগবনু সবু হরযেউ অবধ সমাজু।

রঘুনন্দনহি সেকোচু বড় সোচ বিবস সুররাজু ॥২৭২॥

বাংলা অর্থ—বরনী—বর্ণনা করিল; সাহসী—সেনানী; দুঘরী—দ্বিপ্রহর-কৃত্য; জমুন—যমুনা; লেন—লইতে; ছ সাতক—ছয়-সাত জন; (দো—২৭২)

চৌ—দুত সবে আসি' কহে ভরতের কথা। জনক-সমাজে তা'রা বুঝিয়াছে যথা ॥

শুনি' গুর, পুরজন, মন্ত্রী ও নৃপতি। স্নেহ ও শোকেরে হ'ন বিচলিত-মতি ॥১॥

ভরত-মহিমা কহি' ধীরতা ধরিয়া। যোদ্ধা ও সেনানী সবে নিলেন ডাকিয়া ॥

নগরে, ভবনে, দেশে রক্ষক রাখিয়া। হস্তী, অশ্ব, যান, রথ ল'ন সাজাইয়া ॥২॥

দ্বিপ্রহর-কৃত্য সারি' করেন গমন। পথ-প্রাপ্তি দূর তরে বিশ্রাম না ল'ন ॥

প্রয়াগে যমুনা-স্নান করি' সমাপন। সবে মিলি' শ্রীযমুনা করে উত্তরণ ॥৩॥

সংবাদের তরে প্রভু আমারে প্রেরিলা। এই কথা কহি' দূত প্রণাম করিলা ॥

মুনিবর ছয় সাত কিরাত সহিত। বিদায় দিলেন চরে হইয়া ভ্রিত ॥৪॥

দোহা— জনক আগত শুনিয়া তখন হরষিত অযোধ্যা-সমাজ।

শ্রীরামের মন সঙ্কোচে ভরিল চিন্তাকুল হ'ন সুররাজ ॥২৭২॥

সান্ন্যাস—দুতগণ জনকের কাছে ভরতের কার্যাবলী প্রকাশ করিলে গুরু, পুত্রবাসিগণ, সচিব ও রাজা তাহা শুনিয়া শোকে ও প্রেমে আকুল হইলেন। তারপর বিদেহ-রাজ ঐধ্য ধারণ-পূর্বক ভরতের সুখ্যাতি করিলেন এবং রাজ্য-স্বাক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দ্বিপ্রহরে রওনা হইলেন। পথে বিশ্রাম করেন নাই। প্রয়াগে

মানাস্তে যমুনা পার হইলেন এবং আমাকে সংবাদ প্রদানের জন্ত প্রেরণ করিয়াছেন ।
 অনন্তর দূত প্রণাম করিলে বিশিষ্ট ছয়জন কিরাণীর সহিত দূতকে বিদায় দিলেন ।
 জনকের অ'গমন-বার্তা শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইল । রামের মনে স্ফোচ উপস্থিত
 হইল । সুর-রাজ চিন্তিত হইলেন । ২৭২।

চৌ—গরুই গলানি কুটিল কৈকেয়ী । কাহি কহৈ কেহি দুখু দেয় ॥
 অস মন আনি মুদিত নর নারী । ভয়উ বহোরি রহব দিন চারী ॥১॥
 এহি প্রকার গত বাসর সোউ । প্রাত নহান লাগ সবু কোউ ॥
 করি গজ্জলু পূজিহঁ নর নারী । গনপতি গোৱী তিপুরারি তমারী ॥২॥
 রমা রমন পদ বন্দি বহোরী । বিনবহিঁ অঞ্জলি অঞ্চল জোরী ॥
 রাজা রামু জানকী রানী । আনন্দ অবধি অবধ রজধানী ॥৩॥
 সুরস বসউ ফিরি সহিত সমাজা । ভরতহি রামু করহঁ জুবরাজা ॥
 এহি সুখ সুখা সীঞ্চি সব কাহু । দেব দেহু জগ জীবন লাহু ॥৪॥

দোহা— গুর সমাজ ভাইনহ সহিত রাম রাজু পুর হোউ ।

অছত রাম রাজা অবধ মরিঅ মাগ সবু কোউ ॥২৭৩॥

বাংলা অর্থ—গরুই—গলিয়া গেল ; কাহি—কাহাকে ; কেহি—কাহাকে ; পুরারি
 —মহাদেব ; তমারি—স্বর্ঘ্য ; রমা রমন—বিক্র ; বিনবহিঁ—বিনতি করিল ; সবকাহু
 —সকলকে ; সীচি—সিঞ্চিত করিয়া ; মরিঅ—মৃত্যু ; মাগ—প্রার্থনা ; (দো—২৭৩)

চৌ—কুটিল কৈকেয়ী-মন ভরিল মানিতে । কি ক'ন, দুখের কা'রে, লাগেন চিহ্নিতে
 নরনারী অশ্রু সবে হ'ন প্রমুদিত । দুই চারি দিন থাকা জানিয়া নিশ্চিত ॥১
 হেনমতে সেইদিন অতীত হইল । উষাকালে সবে মিলি' স্নান সমাপিল ॥
 পূজিল সকলে করি' স্নান সমাপন । গণপতি, মহেশ্বর, গোৱী ও তপন ॥২
 বন্দি' যুক্ত-করে সবে নিম্নে চরণ । অঞ্চল প্রসারি' পুন করিল প্রার্থন ॥
 রাম রাজা হ'ন যেন সীতা রাজ-রাণী । অযোধ্যা আনন্দ-সীমা হোক রাজধানী ॥৩
 সমাজ সহিত ফিরি' হউন সুস্থিত । যৌবরাজ্য ভরতের হউক নিশ্চিত ॥
 এই সুখ-সুখা সিঞ্চি' সর্বজন'পরে । সার্থক জীবন যেন হয় সর্ব নরে ॥৪

দোহা— গুর ও সমাজ ভ্রাতৃগণ-সহ নগর হউক রাম-রাজ ।

রামের রাজত্বে অযোধ্যাতে গরি এ মিনতি সবাকার আজ ॥২৭৩॥

সান্নিধ্য—জনক এখানে আসিয়া “কি বলবেন—কাহার উপর দোষারোপ
 করিবেন”—এই চিন্তায় কৈকেয়ীর মন ম্লান-পূর্ণ হইল । অযোধ্যাবাসিগণ স্নান
 করিয়া গণেশাদি দেবতার অর্চনা করিয়া প্রার্থনা করিল,—“রাম রাজা ও সীতা রাণী
 হউন । সকলে অযোধ্যায় স্থখে রাজত্ব করুন । ভরতকে যুবরাজ দেখিয়া আমাদের
 জীবন সার্থক হউক । গুরু ও ভ্রাতার সহিত ফিরিয়া রাম অযোধ্যায় রাজা হউন । রাম
 রাজা থাকিতে থাকিতেই আমরা যেন ইহলোক ত্যাগ করি” ॥২৭৩।

চৌ—সুনি লনেছময় পুরজন বানী। নিন্দহি জোগ বিরতি মুনি গ্যানী ॥
 এহি বিধি নিত্যকরম করি পুরজন। রামহি করহি' প্রনাম পুলকিতন ॥১॥
 উ'চ নীচ মধ্যম নর নারী। লহহি' দরসু নিজ নিজ অমুহারী ॥
 সাবধান সবহি সনমানহি'। সকল সরাহত কুপানিধানহি' ॥২॥
 লরিকাইহি তেঁ রঘুবর বানী। পালন নীতি প্রীতি পহিচানী ॥
 শীল সকোচ সিন্ধু রঘুরাউ। স্নগুথ স্নলোচন সরল স্নভাউ ॥৩॥
 কহত রাম গুন গন অমুরাগে। সব নিজ ভাগ সরাহন লাগে ॥
 হম সম পুন্য পুঞ্জ জগ থোরে। জিন্হহি রামু জানত করি মোরে ॥৪॥

দোহা— প্রেম মগন তেহি সময় সব তুনি আবত মিথিলেসু।

সহিত সন্তা সন্তম উঠেউ রবিকুল কমল দিনেসু ॥২৭৪॥

বাংলা অর্থ—নিন্দহি'—নিন্দা ক'বল; দরসু—দর্শন; লরিকাইহি তেঁ—বাধ্যবাধ হইতে; পহিচানী—পরিচয়; আবত স্ননি—আগিতেছেন শুনিয়া; দিনেসু—হয়; সন্তম—সন্তোষ; লবাই চলে—লইয়া; (৫৭—২৭৪)

চৌ—পুরবাসী সকলের শুনি' প্রীতি-নাগী। যোগ ও বৈরাগ্যে নিম্লে যত মুনি জানী
 হেনমতে সাধি' নিত্য-কর্ম পুরজন। রামে নত হয়, সবে পুলকিত-মন ॥১
 উচ্চ, নীচ ও মধ্যম নরনারী যত। দরশন লাভ করে নিজ ভাব মত ॥
 সবারে দিলেন মান রাম সাবধানে। সকলে প্রশংসা করে কুপার নিধানে ॥২
 বাল্যকাল হ'তে ছিল রামের এমন। প্রীতি-পরিচয়-নীতি করিতে পালন ॥
 রঘুরাজে যেন শীল-সঙ্কোচ অপার। স্নবদন, স্নলোচন, সারল্য-আধার ॥৩
 'রাম-গুণগ্রাম করি' প্রেমে ভ'রে যায়। আপনার ভাগ্য সবে প্রশংসিতে চায় ॥
 আম'সম বিখে কেবা পুণ্য-রাশি ধরে? আত্মীয় করেন জ্ঞান রামচন্দ্র যা'রে ॥৪
 দোহা— প্রেমেতে মগন হ'লেন সকলে জনকের আগমন শুনে।

সমাজ সহিত রবিকুল-রবি দাঁড়াইয়া উঠেন সন্তমে ॥২৭৪॥

সান্নিধ্য—এইভাবে পুরবাসীগণ সানন্দে নিত্য-বন্ধু সমাপন করিয়া রামের চরণে প্রণাম করিল। বাল্যাবধি রামের নীতি, গাভীর্থ্য, সংস্কার, স্নকর্য আচার্য্য কদা স্মরণ করিয়া তাঁহার গুণাবলী কীটন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র তাহাদিগকে আপন-জনের ছায় মনে করেন বলিয়া তাহার নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিল। জনকের আগমন-সংবাদ পাইয়া রঘুবর সকলের সহিত প্রেমে আত্মহারা হইয়া সন্তমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ॥২৭৪॥

চৌ—ভাই সচিব গুর পুরজন সাখা। আর্গেঁ গবনু কীন্হ রঘুনাতা ॥
 গিরিবরু দীখ জনকপতি জবহী'। করি প্রনামু রথ ত্যাগেউ ভবহী' ॥১॥
 রাম দরস লালসা উছাছু। পথ শ্রম লেসু কলেসু ন কাছু ॥
 মন ভই জই রঘুবর বৈদেহী। বিমু মন তন দুখ সুখ সুখি কেহী ॥২॥

আবত জনকু চলে এহি ভাভী। সহিত সমাজ প্রেম মতি মাভী ॥
 আএ নিকট দেখি অশুরাগে। সাদর মিলন পরসপর লাগে ॥৩॥
 লগে জনক মুনিজন পদ বন্দন। রিসিন্ধু প্রান্যু কীন্হ রঘুনন্দন ॥
 ভাইন্হ সহিত রামু মিলি রাজহি। চলে লবাই সম্মত সমাজহি ॥৪॥

দোহা— আশ্রম সাগর সান্ত্ব রস পুরন পাবন পাথু।

সেন মনহু করুনা সরিত লিএ জাহি রঘুনাথু ॥২৭৫॥

বাংলা অর্থ—ত্যাগেউ—ত্যাগ করিলেন; উছাছু—উৎসাহ; কলেশু—ক্লেশ;
 সুখি—বুখিবে; কেহী—কে; মাতী—মত্ত হইলেন; লেশু—লেশা ত্র; সান্ত্বরস—
 শান্তরসাম্পদ; পাথু—বল; জাত—চলিলেন; পাবন—পবিত্র; (দো—২৭৫)

চৌ—ভ্রাতা, মন্ত্রী, পুরজন, গুরু ল'য়ে সাথ। আগে আগে চলিলেন নিজে রঘুনাথ
 চিত্রকূট হেরিলেন জনক যখন। প্রণাম করিয়া রথ ত্যজেন তখন ॥১

রাম-দরশনে ইচ্ছা উৎসাহ অপার। পথশ্রমে ক্লেশ-লেশ না ছিল কাহার ॥
 মন তথা, যেথা হিলা সীতা-রঘুবর। মন বিনা সুখ-দুঃখ বুঝে কোন নর? ২
 জনক সমাজ-সহ শ্রীতি-হর্ষ-ভরে। চলিয়া আসেন তবে সেই পথ ধ'রে ॥

নিকটে আসিতে দেখি' সবে অশুরাগে। পরস্পরে সমাদরে আলিঙ্গিতে লাগে ॥৩

বিশিষ্টাদি মুনিজনে জনক বন্দন। রামচন্দ্র ঋষিগণে প্রণাম করেন ॥

জনকের সহ মিলি' সহ ভ্রাতৃগণ, সমাজ সহিত রাম করেন গমন ॥৪

দোহা— আশ্রম-সাগর শান্ত-রসে ভরা পুত জলে ছিল প্রপূরিত।

জনকের সেনা রঘুনাথ-সহ চলে যেন করুণা-সরিত ॥২৭৫॥

সান্নিধ্য—রাজা জনক চিত্রকূট দর্শন করিয়া রথ পরিত্যাগ করিয়া প্রণাম
 করিলেন। গুরু, পুরবাসী, মন্ত্রী ও ভ্রাতৃগণের সহিত রঘুনাথ জনককে স্বাগত সন্ধ্যাষণ
 করিতে চলিলেন। রাম-দর্শন-মানসে লকলে উৎকণ্ঠিত থাকায় কেহই ক্লেশাহুত্ব
 করিল না। রাম-প্রেম-মত্ত জনক রামের সমীপে উপস্থিত হইলে, প্রোক্ষ হইয়া
 পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। বিদেহ-রাজ মুনিগণকে এবং ভ্রাতৃগণের
 সহিত রাঘব জনক ও মুনিগণকে প্রণাম করিলেন। আশ্রমে শান্তি-সমুদ্রের পরিবেশ সৃষ্ট
 হইল। রামের ককণা সেই পরিবেশের উৎস হইল ॥২৭৫॥

চৌ—বোরতি গ্যান বিরাগ করারে। বচন সসোক মিলত নদ নারে ॥

সোচ উসাস সমীর তরঙ্গ। দীরজ তট তরুণর কর ভঙ্গ ॥১॥

বিষম বিসাদ ভোরাবতি ধারা। ভগ্ন ভ্রম ভবের অবত অপারা ॥

কেবট বধু বিছা বড়ি নাবা। সকহি ন খেই এক নহি আবা ॥২॥

বনচর কোল কিরাত বিচারে। থকে বিলোকি পথিক ছিন্ন হারে ॥

আশ্রম উদধি মিলী জব জাজি। মনহু উঠেউ অশুধি অকুলাজি ॥৩॥

সোক বিকল দোউ রাজ সমাজ। রহা ন গ্যাছু ন ধীরজু লাজ।

সূপ রূপ গুন শীল সরাহী। রোবহিঁ সোক সিন্ধু অবগাহী ॥৪॥

ছঃ— অবগাহি সোক সমুজ সোচহিঁ নারি নর ব্যাকুল মহা।
দৈ দোষ সকল সরোষ বোলহিঁ বাম বিধি কীন্হো কহা।
সুর সিন্ধু তাপস জোগিজন মুনি দেখি দশা বিদেহ কী।
তুলসী ন সমরথু কোউ জো ভরি সঠৈ সরিত সনেহ কী।

সোঃ— কিএ অমিত উপদেশ জই ভই লোগনহ মুনিবরনহ।
ধীরজু ধরিঅ নরেন্স কহেউ বসিষ্ঠ বিদেহ সন ॥২৭৬॥

বাংলা অর্থ—বোরতি—ডুবাইয়া দিতেছে; করারে—কিনারা, তীর; সসোক—
শোক-ভরা; নারে—নালা; সোচ উসাস—চিৎকারপী দীর্ঘশ্বাস; ভজা—ভাজিয়া
দিতেছিল; তোরাবতি—প্রবল; ভ্রম—মোহ; ভবঁর—ভ্রমি, ঘুণী; কেবট—মাঝি;
খেই সকহি ন—দাঁড় বাহিরা উঠিতে পারিল না; বিচারে—বেচার, হতভাগ্য; থকে
—শ্রান্ত হইল; অকুলাই—কুল-কিনারা-হীন; রোবহিঁ—রোদন করিল; কহা—ক;
ভরি—পার করিয়া দেওয়া; অবগাহী—অবগাহন করিয়া; (দো—২৭৬)

চো—তাহাতে ডুবায়ৈ জ্ঞান-বৈরাগ্যের তীর। শোকে ভরা বাণী যেন নদী-মালা-নীরা
চিন্তার উচ্ছ্বাস তাহে সমীর-তরঙ্গ। তাহা করে ধৈর্য্যরূপী তট-ভর-ভজ ॥১
বিষম বিষাদ তাহে স্রোত দুনিবার। মতিভ্রম ঘূর্ণি তাহে, আবর্ত অপার ॥
কর্ণধার বৃধ তথা বিজ্ঞা বড় তরী। অভ্যাসের বশে কেহ দিতে নারে পাড়ি ॥২
বনচর, কোল, ভীল করে বিচরণ। হার মানে হেরি' গুরু পথিকের মন ॥
আশ্রম-সাগরে যবে সরিৎ মিলিল। মনে হ'ল পারাবার যেন উথলিল ॥৩
শোকেতে বিহ্বল দু'টি রাজার সমাজ। ত্যজিল ধীরতা, জ্ঞান, বিন্মরিল লাজ ॥
ভূপ-রূপ-গুণ-শীল উচ্চ প্রশংসিয়া। রোদন করিল শোক-সাগরে ডুবিয়া ॥৪

ছঃ— শোক-সিন্ধুজলে ডুবে নরনারী ব্যাকুল বিলাপে সকলে ভরিল।
সবে দোষ দেয়, রোষভরে কহে বাম বিধি একি বিধান করিল ॥
সুর-সিন্ধু-স্বামি যোগিজন মুনি বিদেহ-নৃপের যে দশা হেরিল।
তুলসী কহিছে তাহে প্রেম-নদী-পারে যাবে হেন কেহ না রহিল ॥

সোঃ— ভুরি উপদেশ যেথা সেথা দেন মুনিবরগণ জনগণে।
‘ধীরতা ধরিবে ওহে নৃপ!’ ক’ন গুরু বশিষ্ঠ বিদেহ-সনে ॥২৭৬॥

সান্নাঅর্থাৎ—সেই উৎসে ভাবের তরঙ্গ বিষাদের স্রোতে পরিপূর্ণ হইয়া এমন
এক অপূৰ্ণ ভাবের উদয় হইল যাহাতে সকলে শোকময় হইলেন। জ্ঞান, ধৈর্য্য,
লজ্জা যেন তখনকার জন্ত লোপ হইল। সকলে রাজার রূপ, গুণ ও সৎ-স্বভাবের
প্রশংসা করিয়া শোক-বিহ্বল হইয়া পড়িল। সকলে ধৈর্য্যহারা হইয়া বিষাদের উপর

দোষারোপ করিলেন। এমন কি, বিবেক জনকও শোকে অভিভূত হইলেন। বশিষ্ঠ
রাজর্ষিকে ধৈর্য-ধারণ করিতে বলিলেন ৷২৭৬৷

চৌ—জাম্বু গ্যানু রবি ভব নিসি নাসা। বচন কিরম মুনি কমল বিকাসা ॥
ভেছি কি মোহ মমতা নিঅরাজে। যহ সিয় রাম সনেহ বড়াজে ॥১৥
বিষয়ে সাধক সিজ্জ সয়ানে। ত্রিবিধ জীব জগ বেদ বখানে ॥
রাম সনেহ সরস মন জাসু। সাধু সন্তা বড় আদর তাসু ॥২৥
সোহ ন রাম পেম বিনু গ্যানু। করনধার বিনু জিমি জলজামু ॥
মুনি বহুবিধি বিদেহু সমুঝাএ। রাম ঘাট সব লোগ নহাএ ॥৩৥
সকল সোক সজ্বল নর নারী। সো বাসরু বীতেউ বিনু বারী ॥
পশু খগ মুগনহ ন কৌনহ অহারু। প্রিয় পরিজন কর কৌন বিচারু ॥৪৥
দোহা— দৌউ সমাজ নিমিরাজু রঘুরাজু নহানে প্রোড।
বৈঠে সব বট বিটপ তর মন মলীন কুস গাড ॥২৭৭৥

বাংলা অর্থ—নাসা—নাশ করে; নিঅরাজে—নিবটবত্তী হয়; বড়াজে—মহিমা;
সোহ ন—শোভা পায় না; বাসরু—দিন; বীতেউ—যাপন কারণ; নহানে—স্নান
করিলেন; তর—তর; সো—সেই; পরিজন কর—পার করে; (দো—২৭৭)

চৌ—ঈশ্বর জ্ঞান-রবি ভব-দুঃখ বিনাশয়ে। বচন-কিরণ মুনি-পদ্ম বিকাশয়ে ॥
মোহ ও মমতা নাহি য়ে সে তাঁর সৌমা। হেথা শুধু সীতা-রাম-প্রেমের মহিমা ॥১
বিষয়ী, সাধক তথা সিজ্জ, বুদ্ধিমান। ধরাতে ত্রিবিধ জীব বেদের বাখান।
তাঁর মাঝে যার মন রামে ভক্তিপর। সাধুর সমাজে তাঁর বড় সমাদর ॥২
রাম-প্রেম বিনা জানো নাহি শোভে জ্ঞান। কর্ণধার বিনা নাহি শোভে জলযান ॥
বিবিধ প্রকারে মুনি জনকে বোঝান। সবে মিলি রাম-ঘাটে সমাপয়ে স্নান ॥৩
শোকেতে বিহ্বল হ'ন যত নারী নর। জলবিন্দু না স্পর্শিয়া যাপেন বাসর ॥
পশু-পক্ষি-মুগগণ না করে আহার। প্রিয়-পরিজন-কথা কি বলিব আর ॥৪
দোহা— জনক, রাজব, পরিজনগণ পরদিন প্রাতে করি স্নান।
বসিলা সমলে বট-তরু-মূলে কুশ-ভল্ল উদাস পরান ॥২৭৭৥

সান্নাঅর্থ—সকলে বাশষ্ঠ ও জনককে শাস্ত কারিতে বেন আগ্রহাঘত হইলেন।
সকলে রামঘাটে স্নান সাধিয়া অনাহারে রাজি-যাপন করিলেন। পরদিন রামঘাটে
স্নানান্তে বিষয়-মনে বটছায়াতে উপবিষ্ট হইলেন ৷২৭৭৥

চৌ—জে মহিসুর দসরথ পুর বাসী। জে মিথিলাপতি নগর নিবাসী ॥
হংস বংস গুর জনক পুরোধ। জিনহ জগ মণ্ড পরমারথ সোধ ॥১৥
লগে কহন উপদেশ অনেক। সহিত ধরম নয় বিরতি বিবেক ॥
কৌসিক কহি কহি কথা পুরানী। সমুঝায়ে সব সন্তা সুবারী ॥২৥

তব রঘুনাথ কৌসিকহি কহেউ । নাথ কালি জল বিজু সব রহেউ ॥
 মুনি কহ উচিত কহত রঘুরাই । গয়উ বীতি দিন পহর অঢ়াই ॥৩॥
 রিসি রুখ লখি কহ ভেরছতিরাঙ্কু । ইহাঁ উচিত নহি অসন অনাঙ্কু ॥
 কহা ভূপ ভল সবহি সোহানা । পাই রজায়সু চলে নহানা ॥৪॥

দোহা— ভেহি অবসর ফল ফুল মূল অনেক প্রকার ।

লই আএ বনচর বিপুল ভরি ভরি কাঁবরি ভার ॥২৭৮॥

বাংলা অর্থ—মহিস্মর—ব্রাহ্মণ; হংস বংস—সূর্য্য-বংশ; পুরোহিত—পুরোহিত;
 মণ্ড—মার্গ; সোধা—ছাঁকিয়া লইলেন; নয়—নীতি; কৌসিক—বিখ্যাত; বীতি
 গয়উ—চলিয়া গিয়াছে; অঢ়াই—আড়াই; রুখ—অভিপ্রায়; অনাঙ্কু—শত, অসংখ্য;
 অসন—ভোজন; সোহানা—ভাল লাগিল; কাঁবরি—বাক (বোঝা বহিবার) (৫০-২৭৮)
 চৌ—অযোধ্যা-নিবাসী যত ব্রাহ্মণের দল। জনকের পুরে ছিল যার বাসস্থান ॥

জনকের পুরোহিত সূর্য্যবংশ-গুরু। যাহারা করেন তত্ত্ব-বিচার সূচার ॥১

লাগেন কহিতে সবে সুনীতি অনেক। ধর্ম্ম-নীতিযুত-কথা বৈরাগ্য-বিবেক ॥

বিশ্বামিত্র কহি' বহু কথা পুরাতন। বুঝাইয়া সভাজনে বলেন বচন ॥২

রঘুনাথ বিশ্বামিত্রে কহেন তখন। জল বিনা কল্য সবে ক'রেছে যাপন ॥

মুনি ক'ন সত্য বটে রাখব-বচন। সাক্ষি-দ্বিপ্রহর বলা আজো সমাপন ॥৩

জনক কহেন বুঝি' ঋষি-অভিষত। অম্লের গ্রহণ হেথা না হয় সঙ্গ ॥

র্তার বাক্য সবাকার মন তুষ্ট করে। রাজাজ্ঞা লভিয়া যায় অবগাহ-তরে ॥৪

দোহা— সেই অবসরে ফল, ফুল, মূল, কন্দ, শাক, বিবিধ প্রকার।

কিরাতে আনিল তথায় প্রচুর বাকি বোঝা করি' ভার ভার ॥২৭৮॥

সাব্রহ্মণ্য—সকলে শোকাবিষ্ট। অযোধ্যার ৫ মিথিলার ব্রাহ্মণগণ সকলকে
 ধর্ম্মকথা ও উপদেশমূলক নীতি কহিলেন। বিশ্বামিত্র রামকে পূর্ব্বদিনের সকলের
 উপবাসের কথা স্মরণ করাইয়া স্মরণিত হইতে বলিলেন রাম তাঁকা করিলেন। বিশ্বামিত্রের
 আদেশে বনচরগণ ভায়ে ভায়ে ফল-মূল লইয়া তথায় উপস্থিত হইল ॥২৭৮॥

চৌ—কামদ ভে গিরি রাম প্রসাদ। অবলোকিত অপহরত বিবাদ।

সর সরিতা বন ভূমি বিভাগ। জন্ম উন্নত আনন্দ অমুরাগ ॥১॥

বেলি বিটপ সব সফল সফলা। বোলত খগ যুগ অলি অমুকুলা ॥

তেহি অবসর বন অমিক উছাহু। ত্রিবিধ সমীর সুখদ সব কাহু ॥২॥

জাই ন বরনি মনোহরতাই। জন্ম মহি করতি জনক পছন্দাই ॥

তব সব লোগ নছাই নছাই। রাম জনক মুনি আয়সু পাই ॥৩॥

দেখি দেখি তরুর অমুরাগে। জই তই পুরজন উত্তরন লাগে ॥

দল ফল মূল কন্দ বিধি নানা। পাবন সুন্দর সুখা সমানা ॥৪॥

মোহা— সাদর সব কই রামগুর পঠিএ ভারি ভারি ভার ।

- পূজি পিতর সুর অতিথি গুর লগে করন করহার ॥২৭৯॥

বাংলা অর্থ—কামদ—অশীষ্ট ফল প্রদ ; উম্মগত—উৎখলিত উঠিল ; বেলি—বলী ; বোলত—শব্দ করিল ; পছনাই—আতিথ্য ; সব কই—সবাকারে ; করহার—ফলাহার ; ভারি ভারি ভার—বোঝা বোঝা করিয়া ; (দো—২৭২)

চৌ—কামদ হইল গিরি রামের প্রসাদে । হেরিলে তা' অপহরে মানস-বিষাদে ॥

সরোবর, নদী আর বনভূমি ভাগ । উৎখলি' উঠিল ভারি' হর্ষ-অমুরাগ ॥১

বলী, বৃক্ষ যত সব ধরে ফল, ফুল । খগ-মৃগ-অলি-ধ্বনি অতি অমুকুল ॥

সেই অবসরে বনে অতি মনোরম । ত্রিবিধ বাতাস বহে মানস-মোহন ॥২

সে মধুর ভাব কভু না যায় বর্ণন । সবে ব্যস্ত জনকের আতিথ্য-কারণ ॥

রাম-মুনি-জনকের আদেশ লভিয়া । নিজ নিজ স্থান সবে নিল সমাপিয়া ॥৩

নেহারিয়া তরুরাজি অতি অনুরাগে । যেথা সেথা পুরবাসী বিহরিতে লাগে ॥

ফল-দল-মূল-কন্দ বিবিধ প্রকার । পবিত্র স্তম্ভর, স্বাদ সূধা-সম তা'র ॥৪

মোহা— সমাদর করি' সবারে পাঠা'ন রাম-গুরু তাহা ভারি ভার ।

গুরু-পিতৃগণে অতিথি ও দেবে পূজি' করে সবে ফলাহার ॥২৬৯॥

সান্ন্যাসার্থ—সর্গত মনোহর পরিবেশ সৃষ্ট হইল । সকলে শোক-ভাব ত্যাগ করিয়া কর্ষ-ব্যস্ত হইলেন । বশিষ্ঠ সকলকে ফলাদি বিতরণ করিয়া দিলে সকলে গুরু-বর্গকে অর্চনাস্তে ফলাহার করিলেন ॥২৭৯॥

চৌ—এহি বিধি বাসর বীতে চারী । রামু নিরখি নয় নারি সুখারী ॥

দুহু সমাজ অসি রুচি মন মাহী' । বিশ্ব সিয় রাম ফিরন ফল নাহী' ॥১॥

সীতা রাম সঙ্গ বনবাস । কোটি অমরপুর সরিস সুপাস ॥

পরিহারি লখন রামু বৈদেহী । জেহি ঘরু ভাব বাম বিদি তেহী ॥২॥

দাহিন দইউ হোই জব সবহী । রাম সমীপ বসিঅ বন তবহী ॥

মন্দাকিনী মজ্জনু ভিহু কাল । রাম দরসু মুদ মজল মালা ॥৩॥

অটনু রাম গিরি বন তাপস থল । অসনু অমিঅ সম কন্দ মূল ফল ॥

সুখ সমেত সম্বত দুই সাতা । পল সম হোহি' ন জনিঅহি' জাতা ॥৪॥

মোহা— এহি সুখ জোগ ন লোগ সব কহহি' কই অস ভাগু ।

সহজ সুভায় সমাজ দুহু রাম চরন অনুরাগু ॥২৮০॥

বাংলা অর্থ—অসি—এইরূপ ; সুপাস—সুবিধাজনক ; ভাব—ভাব, লাগে ; দইউ—দেব ; ভিহু—তিন ; মালা—মালা-বস্ত্র ; অটনু—ভ্রমণ ; অসনু—অশন (ভোজন) ; দুই সাতা—দুইবার সাত (চৌদ্দ) ; ন জনিঅহি' জাতা—জানি বাইবে না ; জোগ—যোগ ; ভাগু—ভাগ্য ; কই—কেন ; মালা—সমূহ ; (দো—২৮০)

চৌ—হেনমতে চারি দিন হইল অতীত । রামে হেরি' নরনারী হ'ল প্রমুদিত ॥
 দুইটি সমাজ হেন রুচি ধরে মনে । বিনা সীতারাম তা'রা কিরিবে কেমনে ॥১
 সীতারাম-সহ যদি বনে নিবসিবে । কোটি ইন্দ্রপুর-সম আনন্দ ভুঞ্জিবে ॥
 ত্যজিয়া লক্ষণ তথা জানকী ও রাম । ঘর যা'র ভাল লাগে বিধি তাহে বাম ॥২
 দৈব যদি অনুকূল সবার হইবে । রাম-সহ বনে বাস তবেই ঘটবে ॥
 মন্দাকিনী-অবগাহ দিনে তিনবার । রাম-দরশন শুভ আনন্দ-আধার ॥৩
 ভ্রমণ এ' চিত্রকূটে তপস্বীর স্থলে । ভোজন অমৃত-সম কন্দ-মূল-ফলে ॥
 পল-সম চোদ্দ বর্ষ কাটিয়া যাইবে, পরম আনন্দে, কেহ বুঝিতে নারিবে ॥৪
 দোহা— লোকে কহে, -“লভি এ' সুখ-যোগ্যতা—নহি মোরা হেন ভাগ্যধর” ।
 সহজ স্বভাবে দুইটি সমাজে রামে হেন অনুরাগ-পর ॥২৮০॥

সান্ন্যাস—সকলে রামকে লইয়া ফিরবার আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন । বাম
 বাতীত অষোধ্যাতে যে স্থখের সম্ভাবনা নাই, ইহা সকলে বিশেষ অমুভব করিলেন ।
 তবে তখনকার জন্ত একুণ ভাণের দিন-রাত্রি-বাণন বিশেষ আনন্দদায়ক হইল । রামের
 দর্শন-লাভের স্থায়ী সুখ যে তাহাদের ভাগ্যে বেশী দিন থাকিবে না তাহা তাহারা ভাবিয়া
 উঠিতে পারিল না ॥২৮০॥

চৌ—এহি বিধি সকল মনোরথ করহী' । বচন সপ্রেম স্নানত মন হরহী' ॥
 সীম মাতু তেহি সময় পঠাই । দাসী' দেখি স্নানবসরু আই ॥১॥
 সাবকাস স্নানি সব সিয় সাসু । আয়উ জনকরাজ রনিবাসু ॥
 কোসল্যা' সাদর সনমানী । আসন দিএ সময় সম আনী ॥২॥
 সীলু সনেছ সকল দুছ ওরা । জবহি' দেখি স্নানি কুলিস কঠোরা ॥
 পুলক সিধিল তন বারি বিলোচন । মহি নথ লিখন লগী' সব সোচন ॥৩॥
 সব সিয় রাম প্রীতি কি সি মুরতি । জন্ম করুনা বহু বৈষ বিসূরতি ॥
 সীম মাতু কহ বিধি ব দি বাঁকী । জো পয় ফেমু ফোর পবি টাঁকী ॥৪॥
 দোহা— স্নানিঅ স্নধা দেখিঅহি' গরল সব করতুতি করাল ।

জই তই কাক উলুক বক মানস সক্রত মরাল ॥২৮১॥

বাংলা অর্থ—হরহী'—হয়ণ করে; সাসু—শাশুড়ী; রনিবাসু—অঃপূরজন;
 দুছ ওরা—দুই দিক; জবহি'—গলিয়া যায়; সোচন লগী'—চিন্তাকুল হইল; সি—
 শূন্য; বিসূরতি—দুঃখ ভোগ করিতেছে; বাঁকী—বক্র, কুটিল; ফোর—কাটিতেছে;
 পবি টাঁকী—বজ্র-নির্মিত ছেনী; করতুতি—কর্তব্য; সক্রত—একমাত্র; (দো—২৮১)

চৌ—এইরূপে সকলেই অভিলাষ করে । সপ্রেম বচন শুনি' সদা চিন্ত হরে ॥
 সীতা-মাতা যে দাসীরে করেন প্রেরণ । অবসর দেখি' তা'র হ'ল আগমন ॥১
 সীতার শাশুড়ীগণে সাবকাশ জানি । সমাগত জনকের অন্দর-বাসিনী ॥২
 কোশল্যা সম্মান-সহ আদর করিয়া । দিলেন সময়ো চত আসন আনিয়া ॥২

দুই পক্ষে জেহ, সাধু ব্যবহার যাহা । পাষণ গলিয়া যায় দেখি' শুনি' তাহা ॥
 পুলকে শিথিল তনু আঁখি-স্তরা বারি । নখে মাটি খুঁড়ে সবে চিস্তে মনে ভারি ॥
 সবে ছিল সীতা-রাম গীৰ্ত্তি-নিধান । রূপা যেন মানা বেশে হয় হুৰ্জিমান ॥
 বিধি-বুদ্ধি বক্র—ক'ন সীতার জননী । দুষ্কফেমে বি'দ্বিছে তা' দিয়া বজ্রছেনী ॥৪
 দোহা— শুনিতে ত' সুধা, কাজে দেখি বিষ— সিঁধাতার বিধান করাল ।

যথা তথা বক, কাক ও পেচক “মানসেই” কেবল মরাল ॥২৮১॥

সারস্বৰ্ণ—ইতিমধ্যে জনক রাজার পত্নীর আগমন-বার্তা কৌশল্যা দি বানীগণকে
 আনান হইল । তিনি গোঁছিবামাত্র কৌশল্যা তাহাকে বসাইলেন । পরে সীতারামের
 শোকে সকলে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন ॥২৮১॥

চো—সুনি সসোচ কহ দেবি স্মিত্রা । বিধি গতি বড়ি বিপরীত বিচিত্রা ॥
 জো সজি পালই হরই বহোরী । বালকেলি সম বিধি মতি ভোরী ॥১॥
 কৌশল্যা কহ দোষ ন কাছ । করম বিনস দুখ সুখ ছতি লাহু ॥
 কঠিন করম গতি জান বিধাতা । জো সুভ অসুভ সকল ফল দাতা ॥২॥
 ঈশ রজাই সীস সবদী কেঁ । উত্তপতি থিতি লয় বিষত অমী কেঁ ॥
 দেবি মোহ বস সোচিঅ বাদী । বিধি প্রাপঞ্চ তস অচল অনাদী ॥৩॥
 ভূপতি জিঅব মরব উর আনী । সোচিঅ সখি লখি নিজ হিত হানী ॥
 সীয়া মাভু কহ সত্য সুরানী । সুরুতী অবধি অবধপতি রানী ॥৪॥

দোহা— লখনু রামু সিয় জাছ' বন ভল পরিনাম ন পোচু ।

গহবরি হিয়' কহ কৌসিলা মোহি ভরত কর সোচু ॥২৮২॥

বাংলা অর্থ—হরই—নষ্ট করে ; ভোরী—বিবচনা-শুভ ; ছতি—ক্ষতি ; লাহু—
 শাস্ত ; উত্তপতি—উৎপত্তি ; অমী—অমৃত ; সোচিঅ—শোক করিতেছে ; বাদী—বণা ;
 হিত হানী—স্বার্থনাশ ; পোচু—খারাপ ; গহবরি হিয়'—ভারাক্রান্ত হইয়া ; (১৮১-২৮২)

চো-শুনি' শোকভরে ক'ন জননী স্মিত্রা । বিধি-গতি বিপরীত বড়ই বিচিত্রা ॥
 বালকেলি-সম করি' স্বজন পালন । নাশে পুন বিধি, ইথে মানি বিশ্ব ভ্রম ॥১॥
 কৌশল্যা কহেন,—দোষ কাহারো না হয় । সুখ, দুঃখ, ক্ষতি, লাভ কর্যবশে হয় ॥
 কঠিন করম-গতি জানেন বিধাতা । যিনি শুভ ও অশুভ সর্ব-ফল-দাতা ॥২॥
 ঈশ-আজ্ঞা সবাকার শিরে অবস্থিত । উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় বিন ও অমৃত ॥
 দেবি ! মোহবশে বৃথা এই শোকভার । অবিচল এ' অনাদি মায়া বিধাতার ॥৩॥
 হেন মানি—যটিল যে রাজার মরণ । নিজ স্বার্থ হানি বলি' শোকের কারণ ॥
 সীতার জননী ক'ন,—“কহ সত্যবাণী । পুণ্যবতী মানি তোমা' হে অযোধ্যা-রাণি !

দোহা— “বনে যায় সীতা, রাম ও লক্ষ্মণ, মন্দ নহে, ভাল পরিণামে ।

চিন্তা হয় মম ভরভের-তরে”,— কৌশল্যা কহেন, ক্ষুব্ধ প্রাণে ॥২৮২॥

সান্নাঅর্ঘ্য—বিধিগণির বিচিত্র গতির কথাই যেন সকলের আলোচনার বিষয় হইল। কোশল্যা ও সুমিত্রার মুখেও এই ভাবের আলোচনাতে সকলে বিম্বিত হইলেন। বিশেষতঃ শীতারাম ও লক্ষ্মণ বনে গেলে ভরতের বড়ই কষ্ট হইবে—কোশল্যার মুখে এই কথা শুনিয়া সকলে আরো বিষয় বোধ করিলেন। ২৮২।

চৌ—ঈশ প্রসাদ অসীম তুমহারী। স্মৃত স্মৃতবধু দেবসরি বারী ॥

রাম সপথ মৈ কীর্নহি ম কাউ। সো করি কহউ সখী সতি ভাউ ॥১॥

ভরত শীল গুণ বিনয় বড়াই। ভায়প ভগতি ভরোস ভলাই ॥

কহত সারদহ কর মতি হীচে। সাগর শীপ কি জাহি উলীচে ॥২॥

জানউ সদা ভরত কুলদীপা। বার বার মোহি কহেউ মহীপা ॥

কসে কনকু মনি পারিখি পাএ। পুরুষ পরিখিঅহি সময় সুভাএ ॥৩॥

অনুচিত আজু কহব অস মোরা। সোক সনেই সমানপ থোরা ॥

সুনি সুরসরি সম পাবনি বানী। ভই সনেহ বিকল সব রানী ॥৪

দোহা— কোশল্যা কহ দীর ধরি সুনছ দেবি মিথিলেসি ॥

কো বিবেকনিধি বল্লভহি তুমহি সকই উপদেশি ॥২৮৩॥

বাংলা অর্থ—দেবসরি—গঙ্গা; সতি ভাউ—সত্য ভাব; ভায়প—শোভা; সারদহ কর—সরস্বতীর; হীচে—ভ্রংশ হয়; উলীচে জাহি—সেঁচিয়া ফেলা যায়; পারিখি—জহরী; পরিখি অহি—পরীক্ষা করা যাইবে; সমানপ—বুদ্ধিমত্তা; বিবেকনিধি বল্লভহি—জ্ঞানভাণ্ডার (জনক) বল্লভা (স্ত্রী) অর্থাৎ জনকের স্ত্রী; (দো-২৮৩)

চৌ—বিদ্যাত-প্রসাদে পুত্র পুত্রবধু মম। অশীর্বাদে তব, পুত গঙ্গা-বারি-সম ॥

রামের শপথ আমি না করি কখন। সত্য সখি। তা'ও করি' কহি এ বচন ॥১

ভরতের গুণ-শীল-বিনয়-সত্যতা। ভ্রাতৃত্ব, ভক্তি তথা আশা ও দীরতা ॥

কহিবারে সারদারো বুদ্ধি বাধা পায়ে। ঝিমুকে সাগর কভু ছেঁচা নাহি যায় ॥২

বার বার বলেছেন আমারে মহীপ। ভরতে জানিবে সদা কুলের প্রদীপ ॥

মিকষে কনক, মনি জহরী চিনায়। নর পরীক্ষিত হয় পরীক্ষা-সময় ॥৩

আজি মম এই কথা কহা অনুচিত। শোকেতে স্নেহেতে মম বুদ্ধি বিচলিত ॥

সুরধুনি-সম-পুত শুনি তাঁ'র বাণী। স্নেহেতে বিকল হ'ল সেখা সব রানী ॥৪

দোহা—কোশল্যা কহেন দীরতা ধরিয়া সুন ওগো মিথিলেশ-রানী!

জানী তব স্বামী বল কে তোমারে দিতে পারে উপদেশ-বাণী? ২৮৩ ॥

সান্নাঅর্ঘ্য—কোশল্যা বলিলেন,—সত্য বটে, রাম, শীতা লক্ষ্মণ গঙ্গাজলের ছায় পবিজ কিন্তু ভরতের স্বভাব, গুণ, বিনয়, ভ্রাতৃত্বভক্তি ও লঘ্যবহার সকল প্রকার বর্ণনার অতীত। কোশল্যার কথাতে সকলে বিষয় বোধ করিল। কোশল্যা জনককে মধ্যবর্তী হইয়া একটা ব্যবস্থা করিবার জন্ত মিথিলেশ্বরীকে অনুরোধ করিলেন। ২৮৩

চৌ—রানি রায় সন অবসর পাই। অপনী ভাতি কহব সমুদাই ॥
 রাখিঅছি লখনু ভরতু গবনহি বন। জৌ ময় মত মানৈ মহীপ মন ॥১॥
 ভৌ ভল জতনু করব সুবিচারী। মোরে সোচু ভরত কর ভারী ॥
 গৃঢ় সনেহ ভরত মন মাহী ॥ রহে নীক মোহি লাগত নাহী ॥২॥
 লখি স্নহাউ স্ননি সরল স্নবানী। সব ভই মগন করুন রস রানী ॥
 নন্ত প্রসুন বরি ধন্য ধন্য ধুনি। মিথিল সনেই সিদ্ধ জোগী মুনি ॥৩॥
 সব রনিবাসু বিথকি লখি রহেউ। তব ধরি ধীর স্নমিত্রা কহেউ ॥
 দেবি দণ্ড জুগ জামিনি বীতী। রাম মাতু স্ননি উঠী সপ্তীতী ॥৪॥

দোহা— বেগি পাউ ধারিঅ থলহি কহ সনেই সতিভায়।

হমরে ভৌ অব ঈস গতি কৈ মিথিলেস সহায় ॥২৮৪॥

বাংলা অর্থ—গবনহি—গমন করুন; মানৈ—মাগ্ন করে; সোচু—চিন্তা; নীক—
 ভাল; প্রসুন বরি—পুষ্পরূপ হইল; বিথকি—বিশেষ স্তম্ভিত; পাউ ধরিঅ—প দাপ
 করুন; কৈ—কিষ্ণা; সতি ভায়—সতাবে; (দো—২৮৪)

চৌ—ওহে রাণী! রাজা সনে লভি অবসর। স্বমতে বুঝায়ে সব করিবে গোচর ॥
 লক্ষ্মণে রাখিয়া বনে পাঠান ভরতে। যদি ইহা ভাল মনে হয় তাঁর মতে ॥১॥
 যতন করিয়া তিনি করুন বিচার। ভরতের তরে মম বেশী চিন্তা-ভার ॥
 ভরতের মনোমাকে গৃঢ় স্নেহ জাগে! ঘরে থাকা তাঁর মোর ভাল নাহি লাগে ॥
 কৌশল্যা-স্বভাব হেরি স্ননি চারু বাণী। করুণ-রসেতে মগ্ন হ'ল সব রাণী ॥
 পুষ্পরূপি হ'ল নভে ধন্য ধন্য ধুনি, করে—স্নেহে ভরি যত সিদ্ধ, যোগী, মুনি ॥৩॥
 সব রাণী লক্ষ্য করে স্তম্ভিত হইয়া। স্নমিত্রা কহেন তবে ধীরতা ধরিয়া ॥
 দণ্ড দুই রাত্রি দেবি! হ'য়েছে অতীত। কৌশল্যা উঠেন স্ননি হ'য়ে অতি প্রীত ॥

দোহা— ত্বরান্বিত স্থলে চলুন সকলে,— ক'ন করি কৌশল্যা মিনতি।

আমা সবাকার পরমেশ গতি, সহায়ক মিথিলাধিপতি ॥২৮৪॥

সান্নিধ্য—কৌশল্যা বলিলেন,—যদি জনক-পত্নীর দ্বারা জনকে প্রভাবিত
 করিয়া ভরতকে রাসের সঙ্গে বনে পাঠাইয়া লক্ষ্মণকেও অযোধ্যায় ফিরাইবার ব্যবস্থা
 করেন তবে ভরতের বড় শাস্তি হইবে। কারণ রামকে বাদ দিয়া ভরতের অবাঞ্ছিত
 ভরতের পক্ষে নিতান্ত মন্দগীড়াদায়ক। এদিকে রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া সকলকে
 স্ব স্ব গৃহে গমনের জন্ত স্নমিত্রার প্রেরণায় কৌশল্যা অনুরোধ করিলেন ॥২৮৪॥

চৌ—লখি সনেহ স্ননি বচন বিনীত। জনকপ্রিয়া গহ পায় পুনীত ॥

দেবি উচিত অতি বিনয় তুম্হারী। দসরথ ঘরিনি রাম মহতারাী ॥১॥

প্রভু আপনে নীচছ আদরহী। অগিনি ধুম গিরি সির তিনু ধরহী ॥

সেবকু রাউ করম মন বানী। সদা সহায় মহেশ্বর ভবানী ॥২॥

রউরে অঙ্গ জোঙ জগ কো হৈ । দীপ সহায় কি দিনকর সোহৈ ॥
 রামু জাই বন্ধু করি সুর কাজু । অচল অবধপুর করিহাই রাজু ॥৩॥
 অমর নাগ নর রাম বাছবল । সুখ বসিহাই অপনে অপনে থল ॥
 যহ সব জাগবলিক কহি রাখা । দেবি ন হোই মুখা মুনি ভাষা ॥৪॥

দোহা— অস কহি পগ পরি পেম অতি সিয় হিত বিনয় সুনাই ।

সিয় সমেত সিয়মাতু তব চলী স্নায়স্ন পাই ॥২৮৫॥

বাংলা অর্থ—গহ—গ্রহণ করিলেন ; ঘরিনি—ঘরণী (স্ত্রী) ; তিমু—তৃণ ; অঙ্গ—
 সহায়ক ; সোহৈ—শোভা পায় ; বসিহাই—বাস করবেন ; মুখা—মিথ্যা ; (দো-২৮৫)

চো—স্নেহে লক্ষ্য করি' শুন' বিনীত বচন । ধরেন জনক-প্রিয়া কৌশল্যা-চরণ ॥

হে দেবি ! উচিত বটে তব শুভ বাণী । রামের জননী তুমি দশরথ-রাণী ॥১॥

প্রভু অনুগত-জনে করয়ে আদর । অগ্নি শিরে ধূম রহে, তৃণ গরি' পর ॥

কায়মনোবাক্যে রাজ-সেবক ভূপতি । হবেন সহায় সদা মহেশ-পার্বতী ॥২॥

আপনার সহায়ক যোগ্য কেবা হয় ? প্রদীপ সহায় কভু তপনের হয় ?

“বনবাস-অন্তে রাম সাদি' সুর-কাজ । পালিবেন অযোধ্যাতে সুপ্রতিষ্ঠ রাজ ॥৩॥

দেবতা, মানুষ, নাগ রামের শাসনে । সুখে বাস করিবেন স্ব-স্ব নিকেতনে ॥”

এই সব বাণী নিজে যাজ্ঞবল্ক্য ক'ন । মিথ্যা নাহি হয় কভু ঋষির বচন ॥৪॥

দোহা— অতি প্রেমে ইহা কহি' পায়ে পড়ি' সবিনয়ে ক'ন সীতাহিত !

সীতার নিকটে যা'ন সীতা-মাতা শুভ-আজ্ঞা লভিয়া হ্রিত ॥২৮৫॥

সান্ন্যাসার্থ—জনকের স্ত্রী কৌশল্যার ব্যবহার-সৌজতে পরম স্ত্রীতি-লাভ করিলেন ।
 দেবকায় সাধনের জন্ত রামের যে বনগমন তাহা যাজ্ঞবল্ক্য মূনির নিকট কৌশল্যা
 শুনিয়াছিলেন । মূনির বাক্য ব্যর্থ হয় না । জনককে সঙ্গে দিয়া কৌশল্যা জনবের
 পছন্দকে বিশ্রামার্থ বিদায় দান করিলেন ॥২৮৫॥

চো—প্রিয় পরিজনাই মিলি বৈদেহী । জো জেহি জোঙ ভাঁতি তেহি তেহী ॥

তাপস বেষ্ জনকী দেখী । ভা সব বিকল বিষাদ বিসেসী ॥১॥

জনক রাম গুর আয়স্ন পাই । চলে থলহি সিয় দেখি আজি ॥

লৌহি লাই উর জনক জানকী । পান্থনি পাবন পেম প্রান কী ॥২॥

উর উমগেউ অন্ধুধি অমুরাগু । ভয়উ ভূপ মনু মনহু' পয়াগু ॥

সিয় সনেহ বটু বাচুত জোহা । তাপর রাম পেম সিস্ন সোহা ॥৩॥

চিরজীবী মুনি গ্যান বিকল জমু । ব ডুত লহেউ বাল অবলম্বনু ॥

মোহ মগন মতি নহি' বিদেহ কী । মহিমা সিয় রঘুবর সনেহ কী ॥৪॥

দোহা—সিয় পিতৃ মাতৃ সনেহ বস বিকল ন সকী সম্ভারি ।

ধরনিস্তর্জ। ধীরজু ধরেউ সমউ স্নধরমু বিচারি ॥২৮৬॥

বাংলা অর্থ—পাহনি—অতিথি ; মনছ—মনে কর ; পয়াগু—প্রয়াগ ; জোহা—
দেখিবেন ; তাপার—তাহার উপর ; সোভা—শোভা পাইল ; চিরজীবী মুনি—মার্কণ্ডেয়
মুনি ; বড়ুত—ডুবিতে ডুবিতে ; সঁভারি—সামলাইতে ; (দো—২৮৬)

চৌ—প্রিয় পরিজন সনে বৈদেহী মিলেন। যিনি যথা তাঁ'র সনে তেমনি চলেন ॥
তাপসীর বেশে সবে সীতারে হেরিয়া। সকলে বিকল হ'ল দুঃখেতে ভরিয়া ॥১
জনক বশিষ্ঠ-আজ্ঞা যখন লভেন। সীতার কুটীরে তাঁ'রে দেখিতে চলেন ॥
সীতারে ধরেন তিনি বক্ষে প্রীতি সহ। প্রেম ও প্রাণের তিনি পবিত্র বিগ্রহ ॥২
স্নেহের সাগর হৃদে উর্ধলি' উঠিল। ভূপতির মন যেন প্রয়াগ হইল ॥
সীতা-স্নেহ বট যথা হেরেন বাড়িতে। রাম-প্রেম-ঈশ* সেথা লাগেন শোভিতে
মার্কণ্ডেয় মুনি যেন জ্ঞান হারাইয়া। শিশুরে ধারণ করে ডুবিতে যাইয়া।
মোহ-মগ্ন নহে কভু জনকের মন। রাম-প্রীতি তবু করে মোহের স্বজন ॥৪
দোহা— পিতৃ-মাতৃ-স্নেহে সীতা বিচলিত, রাখিতে না পারেন সংযম।
ধরণীর স্নাতা ধরেন ধীরতা বিচারিয়া সময়-ধরম ॥২৮৬॥

সান্নাধ্যম—সীতা সকলের প্রতি সম্মান ব্যবহার করিলেন। জনক বাসস্থানে
আসিয়া সীতাবাসহিত মিলিলেন এবং তাঁহাকে সপ্রেমে বক্ষঃলগ্ন করিয়া মোহগ্রস্ত হইলেন।
সীতা অতি ব্যাকুল হইয়াও ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন ॥২৮৬॥

চৌ—তাপস বেশ জনক সিয় দেখী। স্নয়উ পেমু পরিতোমু বিসেখী ॥
পুত্রি পবিত্র কিএ কুল দৌউ। স্নজস ধবল জগু কহ সব কোউ ॥১॥
জিতি সুরসরি কীরতি সরি তোরী। গবনু কীনহ বিধি অণু করোরী ॥
গজ অবনি থল তীনি বড়েরে। এহি' কিএ সামু সমাজ ঘনরে ॥২॥
পিতু কহ সত্য সনেই সুবানী। সীয় সকুচ মছ' মনছ' সমানী ॥
পুনি পিতৃ মাতৃ লীনহি উর লাজি। সিখ আসিষ হিত দীনহি স্নহাজি ॥৩॥

† অক্ষয় বট নামক প্রসিদ্ধ স্থান প্রয়াগে অবস্থিত তীর্থবিশেষ।

* রাম যেন সেই অক্ষয় বটে মূর্ত্তিমান্ ভগবান্।

† মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান—মার্কণ্ডেয় মুনির তপস্বীত্বে প্রীত হইয়া নারায়ণ তাঁহাকে বর
প্রার্থনা করিতে বলায় তিনি নারায়ণকে তাহার বিরাট সৃষ্টির লীলার অংশ দেখাইতে
বলেন। তখন ভগবান্ তাঁহাকে প্রলয়ের লীলা দেখাইলেন। সমস্ত সৃষ্টি জলে মগ্ন
এবং সেই জলে ভাসমান একটি বটপত্রে ভগবান্ নিজে বালক-মূর্ত্তিতে শয়ান।
সেই মনোহর বালক-মূর্ত্তি দেখিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি মুগ্ধ হইলেন। মুনি তাহার দিকে
অগ্রসর হইলে ভগবান্ খাসবেগে তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র কীটাত্মক ভায় নিজের
অন্তঃস্থলে প্রবেশ করাইলেন এবং সেখানে থাকিয়া মার্কণ্ডেয়ের সমস্ত বিশ্ব-সৃষ্টি-দর্শন
সম্ভব হইল।

কহতি ন সীম সকুচি মন নাহী। ইহা বসব রজনী ভাল নাহী ॥

লখি রুখ রানি জনায়উ রাউ। হৃদয় সরাহত সৌলু সুভাউ ॥৪॥

দোহা— বার বার মিলি ভেটি সিয় বিদা কীন্হি সনমানি।

কহী সময় সির ভরত গতি রানি সুবানি সময়নি ॥২৮৭॥

বাংলা অর্থ—জিতি—জয় করিয়া; অণ্ড—ব্রহ্মাণ্ড; করোরী—কোট; ভীনি থল—তিন স্থান (হবিষ্যার, প্রয়াগ, গঙ্গাসাগর); ঘনেনে, বড়েনে—বাড়ায়হাছেন (মর্যাদা বেশী দিয়াছেন); সমানী—মাটির সমান হইলেন; জনায়উ—জানাইলেন; (দো—২৮৭)

চৌ—সীতারে দর্শন করি তাপসীর বেশে। ভরিল জনক-চিন্ত প্রেম-পরিতোষে ॥

ওহে পুত্রী! তু'টি কুল পবিত্র করিলে। ঘোষিবে বিগল যশ জগতে সকলে ॥১

তব কীর্তি-নদী জিনে সুরধুনি-ধার। ব্রহ্মাণ্ডে কোটিশ তা'র হয়েছে প্রসার ॥

ত্রিভুবন-পূতকরী গঙ্গা বিশ্ব-মাবে। তব কীর্তি পৃথ করে সজ্জন-সমাজে ॥২

পিতা তা'রে ক'ন স্নেহে সত্য স্মরণ। সীতা তাহে মনে মনে সঙ্কচিত হ'ন ॥

পুন পিতা মাতা তা'রে হৃদয়ে লইয়া। শিখাইয়া দেন হিত আশিস বর্ষিয়া ॥৩

সীতা নারে কহিবারে সঙ্কচিত-মন। চিন্তি' ভাল নহে হেথা রজনী-মাগন ॥

রাজারে জানান রাণী জানি' সীতা-মন। মনে মনে স্বভাবের করি' প্রশংসন

দোহা— হেরি' বার বার মিলিয়া মিলিয়া দিলেন বিদায় সম্বন্ধে।

ভরতের কথা অবসর মত ক'ন রাণী জনকের সনে ॥২৮৭॥

সান্ন্যাস—সীতার তপস্বিনী-বেশ দেখিয়া জনক সন্তোষলাভ করিয়া বলিলেন,
—সীতা তুমি হু'টি বংশকে পবিত্র করিয়াছ। তোমার কীর্তি চিরস্থায়ী হইবে।
সীতা পত্ন্যাক্যে সঙ্কুচিত হইলেন! সীতার মনোভাব বুঝিয় সীতাকে বিদায় দিলে রাণী
ভরতের কথা রাজাকে কোশল্যার কথামত জানাইলেন ॥২৮৭॥

চৌ—সুনি ভূপাল ভরত ব্যবহার। সোন সুগন্ধ সুধা সসি সার ॥

মুদে সজল নয়ন পুলকে তম। সুজসু সরাহন লগে মুদিত মন ॥১॥

সাবধান সুন্দু সুমুখি সুলোচনি। ভরত কথা ভব বন্ধ বিমোচনি ॥

ধরম রাজনয় ব্রহ্মবিচার। ইহা জথামতি মোর প্রচার ২॥

সো মতি মোরি ভরত মহিমাহী। কহে কাহ ছিল ছুঅতি ন ছাঁহী ॥

বিদ্বি গনপতি অহিপতি সিব সারদ। কবি কোবিদ বৃদ্ধ বন্ধ বিসারদ ৩॥

ভরত চরিত কীরতি করতুতী। ধরম সীল গুণ বিমল বিভূতী ॥

সমুখত স্থনত সুখদ সব কাছু। স্মৃতি স্মরসরি রুচি নিদর সুধাছু ॥৪॥

দোহা— নিরবধি গুণ নিরুপম পুরুষ ভরত ভরত সম জানি।

কহিঅ সুমেরু কি সের সম কবিকুল মতি সকুচানি ॥২৮৮॥

বাংলা অর্থ—সোন—বর্ণ; মুদে—মুদ্রিত করিলেন; কাহ—কিরণে; ছলি—ছল

কাঁরয়া; ছুঁঅঁতি ন—স্পর্শ করিতে পারে না; ছাঁহী—ছায়া; রুচি—মধুরতা; নিদর—
অনাদর করে (ভুচ্ছ করে); নিরুবধি—সীমাহীন; (দো—২৮৮)

চৌ—নরপতি ভরতের হেরি' আচরণ। স্বর্ণ-সম দ্যুতিমান শশি-সুধা-ঘন।

জল-ভরা আঁখি মুদি' তনু পুলকিত। বর্ণিতে লাগেন যশ মনে প্রমুদিত ॥১

সাবধানে স্রলোচনে! করহ শ্রবণ। ভরতের কথা নাশে ভাবের বন্ধন।'

ধর্ম-রাজনীতি-তত্ত্বে, ব্রজের বিচারে। কিঞ্চিৎ আছেয়ে জ্ঞান মম অধিকারে ॥২

সেই মম মতি নারে ভরতে বর্ণিতে। বর্ণে ছলে, ছায়া তার নারে পরশিতে ॥

গণেশ, অনন্ত, ব্রহ্মা, শিব, সরস্বতী। কবি ও কোবিদ, বৃদ্ধ য়াঁরা সূক্ষ্মমতি ॥৩।

ভরত-চরিত-কীর্তি করম সকল। ধর্ম, শীল, গুণ, তথা বিভূতি বিমল ॥

বুঝিলে শুনিলে সুখ দেয় সবাকারে। গঙ্গা-সম শুচি স্বাদে ভুচ্ছয়ে স্থপারে ॥৪॥

দোহা— গুণে সীমাহীন উপমা-বিহীন, ভরতের ভরত তুলন।

হয় কবি-মতি সঙ্কুচিত যথা তুলাদণ্ডে সূমেরু ওজন ॥৮৮॥

সারস্বর্ত—রাণী মুখের ভরতের ব্যাপার শুনিয়া জনকও ভরতের প্রশংসাতে
মুগ্ধ হইলেন। ভরতের উপমা যে ভরত এবং কোম কবি ভরতের গুণ বর্ণনা
করিতে অক্ষম হইবেন তাহাও বলিলেন! উহা কেবল কর্ণ-সুখের নহে অমৃত অপেক্ষাও
উহাতে মধুরতা বেশী আছে ॥২৮॥

চৌ—অগম সবহি বরনত বরবরনী। জিমি জলহীন মীন গমু ধরনী ॥

ভরত অমিত মহিমা স্মরু রানী। জানহি' রামু ন সকহি' বখানী ॥১।

বরনি সপ্রেম ভরত অমুভাউ। তিয় জিয় কী রুচি লখি কহ রাউ ॥

বছরহি' লখমু ভরত বন জাহী'। সব কর ভল' সব কে মন মাহী' ॥২॥

দেবি পরস্তু ভরত রঘুর কী। প্রীতি প্রীতি জাই নহি' তরকী ॥

ভরতু অবধি সনেহ মমতা কী। জাতি রামু সীম সমতা কী ॥৩॥

পরমার্থ আরথ সুখ সারে। ভরত ন সপনেছ' মনছ' নিহারে ॥

সাধন সিদ্ধি রাম পগ নেছু। মোহি লখি পরত ভরত মত এছু ॥৪॥

দোহা— ভোরেক' ভরত ন পেলিহহি' মনসছ' রাম রজাই।

করিঅ ন সোচু সনেহ বস কহেউ ভূপ বিলখাই ॥২৮৯॥

বাংলা অর্থ—বরবরনী—হে শ্রেষ্ঠ বর্ণ-বিশিষ্টা (অপরূপ সুন্দরী); অমুভাউ—
প্রভাব; ভরকী জাই নহি—পরিমাপ করা যায় না; লখি পরত—দৃষ্টি পড়ে;
ভোরেক'—প্রথমকমে; ন পেলিহহি'—তাগ করিবে না; বিলখাই—বিহ্বলভাবে;
গদগদ হইয়া; রজাই—আদেশ; (দো—২৮৯)

চৌ—ভরত-মাহাত্ম্য-কথা কহিতে কে পারে? জলহীন স্থলে যথা মীনের বিহারে ॥

ভরত-মহিমা রাণি! কে পারে বর্ণিতে? রাম তা' জানেন কিন্তু নারেন কহিতে ॥১

সঙ্গেমে বর্ণনা করি' ভরতের মতি । নিরখি' রাণীর মন কহেন মৃপতি ॥
লক্ষ্মণ ফিরিবে,—যাবে ভরত কাননে । সবাকার ভাল ইথে সবে চিন্তে মনে ॥২
কিস্ত দেবি ! জানি' লও রাম ও ভরতে । প্রীতি ও প্রীতিত কছু না আসে সীমাতে
যেমন শ্রীরামচন্দ্র সীমা সমতার । তেমনি ভরত সীমা স্নেহ-মমতার ॥৩
পরমার্থ, স্বার্থ হয় সর্বস্বখ-সার । স্বপনে ভরত মনে না করে বিচার ॥
সাধনার সিদ্ধি তা'র ভকতি শ্রীরামে । ভরতের মত এই মম মনে মানে ॥৪
দোহা— ভুলেও ভরত নাহি লজ্জিবেন মনে কছু রামের আদেশ ।

স্নেহবশে রাণি ! করিও না শোক—বিচারিয়া কহেন নরেশ ॥২৮৯॥

সান্নিধ্য—কিস্ত ভরতের মহিমা রামই ভাল জানেন । অবশ্য লক্ষ্মণ যদি
অবোধ্যতে ফিরিয়া যায় এবং ভরত রামের সঙ্গে বনে যায় ত ভালই হয় । তবে
এ ব্যাপারে ভরত ও রামের মধ্যে আলোচনাতে মীমাংসা সহজ হইবে । রাম যেমন
সমতার সীমা ভরত তেমনি সমতার সীমা । ভরত কখনও রামের আদেশ অগ্রহণ
করিবে না । শ্রীরামে ভক্তি ভবতে সর্ব সাধনার সার ॥২৮৯॥

চো—রাম ভরত গুন গনত সপ্রীতি । মিসি বম্পতিহি পলক সম বীতী ॥
রাজ সমাজ প্রাত জুগ জাগে । নহাই নহাই সুর পূজন লাগে ॥১॥
গে নহাই গুর পহি' রঘুরাজি । বন্দি চরন বোলে রুখ পাঈ ॥
নাথ ভরত পুরজন মহতারী । সোক বিকল বনবাস দুখারী ॥২॥
সহিত সমাজ রাউ মিথিলেসু । বহুত দিবস শুও সহত কলেসু ॥
উচিত হোই সোই কীজিঅ নাথ । হিত সবহী কর রোরৈ' হাথা ॥৩॥
অস কহি অতি সকুচে রঘুরাউ । মুনি পুলকে লখি সীলু স্খভাউ ॥
তুমহ বিসু রাম সকল স্খ সাজা । নরক সরিস দুছ রাজ সমাজা ॥৪॥
দোহা— প্রান প্রান কে জীব কে জিব স্খ কে স্খ রাম ।

তুমহ তজি তাত সোহাত গৃহ জিনহহি তিনহহি বিধি-বাম ॥২৯০॥

বাংলা অর্থ—গনত—আলাপ করিয়া ; নহাই—স্নান করিয়া ; রোরৈ হাথা—
সাপনার হাতে ; স্খ সাজা—স্বপ্নজ্ঞা ; সোহাত—শোভা পায় ; (দোহা—২৯০) ।
চো—রাম-ভরতের গুন, প্রীতি বিচারিয়া । দম্পতির রাজি পেল পলকে কাটিল ॥
প্রভাতে সমাজ দু'টি জাগিল যখন । দেবে পূজে লবে স্নান করি সমাজ ॥১॥
গুর-পার্শ্বে রাম যা'ন স্নান সমাপিয়া । অভিশ্রয় বুঝি' ক'ন চরণ বন্দিয়া ॥
হে নাথ । ভরত তথা মাতা, পুরজন । শোকাভূর বনবাস-দুখেতে মগন ॥২॥
পরিজনবর্গ-সহ নিজে মিথিলেশ । বহুদিন ধরি' শুধু সহিছেন ক্লেশ ॥
যা' হয় উচিত এবে তাহা কর নাথ । সবাকার হিতে রহে আপনার হাত ॥৩॥
ইহা কহি' রঘুরাজ অতি সছুচিত । শীল ও স্বভাব হেরি' মুনি পুলকিত ॥
ওহে রাম ! তোমা' বিনা সব স্খ-সাজ । নরক সমান গণে এ' দুটি সমাজ ॥৪॥

দোহা— প্রাণের যে প্রাণ জীবের জীবন স্নেহের যে স্নেহ তুমি রাম ।

ভোমা' ত্যজি' যা'র গৃহ ভাল লাগে বিধাতা তাহার প্রতি বাম ॥২৯॥

সান্নামর্শ—ভরতের গুণাবলী কীর্তন করিতে করিতে সে রাজি অত্যন্ত হইল। প্রভাতে সকলে প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি সমাপন করিলে রাম গুরুকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—সকলে এখানে বনবাসজনিত দুঃখভোগ করিতেছে। অতএব বাহাতে সকলের হিত হয়, এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ভাল হয়। বিশিষ্ট প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—এখন ত' স্নেহ নরক-সদৃশ হইয়াছে। তুমি অযোধ্যায় না গেলে অযোধ্যার স্নেহ হইবে না ॥২৯॥

চৌ—সো স্নেহু করমু ধরমু জরি জাউ । জই ন রাম পদ পঙ্কজ ভাউ ॥

জোঙ কুজোঙ গ্যানু অগ্যানু । জই নহি রাম পেম পরধানু ॥১॥

তুমহ বিমু দুখী স্নেখী তুমহ তেহী' । তুমহ জানহু জিয় জো জেহি কেহী' ॥

রাউর আয়সু সির সবহী' কেঁ । বিদিত কুপালহি গতি সব নীকেঁ ॥২॥

আপু আশ্রমহি ধারিঅ পাউ । ভয়উ সনেহ সিখিল মুনরাউ ॥

করি প্রানামু তব রামু সিধাএ । রিষি ধরি দীর জনক পহি' আএ ॥৩॥

রাম বচন গুরু নৃপহি স্ননাএ । শীল সনেহ স্নভায়' স্নহাএ ॥

মহারাজ অব কীজিঅ সোজি । সব কর ধরম সহিত হিত হোজি ॥৪॥

দোহা— গ্যান নিধান স্নজান স্নচি ধরম দীর মরপাল ।

তুমহ বিমু অসমঞ্জস সমন কো সমরথ এহি কাল ॥২৯॥

বাংলা অর্থ—জরি জাউ—অলিয়া যায় (নষ্ট হয়) ; ভাউ—প্রেম, ভাব ; পরধানু—প্রধানতা ; রাউর আয়সু—আপনার আজ্ঞা ; পাউ ধারিঅ—পদার্পণ করন ; পহি'—নিকটে ; স্নজান—অভিজ্ঞ ; সমরথ—সমর্থ ; সমন—শমনে ; (দো—২৯)

চৌ—যাহে নাহি হয় ভক্তি ত্রীরাম-চরণে । সে স্নেহ, সে ধর্ম, কর্ম, দহুক দহনে ॥

সে যোগ কুশোগ মানি' সে জ্ঞান অজ্ঞান । যাহে নহে রামপদে ভক্তি প্রধান ॥১॥

তুমি বিনা সবে দুঃখী তুমি স্নেহাধার । তুমি জান মনে যাহা রয়েছে যাহার ॥

শিরোধার্য্য করে সবে আদেশ ভোমার । জীবগতি সুবিদিত তব কুপাধার ॥৩॥

আশ্রমেতে এবে তুমি কর পদার্পণ । ইহা কহি' প্রেমে মূনি বিগলিত হ'ন ॥

আশ্রমে চল্লের রাম গুরুরে মমিয়া ! বিশিষ্ট-জনক-পার্শ্বে দীরতা ধরিয়া ॥

জনকে শুনান গুরু রামের বচন । শীলে ও স্বভাবে তাহা সুন্দর পরম ॥

মহারাজ ! এবে তাহা কর্তব্য ভোমার । ধর্ম-সহ হিত-সিদ্ধি যাহে সবাকার ॥৪॥

দোহা— ধর্ম দীর নৃপ ! তুমি শুচি সাধু তুমি হও জ্ঞানের নিধান ।

তুমি বিনা কেবা এ ছেল দুর্ব্যোগে সামঞ্জস্য করিবে বিধান ॥২৯॥

সান্নামর্শ—তুমি সচলের স্নেহ দিবার একমাত্র গতি । ভোমার আজ্ঞাই সকলে পালন করিয়া কৃতার্থ হইবে । 'তুমি আশ্রমে যাও',—রামকে বলিয়া তিনি প্রেম-বিহ্বল

হইলেন। রাম চলিয়া গলে বশিষ্ঠ জনকের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন,—বাহাতে
ধর্ম রক্ষা হয় আর সকলের হিত হয়, তাহার ব্য বস্থা করুন। ২২১।

চৌ—মুনি মুনি বচন জনক অনুরাগে। লখি গতি গ্যানু বিরামু বিরাগে ॥
শিখিল সনেই গুনত মন মাছী। আএ ইহাঁ কীন্হ ভল নাছী ॥১॥
রামহি রায়' কহেউ বন জানা। কীন্হ আপু প্রিয় প্রেম প্রবানা ॥
হম অব বন তেঁ বনহি পঠাঞি। প্রমুদিত ফিরব বিবেক বড়াঞি ॥২॥
তাপস মুনি মহিসুর মুনি দেখী। ভএ প্রেম বস বিকল বিসেসী ॥
সমউ সমুনি ধরি দীরজু রাজা। চলে ভরত পহি' সহিত সমাজা ॥৩॥
ভরত আই আগে' ভই লীনহে। অবসর সারস সুরাসন দীনহে ॥
ভাত ভরত কহ ভেরছতি রাউ। তুমহি বিদিত রঘুবীর সুরভাউ ॥৪॥

দোহা— রাম সত্যত্রত ধরম রত সব কর সীমু সনেছ।

সঙ্কট সহত সকোচ বস কহিঅ জো আয়সু দেখ ॥২২২॥

বাংলা অর্থ—লখি—দেখিয়া; রায়'—রাজা; প্রবানা—প্রমাণিত; পঠাই—
পাঠাইয়া; বড়াঞি—গোবব; ফিরব—প্রত্যাবর্তন করিব; মহিসুর—ব্রাহ্মণ; বিসেসী—
গ্রচুর; দীরজু—ধৈর্য; সরিস—শৃঙ্গ, উপযুক্ত; ভেরছতি রাউ—ত্রিহত-রাজ জনক;
সুরভাউ—বভাব; সহত—সহ করেন; আয়সু—আজ্ঞা; (দো—২২)

চৌ—মুনি-বাক্য মুনি' নৃপ মগ্ন অনুরাগে। জনকে বৈরাগ্য যেন জ্ঞানে ও বিরাগে
স্নেহেতে শিখিল হ'য়ে হেন মনে মানে। ভাল করা হয় নাই আসিয়া এখানে ॥১॥
দশরথ রামে করি' বনবাস দান, রাম-প্রেম কত ?—দেন মরণে প্রমাণ।
প্রেমিয়া তাঁহারে এবে বন হ'তে বন। বিবেক বড়াই করি' ফিরিব এখন ॥২॥
তাপস, মুনি ও বিপ্র দেখি' নৃপ-গতি। প্রেমেতে বিবশ হ'ন বিকলিত মতি ॥
কাল বুঝি' নৃপ ধৈর্য করিয়া ধারণ। সকলে ভরত-পাশে উপনীত হ'ন ॥৩॥
ভরত আসিয়া তাঁরে স্বাগত জানান। করেন সময়োচিত আসন-প্রদান ॥
ত্রিহতের রাজা ক'ন,—“হে ভরত তাত! রামের স্বভাব তব নহে ত' অজ্ঞাত” ॥৪॥

দোহা— রাম সত্যত্রত ধরমে নিরত স্নীল স্নেহ রাখে সবাপরে।

সঙ্কট সে সহে সকোচ-বিবশ কহ,—কোন্ আজ্ঞা দিব তারে ? ২২২॥

সান্নাধ্যম—মুনির কথায় জনক রাম-স্নেহে বশীভূত হইয়া ভাবিলেন, দশরথ
সত্য-রক্ষা করিয়াছেন আর প্রাণত্যাগ করিয়া রামপ্রীতিও রক্ষা করিয়াছেন।
আমরা এখন রামকে বনান্তরে পাঠাইয়া বিবেক-বুদ্ধির পরিচয় দিব,—বলিয়া তিনি শোকে
অভিভূত হইলেন। সকলে ব্যাকুল হইলেন এবং সকলে মিলিয়া ভরতের নিকট উপস্থিত
হইলেন। ভরত সকলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। ভরতকে জনক বলিলেন,—
রাম সকোচ করিতেছেন, এ অবস্থায় তুমি যাহা চাও তাহা বল ২২২।

চৌ—তুমি তুমি পুলকিত নয়ন ভরি বারী । বোলে ভরতু ধীর ধরি ভারী ॥
 প্রভু প্রিয় পূজ্য পিতা সম আপু । কুলগুরু সম হিত মায় ন বাপু ॥১॥
 কৌশিকাদি মুনি সচিব সমাজু । গ্যান অম্বুনিধি আপনু আজু ॥
 সিসু সেবকু আয়সু অনুগামী । জানি মোহি সিখ দেইঅ স্বামী ॥২॥
 এহি সমাজ খল বন্ধব রাউর । মৌন মলিন মৈ বোলব বাউর ॥
 ছোট বদন কহউ বড়ি বাতা । ছমব ভাত লখি বাম বিধাতা ॥৩॥
 আগম নিগম প্রসিদ্ধ পুরান । সেবাধরমু কঠিন জগু জানা ॥
 আমি ধরম স্বারথহি বিরোধু । বৈরু অন্ধ প্রেমহি ন প্রবোধু ॥৪

দোহা— রাখি রাম রুখ ধরমু ব্রত পুরাধীন মোহি জানি ।
 সব কেঁ সন্মত সব হিত করিঅ পেমু পহিচানি ॥২৯৩॥

বাংলা অর্থ—ভন—শরীর ; ধীর ধরি—ধৈর্য ধরিয়া ; অম্বুনিধি—সমুদ্র ; থল—
 স্থল ; ছমব—কমা করিবেন ; স্বারথহি—স্বার্থের ; বৈরু—স্বার্থপর (শত্রু) ; রুখ—
 রুচি ; পহিচানি—চিনিয়া ; মলিন—দুষ্ট মন ; বাউর—পাগলামি ; (দো—২৯৩)

চৌ—তুমি তুমি পুলকিত আঁখি ভরে বারি । ভরত বলেন তবে অতি ধৈর্য ধরি' ॥
 “তুমি প্রভু প্রিয় পূজ্য পিতার সমান । হিতৈষী বশিষ্ঠ-সম কেহ নহে আন ॥১
 মুনি বিশ্বামিত্র তথা সচিব-সমাজ । জ্ঞানের বারিধি তুমি উপস্থিত আজ ॥
 আজ্ঞাবাহী শিশু আমি সেবক জানিয়া । শিক্ষা দেহ মোরে প্রভু মথার্থ বুঝিয়া ॥২
 এ হেন সমাজে হও তুমি বুদ্ধি-দাতা । ক্ষম মোরে তাত ! হেরি' প্রতিকূল ধাতা ।
 না কহিব যদি হবে মানস-দীনতা । তাই কহি ছোট মুখে এবে বড় কথা ॥৩
 আগমে নিগমে তথা বিদিত পুরাণে । সেবা-ধর্ম্মে কঠিনতা বিদ্যে সবে জানে ॥
 আমি-ধর্ম্ম সহ ঘটে স্বার্থের বিরোধ । স্বার্থাঙ্ক জনের নাহি রহে প্রেমবোধ ॥৪
 দোহা— রাম-অভিপ্রায় ব্রত ও ধরম রাখ মোরে জানি' রামাধীন ।

সর্ব-অনুমত সাধ সর্বহিত জানি' মোরে রাম প্রেমে লীন ॥” ২৯৩॥

সান্ন্যাসার্থ—ভরত জনককে বলিলেন,—আপনি ত' মাতা, পিতা ও গুরু হইয়া
 হিতাকাজী ও জানী । আমাকে সেবক ও আজ্ঞাবাহী জানিয়া রামের ইচ্ছা, ধর্ম্ম ও ব্রত
 রক্ষা করিয়া সকলের হিত হয় এমন আদেশ করুন । বিধাতা আমার প্রতি বিরূপ
 হইয়াছেন । সেবাধর্ম্মের সহিত স্বার্থের বিরোধ আছে । আমাকে স্বার্থাষেয়ী মনে
 করিবেন এবং আমি ধর্ম্মমুষ্ঠানে অসমর্থ বুঝিয়া তদনুযায়ী আদেশ দিন ॥২৯৩॥

চৌ—ভরত বচন শুনি দেখি স্মৃতাউ । সহিত সমাজ সরাহত রাউ ॥
 স্মৃগম অগম মৃত্ত মজু কঠোরে । অরথু অমিত অতি আখর ধোরে ॥১॥
 জ্যো মুখু মুকুর মুকুর নিজ পানী । গহি ন জাই অস অদভুত বানী ॥
 ভূপ ভরতু মুনি সহিত সমাজু । গে জই বিব ধ কুমুদ দ্বিজরাজু ॥২

শুনি শুধি সোচ বিকল সব লোণা। মনহুঁ মীনগন নব জল জোণা ॥
 দেবী প্রথম কুলগুরু গতি দেখী। নিরখি বিদেহ সনেহ বিসেসী ॥৩॥
 রাম ভগতিময় ভরতু নিহারে। সুর আরথী হহরি হিরি হারে ॥
 সব কোউ রাম প্রেমময় দেখা। ভএ অলেখ সোচ বস লেখা ॥৪॥
 দোহা— রামু সনেহ সকোচ বস কহ সসোচ সুররাজু।

রচছ প্রপঞ্চহি পঞ্চ মিলি নাহি ত ভয়উ অকাজু ॥২৯৪॥

বাংলা অর্থ—সরাহত—প্রশংসা করেন; মজু—সুল্লর; অরথু—অর্থ; অমিত—
 অপার; আখর—অক্ষর; ধোরে—অন্ন; মুকুর মুকুর—মুখ-প্রতিবিম্ব; গহি ন জাই—
 ধরা যায় না; বিব্ধ—দেবতাক্ষণী; সুর আরথী—স্বার্থপর দেবতার; হহরি—
 ঘাবড়াইয়া; সসোচ—চিন্তামুক্ত; প্রপঞ্চহি—মায়া; হারে—হার মানিলেন; (দো-২৯৪)

চৌ—ভরতের কথা শুনি অশ্রাব হেরিয়া। প্রশংস-মুখর সব হ'ল বিচারিয়া ॥
 সুরগম দুর্গম রম্য কোমল কঠিন। স্বাক্ষর কথ্য বটে অর্থ সীমাহীন ॥১॥
 যথা মুখ দরপণে করে দরশন। ধরা নাহি যায় তা'রে—তথা এ বচন ॥
 ভরত প্রভুতি-সহ চলিলা ভূপতি। দেবতা-কুমুদ-ইন্দু যেথা রঘুপতি ॥২॥
 বারতা শুনিয়া শোকে বিকল সকলে। মানো মীন যেন যুক্ত নব বর্ষা-জলে ॥
 দেবেরা হেরেন ইথে কুল-গুরু-গতি। বিশেষতঃ নিরখিলা জনক-পীরিতি ॥৩॥
 রাম'পরে ভক্তি-ভরা ভরতে হেরিলা। দেবগণ স্বার্থবশে হৃদয়ে হারিলা ॥
 রাম-প্রেমে ভরা সব করি' নিরীক্ষণ। শোকে যেন চিত্তাঙ্গিত হ'লা দেবগণ ॥৪॥

দোহা— রাম স্নেহ-বশ সঙ্কোচেতে ভরা শঙ্কাসিত সুর-রাজ ক'ন।

সকলে মিলিয়া মায়া রচ এবে না হইলে হবে অঘটন ॥২৯৪॥

সান্নাধ্য—ভরতের বাক্য সহজ হইলেও তাহা হৃদ্যোধ্য ও গূঢ় অর্থ-প্রকাশক
 এবং কোন্ পথ অবলম্বন করা হইবে বুঝিতে না পারিয়া সন্দেহে মিলিয়া ঘূর্ণাধের
 নিকট গেলেন। দেবতারা ভরতের, জনকের ও বশিষ্ঠের অবস্থা দেখিয়া ভীত
 হইলেন। দেবরাজও শঙ্কিত হইয়া ভাবী অন্তঃকরণে নিবৃত্তির জন্ত মায়া রচ করিলেন ॥২৯৪॥

চৌ—সুরনহু শুমিরি সারদা সরাহী। দেবি দেব সরনাগত পাহী ॥

ফেরি ভরত মতি করি নিজ মায়া। পালু বিব্ধ কুল করি ছল ছায়া ॥১॥

বিব্ধ বিনয় শুনি দেবি সয়ানী। বোলী সুর আরথ জড় জানী ॥

মো সন কহছ ভরত মতি ফের। লোচন সহস ন সুখ স্নেহের ॥২॥

বিধি হরি হর মায়া বড়ি ভারী। সোউ ন ভরত মতি সকই নিহারী ॥

সো মতি মোহি কহত করু ভোরী। চন্দি নি কর কি চণ্ডকর চোরী ॥৩॥

ভরত হৃদয় সিয় রাম নিবাসু। তই কি ভিমির জই তরনি প্রকাশু ॥

অস কহি সারদ গই বিধি লোকা। বিব্ধ বিকল নিসি মানহুঁ কোকা ॥৪॥

দোহা— সুর সারথী মলিন মন কীন্হ কুমন্ত্র কুঠাট্ট।

রচি প্রপঞ্চ মায়্য প্রবল ভয় ভ্রম অরতি উচাট্ট ॥২৯৫॥

বাংলা অর্থ—সুরস্ব—দেবতারী ; সুরমি—স্বরণ করিয়া ; সুরাহি—স্তুতি করিলেন ;
পালু—রক্ষা করুন ; সারথ জড়—স্বার্থবশ স্বার্থ ; চন্দ্রিনি—চাঁদ ; চণ্ডকর—স্বর্গ ;
বিধি লোকা—ব্রহ্মলোক ; কোকা—চকোর ; কুঠাট্ট—যড়গঙ্গ ; (দো—২৯৫)

চৌ—তঁা'রা স্মরি' সারদারে স্তুতি করি' ক'ন। শরণার্থী মোরা দেবি ! তুমি যে শরণ
কিরাও ভরত-মতি মায়্য বিস্তারিয়া। দেব-কুল রক্ষা কর রচি' ছল-ছায়্য ॥১

বিনয়-বচন শুনি' স্রুচতুর। বাণী, কহিলেন দেবগণে স্বার্থ-জড় জামি' ॥

কিরা'তে ভরত-মতি আমারে কহিছ। সহস্র লোচনে নাহি স্মেরু হেরিছ ॥২

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-মায়্য বড় গণি তা'রে। তাহাও ভরত-মতি নারে ভেদিবারে ॥

সে মতি ভূলাতে কহ তোমরা আমারে। শশি-কর রবি-করে ঢাকিতে কি পারে ১৩

ভরত-হৃদয় সীতা-রামের নিবাস। সেখা কি আঁধার যেথা রবির প্রকাশ ?

ইহা কহি' বাণী যা'ন ব্রহ্মা-নিকेतনে। দেব মূঢ়,—চখা যথা নিশা আগমনে ॥৪

দোহা— দেব স্বার্থপর মলিন মানসে কুচক্র কারিল বিরচন ॥

রচিয়া প্রপঞ্চ মায়্য, ভয়, ভ্রম বিস্তারে অপ্রীতি, উচাটন ॥২৯৫॥

সান্ন্যাসার্থ—দেবতারী সরস্বতীর নিকট স্তব-স্তুতি করিলেন। ভরতকে ছলনা করিবার
প্রার্থনা জানাইলেন। সম্বন্ধীও অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া ব।।লেন,—ভরতের বুদ্ধি মার্গবার
ক্ষমতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের নাই। 'আমি ত' কোন চাব। দেবতারী বিমুগ্ধ হইলেন ২৯৫।

চৌ—করি কুচালি সোচত সুররাজু। ভরত হাথ সব কাজু অকাজু ॥

গঞ জনকু রঘুনাথ সমীপ। সনমানে সব রবিকুল দীপা ॥১॥

সময় সমাজ ধরম অবিরোধ। বোলে তব রঘুবংশ পুরোধ ॥

জনক ভরত সংবাদু স্নানাই। ভরত কহাউতি কহী স্নানাই ॥২॥

তাত রাম জস আয়স্ব দেহু। সো সব করৈ মোর মত এহু ॥

সুনি রঘুনাথ জোরি জুগ পানী। বোলে সত্য সরল মুখ বানী ॥৩॥

বিশ্বমান আপুনি মিথিলেসু। মোর কহব সব ভাতি ভদেসু ॥

রাউর রায় রজায়স্ব হোই ॥ রাউরি সপথ সহী সির সোই ॥৪॥

দোহা - রাম সপথ সুনি গুনি জনকু সকুচে সভা সমেত।

সকল বিলোকিত ভরত মুখু ধনই ন উতরু দেত ॥২৯৬॥

বাংলা অর্থ—সনমানে—সন্মান করিল ; অবিরোধ—অন্তকূল ; জোরি জুগ পানী
—হুই হাত জোড় কথিয়া ; সকুচে—গছাচত (চলিত) হইল ; (দো—২৯৬)

চৌ—কুমন্ত্রণা করি' তবে চিন্তে সুররাজ। ভরতের হাতে সব কাজ ও অকাজ ॥

জনক তখন যা'ন রাঘব-সমীপ। সবাকারে মান দেন রঘু-কুল-দীপ ॥১

সময়, সমাজ চিন্তি' ধরম-উচিত। বলেন বচন রঘু-কুল-পুরোহিত।
জনক ভরত-কথা করান শ্রবণ। ভরত মন্তব্য পরে করেন বর্ণন ॥২
ওহে ভাত! রাম তুমি যে আদেশ দিবে। মোর মত ইহা তাহা সকলে পালিবে ॥
শুনি' রঘুনাথ তবে করি' যুক্ত কর। কহেন সরল সত্য বাক্য মনোহর ॥৩
আপনি ও মিথিলেশ যেথা বিজ্ঞমান। মম কথা সেথা কভু নহে শোভমান ॥
আপনি করুন আজ্ঞা আর মিথিলেশ! তব দিন্য, শিরে ধরি আমি সে আদেশ ॥৪
দোহা— রাম-দিব্য শুনি' মুনি ও জনক সঙ্কুচিত সমাজ-সহিত।
সকলে নিরঞ্জে ভরত বয়ান উত্তর না মিলে সমুচিত ॥২৯৬॥

সান্নিধ্য—তখন ইজ্ঞ ভাবিলেন,—এখন দেখতেছি সব ভরতের হাতে।
জনক রামের নিকট গেলেন। বিশিষ্ট ও জনক, সময় ও ধর্ম্মানুসারী কথা বলিয়া
ভরতের কথা জানাইলেন। আরো বলিলেন,—রাম যেমন বলিবেন তেমনি হইবে।
রাম প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—বিশিষ্ট ও জনক থাকিতে আমার কথা বলা শোভা পায় না।
আপনারা বাহা বলিবেন তাহাই শিরোধার্য্য করিব ॥২৯৬॥

দো—সভা সকুচ বস ভরত নিহারী। রাম বন্ধু ধরি ধীরজু ভারী ॥
কুসমউ দেখি সনেছ সঁভারা। বচত বিঁধি জিমি ঘটজ নিবারা ॥১॥
সোক কনকলোচন মতি ছোনী। হরী বিমল গুন গন জগ জোনী ॥
ভরত বিবেক বরাই বিসাল। অনায়াস উধরী তেহি কালা ॥২॥
করি প্রনামু সব কই জোরে। রামু রাউ গুর সাধু নিহোরে ॥
ছমব আজু অতি অনুচিত মোরা। কহউ বদন মুতু বচন কঠোরা ॥৩॥
হিয়' সুমিরী সারদা সুহাই। মানস তেঁ মুখ পক্ষজ আজি ॥
বিমল বিবেক ধরম নয় সালী। ভরত ভারতী মঞ্জু মরালী ॥৪॥
দোহা— নিরখি বিবেক বিলোচননহি মিথিল সনেই সমাজু।
করি প্রনামু বোলে ভরতু স্মারি সীম রঘুরাজু ॥২৯৭॥

বাংলা অর্থ—বচত—বাক্তি প্রাপ্ত হইতেছে এমন; বিঁধি—বন্ধাচল পর্ত; ঘটজ—
ঘটধোনি, অগস্ত্যমুনি; কনকলোচন—হরণ্যাক্ষ; ছোনী—পৃথিবী; জগ জোনী—
জগৎধোনি ব্রহ্মা; নিহোরে—বিস্তারিত করিল; মরালী—রাঙ হংস-সম (হংস যেক্রপ জল
হইতে ছু পৃথক করে সেইরূপ) দোষ-গুণ-বিচারক্ষম হংস-সম; (দো-২২৭)
চৌ—সমাজ সঙ্কোচ-বশ ভরত হেরিলা। অতীব ধীরতা তবে ভরত ধরিল। ॥
অবসর নহে বুঝি পীরতি পাসরে। বর্জমান বিদ্যে যেন অগস্ত্য নিবারে ॥১
শোকরূপী হিরণ্যাক্ষ ধরলী হরেন। বহুগুণী যে ধরলী বিখে জন্ম দেন।
ভরত বিবেক-রূপী বিশাল বরাহে। অনায়াসে উদ্ধরিল। সে সময় তাহে ॥২
করষোড় করি' ক'ন নমি' সর্বজনেন। রামে, নৃপে, মূনিবরে তথা সাধুগণে ॥
ক্ষমা কর এবে অতি অনুচিত মোর। কহি ছোট মুখে এবে বচন কঠোর ॥৩

ভরত বাণীরে চারু হিয়া-মাঝে 'স্মরি'। মন হ'তে আনি' ক'ন মুখপদ্মোপরি ॥
বিমল বিবেক ধর্ম-নীতি অনুসারী ভরত-ভারতী মঞ্জু-হংস-গুণ-ধারী ॥৪

দোহা— বিবেক-ময়নে হেরিয়া ভরত স্নেহ-বশে বিকল সমাজ।

প্রণাম করিয়া কহিলেন তবে 'স্মরি' মনে সীতা-রংঘুরাজ ॥২৯৭॥

চৌ—প্রভু পিতৃ মাতৃ সুহৃদ গুরু স্বামী। পূজ্য পরম হিত অনুরাজামী ॥
সরল সুসাহিবু সীল নিধান। প্রনতপাল সর্বগ্য সুজাম্ব ॥১॥
সমরথ সরনাগত হিতকারী। গুণগাহকু অবগুন অঘ হারী ॥
স্মি গোসাঁইহি সরিস গোসাজি। মোহি সমান মৈ সাই' দোহাজি ॥২॥
প্রভু পিতৃ বচন মোহ বস পেলী। আয়উ' ইহাঁ সমাজু সকেলী ॥
জগ ভল পোচ উ'চ অরু নীচু। অমিত অমরপদ মাছরু মীচু ॥৩॥
রাম রজাই মেট মন মাহি'। দেখা স্মনা কতছ' কোউ নাই' ॥
সো মৈ' সব বিধি কীন্হি চিঠাজি। প্রভু মানী সনেহ সেবকাজি ॥৪॥

দোহা— কুপাঁ ভলাজি আপনো নাথ কীন্হি ভল মোর।

দুষন ভে ভুসল সরিস সুজসু চারু চছ গুর ॥২৯৮॥

বাংলা অর্থ—সুসাহিবু—শ্রেষ্ঠ প্রভু; সুজাম্বু—সুজ্ঞানী; সাজি—স্বামী; পেলী—

উল্লসন করিয়া; সকেলী—সকল; মেট—অবজ্ঞা করে; ভলাই'—মহৎ; (.৭।—২৯৮)

প্রভো! তুমি পিতা, মাতা, মিত্র, গুরু, স্বামী। পূজ্য ও হিতৈষী তুমি মম অনুরাগী
সরল মহান প্রভু সীল-ধনে ধনী। প্রণত-পালক তুমি সর্বজ্ঞ সুজ্ঞানী ॥১॥

শক্তিধর আশ্রিতের হিত তুমি কর। গুণগ্রাহী দোষ-পাপ সদা তুমি হর ॥

তোমা-সম প্রভু বিশ্বে একমাত্র তুমি। তব দিব্য,—আমা-সম হীন মাত্র আমি ॥২॥

প্রভু ও পিতার বাণী মোহ-বশে ত্যজি'। এসেছি সমাজ-সহ সর্বজন আজি ॥

আছে বিশ্বে ভাল, মন্দ, উচ্চ, নীচ জন। অমৃত, অমর পদ, বিষ ও মরণ ॥৩॥

দেখে নাই, শোনে নাই কেহ হেন জন। মনেও রামের আজ্ঞা যে করে লঙ্ঘন ॥

সর্বরূপে সে ষ্টুভতা করিয়াছি আমি। সেবকের প্রেম বলি' মেনে নিলে স্বামী ॥৪॥

দোহা— তব কৃপাদানে নিজগুণে নাথ সাধিয়াছ উত্তম সাধন।

দৃষণে করিলে ভূষণ-সমান চারু-যশে ছাইল ভুবন ॥২৯৮॥

সান্ন্যাসার্থ—ভরত সকলকে নিরন্তর দেবীয়া প্রীতির বেগ দমন করিয়া করযোড়ে

বলিলেন,—এখন আমার কথা বলা অস্বাভাবিক হইলেও বলিতে বাধ্য হইতেছি।

সকলে আমার ষ্টুভতা মার্জনা করিবেন। তখন যেন বাগ্‌দেবী তাঁহার মুখে আশ্রয়

গ্রহণ করিবেন। তাঁহার বাক্য বিবেক, বিনয় ও নীতি-সম্পন্ন ছিল। তিনি রামের

উদ্দেশ্যে বলিলেন,—হে প্রভু! আপনিই আমার পিতা, মাতা, সুহৃদ, গুরু, স্বামী,

পূজ্য, হিতকারী ও অনুরাগী। আপনি আজ্ঞা প্রদাতা, সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানী।

আপনার তুলনায় প্রেষ্ঠে যেমন আপনি একক, হীনতায়ও আমি তেমনি একক।

আমি সকলের কথা অমান্য করিয়া প্রভুর ও পিতার বাক্য অবমাননা করিয়া এখানে আসিয়াছি। জগতে ভাল মন্দ দুইই থাকে। আমি তোমাকে উপদেশ করিহে ও তুমি দয়া প্রকাশে কৃতার্থ করিয়া আমার মশ প্রচার করিয়াছ ॥২২৭ ও ২২৮॥

চৌ—রাউরি রীতি সুবানি বড়াই। জগত বিদিত নিগম্যগম গাই।

কুর কুটিল খল কুমতি কলঙ্কী। নীচ নিসীল নিরীস নিসঙ্কী ॥১॥

তেউ সুনি সরন সামুহেঁ আএ। সক্রুত প্রনামু কিহেঁ অপনাএ ॥

দেখি দোষ কবছ' ন উর আনে। সুনি গুন সাধু সমাজ বথানে ॥২॥

কো সাহিব সেবকহি নেবাজী। আপু সমাজ সাজ সব সাজী ॥

নিজ করতুতি ন সমুঝিঅ সপনে'। সেবক সক্রুচ সোচু উর অপনে' ॥৩॥

সো গোসাই' নহি' দূসর কোপী। ভুজা উঠাই কহউ' পন রোপী ॥

পশু নাচত সুক পাঠ প্রবীণ। গুন গতি নট পাঠক আধীন ॥৪॥

দোহা— যো' সুধারি সনমানি জন কিএ সাধু সিরমোর।

কো কৃপাল বিমু পালিহেঁ বিরদাবলি বরজোর ॥২২৯॥

বাংলা অর্থ—কুর—ক্রুর; নিসাল—গীলাচারহীন; নিরীস—নাস্তিক, নিরাশ্রয়বাদী; তেউ—তাহারাও; সামুহেঁ—সম্মুখে; নেবাজী—কৃপাণর; কোপী—কেহও; পন রোপী—পণ রাখিয়া (জোর করিয়া); সুধারি—সংশোধন করিয়া; সিরমোর—শিরো-মণি; বিরদাবলী—মশসমূহ; বরজোর—হঠাত্পর্কক; (দো-২২৯)

চৌ—আপনার রীতি-নীতি, সুকথা, গরিমা। ধরা জানে বেদ-তন্ত্রে গাহিছে মহিমা

ক্রুর ও কুটিল, খল কুমতি কলঙ্কী। নীচ, শীল-বিবর্জিত, নাস্তিক, নিঃশঙ্কী ॥১॥

তা'রেও শরণ-তরে আগত শুনিয়া। একটি প্রণামে লও আপন করিয়া ॥

দোষ হেরি' হিয়া-মানে নাহি দাও স্থান। সুনি' গুন সাধুগণ করেন বাখান ॥২॥

কোন প্রভু ভৃত্য-তরে করে আত্মদান। সকলের সব কিছু আপনি মিতান ॥

নিজ স্বার্থ না করিয়া স্বপনে চিন্তন। সেবক-সঙ্কোচ-চিন্তা হৃদয়ে আপন ॥৩॥

হেন প্রভু আন নাহি, শুধু একজন। হাত তুলি' কহি তাহা রাখি' তার পণ ॥

পশু নাচে, তোতা হয় পাঠেতে প্রবীণ। তা'দের কৃতিত্ব নট-শিক্ষক অধীন ॥৪॥

দোহা— কেবা সংশোধিয়া করিবে সেবকে সাধু-শিরোমণি সসন্মানে।

কে আছে দয়াল নিজে জোর করি' পালিবে সেবকে যশোদানে? ২২৯

সান্নিধ্য—তোমার নীতির ও সুকথার খ্যাতি সর্বত্র ব্যাপ্ত। তাহারা ক্রুর কুটিল কুমতি ও কলঙ্কী তাহারা তোমার শরণ লইলে তুমি তৎসংগত তাহাকে আপন করিয়া লও দোষের কথা না করিয়া গুণের ব্যাখ্যান কর। সেবকের হৃদয়ের ব্যথা তোমার ব্যথার বোধ দেয়। একথা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে ভয় ছাড়া আর কেহ নাই যে নিজের ভক্তকে শিরোভূষণ করে। ইহা তোমার স্বভাব ॥২২৯॥

চৌ—সোক সনেই কি বাল সুভাঐ । আয়উ লাই রজায়সু বাঐ ॥
 তবহুঁ কুপাল হেরি নিজ ওরা । সবহি ভাঁতি ভল মানেউ মোরা ॥১॥
 দেখেউ পায় সুমঙ্গল মূল । জানেউ আমি সহজ অনুকূল ॥
 বড়োঁ সমাজ বিলোকেউ ভাগু । বড়ী চুক সাহিব অনুরাগু ॥২॥
 কুপা অনুগ্রহ অঙ্গু অঘাঐ । কীন্হি কুপানিধি সব অধিকাই ॥
 রাখা মোর তুলার গোসাঐ । অপনেঁ সীল সুভায় ভলাঐ ॥৩॥
 নাথ নিপট মৈ কীন্হি চিঠাঐ । আমি সমাজ সকোচ বিহাঐ ॥
 অবিনয় বিনয় জথারুচি বানী । ছমিহি দেউ অতি আরতি জানী ॥৪॥

দোহা— সুহৃদ সুজান সুসাহিবহি বহুত কহব বড়ি খোরি ।

আয়সু দেইঅ দেব অব সবই সুধারী মোরি ॥৩০০॥

বাংলা অর্থ—পায়—পদে ; অঙ্গু—সঙ্গোপাঙ্গ ; তুলার—কুপা ; নিপট—সবিশেষ ;
 দেউ—দেব ; আরতি—স্বর্গভাব ; সুধারী—সংশোধন করিয়া ; (দো—৩০০)

চৌ—বাল-চপলতা-বশে না গণিয়া ক্রেশ । এসেছি না মানি' প্রভু ! তোমার আদেশ
 তবু তুমি নিজগুণে কুপার আধার । সকল প্রকারে ভাল করিলে আমার ॥১॥
 চরণ হেরিনু তব সুমঙ্গল-মূল । জানি স্বভাবতঃ প্রভু মম অনুকূল ॥
 এ বড় সমাজে হেরি আমি ভাগ্যধর । ভুল করি'—তবু প্রভু অতি প্রেমপর ॥২॥
 করুণা, প্রসাদে মম চিত্ত ভরপুর । কুপানিধি ! দানিয়াছ সকলি প্রচুর ॥
 সাধুতার বশে নিজ স্বভাবে ও শীলে । আমার প্রেমের প্রভু মর্যাদা রাখিলে ॥৩॥
 সমাজ-সঙ্কোচ প্রভু করি' অতিক্রম । ধৃষ্টতা করিনু আমি যত প্রদর্শন ॥
 বিনীত বা রুঢ় কিহি ইচ্ছামত বাণী । ক্ষমিবে হে দেব ! মম কাতরতা জানি' ॥৪॥
 দোহা— সুহৃদ সুজানী সুপ্রভু সজ্জনে বেশী কথা বলা দোষ বড় ।

সংশোধন করি' সর্বদোষ মম এবে দেব ! আত্মদান কর ॥৩০০॥

সান্ন্যাসার্থ—আমি তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া চহিমাছি আর আমি করিয়া তুমি
 আমার প্রতি কুপা প্রদর্শন করিয়াছ এবং তোমার সত্ত্বাবে আমার প্রেম রক্ষা করিয়া
 আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছ । আমি ধৃষ্টতাবশতঃ নত অথবা রুঢ় বাহাই বলি তাহা ক্ষমা
 করিবে । এখন আমি তোমার আজ্ঞার প্রার্থী ॥৩০০॥

চৌ—প্রভু পদ পদুম পরাগ দোহাঐ । সত্য সস্কৃত সুখ সীবাঁ সুহাঐ ॥
 সো করি কহউঁ হিএ অপনে কী । রুচি জাগত সোবত সপনে কী ॥১॥
 সহজ সনেই আমি সেবকাঐ । আরথ ছল ফল চারি বিহাঐ ॥
 অগ্যা সম ন সুসাহিব সেবা । সো প্রসাদু জন পাঠে দেবা ॥২॥
 অস কহি প্রেম বিবস ভএ ভারী । পুলক শরীর বিলোচন বারী ॥
 প্রভু পদ কমল গহে অকুলাঐ । সমউ সনেছ ন সো কহি জাঐ ॥৩॥

কৃপাসিদ্ধু সনমানি স্রবানী । বৈঠাএ সমীপ গছি পানী ॥

ভরত বিনয় স্ননি দেখি স্রভাউ । সিথিল সনেই সভা রঘুরাউ ॥৪॥

হন্দ— রঘুরাউ সিথিল সনেই সাধু সমাজ মুনি মিথিলা ধনী ।

মন মহ' সরাহত ভরত ভায়প ভগতি কী মহিমা ঘনী ॥

ভরতহি প্রসংসত বিবুধ বরষত স্রমন মানস মলিন সে ।

তুলসী বিকল সব লোগ স্ননি সকুচে নিসাগম নলিন সে ॥

দোহা— দেখি দুখারী দীন দুহু সমাজ নর নারি সব ।

মঘবা মহা মলীন মুএ মারি মঙ্গল চহত ॥৩০১॥

বাংলা অর্থ—সীম—সীমা ; দোহাই করি—দোহাই দিয়া ; সোবত—নিদ্রা গিয়া ;

অকুলাই—ব্যাকুল হইয়া ; মিথিলা ধনি—মিথিলাপতি ; ঘনী—প্রবণ ; নলিন—পদ্ম ;

মুক্ত—মৃত ; সকুচে—সঙ্কচিত হইল ; ভায়প—ভ্রাতৃ ; (দো—৩০১)

চৌ—প্রভু-পাদ-পদ্ম-রজঃ মামি লই মনে । সত্য-পুণ্য-স্বথ-সীমা চারু এ ভুবনে ॥

দোহাই তাহার,—কহি হিয়া উন্মোচিয়া । জাগরে, স্বপনে, ঘুমে যা' রাখি চিন্তিয়া

সহজ ভক্তিতে বহি আমি-সেবা-ভার । সার্থ তুচ্ছ,—চতুর্কর্গ করি পরিহার ॥

আদেশ-পালন-সম সেবা নাহি আন । সেই অনুগ্রহ মোরে কর প্রভু দান ॥২

ইহা কহি' প্রেম-বশ হইলেন ভারি । শরীরে পুলক ভরে নয়নেতে বারি ॥

প্রভু-পাদ-পদ্ম ধরে আকুলিত মন । তখন সে প্রেম-সীমা না যায় বর্ণন ॥৩

কৃপাসিদ্ধু স্নেহবশে শুনিয়া সে বানী । নিকটে বসান তাঁরে ধরি' দুটি পাণি ॥

ভরত-বিনয় তথা স্রভাব স্রন্দর । সভা-জনে তথা রাগে করিল কাতর ॥৪

সে,— রঘুরাজে তথা সাধুর সমাজে বশিষ্ঠ জনকে পিরীতি ভরিল ।

মনোমাকে সবে ভরত-ভ্রাতৃ-ভক্তি-মহিমা ভুরি প্রশংসিল ॥

প্রশংসি' ভরতে দেবে বর্ষে ফুল গনোমাকে কিন্তু মলিন হইল ।

তুলসী কহিছে সকলে বিকল নিশা-পদ্ম-সম সন্ধ্যাচ লভিল,

হেরি দুখা দীন দুইটি সমাজে যত ছিল নরনারী ।

মঘবা মলিন—দেব-হিত চান মৃত-জন্মে পুন মারি' ॥

কপটতা-কুমন্ত্রণা-সীমা স্রব-রাজ । পর-কার্য নাশ করি' সাধে নিজ-কাজ ॥

সান্নিধ্য—আমি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ চতুর্বর্গের ফল ত্যাগ করিয়া প্রভুর

সেবায় বাধ্যবিক ভক্তি রাখিয়া; প্রভুর আদেশ পালন করিতে চাই । আমি এ' ছাড়া

অনুগ্রহ চাই না—এই কথা বলিতে বলিতে ভরত প্রভুর পাদমূলে হিরণ্য শ্রব হার

পতিত হইলেন। তাহার ব্যাকুলতা ও প্রেমাত্মক বিসর্জন দেখিয়া রাম তাহাকে তুলিয়া নিকটে

বসাইয়া স্রমধুর বাক্যে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন। তাহার অপূর্ণ প্রভুভক্তিকে সভাসদ-

গণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ বহু প্রশংসা করিলেন এবং ইন্দ্রও পুষ্করী করিলেন। নরনারী সকলে

বিষম হইল । ইন্দ্রও মলিন হইলেন, মৃতজন্মে মারিয়া দেব দেবতার হিত চাহিলেন ॥৩০১॥

চৌ—কপট কুচালি সীর্ব সুররাজু। পর অকাজ প্রিয় আপন কাজু ॥
 কাক সমান পাকরিপু রীতি। ছলী মলীন কতছ'ন প্রতীতি ॥১॥
 প্রথম কুমত করি কপট সঁকেলা। সে উচাটু সব কেঁ সির মেলা ॥
 সুরমায়া' সব লোগ বিমোহে। রাম প্রেম অভিসয় ন বিছোহে ॥২॥
 ভয় উচাট বস মন থির নাই'। ছন বন রুচি ছন সদন সোহাই' ॥
 দুবিধ মনোগতি প্রজা দুখারী। সরিত সিদ্ধু সঙ্গম জন্ম বারী ॥৩॥
 দুচিত কতছ' পরিভোষু ন লহাই'। এক এক সন মরমুন কহই' ॥
 লখি হিয়' হঁসি কহ রূপানিধানু। সরিস স্থান মঘবান জুবানু ॥৪॥

দোহা— ভরতু জনকু মুনিজন সচিব সাধু সচেত বিহাই।

লাগি দেবমায়া সবহি জখাজোন্তু জন্ম পাই ॥৩০২॥

বাংলা অর্থ—সঁকেলা—সংগ্রহ করিল; উচাটু—উচাটন; মেলা—বিস্তৃত করিল;
 ন বিছোহে—প্রভাবিত করিল না; ছন—ক্ষণে; দুচিত—দোষনা, সংশয়ী; স্থান—
 ষা (কুকুর); সচেত—উচ্চমনা; জুবানু—যবক; (৩১—১০২)

চৌ—বায়সের সম হেরি দেবরাজ-রীতি। ছলী ও মলিন মন কোথা না প্রতীতি ॥
 প্রথমে কুমন্ত্র রচি' কপট আচরে। সে উদ্বেগ সবাকার শিরোপরি ধরে ॥১॥
 সুর-মায়া সর্বজননে মোহ আনি' দিল। রাম-প্রেম তাহে অতি না হ'ল শিথিল ॥
 উদ্বেগে ও ভয়-বশে মানস অস্থির। ক্ষণে বনে রুচি, ক্ষণে গৃহে রুচি স্থির ॥২॥
 দ্বিধা-গ্রস্ত মন করে দুঃখিত সকলে। নদী-বারি যথা সিদ্ধু-সঙ্গমের স্থলে ॥
 দো'মনা পুরুষে কভু তুষ্ট নাহি হয়। নিজ মর্ধ্য-কথা কেহ অশ্রো নাহি ক'য় ॥
 দেখি' মনে হাসি' ক'ন রূপার নিধান। কামিনী কুকুরে, ইন্দ্রে, যুবকে সমান ॥৩॥
 দোহা— ভরত-জনক-মুনিজন-সাধু-সন্তজনে পরিহারি।

দেব-মায়া লাগে সবাকার 'পরে যথোচিত স্থান লাভ করি ॥৩০২॥

সান্নিধ্য—ইন্দ্র ব্যাপার দেখিয়া কপট মায়ার সৃষ্টি করিলেন। সকলে উদ্বেগ
 হইলেন। সকলের মন দ্বিধাগ্রস্ত ও উদ্বেগ হইল। কাহারো মনে সন্তোষ ছিৎ না। তখন
 ধর্মতত্ত্ব যেন ক্ষণিকের জন্ত বিচ্ছিন্ন হইল। দেবমায়া সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করিল
 কেবল ভরত, জনক, মুনিগণ ও শ্রী ও সাধুগণ মায়ামুক্ত রহিলেন। রাম ইন্দ্রের ব্যাপার
 দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন ॥৩০২॥

চৌ—রূপাসিদ্ধু লখি লোগ দুখারে। নিজ সনেই সুরপতি ছল ভারে ॥

সভা রাউ দুর মহিসুর মন্ত্রী। ভরত ভগতি সব কৈ মতি জন্ত্রী ॥১॥

রামহি চিতবত চিত্র লিখে সে। সকুচত বালত বচন সিখে সে ॥

ভরত প্রীতি নতি বিনয় বঢ়াই। স্নানত স্নান বরনত কঠিনাই ॥২॥

জাস্ত বিলোকি ভগতি লবলেদু। প্রেম মগন মুনিগন মিথিলেসু ॥

মহিমা ভাস্ত কঠৈ কিমি তুলসী। ভগতি স্তোম্য' স্তমতি হিয়' হলসী ॥৩॥

আপু ছোটী মহিমা বড়ি জানী । কবিকুল কানি মানি সকুচানী ॥

কহি ন সকতি গুন রুচি অধিকায়ে । মতি গতি বাল বচন কী নায়ে ॥৪॥

দোহা— ভরত বিমল অসু বিমল বিধু স্নমতি চকোরকুমারি ।

উদিত বিমল জন হৃদয় নভ একটক রহী নিহারি ॥৩০৩॥

বাংলা অর্থ—ভারে—ভারী, বেশী ; মতি জম্মী—বুদ্ধিব কৌলকধরূপ ; ছলসী—
উল্লসিত হইল ; ছোটী—ছোট, স্বল্প ; চকোর কুমারি—চকোরী ; (দো—৩০৩)

চৌ—রূপাসিদ্ধ দেখিলেন দুঃখ সকলের । নিজ প্রতি প্রেমে আর মায়ায় ইন্দ্রের ॥

জনক-সমাজ, গুরু, সচিব, ব্রাহ্মণ । ভরতের ভক্তি, সর্বমতি-নিয়ন্ত্রণ ॥১

চিত্রাপিত-সম রামে করি' বিলোকন । সঙ্কোচে কহিল। যেন শিখান-বচন ॥

ভরতের প্রীতি, নতি, মহিমা, বিনয় । শুনিতে সুখের অতি, কহিবার নয় ॥২

বিলোকি' যাহার শুধু স্বল্প ভক্তিলেশ । প্রেমে মগ্ন মুনীগণ তথা মিথিলেশ ॥

তুলসী-মহিমা তার কেমনে বর্ণিবে ? ভক্তিভাবে স্নমতির হিয়া উল্লসিবে ॥৩

ভরত-মহিমা ভুরি আপন ক্ষুদ্রতা । কবিকুলে আনি' দিল সঙ্কোচ-শীলতা ॥

গুণে রুচি ছিল তবু বর্ণিতে নারিল । শিশু-বাক্য-সম মতি কুণ্ঠিত হইল ॥৪

দোহা— ভক্ত-চিত্ত-নভে ভরত-স্নমশ সমুদিত বিমল চন্দ্রমা ।

কবি-মতি তাহে স্থির দৃষ্টিপাতে চাহি' রহে চকোরীর সমা ॥৩০৩

সান্ন্যাসার্থ—ভরতের ভক্তি যন্ত্রী হইয়া সকলকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল । সকলে ছায়ায়
মত রামের দিকে তাকাইয়া বহিলেন । ভরতের সে বিনয়, প্রীতি, নম্রতা, খ্যাতির কথা
বর্ণনা করিতে কাহারও ক্ষমতা ছিল না । মুনীগণ এমন কি জনকও প্রেমযুক্ত হইয়া
মতিভূত ছিলেন । নিকৃৎ চন্দ্রের কিরণসম ভক্তি ভক্তের হৃদয়াকাশে প্রতিভাত হয় ॥৩০৩॥

চৌ—ভরত স্নভাউন স্নগম নিগমহু' । লঘু মতি চাপলতা কবি ছমহু' ॥

কহত স্ননত সতি ভাউ ভরতকে । সীয় রাম পদ হোই ন রত কো ॥১॥

স্নগিরত ভরতহি প্রেমু রাম কো । জেহি ন স্নলভু তেহি সরিস বাম কো ॥

দেখি দয়াল দসা সবহী কী । রাম স্নজান জানি জন জী কী ॥২॥

ধরম ধুরীন দীর নয় নাগর । সত্য সনেহ সীল স্নখ সাগর ॥

দেস্ন কানু লখি সমউ সমাজু । নীতি প্রীতি পালক রঘুরাজু ॥৩॥

বোলে বচন বানি সরবস্ন সে । হিত পরিনাম স্ননত সসি রস্ন সে ॥

তাত ভরত তুমহ ধরম ধুরীনা । লোক বেদ বিদ প্রেম প্রবীনা ॥৪॥

দোহা— করম বচন মানস বিমল তুমহ সমান তুমহ তাত ।

গুর সমাজ লঘু বন্ধু গুন কুসময় কিমি কহি জাত ॥৩০৪॥

বাংলা অর্থ—বাম—অভাগ ; স্নয় নাগর—নীতি বিষয়ে চতুর ; সরবস্ন সে—সর্বদা
সদৃশ ; সসি রস্ন—চন্দ্রমা রস (গম্যত) ; লঘু বন্ধু—ছোট ভাই ; কহি জাত—২৫১ যায় ;
ছমহু'—ক্ষমা করুন ; চাপলতা—চপলতা ; (দো—৩০৪)

চো—ভরত-স্বভাব হেন, -না জানে আগমে। দীন-কবি-চপলতা গুণী যেন ক্রমে
 কহি' শুনি' ধীরভাবে ভরত-স্বভাবে। সীতা-রাম-পদে মতি কার না জন্মাবে ? ১
 ভরতে স্মরিয়া রামে যার প্রেম নাই। তা'র সম হতভাগ্য বিধে কোথা পাই ॥
 কৃপানিধি হেরি' তবে সবাকার মতি। জ্ঞানী রঘুবীর জানি' ভক্ত-মনোগতি ॥২
 ধর্ম-ধুরন্ধর, ধীর, নীতির আধার। সত্য-স্নেহ-শীল তথা স্নখ-পারাবার ॥
 দেশ-কাল বিচারিয়া সময়, সমাজ। নীতি-প্রীতি-রক্ষাকারী রাম রঘুরাজ ॥৩
 কহিলেন হেন যাহা বাণী-বাক্যসার। পরিণামে হিতকারী অমৃত-আধার ॥
 হে ভ্রাতঃ! ভরত তুমি ধর্ম-ধুরন্ধর। লোক-বেদ-তত্ত্ব-বিদ প্রেমের সাগর ॥৪
 দোহা— করমে, বচনে, মানসে নির্মল তুমি মাত্র তোমার উপমা।
 গুরুজন-মাঝে এই দুঃসময়ে নাই পাই তব গুণ-সীমা ॥৩০৪

সান্ন্যাসার্থ—ভরতের ভক্তিতে ভক্তির উদয় হয় না এমন মূঢ় জগতে নাই। ধর্মরক্ষক
 নীতিজ্ঞ রামচন্দ্র সকলের অবস্থা ও ভরতের হৃদয়ের ভাব দেখিয়া ও বুঝিয়া সময়ানুসারে
 হিতজনক বাক্য বলিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার অমৃতময় বাণী কহিয়া বলিলেন,—
 হে ভরত! তুমি ধর্মরক্ষক, লোকপালক ও বেদবিমিতে সুপণ্ডিত। গুরুজনের সম্মুখে
 তোমার গুণকীর্তন অসম্ভব ॥৩০৪॥

চো—জানছ তাত তরনি কুল রীতী। সত্যসন্ধ পিতু কীরতি প্রীতী ॥
 সমউ সমাজ লাজ গুরুজন কী। উদাসীন হিত অনহিত মন কী ॥১॥
 তুমহি বিদিত সবহী কর করমূ। আপন মোর পরম হিত ধরমূ ॥
 মোহি সব ভাঁতি ভরোস তুমহার। তদপি কহউ' অবসর অনুসার ॥২॥
 তাত তাত বিনু বাত হমারী। কেবল গুরুকুল রূপী সঁভারী ॥
 নতরু প্রজা পরিজন পরিবারু। হমহি সহিত সবু হোত থুআরু ॥৩॥
 জোঁ বিনু অবসর অথর্ব দিনেসু। জগ কেহি কহছ ন হোই কলেসু ॥
 তস উতপাতু তাত বিধি কীন্হা। মুনি মিথিলেস রাখি সবু লীনহা ॥৪॥

দোহা - রাজ কাজ সব লাজ পতি ধরম ঘরনি ধন ধাম।

গুরু প্রভাউ পালিহি সবহি ভাল হোইহি পরিনাম ॥৩০৫॥

বাংলা অর্থ—তরনি কুল—স্বর্গবাংশ; তদপি—তথাপি; থুআরু—থ্য; বিনু
 অবসর—বধাকালের পূর্বে; অথর্ব—অন্ত যায়; রাখি লীনহা—রক্ষা করিয়াছেন;
 সঁভারী—সামলাইয়া গেল; (দো—৩০৫)

চো—তুমি ভ্রাতঃ! জান ভালো সূর্য্যবাংশ-রীতি। সত্যসন্ধ জনকের কীরতি-পিরীতি
 সময়, সমাজ তথা গুরু-জন-কথা। উদাসীন, শত্রু, মিত্র সেবে চিন্তে যথা ॥১
 তোমার ত' জানা আছে সবার করম। তোমার আমার হিত পরম ধরম ॥
 আশা ও ভরসা সব তোমাতে আমার। তথাপি কহিব এবে কাল-অনুসার ॥২

পিতার মরণে জ্ঞাতঃ! আমাদের কাজ। গুরুকুল-রূপাবলে নিষ্পাদিত আজ ॥
 নহিলে ত' প্রজা আদি যত পরিবার। আমাদের সহ হ'ত ধ্বংস অনিবার ॥৩
 অসময়ে কোনদিন রবি অন্ত গেলো। তাহে দুঃখী কেন নাহি হইবে সকলে ?
 তেমনি বিপত্তি এই বিধির বিধানেন। রঞ্জন জনক-মুনি তাহে রূপা দানে ॥৪
 দোহা— রাজ-কার্য্য, লজ্জা, প্রভুর ধরম, ধরনী, ভবন তথা ধন।

গুরুর প্রভাব সবারে পালিবে,—পরিণাম মঙ্গল-কারণ ॥৩০৫

সান্ন্যাসার্থ—সূর্য্যকূলের নীতির সহিত তুমি স্থপরিচিত। শত্রু, মিত্র ও পুরবাসিগণের
 মনোভাব তোমার জানা আছে। পিতার প্রীতি ও কীর্ত্তি-কথা তোমার জানা আছে;
 পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া যথারীতি গুরুর রূপায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। কোন অঘটন ঘটিলে
 জগতের দুঃখ হইবেই। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। বশিষ্ঠদেব ও মিথিলেশ সর্ব্ব, রক্ষা
 করিয়াছেন। রাজকার্য্য, প্রভুধর্ম্ম, লজ্জা, ধন, ধাম সকলক্ষেত্রে গুরুর প্রভাবকে মান দিলে
 পরিণাম ভালই হইবে ॥৩০৫॥

চৌ—সহিত সমাজ তুমহার হমার। ঘর বন গুর প্রসাদ রখবারা ॥

মাতু পিতা গুর স্বামি নিদেসু। সকল ধরম ধরনীধর সেসু ॥১॥

সো তুমহ করছ করাবছ মোছ। তাত ভরনিকুল পালক হোছ ॥

সাধক এক সকল সিধি দেনী। কীরতি স্মর্গতি ভুতিময় বেনী ॥২॥

সো বিচারি সহি সঙ্কট ভারী। করছ প্রজা পরিবার সুখারী ॥

বাঁটা বিপতি সবহি মোহি ভাজে। তুমহহি অবধি ভরি বাড়ি কঠিনাজে ॥৩॥

জানি তুমহহি মৃত্ত কহউ কঠোরা। কুসময় তাত ন অনুচিত মোরা ॥

হোহি কুঠায় সুবন্ধু সহাএ। ওড়িঅহি হাথ অসনিছ কো ঘাএ ॥৪॥

দোহা— সেবক কর পদ নয়ন সে মুখ সো সাহিবু হোই ॥

তুলসী প্রীতি কি রীতি স্মনি স্ককবি সরাহিঁ সোই ॥৩০৬॥

বাংলা অর্থ—রখবারা—রক্ষক; ধরনীধর সেসু—পৃথিবীধারণকারী অনন্তদেব;
 করছ—করাও; সিধি দেনী—সিদ্ধিদাতা; বেনী—ত্রিবেণী; বাঁটা—ভাগ করিয়া
 লইয়াছে; অবধি ভরি—নিদিষ্টকাল দিয়া; কুঠায়—বিপজ্জনক ক্ষেত্রে; ওড়িঅহিঁ—
 বাধা দেয়; ঘাএ—আঘাত; মুখ সো—মুখের সমান; (দো—৩ ৬)

চৌ—ভবন, কানন সব সমাজ সহিত। গুরু-রূপা-বলে জানো হইবে রক্ষিত ॥

পালি' পিতৃ-মাতৃ-গুরু-স্বামীর নির্দেশ। ধর্ম্ম রক্ষা হবে,—যথা ধরা রক্ষে শেষ ॥১

তুমি তাহা কর,—মোরে করাইয়া লও। ওহে জ্ঞাতঃ! সূর্য্যবংশ-যশোরক্ষী হও ॥

সর্ব্বসিদ্ধি দান করে আদেশ-পালন। স্মৃতি-স্মকীর্ত্তি-ভূতি-ত্রিবেণী-সঙ্গম ॥২

তাহা বিচারিয়া সহি' সঙ্কট প্রবল। সুখী কর পরিবার তথা প্রজাদল ॥

হে জ্ঞাতঃ! বিপদ মম সবে বাঁচি' মিল। তোমা' তরে সীমা-বন্ধ কঠিন হইল ॥৩

কোরল জেনেও তোমা' কহিব কঠোর। কুসময়ে ইহা মহে অনুচিত মোহ।
কুকালে ভাল সে জ্ঞাতা হয় যে সহায়। অস্ত্রের আঘাতে হাত ঠেকাইতে যায় ॥৪
দোহা— সেবকেরা হস্ত, পদ ও নয়ন প্রভু হ'ন কেবলি বদন।

ভুলসী কহিছে,—সেই প্রীতি-রীতি স্নকবি কর্মে প্রশংসন ॥৩০৬

সান্নিধ্য—মাতা, পিতা, গুরু ও প্রভুর নির্দেশ পালনেই সব ধর্ম রক্ষিত হইবে।
তুমি সেই কাজ কর, আমাকে দিয়া তাই বরাও এইভাবে সূর্যকুলের পালক হইলে সকল
সিদ্ধি আমাদের আয়ত্তে আসিবে। এই সব বিচার করিয়া প্রজা ও পরিজনকে সুখী কর।
আজ এ বিপদে অত্র সকলের উপর যেমন পড়িয়াছে আমার উপরও তেমনি পড়িয়াছে।
তোমাদের পক্ষে শেষ পর্যন্ত সকল মর্যাদা রক্ষা খুব কঠিন ব্যুত্থিতি। তবে সময় ভাল
নয়, আনিয়া তোমাকে কেবল কঠোর বলিতেছি। অসময়ে ভাল ভাইই ভাইকে সাহায্য
করে। তরবারির আঘাতকে হাতই ঠেকাইতে যায়। সেবকদলই স্বামীর হাত, পা, চক্ষু।
প্রভু কেবল মুখ। মুখের জোগান দিতেছে—হাত, পা, চক্ষু। হাত পা চোখের সহিত মুখের
যে সঞ্চ, সেবকের সহিত স্বামীর সেই সঞ্চ ॥৩০৬॥

চৌ—সভা সকল স্থনি রঘুবর বানী। প্রেম পয়োমি অমিঅঁ জন্ম সানী ॥
সিখিল সমাজ সনেহ সমাদী। দেখি দশা চুপ সারদ সাধী ॥১॥
ভরতহি ভয়উ পরম সন্তোষ। সমমুখ স্বামী বিমুখ দুখ দোষ ॥
মুখ প্রসন্ন মন মিঠা বিষাদু। ভা জন্ম গুঁগেহি গিরা প্রসাদু ॥২॥
কৌলহি সপ্রেম প্রনামু বহোরী। বোলে পানি পঙ্করুহ জোরী ॥
নাথ ভয়উ সুখ সাথ গএ কো। লহেউ লাছ জগ জনমু ভএ কো ॥৩॥
অব কপাল জস অয়সু হোজৈ। করৌ সীস ধরি সাদর সোজৈ ॥
সো অবলম্ব দেব মোহি দেজৈ। অবধি পারু পাবোঁ জেহি সেজৈ ॥৪॥

দোহা— দেব দেব অভিষেক হিত গুর অনুসাসনু পাই।

আনেউঁ সব তীরথ সলিলু তেহি কহঁ কাহ রজাই ॥৩০৭॥

বাংলা অর্থ—চুপ সাধী—নিকাক হইলেন; সমমুখ—অমুকুল; বিমুখ—বিপরীত
দিকে মুখ; গুঁগেহি—বোবার; গিরা—সরবতী; লাছ লহেউ—লাভ লইয়াছি;
দেজৈ—দিউন; সেজৈ—সেবা করিয়া; তেহি কহঁ—তার জন্ত; (দো—৩০৭)

চৌ—সভা-জন সব শুনে রঘুবর-বাণী। প্রেম-সিদ্ধু-সুখা যেন ভরি' দিল আনি' ॥
স্নেহ-সমাধিতে সভা শিখিল হইলা। দশা হেরি' বাণী নিজে নীরব রহিলা ॥১॥
ভরত লভিলা ইথে পরম সন্তোষ। স্বামী-অমুকুল হেরি মিটে দুঃখ দোষ ॥
বদন প্রসন্ন, মনে মিটিল বিবাদ। মুক যেন ভারতীর লভিল প্রসাদ ॥২॥
পাণি-পদ্ম যুক্ত করি' ভরত তখন। সপ্রেমে মমিয়া পুন কহেন বচন ॥
সঙ্গে গমনের সুখ এখন মিটিল। জগৎ-মাঝারে জন্ম সার্থক হইল ॥৩॥



চি টে জিরাযচক্রেত্তরতকে পাত্ৰক ন-গহোৎসব

হে কৃপাল ! এবে তব যে আজ্ঞা লভিব । মন্তকে ধরিয়া তাহা সাদরে পালিব ॥
 হে দেব ! তোমার কাছে অবলম্ব চাই । যাহাতে পরীক্ষা-সিদ্ধি পায় হ'য়ে যাই ॥৪
 দোহা— তব অভিষেক করিবারে দেব ! পাইয়া গুরুর উপদেশ ।

আনিমু সকল তীর্থ হ'তে বারি তার প্রতি কহ কি আদেশ ? ৩০৭

সান্ন্যাসার্থ—সকলে রাঘবের অমৃত-মণ্ডিত প্রেমময় বাক্য শুনিয়া মৌনী হইলেন ।
 প্রভুকে সম্বোধি দেখিয়াই ভরতের বিষাদ দূর হইল, তাহার মুখ প্রসন্ন হইল । তখন তিনি
 করষোড়ে রাঘবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—নাথ, আপনার কৃপায় আমার ভ্রম সাথক
 হইল কিন্তু যাহার সেবায় চৌদবর্ষ অতিক্রম করিব সেই অবলম্বন প্রার্থনা করিতেছি ।
 গুরুর অনুমতিক্রমে আপনার অভিষেকের দ্রব্য আনি হইয়াছে সে সম্বন্ধে কর্তব্যের
 আদেশ দিন ॥৩০৭॥

চৌ—একু মনোরথু বড় মন মাহী । সময় সঙ্কোচ জাত কহি নাই ।
 কহহু তাত প্রভু আয়সু পাই । বোলে বানি সনেহ সুহাই ॥১॥
 চিত্রকূট স্থচি থল তীরথ বন । খগ যুগ সর সরি নিকর গিরিগন ॥
 প্রভু পদ অঙ্কিত অবনি বিসেযী । আয়সু হোই ত আর্বো দেখী ॥২॥
 অবনি অত্রি আয়সু সির ধরহু । তাত বিগত ভয় কানন চরহু ॥
 মুনি প্রসাদ বসু মঙ্গল দাতা । পাবন পরম সুহাবন জাতা ॥৩॥
 রিমিনায়কু জই আয়সু দেহী । রাখেছ তীরথ জলু থল তেহী ॥
 সুনি প্রভু বচন ভরত স্থখ পাবা । মুনি পদ কমল মুদিত সিরু নাবা ॥৪॥

দোহা— ভরত রাম সংবাদ সুনি সরল সুমঙ্গল মূল ।

সুর আরথী সরাহি কুল বরষত সুরভরু ফুল ॥৩০৮

বাংলা অর্থ—অবনি—মাটি; চরহু—ভ্রমণ কর; তেহী থল—সেই স্থলে; (দে—৩০৮)

চৌ—এক মনোরথ বড় মন-মাহে রয় । কহিতে সঙ্কোচ, মনে ভয় উপজয় ॥

কহ ভ্রাতঃ !,—প্রভু আজ্ঞা লভিয়া তখন । ভরত কহেন স্নেহে মধুর বচন ॥১
 চিত্রকূটে শুচি স্থল যত তীর্থ-বন । খগ, যুগ, সর, নদী, গিরি, প্রস্রবণ ॥
 প্রভু-পদ-অঙ্ক যেথা লভেছে ধরনী । আজ্ঞা দেন, সব হেরি' আসিব এখনি ॥২॥
 রাম ক'ন,—অত্রি-আজ্ঞা শিরোপরি ধর । ভয়-বিবর্জিত তাত ! কাননে বিচর ॥
 মুনির প্রসাদে বন সর্বশুভ-দাতা । পরম পাবন তথা সুন্দর হে ভ্রাতা ! ॥৩॥
 স্বমির নায়ক যেথা যেথা আজ্ঞা দেন । তীর্থ-বারি সেই স্থানে করিবে স্থাপন ॥
 প্রভুর বচনে সুখ লভিলা ভরত । কষ্ট মুনি-পাদপদ্মে শির করে নত ॥৪॥

দোহা— ভরত ও রাম-সংবাদ এ হেন তাহা যত সুমঙ্গল-মূল ।

সুনি স্বার্থী সুর কুলে প্রশংসিলা বরষিলা সুর-ভরু-ফুল ॥৩০৮॥

সান্ন্যাসার্থ—সময় অভাবে এবং সঙ্কোচে একটি অভিপ্রায় ব্যক্ত করি নাই । চিত্রকূটে
 আপনার পদাঙ্ক চিহ্ন দেখিবার বড় ইচ্ছা । রাঘব বলিলেন,—মহারি অত্রি আদেশ

নির্ভয়ে তুমি বিচরণ কর। মুনির আদেশমত তুমি তীর্থজল রাখিও। ভরত মুনির চরণে
প্রণত হইলেন। রাম-ভরত-সংবাদে স্বর্গী দেবতার আনন্দিত হইলেন ॥৩০৮॥

চৌ—ধনু ভরত জয় রাম গোসাঁজি। কহত দেব হরষত বরিআজি ॥

মুনি মিথিলেস সভা সব কাহু। ভরত বচন স্ননি ভয়উ উছাহু ॥১॥

ভরত রাম গুণ গ্রাম সনেহু। পুলকি প্রসংসত রাউ বিদেহু ॥

সেবক স্বামি স্নভাউ সুহাবন। নেমু পেমু অতি পাবন পাবন ॥২॥

মতি অনুসার সরাহন লাগে। সচিব সভাসদ সব অনুরাগে ॥

স্ননি স্ননি রাম ভরত সংবাদু। দুহু সমাজ হিয় হরমু বিবাদু ॥৩॥

রাম মাতু দুখু স্নখু সম জানী। কহি গুণ রাম প্রবোধী রানী ॥

এক কহহি রঘুবীর বড়াই। এক সরাহত ভরত ভলাই ॥৪॥

দোহা— অত্রি কহেউ তব ভরত সন সৈল সন্নীপ স্নকূপ।

রাখিঅ তীরথ তোয় তই পাবন অমিঅ অনুপ ॥৩০৯॥

বাংলা অর্থ—বরিআজি—অত্যধিকভাবে; উছাহু—উৎসাহ; স্নভাউ—স্বভাব;

নেমু—নিয়ম; পেমু—প্রেম; প্রবোধী—শাস্ত্রনা দিলেন; বড়াই—মাহাত্ম্য; (দেঃ-২০২)

চৌ—ধনু ভরতের জয়! ধনু প্রভু রাম। গর্বে কহি দেব সবে হর্ষে অবিরাম ॥

মুনি ও মিথিলাপতি—সমাজ সবার। ভরত-বচনে লভে আনন্দ অপার ॥১॥

ভরত রামের গুণ, দোঁহাকার প্রীতি। প্রশংসনা পুলকিত বিদেহ-নৃপতি ॥

সেবক প্রভুতে তথা স্বভাব সুন্দর। নিয়মে ও পূত-প্রেমে করে পূততর ॥২॥

মতি-অনুসারে সব প্রশংসিতে লাগে। মন্ত্রী তথা সভাসদে ভুরি অনুরাগে ॥

শ্রীরাম-ভরত-কথা শুনিয়া শুনিয়া। হর্ষে ও বিষাদে ভরে সকলের হিয়া ॥৩॥

রাম-মাতা স্নখে-দুখে করি সমজ্ঞান। রাণীগণে তোষে কহি, রাম-গুণগ্রাম ॥

কেহ ক'ন রাঘবের মহত্ব অপার। ভরত-সততা কেহ ক'ন বার বার ॥৪॥

দোহা— অত্রি ক'ন তবে ভরত-সন্নীপে শৈল-পার্শ্বে কূপ মনোরম।

রাখ তীর্থ-বারি, তথা স্নপাবন স্নমা-সম বাহা অনুপম ॥৩০৯॥

সান্নাঅর্থ—দেবগণ আনন্দিত হইয়া 'ধনু ভরত' 'ধনু প্রভু রামচন্দ্র' বাক্যে রাম-
ভরতের প্রশংসা করিলেন। রাজ্যবাসিগণ এ' সংবাদে হর্ষ ও বিষাদে মগ্ন হইলেন।
কৈকেয়ী রাম-গুণ কীর্তন করিয়া রাণীদিগকে প্রবোধ দিলেন। মহর্ষি অত্রি ভরতকে
অভিষেকার্থ তীর্থবারি পর্বতের সন্নিকটস্থ কূপে রক্ষা করিতে বািললেন ॥৩০৯॥

চৌ—ভরত অত্রি অনুসাসন পাঞি। জল ভাজন সব দিএ চলাই ॥

সান্নুজ আপু অত্রি মুনি সাধু। সহিত গএ জই কূপ অগাধু ॥১॥

পাবন পাথ পুণ্ডল রাখা। প্রমুদিত প্রেম অত্রি অস ভাষা ॥

ভাত অনাদি সিদ্ধ খল এহু। লোপেউ কাল বিদিত নহি কেহু ॥২॥

ভব সেবকন্থ সরস থলু দেখা । কান্থ সুজল হিত কুপ বিসেবা ॥
 বিধি বস ভয়উ বিশ্ব উপকার । সুগম অগম অতি ধরম বিচার ॥৩॥
 ভরতকুপ অব কহিহি' লোগা । অতি পাবন তীরথ জল জোগা ॥
 প্রেম সনেম নিমজ্জত প্রানী । হোইহিহি' বিমল করম মন বানী ॥৪॥
 দোহা— কহত কুপ মহিমা সকল গঞ জই। রঘুরাউ ।

অত্রি সুনায়উ রঘুবরহি তীরথ পুন্না প্রভাউ ॥৩১০॥

বাংলা অর্থ—চলাই দিএ—র তেনা কবিয়া দিলেন ; অগাধু—সুগভীর ; পাথ—জল ;
 ভাবা—বনিলেন ; লোপেউ—লুপ্ত হইয়াছে ; সনেম—নিয়মপূর্বক ; (দো—৩১০)
 চৌ—অত্রির আদেশ লভি' ভরত তখন । পাঠাইয়া দিলা যত সলিল-ভাজন ॥
 অনুজ-সহিত নিজে মুন সাধুগণ, সকলে সে কুপ-পার্শ্বে করিলা গমন ॥১॥
 সেই পুণ্য-স্থলে পূত-জল রাখি দিলা । প্রেমে প্রমুদিত অত্রি এ কথা কহিলা ॥
 হে ভাত ! অনাদি জানো দিক্‌স্থল এই । কালক্রমে অবলুপ্ত কারো জানা নেই ॥২॥
 ভরত-সেবকগণে জল তদা হেরে । সবিশেষ কুপ রচে জল-রক্ষা তরে ॥
 দৈব-বশে তাহা সাধে বিশ্ব উপকার । অগম সুগম বটে ধর্মের বিচার ॥৩॥
 কহিবে 'ভরত-কুপ' তা'রে জনগণ । তীর্থ-জল-যোগে তাহা হ'ল সুপাবন ॥
 স্নানিয়মে প্রেম-ভরে করিলে মজ্জন । নিশ্চল হইবে তাহে বাক্য, কন্ম, মন ॥৪॥
 দোহা— কুপের মহিমা কহিবার তরে গেল সব রামের নিকট ।

অত্রি সুনালেন রঘুবংশ-নাথে পুণ্য-তীর্থ-প্রভাব প্রকট ॥৩১০॥

সান্নিধ্য—অত্রির আদেশমত বাহকের স্বন্ধে সমস্ত তীর্থবারি লইয়া ভরত-সেবকগণ
 গভীর কূপ পরিষ্কার করিয়া তীর্থবারি নিক্ষেপ করিলেন তাহা অত্যাঁপি ভরত-তীর্থ নামে
 খ্যাত । এই কূপে স্নানে দেহ, মন ও বাক্যের পবিত্রতা হয় । অত্রি রাঘবকে এই তীর্থের
 পুণ্য-প্রভাবের কথা শুনাইলেন ॥৩১০॥

চৌ—কহত ধরম ইতিহাস সপ্রীতি । ভয়উ ভোরু নিসি সো সুখ বীতী ॥
 নিত্য নিবাহি ভরত দৌউ ভাঙ্গি । রাম অত্রি গুর আয়সু পাঙ্গি ॥১॥
 সহিত সমাজ সাজ সব সাদেঁ । চলে রাম বন অটন পয়াদেঁ ॥
 কোমল চরন চলত বিম্ব পনহী' । ভই মৃত্ত ভূমি সফুচি মন মনহী' ॥২॥
 কুস কণ্টক কাঁকরী' কুরাঙ্গি । কটুক কঠোর কুবন্ত ছুরাঙ্গি ॥
 মহি মন্ডুল মৃত্ত মারগ কীনহে । বহত সমীর ত্রিবিধ সুখ লীনহে ॥৩॥
 স্নমন বরষি সুর ঘন করি ছাহী' । বিটপ ফুলি ফলি তুন মৃত্ততাহী' ॥
 মৃগ বিলোকি খগ বোলি সুবানী । সেবহি' সকল রাম প্রিয় জানী ॥৪॥
 দোহা— স্নানভ সিদ্ধি সব প্রাকৃতহ রাম কহত জম্বাহত ।

রাম প্রান প্রিয় ভরত কহ' যহ ন হোই বড়ি বাত ॥৩১১॥

বাংলা অর্থ—সাদে—শাদাসিখা ; পয়াদেঁ—পদব্রজে ; পনহা—পদত্যাগ, জুতা ;
 রামচরিতমানস

দুর্গাই—দুর্গাইয়া; প্রাকৃতজ—সাধারণ ব্যক্তি; জমুহাত—হাই তোলা; ন হোই
বড়ি বাত—আশ্চর্য বিষয় হইবে না; (দো—৩১১)

চো—শ্রীতি-ভরে ধর্ম-কথা করি' আলোচন। রাত্রি চলি' গেল,—উষা অসিল তখন

সানুজ ভরত নিজ কর্ম সমাপিয়া। রাম-অত্রি-গুরু-আজ্ঞা লইলা যাচিয়া ॥১

স-সমাজ নগ্ন-পদে সাদাসিধা সাজে। প্রদক্ষিণ-তরে যান রাম-বন' মাঝে ॥

পাতুকা-বর্জিত হেরি' কোমল চরণে। ধরা যুগ্ম সঙ্কুচিত হ'ল মনে মনে ॥২॥

কুশ ও কণ্টক তথা কাঁকর, ফাটল। অপ্রিয় কঠোর যাহা লুকায় সকল ॥

ধরণী মঞ্জুল যুগ্ম মার্গ বিরচিল। ত্রিবিধ সমীর বহি' ভুরি সুখ দিল ॥৩॥

সুর বরষিল ফুল, মেঘ দিল ছায়। বৃক্ষ ফল ফুল দিল, তৃণ যুগ্মভায় ॥

দেখি' যুগ, খগ করে স্তমধুর স্বর। রাম-প্রিয় ভরতের সেবাতে তৎপর ॥৪॥

দোহা— সর্ব সিদ্ধি হয় সুলভ সবার জুস্তাকালে যদি 'রাম' কয়।

রাম প্রাণ-প্রিয় ভরতের সিদ্ধি হবে ইহা বৈশী কথা নয় ॥৩১১॥

সান্ন্যাস—এই ভাবে ধর্মালোচনায় রাত্রি যাপন করিয়া ভরত গুরুজনের আদেশে
রামকাননে পাছুকাবিহীন পদব্রজে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মেঘের আবরণে সূর্য্যভাগ
প্রখরতা ত্যাগ করিল। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলে, কানন অপূর্ণ সৌন্দর্য্য ধারণ করিল।
শকলেই যেন রামপ্রিয় ভরতের অন্তকূল হইল। ভরত সিদ্ধকাম হইলেন ॥৩১১॥

চো—এহি বিধি ভরতু ফিরত বন মাহী'। নেমু প্রেমু লখি মুনি স্কুচাহী' ॥

পুণ্য জলাশয় ভূমি বিভাগ। খগ যুগ তরু তৃণ গিরি বন বাগা ॥১॥

চারু বিচিত্র পবিত্র বিসেস। বুকত ভরতু দিব্য সব দেখা ॥

সুনি মন মুদিত কহত রিমিরাউ। হেতু নাম গুণ পুণ্য প্রভাউ ॥২॥

কতহু' নিমজ্জন কতহু' প্রণাম। কতহু' বিলোকত মন অভিরাম ॥

কতহু' বৈঠি মুনি আয়সু পাজি। সুমিরত সীম সহিত দোউ ভাজি ॥৩॥

দেখি' স্তভাউ সনেহু স্নসেবা। দেহি' অসীস মুদিত বন দেবা ॥

ফিরহি' গএ' দিনু পহর অটাজি। প্রভু পদ কমল বিলোকহি' আজি ॥৪॥

দোহা— দেখে খল তীরথ সকল ভরত পাঁচ দিন মাঝ।

কহত সুনত হরি হর স্তজসু গয়উ দিবসু ভই সা'ক ॥৩১২॥

বাংলা অর্থ—১. ব্রত—প্রায় ৫ বিলেন; কতহু'—কোথাও; অটাজি—আড়াই; (দো—৩১২)

চো—ভরত ফিরেন যবে হেন বন-মাঝে। নিয়ম ও প্রেম হেরি' মুনি নিজে লাজে

পুণ্য জলাশয় তথা ভূমির বিভাগ। খগ-যুগ-তরু-তৃণ-গিরি-বন-বাগ ॥১॥

বিচিত্র পবিত্র চারু হেরি' বিশেষতঃ। কেন এত দিব্য সব পুছেন ভরত ॥

সুনি দৃষ্ট মনে মুনি দিসেম জবাব। হেতু শুধু নামগুণ-পুণ্যের প্রভাব ॥২॥

কোথাও মজ্জন, কোথা' করেন প্রণাম। কোথাও দেখেন দৃশ্য মন-অভিরাম ॥

কোথা' উপবিষ্ট হ'ন মুনি-আজ্ঞা পেয়ে। কোথাও স্মরেন সীতাসহ দুই ভায়ে ॥৩

হুসেবা পিরীতি তথা ভাব-মধুরতা । হেরি' আশীর্বাদ দিলা বনের দেবতা ॥
 আড়াই প্রহর গেলে আসিয়া কিরিয়া । প্রভু-পাদ-পদ্ম-যুগে সেবে পঁছিয়া ॥৪
 দোহা— তীর্থস্থান যত হেরিয়া ভরত পাঁচ দিন করেন যাপন ।

কহিয়া শুনিয়া হরি-হর-যশ দিন-অন্তে সন্ধ্যা আগমন ॥৩১২॥

সান্ন্যাসার্থ—ভ্রমণকালে ভরত মূনিরাজকে তদ্রূপ জলাশয়াদি দেখায়ে প্রশ্ন করিলে
 মূনি সেই স্থানের গুণ ও প্রভাবাদি কীর্তন করিলেন, ভরতও মূনির আদেশে সেই সব স্থান
 বিশেষের প্রভাবের কথা জানিয়া প্রণাম, অবগাহন ও সীতারামের স্মরণ করিতে লাগি-
 লেন । ভরতের ভক্তি দেখিয়া বনদেবতার। তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন । এইভাবে
 পাঁচ দিন সেই তীর্থভ্রমণে অতিবাহিত করিয়া বিষ্ণু ও শিবের গুণ কীর্তন চলিল ॥১১২॥

চৌ—ভোর নহাই সব জুরা সমাজু । ভরত ভূমিস্তর ভেরছতি রাজু ॥

ভল দিন আজু জানি মন মাই । রাম কৃপাল কহত সকুচাই ॥১॥

গুর নৃপ ভরত সভা অবলোকী । সকুচি রাম ফিরি অবনি বিলোকী ॥

সীল সরাহি সভা সব সোচী । কহ' ন রাম সম স্বামি স'কোচী ॥২॥

ভরত সজ্জান রাম রুখ দেখী । উঠি সপ্রেম ধরি ধীর বিসেসী ॥

করি দণ্ডবত কহত কর জোরী । রাখী' নাথ সকল রুচি মোরী ॥৩॥

মোহি লগি সহেউ সবহি' সম্ভাপু । বহুত ভা'তি দুখু পাবা আপু ॥

অব গোসাই' মোহি দেউ রজাই । সেবো' অবধ অবধি ভরি জাই ॥৪॥

দোহা— জেহি' উপায় পুনি পায় জন্মু দেখে দীন দয়াল ।

সো সিখ দেইঅ অবধি লগি কোসলপাল কৃপাল ॥৩১৩॥

বাংলা অর্থ—নহাই—মান করিয়া; জুরা—মিথিত হইলেন; সোচী—চিন্তা
 করিলেন; রাখী'—রক্ষা করিয়াছেন; সেবো'—সেবা করিব; পায়—পদ; (দো—১:৩)
 চৌ—জ্ঞান সারি' মিলিলেন ভোরে সমসাজ । ভরত ও বিপ্র তথা ত্রিহুত্তের রাজ
 'ভানদিন' ষষ্ঠ দিনে প্রভু মনে গণে । চাহেন ঝরিতে কিছু নিজ, দ্বিধা মনে ॥১
 ব্রাহ্মণ ভরত গুরু স-সমাজে হেরি' । সঙ্কুচিত রাম র'ন ভূমি 'পরে ফিরি' ॥
 রাম-শীল প্রশংসিল যত সভাজন । তাঁ'সম সঙ্কোচী প্রভু দেখনি কখন ॥২॥
 ভরত সজ্জানী দেখি' রঘুনাথ-মন । সপ্রেমে ধীরতা ধরি উঠেন তখন ॥
 নমি' ক'ন দুটি হাত জুড়িয়া তাঁহার । হে নাথ! পূরেছে সব কামনা আমার ॥৩॥
 আমার লাগিয়া সহো সকলে সম্ভাপ । বিবিধ প্রকারে তোমা দিমু মনস্তাপ ॥
 এবে প্রভে! তোমা' কাছে এই আজ্ঞা চাই । চৌদ বর্ষ অযোধ্যারে সেবিবারে পাই
 দোহা— যে উপায়ে পুন তোমার চরণ নিরাখিব হে দীন-দয়াল !

বনবাস-কালে তাহা শিক্ষা দাও হে কোশল-পালক! কৃপাল! ৩১৩

সান্ন্যাসার্থ—প্রত্যুষে স্নানান্তে ভরত, ব্রাহ্মণগণ ও রাজা সপনে একত্র হইলেন ।
 তাহাতে ৫ ই দিন ১৪ ভাগ দিন রাম তাহা বুঝায় বহিগেলেন । গুরু, রাজা, ভরত ও সভায়
 রাখচিতম'নস

দিকে দেখিয়া রাম লঙ্কোচে মন্তক অবনত করিলেন । সকলে রামের প্রশংসায় মুখর হইল এবং ভাষিল রামের জ্ঞান প্রভু নাই ! ভরত রামের ইচ্ছা বুঝিয়া সপ্তম্যে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন,—প্রভু আমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছ । অযোধ্যার সেবা করিবার জন্ত তোমার আদেশ প্রার্থী । কি ভাবে বনবাসের শেষ অবধি তোমার চরণ দর্শন করিতে পারিব তাহার উপদেশ কর ॥৩১০॥

চো—পুরজন পরিজন প্রজা গোসাঞি । সব স্তুতি সরস সনেই সগাজি ॥

রাউর বদি ভল ভব দুখ দাছ । প্রভু বিমু বাদি পরম পদ লাছ ॥১॥

আনি স্তজামু জানি সব হী কী । রুচি লালসা রহনি জন জী কী ॥

এনতপালু পালিহি সব কাছ । দেউ দুছ দিসি ওর নিবাছ ॥২॥

অস মোহি সব বিধি ভুরি ভরোসো । কিএ বিচারু ন সোচু খরো সো ॥

আরতি মোর নাথ কর ছোছ । দুছ মিলি কীমহ চীঠু ইঠি মোছ ॥৩॥

যহ বড় দোষু দূরি করি আমো । তজি সকেচ সিখইঅ অমুগামী ॥

ভরত বিনয় স্তনি সবহি প্রসঙ্গী । খীর নীর বিবরন গতি হঙ্গী ॥৪॥

দোহা— দীনবন্ধু স্তনি বন্ধু কে বচন দীন ছলহীন ।

দেস কাল অবসর সরিস বোলে রামু প্রবীণ ॥৩১৪॥

বাংলা অর্থ—সগাই—স্তুত হইলেন ; বদি—খাতির ; বাদি—ব্যর্থ ; রহনি—স্থিতি ; জন জী কী—সেবক হৃদয়ের ; নিবাছ দেউ—চাণাইয়া দিবে ; খরো সো—একটুও ; আরতি—আর্তি, প্রার্থনা ; ছোছ—রূপা ; চীঠু—উদ্ধৃত ; (দো—৩১৪)

চো—পুরজন, পরিজন প্রভো ! প্রজাগণ । তব সঙ্গ লভি হয় আনন্দে মগন ॥

ভব-দুখ-দাহে স্তখ মানে তব সনে । প্রভু-পদ বিনা মোক্ষ ব্যর্থ তা'রা গণে ॥১॥

ওহে আমো ! অন্তর্ধানী তুমি সবাকার । রুচি ও লালসা নাই অজানা তোমার ॥

হে প্রণত-পাল ! তুমি সবারে পালিবে । হে দেন ! তু'দিকে কাজ তুমি নির্বাহিবে ॥২

এ হেন ব্যাপারে ভুরি আশা মনে পাই । বিচারিব যদি, চিন্তা কোথা কিছু নাই ॥

আমার দীনতা তথা নাথের মমতা । তু'য়ে মিলি জোর করি দিয়েছে মুঠতা ॥৩

এই বড় দোষ মম, প্রভো ! দূর করি । শিক্ষা দেও সেবকেরে দ্বিধা পরিত্রি ॥

ভরত-বিনয়ে তাঁরে সবে প্রশংসিল । ক্ষীর-নীর ভাগ-কারী মরাল মানিলা ॥৪॥

দোহা— দীনবন্ধু যবে স্তনিলেন দীন ভ্রাতার বচন ছলহীন ।

দেশ কাল বুঝি' সেই অবসরে ক'ন বাক্য রাখব প্রবীণ ১১৪॥

স্বাক্ষর—পুরবাসী, কুটুম্ব, ও প্রজাগণের সহিত তোমার পবিত্র সাক্ষ্য আছে । তোমার কথামত চালিয়া সংসারের দুঃখদাহ ও ভল, তোমাকে বাদ দিয়া পরমার্থ লাভ ও বিড়ম্বনা । তুমি ভক্তের রুচি, লালসা ও হৃদয়ের ভাব জান । অযোধ্যার ও বনের ব্যাপার তুমিই স্মরণভাবে নির্বাহ করিবে । স্তবরাং আমার চিন্তার কোন কারণ নাই । আমার

দৃষ্টতা মার্জনা করিয়া এ দীন সেবককে উপযুক্ত শিক্ষা দাও । দীনবন্ধু রায় ভট্টাচার্য্যর অকণ্ট
কথা শুনিয়া দেশ ও কাল উপযোগী উপদেশ প্রদান করিলেন ॥৩১৪॥

চৌ—তাত তুমহারি মোরি পরিজন কী । চিন্তা গুরহি নৃপতি বর বন কী ॥

মাথে পর গুর মুনি মিথিলেন । হমহি তুমহা হি সপনেছ' ন কলেন ॥১॥

মোর তুমহার পরম পুরুষারথু । আরথু স্ত্রজন্তু ধরমু পরমারথু ॥

পিতু আয়ন্তু পালিহি' দুহু ভাই । লোক বেদ ভাল ভূপ ভালই ॥২॥

গুর পিতু মাতু আমি সিখ পালেন' । চলেছ' কুমগ পগ পরহি' ন খালেন' ॥

অস বিচারি সব সোচ বিহাই । পালছ অবধ অবধি তরি জাই ॥৩॥

দেশু কোসু পরিজন পরিবার । গুর পদ রজহি' লাগ ছরুতার ॥

তুমহ মুনি মাতু সচিব সিখ মানী । পালেছ পুছমি প্রজা রাজধানী ॥৪॥

দোহা— মুখিআ মুখু সো চাহিঞে খান পান কছ' এক ।

পালই পোষই সকল অঁগ তুলসী সহিত বিবেক ॥৩১৫॥

বাংলা অর্থ—ভূপ ভালই—রাজার মঙ্গল অর্থাৎ ব্রত রক্ষা ; খালেন—গর্ভে ; ছরু
তার—গুরু দায়িত্ব ; পুছমি—পৃথিবী ; মুখিয়া—মুখ্য ; (দো—৩১৫)

চৌ—ভূমি, আমি, বর, বন পরিজন-কথা । গুরু ও জনক এবে চিন্তেন সর্বথা ॥

শিরোপরে সবাকার মুনি মিথিলেশ । তোমাতে আমাতে নাহি স্বপনেও ক্রেশ ॥১॥

তোমার আমার ইথে পুরুষার্থ অতি ॥ স্বার্থ ও স্ত্রযশ লাভ পরমার্থে মতি ॥

পিতু-আজ্ঞা যদি পালি' ভাই দুইজন । লোক-বেদ-অনুমত ভ্রাতের রক্ষণ ॥২॥

গুরু-পিতা-মাতা-প্রভু-আজ্ঞা পালে যদি । কুপথেও গেলে পাণী উত্তরে অস্থি ॥

ইহা বিচারিয়া সব শোক পরিহারি' । অযোধ্যা পালিবে তুমি চৌদশবর্ষ ধরি' ॥৩॥

দেশ, কোষ, পরিজন, তথা পরিবার । গুরু-পদ-মূলি'পরে দাও সর্ব-ভার ॥

মুনি-মাতা-মন্ত্রীদের শিক্ষা তুমি মানি' । পালিবে পৃথিবী, প্রজা তথা রাজধানী ॥৪॥

দোহা— তুলসী কহিছে, মুখ-সম ভোজ্য-পানের নৃপতি অজ এক ।

পালিছে, পোষিছে,—সকল অঙ্গেরে যথাবিধি সহিত বিবেক ॥৩১৫॥

সান্নিধ্য—হে প্রিয় ভরত ! তোমার আমার কুটুম্বগণের এবং প্রজার কল্যাণ চিন্তা,
গুরু বশিষ্ঠ এবং মিথিলেশ করিবেন তাহাতেই আমাদের বশ, স্বার্থ, ভাল, মন্দ ও পরমার্থ
রহিয়াছে । গুরু, পিতা, মাতা ও প্রভুর উপদেশ মত চলিলে পথভ্রষ্ট হইতে হয় না ।
ধনভাণ্ডার, পূরজন ও পরিবারের চিন্তা গুরু করিবেন । তুমি মুনির, রাজার ও মন্ত্রীর উপদেশ
মানিয়া রাজ্য পালন কর । মুখ্য যিনি যথের মত হইলে সকল সূত্র চলিবে । এক মুখ বাহা
খার তাহাতে সকল অঙ্গের পালন এবং পোষণ হয় ॥৩১৫॥

চৌ—রাজধরম সরবস্ত্র এতনোই । জিমি মন হাই মনোরথ গোই ॥

বন্ধু প্রবোধু কীন্দ্র বহু ভাঁড়ী । বিনু অধার মন তোমু ন জানী ॥১॥

ভরত সীল গুর সচিব সমাজু। সকুচ সনেহ বিবস রঘুরাজু ॥
 প্রভু করি কৃপা পাবরী দীনহী। সাদর ভরত সীল ধরি লীনহী ॥২॥
 চরনপীঠ করুমানিধান কে। জম্বু জুগ জামিক প্রজা প্রান কে ॥
 সংপুট ভরত সনেহ রতন কে। আখর জুগ জম্বু জীব জতন কে ॥৩॥
 কুল কপাট কর কুসল করম কে। বিমল নয়ন সেবা সুধরম কে ॥
 ভরত মুদিত অবলম্ব লহে তেঁ। অস সুখ জস সিয় রামু রহে তেঁ ॥৪॥

দোহা- - মাগেউ বিদা প্রানামু করি রাম লিএ উর লাই।

লোগ উচাটে অমরপতি কুটিল কুঅবসরু পাই ॥৩১৬॥

বাংলা অর্থ—এতনোঈ—ইহাই; গোঈ—গুপ্ত থাকে; সাঁতী—শান্তি; পাবরী—
 খড়ম; জুগ জামিক—হুই পাহারাদার সংপুট—আখার; (দো—৩১৬)

চৌ—রাজ-ধর্মের রাম ক'ন এই সার কথা। মনোমাবে মনোরথ গুপ্ত রহে যথা।
 ভরতে বোঝান রাম বিবিধ যতনে। না ভুঞ্জে সন্তোষ, শান্তি নিরাশ্রয় মনে ॥১॥
 ভরতের সীলে গুর, সচিব অবশ। সঙ্কোচে ও স্নেহে করে রাঘবে বিবশ ॥
 করেন পাত্তকা দান প্রভু কৃপা করি। সাদরে ভরত তাহা শিরে ল'ন ধরি ॥২॥
 যুগল চরণ-পীঠ কৃপা-নিধানের। প্রহরী-যুগল যেন প্রজার প্রাণের ॥
 ভরত-মঞ্জুবা যেন স্নেহ-রতনের। দুইটি অক্ষর যেন সাধনা-পথের ॥৩॥
 কবাট দুইটি, হস্ত নিপুণ করমে। বিমল নয়ন যেন সেবা ও ধরমে ॥
 ভরত মুদিত হ'ন লভি' সে আশ্রয়। সীতারাম-সঙ্গ-সুখ তাহে মনে হয় ॥৪॥

দোহা— মাগেন বিদায় ভরত নমিয়া রাম তাঁ'রে বক্ষ'পর লন।

অবসর লভি' ক্রুর পুরন্দর জনতারে করে উচাটন ॥৩১৬॥

সান্নাযম—রাজধর্মের ইহাই মূলতত্ত্ব। ইচ্ছা যেমন গুপ্ত থাকে তেমনি রাজধর্ম মুখ্য
 রাখিয়া রাজ্য পালন কর। ভরত বিনা অবলম্বনে শান্তি পাইতে ছিলেন না। তখন
 রঘুরাজ তাঁহাকে পাত্তকা দান করিলে তিনি তাহা শিরে গ্রহণ করিলেন। এই পাদপীঠ
 'রা' ও 'ম' হইয়া দুই প্রহরী হইয়া প্রজার প্রাণ, রঘুবংশের রক্ষাকবচ এবং সেবা ও ধর্মের
 চক্ষুরূপ হইয়া ভরতের পরিচালক হইল। ভরত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সীতারাম সঙ্গ হইল
 অশ্রুভব করিলেন। ভরত প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিলেন ॥৩১৬॥

চৌ—সো কুচালি সব কই ভই নীকী। অবধি আস সম জীবনি জী কী ॥

মতরু লখন সিয় রাম বিয়োগা। হহরি ভরত সব লোগ কুরোগা ॥১॥

রাম কৃপা অবরেন সুধারী। বিব ধ ধারি ভই গুনদ গোহারী ॥

ভেঁটত ভুজ ভরি ভাই ভরত সো। রাম প্রেম রসু কহি ন পরত সো ॥২॥

ডন মন বচন উমগ অনুরাগা। ধীর ধুরজর ধীরজু ত্যাগা ॥

বারিজ লোচন মোচত বারী। দেখি দগা সুর সত্তা দুখারী ॥৩॥

মুনিগন গুর ধুর ধীর জনক সে । গ্যান অমল মন কসে কনক সে ॥

জে বিরক্তি নিরলেপ উপাএ । পত্নম পত্র জিমি অগ জল জাএ ॥৪॥

দোহা— ভেউ বিলোকি রঘুবর ভরত প্রীতি অনুপ অপার ।

ভএ মগন মন ভন বচন সহিত বিরাগ বিচার ॥৩১৭॥

বাংলা অর্থ—কুচালি—কু অভিপ্রায় ; আস—আশাতে ; সম জীবনি—সঞ্জীবনী
বরূপ ; হুহরি মরত—হায় ! হায় ! করিয়া মরিত ; অবরেব—জটিলতা ; বিবুধ ধারি—
দেবতাগণের সেনা ; গোহারী—রক্ষক ; কহি ন পরত—কহিতে পারা যায় না ; ধুর
ধীর—ধীর ধুরন্ধর ; উপাএ—রচনা করিয়াছেন ; গুনদ—গুণকর ; (৭১- ১৭)

চাঁ—সে কুচক্র সবাকার ভরে ভাল গণি । চৌদ্দবর্ষ জীবনের আশা-সঞ্জীবনী ॥
নতুবা লক্ষ্মণ-সীতা-রামের বিয়োগে । মরিত সকলে, বুক ফাটিত কুরোগে ॥১॥

রাম-কুপা বাঁকাকেও সোজা করি' দিল । দেব-মায়া শুভঙ্করী রক্ষক হইল ॥

ভরতে ধরেন বক্ষে করি' আলিঙ্গন । সেই রাম-শ্রেম-রস না যায় বর্ণন ॥২॥

অমুরাগে ভল্ল-মন-বাক্য উথলিল । ধীর-ধুরন্ধর তাহে ধীরতাত্যজিল ॥

কমল-লোচন তাঁর বারিতে পুরিল । হেরি' দশা সুরেরাও হুঃখিত হইল ॥৩॥

মুনিগণ, গুর তথা সুধীর জনক । জ্ঞানানলে মন যার শোধিত কনক ॥

পত্নপত্র-সম যাঁ'রা জগতের জলে । লিপ্ত নহে, দুষ্ট নহে বিদ্য-মায়াবলে ॥৪॥

দোহা— তাঁ'রা বিলোকিয়া রাঘব-ভরতে অনুপম পিরীতি অপার ।

শ্রেমে মগ্ন হ'ন কায়মনোবাক্যে করি' ভীত বৈরাগ্য বিচার ॥৩১৭॥

সান্ন্যাসার্থ—ইজ সেই অবসরে উচাটন ব্যবস্থা কবিলেন তাহাতে রামের বনবাসান্তে
রামের সহিত সাক্ষাতের আশা লইয়া তাঁহারা ফিরিতে পারিলেন । ৩৮২ রাম-বিরহে
সকলে সন্তাপনশে দগ্ধ হইয়াই মরিতেন । সুতরাং দেবতার কুটিল মায়াও হিতবারক হইল ।
রাম শ্রেমাক্রপূর্ণ চকুতে ভরতকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া সম্মুখে আদর্শিত করিলেন ।
অব্যক্ত শ্রেম তাঁহার বৈধর্ম্যমর্ধ্যাদা অতিক্রম করিল । তাহাতে দেবগণও হুঃখিত হইলেন ।
তৎকালে সকলে বেন মোহমুগ্ধ হইলেন ॥৩১৮॥

ভক্তভেদ অশোধ্য প্রতিগমন ত নন্দীগ্রামে অবস্থিতি

চৌ—জহাঁ জনক গুর গতি মতি ভোরী । প্রাকৃত প্রীতি কহত বড়ি খোরী ॥

বরনত রঘুবর ভরত বিয়োগু । সুনি কঠোর কবি জানিহি লোগু ॥১॥

সো সকোচ রসু অকথ সুবানী । - সমউ সনেছ সুরিমি সকুচানী ॥

ভেঁটি ভরতু রঘুবর সমুঝাএ । পুনি রিপূদবনু হরষি হিয়ঁ লাএ ॥২॥

সেবক সচিব ভরত রুখ পাঞি । নিজ নিজ কাজ লগে সব জাঞি ॥

সুনি দারুন দুখ দুহুঁ সমাজা । লগে চলল কে সাজন সাজা ॥৩॥

প্রভু পদ পত্নম বন্দি দোউ ভাঞি । চলে লীস ধরি রাম রজাঞি ॥

মুনি ভাপস বনদেব নিহোরী । সব সনমানি বহোরি বহোরী ॥৪॥

দোহা— লখনহি ভেঁটি প্রণামু করি সির ধরি সিয় পদ ঘুরি ।

চলে সপ্রেম অসীস স্মৃতি সকল স্মমজল ঘুরি ॥৩১৮॥

বাংলা অর্থ—ভোরী—ভাঃ হইলেন ; খোরী—দোষ ; নিহোরী—প্রার্থনা করিলেন ;
ঘুরি—ঘল ; ভেঁটি—মিলিত হইয়া ; রিপুদবন্ধু—শত্রু ; (দো—৩১৮)

চো—জনক ও গুরু-মতি বাহাতে ভুলায় । সাধারণ প্রীতি দিয়া কথা নাহি যায় ॥

রঘুবর-ভরতের বিয়োগ বর্ণিলে । কবিরে কঠোর লোকে বুঝিবে—শুনিলে ॥১॥

সংকোচ সপ্রেম সে অবর্ণ্য বচন । সে কাল স্মরিলে হয় সঙ্কুচিত মন ॥

আগত ভরতে রাম বুঝাইয়া ক'ন । শত্রুঘনে আলিঙ্গিয়া হরষিত মন ॥২॥

সেবক, সচিব জানি' ভরতাত্মমত । নিজ নিজ কাজে সবে হ'লেন নিরত ॥

ইহা শুনি' দু' সমাজ দুখেতে কাতর । বিদায়ের তরে হন সাজ-সজ্জাপর ॥৩॥

প্রভু-পাদ-পদ্ম বন্দি' ভাই দুইজন । রাম-আজ্ঞা শিরে ধরি' করেন গমন ॥

মুনি-ঋষি-নন্দেবে তাঁহারা বন্দিনা । পুনঃ পুনঃ সবাকারে মান দৌঁহা দিলা ॥৪॥

দোহা— লক্ষ্মণের সাথে মিলিয়া দু'ভাই নর্মী সীতা-চরণ-কমল ।

চলিলা সপ্রেমে লভিয়া আশিস দিবে যাহা সর্ব স্মমজল ॥৩১৮॥

সান্ন্যাসার্থ—রাম ভরতের বিচ্ছেদ বর্ণনা করিবার সময় কবিকে অতি কঠোরতা
অবলম্বন করিতে হইয়াছে । সে সময়ের প্রীতির কথা স্মরণ করিয়া ভুলসীদাসের কবিত্ব
কুণ্ঠিত হইয়াছে । রাঘব ভবতকে অনেক উপদেশ দিয়া শত্রুঘ্নকে সানন্দে আলিঙ্গন করি-
লেন । বিদায়ের কথা শুনিয়া সকলে দুঃখের সহিত রাজ্যে ফিরিবার আয়োজন করিল ।
ভরত ও শত্রুঘ্ন সীতা ও লক্ষ্মণকে প্রণাম করিয়া তাহাদের সপ্রেম আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন ।
বনদেবী ও তাপসগণকে বন্দনা করিয়া ভরত শত্রুঘ্ন অবাধ্য গমনার্থ বিদায় লইলেন ॥৩৮॥

চো—সামুজ রাম নৃপহি সির নাঈ । কীন্হি বহুত বিধি বিনয় বড়াঈ ॥

দেব দয়া বস বড় দুখু পায়উ । সহিত সমাজ কাননাহি' আয়উ ॥১॥

পুর পত্ত ধারিঅ দেই অসীস । কীন্হি ধীর ধরি গবন্ধু মহীসা ॥

মুনি মহিদেব সাধু সনমানে । বিদা কিএ হরি হর সম জানে ॥২॥

সাস্ত্র সমীপ গএ দোঁউ ভাঈ । ফিরে বন্দি পগ আসিষ পাঈ ॥

কৌসিক বামদেব জাবালী । পুরজন পরিজন সচিব সুচালী ॥৩॥

জথা জোন্তু করি বিনয় প্রণামা । বিদা কিএ সব সামুজ রামা ॥

নারি পুরুষ লঘু মধ্য বড়েরে । সব সনমানি কৃপানিধি করে ॥৪॥

দোহা— ভরত মাতৃ পদ বন্দি প্রভু স্মৃতি সনেই মিলি ভেঁটি ।

বিদা কীন্হি সজি পালকী সঙ্কুচ লোচ সব মেটি ॥৩১৯॥

বাংলা অর্থ—পত্ত ধারিঅ—পদার্পণ করিবেন ; বড়েরে—সন্মান করিলেন ; ফেরে—
(বগুহে) কিয়াইলেন, পাঠাইলেন ; সোচ মেটি—চিন্তা নাশ করিয়া ; (দো—৩১৯)

চৌ—সাপুজ রাখব মূপে করিয়া প্রণতি । গৌরব দানিয়া বহু করেন মিলতি—
 দয়া-বশে ভুলিলেন বিবিধ বেদন । সমাজ সহিত সবে আসিয়া কানন ॥১॥
 পঁহুছিয়া বান পুরে প্রদানি' আশিস্ । ধীরভা ধরিয়া যাত্রা করেন মহীশ ॥
 সাধু, স্ত্রী, বিপ্রের তাঁরা বহু মান দেন । হরি-হর-সম-জ্ঞানে বিদায় করেন ॥২॥
 শান্ত্তী-সমীপে ভাই দুইটি আসিয়া । পদ বন্দি' ফিরে দৌড়া আশিস্ লভিয়া ॥
 কৌশিক ও বামদেব জাবালি সহিত । প্রজা, পরিজন, মন্ত্রী যাঁরা উপনীত ॥৩॥
 যথাযোগ্য সর্বিনয়ে করিয়া সম্মান । সবারে বিদায় দেন ভ্রাতা-সহ যাম ॥
 ছোট-বড় সমকক্ষ নারী তথা নরে । বহুমানে কৃপামিদি ভোবেন সবারে ॥৪॥
 দোহা— ভরত-মাতার পদ বন্দি' প্রভু শুচি-স্নেহে মিলি' তাঁর সন ।

বিদায় করেন পালকী সাজায়ে দ্বিধা, চিন্তা ত্যজিয়া তখন ॥৩১৯॥

সান্ন্যাস—রাম-লক্ষ্মণ জনককে প্রণাম করিয়া বিদেলেন,—হে দেব! কৃপা করিয়া
 অরণ্যে আশ্রয় বহু দ্রুত ভোগ করিয়াছেন । এখন আশীর্বাদ প্রদান করিয়া গৃহে
 প্রত্যাবর্তন করুন । অতঃপর বিশিষ্টকে ব্রহ্মাবিষ্ণুর হায় সম্মান দান করিয়া বিদায় দিলেন ।
 বিশ্বাসিত বামদেব আদি ঋষিগণকে প্রভু প্রণাম করিয়া যথাযোগ্য সম্মান দান করিলেন ৩১৯

চৌ—পরিজন মাতৃ পিতৃহি মিলি সীতা । ফিরি প্রাণপ্রিয় প্রেম পুনীত ॥

করি প্রনামু ভেঁটী সব সাসু । প্রীতি কহত কবি হিয়' ন ছলাসু ॥১॥

সুনি সিখ অভিমত আসিষ পাঞ । রহী সীয় দুহু প্রীতি সমাজে ॥

রঘুপতি পটু পালকী' মগাজে । করি প্রবোধু সব মাতৃ চড়াই ॥২॥

বার বার হিলি মিলি দুহু ভাজে । সম সনেই জননী' পছ' চাঞে ॥

সাজি বাজি গজ বাহন নানা । ভরত ভূপ দল কীন্হ পয়ানা ॥৩॥

হৃদয়' রামু সিয় লখন সমেতা । চলে জাহি সব লোগ অচেতা ॥

বসহ বাজি গজ পসু হিয়' হারে' । চলে জাহি' পরবস মন মারে' ॥৪॥

দোহা— গুর গুরতিয় পদ বন্দি প্রভু সীতা লখন সমেত ।

ফিরে হরষ বিসময় সহিত আএ পরন নিকেত ॥৩২০॥

বাংলা অর্থ—ভেঁটী—মিলিলেন ; ছলাসু—উৎসাহ ; দুহু—দুই পক্ষে ; সমাজে—
 নিমগ্ন রহিলেন ; পটু—সুন্দর ; হিলি মিলি—মিলিয়া মিশিয়া ; কীন্হ পয়ানা—প্রস্থান
 করিলেন ; হিয়' হারে—শিথিল হৃদয়ে ; মন মারে—মনমরা হইয়া ; (দো-৩২০)

চৌ—মিলি' ভ্রাতা-পিতা-সহ যত পরিজন । প্রাণপ্রিয় প্রেম-পূতা করে আগমন ॥

প্রণাম করেন সীতা যত শ্রদ্ধাগণে । কবি-মনে অক্ষমতা সে প্রীতি-বর্ণনে ॥১॥

উপদেশ শুনি' শুভ আশিস্ লভিয়া । দুই পক্ষে প্রীতি লভি' মুগ্ধ সীতা-হিয়া ॥

রাঘব শিবিকা চারু ডাকয়ে আনান । প্রবোধিয়া মাতৃগণে তাহাতে চড়ান ॥২॥

বার বার দুই ভাই মিলিয়া মিশিয়া । সম-স্নেহে মাতৃগণে দিলা পাঠাইয়া ॥

সাজাইয়া বাজি, গজ আদি যে বাহন । ভরত ও ভূপ-দল করেন গমন ॥৩॥

সীতা-রাম-লক্ষ্মণেরে হৃদয়ে লইয়া । সকলে চলিল তবে বিমুঢ় হইয়া ॥

অখণ্ডর, গজ, পশু বিবাদ-মগন । পরবশ হ'য়ে চলে অপ্রসন্ন মন ॥৪॥

দোহা— গুরু-গুরুপত্নী-পাদ-পদ্ম বন্দি' প্রভু সীতা সহিত লক্ষ্মণ ।

হর্ষে ও বিবাদে ফিরিয়া আসিলা আপনার পর্ণ-নিকেতন ॥৩২০॥

সান্নাধ্য—পুণ্যায়া সীতা মাতা, পিতা ও শ্রুগণকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ লইয়া ফিরিলেন । ফিরিবার পূর্বে তাঁহাদিগকে শিবিকায় আরোহণ করাইলেন । রাজা ও ভরত দলবল সহ সঙ্গ হইয়া চলিলেন । সকলে সীতা-রামের মূর্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া অচেতন প্রায় হইলেন । শুকচরণ বন্দনা করিয়া মিশ্র দুঃখ ও আনন্দ লইয়া রাম পর্ণকুটারে ফিরিলেন ॥৩২০॥

চৌ—বিদা কীন্হ সনমানি নিষাদু । চলেউ হৃদয়' বিরহ বিষাদু ॥

কোল কিরাত ভিন্ন বনচারী । ফেরে ফিরে জোহারি জোহারী ॥১॥

প্রভু সিয় লখন বৈঠি বট ছাহী' । প্রিয় পরিজন বিয়োগ বিলখাহী' ॥

ভরত সনেহ সুভাউ সুবানী । প্রিয়া অনুজ সন কহত বখানী ॥২॥

প্রতি প্রীতিতি বচন মন করনী । শ্রীমুখ রাম প্রেম বস বরনী ॥

তেহি অবসর খগ মৃগ জল মীন । চিত্রকুট চর অচর মলীন ॥৩॥

বিবুধ বিলোকি দসা রঘুবর কী । বরষি স্তমক কহি গতি ঘর ঘর কী ॥

প্রভু প্রনামু করি-দীন্হ ভরসো । চলে মুদিত মন ডর ন খরো সো ॥৪॥

দোহা— সন্তুজ সীয় সমেত প্রভু রাজত পরন কুটীর ।

ভগতি গ্যানু বৈরাগ্য জন্ম সোহত ঘরে' সরীর ॥৩২১॥

বাংলা অর্থ—জোহারি জোহারী—পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া ; বিলখাহী'—দুঃখময় হইগেন ; বরনী—বর্ণনা করিলেন ; মলীন—মনে বিষম ; খরো সো—অনুমাত্রণ ; পরন—পর্ণ ; ছাহী—ছায়া ; (দো—৩২১)

চৌ—নিষাদেদে মান দিয়া করেন বিদায় । বিরহ-বিষাদে তাঁর হিয়া ভ'রে যায় ॥

কোল ও কিরাত তথা ভীল বনচর । পুনঃ পুনঃ নতি করি ফিরে' নিজ ঘর ॥১॥

প্রভু ও লক্ষ্মণ, সীতা র'ন বটচ্ছায় । কাতর হইলেন প্রভু বিরহ ব্যাথায় ॥

ভরত-পিরীতি তথা স্বভাব, সুবাণী । প্রিয়া ও অনুজ সনে কহিলা বাখানি ॥২॥

প্রীতি ও প্রীতিতি বাক্যে কণ্ঠে ও মানসে । শ্রীমুখে বর্ণেন রাম গাঢ় প্রেম-বশে ॥

সে সময়ে যত খগ, মৃগ, জল-মীন । চিত্রকুটে চরাচর হয় উদাসীন ॥৩॥

দেবতার রাঘুবর-দশা দেখি' তথা । পুষ্প বরষয়ে আর কহে নিজ কথা ॥

সবারে ভরসা দেন প্রভু প্রণমিয়া । হৃষ্ট-মনে যা'ন তাঁরা ভয় বিসর্জিয়া ॥৪॥

দোহা— অনুজ লক্ষ্মণ সীতা-সহ রাম উজলিলা সে পর্ণ-কুটীর ।

ভকতি সহিত জ্ঞান ও বৈরাগ্য শোভে যেন ধরিয়া শরীর ॥৩২১॥

সান্নিধ্য—রঘুপতি নিষାধকে ২২ আনে বিদায় দিলে বিরহবেদনাপূর্ণ (২৫৮) হইয়া সে স্থানে ফিরিল। বনবাসিগণও রামকে প্রণাম করিয়া ফিরিল। প্রভু সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বটরক্ষের ছায়াতে বসিয়া পরিজনবর্গের বিরহবেদনা অহুভব করিলেন। রাত্বে ভরতের প্রেম ও চরিত্রের বিষয় শ্রীমুখে বর্ণনা করিলেন। দেবগণ শ্রীরামচন্দ্রের আচরণে তুষ্ট হইয়া পুষ্পগুটি করিতে লাগিলেন। প্রভু দেবগণকে আশীসবাক্য প্রদান করিলে তাঁহারাও সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া চলিলেন। লক্ষ্মণ ও সীতাসহ রাম পৰ্ব্বকূটের বাস করিতে লাগিলেন ॥২১॥

চৌ—মুনি মহিস্তর গুর ভরত ভুআলু। রাম বিরহ সবু সাজু বিহালু ॥
 প্রভু গুন গ্রাম গনত মন মাহী। সব চুপচাপ চলে মগ জাহী ॥১॥
 জমুনা উত্তরি পার সবু ভয়উ। সো বাসরু বিনু ভোজন গয়উ ॥
 উত্তরি দেবসরি দুসর বাসু। রামসখা সব কীন্হ সুপাসু ॥২॥
 সঈ উত্তরি গোমতী নহাএ। চোথে দিবস অবধপুর আএ ॥
 জনকু রহে পুর বাসর চারী। রাজ কাজ সব সাজু সঁভারী ॥৩॥
 সোঁপি সচিব গুর ভরতহি রাজু। তেরছতি চলে সাজি সবু সাজু ॥
 নগর নারি নর গুর সিখ মানী। বসে সুখেন রাম রজধানী ॥৪॥

দোহা— রাম দরস লগি লোগ সব করত নেম উপবাস।

তজি তজি তুমন ভোগ সুখ জিঅত অবধি কী আস ॥৩২॥

বাংলা অর্থ—সাজু—সমাজ; বিহালু—বিহ্বল; বাসু—বাসস্থান; জিঅত—জীবন বাপন করিল; সোঁপি—সম্পন্ন করিয়া; তেরছতি—ত্রিহত রাজা; (দো—৩২২)

চৌ—মুনি, বিপ্র ও ভরত, গুরু, নৃপবর। রামের বিরহে সবে হইল। কাতর ॥
 প্রভু-গুণগ্রাম সবে মানসে চিন্তিল। কথা নাহি কারে,—পথ চলিতে লাগিল ॥১॥
 যমুনাতে অবতরি' নদী পার হ'ন। সে দিন চলিয়া গেল না করি' ভোজন ॥
 দ্বিতীয় দিবসে গঙ্গা সবে উত্তরিল। রাম-সখা সকলের সুবিধা সাধিল ॥২॥
 গঙ্গা উত্তরিয়া করি' গোমতীতে স্নান। চারিদিনে অযোধ্যাতে আসিয়া পৌঁছান ॥
 জনক দিবস চারি নগরে রহিয়া। রাজকার্য্য সুব্যবস্থা সাধন করিয়া ॥৩॥
 মন্ত্রী, গুরু, ভরতেরে রাজ্য সমপিয়া। ত্রিহতে গেলেন চলি' সকলে সাজিয়া ॥
 নগরের নর-নারী গুরু-শিক্ষা মানি'। সুখে নিবসিলা চিন্তি' রাম-রাজধানী ॥৪॥
 দোহা— রাম-দরশন লাগি' সবে দিন যাপিল নিয়ম-উপবাসে।

তাজি' সব সুখ ভোগ ও ভুষণ রহে বাঁচি' সীমা-শেষ* আশে ॥৩২২

সান্নিধ্য—মুনি, ব্রাহ্মণ, গুরু, ভরত ও মিথিলেশ সব লে রামবিরহে দুঃখ অহুভব করিয়া রামের গুণাবলী স্মরণ করিয়া নিস্তরুণ ভাবে পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেদিন অনাহারে থাকিয়া দ্বিতীয় দিনে গঙ্গা পার হইলেন। তৃতীয় দিন সই নদী পার হইয়া গোমতীস্নান করিলেন। চতুর্থ দিনে অযোধ্যায় উপনীত হইলেন। জনক রাজা চারিদিন

অবোধ্যতে থাকিয়া সকল ব্যবস্থা করিয়া ভরতের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ত্রিহতে
 যাত্রা করিলেন । গুরুর উপদেশ গালন করিয়া পুরবাসিগণ সুখে দিনপাত করিল । তবে
 ভোগাদি বর্জন করিয়া রামদর্শন প্রতীক্ষার তাহাঃ জীবিত থাকিল মাত্র ॥৩২২॥

চৌ—সচিব সুসেবক ভরত প্রবোধে । নিজ নিজ কাজ পাই সিং ওধে ॥
 পুনি সিং দীনহি বোলি লঘু ভাঈ । সৌপি সকল মাতু সেবকাঈ ॥১॥
 ভুতুর বোলি ভরত কর জোরে । করি প্রনাম বয় বিনয় নিহোরে ॥
 উঁচ নীচ কারজু ভল পোচু । আয়সু দেব ন করব সঁকোচু ॥২॥
 পরিজন পুরজন প্রজা বোলাএ । সমাধানু করি সুবস বসাএ ॥
 সানুজ গে গুর গেই বহোরী । করি দণ্ডবত কহত কর জোরী ॥৩॥
 আয়সু হোই ত রহোঁ সনেমা । বোলে মুনি তন পুলকি সপেমা ।
 সমুঝব কহব করব তুমহ জোঈ । ধরম সারু জগ হোইহি সোঈ ॥৪॥

দোহা— মুনি সিং পাই অসীস বড়ি গনক বোলি দিমু সাধি ॥

সিংহাসন প্রভু পাতুকা বৈঠারে নিরুপাধি ॥৩২৩॥

বাংলা অর্থ—প্রবোধে—ব্যয়সা নির্ণয় করিলেন ; ওধে—নিপু হইলেন ; নিহোরে—
 প্রার্থনা করিলেন ; সুবস বসাএ—সুন্দর বাসস্থান দিলেন ; সমুঝব—ব্যয়বে ; দিমু
 সাধি—সুদিন দেখিয়া ; নিরুপাধি—নির্দিষ্টতাপূর্বক ; (দো—১২৩)

চৌ—সচিব, সেবকগণে সবে বুঝাইয়া । ভরত তাদের কাজে দেন লাগাইয়া ॥
 পুন ছোট ভা'য়ে ডাকি' কাজ নিরুপিয়া ! মাতৃগণ-সেবা-কাজ তারে সঁপি দিয়া ॥১॥
 করজোড়ে বিপ্রগণে ভরত ডাকিয়া । প্রার্থনা করেন নমি' বিনয় করিয়া ॥
 উচ্চ-নীচ ভাল-মন্দ না করিয়া জ্ঞান । দ্বিধা ত্যজি' করিবেন মোরে আত্মা দান ॥২॥
 পরিজন পুরজন ডাকাইয়া নিয়া । প্রতিষ্ঠিত করে সবে সমুষ্টি করিয়া ॥
 সানুজ গেলেন পুন গুরুর ভবন । করযোড়ে প্রণমিয়া গুরুদেবে ক'ন ॥৩॥
 আত্মা যদি কর প্রভু পালিব নিয়ম । তনুতে পুলকি' প্রেমে মুনি তবে ক'ন ॥
 বুঝিবে, কহিবে আর তুমি যা' করিবে । ধর্ম-সার জানি' ধরা তাহাই পালিবে ॥৪॥

দোহা— মুনির আদেশ-আশিস লভিয়া শুভদিন দেখি' ডাকি' গণকে করে ।

স্থাপন করিল। আদর্শ ভরত ত্রীরাম-পাতুকা সিংহাসন'পরে ॥৩২৩॥

সান্নাযন—ভরত মন্ত্রী প্রভৃতিকে সাঙ্ঘনা দিয়া সকলকে কার্যে প্রবৃত্ত করাইলেন ।
 শক্রকে মাতৃসেবার নিযুক্ত করাইলেন । পুরবাসিদিগকে নীতি উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে
 লম্বষ্ট করিলেন । গুরুর আদেশক্রমে নিয়মব্রত অবলম্বন করিয়া শুভক্ষেপে ভগবান্ রাম-
 চন্দ্রের পাতুকা ভরত সিংহাসনে স্থাপন করিলেন ॥৩২৩॥

চৌ—রাম মাতু গুর পদ সিকু মাজি । প্রভু পদ পীঠ রজায়সু পাজি ॥

নন্দিগাওঁ করি পরন কুটীর। কান্দি-নিবাসু ধরম শুর ধীরা ॥১॥

জটাভূট সির মুনিপট ধারী। মহি খনি গুস সা খরী সঁবারী ॥
 অসন বসন বাসন ব্রত নেমা। করত কঠিন রিষিধরম সপ্রেমা ॥২॥
 ভূষন বসন ভোগ সুখ ভুরী। মন তন বচন তজে তিন তুরী ॥
 অবধ রাজু সুর রাজু সিহাজি। দসরথ ধনু সুন ধনতু লজাজি ॥৩॥
 তেহি পুর বসত ভরত বিমু রাগা। চঞ্চরীক জিমি চম্পক বাগা ॥
 রমা বিলাসু রাম অনুরাগী। তজত বমন জিমি জন বড় ভাগী ॥৪॥

দোহা— রাম পেম ভাজন ভরতু বড়েন এহি করতুতি।

চাতক হংস সরাহিঅত টেক বিবেক বিভূতি ॥৩২৪॥

বাংলা অর্থ—ধরম ধুর—ধর্মধুরন্ধর, ধার্মিকশ্রেষ্ঠ; খনি—খনন করিয়া; কুস সাঁথরী—কুশ শয্যা; সঁবারী—বিছাইলেন; তিন নোরী—তৃণ কাটিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক; সিহাজি—ঈর্ষ্যা করিলেন; লজাজি—লজিত হইতেন; চঞ্চরীক—ভ্রমর; (দো—৩২৪)

চৌ—রাম-মাতা গুরু-পদে শির নত করি। প্রভু-পাদ-পীঠ রাজাদেশ অনুসরি ॥
 নন্দীগ্রামে রচিলেন পাভার কুটীর। নিবাস স্থাপন সেথা ধর্ম-ভারে ধীর ॥১॥
 জটাভূট শিরে ধরি মুন-পটধারী। ধরা'পরে কুশ-শয্যা আপনি বিস্তারি ॥
 অশনে বসনে পাঞ্জে ব্রত ও নিয়ম। প্রেমভরে পালিলেন স্বামির ধরম ॥২॥
 বসন, ভূষণ, ভোগ, সুখ যা' যেথায়। কায়-মনোবাক্যে ত্যজি তৃণ-সম ভায় ॥
 যে অযোধ্যা-রাজে হিংসে নিজে সুর-রাজ। যাহার সম্পদে লভে মন-দেবে লাজ ॥৩॥
 ভরত-নিবাস সেথা বিনা অনুরাগে। ভ্রমর যেমন ভ্রমে চম্পকের বাগে ॥
 বহু ভাগ্য-ধর,—যা'র রাম-প্রেমী মন। রমার বিলাস ত্যজে বম্য-দ্রব্য-সম ॥৪॥

দোহা— রামের প্রেমিক ভরতের এই ভ্যাগে বড় কভু নাহি মানি।

চাতকে ও হংসে প্রশংসে সকলে দৃঢ়তা-বিবেক বেশী জানি ॥৩২৪॥

সান্ন্যাস—কৌশল্যা ও গুণকে প্রণাম করিয়া প্রভুর চরণ-পাদুকার আদেশে নন্দী গ্রামে পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া ঐশ্বর্যমুগ্ধ ভরত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ঋষিব্রত গ্রহণ করিয়া, জটাভূট ধারণ করিয়া কোপীন পরিহিত ভরত দর্ভশয্যা রচনা করিয়া সপ্রেমে ঋষিধর্ম পালন করিতে লাগিলেন। ভরতকে বসন ভূষণ ও ভোগ্য পদার্থ ত্যাগ করিতে দেখিয়া দেবরাজ ও তাহার প্রশংসা করিলেন। প্রচুর রাজকোষ পুট হইতে লাগিল। ভরত অনাসক্ত জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। রামে অনুরাগী জন ভোগ্য পদার্থকে বম্য দ্রব্যতুল্য বর্জন করিয়া থাকে। যাহারা এমন জীবন যাপন করে তাহারা সকলের প্রশংসা পায়। চাতক ও হংস তাহাদের দৃঢ়তা ও বিবেকবুদ্ধির জন্ত গংসারের সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া থাকে ॥৩২৪॥

চৌ—দেহ দিনজ দিন দূবরি হোজি। ঘটই তেজু বলু মুখছবি সোজি ॥

নিত নব রাম প্রেম পনু পীন। বড়ত ধরম দলু মনু ন মলীনা ॥১॥

জিমি জন্ম নিঘটত সন্নদ প্রকাশে । বিলসত বেভঙ্গ বনজ বিকাশে ।
 সম দম সংজম নিয়ম উপাসা । নথত ভরত হিয় বিমল অকাশা ॥২॥
 ক্রব বিশ্বাস্ত অবধি রাকা সী । স্বামি সুরতি সুরবীথি বিকাশী ॥
 রাম প্রেম বিধু অচল অদোষা । সহিত সমাজ সোহ নিত চোখা ॥২॥
 ভরত রহনি সমুখনি করতুতী । ভগতি বিরতি গুন বিমল বিভূতী ॥
 বরনত সকল স্নকবি সন্মুচাছী । সেস গনেন গিরা গম্ব নাছী ॥৪॥

দোহা— নিত পূজত প্রভু পাবরী প্রীতি ন হৃদয় সমাতি ।
 মাগি মাগি আয়স্ব করত রাজ কাজ বহু ভাতি ॥৩২৫॥

ভরতচরিত্র শ্রবণের মাহাত্ম্য

বাংলা অর্থ—দুবরি — দুর্গণ ; ঘটই — হানি হইল ; নিঘটত — গুফ হইয় ;
 উপাসা—উপবাস ; নথত—নক্ষত্র ; ক্রব—ক্রবতারা ; রাকা—পূর্ণচন্দ্র ; (দো—৩ ৫)
 চো—দিনে দিনে দেহ তাঁর দুর্বল হইল । তেজ-বল-মুখকাস্তি তাহে না কমিল ॥
 নিত্য নব রাম-প্রেম লভিয়া পোষণ । ধর্ম্মরাজি বৃদ্ধি করে অমলিন মন ॥১॥
 শরৎ প্রকাশে যথা শুষ্ক হয় জল, বেতসের বৃদ্ধি তথা পুষ্পিত কমল ॥
 শম-দম সংববাদি-নিয়মোপবাসে । নক্ষত্র শোভিল যেন তাঁর হৃদাকাশে ॥২॥
 *বিশ্বাস তাঁহার যথা চক্রেয় পূর্ণিমা । প্রভু-স্বতি-ছায়া-পথে তাহার মহিমা ॥
 রাম-প্রেম-শশী জানো তাহা স্ননির্ম্মল । সমাজ সহিত শোভে নিত্য অচঞ্চল ॥৩॥
 ভরতের শ্রুতি, বুদ্ধি, কর্ম্ম অচঞ্চল । ভকতি, বৈরাগ্য, গুণ, বিভূতি নির্ম্মল ॥
 বর্ণিতে নিপুণ কবি দ্বিধাপর হ'ন । অনন্ত, গণেশ, বাণী বৃত্তিতে অক্ষম ॥৪॥
 দোহা— নিতি নিতি পূজি' প্রভুর পাতক্য হিয়া প্রীতি-সীমা তেয়াগিলা ।
 আদেশ মাগিয়া সদা নানারূপে নিজে রাজ-কার্য্য সমাপিলা ॥৩২৫॥

সান্ন্যাস—ভরতের শরীর দুর্বল হইলেও মুখশ্রী, তেজ ও বল রামপ্রেমে পুষ্ট হইতে-
 ছিল । তিনি যথারীতি সংযম, নিয়ম ও উপবাসাদি পালনপূর্ব্বক নির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষায়
 শান্তির সহিত দিন যাপন করিতেছিলেন । তাহার বুদ্ধি, কাণ্ড্য, ও ভক্তি বৈরাগ্যের কথা
 বর্ণনা করিতে গণেশ, শরৎচন্দ্র ও অক্ষম হন । নিত্য পাতক্যর আদেশ লইয়া নির্লিপ্তভাবে
 রাজকাণ্ড্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন ॥৩২৫॥

* গুরুপক্ষে প্রতিপদের চক্রেয় যেমন দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে পূর্ণচন্দ্রে আসিতেছে এবং
 তৎক্ষণিৎ আনন্দে ভরপুর হইয়া আপনার কন্ম করিয়া চলে তেমনি ভরতও কঠোর ব্রত-
 নিয়ম পালন করিয়া গভীর বিশ্বাসের সাহিত চৌদ্দ বর্ষের অপেক্ষায় রাজকাণ্ড্য পরিচালনা
 করিলেন । আকাশের ছায়াপথ দেখিয়াই প্রতিপদের চক্রেয় যেমন গমন পথ নির্দ্ধারিত
 হয়, রামের স্বতিপথ ধরিয়া ভরতের কাণ্ড্য তেমনি নিয়ন্ত্রিতে হইয়াছিল ।

পারিশিষ্ট—পঞ্চম খণ্ড

অগস্ত্য-বিক্ষ্য রূপক ও উপাখ্যান

এক সময় পর্তুগিজ বিজ্ঞানের মনে ঈর্ষ্যার উদয় হইল যে সূর্য্য চন্দ্র আদি গ্রহগণ শুধু সূর্যের পর্তুগীজকে প্রদক্ষিণ করেন এবং তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন, বিজ্ঞানের প্রতি কোন মর্যাদা দান করেন না। সুতরাং তাঁহার প্রতি মর্যাদা দান না করা পর্য্যন্ত তিনি তাহাদের গমনাগমনের পথ রুদ্ধ করিবেন, এই মনে করিয়া তিনি তাঁহার কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, যাহাতে সূর্য্য-চন্দ্রের আলোক প্রদান তিরোহিত হইবার অবস্থা আশঙ্কিত হইল। সূর্য্য এবং দেবগণ চিন্তা করিলেন,—সূর্য্যের পথ অবরুদ্ধ হইলে বিজ্ঞাপর্তুগীজের নিম্নাংশে আলোক বিস্তার রুদ্ধ হইবে। এই অবস্থার আশঙ্কিতে দেবগণ সকলে উপায় নির্দ্ধারণার্থ মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট গমন করিলেন। মহর্ষি অগস্ত্যের বিজ্ঞানের উপর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। মহর্ষি অগস্ত্য ও তাঁহার ধর্ম্মপত্নী গোপামুদ্রাকে লইয়া বিজ্ঞানের নিকট উপস্থিত হইলেন। অগস্ত্যের নিকট উপস্থিত হইলে বিজ্ঞা তাঁহাদিগকে কি ভাবে সেবা করিতে পারেন প্রার্থনা জানাইলেন। উত্তরে অগস্ত্য বলিলেন,—যতদিন আমি প্রত্যাগমন না করি ততদিন তুমি অবনত মস্তকে থাকিবে। এই কথা বলিয়া মহর্ষি গ্রন্থান করিয়া উজ্জয়িনীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং আর ফিরিলেন না। যা'র জন্ত বিজ্ঞান কলেবর বৃদ্ধি বদ্ধ হইল এবং সূর্য্য-চন্দ্রের আলোক যথাবিধি দাক্ষিণাত্যে ও আর্ধ্যাবর্তে বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

একটি রূপক আশ্রয় করিয়া এই উপাখ্যান রচিত হইয়াছে। জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্ত এক এক অঞ্চলে এক এক জন ঋষি জীবনপাত করিতেন। দক্ষিণ ভারতে জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্ত অগস্ত্যের প্রভাব অসীম। এখনও তামিল, তেলুগু ও মালয়লাম ভাষাভাষী অধিবাসিগণ দক্ষিণভারতের সমস্ত সংস্কৃতির অধিষ্ঠাতৃরূপে অগস্ত্যকে স্বীকার করে। দক্ষিণ ভারতকে অনার্থ্য ও রাক্ষসগণের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার ত্রুত অগস্ত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের বনগমন সময়ে তিনি অগস্ত্যের আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিলেন। রাবণকে সর্বংশে নিধন করিয়া রামচন্দ্র অযোধ্যাতে প্রত্যাগমন করিলে অগস্ত্য দক্ষিণভারতে আর্ধ্য-সংস্কৃতি প্রচারের জন্ত তিনি ও তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যগণ যে ত্রুত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার জন্ত দক্ষিণ ভারতের লোকগণ এখনও শ্রদ্ধার সহিত অগস্ত্যের নাম স্মরণ করিয়া থাকে। সূর্য্যের আলোক প্রদান অর্থে জ্ঞানালোকের কথা বলা হইয়াছে। উত্তর ভারত তথা আর্ধ্যাবর্তে যে আর্ধ্যবৃত্তির জ্ঞানালোক প্রচারিত ছিল দাক্ষিণাত্যে তাহা ছিল না। অগস্ত্য বিজ্ঞানচল পর্তুগীজ অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যের জনসেবার ত্রুতরূপে আর্ধ্যবৃত্তির প্রচার করিতে যে ত্রুত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার রূপক এই উপাখ্যানে প্রদত্ত হইয়াছে। গোস্বামী তুলসীদাস ভারতের-আত্মসংস্কার-পরিচয় প্রসঙ্গে অযোধ্যাকাণ্ডে ২০৭ দোহাতে বিজ্ঞানের অগস্ত্য-প্রণতির সহিত ভারতের রামভক্তির পরাকাষ্ঠার তুলনা করিয়াছেন।

যযাতি উপাখ্যান

যযাতি সূর্য্যবংশীয় রাজা নহষের পুত্র। ইহার দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা নামে দুই পত্নী ছিল। দেবযানী দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা এবং শর্মিষ্ঠা দৈত্যরাজ্য বৃষপর্কার কন্যা স্তত্রাণ্ড শুক্রাচার্য্য বৃষপর্কার গুরু। নহষের সহিত বিবাহ হইবার পূর্বে দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার মধ্যে কলহ হওয়ার ফলে শুক্রাচার্য্য বৃষপর্কার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া দৈত্যরাজ বৃষপর্কার রাজধানী ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন জানিতে পারিয়া বৃষপর্কা শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসীরূপে নিয়োজিত করিয়া গুরুকে প্রসন্ন করেন। যযাতির সাহিত যখন দেবযানীর বিবাহ হইল, তখন তাঁহার নিকট এই অঙ্গীকার করা হইয়া লন যে যযাতি শর্মিষ্ঠাকে দাসীরূপে নিজ সংসারে স্থান দিবেন, পত্নীর পূর্ণ অধিকার দিবেন না। কিন্তু শর্মিষ্ঠার গুণ ও যৌবন দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যযাতি সে অঙ্গীকার রক্ষা করিতে পারেন নাই। দেবযানীর গর্ভে যজু ও তুর্কসু নামে তাঁহার দুই পুত্র ও শর্মিষ্ঠার গর্ভে ক্রুহা, অমু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে। দেবযানী যখন এই ব্যাপার জানিতে পারিলেন তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পিত্রালয়ে গমন করেন। শুক্রাচার্য্য সব বৃত্তান্ত শুনিয়া যযাতিকে জরাগ্রস্ত হইবার অভিশাপ প্রদান করিলেন। তখন যযাতি নানা প্রকারে অনুন্নয় করিয়া শুক্রাচার্য্যের নিকট করুণা প্রার্থনা করিলেন। শুক্রাচার্য্য করুণার্জ্জ হইয়া এই বর প্রদান করিলেন যে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে কেহ তাঁহার জরাকে গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্তে নিজের যৌবনকে প্রদান করিলে যযাতি পুনরায় যৌবন ফিরিয়া পাইবেন। গুরুর অভিশাপে যযাতি জরাগ্রস্ত হইলেন।

তখন যযাতি সকল পুত্রকে আহ্বান করিয়া নিজের জরার পরিবর্তে তাহাদের যৌবন চাহিলেন। কিন্তু একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র ব্যতীত কোন পুত্র এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। পুত্র পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নিজ যৌবন পিতাকে দান করিয়া পিতার জরাকে গ্রহণ করিলেন। পুত্রের যৌবন গ্রহণ করিয়া যযাতি বহুকাল ভোগ বিলাসে কাল যাপন করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তির শেষ হইল না ভোগস্পৃহা ক্রমবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি ভোগবিলাসের অনিত্যতা, ব্যর্থতা ও বহুমুখিতা অনুভব করিয়া কামনা বাসনা ত্যাগ করিয়া বান্ধিক্যে বৈরাগ্যকে শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কামনার নাশেই প্রকৃত শান্তি, পার্থিব যাবতীয় ভোগ্য পদার্থ এবং যুবতী রমণী অসংখ্য পাইলেও শেষ পর্য্যন্ত কাহারও ভোগের তৃপ্তি হয় না অপূর্ণতা থাকিয়া যায় সেজন্ত বাণপ্রস্থ বা ভৈক্ষ্য আশ্রম অবলম্বন করিয়া জীবনের স্থায়ী শান্তি লাভের কামনায় পুত্রের যৌবন পুত্রকে প্রত্যর্পণ করিয়া নিজে বনে গমন করিয়া আশ্রম-জীবন যাপনকে বরণীয় জ্ঞানে তাহাতেই তৃপ্ত রহিলেন।

গোস্বামী তুলসীদাস অযোধ্যাকাণ্ড ১৭৪ দোহাতে বশিষ্ঠ-ভরত সংলাপে ভরত রাম বনবাসকালে অযোধ্যাতে ফিরিয়া ভরতকে রাজ্যগ্রহণ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে যে যুক্তিভাল বিস্তার করিয়া রামের বনবাস কালে রাজ্যগ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেছিলেন সে প্রসঙ্গে যযাতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিলেন,—যযাতির পুত্র পিতার আজ্ঞা যদিও স্তব্ধচিন্মত নহে তথাপি তাহা পালন করিয়া পিত্রাদেশের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন অতএব ভরতের পক্ষে পিতার এই অযৌক্তিক আদেশ পালন করিলে কোন অজ্ঞায় হইবে না। সূর্য্যবংশের একজন নজিরও পূর্বে হইতে হইয়া আসিয়াছে। তাহা এখানে বশিষ্ঠ ভরতকে বলিলেন।

চৌ—পুলক গাভি হিয় সিয় রঘুবীর । জৌ নাম জপু লোচন নীর ॥
 লখন রাম সিয় কানন বসহী । ভরতু ভবন বসি তপ তনু কসহী ॥১
 দুহু দিসি সমুন্নি কহত সব লোগু । সব বিধি ভরত সরাহন জোগু ॥
 সুনিত্র নেম সাধু সঙ্কচাহী । দেখি দসী মুনিরাজ লজাহী ॥২
 পরম পুনীত ভরত আচরনু । মধুর মনজু মদ মঙ্গল করনু ॥
 হরন কঠিন কলি কলুষ কলেসু । মহা মোহ নিসি দলন দিনেসু ॥৩
 পাপ পুঞ্জ কুঞ্জর মৃগরাজু । সমন সকল সন্তাপ সমাজু ॥
 জন রঞ্জন ভঞ্জন ভব ভারু । রাম সনেহ সুধাকর সারু ॥৪

ছন্দ— সিয় রাম প্রেম পিয়ুষ পুরম হোত জনমু ন ভরত কো ।
 মুনি মন অগম যম নিয়ম সম দম বিষম ত্রত আচরত কো ॥
 দুখ দাহ দারিদ দম্ব দূষন স্রজস মিস অপহরত কো ।
 কলিকাল তুলসী সে সঠম্‌হি ইঠি রাম সমমুখ করত কো ॥
 সো— ভরত চরিত করি নেমু তুলসী জো সাদর স্নহি ।
 সীম রাম পদ পেমু অবসি হোয় ভবরস বিরতি ॥৩২৬॥

বাংলা অর্থ—কসহী—ক্ষীণ করিলেন ; দারিদ—দারিদ্র্য ; মিস—ছলে ; সঠম্‌হি—
 শঠগণকে ; ভবরস—পার্বিব ভোগ্য ; (দো—৩৩)

চৌ—পুলক তনুতে, হৃদে সীতা-রঘুবীর । নাম জপ করে জিহ্বা, আঁখি ভরে নীর
 লক্ষ্মণ ও সীতা-রাম নিবসেন বনে । তপে তনু ক্ষীণ করে ভরত ভবনে ॥১॥
 দুই দিকে হেরি' বুঝি' কহে সর্বজনে । ভরত সকল-রূপে যোগ্য প্রশংসনে ॥
 শুনি ত্রত, তপ সাধু মনে সঙ্কুচিত । দেখি' দশা মুনি-রাজ আপনি লজ্জিত ॥২॥
 পরম পবিত্র জানি' ভরত-আচার । মধুর সুন্দর শুভ আনন্দ-আধার ॥
 কলির কঠিন ক্লেশ পাপ-নাশ-কর । মহা মোহ-নিশাতমে যেন তা' ভাস্কর ॥৩॥
 পাপ-পুঞ্জে নাশে তথা যথা সিংহ করী' । সবার সন্তাপ-রাশি দেয় দূর করি' ॥
 মানস রঞ্জন করে ভব-ভার হরে । সুধাকর যথা সুধা রাম-প্রেম করে ॥৪॥

ছন্দ— সীতা-রাম-প্রেম-পীযুষে পূরিত ভরতের জন্ম যদি না হইত ।
 মুনি-চিন্তাভীত যম-দম-শম নিয়ম ও ত্রত কেবা আচরিত ?
 দুখ, দাহ, দম্ব, দারিদ্র্যজ দোষ সুযশের ছলে কে বল হরিত ?
 কলি-কালে কেবা তুলসীর মত শঠে জোর করি' রাম-প্রেম দিত ?

সোরঠা— তুলসী কহিছে ভরত চরিত নিয়ম করিয়া আদরে যে শোনে ।
 সীতা-রাম-পদে অবশ্য পিরীতি সংসার-বিরতি লভিবে সে মনে ॥৩২৬॥

সান্নাধ্যম—ভরত প্রতিদিন পাঁচকা পূজা কবিতেন এবং তাহার আদেশ লইয়া
 রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন । এই পূজাকালে ভক্তি ও বৈরাগ্যে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া

রামচরিতমানস

উঠিত। শরীরে পুলক, হৃদয়ে সীতারাম, জিহ্বায় রামনাম লইয়া। জলভরা চোখে তিনি ভগ্নভারত থাকিতেন, ভারতের পবিত্র আচরণ সকলের আদর্শদায়ক। ইহা ভবভূষণ নাশ করে। সীতারাম-প্রেমামৃতে ভারপুর ভারতের জন্ম না হইলে মুনিগণেরও মনের অগম্য শয়ন-নিয়মাদি পালনে লোকের প্রযুক্তি অক্ষিত না। গোস্থামী তুলসীদাস ভারত-প্রেমে মুগ্ধ হইয়াই রামভক্ত হইয়াছিলেন। ভারত চরিত্রের এমনই প্রভাব যে, যে কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে শুনিলে ত'হার সংসারের দুঃখযন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি হয় ॥৩২৬॥

সমাপি একুশ দিন মাসপাক্ষান্তে।
নমি এবে সীতারাম-ভারত-চরণে ॥

অশেষাশ্রয়ী সন্মাত

শ্রীশ্রীরামজয়ন্তী উপহার।

—করকমলে অর্পিত হইল।



শ্রীচিন্ময় ভট্টাচার্য (কলিকাতা) শ্রীহিরণ্ময় ভট্টাচার্য (কলকাতা)

শ্রীরামময় ভট্টাচার্য (আলানসোল) শ্রীকরণময় ভট্টাচার্য (কলকাতা)

২০, বৈষ্ণবঘাট। লেন গাড়িয়া, কলিকাতা—৪৭।

রামনবমী ১ই বৈশাখ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

ରାମଚରିତମାନସ-୬ଷ୍ଠ ଅଂଶ

ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡ, କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ସମଗ୍ର

ପ୍ରାଣେତା ଓ ପ୍ରକାଶକ

କବିରାଜ

ଶ୍ରୀବିଜୟବଲ୍ଲଭୀ ଟ୍ରଷ୍ଟସ୍

ଗୋସ୍ବାମୀର ଚିତ୍ର (ବନ୍ଧାକରେ) ମୂଳ, ଶବ୍ଦାର୍ଥ, ସାରସଂସ୍କୃତ, ଛନ୍ଦେ ବନ୍ଧାସ୍ତ୍ରବାଦ,

ଭୂମିକା ଓ ପରିଶିଷ୍ଟ ସହ ଅକାଶିତ ଓ

ସର୍ବସମ୍ପଦ ସଂରକ୍ଷିତ

୧

୧୯୮୧, ବିପିନବିହାରୀ ମାନ୍ୟତା ଟ୍ରଷ୍ଟସ୍

ବକ୍ସିଂ ପ୍ରେସ୍ ହାଉସ୍ ମୁଦ୍ରିତ

୧ ୬୨ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରେସ୍ ୧୨୧ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ରାମନବମୀଦିନେ

‘ରାମଦାସକୁଟୀର’ ୨୦, ବୈଷ୍ଣବବାଟା ଲେନ (ଗଢ଼ିଆ),

କଲିକାତା-୮୧ ହାଉସ୍ ଅକାଶିତ

বিশদ্য নিবেদন

ভগবৎরূপায় রামচরিতমানস ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হইল। অর্থহুজুর জন্ম এই খণ্ড প্রকাশনে বিলম্ব ঘটিয়াছে তজ্জন্ম পাঠকগণের বিলম্বজনিত ধৈর্য্যচূড়ি ঘটিতেছে। সপ্তম খণ্ডে পুস্তক সমাপ্ত হইবে। আগামী পূজার পূর্বে সমগ্র পুস্তক সমাপ্ত হইবে আশা করি। মুদ্রণ-ব্যবস্থা তদমুযায়ী পরিবর্তিত হইয়াছে। মোট ছয় শত নূতন গ্রাহকের বেশী গ্রাহকে পুস্তক দেওয়া সম্ভব হইবে না সুতরাং পুস্তক ও বাহারা বিলম্বে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া এই ছয়খণ্ড গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের পুস্তক সম্বন্ধে অগ্রাধিকার থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশকে কিছু অর্থামুকুল্য দ্বারা অনুগৃহীত করা হইবে। বাহারা অর্থের অসচ্ছলতা জন্ম পুস্তক ৭ খণ্ড ক্রয় করিতে অসমর্থ হইবেন তাঁহাদের জন্ম ‘প্রসঙ্গরত্নমালা’ সংস্করণ। কারণ এই গ্রন্থে রামচরিতমানসের শ্রেষ্ঠ অংশ অর্থাৎ ‘চিত্রকূটে শ্রীরামভরতমিলন’ এবং তৎসহ বাঙ্গালীক রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও উপনিষদের শ্রেষ্ঠ অংশ বাংলা কবিতাতে লঙ্ঘন করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ইতিহাস অবলম্বনে এই পুস্তকখানি স্মরণের এবং ভক্তগণের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। ইতি

—বিনীত গ্রন্থকার

ভূমিকা—রামচরিতমানস

রামায়ণ-প্রসঙ্গ কাল্পনিক না বাস্তব

রামায়ণ-প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমতঃ বাঙ্গালীকরামায়ণের কথাই আসিয়া পড়ে। তা’ছাড়া যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ বাহাতে রামায়ণের অধ্যাত্মত্বের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। বাঙ্গালীকরামায়ণের পরিপূরক গ্রন্থরূপে ইহা মোক্ষমার্গের ভিত্তিবের অধিকারী ব্যক্তির এই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রাম-বশিষ্ঠ-সংবাদরূপে পাঠকগণের নিশ্চয় উপস্থাপিত করা হইয়াছে। বাঙ্গালীকরামায়ণে ২৪০০০ শ্লোক আছে কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে ৫৬০০০ শ্লোক আছে। ব্রহ্মও পূর্বের অন্তর্গত অধ্যাত্মরামায়ণেও রামচরিত প্রসঙ্গে শিব-ভাবানী সংবাদরূপে অষ্টম অধ্যাত্মত্বের আলোচনা করা হইয়াছে। মহাভারতেও রামায়ণপ্রসঙ্গ আছে তাহাতে রামচরিত আশ্রয় বরিয়া রামের ইতিবৃত্তমূলক অংশ আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন পুরাণে একই ভাবে রামচরিতের বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধজাতক ও জৈনগ্রন্থ রামের বিস্তৃত ইতিবৃত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। গোস্বামী ভুলশীলসংগীত রামচরিত-মানসেও রামচরিত আশ্রয় বহু উপাখ্যানসহ যুগোপযোগী ধর্ম ও সমাজত্বের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে অপর একখানি জাঁদিড়ী রামায়ণ আছে তাহাতেও প্রাচীন রামচরিত আশ্রয়ে ইতিবৃত্তমূলক উপাখ্যান ও প্রচলিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরবর্তী কালে

বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাতে রামায়ণের রচনাবলি হইয়াছে। উপাখ্যান অংশ লক্ষ্যে এই গ্রন্থ নবোৎপাদিত। উপাখ্যান ও রূপক ভাষার মধ্যে কত পার্থক্য আর কবি-কল্পনার বৈচিত্র্য ও কত প্রকার তাহা নিরূপণ অনেক ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে বলিয়া সমগ্র রামচরিতের ইতিবৃত্তসম্বন্ধে অনেকে সন্ধিহীন হন। ছাপের ও কলির সজ্জাশ্রমে প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্বে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া প্রতীতি আছে। তাহার পূর্বে ক্রীতযুগে রামচন্দ্রের আবির্ভাব বলিয়া বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থে লিখিত আছে। উপাখ্যানসহ রূপকের বিচিত্র সমাবেশে এই গ্রন্থ এমন এক বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে যে ইহাতে ইতিবৃত্তের অপেক্ষা উপাখ্যান বা রূপকের অংশের বিবরণ রামের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সংশয়ের কারণ উপস্থিত করে। সুগ্রীব, বানর, ঋক্ষ, হনুমান প্রভৃতির আচরণে মায়ুষের ইঙ্গিত যেমন উপাখ্যান, রূপকবাহুল্য তেমনি প্রকট করা হইয়াছে। এবিষয়ে দক্ষিণাত্যে প্রচলিত ত্রাবিড়ী রামায়ণ বহু বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে বানরের লেজের ইচ্ছামত হাস-বুদ্ধি বা দহন নাই অথবা সূর্য্যকে বক্ষপুটগত করিবার ব্যাপার নাই, সেখানে রাজা সূর্য্য ঠাহাকে বশীভূত করিয়া কার্যাদির ব্যবস্থা আছে, বা রাবণ রাক্ষসের দশমুণ্ডের পরিচয় নাই। গীতাচরণ করিলে প্রবলপ্রতাপ দুই রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত দশরথপুত্র অযোধ্যার অধিপতি রামচন্দ্রের যুদ্ধের কথাই আছে। সুগ্রীব, বানর, ঋক্ষ, হনুমান ও ভূত বিশিষ্ট আকৃতি-বিশিষ্ট ভক্ত রাক্ষসজাতীয় লোক। ফলে প্রাচীন ত্রাবিড়ীরামায়ণ অত্যন্ত প্রচলিত রামায়ণ অপেক্ষা বহুলাংশে বাস্তবতাপূর্ণ ইতিবৃত্ত। ত্রাবিড়ী রামায়ণের ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত ও স্থানিক বর্ণনাতে তাহার পরিচয় দেয়। এই পুস্তকে প্রাচীনকালের দক্ষিণাত্যে রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা বাস্তবতাপূর্ণ ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রদান করে। অগস্ত্য সে দেশের যাবতীয় সংস্কারের স্রষ্টা, ধারক ও বাহকরূপে এখনও সর্বজন মুখে সমানভাবে স্বীকৃত। রাবণকে হত্যার পরে যাবতীয় আর্গ্যসংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা অসম্ভাব্য হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছিল। সুতরাং মহাভারতে লিখিত কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের পূর্বে যে রামায়ণের ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহের প্রাণ নিতান্ত যুক্তিহীন। রাম কখন কবিকল্পনার বিষয়বস্তু হইতে পারেন না।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই ব্যাকরণের মুখ্য অংশ গোবিন্দপুর গীতা প্রেস হইতে প্রকাশিত মানস-ব্যাকরণ হইতে সংগৃহীত। মানসব্যাকরণের সুস্ব ভৈরবী বহু আছে। যাহা উল্লেখ করা সম্ভব হইল না। শেষ খণ্ডে কবি ও ভক্তপ্রবর গোবামী মহোদয়ের অল্পমম কবিত্বশক্তি ও অলঙ্কারাংশের আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

রামচরিতমানস ৬ষ্ঠ খণ্ড

সূচীপত্র

ভূমিকাংশে	পৃষ্ঠা
এহকারের নিবেদন	ক—৮৩
রামায়ণ প্রসঙ্গ কালনিক না বাস্তব ?	ক৮৩—৮৪
অরণ্যাকাণ্ডে—মঙ্গলাচরণ	৬৬৬
রামের চিত্রকূট ভ্রাগ	৬৬৬—৬৭২
বিরোধবধ, রাম-শরভঙ্গ-সুতীক্ষ্ণ-মগত্যা-মন্দন	৬৭৩—৬৮১
জীৱ-ঐশ-ভেদ-ব্যাখ্যান প্রসঙ্গ	৬৮২—৬৮৪
সুপ্নমথার নাসিকা ছেদন	৬৮৫—৬৯০
সীতাহরণ	৬৯১—৭০১
জটায়ু উদ্ধাব—শবরী সংবাদ	৭০২—৭০৯
রামের বিবাহ—নারদ-সমাগম	৭০৯—৭১৯
অরণ্যকাণ্ড সারমর্ম	৭১৯—৭২৪
কিকিঙ্কাকাণ্ডে—মঙ্গলাচরণ	৭২৫
রাম-সুগ্রীব-সম্মিলন	৭২৫—৭৩০
বালি-বধ	৭৩১—৭৩৬
প্রবর্ষণ-শৈলে রাম	৭৩৭—৭৪৫
কপিগণের সীতার সন্ধানে যাত্রা	৭৪৫—৭৪৮
কপি-সম্প্রতি-মিলন	৭৪৮—৭৫৪
কিকিঙ্কাকাণ্ড সারমর্ম	৭৫৪—৭৫৭
সুন্দর কাণ্ডে—মঙ্গলাচরণ	৭৫৮
সাগর-লজ্জন	৭৫৮—৭৬৫
সীতা-হুয়ান সংবাদ	৭৬৬—৭৭৭
লঙ্কাদাহ	৭৭৪—৭৮২
কপিগণের প্রত্যাবর্তন	৭৮২—৭৮৯
বিভীষণের রাবণের আশ্রয়ত্যাগ	৭৮৯—৮০০
শ্রীরাম-শুকসংবাদ ; সমুদ্রের দর্পচূর্ণ	৮০০—৮১০
সুন্দরকাণ্ড সারমর্ম	৮১০—৮১৩
পরিশিষ্টে—রামচরিতমানস ব্যাকরণে বিষয়-প্রবেশ	খ-৪১—খ-৫৭
চিত্রসূচী—লঙ্কাপুরীর অশোকবনে চেড়ীবেষ্টিতা সীতা	৮০৮
বর্ণের অষ্ট উচ্চারণস্থান	খ-৪৫

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ
 শ্রীজানকীবল্লভো বিজয়তে
শ্রীরামচরিতমানস—৬ষ্ঠ খণ্ড
 তৃতীয় সোপান--অরণ্যকাণ্ড

শ্লোক

মূলং ধর্মতরোর্বিবেকজলধেঃ পূর্ণেন্দুমানন্দদং
 বৈরাগ্যাম্বুজভাস্করং হৃদযশনধাস্ত পহং তাপহম্ ।
 মোহান্তোম্বুধরপূগপাটনবিধৌ স্বঃসম্ভবং শঙ্করং
 বন্দে ব্রহ্মকুলং কলঙ্কশমনং শ্রীরামভূপপ্রিয়ম্ ॥১॥
 সাম্প্রানন্দপয়োদসৌভগতনুং পীতাম্বরং সুন্দরং
 পাণৌ বাণশরাসনং কটিলসন্তু গীরভারং বরম্ ।
 রাজীবায়তলোচনং ধ্বজটাজুটেন সংশোভিতং
 সীতালক্ষ্মণসংযুতং পথিগতং রামাভিরামং ভজে ॥২॥

সোরঠা— উমা রাম গুন গুঢ় পণ্ডিত মুনি পাবহিঁ বিরতি ।

পাবহিঁ মোহ বিমূঢ় জে হরি দিমুখ ন ধর্ম রতি ॥

চো—পুর নর ভরত শ্রীতি মৈঁ গাজে । মতি অনুরূপ অনুপ সুহাজে ॥

অব প্রভু চরিত সুনহু অতি পাবন । করত জে বন সুর নর মুনি ভাবন ॥১॥

এক বার চুনি কুসুম সুহাএ । নিজ কর ভূষন রাম বনাএ ॥

সীতহি পহিরাএ প্রভু সাদর । বৈঠে ফটিক সিল। পর সুন্দর ॥২॥

সুরপতি সূত ধরি বায়স বেধা । সঠ চাহত রূপতি বল দেধা ॥

জিমি পিপীলিকা সাগর থাহা । মহা মন্দমতি পাবন চাহা ॥৩॥

সীতা চরন চৌচ হতি ভাগা । মূঢ় মন্দমতি কারন কাগা ॥

চলা রুধির রঘুনায়ক জানা । সীদ্ধ ধনুষ সায়ক সন্ধানা ॥৩॥

দোহা— অতি রূপাল রঘুনায়ক সদা দীন পর নেহা ।

তা সন আই কীন্হ ছলু মুরখ অবগুন গেহ ॥১॥

পঞ্চাশতবাদ

ধর্ম-তরুমূল যিনি চিদানন্দ ঘন । বিবেকসমুদ্রে যিনি পূর্ণ শশি-সম ॥
 বৈরাগ্য-অম্বুজ-রবি ত্রিতাপনাশন । ঘোর পাপ-অন্ধকার-বিনাশ-কারণ ॥
 মোহ-মেঘ-রাশি-ভেদে নিপুণ-কারণ । পবন-স্বরূপে বীর হয় প্রকাশন ॥
 ব্রহ্মার নন্দন যিনি কলঙ্ক শমন । বন্দি রাম ভূপপ্রিয় শিব শুভ ঘন ॥
 বারিভরা মেঘ-সম শ্যাম দেহধর । সুন্দর আনন্দ-ঘন যিনি পীতাম্বর ॥
 হস্তে বাণ-শরাসন অতীব সুন্দর । কটিতে তুণীর-ভার শোভে মনোহর ॥

আয়ত অম্বুজ-সম বাঁহার লোচন । জটাজুটধারী বাঁর দেহ স্ত্রশোভন ॥
 সীতা ও লক্ষ্মণ সহ যিনি পথচারী । সেই অভিরাম নামে আমি নতি করি ॥
 সোরঠা—রামগুণ গুঢ় জানিবে পার্বতী স্তম্ভী ও মুনিরে বৈরাগ্য তা'দিবে ॥
 হরিতে বিমুখ নাই ধর্মে মতি মোহ লভি তাহে । স্তম্ভ না ভুঞ্জিবে ॥
 চৌ—পুরমর ও ভরত-পিরোতি বর্ণিহু । অনুপম চারু তাহা যেমন বুঝিহু ॥
 এবে বনে স্থপাবন প্রভুর চরিত—শুন,— সুর, নর, নারী যাহে উদ্ভাসিত ॥
 একবার চারু পুষ্প করিয়া চয়ন । শ্রীরাম রচেন শুভ হস্তের ভূষণ ॥
 সীতারে পরান প্রভু অতি সমাদরে । বসিয়া স্তম্ভের শিলাশ্রমিক উপরে ॥
 বায়সের বেশ ধরি' ইন্দ্রের নন্দন । রঘুপতি-শক্তি মুখ' করে পরীক্ষণ ।
 পিপীলিকা যায় যথা সাগর মাপিতে । মহামন্দমতি চাহে তথা আচরিতে ॥
 সীতা-পদে চক্ষু হানি' করে পলায়ন । মুঢ়তা কুবুদ্ধি কাকে তাহার কারণ ॥
 শোণিত করিল তাহে শ্রীরাম পেখিল । শরে রচা বাণ নিজ ধনুকে জুড়িল ॥
 দোহা— অতি দয়াপর রঘুর নামক দীনপরে সদা স্নেহ অতি ।
 তার সনে করে মুখ' আসি' ছল নিগুণতা যেন মূর্তিমতী ॥১॥

মূল

চৌ— প্রেরিত মন্ত্র ব্রহ্মসর ধাবা । চলা ভাজি বায়স ভয় পাবা ॥
 ধরি নিজ রূপ গয়উ পিতু পাই' । রাম বিমুখ রাখা তেহি নাই' ॥১॥
 ভা নিরাস উপজী মন ত্রাসা । জথা চক্র ভয় রিষি দুর্বাশা ॥
 ব্রহ্মধাম সিবপুর সব লোকা । ফিরা শ্রমিত ব্যাকুল ভয় সোকা ॥২॥
 কাহ' বৈঠন কহা ন ওহী । রাখি কো সকই রাম কর জেহী ।
 মাতু মৃত্যু পিতু সমন সমানা । স্তম্ভা হোই বিষ স্নু হরিজানা ॥৩॥

বাংলা অর্থ—ধর্ম্মতরু—ধর্ম্মরূপ বৃক্ষ ; বিবেকজলধি—বিবেকরূপ সমুদ্র ; অঘঘন-
 ধ্বাস্তাপহ—পাপরূপী ঘোর অন্ধকার-নাশক ; তাপহ—তাপহরণকারী ; মোহাস্তোষধ-
 পুগপাটনবিধৌ—মোহরূপ মেঘসমূহের ছিন্ন ভিন্ন করণ ক্রিয়াতে ; শ্বাস—বায়ুমূর্তি ;
 ব্রহ্মকুল—ব্রহ্মার আশ্রয় (মাননপুত্র) ; ১ শ্লোক

বাংলা অর্থ—সাত্ত্বানন্দপয়োদসৌভগতনু—সজল মেঘের ত্রায় আনন্দময় স্তম্ভর
 দেহধারী ; কটিলসত্ত্বগীরভার—কটিদেশে উচ্ছল তুগীর ধারণকারী ; রাজীবায়তলোচন
 —পদ্মের ত্রায় বিশাল চক্ষু ; পথিগত—পথচারী । ২ শ্লোক

বাংলা অর্থ—পাবহি—পায় ; মুনি ভাবন—মুনিমণ্ডের দীপ্তিদানকারী ; চুনি—
 চয়ন করিয়া ; পহিরাএ—পর্যাইলেন ; সুরপতি স্তম্ভ—ইন্দ্রপুত্র জয়স্ত ; সাগর থাছা
 —সমুদ্রের থাই ; চৌচ—চক্ষু ; হতি—আঘাত করিয়া ; কাগা—কাক (বেশে) ; জীছ—
 শর কাত ; সন্ধানা—সন্ধান করিণেন ; অবগুন গেহ—গুণের আধার ; (১ দো)

মিত্র করই সত রিপু কৈ করনী । তা করই বিব্ধনদী বৈভরনী ॥
 সব জগু তাহি অনলহ তে তাভা । জো রঘুবীর বিমুখ স্নমু জাভা ॥৪॥
 নারদ দেখা বিকল জয়ন্তা । লাগি দয়া কোমল চিত সন্তা ॥
 পঠবা তুরত রাম পহি' তাহী । কহেসি পুকারি শ্রনত হিত পাহী ॥৫॥
 আভুর সভয় গহেসি পদ জাঈ । ত্রাহি ত্রাহি দয়াল রঘুনাঈ ॥
 অতুলিত বল অতুলিত প্রভুতাঈ । মৈ' মতিমন্দ জামি নহি' পাঈ ॥৬॥
 নিজ কৃত কর্ম জনিত ফল পায়উ' । অব প্রভু পাহি সরন তকি আয়উ' ॥
 স্ননি কুপাল অতি আরত বানী । একনয়ন করি তজা ভবানী ॥৭॥
 সোরঠা—কীলহ মোহ বস জোহ জাঈপি তেহি কর বধ উচিত ।
 প্রভু ছাড়েউ করি ছোহ কো কুপাল রঘুবীর সম ॥২॥

পঞ্চানন্দ

ব্রহ্মশর মন্ত্র-পূত এ বাণ আছিল । ভয়ে ভীত হ'য়ে কাক ক্ষত পলাইল ॥
 নিজ রূপ ধরি' কাক পিতৃ-পার্শ্বে যায় । রাম-বিমুখতা হেতু আশ্রয় না পায় ॥১॥
 আশাহীন হ'য়ে মনে ত্রাস উপজিল । ঋষি-চক্রে দুর্কাসার যে দশা ঘটিল ॥
 ব্রহ্মলোক, শিব-লোক সর্বত্র ছুটিল । চিন্তা, ভয়, পরিশ্রমে কাতর হইল ॥২॥
 কেহ নাহি দিল তারে বসিতে আসন । রামজোহী যেই—তা'রে যে করে রক্ষণ ?
 মাতা মৃত্যু-সম, পিতা হ'ন যম-সম । হে গরুড় ! শুন তা'র স্নধা বিবোপম ॥৩॥
 মিত্র তার করে শত রিপুর করম । তার কাছে সুরধুনী বৈতরণী-সম ॥
 অগ্নি হ'তে বেশী তপ্ত বিশ্ব কাছে তা'র, শুন ভাই ! রাম-পদে বৈমুখ্য যাহার ॥৪॥
 জয়ন্তে বিকল যবে নারদ হেরিলা । সাধুর কোমল চিত্ত দয়াতে ভরিলা ॥
 ক্ষত রাম-পার্শ্বে তা'রে দেন পাঠাইয়া । 'আশ্রিত পালক রক্ষ' কহিতে ডাকিয়া ॥৫॥
 আভুর সভয়ে কহে তাঁর পদ ধ'রে । হে দয়াল ! রঘুরাজ রক্ষা কর মোরে ॥
 অতুল প্রভাব বল রয়েছে তোমার । মৃঢ় আমি শক্তি মম নাহি বুঝিবার ॥৬॥
 নিজ কৃত কর্ম ফল লভিষ্কু এখন । এবৈ প্রভু রক্ষা কর লইলু শরণ ॥
 শুনিয়া কুপাল তা'র আশ্চিভরা বানী । এক চক্ষু করিলেন শুন হে ভবানি ! ॥৭॥

বাংলা অর্থ—ভাজি চলা—জলাইয়া; গেল; উপজী—জন্মিল; ঋষি চক্রে—ঋষিগণ
 কর্তৃক রচিত চক্রান্ত; সিবপুর—শিবলোক; কাহু—কেহও; বিবুধনদী—গঙ্গানদী;
 বৈতরণী—যমপুরীর নদী; তাভা—উত্তম; লাগি—জন্ম; পুকারি—চীৎকার করিয়া;
 তকি—লক্ষ্য জরিয়া; এক নয়ন করি—এক চক্ষু হীন করিয়া; জোহ—বিজোহ;
 ছোহ—কুপা; হরিজানা—হরিভক্ত (গরুড়); (১০২)

† অযোধ্যাকাণ্ড ২৬৫ দোহাতে দ্বিতীয় চোপাই দুর্কাসা-অধরীষ উপাখ্যানে দুর্কাসার
 হর্গতি দ্রষ্টব্য ।

সোরঠা—মোহ বশে জোহ যতপি করিল বধদণ্ড তার যথোচিত হয়।

প্রভু ছাড়ি' দিলা কৃপা করি' তা'রে রাম-সম কেবা হেন কৃপাময় ? ॥২

মূল

চৌ— রঘুপতি চিত্রকূট বসি নানা। চরিত কিএ শ্রুতি স্মৃতি সমানা ॥

বহুরি রাম অস মন অনুমান। হোইহি ভীর সবহি' মোহি জানা ॥১॥

সকল মুনিনহ সন বিদা করাই। সীতা সহিত চলে দৌ ভাঈ ॥

অত্রি কে আশ্রম জব প্রভু গয়উ। সুনত মহামুনি হরষিত ভয়উ ॥২॥

পুলকিত গাত অত্রি উঠি ধাএ। দেখি রামু আতুর চলি আএ ॥

করত দণ্ডবত মুনি উর লাএ। প্রেম বারি দৌ জন অনুহবাএ ॥৩॥

দেখি রাম ছবি নয়ন জুড়ামে। সাদর নিজ আশ্রম তব আনে ॥

করি পূজা কহি বচন স্নহাএ। দিএ মূল ফল প্রভু মন ভাএ ॥৪॥

সো— প্রভু আসন আসীন ভরি লোচন সোভা নিরখি।

মুনিবর পরম প্রবীণ জোরি পানি অস্ততি করত ॥৩॥

পড়াহুগদ

রঘুবীর চিত্রকূটে যবে নিবসিল। শুনিতে অমৃত-সম চরিত সাধিলা ॥

পুনর্বার হেন কথা চিন্তে অনুমানে। জনতার ভীড় হনে সবে যদি জামে ॥১

মুনিগণ পার্থ হ'তে বিদায় লইলা। সীতা সহ দুই ভাই কাননে চলিলা ॥

অত্রির আশ্রমে প্রভু হ'ন উপনীত। মহামুনি শুনি' হ'ন অতি হরষিত ॥২॥

তনুতে পুলক ভরি' অত্রি উঠে যা'ন। রাম তাঁ'রে দেখি' ভরা আসিয়া পৌ'ছান ॥

রামে বুকে ধরি' মুন করে আলিঙ্গন। প্রেমবারি দুজনার পূরিল নয়ন ॥৩॥

নেহারি' শ্রীরামে মুন-আঁখি জুড়াইল। সমাদরে সবাকারে আশ্রমে আনিল

পূজা করি' কহি কথা পরম স্নন্দর। ফলমূল দিলা প্রভু-মনোরুচিকর ॥৪॥

সোরঠা—আসনে আসীন হইলেন প্রভু, আঁখি ভরি' মুন শোভা নিরখিলা।

পরম প্রবীণ সেই মুনিবর যুক্তকর করি' স্তুতি বিরচিলা ॥৩॥

মূল

ছঃ— নমামি ভক্ত বৎসলং। কৃপালু শীল কোমলং ॥

ভজামি তে পদাস্বজং। অকামিনাং স্বধামদং ॥১॥

নিকাম শ্রাম স্নন্দরং। ভবাস্বনাথ মন্দরং ॥

প্রফুল্ল কঞ্জ লোচনং। মদাদি দোষ মোচনং ॥২॥

প্রলম্ব বাহু বিক্রমং। প্রভোঃ প্রেময় বৈভবং ॥

নিষঙ্গ চাপ সায়কং। ধরং ত্রিলোক নায়কং ॥৩॥

বাংলা অর্থ—ভীর—ভীড়; আতুর—স্বাপ্নরক; ভায়ে—ভাল লাগিল; অস্ততি—

তব; জুড়ানে—জুড়াইল; জোরি—যুক্ত করিয়া; (দ্রো ৩)

দিনেশ বংশ মণ্ডনং । মহেশ চাপ খণ্ডনং ॥
 মূলীশ্র সন্ত রঞ্জনং । সুরারি বৃন্দ ভঞ্জনং ॥৪॥
 মনোজ বৈরি বন্দিভং । অজাদি দেব সেবিতং ॥
 বিশুদ্ধ বোধ বিগ্রহং । সমস্ত দূষণাপহং ॥৫॥
 নমামি ইন্দ্রিরা পতিং । সুরাকরং সত্যং গতিং ॥
 ভজে সশক্তি সানুজং । শচী পতি প্রিয়ানুজং ॥৬॥
 হৃদজিঘ্র মূল যে নরাঃ । ভজন্তি হীন মৎসরাঃ ॥
 পতন্তি নো ভবান্বে । বিতর্ক বীচি সঙ্কুলে ॥৭॥
 বিবিক্ত বাসিনঃ সদা । ভজন্তি মুক্তয়ে মুদা ॥
 নিরস্ত ইন্দ্রিয়াদিকং । প্রযান্তি তে গতিং স্বকং ॥৮॥
 তমেকমদুতং প্রভুং । নিরীহমীশ্বরং বিভুং ॥
 জগদ্গুরুং চ শাস্তং । তুরীয়মেব কেবলং ॥৯॥
 ভজামি ভাব বল্লভং । কুযোগিনাং স্নেহলভং ॥
 স্বভক্ত কল্প পাদপং সমং স্নেহব্যমহং ॥১০॥
 অনুপ রূপ ভূপতিং । নতোহহমুর্বিজা পতিং ॥
 প্রসাদ মে নমামি তে । পদাক্ত ভক্তি দেহি মে ॥১১॥
 পঠন্তি যে স্তবং হৃদং । নরাদরেণ তে পদং ॥
 ব্রজন্তি নাত্র সংশয়ং । হৃদীয় ভক্তি সংযুতাঃ ॥১২॥
 দেহা—বিনতী করি নুন নাই সিরু কহ কর জোরি বহোরি ।
 চরন সরোরুহ নাথ জনি কবছ* তজৈ মতি মোরি ॥৪॥

পঞ্চানুবাদ

ভকত বৎসল প্রভো ! স্নেহমল কুপাময় !
 চরণে নমিলে দাঁও নিক্ষেপে নিজালয় ॥১॥
 শ্রাম চারু কামহীন ভবান্বিতে যে মন্দর ।
 ফুল পদ্ম-সম আঁখি ষড়রিপু-দোষহর ॥২॥
 দীর্ঘবাহ পরাক্রমে বৈভবেয়ো নাহি পার ।
 তুগীর ওঁধনুর্কোণে হে প্রভো ! ত্রিলোকাধার ॥৩॥
 সূর্য্যবংশ-বিভূষণ শিবধনু ভঙ্গ কর ।
 মুনীশ সাধুরে তুবি' অনুরের দর্প হর ॥৪॥
 কামারি বন্দিছে তোমা ব্রহ্মা আদি সেবাপর ।
 শুদ্ধজ্ঞান-মূর্ত্তি তুমি সর্ব দোষ নাশ কর ॥৫॥
 লক্ষ্মীপতি ! লহ নতি সজ্জনে স্নেহগতি দাতা ।
 সশক্তি সানুজে নমি ওহে পুরন্দর ভ্রাতা ॥৬॥

বিমৎসর পূজাপন্ন তব পাদ-মূলে যারা।
 না পড়িবে ভবান্নবে কুতর্ক-ভরজে ভরা। ৭॥
 মুক্তিপন্ন ভজিবারে একান্ত নিবসে যা'রা।
 ইন্দ্ৰিয় নিগ্রহ করি নিজগতি পাবে তারা। ৮॥
 সে তুমি অঙ্কুত প্রভু নিরীহ প্রশস্ততম।
 জগৎ-গুরু সনাতন তুরীয় ও একতম ॥৯॥
 ভাবপ্রিয় তোমা ভজি' না পাবে বিষয়ী কেহ।
 ভক্তজন-কল্পতরু সেবি তোমা অহরহ ॥১০॥
 রূপে অনুপম নৃপ নমি তোমা সীতাপতি।
 হও তুষ্ট দাও শুদ্ধ পদাশ্রুজে সে ভক্তি ॥১১॥
 ভক্তিযুক্ত যেরা এই স্তুতি করে সমাদরে,
 নিঃসংশয়ে পর পদ সেই জন লাভ করে ॥১২॥

দো—বিমতি করিয়া শির নত করি' করযোড়ে পুনঃ পুনঃ কয়।
 হে নাথ! ত্যজিতে চরণ-কমল মতি মম যেন নাহি হয় ॥৪॥

মূল

চৌ—অনুসুইয়া কে পদ গহি সীতা। মিলী বহোরি সুসীল বিনীতা ॥
 রিষিপতিনী গন স্তম্ভ অধিকাঞ্চে। আসিষ দেই নিকট বৈঠাঞ্চে ॥১॥
 দিব্য বসন ভূষন পহিরাএ। জে নিত নুতন অমল স্তহাএ ॥
 কহ রিষিবধু সরস মুক্ত বানী। নারিধর্ম কছু ব্যাজ বখানী ॥২॥
 মাতৃ পিতা ভ্রাতা হিতকারী। মিতপ্রদ সব স্তম্ভ রাজকুমারী ॥
 অমিত দানি ভর্তা বয়দেহী। অধম সো নারি জে সেব ন তেহী ॥৩॥
 ধীরজ ধর্ম মিত্র অরু নারী। আপদ কাল পরিখিঅহি' চারী ॥
 বৃদ্ধ রোগবস জড় ধনহীনা। অন্ধ বধির ক্রোধী অতি দীন ॥৪॥
 এসেছ পতি কর কিএ' অপমান। নারি পাব জন্মপূর দুখ' নানা ॥
 একই ধর্ম এক ব্রত নেমা। কায়' বচন মম পতি পদ প্রোমা ॥৫॥
 জগ পতিব্রতা চারি বিধি অহী'। বেদ পুরান সমুদ্র সব কহী' ॥
 উত্তম কে অস বস মন মাহী'। সপনেছ' আন পুরুষ জগ নাহী' ॥৬॥
 মধ্যম পরপতি দেখই কৈসে'। ভ্রাতা পিতা পুত্র নিজ জৈসে' ॥

বাংলা অর্থ—স্বধামদ—পবনধাম দানকারী; বিক্রম—পরাক্রম; মনোজবৈরি—
 কামদেবের শত্রু (মহাদেব); সশক্তি—শক্তি সহ (গীতা সহ); বিতর্কবীচি সঙ্কল—
 সংশয়রূপ তরঙ্গপূর্ণ; বিবিস্ত বাসিনঃ—নির্জনে বাসকারী; তুরীয়—চিৎসত্তা;
 উর্বিজাপতি—জানকীপতি; মোরি—আমার; (৪ ৭ঃ)

ধর্ম বিচারি সমুখি কুল রহই। সো নিকিষ্ট জ্রিয় শ্রুতি অস কহই ॥৭॥
 বিনু অবসর ভয় তে' রহ জোই। জানেছ অখম নারি জগ সোই ॥
 পতি বঞ্চক পরপতি রতি করই। রোরব নরক কল্প সত পরই ॥৮॥
 ছন সুখ লাগি জনম সত কোটি। দুখ ন সমুখ তেহি সম কো খোটি ॥
 বিনু প্রম নারি পরম গতি লহই। পতিব্রত ধর্ম ছাড়ি ছল গহই ॥
 পতি প্রতিকুল জনম জই জাই। বিধবা হোই পাই তন্নানই ॥৯॥
 সোঃ—সহজ অপাবনি নারি পতি সেবত সুত গতি লহই।

জন্ম গাবত শ্রুতি চারি অজছ' তুলসিকা হরিহি প্রিয় ॥ ৫ ক ॥
 'সুন্নু সীতা' তব নাম স্মরি' নারি পতিব্রত করহি'।
 তোহি প্রাণপ্রিয় রাম কহিউ' কথা সংসার হিত ॥ ৫ খ ॥

পত্নাস্বাদ

চো—অনসূয়াপদ তদা ধরিলেন সীতা। মিলিলেন তাঁর সনে স্মীলা বিনীতা ॥
 ঋষি' পত্নী তাহে পুন বহু সুখ পান। শুভাশিস্ দিয়া তাঁরে নিকটে বসান ॥১॥
 পরালেন হেন দিব্য বসন-ভূষণ। শোভে তা' স্মন্দর যেন নিতুই নৃতন।
 ঋষি' বধু কহি' তাঁরে চারু মৃদু বাণী। নারী' ধর্ম কথাছলে কহেন বাখানি' ॥২॥
 মাতা পিতা, ভ্রাতা জানো সবে হিতকারী। কিন্তু তা'রা মিতদাতা হে রাজকুমারি।
 ভর্তা জেনো সব চেয়ে বেশী সুখ দিবে। অধম সে নারী যেই তাঁরে না সেবিবে ॥৩॥
 ধৈর্য্যে ও ধরমে তথা মিত্রে, নারীগণে। বিপদ পরীক্ষা করে এই চারি জনে ॥
 বন্ধ, রোগে আর্ন্ত তথা জড়, ধনহীন। অন্ধ ও বধির, ক্রোধী যারা অতি দীন ॥৪॥
 এহেন পতিরে নারী অপমান করি'। বহু দুঃখ পায় তা'রা সম যমপুরী ॥
 ধর্ম, ব্রত নিয়মও একই সাধন। কাম-মনোবাক্যে সেবা পতির চরণ ॥৫॥
 ধরা ধরে পতিব্রতা এ' চারি প্রকার। আগম, পুরাণ, ভক্তে কহে বার বার ॥
 উত্তমের মন সদা এইভাবে ধরে। স্বপনে না ভাবে ধরা ধরে অগ্নি নরে ॥৬॥
 মধ্যম বে পরপতি দেখিবে কেমন। নিজ ভায়ে পিতা পুত্রে দেখিবে যেমন ॥
 ধরম বিচারি' রাখে নিজ কুল মান। নিকৃষ্ট তাহারে শ্রুতি করেন বাখান ॥৭॥
 সুবিধা না লভি' ভয়ে পাত্তিব্রত্য চরে। অদমা কহিব তা'রে ধরার ভিতরে ॥
 পতি বঞ্চি' পরপতি সাথে করে রতি। শত কল্প রোরবেতে তাহার বসতি ॥৮॥
 ক্ষণ সুখ তরে শত কোটি জন্ম ব্যথা। না বুঝে যে জন তার সম দুঃখী কোথা ?
 পাত্তিব্রত্য-ধর্ম ধরি' ত্যজিয়া ছলনা। অনায়াসে পরা গতি লভিবে ললনা ॥৯॥
 সোঁ—স্বভাবে অপূতা পতি সেবি' নারী শুভা গতি জানি লভিবে নিশ্চয় ॥
 তুলসীর যশ গায় বেদ চারি আজিও তাই সে হরিপ্রিয় হই ॥ ৫ ক ॥
 ওহে সীতা শুন! তব নাম স্মরি' পতিব্রতা-ধর্ম নারীর আচরে।
 প্রাণপ্রিয় তব রঘুনাথে জানি' কহিনু এ মর্ম ভবহিত-তরে ॥ ৫ খ ॥

চৌ—সুনি জানকী পরম সুখু পাবা । সাদর তাসু চরন সিকু নাবা ॥
 তব মুনি সন কহ কৃপানিধান । আয়সু হোই জাউ বন আনা ॥১॥
 সমুত মো পর কৃপা করেছু । সেবক জানি তজ্জহু জনি নেছু ।
 ধর্ম ধুরন্ধর প্রভু কৈ বানী । সুনি সপ্রেম বোলে মুনি গ্যানী ॥২॥
 জাসু কৃপা অজ সিব সনকাদী । চহত সকল পরমার্থবাদী ॥
 তে তুমহ রাম অকাম পিআরে । দীনবন্ধু যুগু বচন উচারে ॥৩॥
 অব জানী মৈ শ্রী চতুরাঙ্গ । ভজী তুমহি সব দেব বিহাঙ্গ ।
 জেহি সমান অভিসয় নহি কোঙ্গ । তা কর সীল কস ন অস হোঙ্গ ॥৪॥
 কেহি বিধি কহোঁ জাহু অব স্বামী । কহহু নাথ তুমহ অন্তরজামী ॥
 অস কহি প্রভু বিলোকি মুসি ধীর । লোচন জল বহ পুলক সরীর ॥৫॥

ছন্দ— তন পুলক নিভাঁর প্রেম পূরন নয়ন মুখ পঙ্কজ দিএ ।
 মন গ্যান শুন গোতীত প্রভু মৈ দীখ জপ তপ তপ কা কিএ ॥
 জপ জোগ ধর্ম সমূহ তেঁ নর ভগতি অনুপম পাবঙ্গ ।
 রঘুবীর চরিত পুনীত নিসি দিন দাস তুলসী গাবঙ্গ ॥

দোহা— কলিমল সমন দমন মন রাম সুজস সুখমূল ।
 সাদর সুমহি জে তিন্হ পর রাম রহাই অনুকূল ॥ ৬ ক ॥
 সোরঠা— কঠিন কাল মল কোস ধর্ম ন গ্যান ন জোগ জপ ।
 পরিহারি সকল ভরোস রামহি ভজহি তে চতুর নর ॥ ৬ খ ॥

পাণ্ডাখান্দ

শুনিয়া পরম সুখ জানকী লভিল । সাদরে চরণে তাঁর মস্তক নমিল ।
 তদা মুনি সনে কহে কৃপার নিধান ॥ আজ্ঞা যদি কর প্রভো ! যাই বন আন ॥১॥
 সতত আমার পরে কৃপালু রহিবে । সেবক জানিয়া স্নেহ কছু না ত্যজিবে ॥
 ধর্ম-ধুরন্ধর প্রভু যবে ক'ন বাণী । শুনি প্রেমভরে তবে ক'ন মুনি জ্ঞানী ॥২॥
 যাঁর কৃপাবলে ব্রজা শিব সনকাদি । মাগিছে সর্বদা সব পরমার্থবাদী ॥
 সেই তুমি রাম ভক্ত-বৎসল অকামী । দীন-বন্ধু তাই তুমি কহ যুগু বাণী ॥৩॥
 যাঁর সম যাঁর চেয়ে বড় কেহ নয় । তার শীল হেন বুঝি হইবে নিশ্চয় ॥
 লক্ষ্মীহী চতুরা, আমি বুঝিলাম এবে । ভজনা করেন তোমা' ত্যজি' সর্বদেবে ॥৪॥

বাংলা অর্থ—ব্রাজ—হলে; বয়দেহী—বৈদেহী; পরিধিঅর্হি—পর্যাক্তিত হয়;
 নিকিষ্ট—নিকট (হীন); খোঁটী—দুটী; তরুণাঙ্গী—তরুণতা, যৌবন; অজহু—
 আজও তুলসিকা—তুলসীপত্র; গহঙ্গ—গ্রহণ করে; (দো—এ)

কেমনে বা কহি এবে যাও তুমি স্বামী, তুমি কহ নাথ !—তোমা'জানি অন্ত'স্বামী ॥
হেন কহি' ধীর মূনি প্রভুরে হেরিল। শরীরে পুলক, অঁখি বারিতে ভরিল। ॥

ছঃ— তনু পুলকিত প্রেমে ভরে হিয়া। নয়নে হেরিল বদন কমল।

মন-গুণ-জ্ঞান-ইন্দ্ৰিয়-অতীত প্রভুরে হেরিলু কিবা তপোবল।

তুলসী গাহিছে ভক্তি অনুপম জপ-যোগ-ধর্ম্মে আচরি' লভিবে।

রঘুবীর কথা অতিশয় পুত দিবস যামিনী তুলসী গাহিবে ॥

কৈ।—কলিমল নাশে মন নিয়ন্ত্রণে রামের স্তব্ধ সর্বস্বত্বমূল।

সাদরে বাহার। শুনে তার প্রতি রাঘব হবেন সদা অনুকূল ॥৬ক॥

সো।—কঠোর এ কলি হল পাপ স্থান—না ধর্ম্ম, না জ্ঞান, নাহি যোগ, দ্যান।

সব পরিহারি' রামে আশাবান যে ভজিবে রামে সেই বুদ্ধিমান ॥৬খ॥

মৃণ

চো।—মূনি পদ কমল নাই করি সীমা। চলে বনহি' সুর নর মূনি ঐসা ॥

আগে' রাম অনুজ পুনি পাছে'। মূনি বর বেষ বনে অতি কাছে' ॥১॥

উভয় বীচ শ্রী।সোহই কৈসী। ব্রহ্ম জীব সিং মায়া জৈসী ॥

সরিতা বন গিরি অবঘট ঘাটা। পতি পহিচানি দেহি' বর বাটা ॥২॥

জই জই জাহি' দেব রঘুরায়া। করহি' মেঘ তই তই নভ ছায়া ॥

মিলা অম্বর বিরাম মগ জাত। আবতহাঁ রঘুবীর নিপাত ॥৩॥

তুরতহি' রুচির রূপ তেহি' পাব। দেখি দুখী নিজ ধাম পাঠাব ॥

পুনি আএ জই মূনি সরভঙ্গ। সুন্দর অনুজ জানকী সঙ্গ ॥৪॥

দোহ।— দেখি রাম মুখ পঙ্কজ মূনিবর লোচন ভঙ্গ।

সাদর পান করত অতি দয়্য জন্ম সরভঙ্গ ॥৭॥

পদ্মানুপাদ

চো।—শির নত করি' মূনি চরণকমলে। সুর-নর-মূনি-প্রভু বন-পানে চলে ॥

আগে রাম চলে পিছু অনুজ লক্ষ্মণ। মুনীশের বেশে চলে অতি হৃশোভন ॥১॥

দু'জনার মাঝে লক্ষ্মী শোভিছে কেমন। ব্রহ্ম-জীব-মাঝে মায়া শোভয়ে যেমন।

বন, গিরিপথ, খাল, নদী ও পর্বত। প্রভুরে চিনিয়া রচে মনোহর পথ ॥২॥

যেথা যেথা যাত্রাপথে যা'ন রঘুরাজ। সেথা সেথা মেঘ রচে ছায়া নভোমাঝ ॥

পথে যে'তে বিরামের মিলিল সাক্ষাৎ। সম্মুখে হেরি' সে রামে করে প্রণিপাত ॥৩॥

হরিত রুচির রূপ সে তদা লভিলা। দুখী হেরি' প্রভু নিজধামে পাঠাইলা ॥

পুন আসিলেন যেথা মূনি শরভঙ্গ। সুন্দর অনুজ সাথে আর সীতা-সঙ্গ ॥৪॥

বাংলা অর্থ—নেছ—সেহ; অঙ্গ—ব্রহ্ম; কসন—কেন না। অস—এমন; গো-
ভীত—ইন্দ্ৰিয়াভীত; পাবজ—পায়; মন কোস—মা'পর আশা; (৫—৩, ৭, ৪)

দোহা—রাম মুখপানে মুনবর আঁখি শোভিল যেমন এক ভুজ ।

পানরত হল মকরন্দ-সুধা, তাত্তি ধন্য জন্ম শরভঙ্গ ॥৭॥

মৃগ

চৌ—কহ মুন স্নু রঘুদীর রূপালা । সঙ্কর মানস রাজমরালা ॥

জাত রহেউঁ পিরাঁচি কে ধামা । স্ননেউঁ শ্রবন বন ঐহহিঁ রামা ॥১॥

চিতবত প'থ রহেউঁ দিন রাতী । অব প্রভু দেখি জুড়ানী ছাতী ॥

নাথ সকল সাধন মৈ হীনা । কীন্হী রূপা জানি জন দীনা ॥২॥

সো কছু দেব ন মোহি নিহোরা । নিজ পন রাখেউ জন মন চোরা ॥

তব লগি রহছ দীন হিত লাগী । জব লগি মিনোঁ তুমহহি তনু ত্যাগী ॥৩॥

জোগ জগ্য জপ তপ ত্রত কীন্হা ! প্রভু কই দেই ভগতি বর লীন্হা ॥

এহি বিধি সর রচি মুনি সরভঙ্গ । বৈঠে হৃদয় ছাড়ি সব সঙ্গ ॥৪॥

দোহা—সীতা অনুজ সমেত প্রভু নীল জলদ তনু শ্যাম ।

মম হিয়ঁ বসছ নিরন্তর সগুনরূপ শ্রীরাম ॥৮॥

পদ্মান্বাদ

চৌ—কহে মুন—শুম ওহে রাখব রূপাল ! শঙ্কর মানস-সরে হে রাজমরাল !

যাইতেছিলাম আমি বিরিকির ধাম । হেম কালে শুনি আমি—আসিবেন রাম ॥১

পথপানে চাহিঁ চাহিঁ দিন রাত্রি যায় । প্রভুরে হেরিয়া এবে হৃদয় জুড়ায় ॥

ওহে নাথ ! জানো আমি সাধনা-বিহীন । রূপা প্রদর্শিলে মোরে আমি দীন হীন ॥২

রূপাল ! এসেছ তুমি নিজ প্রয়োজনে । ভক্ত-মনচোর হ'য়ে রাখ নিজ পণে ॥

দীন হীন তরে হেথা রহিও তাবৎ । তনু তাজিঁ মিলাইব তোমাতে যাবৎ ॥৩

বাগ-যজ্ঞ-জপ-তপ-ত্রত যা' আচরে । প্রভুপাদে সব সাঁপি', মাগে ভক্তি-বরে ॥

হেন মতে চিতা রচি' মুনি শরভঙ্গ । বসিলেন তার পরে তাজিঁ সব সঙ্গ ॥৪॥

দোহা—সীতা ও অনুজে সাথে ল'য়ে প্রভু ঘন নীল জলধর শ্যাম

মম হিয়া মাঝে রহ নিরন্তর সগুণ মুরতি ধরি' রাম ॥৮॥

মৃগ

চৌ—অস কহি জোগ অগিনি তনু জারা । রাম রূপা' বৈকুণ্ঠ সিধারা ॥

তাতে মুনি হরি লীন ন ভয়উ । প্রথমহিঁ ভেদ ভগতি বর লয়উ ॥১॥

বাংলা অর্থ—কাছে—নিকটস্থ; অবঘট—দুর্গম; ঘাটা—ঘাটি; বাটা—পথ;

নিপাতা—নিপাত করিলেন (যাচিলেন); মগ—মার্গ, পথ; বনে—সাজিলেন; (দো—৭)

বাংলা অর্থ—বিরিকিকে ধামা—দুষ্কোণ; ঐহহিঁ—আগি বন; চিতবত

রহেউঁ—দেখিতেছিলাম; ছাতী—হৃদয়; নিহোরা—ত্যাগ; জব লগি—যাবৎকাল;

—প্রভুকে দান করিয়া; মিনো—মিলিব; (দো—৮)

রিষি নিকায় মুনিবর গতি দেখী । সুখী ভএ নিজ হৃদয় বিসেসী ॥
 অস্তুতি করহিঁ সকল মুনি বন্দা । জয়তি প্রনত হিত করুনা কন্দা ॥২॥
 পুনি রঘুনাথ চলে বন আগে । মুনিবর বন্দ বিপুল স'গ লাগে ॥
 অস্থি সমূহ দেখি রঘুরায়া । পুছী মুনিহ লাগি অতি দায়া ॥৩॥
 জানতহুঁ পুছিঅ কস স্বামী । সবদরসী তুমহ অন্তরজামী ॥
 নিসিচর নিকর সকল মুনি থাএ । সুনি রঘুবীর নয়ন জন ছাএ ॥৪॥
 দোহা— নিসিচর হীন করউঁ মহি ভুজ উঠাই পন কীনহ ।
 সকল মুনিহ কে আশ্রমনহি জাই জাই সুখ দীনহ ॥৯॥

পত্নাবাদ

চো—ইহা কহি' যোগাগিতে মুনি দহি' কায় । বৈকুণ্ঠেতে চলিলেন শ্রীরাম-কুপায় ।
 মাগিয়াছিলেন পূর্বে ভেদ-ভক্তি-বর । তাই না হরিতে লীন হ'ন মুনিবর ॥১॥
 ঋষিবন্দ হেরিলেন মুনিবর-গতি । সবাকার হিয়া সুখে ভরি' গেল অতি ॥
 সেথা যত মুনিগণ করে স্তুতিগান । জয় ভক্তহিতকারী করুণাধান ॥২॥
 পুন রঘুনাথ হ'ন বনে আগুয়ান । মুনিবর-বন্দ তাঁর সঙ্গে চলি' যান ॥
 অস্থি-পুঞ্জ যদা পুন রঘুরাজ হেরে । মুনিগণে পুছি' হিয়া করুণাতে ভরে ॥৩॥
 জানিয়াও পুছিতেছ কেন তুমি স্বামী ? সকল বিদিত তব তুমি অন্তর্যামী ।
 রাক্ষসেরা এই বনে নাশে মুনিগণ । শুনিয়া সজ্জন হ'ল রামের নয়ন ॥৪॥
 দোহা—রাক্ষস-বিহীন ধরারে করিল তুলি'হাত করিলেন পণ ।
 সকল মুনিরে সুখদান-ভরে আশ্রমেতে করেন গমন ॥৯॥

মুণ

চো—মুনি অগস্তি কর সিদ্ধ সূজান । নাম সূভাঁছন রতি ভগবান ।
 মন ক্রম বচন রাম পদ সেনক । মপনেহুঁ আস তরোস ন দেবক ॥১॥
 প্রভু আগবনু শ্রবন সুনি পাব । করত মনোরথ আতুর দাবা
 হে বিধি দীনবন্ধু রঘুরায়া । মো সে সঠ পয় করিহিঁ দায়া ॥২॥
 সহিত অনুর মোহি রাম গোসাই । মিলিহিঁ নিজ সেবক কী নাই ॥
 মোরে জিয়' ভরোস দ্রু নাহী । ভগতি বিরতি ন গ্যান মন মাহী ॥৩॥
 নহি সতসঙ্গ জোগ জপ জাগা । নহিঁ দৃঢ় চরন কমল অমুরাগা ॥
 এক বানি করুণাধান কী । মো প্রিয় জাকে' গতি ন আন কী ॥৪॥
 হোইহেঁ সুফল আজু গম লোচন । দেখি বদন পঙ্কজ ভব মোচন ॥
 নির্ভর প্রেম মগন মুনি গ্যানী । কহি ন জাই সে দমা ভবানী ॥৫॥

বাংলা অর্থ—জারা—জালাইয়া দিগ ; করুনা কন্দা—করণার মুণ ; সঙ্গ লাগে—
 সঙ্গে চলিলেন ; দায়া—দয়া ; কস—কেমনে ; জানিতহুঁ—জানিয়াও ; (দো—২)

দিসি অরু বিদিসি পশু নহিঁ সূতা । কো মৈঁ চলেউঁ কহাঁ নহিঁ বুঝা ॥
 কবছঁক ফিরি পাছেঁ পুনি জাঈ । কবছঁক নৃত্য করই গুন গাঈ ॥৬॥
 অবিরল প্রেম ভগতি মুনি পাঈ । প্রভু দেখেঁ তরু ওট মুকাঈ ॥
 অতিসয় শ্রীতি দেখি রঘুবীরা । প্রগটে হৃদয় হরন ভব ভীরা ॥৭॥
 মুনি মগ মান অচল হোই বৈসা । পুলক সরীর পনস ফল জৈসা ॥
 তব রঘুনাথ নিকট চলি আএ । দেখি দশা নিজ জন মন ভাএ ॥৮॥
 মুনিহি রাম বহু ভাঁতি জগাবা । জাগ ন ধ্যানজমিত সুখ পাবা ॥
 ভূপ রূপ তব রাম দুরাবা । হৃদয় চতুর্ভূজ রূপ দেখাবা ॥৯॥
 মুনি অকুলাই উঠা তব কৈসেঁ । বিকল হীন মনি ফনিবর জৈসেঁ ॥
 আগেঁ দেখি রাম তন শ্যামা । সীতা অনুজ সহিত সুখ ধামা ॥১০॥
 পরেউ লকুট ইব চরননহি লাগী । প্রেম মগন মুনিবর বড়ভাগী ॥
 ভুজ বিসাল গহি লিএ উঠাঈ । পরম শ্রীতি রাখে উর লাঈ ॥১১॥
 মুনিহি মিলত অস সোহ রূপাল । কনক তরুহি জনু ভেঁট তমালা ॥
 রাম বদনু বিলোক মুনি ঠাঢ়া । মানছঁ চিত্র মান লিখি কাঢ়া ॥১২॥

দোহা— তব মুনি হৃদয় ধীর ধীর গহি পদ বারহিঁ বার ।

মিজ আশ্রম প্রভু আনি করি পূজা বিবিধ প্রকার ॥১০॥

পাথানু বাদ

চো—অগস্ত্য মুনির শিষ্য আছিল। স্মৃতি—সুতীক্ষ্ণ নামেতে—তঁার ভগবানে রতি ॥
 করম-বচন-মনে রামপদ সেবে । স্বপনেও আশা নাহি রাখে তম্ব ১৬৮১ :
 প্রভু-আগমন তিনি শুনিয়া শ্রবণে । মনে বাঞ্ছা করিলেন হ্রিত গমনে ।
 ওহে বিধি ! দীনবন্ধু যিনি রঘুরাজ । মাদৃশ ক্রুরে কি তিনি দয়াবান্ আজ ? ২
 অনুজ সহ কি প্রভু রাম মম মনে, যাবেন সেবক জানি' পয়াসী মিলনে ॥
 মম মনে ভরসা ত কিছু নাহি পাই । ভকতি-বৈরাগ্য-জ্ঞান কিছু মোর নাই ৩
 সাধু-সঙ্গ, যোগ, জপ, যাগ নাহি করি । পাদপদ্মে অনুরাগ দৃঢ় নাহি ধরি ॥
 তবু চিন্তি জানি তিনি করুণানিধান । সেই তাঁর প্রিয় যার গতি নাহি আন ৪
 হইবে সার্থক আজি আমার লোচন । মুখপদ্ম হেরি' ভব-বন্ধন মোচন ॥
 নির্ভর প্রেমোত্তে মগ হন মুনি জ্ঞানী । কহিবারে নারিঁ আমি সে দশা ভবানি ! ৫
 দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-হারা পথ নাহি হেরে । কে আমি, কোথায় যাই, বুঝিবারে নারে ॥
 কখনো বা পিছে ফিরে, কভু আগে যায় । কখনো বা নৃত্য করে, কভু গুণ গায় ৬
 পিরীতি ভকতি-ঘন মুনি লভিলেন । বিটপীর পিছু রহি' প্রভু তা' হেরেন ॥
 অতি বড় শ্রীতি তদা রামব হেরিল । ভবভয়হারী প্রভু চিত্ত প্রকটিল ৭
 পথ-মাঝে মুনি বসে হইয়া অচল । পুলকিত তম্ব যেন পনসের ফল ॥
 তখন আসেন প্রভু নিকটে চলিয়া । ভাল লাগে ভকতের দশা নিরখিয়া ৮

নানারূপে তা'রে রাম জাগাইতে চা'ন । না জাগিয়া ধ্যানে রহি' মুনি-সুখ পা'ন ॥
 ভূপরূপ রাম তবে রাখেন লুকায়ে । চতুর্ভূজ রূপ হৃদে দিলেন দেখায়ে ॥৯॥
 আকুলিত হ'ন মুনি তখন তেমন । বিকলিত মণিহীন নাগেশ যেমন ॥
 পুরোভাগে হেরিলেন শ্যাম-ভনু রাম । অমুজ লক্ষ্মণ, সীতা-সহ সুখদাম ॥১০॥
 দণ্ডবৎ পড়িলেন ধরিয়া চরণ । বড় ভাগ্যধর মুনি প্রেমেতে মগন ॥
 বিশাল সে ভুজ ধরি' তাহারে উঠা'ন । পরম পীরীতি-ভরে হৃদয়ে লাগা'ন ॥১১॥
 মুনি-সহ মিলি' হেন শোভেন রূপাল । কনক তরুতে যেন মিলিছে তমাল ॥
 রামের বদন হেরি' রহে মুনি ধীর । ফলকে আলেখ্য যেন স্থললিত স্থির ॥১২॥
 দোহা— তখন মুনিশ হৃদে ধৈর্য্য ধরি' নামলেন পদে বার বার ।
 আপন আশ্রমে প্রভুরে আনিয়া পূজিলেন বিনির্দ প্রকার ॥১৩॥

মল

চৌ—কহ মুনি প্রভু স্নান বিনতী মোরী । অস্তুতি করো' কবন বিদি ভোরী ॥
 মহিমা অমিত, মারি মতি খোরী । রবি সন্মুখ গজোত অঁজোরী ॥১॥
 শ্যাম তামরস দাম শরীরং । জটা মুকুট পরিধন মুনিচীরং ॥
 পাণি চাপ খর কটি ভূদীরং । নৌমি নিরন্তর শ্রীরঘুবীরং ॥২॥
 মোহ বিপিন ঘন দহন কুশানুঃ । সন্ত সরোরুহ কানন ভানুঃ ॥
 নিশিচর করি বরুণ মগরাজঃ । ত্রাতৃ সদা নো ভব খণ্ড বাজঃ ॥৩॥
 অক্ষয় নয়ন রাজীল সুবেশং । সীতা নয়ন চকোর নিশেশং ॥
 হর হৃদি মানস বাস মরালং । নৌমি রাম উর বাহু বিশালং ॥৪॥
 সংশয় সর্গ গ্রাসন উরগাধঃ । শমন সুরকর্ষণ তর্ক নিষাদঃ ॥
 ভদ্র ভঞ্জন রঞ্জন সুর যুগঃ । ত্রাতৃ সদা নো রূপা বরুণঃ ॥৫॥
 নিশিচর সঙ্কল বিধন সম রুগঃ । জ্ঞান গিরি গোতীতমনুগঃ ॥
 অমলমখিলমরুভগুপারং । নৌমি রাম ভঞ্জন মহি ভারং ॥৬॥
 ভক্ত কল্পপাদপ অরামঃ । তর্জন ক্রোধ লোভ মদ কামঃ ॥
 অতি নাগর ভদ্র সাগর সেতুঃ । ত্রাতৃ সদা দিনকর কুল কেতুঃ ॥৭॥
 অতুলিত ভুজ প্রত্যঙ্ক বন পামঃ । কলি মল বিপুল বিভঞ্জন নামঃ ॥
 ধর্ম বর্ম নর্যদ গুণ প্রামঃ । সন্তত শং তনোতু অম রামঃ ॥৮॥
 জদপি বিরজ ব্যাপক অবিনাসী । সব কে হৃদয় নিরন্তর বাসী ॥
 তদপি অনুজ শ্রী মহিত খরারী । বসতু মনস মগ কাননচারী ॥৯॥

বাংলা অর্থ—দেবক—দেবতা ; আতুর—স্বপ্ন ; মো সে—আমার মত ; জাকে
 —বাহার ; দিসি অরু বিদিসি—দিক্ বিদিক্ ; সূনা—দেখিলাম ; পাছে—পিছনে ; তরু
 ওট—বৃক্ষের আড়ালে ; ভব ভীরা হরন—পৃথিবীতে ভয়াগ্রহণ নাশক ; (দো—১০)

জে জানহি তে জানহি স্বামী । সগুন অগুন উর অন্তরজামী ॥
 জে। কোশল পতি রাজিব নয়না । করউ সো রাম হৃদয় মম অয়না ॥১০॥
 অস অভিমান জাই জনি গোরে । মৈ সৈবক রঘুপতি পতি গোরে ।
 সুনি মুনি বচন রাম মন ভাএ । বহুরি হরষি মুনিবর উর লাএ ॥১১॥
 পরম প্রসন্ন জানু মুনি মোহী । জো বর মাগছ দেউ সো তোহী ॥
 মুনি কহ মৈ বর কবছ ন জাচা । সমুনি ন পরই ঝুঠ কা সাচা ॥১২॥
 তুমহহি নীক লাগৈ রঘুরাজি । সো মোহি দেছ দাস সুখদাজি ॥
 অবিরল ভগতি বিরতি বিগ্যানা । হোছ সকল গুন গ্যান নিধানা ॥১৩॥
 প্রভু জো দীনহ সো বরু মৈ পাবা । অদ সো দেছ মোহি জো ভাবা ॥১৪॥
 দোহা— অনুজ জানকী সহিত প্রভু চাপ বান ধর রাম ।
 মম হিয় গগন ইন্দু ইব বসছ সদা নিহকাম ॥১৫॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ—মুনি কহে শুন প্রভু নিগতি আমার । কোন্ নিদি দরি' করি অর্চনা তোমার ॥
 মহিমা অমিত তব সন্ন্যাস মম গতি । রবির সম্মুখে যেন খণ্ডোত্তের দ্যুতি ॥১॥
 নীল পদ্মমালা-সম তোমার শরীর । জটোর ঘুঁকুট দর পরিধানে চীর ॥
 হস্তে ধরে চাপ-শর, কটিতে ক্বীর্ণ । নিরন্তর নমি আমি সেই রঘুবীর ॥২॥
 ঘোর-মোহ-বন-দাহে কুঁয় ও কুলাস্থ । সজ্জন-কমল-বনে তুমি যেন ভানু ॥
 নিশাচর করিযুখে তুমি যুগরাজ । রক্ষা কর সদা মোরে ভব-খণ্ড-বাজ ॥৩॥
 রক্তপদ্ম-সম অঁগি ননোত্তর বেশ । চকোর সাঁতার চক্ষু তুমি যে নিশেষ ॥
 শঙ্কর মানস-সরে বাসহংসম । নমি তাঁরে, যাঁয় বাছ হিয়া অনুপম ॥৪॥
 সংশয়-পন্নগ-নাশে গরুড়ের মম । তীব্রতর্কদ্বন্দ্ব তুমি অনুপম ॥
 ভবভয়-বিনাশন দেবতা-রঞ্জন । কৃপানিদি ! রক্ষ আমি অতি অভাজন ॥৫॥
 নিগুণ সগুণ তুমি বিষম ও সম । জ্ঞান-বাগিন্দ্রিয়াতীত তুমি অনুপম ॥
 অমল অখিল তথা অতুল অপার । নমি নামে,—যিনি হর্তা পৃথিবীর ভার ॥৬॥
 ভক্ত হৃদে কল্পতরু-নন্দন-কানন । কান্দ, ক্রোদ, লোভ, মোহ মদাদিনাশন ॥
 অতীব চতুর ভব পারাবার-সেতু । রক্ষা কর মোরো ওহে সূর্য্যবংশকেতু ॥৭॥
 বাছবলে অতুলত তথা বলমাম । জানি কলিমল নাশে ক্ষুব্ধ তব নাম ॥
 ধর্ম্বধর্ম্বধারী ধর শুভ গুণসাম । সদা শুভপ্রদ প্রভো ! মম তুমি রাম ॥৮॥
 যত্বপি নির্মল ব্যাপী তুমি অপিনাশী । সবার হৃদয়ে তব সর্ব্বদা নিবাসী ॥
 তথাপি অনুজ সীতা সহিত খরারি । বাস কর মম মনে হে কাননচারি ! ১৯
 বাহারা জানিছে তোমা' জাযুক হে স্বামী । সগুন অগুন সর্ব্বহৃদি অন্তর্যামী ॥
 কিন্তু যে কোশলপতি রাজীব-নয়ন । করুন সে রাম মম হৃদে আগমন ॥২০॥

হেন অভিমান যেন নাহি ভাজে মতি। আমি যে সেনক রঘুপতি মম গতি ॥

শুনি' মুনবাণী রাম প্রসন্ন হইল। হরষিত মুনবরে হৃদয়ে ধরিল ॥১১

পরম প্রসন্ন জানে! হে মুন অম্বারে! যে বর মাগিবে তুমি দিব তা' তোমারে ॥
মুন ক'ন আমি বর প্রার্থনা না করি। কি যে সত্য, কি যে মিথ্যা বুঝিতে না পারি
ওহে রঘুনাথ! তব ভাল লাগে যাহা। শুদ্ধ-সুখদাতা তুমি দাও মোরে তাহা ॥
রাম ক'ন লও তুমি বৈরাগ্য-নিষ্ঠান। সদাভক্তি সর্বগুণ-জ্ঞানের নিধান ॥১৩
যে বর দিয়াছ প্রভু পাইয়াছি তাহা। মুন ক'ন এবে দাও চাহি আমি যাহা ॥১৪
দোহা— অনুজ লক্ষ্মণ জানকী সহিত ধনুক-শায়কধর রাম!

চন্দ্রসম মম হৃদয়-গগনে বাস কর সতত নিকাম ॥১১

মল

চৌ—এনমন্ত করি রমানিবাস। হরষি চলে কুমুজ রিষি পাশ ॥

বহুত দিবস গুর দরসনু পার্জ। ভএ মোহি এহি আশ্রম আত্র ॥১৥

অব প্রভু সজ জাউ' গুর পাই'। তুমহ কই নাথ নিহোরা নাই' ॥

দেখি রূপানিধি মুন চতুরাই। নিএ সজ দিহসে দৌ ভাসি ॥২৥

পন্থ কহত নিজ ভগতি তনুপা। মুন আশ্রম পছ'চে সুরভপা ॥

তুরত সূতীচন গুর পহি' গয়উ। করি দণ্ডবত কহত অস ভয়উ ॥৩৥

নাথ কোমলাধীশ কুমার। আএ মিলন জগত আদার ॥

রাম অনুজ সমেত বৈদেহী। মিসি দিমু দেব জপত হুহু জেহী ॥৪৥

সুনত অগস্তি তুরত উঠি পাএ। হরি বিনোদি লোচন জল ছাএ ॥

মুন পদ কমল পরে দৌ ভাসি। রিষি অতি প্রীতি নিএ উর লাসি ॥৫৥

সাদর কুসল পৃছি মুন গানী। আসন বর বৈঠারে আনী ॥

পুনি করি বহু প্রকার প্রভু পূজ। মোহি সম ভাগ্যবন্ত নহি' দুজ ॥৬৥

জই লগি রহে অপর মুন বৃক্ষ। হরষে সব বিনোদি সুখকক্ষ ॥৭৥

দোহা— মুন সমূহ মই বৈঠে সন্মুখ সব কী গুর।

সরদ ইন্দু তন চিতবত মানছ' নিকর চকোর ॥১২৥

বাংলা অর্থ—খণ্ডোত অঞ্জবী— কানাকিব আশ্রম; তামরস—দ্বন্দ্ব; করি বজ্রথ—
হস্তিদল; বাজ—পাখী বিশেষ; নিশেষ—চন্দ্র; উরগাদ—গকড়; তর্জুন—ভয়প্রদ;
নাগর—চতুর; নর্মদ—আনন্দদানকারী; জামু—জানো; ন পরই—পারিতোষি না;
ঝুটু—মিথ্যা; সাচা—সত্য; নিহকাম—নিকাম (স্তবভাবে); (দো—১১)

বাংলা অর্থ—পাশা—পার্শ্ব; পাই'—পাশ; জই লগি—বস সংখ্যায়; মই—মধ্যে;
চিতবত—দেখিতেছিল; নিকর চকোর—চকোরের দল; (দো—১১)

চো—‘তাই হোক’ কহি’ তদা জানকী-নিবাস । হৃষ্ট-মনে চলিলেন অগস্ত্য-নিবাস ॥
 দীর্ঘকাল আগে গুরু করিষু দর্শন । সুতীক্ষ্ণ চিস্তেন,—তবে আশ্রম-গমন ॥১
 এবে প্রভু-সঙ্গে যাব গুরুর সদন । ইহাতে হইবে মম শুভ-সম্পাদন ॥
 রূপার নিধান মুনি-চতুরতা হেরে । দু’ভাই মুনিরে হেরি’ হাসাহাসি করে ॥২
 কহিতে কহিতে পথে ভক্তি অনুপম । দেব-নৃপ পছঁছেন মুনির আশ্রম ॥
 ভ্রায় সুতীক্ষ্ণ তদা গুরুপার্শ্বে যান । দণ্ডবৎ করি’ তাঁ’রে ক’ন সসন্মান ॥৩
 হে নাথ ! কোশলাদীশ দুইটি কুমার । মিলিতে যে চান তোমা’ জগৎ আধার ॥
 সানুজ জানকী রাম উপনীত দ্বারে । অহনিশ নিজে তুমি জপিছ যাঁহারে ॥৪
 শুনিয়া অগস্ত্য তবে উঠিয়া দাইলা । হরিরে বিলোকি’ আঁখি জলেতে ভরিলা ॥
 মুনি-পাদ-পদ্মে পড়ে ভাই দুইজন । স্বয়ং অতি প্রীতি-ভরে করে আলিঙ্গন ॥৫
 সাদরে কুশল পুছি’ তদা মুনি জ্ঞানী । উত্তম আসন দেন বসবারে আমি’ ॥
 পুন বহুবিধ করি’ প্রভুর পূজন । ‘আমা-সম ভাগ্যবান্ নাহি কেহ ক’ন ॥৬
 আর সব যত সেথা ছিল মুনিগণ । হরমিত সবে হেরি’ স্থগের সদন ॥৭
 দোহা— মুনিগণ মাঝে সমাসীন রাম পুরোভাগে তাঁহার আসন ।
 শারদ-চন্দ্রমা-সম তনু হেরে চকোর সদৃশ মুনিগণ ॥১০॥

মন

চো—তব রঘুবীর কথা মুনি পাই’ । তুমহ সন প্রভু দুরাব কহু নাহি’ ॥
 তুমহ জানহু জেহি কারন আয়উ’ । তাতে তাভ ন কহি সমুদায়উ’ ॥১॥
 অব সে। মল্ল দেখ প্রভু মোদী । জেহি প্রকার মারোঁ মুনিদোহী ॥
 মুনি মুস্কানে স্থনি প্রভু বাদী । পুঁছেছ নাথ মোহি কা জানী ॥২॥
 তুমহরেই’ ভজন প্রভাব অঘারী । জানউ’ মহিমা কচুক তুমহারী ॥
 উমরি তরু বিসাল তব মায় । ফল ব্রহ্মাণ্ড অনেক নিকায় ॥৩॥
 জীব চরাচর জন্তু বসান । ভাতর বসহি’ ন জানহি’ জানা ॥
 তে ফল ভচ্ছক কঠিন করাল । তব ভয়’ ডরত সদা সোউ কালা ॥৪॥
 তে তুমহ সকল লোকপতি সাই । পুঁছেছ মোহি মনুজ কী নাই ॥
 যহ বর মাগউ’ রূপানিকেতা । বসহু হৃদয়’ ত্রি’অমুজ সমেতা ॥৫॥
 অধিরল ভগতি বিরতি সতসঙ্গ । চরন সরোরুহ প্রীতি অভঙ্গ ॥
 জন্তপি ব্রহ্ম অখণ্ড অনন্ত । অনুভব গম্য ভজহি’ জেহি সন্তা ॥৬॥
 অস তব রূপ বখানউ’ জানউ’ । ফিরি ফিরি সগুণ ব্রহ্ম রতি মানউ’ ॥
 সমস্ত দাসনহু দেখ বড়াই । তাতে মোহি পুঁছেছ রঘুরাই ॥৭॥
 হৈ প্রভু পরম মনোহর ঠাউ’ । পারন পঞ্চবটী তেহি নাউ’ ॥
 দণ্ডক বন পুনীত প্রভু করহু । উগ্র সাপ মুনিবর কর হরহু ॥৮॥

বাস করছ তই রঘুকুল রায়া । কীজে সকল মুনিমহ পর দায়া ॥
 চলে রাম মুনি আসন্ন পাঈ । তুরতই পঞ্চবটী নিঅরাজি ॥১০॥
 দোহা— গীধরাজ সৈ ভেঁট ভই বহু বিধি প্রীতি বঢ়াই ।
 গোদাবরী নিকট প্রভু রহে পরন গৃহ ছাই ॥১৩॥

পঞ্চানুবাদ

চো—তদা রঘুবীর নিজে ক'ন মুনিপাশে । কিবা লুকাবার প্রভু ! তোমার সকাশে ?
 তুমি জান যে কারণ মম আগমন । বুঝায়ে না কহি কিছু তোমা' সে কারণ ॥১॥
 এবে সেই শক্তি প্রভো ! দাও গো আমারে । মুনিজ্যোহিগণে আমি মারি যে প্রকারে
 স্মিত হাস্য করি' মুনি শুনি' প্রভু-বাণী । কেন—পুছ মোরে তুমি, আমি কিবা জানি ?
 তোমারে ভজিয়া নাথ হে পাপ-নাশন ! তোমার মহিমা কিছু জানে এই জন ॥
 উদ্বুদ্ধ-তরু-সম তব মায়া ভারী । ফলেতে ব্রহ্মাণ্ড বহু রয়েছে বিস্তারি' ॥৩॥
 জড়-সম যত জাব আছে চরাচরে । আর কিছু নাহি জানি নিবসে ভিতরে ॥
 কঠিন করাল কাল ভুঞ্জে সেই ফল । সেই কাল তোমা' হ'তে ভয়েতে বিহ্বল ॥৪॥
 সেই তুমি সর্বলোকপতি জানি' মনে । পুছিতেছ যথা পুছে সাধারণ জনে ॥
 এই বর মাগি এবে কৃপানিকেতন । মম পার্শ্বে ব'স ল'য়ে সীতা ও লক্ষ্মণ ॥৫॥
 শুদ্ধা ভক্তি, বৈরাগ্য ও সাধু-সম্মেলন । পাদ-পদ্মে প্রীতি যেন রহে অনুক্ষণ ॥
 যত্নপি ব্রহ্মাকে জানি অখণ্ড অনন্ত । অনুভব-যোগ্য বাহে ভজে সাধু-সন্ত ॥৬॥
 এই তব রূপ আমি বাখানি ও জানি । তথাপি সন্তান ব্রহ্মে রতি মম মানি ॥
 সতত দাসেরে তুমি বাড়ায়ে দিতেছ । সেই হেতু রঘুরাজ আমারে পুছিছ ॥৭॥
 স্থান চারু এক রহে ওহে প্রভু রাম ! সুপাবন পঞ্চবটী জানো তা'র নাম ॥
 সে দণ্ডক বনে পৃথ প্রভো ! তুমি কর । নিদারুণ মুনি-শাপ এবে তুমি হর* ॥৮॥
 ওহে রঘুকুল-রাজ ! সেথা বাস কর । হও সব মুনি'পরে তুমি দয়াপর ॥
 মুনি-আজ্ঞা লভি' রাধ সেথায় চলিল । অতি দ্রুত পঞ্চবটী-নিকষা পৌছিল ॥৯॥
 দোহা— গুপ্তরাজ-সনে মিলিয়া রাঘব করি' প্রীতি বহুধা বর্জন ।
 গোদাবরী-তীরে প্রভু নিজে র'ন পর্ণগৃহ করিয়া রচন ॥১৩॥

বাংলা অর্থ—তা তেঁ—সেই হেতু ; সমুদায় উ' কহি ন—বুঝাইয়া বলিলাম না ;
 মারো—মারিব ; কা জানী—কি বুঝিয়া ; অঘারী—পাপনাশী ; উমরি তরু—বহু ডুগর
 (উদ্বুদ্ধ) গাছ ; উরত—ভয় পায় ; সাঈ—বাণী ; অভঙ্গা—অখণ্ড ; বড়াঈ—মহত্ব ;
 নাউ—নাম ; সাপ—শাপ ; ছাই—ছাইয়া ; ঠাউ—স্থান ; (দো—১৩)

* রাজর্ষি ইক্ষাকুর অশ্বত্থম ছুরায়া পুত্র দণ্ডক স্বপুত্র শুক্রচার্য্যকর্তৃক অভিশপ্ত হইলে
 এই স্থান ধূলিময় অরণ্যে পরিণত হয় । শ্রীরামচন্দ্রের পদার্পণে এই স্থান শাপমুক্ত হয় ।
 (পরিশিষ্ট ব্রটব্য)

চো—জব তে রাম কীন্হ তই বাস। সুখী ভএ মুনি বীতী ত্রাস।
 গিরি বন নদী তাল ছবি ছাএ। দিন দিন প্রতি অতি হোহি সুহাএ ॥১
 খগ মুগ বৃন্দ অনন্দিত রহই। মধুপ মধুর গুঞ্জত ছবি লহই ॥
 সো বন বরনি ন সক অহিরাজ। জই প্রগট রঘুবীর বিরাজ ॥২॥
 এক বার প্রভু সুখ আসীন। লক্ষ্মণ বচন কহে ছলহীন ॥
 সুর নর মুনি সচরাচর সাঙ্গ। মৈ পৃছউ নিজ প্রভু কী নাঙ্গ ॥৩॥
 মোহি সমুখাই কহছ সোই দেব। সব তজি করৌ চরন রজ সেবা ॥
 কহছ গ্যান বিরাগ অরু গায়। কহছ সো ভগতি করছ জেহি দায় ॥৪
 দোহা— ঈশ্বর জীব ভেদ প্রভু সকল কহৌ সমুখাই।
 জাতৈ হোই চরন রতি সোক মোহ ভ্রম জাই ॥১৪॥

পঞ্চানুবাদ

চো—রাম করিলেন সেখা যবে হ'তে বাস। মুনিগণ সুখী হ'ন নাহি রহে ত্রাস ॥
 গিরি, বন, নদী সব শোভিল সুন্দর। দিন দিন বাড়ে শোভা অতি মনোহর ॥১
 খগ, মুগ-বৃন্দ সেখা রহে আনন্দিত। মধুপ মধুর গুঞ্জে রহে সুশোভিত ॥
 সে বন বর্গিতে নারে নিজে অহিরাজ। যেথা রঘুবীর নিজে করেন বিরাজ ॥২
 একবার প্রভু যবে সুখে সমাসীন। লক্ষ্মণ বচন কহে নিজে ছলহীন ॥
 তুমি নর-মুনি-সুর-চরাচর-স্বামী। পুছিব তোমারে আমি নিজ প্রভু মানি ॥৩
 মোরে দেব কহ হেন বুঝায়ে বচন। সব ত্যজি' যাহে সেবি তোমার চরণ ॥
 জ্ঞান ও নৈরাগ্য কহ, গায়। কহ আর। ভক্তি কহ,—যাহে রূপ। লভিব তোমার ॥৪
 দোহা— ঈশ-জীব-ভেদ প্রভু তুমি সব কহি' মোরে এবে দিবে বুঝাইয়া।
 যাহে হ'বে মম তব পদে রতি শোক-মোহভ্রম যাইবে চলিয়া ॥১৪

মূল

চো—খোরেহি মই সব কহউ' বুঝাই। সুনছ তাত অতি মন চিত লাঙ্গি ॥
 মৈ অরু মোর তোর তৈ মায়া। জেহি বস' কীন্হে জীব নিকায় ॥১॥
 গো গোচর জই লগি মন জাঙ্গি। সো সব গায়। জানেছ ভাঙ্গি।
 তেহি কর ভেদ সুনছ তুমহ সোউ। বিদ্যা অপর অবিদ্যা দোউ ॥২॥
 এক দুষ্ট অতিসয় দুখরূপ। জা বস জীব পরা ভবকূপ ॥
 এক রচই জগ গুন বস জাকৈ। প্রভু প্রেরিত নহি নিজ বল তাকৈ ॥৩॥

বাংলা অর্থ—বীতী ত্রাস।—নির্ভয় হইল; তাল—পুষ্করিণী; জাতৈ—যাহা হইতে;
 অহিরাজা—অনন্তদেব; জাই—চলিয়া যায়; ন সক—পারে না; (দো—১৪)

গ্যান মান জই একউ নাই। দেথ বুদ্ধ সমান সব মাই।
 কহিঅ তাত সো পরম বিরাগী। তুম সম সিদ্ধি তীনি গুন ত্যাগী ॥৪॥
 দোহা— মায়া ঈশ ন আপু কহঁ জান কহিঅ সো জীব।
 বন্ধ মোচ্ছ প্রদ সর্বপর মায়া প্রেরক সীব ॥১৫॥

পঞ্চানুবাদ

টৌ—স্বল্প কথা দিয়া তোমা বুঝাই সকলি। চিত্ত-মন-বুদ্ধি দিয়া বুঝ জাতঃ! বলি ॥
 ‘অহং, মম, তুমি, তব’ মায়া নাম তা’র। যাহে জীবের বশে রাখে সকল সংসার ॥১
 ইন্দ্রিয়ার্থে যত দূর জীব-মন যায়। জান তাই! সবে দেয় মায়া নাম তা’র ॥
 তা’র ভেদ কিনা তাহা এবে তুমি জানো। একেই অবিজ্ঞা কহে,—

আনে বিজ্ঞা মানো ॥২

তা’র মাঝে এক আসে ভারী দুঃখ-রূপে। যা’র বশে পড়ে যত জীব ভব-কূপে ॥
 আনে বিশ্ব রচে গুণ-ত্রয় বশে যা’র—প্রভুর প্রেরণা, নিজ শক্তি নাহি তা’র ॥৩
 জ্ঞান তাহা,—যাহে নাহি রহে অহঙ্কার। সম ব্রহ্মবোধ আগে মদ্যে সবা’কার ॥
 তাঁ’রে তাত! জানি’ ল’বে পরম বিরাগী। তৃণ-সম যিনি সিদ্ধি-গুণ-ত্রয়-ত্যাগী ॥৪॥
 দোহা— নিজেকে, মায়াকে, ঈশ নাহি গণে স্বরূপেতে, তা’রে কহি জীব।
 বন্ধ মোক্ষ-দাতা সবার উপরে মায়া’র প্রেরক তিনি শিব ॥১৫

মূল

[ভক্তি-তত্ত্ব ব্যাখ্যান]

চৌ—ধর্ম তেঁ বিরতি জোগ তেঁ গ্যান। গ্যান মোচ্ছপ্রদ বেদ বখানা ॥
 জাতৈঁ বেগি দ্রবউ মৈঁ ভাই। সো মম ভগতি ভগত সুখদাই ॥১॥
 সো স্তত্ত্ব অবলম্বন আনা। তেহি আদীন গ্যান বিগ্যানা ॥
 ভগতি তাত অনুপম সুখমূল। মিলই জো সমু হোইঁ অমুকূল ॥২॥
 ভগতি কি সাধুন কহউঁ বখানী। সুগম পন্থ মোহি পাবাইঁ প্রানী ॥
 প্রথমহিঁ বিপ্র চরন অতি প্রীতী। নিজ নিজ কর্ম নিরত শ্রুতি রীতী ॥৩
 এহি কর ফল পুনি বিয়য় নিরাগা। তব মম ধর্ম উপজ অনুরাগা ॥
 প্রবনাদিক নব ভক্তিদৃঢ়াইঁ। মম লীলা রতি অতি মন মাইঁ ॥৪॥
 সমু চরন পঙ্কজ অতি প্রেমা। মন ক্রম বচন ভজন দৃঢ় নেমা ॥
 গুরু পিতু মাতু বন্ধু পতি দেবা। সব মোহি কহঁ জাটন দৃঢ় সেবা ॥৫॥
 মম গুন গাবত পুলক সরীরা। গদগদ গিরি নয়ন বহ লীরা ॥
 কাম আদি মদ দম্বন জাকৈঁ। তাত নিরন্তর বস মৈঁ তাকৈঁ ॥৬॥

বাংলা অর্থ—থোবে হি মই—অন্তের মধ্যে; গো গোচর—ইন্দ্রিয় গোচর; পরা—
 পতিত হয়; আপু কহঁ—নিজেকেও; সীব—ঈশ্বর; পর—পড়ে; (দো—১৫)

দোহা— বচন কম' মন মোরি গতি ভজমু করহি' নিঃকাম ।
তিম্হ কে হৃদয় কমল মছ' করউ' সদা বিশ্রাম ॥১৬॥

পদ্মাসুন্দর

চৌ—বৈরাগ্য ধরম হ'তে, যোগ হ'তে জ্ঞান। জ্ঞান হ'তে মোক্ষ ইহা বেদের বিধান
হুয়া প্রসন্নতা লভি' যাহে ভ্রাতঃ! অতি। ভক্তে সুখদায়ী তাহা, নামেতে ভকতি ॥১
স্বতন্ত্র ভকতি তাহা অপেক্ষা-বর্জিত। জ্ঞান ও বিজ্ঞান তাঁ'র অধীন কথিত ॥
ভকতি হে ভ্রাতঃ! জানো অতি সুখ-মূল। মিলে তাহা সাধু-জন হ'লে অনুকূল ॥২
ভকতি-সাধন এবে কহিব বাখানি। সুগম সে ভক্তি-পথে লভে মোরে প্রাণী ॥
প্রথমত বিপ্র-পদে রাখিবে পিরীতি। আপন করমে রতি যথা শ্রুতি-রীতি ॥৩
এর ফলে পুন হ'বে বিষয়ে বিরাগ। তখন আমার ধর্ম্মে জন্মে অনুরাগ ॥
শ্রবণাদি নব ভক্তি দৃঢ়তা লভিবে। মম লীলা প্রতি মনে পিরীতি ভরিবে ॥৪
সাধু পাদ-পদ্মে রাখে পিরীতি পরম। মনে কাজে বাক্যে রাখে ভজনে নিয়ম ॥
গুরু, পিতা, মাতা, বন্ধু, দেবতা ও পতি। ঈশ্বর জানিয়া মোরে সেবে দৃঢ়মতি ॥৫
মম গুণ গাহি' হয় পুলক শরীরে। গদগদ বাক্যে তাঁ'র আঁখি ভ'রে নীরে ॥
কাম আদি মদ, দম্ব না রয় যেখানে। ওহে ভ্রাত! সদা মম নিবাস দেখানে ॥৬

দোহা— কাম-মন-বাক্যে আমাকে শরণ আর ভজে যে জন নিকাম।
হৃদয়-কমল মাঝারে তাহার করি আমি সদা অধিষ্ঠান ॥১৬

মূল

চৌ—ভগতি জোগ স্থনি অতি সুখ পাবা। লছিম প্রভু চরননহি দিক্র নাবা ॥
এহি বিধি গএ কছুক দিন বীতী। কহত বিরাগ গ্যান গুন নীতী ॥১॥
সূপনখা রাবন কৈ বহিমো। দুষ্ট হৃদয় দারুন জস অহিনি ॥
পঞ্চবটী সো গই এক বারা। দেখি বিকল ভঙ্গি জুগল কুমারী ॥২॥
ভ্রাতা পিতা পুত্র উরগারী। পুরুষ মনোহর নিরখত পারী ॥
হোই বিকল সক মনহি ন রোকী। জিমি রবিমনি দ্রব রবিহি বিলোকী ॥৩
রুচির রূপ ধরি প্রভু পহি' জাগি। খোলী বচন বহত মুসুকাঙ্গি ॥
তুমহ সম পুরুষ ন মো সম নারী। যহ সঁজোঁগ বিধি রচা বিচারী ॥৪॥
মম অনুরূপ পুরুষ জগ মাহী। দেখেউ' খোজি লোক তিহু নাহী ॥
তাতেঁ অব লগি রহিউ' কুমারী। মমু মানা কছু তুমহহি নিহারী ॥৫॥

বাংলা অর্থ—জাভে—যাহ। হইতে; দ্রবউ—দ্রবীভূত হই (গঙ্গা হই); স্বতন্ত্র—
বংগ; মিলই—মিলবে; তব—তখন; জাঁকে... তাঁকে—যাঁহার তাঁহার; দৃঢ়াই—
দৃঢ় হইবে; মোহি কহি—আমাকেই; নেমা—নিমম; (দো—১৬)

সীতাহি চিতই কহী প্রভু বাতা । অহই কুআর মোর লঘু জাতা ॥
 গই লছিমন রিপু ভগিনী জানী । প্রভু বিলোকি বোলে যুদ্ধ বানী ॥৬॥
 স্তম্ভরি স্তম্ভ মৈ উম্ভ কর দাসা । পরাধীন নহিঁ তোর স্তম্ভাসা ॥
 প্রভু সমর্থ কোসলপুর রাজা । জো কছু করহিঁ উনহি সব ছাড়া ॥৭॥
 সেবক স্তম্ভ চহ মান ভিখারী । ব্যসনী ধন স্তম্ভ গতি বিভিচারী ॥
 লোভী জম্বু চহ চার গুমানী । নভ ছহি দূধ চহত এ প্রানী ॥৮॥
 পুনি ফিরি রাম নিকট সো আঞি । প্রভু লছিমন পহিঁ বহুরি পঠাঞি ॥
 লছিমন কহা তোহি সো বরজৈ । জো তুম তোরি লাজ পরিহবজৈ ॥৯॥
 তব খিসিআনি রাম পহিঁ গজৈ । রূপ ভয়ঙ্কর অগটত ভজৈ ॥
 সীতাহি সভয় দেখি রঘুরাজৈ । কহা অমুজ সন সয়ন বুঝাঞি ॥১০॥
 দোহা— লছিমন অতি লাঘব সো নাক কান বিনু কীম্ভি ।
 তাকে কর রাবন কই মনো চুনোভী দীম্ভি ॥১১॥

পঞ্চাশতাব্দ

চো—ভক্তি-যোগ শুনি' হেন লভি' স্তম্ভ অতি । লক্ষ্মণ প্রভুর পদে করিলেন নতি ॥
 হেন মতে কিছু দিন যাপিত হইল । বৈরাগ্য ও জ্ঞান-গুণ-আলাপ চলিল ॥১
 সূৰ্পনখা ছিল এক রাবণ-ভগিনী । দুষ্ট-মতি নিদারুণ যেমন নাগিনী ॥
 পঞ্চবটী কাননে সে গেল একবার । বিকল হইল হেরি' যুগল কুমার ॥২
 ভুমুণ্ডী গরুড়ে বন,—পিতা, ভ্রাতা, স্তম্ভ । নারী নিরখিবে যদি নিজ মনোমত ॥
 হইবে বিকল মন,—সংযত না হয় । সূর্য্যকান্ত মণি যথা সূর্য্যে জ্বলময় ॥৩
 প্রভু-পার্শ্বে যায় ধরি' রূপ মনোহর । বচন কহিল বহু যুদ্ধ-হাস্তপর ॥
 তোমার সমান নর আশা সম নারী । এ সংযোগ রচে নিধি যথার্থ বিচারি' ॥৪
 মম মনোমত নর সারা বিশ্ব-মান । ত্রিলোকে না লভি, খুঁজে এ যাবৎ আজ ॥
 এই হেতু এ যাবৎ রহিনু কুমারী । তিরপিলা প্রাণ মম তোমারে নেহারি' ॥৫
 সীতা-পানে চাহি' প্রভু কহেন তখন । আমার কনিষ্ঠ আছে কুমার লক্ষ্মণ ॥
 লক্ষ্মণের পার্শ্বে গেলে † রিপু-ভগ্নি জানি' । লক্ষ্মণ প্রভুর পানে চাহি' ক'ন বানী ॥৬
 হে স্তম্ভরি ! শুন আমি এ' প্রভুর দাস । পরাধীন জনে তব মতিবে না আশ ॥
 প্রভু ত সক্ষম নিজে কোশলের রাজ । যা' কিছু করেন তিনি শোভে ভাল কাজ ॥৭

বাংলা অর্থ—বহিনী—ভগ্নি; জস—যে; অহিনী—জী শপ; রোকী ন সক—
 সংযত কবিত্তে পারিবে না; রবিমনি—সূর্য্যকান্তমণি; মনমানা—মন আকুল হইয়াছে;
 কুআর—কুমার (অবিবাহিত); ছাড়া—ভাল দেখায়; গুমানী—অভিমানী (গোয়ার);
 ব্যসনী—ভোগবিলাসপ্রিয়; বিভিচারী—ব্যভিচারী; খিসিআনি—জুড়; সয়ন
 বুঝাঞি—জগার করিয়া; চুনোভী—আহ্বান; স্তম্ভাসা—স্তম্ভাধা : (৮—১৭)

সেবক কি চাহে স্মৃতি ? মান কি ভিখারী ? ব্যসনী কি ধন চাহে ? মুক্তি দুষ্টাচারী ?
 লোভা যশ কভু চাহে ? সুগতি কি মানী ? আকাশ ছহিয়া দুখ চাহে কোন্ প্রাণী ? ৮
 পুন কিরি' আপনি সে রাম পার্শ্বে যায় । প্রভু লক্ষ্মণের পাশে পাঠা'ন তাহার ॥
 লক্ষ্মণ কহেন তবে,— সে তোমা বরিবে । যে জন তুণের সম নিলাজ হইবে ৯
 রাম-পার্শ্বে গিয়া তবে অতীব ক্রোধিত । নিজ ভয়ঙ্কর রূপ করে প্রকটিত ॥
 রাখব সীতারে হেরি' অতি ভয়ঙ্কীত । অমুজ্ঞে নির্দেশ দেন করিয়া ইঙ্গিত ১০ ॥
 দোহা— লক্ষ্মণ সহজে করেন তাহার নাসিকা ও কর্ণের ছেদন ।

যেন তার হাতে রাবণের হ'ল বগাজনে ধ্রুব আয়তন ॥ ১৭

মৃগ

চৌ— নাক কান বিম্বু ভই বিকরার। জম্বু অব সৈল গেরু কৈ ধারা ॥
 খর দুখন পহি' গই বিলপাত। দিগ দিগ তব পৌরুষ বল জাতা ॥ ১ ॥
 তেহি পূছা সব কহেসি বুনাই । জাতুধান স্মৃতি সেন বনাই ॥
 ধাএ নিসিচর দিবর দরখা । জম্বু সপচ্ছ বজ্রল গিরি জুখা ॥ ২ ॥
 নানা বাহন নানাকার। নানামুখ দর ঘোর অপার ॥
 সূপনখা আগের করি লীনি । অসুভ রূপ শ্রুতি নাসা হীনি ৩ ॥
 অসগুন অমিত হোহ' ভয়কারী । গনহি' ন মৃত্যু বিবস সব নারী ॥
 গজ'হি' তজ' হি' গগন উড়াই' । দেখি কটকু ভট অতি হরষাই' ৪ ॥
 কোউ কহ জিঅত ধরছ ঘো ভাই । ধরি মারছ তিয় লেছ ছড়াই ॥
 ধুরি পুরি নভ মণ্ডল রহা । রাম বোলাই অমুজ সন কহা ৫ ॥
 লৈ জানকিহি জাছ গিরি কন্দর । আবাব নিসিচর কটকু ভয়ঙ্কর ॥
 রহেছ সজগ স্মৃতি প্রভু কৈ বানী । চলে সহিত শ্রী সর ধমু পানী ৬ ॥
 দেখি রাম রিপুদল চলি আবাব । বিহসি কঠিন কোদণ্ড চড়াবা ৭ ॥

দন্দ— কোদণ্ড কঠিন চড়াই সির জট জুট বাঁধত সোহ কোয়া' ।
 মরকত সমল পর লরত দামিনি কোটি সো' জুগ ভুজগ জোয়া' ॥
 কটি কসি নিষজ বিসাল ভুজ গহি চাপ বিসিখ স্মৃতিরি কৈ ।
 চিতবত মনছ' মৃগরাজ প্রভু গজরাজ ঘট্টা নিহারি কৈ ॥

সোরঠা— আই গএ বগমেল দরছ ধরছ ধাবত স্মৃতি ।

জথা বিলোকি অকেল বাল রবিহি ঘেরত দম্বুজ ॥ ১৮ ॥

বাংলা অর্থ—বিকরার—বিকলাচ ; গেরু—গিরিমাটা ; বিলপাত—বিলপা কবিতা
 করিতে ; জাতুধান—রক্ষণ ; বজ্রখা—দণ্ডে দণ্ডে ; সপচ্ছ—সম্পদ ; অসগুন—অসংখ্য
 চিহ্ন ; ছড়াই লেছ—কাড়িয়া লও ; কোদণ্ড—শস্ত্র ; সমল—শৈব ; লরত—যুদ্ধ করি-
 তেছে ; নিষজ—তুণী ; কসি—বাঁধা ; বিসিখ—বাণ ; স্মৃতিরি—ত্বিকভাবে পরিচয় ;
 ঘট্টা—সমূহ ; বগমেল—এলোমেলো ভাবে ; বিহসি—হাস্য করিয়া ; (৫৭—১৮)

রন চটি করি অ কপট চতুরাই । রিপু পর কৃপা পরম কদরাই ॥
 দূতনহ জাই তুরত সব কহেউ । স্ননি খর দূষন উর অতি দহেউ ॥৭
 ছন্দ— উর দহেউ কহেউ কি ধরছ ধাএ বিকট ভট রজনীচরা ।
 সর চাপ তোমর সজ্জি সুল কৃপান পরিষ পরসু ধরা ॥

পত্নাহবদ

চৌ—সূৰ্পনখা নাক কান বিনা কদাকার । পৰ্বত ক্ষরিল যেন গৈরিকের ধারা ॥
 খর ও দূষণ-পার্শ্বে গিয়া বিলপিল । ভ্রাতার পৌরুষ 'পরে বিক্কার দানিল ॥১
 তাহার পুছিলে সব বুঝা'য়ে বলিল । রাক্ষসেরা সব শুনি' সেনা সূসজ্জিল ॥
 দাবিত হইল সবে মিলি' দলে দলে । সপক্ষ কজ্জল গিরি যেনে উড়ি' চলে ॥২
 নানা-রূপে সাজাইয়া বিবিধ বাহন । অগণিত ঘোর অস্ত্র করিয়া ধারণ ॥
 সূৰ্পনখা সবাকার পুরোভাগে র'ম । নাক-কান-হীন-রূপে অশুভ সূচয় ॥৩
 ভাষণ অশুভ চিহ্ন বহু প্রকটিল । ঋষ যুতু-বশে তা'রা কিছু না গণিল ॥
 গজ্জন, তজ্জন করি' গগনে উঠিল । সেনা দলে হেরি' যোদ্ধা অতি হরষিল ॥৪
 কেহ কহে ভ্রাতৃদ্বয়ে জীবন্ত ধরিয়া । আন, আর মার, ত্রীরে লও ছিনাইয়া ॥
 ধূলিরাশি-পরিপূর্ণ হইল গগন । লক্ষ্মণেরে ডাকি' রাম তা'র প্রতি ক'ন ॥৫
 জানকীরে ল'য়ে যাও ভূধর-কন্দর । আমিছে রাক্ষস-সেনা অতি ভয়ঙ্কর ॥
 অবহিত লছিমন শুনি' প্রভু-বাণী । সীতা-সহ শর ল'য়ে যান ধনুষ্পাণি ॥৬
 রাম রিপুদলে যবে দেখেন আসিতে । কঠিন কোদণ্ড ল'ন হাসিতে হাসিতে ॥৭

ছন্দ— কঠিন কোদণ্ডে ধরিয়া দু'হাতে জটা-জুট-শিরে বাঁধিতে লাগিল ।
 মরকত শৈলে যেন নাগযুগ বিদ্যতে কোটিশ যুদ্ধরত ছিল ॥
 কটিতে তুণীর বিশাল বাহুতে ধনুর্কবাণ ধরি' চাহিয়া রহিল ।
 মনে হ'ল যেন যুগরাজ-প্রভু গজরাজ-দলে দেখিতে লাগিল ॥

সোরঠা— বেগে ধেয়ে আসে 'ধর' 'ধর' বলি' ধাবমান রাক্ষস সকল ।
 যেমন বিলুপিক' একক রবিরে ঘিরে ফেলে দানবের দল ॥৮

মুগ

[অন্ন-দুশ্শন-বশ]

চৌ—প্রভু বিলোকি সর সকাহি' ন ডারী । খকিত ভই রজনীচর ধারী ॥
 সচিব বোলি বোলে খর দূষণ । যছ কোউ নৃপবালক নর ভূষন ॥১
 নাগ অস্তুর স্তর নর মুনি জেতে । দেখে জিতে হতে হম কেতে ॥
 হম ভরি জন্ম স্ননহ সব ভাই । দেখী নহি' অসি স্তম্ভরতাই ॥২
 জন্তপি ভগিনী কীনহি কুরুপা । বধ লায়ক নহি' পুরুষ অনুপা ॥
 দেহ তুরত নিজ নারি দুরাই । জীবত ভবন জাহ ঘো ভাই ॥৩

মোর কথা ভুম্হ তাহি শুনাবহ । তাম্হ বচন শুনি আত্মর আশহ ॥
 দূতনহ কথা রাম সন জাই । স্তম্ভ রাম বোলে মৃশুকাজি ॥৪
 হম ছত্রী মৃগয়া বন করহী । ভুম্হ সে খল মৃগ খোজত ফিরহী ॥
 রিপু বলবন্ত দেখি নহি ডরহী । এক বার কালহ সন লরহী ॥৫
 জন্তপি মনুজ দনুজ কুল ঘালক । মুনি পালক খল সালক বালক ॥
 জৌ ন হোই বল ঘর ফিরি জাহু । সমর বিমুখ মৈ হতউ ন কাহু ॥৬॥

প্রভু কীর্নহি ধনুষ টঙ্কোর প্রথম কঠোর ঘোর ভয়াবহ ।

ভএ বধির ব্যাকুল জাতুধান ন গ্যান তেহি অবসর রহা ॥

দোহা— সাবধান হোই ধাএ জানি সবল আরাতি ।

নাগে বরষন রাম পর অস্ত্র সস্ত্র বহু ভাঁতি ॥১৯(ক)॥

তিনহ কে আয়ুধ তিল সম করি কাটে রঘুবীর ।

তানি সরাসন শ্রবন লগি পুনি ছাঁড়ে নিজ তীর ॥১৯(খ)॥

পদ্মাসুবাদ

চৌ—প্রভুরে দেখিয়া শর ছুড়িতে নারিল । রাক্ষসের সেনাদল বিহ্বল হইল ॥

মন্ত্রী আবাহিয়া খর দুষণেরে ক'ম । নরোত্তম কোন্ এই নৃপসুত হয় ? ॥১

নাগ ও অনুর, সুর, নর মুনি যত । হেরি' জিনি' হানি' আমি না জানি বা কত

ভাই সব শুন মম যাবৎ জীবন । হেন চারু রূপ চোখে পড়েনি কখন ॥২

যতপি বা ভগিনীরে করে বিরূপিত । অনুপম সুপুরুষ নহে বধোচিত ॥

লুঙ্কারিত নিজ নারী প্রদান করিয়া । দুই ভাই ঘরে যা'ক জীবন লইয়া ॥৩

মোর কথা এবে তুমি শুনাও তাহায় । তাহার উত্তর নিম্নে ফিরবে স্বরায় ॥

দূত যেয়ে রাম-পাশে' কহিল সত্তর । শুনি' রাম মৃদু হেসে দিলেন উত্তর ॥৪

কৃত্রিয়—মৃগয়া করি' ফিরি আমি বনে । ভোগা-সম দুষ্ট পশু সজ্ঞান কারণে ।

বলবান্ রিপু হেরি' নাহি করি ডর । সাক্ষাৎ যমের সঙ্গে হই' যুদ্ধপর ॥৫

মানুষ হ'লেও আমি দনুজ-ঘাতক । খলের নাশক মুনি-জনের পালক ॥

শক্তি না থাকিলে চ'লে যেতে পার ঘরে । সমর-বিমুখে রাম কভু না সংহারে ॥৬

কপটতা, চতুরতা বিহিত সমরে । কাপুরুষ রিপুগণে রাম দয়া করে ॥

দূতগণ গিয়া ক্রুত সকল কহিল । খর ও দুষণ শুনি' হৃদয়ে দহিল ॥৭

ছন্দ— হিয়া-দাহে কহে ধৈ'র্যে ধর সবে, হে বিকট ভট যত নিশাচর ।

বিশিখ-কার্মুক-ভোমর-কুপাণ-পরিঘ-পরশু-শূল-শক্তিধর ॥

বাংলা অর্থ—ধিকিত—স্তম্ভিত ; ধারী—দৈত্য ; জিতে—জয় করিয়াছি ; হতে—হত্যা
 করিয়াছি ; তুরাজি—লুকাইয়া ; জীজত—জীবিত থাকিয়া ; আত্মর—স্বরায় ; নহি ডরহী—
 ভয় পাই না ; কালহ সন—যমের সঙ্গে ; ঘালক—নাশকারী ; হতউ ন—মারি না ;
 কদরাজি—কাপুরুষতা ; ডারি ন সকহি—ছুড়িতে পারিল না ; (দো—১২খ)

প্রথমে কঠোর ধনুক ধরিয়া অতি ভয়ঙ্কর শ্রদ্ধা টঙ্কারিয়া ।
 বধির ব্যাকুল রাক্ষসের কুল সে সময়ে সব জ্ঞান-হারা হয় ।

দোহা—সাবধান হ'য়ে ধায় শত্রুদল জানি' রাম অতি বলবান ।
 বরষিতে লাগে রামের উপর অস্ত্র-শস্ত্র বিবিধ বিধান ॥১৯ক॥
 ভা'সবার অস্ত্রে ভিল ভিল করি' কাটিয়া ফেলেন রঘুবীর ।
 নিজ শরাসন আকর্ণ টানিয়া পুনরায় ছাড়িলেন তীর ॥১৯খ॥

মূল

ছন্দ— তব চলে বান করাল । ফুঁকরত জম্বু বহু ব্যাল ॥
 কোপেউ সমর শ্রীরাম । চলে বিসিখ নিসিত নিকাম ॥১॥
 অবলোকি খরতর তীর । মুরি চলে নিসিচর বীর ॥
 ভএ ক্রুদ্ধ তীনিউ ভাই । জো ভাগি রন তে জাই ॥২॥
 তেহি বধব হম নিজ পানি । ফিরে মরন মন মছ' ঠানি ॥
 আয়ুধ অনেক প্রকার । সনমুখ তে করহি' প্রহার ॥৩॥
 রিপু পরম কোপে জানি । শ্রদ্ধা ধনুষ সর সক্ষানি ॥
 ছা'ড়ে বিপুল নারাচ । লগে কটন বিকট পিসাচ ॥৪॥
 উর সীস ভুজ কর চরন । জই তই লগে মহি পরন ॥
 চিক্করত লাগত বান । ধর পরত কুধর সমান ॥৫॥
 ভট কটত তন সত খণ্ড । পুনি উঠত করি পাখণ্ড ॥
 নভ উড়ত বহু ভুজ মুণ্ড । বিনু মৌলি ধাবত রুণ্ড ॥৬॥
 খগ কঙ্ক কাক স্রগাল । কটকটহি' কঠিন করাল ॥৭॥

ছন্দ— কটকটহি' জম্বুক ভূত প্রেত পিসাচ খর্পর সঞ্চাই' ।
 বেতাল বীর কপাল তাল বজাই জোগিনি ন'চহী' ॥
 রঘুবীর বান শ্রচণ্ড খণ্ডহি' ভটনহ কে উর ভুজ সিরি ।
 তই তই পরহি' উঠি লরহি' পর ধরু পরু করহি' ভয়ঙ্কর গিরি ॥১॥
 অন্তাবরী' গহি উড়ত গীধ পিসাচ বর গহি ধাবহী' ।
 সংগ্রাম পুর বাসী ঐনছ' বহু বাল গুড়ী উড়াবহা' ॥
 মাঝে পছারে উর বিদারে বিপুল ভট কইরত পরে ।
 অবলোকি নিজ দল বিকল ভট তিসরাদি খর দুষম ফিরে ॥২॥
 সর সক্তি তোমর পরস্র সুল কপান একহি বারহী' ।
 করি কোপ শ্রীরঘুবীর পর অগনিত নিসিচর ডারহী' ॥
 শ্রদ্ধা নিমিষ মছ' রিপু সর নিবারি পচারি ডারে সায়কা ।
 দস দস বিসিখ উর মাঝ মাঝে সকল নিসিচর নায়কা ॥৩॥

মহি পরত উঠি ভটি ভিরত মরত ন করত মায়া অতি ঘনী ।
 সুর ডরত চৌদহ সহস প্রেত বিলোকি এক অবধ ঘনী ॥
 সুর মূনি সভয় প্রভু দেখি মায়ানাথ অতি কৌতুক করুয্যো ।
 দেখিহি পরসপর রাম করি সংগ্রাম রিপু দল লরি মরুয্যো ॥৪

দোহা— রাম রাম কহি তনু তজ্জহি পাবহি পদ নিবান ।
 করি উপায় রিপু মারে ছন মছ কুপানিধান ॥২০ক॥
 হরষিত বরষহি সুরমন সুর বাজহি গগন নিসান ।
 অস্ততি করি করি সব চলে সোভিত বিবিধ বিমান ॥২০খ॥

পঞ্চানুবাদ

ছঃ—তখন চলিল বাণ অতীব করাল । কৌস কৌস করে যেন সংখ্যাভীত ব্যাল ॥
 সমরে শ্রীরাম হ'ন কোপ-পরায়ণ । তীক্ষ্ণ বাণ ছাড়িলেন, না যায় গণন ॥১
 অবলোকি' পরে পরে খরতর তীর । পৃষ্ঠ প্রদর্শিতে লাগে নিশাচর বীর ॥
 ক্রোড় তিন ভাই খর, ত্রিশির, দুষণ । কহি,—যে করিবে রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ॥২
 তাহারে বধিব আমি হাতে আপনার । মৃত্যু গ্রন্থ জানি' তা'রা ফিরিল আবার ॥
 ধরিয়া আয়ুধ তা'রা অনেক প্রকার । পুরোভাগে রহি' তদা কারল প্রহার ॥৩
 রিপুদলে জানি' প্রভু পরম কুপিত । ধনুকে সন্ধান দেন তীর অগণিত ॥
 ছুড়িতে লাগেন তিনি অসংখ্য নারাচ । কাটা পড়ি' গেল তাহে অসংখ্য পিশাচ ॥৪
 বৃকে, মাখে, ভুজে তথা চরণে ও করে । যেথা সেথা লাগি' তা'রা পড়ে মহী'পরে ॥
 বাণাঘাতে তারস্বরে তা'রা পুকারিল । ভূতলে পর্কত-সম পড়িয়া রহিল ॥৫
 সেনা-দেহ কাটা গেল খণ্ডে শত শত । মায়া ধরি' উঠে পুন নিশাচর যত ॥
 আকাশেতে উড়ে বাছ, শির তথা হাত । শির বিনা দেহ নভে করে যাতায়াত ॥৬
 কাক, চিল, পক্ষী আর শৃগাল মিলিল । করাল কঠোর স্বরে ধ্বনিতে লাগিল ॥৭
 ছন্দ— শৃগালে ধ্বনিছে পিশাচে ভুতে ও প্রেতে মিলি' সব খর্পর ভরিছে ।
 বেতাল যে বীর কপাল তুলিয়া বাজাইছে তালে, যোগিনী নাচিছে ॥
 রঘুবীর বাণ প্রচণ্ড খণ্ডিল সেনা সবাকার উর, শির, করে ।
 যেথা সেথা পড়ে, উঠি' ধায় ধড়, “ধর ধর” কৃহে কেহ তার-স্বরে ॥১

বাংলা অর্থ—পু'করত—শকাগ্রমান; মুরি—পৃষ্ঠ দেখাইয়া; ঠানি—হির
 করিয়া; সর সন্ধানি—শর সন্ধান করিয়া; ধর—ধড় দেহ; কুধর সমান—পর্কত
 সমান; মৌলি—মস্তক; রুণ্ড—খড়; কটকটহি—৭ট কট শব্দ বরিল; সঞ্চর্হী—
 সঞ্চয় করিল; অস্তাবরী—অস্ত্র; পহারে—গিছাইয়া রহিল; গুড়ী—চিল; কইরত—
 চিৎকার করিয়া; পচারি—চিৎকার করিয়া; করুয্যো—করিল; (দো—২০ক-খ)

অল্প আঁকড়িয়া শকুনি উড়িছে পিশাচ তা' করে ধরিয়া ভুজিছে।
 যোদ্ধা পুরবাসী শিশু-দলে বৃষ্টি' মনে হয় ঘুড়ি উড়া'তে চলিছে ॥
 মরিল, পড়িল, বক্ষ বিদারিল, ছেন সেনা-দল ফিরে ঘুরে ঘুরে।
 সেনাদলে হেরি' বিকল দূষণ সখর ত্রিশিরা রাম পানে ফিরে ॥২
 শর তথা শক্তি, তোমর পরশু, শূল ও কুপাণ করি' এক সাথ।
 কোপ করি' তা'রা রঘুবীর'পরে অগণিত-ভাবে করিল আঘাত ॥
 প্রভু ক্ষণমাঝে নিবারিয়া শরে ডাকিয়া অরিরে নিক্ষেপিল শর।
 দশ দশ বাণ হৃদয়ে হানিলা ছিল যা'রা সেথা শূর নিশাচর ॥৩
 ধরাশায়ী সেনা উঠি' ভিড়ে পুন মরিয়া না মরে রচি' মায়া খেলা।
 সুরে ভয়ে ভীত চৌদ্দ হাজার সেনা রামে হে'রি যুঝিতে একেলা ॥
 ভীত মুনি সুরে হেরি' রঘুপতি নিজে মায়া-পতি কোতুক রচিল।
 একে অপরেরে রামরূপে হেরি' যুঝি' যত রিপু মরণ বরিল ॥৪

বোহা— 'রাম রাম' কহি ত্যজি' তা'রা তনু লভিল সকলে মোক্ষ-ধাম।
 যত্নে রিপুদলে ক্ষণকাল মাঝে মারিলেন রূপাল শ্রীরাম ॥২০ক॥
 হরষি' দেবতা বরষে কুসুম নভে উঠে দামামা বাজিয়া।
 স্তুতিপর হ'য়ে চলে সবে সাজি' বহুবিধ বিমানে উড়িয়া ॥২০খ॥

মূল

চো—জব রঘুনাথ সমর রিপু জীতে। সুর নর মুনি সব কে ভয় বীতে ॥
 ভব লহিমন সীতাহি লৈ আএ। প্রভু পদ পরত হরষি উর লাএ ॥১
 সীতা চিতব স্ত্যাম যুদ্ধ গাতা। পরম প্রেম লোচন ন অঘাতা ॥
 পঞ্চবটী' বসি শ্রীরঘুনাথক। করত চরিত সুর মুনি স্তুতদায়ক ॥২
 ধুজী' দেখি খর দূষণ কের। জাই স্পনর্থা রাবন প্রেরা ॥
 বোলী বচন প্রোধ করি ভারী। দেস কোস কৈ সুরতি বিসারী ॥৩
 করসি পান সোবসি দিমু রাভী। স্তুধি নহি' তব সির পর আরাভী ॥
 রাজ নীতি বিনু ধন বিনু ধর্ম। হরিহি সমর্পে বিনু সতকর্ম ॥৪
 বিত্তা বিনু বিবেক উপজাএ। শ্রম ফল পঢ়ে' কিএ' অরু পাএ ॥
 সজ তেঁ জতা কুমন্ত্র তে রাজা। মান তে গ্যান পান তেঁ লাজা ॥৫
 প্রীতি প্রনয় বিনু মদ তে গুণী। নাসহি' বেগি নীতি অস সুনী ॥৬

বাংলা অর্থ—ন অঘাতা—(আনন্দ) ধরে না; ধুজী—ধ্বংস; প্রেরা—প্ররোচিত
 করিল; স্তুধি নহি'—পংবাদ জানিতেছে না; সজ—আগন্তি; জতা—বতি, সন্ন্যাসী;
 সুনী—গুনিয়াছি; প্রনয়—বিনয়; রোহি—কাঁদিয়া; (দো—২১ক-খ)

লোরঠা— রিপু কুজ পাবক পাপ প্রভু অহি গনিঅ ন ছোট করি ।
অস কহি বিবিধ বিলাপ করি লাগী রোদন কর ন ॥২১ক॥

দোহা— সভা মাঝ পরি ব্যাকুল বহু প্রকার কহ রোই ।
তোহি জিঅত দসকজর মোরি কি অসি গতি হোই ॥২১খ॥

গতাহুবাদ

চৌ—যবে রঘুনাথ যুদ্ধে জিনিলা রিপুরে । সুর-নর-মুনি-ভয় না রহিল সে পুরে ॥
আসেন লক্ষ্মণ ল'য়ে সীতারে তখন । প্রভু পদে নতি করি' লভে আলিঙ্গন ॥১
সীতা শ্যাম স্নেহকোমল শরীর হেরিল । পরম প্রেমেতে আঁখি অতি তিরপিলা ॥
পঞ্চবটী বনে বসি' রঘুর নায়ক । আচরেন সুর-মুনি-আনন্দদায়ক ॥২
খর দুষণের মৃত্যু আঁখিতে হেরিয়া । রাবণে দামিল বার্তা সূৰ্পনখা গিয়া ॥
কহিল বচন তা'রে অতি ক্রোধ করি' । দেশ-কোষ-স্মৃতি ভুমি গিয়াছ বিস্মরি' ॥৩
পান করি' নিজা যাও শুধু দিন রাতি । সংবাদ না রাখ তব শিয়রে অরাতি ॥
নীতি-বিবর্জিত রাজ্য, ধর্মহীন ধন । মঙ্গল করম বিনা হরি সমর্পণ ॥৪
বিবেক-বর্জিত বিভা যদি উপজয় । পরিশ্রমমাত্র তাহে ফল-লাভ হয় ॥
বতি নষ্ট আসক্তিতে, রাজ্য কুমন্ত্রণে । অভিমানে জ্ঞান নষ্ট, লজ্জা মত্তপানে ॥৫
অবিনয়ে প্রীতি নষ্ট, গুণী অহঙ্কারে । সর্বত্র এ' নীতি শুনি সংসার-মাঝারে ॥৬
সো— রিপু, রোগ, অগ্নি, পাপ, প্রভু, সর্প তুচ্ছ করি' না কর গণন ।

কহি' সূৰ্পনখা বিলাপিতে লাগে আর করে প্রবল রোদন ॥২১ক॥

দোহা—সভা-ধরাশায়ী বিবিধ প্রকারে ব্যাকুলিতা কাঁদিয়া কহিল ।
দশানন ! তুমি বাঁচিয়া থাকিতে হের মম কি দশা হইল ॥২১খ॥

মৃগ

চৌ—সুনত সভাসদ উঠে অকুলাঙ্গি । সমুদ্রাঙ্গি গহি বাঁহ উঠাঙ্গি ॥
কহ লঙ্কেশ কহসি নিজ বাতা । কেই' তব নাসা কান নিপাতা ॥১
অবধ নৃপতি দসরথ কে জাএ । পুরুষ সিংহ বন খেলন আএ ॥
সমুঝি পরী মোহি উম্ব কৈ করনী । রহিত নীসাচর করিহি' ধরনী ॥২
জিনহ কর ভুজবল পাই দশানন । অভয় ভএ বিচরত মুনি কানন ॥
দেখত ঝালক কাল সমান । পরম দীর ধর্মী শুন নানা ॥৩
অতুলিত বল প্রতাপ দ্বৌ জাতা । খল বধ রত সুর মুনি সুখদাতা ॥
সোভা ধাম রাম অস নাম । তিনহ কে সঙ্গ নারি এক আশা ॥৪
রূপ রাসি বিধি নারি সঁঝারী । রতি সত কোটি তাসু বলিহারী ॥
তাসু অদুজ কাটে প্রাণি নাসা । সুনি তব ভাগিন করহি' পরিহাসা ॥৫

খর দুখন স্নান লগে পুকার। ছন মহ সকল কটক উল্হ মা'রা ॥
 খর দুখন তিসিরা কর ঘা'তা। স্নান দসদীস জরে সব গা'তা ॥৬
 দোহা— সুপনখহি সমুখাই করি বল বোলেসি বহু ভা'তি।
 গয়উ ভবন অতি সোচবস নীদ পরই নহি' রাতি ॥২২॥

পঞ্চানুবাদ

চো—শুনি' সভাসদ সবে হ'ল আকুলিত। বাছ ধরি' উঠাইয়া করে প্রবোধিত ॥
 লঙ্কেশ কহিল,—কহ সংবাদ আপন। কে তোমার কাটিয়াছে নাসিকা, শ্রবণ? ॥১
 দশরথ-সুত যেই রাজা অযোধ্যার। পুরুষ-কেশরী করে কাননে শিকার ॥
 কার্য দ্বারা বুঝিয়াছি তা'র অভিপ্রায়। নিশাচর-শূন্য সেই করিব ধরায় ॥২
 যা'র ভুজ-বল লভি' ওহে দশানন! মুনিরা অভয়ে বনে করে বিচরণ ॥
 দেখিতে বালক বটে অন্তক-সমান। অতি দীর্ঘ ধর্মী নানা গুণের নিধান ॥৩
 অতুল প্রতাপ বল ধরে দুটি ভ্রাতা। খল বধে রত, সুর-মুনি-সুখদাতা ॥
 অপরূপ রূপ ধরে রাম-নাম-ধারী। পরমা সুল্লরী ভা'র সঙ্গে এক নারী ॥৪
 দিয়া নিধি রূপ-রাশি সজিল সে নারী। শত কোটি রতি তা'র পদে সেবাকারী ॥
 মম নাক, কান কাটে অনুজ ভাহার। পারিহাস করে জানি' ভগিনী তোমার ॥৫
 মম আর্দ্রনাদে আসে খর ও দুষণ। ক্ষণ-মানো তা'র সেনা করিল নিধন ॥
 নিহত দুষণ আর খর ও ত্রিশির। শুনি' রাবণের জলে সকল শরীর ॥৬
 দোহা— সে সুপনখারে কহি' নিজ বল নানারূপে সাশ্রুনা দানিল।
 অতি শোক ভারে গৃহে পাইছিলা। রাত্রিভর নিজা না লভিল ॥২২॥

মূল

চো—সুর নর অসুর নাগ খগ মা'হী'। মোরে অধুচর কই কোউ নাহী ॥
 খর দুখন মোহি সম বলবন্ত। তিনহুই কো মারই বিমু ভগবন্ত ॥১
 সুর রঞ্জন ভঞ্জন মহি ভারা। জো' ভগদন্ত লীল্ অবতারা ॥
 ভো মৈ জাই বৈরু হুচি করউ'। প্রভু সর প্রান ভজৈ' তব তরউ' ॥২
 হোইহি ভজন্ম ন তুমস দেহা। মন ত্র ম বচন বস্ত্র দৃঢ় প্রহা ॥
 জো' নররূপ ভূপসুত কোউ। হরিহউ' নারি জাত রন দোউ ॥৩
 চলা অকেল জান চটি তহবা। বস মারিচ। শু তট জহবা ॥
 ইহী রাম জসি জুগুতি বনাঈ। স্নহু উমা সো কথা স্নহাঈ ॥৪

বাংলা অর্থ—বাঁহ—বাহ; কেই—কে; নিপাতা—নাশ বারম্বাৰে; জাঞ—পুত্র;
 সমুঝি পত্নী—বুঝিয়াছি; সোভা ধাম—অতি হৃদয় আকর্ষণীয়; বলিহারী—উপ-
 হারের প্রব্যাদাতা; ঘা'তা—বধ; জরে—জ্বলণ; নীদ পরই—নিদ্রা গেল; (দো—২০)

দোহা— লছিমন গএ বনহিঁ জব লেন মূল ফল কন্দ ।
জনকসুতা লন বোলে বিহসি কৃপা সুখ বৃন্দ ॥২৩॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ—অসুর ও সুর, নর, নাগ, খগ-মানে । কোথা মম চাঁকরের-সম কে বা আছে?

খর ও দুষণ মম সম বলবান । তা' দোহারে কেবা মারে বিনা ভগবান্ ? ॥১॥
দেবগণে ভূষিবারে হরি' মহীভার । ভগবান্ হ'য়ে থাকে যদি অবতার ॥
ভবু গিয়া হঠতায় শত্রুতা করিব । প্রভু করে প্রাণ ত্যজি' সংসার ভরিব ॥২॥
তামস দেহেতে মম না হ'বে ভজন । কায়-মনোবাক্যে করি সঙ্কল্প গ্রহণ ॥
নররূপে ভূপ-সুত যদি এ'রা হ'ন । রণে দৌঁহা জিনি' নারী করিব হরণ ॥৩॥
একক রাবণ চলে যানে চড়ি' সেথা । মারীচের বাস ছিল সিন্ধু-তটে যেথা ॥
হেন কালে রাম যথা হ'ন চিন্তাপর । শুন উমা ! সেই কথা অতি মনোহর ॥৪॥
দোহা— গেলেন লক্ষ্মণ আহরিতে বনে যবে মূল, ফল, কন্দ আর ।

হাসি' কথা ক'ন জানকীর সনে রাম কৃপা-সুখ-পারাবার ॥২৩॥

মূল

চৌ—সুন্দর প্রিয়া বৃত্ত রুচির সুসীল । মৈ' কছু করবি ললিত নর লীলা ॥
তুমহ পাবক মছ' করহ নিবাস । জৌ লগি করোঁ নিশাচর নাশ ॥১॥
জবহিঁ রাম সব কথা বখানী । প্রভু পদ ধরি হিয়' অনল সমানী ॥
নিজ প্রতিবিম্ব রাখি তই সীতা । তৈসই সীল রূপ স্তবিনীতা ॥২॥
লছিমনহুঁ যহ মরমু ন জানা । জৌ কছু চরিত রচা ভগবানা ॥
দসমুখ গয়উ জহাঁ মারীচা । নাই মাথ স্মরথ রত নীচা ॥৩॥
নবনি নীচ কৈ অতি দুখদাই । জিমি অঙ্কুস ধরু উরগ বিলাই ॥
ভয়দায়ক খল কৈ প্রিয় বানী । জিমি অকাল কে কুসুম ভবানী ॥৪॥

দোহা— করি পূজা মারীচ তব সাদর পুছী বাত । ০

কবন হেতু মন ব্যগ্র অতি অকসর আয়ছ তাত ॥২৪॥

পঞ্চানুবাদ

শুন প্রিয়ে ! পাতিব্রত-প্রতিনী সুশীল । আমি কিছু করি এবে চারু নর-লীলা ॥
তাবৎ অনল-মানে কর তুমি বাস । যাবৎ না করি আমি নিশাচর-নাশ ॥১॥

বাংলা অর্থ—হঠি—হঠতাপূর্বক ; তজৈ—ত্যাগপূর্বক ; হরিহউ—হরণ করিব ;
এহা—এই ; বস—বাস করিতেছে ; তহবঁ...জহবঁ—সেখানে...যেখানে ; (দো—২৩)

বাংলা অর্থ—করিব—করিব ; জৌ লগি—যাবৎ ; রাখি—রাখিলেন ; নবনি—
নব্রতা ; কবন হেতু—কি কারণ ; অকলর—একাকী ; (দো—২৪)

যবে রাম ক'ন সব কথা বাখানিয়া । অগ্নিগত সীতা হ'ন প্রভু-পদে হিঙ্গা ॥
 নিজ প্রতিবিম্ব সেথা রাখে যেম সীতা । রূপে, শীলে সেই ভাবে আর স্ত্রবিনীতা ॥২
 লক্ষ্মণের এই তত্ত্ব নাহি ছিল জ্ঞান । যা' কিছু চরিত রচে নিজে ভগবান্ ॥
 দশানন যা'ন যেথা আছিল মারীচ । শির নত করে তারে স্বার্থে রত নীচ ॥৩
 নীচেরে বিনয়ও করে অতি দুঃখ দান । অক্লুশ-উরগ-ধনু-মার্জ্জার-সমান ॥
 ভয়দান করে সদা খল-প্রিয়বাণী । অকালের পুষ্প যথা জানিবে ভবানি ! ॥৪
 দোহা— মারীচ পুজিয়া তাঁহারে তখন সমাদরে কহেন বচন ।
 কোন্ হেতু কহ অতি ব্যগ্র মনে একা তাত ! তব আগমন ? ॥২৪॥

মৃগ

চৌ—দসমুখ সকল কথা তেহি আগৈ । কহী সহিত অভিমান অর্ভাগৈ ॥
 হোছ কপট মৃগ তুমহ ছলকারী । জেহি বিধি হরি আনো'নুপনারী ॥১
 তেহি' পুনি কহা স্তনছ দসসীসা । তে নররূপ চরাচর ঈসা ॥
 তাসো' তাত বয়রু নহি' কীজৈ । মারে' মরিঅ জিঅএ' জীজৈ ॥২
 মুনি অথ রাখন গয়উ কুমার । বিম্ব ফর সর রঘুপতি মোহি মারা ॥
 সত জোজন আয়উ' ছন মাহী' । তিন্হ সন বয়রু কিএ' ভল নাই' ॥৩
 ভই মম কীট ভুঙ্গ কী নাই । জই তই মৈ' দেখউ' দোউ ভাই ॥
 জো' নর তাত তদপি অতি সুরা । তিন্হহি বিরোধি ন আইহি পুরা ॥৪
 দোহা— জেহি' তাড়কা সুরাছ হতি খণ্ডেউ হর কোদণ্ড ।
 খর দুখন তিসিরা বদেউ মনুজ কি অস বরিবণ্ড ॥২৫॥

পশ্চাদ্ভাব

চৌ—ভাগ্যহীন দশানন সকল বচন । পুরোভাগে অভিমানে তা'র সনে ক'ম ॥
 কপট হরিণ-রূপে হও ছলকারী । যেমনে রাঘব নারী হরিবারে পারি ॥১
 মারীচ তাহারে কহে,—শুন দশানন । চরাচর ঈশ ইনি নররূপী হ'ন ॥
 তা'র সনে নাহি তাত ! শত্রুতা সাধিবে । মারিলে মরিবে ভূমি বাঁচালে বাঁটিবে ॥২
 এই শিশু গেলে মুন-যজ্ঞ রক্ষবারে । ফলক-বিহীন বাণ মারিল আমারে ॥
 ক্ষণেতে যোজন শত আসিরা পৌ'ছাই । তা'র সনে শত্রুতায় ভাল কিছু নাই ॥৩
 ভুঙ্গ-ধরা কীট-সম আমি দশা পাই । যেথা সেথা ভয়ে হেরি' সেই দুই ভাই ॥
 যদিও নরের রূপ ধরিছে শূরতা । তা' সনে বিরোধে নাহি পাবে সফলতা ॥৪

বাংলা অর্থ—হোছ—হও; তাসো'—তার সঙ্গে; ফর সর—ফলক বাণ; কোট—
 দশা; পুরা ন আইহি—(ফলের) পূর্ণতা আসিবে না; হতি—আঘাত করিতেছে; খণ্ডেউ—
 ভাঙ্গিয়াছে; বরিবণ্ড—প্রচণ্ড বলী; দো—২৫)

দোহা— তারকা, সুবাহ দৌহারে মারিয়া ভাজিল যে হরের কোদণ্ড ।
খর, দুষণ ও ত্রিশিরারে বধে মাছুষ কি এ বীর প্রচণ্ড ? ॥২৫॥

মুগ

চৌ—জাহ্ন ভবন কুল কুসল বিচারী । স্ননভ জরা দীর্ঘহিসি বহু গারী ।
গুরু জিমি মূঢ় করসি মম বোধ। কহু জগ মোহি সমান কো জোখা ॥১
তব মারীচ হৃদয় অনুমান। নবহি বিরোধে নহি কল্যাণ ।
সজ্জী মর্মী প্রভু সঠ ধনী । বৈদ বন্দি কবি ভানস গুণী ॥২
উভয় ভাতি দেখা নিজ মরনা । তব তাকিসি রঘুনাথক সরন ॥
উত্তরু দেত মোহি বপন অভাগে । কস ন মরোঁ রঘুপতি সর লাগে ॥৩
অস জিয় জানি দসানন সজ্জ । চলা রাম পদ প্রেম অভজা ॥
মন অতি হরষ জনান ন তেহী । আজু দেখিহউঁ পরম সনেহী ॥৪

ছন্দ— নিজ পরম প্রীতি দেখি লোচন সুফল করি সুখ পাইহৌঁ ।
শ্রী সহিত অনুজ সমেত কৃপানিকেত পদ মন লাইহৌঁ ॥
নির্বান দায়ক ক্রোধ জা কর ভগতি অবগহি বসকরী ।
নিজ পানি সর সঙ্গানি সে মোহি সধিহি সুখসাগর হরী ॥

দোহা— মম পাইহেঁ পর দাবত ধরেঁ সরানন বান ।
ফিরি ফিরি প্রভুহি বিলোকিহউঁ দণ্ড ন মো সম আন ॥২৬॥

পদ্মাবতী

কুল-শুভ বিচারিয়া যাও গৃহপানে । বাবণ শুনিয়া ক্রোধে ভৎসে গালিদানে ॥
গুরু-সম তুমি মূঢ় ! শিখাও আমারে । আ বা-সম যোদ্ধা কেবা ধরার মাঝারে ? ১
তখন মারীচ মনে করে অনুমান । ন' জনার বিরোধেতে নাহিক কল্যাণ ॥
যারা শজ্জী, মর্মী, প্রভু, সঠ, ধনী অর । বৈদ, ভাট, কবি আর নিজ সুপকার ॥২
তু'দিকেই হেরিতেছি আমার মরণ । তবুলক্ষ্য প্রধানতঃ রামের শরণ ॥
উত্তর করিলে মরি অভাগার করে । তবে কেন নাহি মরি রঘুপতি-শরে ॥৩
হেন কথা মনে স্মরি' দশানন-সাথে । রামে রাখ' পরা প্রীতি চলিল পশ্চাতে ॥
মনের হরষ কিন্তু তা'রে না জানায় । পরম প্রেমিকে অজি দেখিবে আশায় ॥৪
ছন্দ— নিজ ইষ্টদেবে হেরিয়া নয়নে সুফল লভিয়া আনন্দ ভুঞ্জিব ।

জানকী-সহিত অনুজ-সমেত কৃপানিধি-পদে মানস অর্পিব ॥

বাংলা অর্থ—বিচারী—বিচার কবিয়া ; জরা—জলিয়া উঠিল ; করসি—বসিতেছিল
(তুই) ; কহু—হহ, বল ; নবহি—নয় জনের ; ভানস—পাচক ; তাকিসি—লক্ষ্য করি-
লাম ; বধব—বধিবে ; জমাবন—জানাইল না ; সুফল—সফল ; পাইহৌঁ—পাইব ;
বিলোকিহউঁ—দেখিব ; (দো—২৬)

- মুক্তিদান-শক্তি যাঁর ক্রোধে ধরে দুষ্ট বধ করে ভক্তি যাঁহাতে ।
 বধিবেন মোরে স্মৃধা-সিন্ধু সেই হরি ধনুর্বাণ ধরি' নিজ হাতে ॥
 দোহা— ছুটিবেন প্রভু মম পিছু পিছু ধরি' নিজে শরাসন বাণ ।
 ফিরিয়া ফিরিয়া তাঁহারে হেরিব ধন্য কেবা আমার সমান ? ১২৬ ॥

মূল

চো—তেহি বন নিকট দশানন গয়উ । তব মারীচ কপটমুগ ভয়উ ॥
 অতি বিচিত্র কছু বরনি ন জাঈ । কনক দেহ মনি রচিত বনাঈ ॥১
 সীতা পরম রুচির মুগ দেখা । অঙ্গ অঙ্গ স্মনোহর বেষা ॥
 স্ননছ দেব রঘুবীর কৃপালা । এহি মুগ কর অতি স্নন্দর ছালা ॥২
 সত্যসঙ্গ প্রভু বধি করি এহী । আনছ চর্ম কহতি বৈদেহী ॥
 তব রঘুপতি জানত সব কারন । উঠে হরষি সুর কাজু সাঁবারন ॥৩
 মুগ বিলোকি কটি পরিকর বাঁধা । করতল চাপ রুচির সর সাঁধা ॥
 প্রভু লহিমনহি কহা সমুঝাঈ । ফিরত বিপিন নিসিচর বহু ভাঈ ॥৪
 সীতা কেরি করেছ রখবারী । বুমি বিবেক বল সময় বিচারী ॥
 প্রভুহি বিলোকি চলা মুগ ভাজী । ধাএ রামু সরাসন সাজী ॥৫
 নিগম নেতি সিব ধ্যান ন পাবা । মায়ামুগ পাছে সো ধাবা ॥
 কবছ' নিকট পুনি দূরি পরাঈ । কবছ'ক প্রগটই কবছ' ছিপাঈ ॥৬
 প্রগটত দুরত করত ছল ভুরী । এহি বিধি প্রভুহি গয়উ লৈ দূরী ॥
 তব তকি রাম কঠিন সর মার । ধরনি পরেউ করি ঘোর পুকারা ॥৭
 লহিমন কর প্রথমহি লৈ নামা । পাছে স্মিরেসি মন মছ' রামা ॥
 প্রান তজত প্রগটেসি নিজ দেহা । স্মিরেসি রামু সমেত সনেহা ॥৮
 অন্তর প্রেম তাসু পহিচান । মুনি দুর্লভ গতি দীনহি সজানা ॥৯
 দোহা— বিপুল স্মরণ সুর বরষাহি গাবহি প্রভু গুন গাথ ।
 নিজ পদ দানহ অসুর কছ' দীনবন্ধু রঘুনাথ ॥২৭ ॥

পদ্মাবতী

চো—সেই বন সমীপেতে গেল দশানন । হইল কপট মুগ মারীচ তখন ॥
 অতীব বিচিত্র তাহা বর্ণনে না যায় । সোনার শরীর যেন মণিতে সাজায় ॥১
 পরম স্নন্দর মুগে জানকী হেরিল । প্রতিটি প্রত্যঙ্গ তা'র মনোহর ছিল ॥
 সীতা ক'ন ওহে দেব রাঘব কৃপাল ! মনোমোহকর এই হরিণের ছাল ॥২

বাংলা অর্থ—সাঁবারন—শাস্ত্র করিতে ; রুচির—স্নন্দর ; সাঁধা—চড়াইল ; ভাজী—
 পলাইল ; ছিপাঈ—লুকায় ; লৈ গয়উ—লইয়া গেল ; স্মিরেসি—স্মরণ করিল ; পরাই
 —পলায় ; পুকারা—চীৎকার ; (১—২৭)

ওহে প্রভু সত্যসন্ধ ! ইহাରେ বধিয়া । চন্দ্রখানি তুমি মোরে দাও গো আনিয়া ॥
 সানন্দে রাখব বুঝি' সকল কারণ । উঠেন করিতে স্তব-কার্য্য-সম্পাদন ॥৩
 হরিণে হেরিয়া হ'য়ে বদ্ধ পরিকর । করে চাপ ধরি' চারু চড়ালেন শর ॥
 প্রভু লক্ষ্মণে তদা বুঝাইয়া ক'ন । জানো ভাই বনে কিরে নিশাচরগণ ॥৪
 সীতার রক্ষক তুমি হও এইবার । কর বুদ্ধি-জ্ঞান-বল-সময়-বিচার ॥
 প্রভুরে হেরিয়া যুগ বনে পলাইল । সজ্জিত-কার্য্যক রাম পশ্চাতে ধাইল ॥৫
 'নেতি' ক'ন বেদ, শিব ধ্যানে নাহি পায়,—যাঁরে, সেই মায়া-যুগ পিছু পিছু ধায় ॥
 কভু বা নিকটে কভু দূরে পলাইয়া । কভু দেখা দেয় কভু যায় লুকাইয়া ॥৬
 বহু ছল করি' দূরে প্রকট হইল । এইরূপে প্রভুপাদে দূরেতে লইল ॥
 লক্ষ্য স্থির করি' রাম হানে দৃঢ় শর । ধরনীতে পড়ে ধনি' অতি ঘোর স্বর ॥৭
 প্রথমে 'লক্ষ্মণ' নাম মুখে উচ্চারিল । পিছু 'রাম' নাম কিন্তু মনে সে স্মরিল ॥
 পরাণ ত্যজিয়া নিজ দেহ প্রকটিল । ভক্তি ভরে 'রাম নাম' মনে মনে নিল ॥৮
 তাহার হার্দিক প্রেম মনে জানি' রাম । মুনির দুলভ-গতি করিলা প্রদান ॥৯
 দোহা— প্রচুর কুসুম বরষিয়া দেব প্রভু গুণ-গাথা সকলে গাহিলা ।
 দীন-জম-বন্ধু প্রভু রঘুনাথ অস্তুরেও নিজ পদ দিলা ॥২৭॥

মুগ

চো—খল বদি তুরত ফিরে রঘুবীর । মোহ চাপ কর কটি তুণীর ॥
 আরত গিরা সুনী জব সীতা । কহ লছিমন সন পরম সন্তীতা ॥১
 জাহ্নু বেগি সঙ্কট অতি ভ্রাতা । লছিমন বিহসি কহা সুনু মাতা ॥
 ভুকুটী বিলাস সৃষ্টি লয় হোঈ । সপনেছ' সঙ্কট পরই কি মোঈ ॥২
 মরম বচন জব সীতা বোলা । হরি প্রেরিত লছিমন মন ডোলা ॥
 বন দিসি দেব সৌ পি সব কাহু । চলে জহঁ রাবন সসি রাহু ॥৩
 সুন বীচ দশকঙ্কর দেখা । আবা নিকট জতী কেঁ বেষা ॥
 জাকৈঁ ডর সুর অস্তুর ডেরাহী । নিসি ন নীদ দিন অন্ন ন খাহী ॥৪
 সো দসসীস স্বান কী নাঈ । ইত উত চিতই চলা ভড়িহাঈ ॥
 ইমি কুপহ পগ দেত খগেসা । রহ ন তেজ তন বুদ্ধি বল লেসা ॥৫
 নানা বিদ্যি করি কথা স্নহাঈ । রাজনীতি ভয় প্রীতি দেখাঈ ॥
 কহ সীতা সুনু জতী গোসাঈ । বোলেছ বচন দুষ্ট কী নাঈ ॥৬
 তব রাবন নিজ রূপ দেখাবা । ভঈ সভয় জব নাম স্নাবা ॥
 কহ সীতা পরি ধীরজু গাঢ়া । আই গয়উ প্রভু রহ খল ঠাঢ়া ॥৭
 জিমি হরিবধুহি ছুজ সস চাহা । ভঁএসি কালবস নিসিচর নাহা ॥
 স্ননত বচন দসসীস রিসানা । মন মছ' চরন বন্ধি স্নখ মানা ॥৮

দোহা— ক্রোধবস্ত্র ভব রাবন লীল্‌হিসি রথ বৈঠাই ।

চলা গগনপথ আতুর ভয় রথ হাঁকি ন জাই ॥২৮॥

পত্নানুবাদ

চৌ—খেলেরে বধিয়া তদা ফিরে রঘুবীর । করে শোভে চাপ, তাঁ'র কটিতে তুণীর ॥
সীতা যবে আর্তস্বরে শুনে—‘হা লক্ষ্মণ’ ! অতি ভীত হ’য়ে ক’ন লক্ষ্মণে তখন ॥১
ইরা যাও হে দেবর ! ভ্রাতৃ-বিপদ গণি’ । লক্ষ্মণ হাসিয়া ক’ন শুনগো জননি !
ক্রকুটি বিলাসে যা’র হয় স্রষ্টি, লয় । স্বপনেও তাঁ’র কভু বিপত্তি কি হয় ? ॥২
মর্দঙ্গীড়াকারী বাক্য সীতা তবে ক’ন । হরিপ্রেরণায় টলে লক্ষ্মণের মন ॥
বনদেবে দিক্‌পালে সকল সঁপিল । রাবণ চন্দ্রমা-রাহু-সকাশে চলিল ॥৩
তখন সে শূন্য-স্থান হেরি’ দশানন । যতি-বেশে সীতা-পার্শ্বে করে আগমন ॥
যা’র তরে সুরাসুর সদা ভয় পায় । দিবসে নিরম্ম, রাত্রে নিজা নাহি যায় ॥৪
সেই দশানন এবে কুকুরের মত । ইতস্তত চাহি’ রহে চোর-কার্য্যে রত ॥
এমন কুপথে পদ বাড়ালে খগেশ ! নাহি রহে তনু-তেজ, বুদ্ধি, বল-লেশ ॥৫
বিবিধ প্রকারে রচি’ কথা সুশোভন । রাজনীতি, ভয়, প্রীতি করে প্রদর্শন ॥
শুন প্রভু যতিবর ! সীতা তা’রে ক’ন । দৃষ্ট-সম ভূমি বাক্য কর উচ্চারণ ॥৬
তখন রাবণ নিজ-রূপ দেখাইল । নাম শুনাইলে সীতা সঙ্কপ্ত হইল ॥
প্রবল দীরতা ধরি’ সীতা তবে ক’ন । আসিবেন প্রভু, দৃষ্ট ! রহ কিছুক্ষণ ॥৭
সিংহিনীরে খরগোস পেতে চায় যথা । কাল-বশে রক্ষোবর ! তোমা হেরি তথা ॥
দশানন ক্রোধ’পর শূনি’ হেন বাণী । মন-সাক্ষে বন্দি’ তাঁ’রে নিল স্তব্ধ মানি’ ॥৮
দোহা— রাবণ তখন রোষেতে ভরিয়া তাঁ’রে রথে বসায় লইল ।
ভয়াতুর চলে আকাশ পথেতে রথ নাহি হাঁকা’তে পারিল ॥২৮॥

সুগ

চৌ—হা জগ এক খীর রঘুরায় । কেহি’ অপরাধ বিসারেছ দায় ॥

আরতি হরন সরন স্তব্ধদায়ক । হা রঘুকুল সরোজ দিননায়ক ॥১

হা লছিমন তুমহার নুহিঁ দোসা । সো ফলু পায়উ’ কীনহেউ’ রোসা ॥

বিবিধ বিলাপ করতি বৈদেহী ॥ ভূরি রূপা প্রভু দূরি সনেহী ॥২

বাংলা অর্থ—অরত গিরা—দুঃখভরা বাক্য ; ভূকুটি বিলাস—ভ্রভঞ্জে ; ডোলা—
চঞ্চল হইল ; সুন বীচ—শূন্য অভ্যন্তরভাগ ; জতী—যতি (সন্ন্যাসী) ; স্থান কী নাজি—
কুকুরের মত ; ভড়িহাঈ—চোর কুকুর (যে খাদ্য সন্ধানে নির্জনে ঘোরা ফেরা করে) ;
ঠাড়া রহু—খাড়া রও ; হরিবধুহি—সিংহের জীকে ; রিসানা—ক্রুদ্ধ হইণ ; হাঁকি ন
জাই—শব্দ করিয়া গেল না ; নাহা—নাথ ; আতুর—ভয়ভীত ; (চৌ—২৮)

বিপতি মোরি কো প্রভুহি স্নানবা । পুরোডাস চহ রাসন্ত খাবা ॥
 সীতা কৈ বিলাপ স্নানি ভারী । ভএ চরাচর জীব দুখারী ॥৩
 গীশরাজ স্নানি আরত বানী । রঘুকুলতিলক নারি পহিচানী ॥
 অধম নিসাচর লীনহৈ আঙ্গি । জিমি মনেছ বন কপিল গাঙ্গি ॥৪
 সীতে পুত্রি করসি জনি ত্রাস । করিহউঁ জাতুধান কর নাশা ॥
 ধাবা ক্রোধবন্ত খগ কৈসে । ছুটই গবি পরবত কহঁ জৈসে ॥৫
 রে রে দুষ্ট ঠাঢ় কিন হোহী । নিভর্য চলেসি ন জানেহি মোহী ॥
 আবত দেখি কৃতান্ত সমান । ফিরি দসকঙ্কর কর অনুমান ॥৬
 কী মৈনাক কি খগপতি হোঙ্গি । মম বল জান সহিত পতি সোঙ্গি ॥
 জানা জরঠ জটায়ু এহা । মম কর তীরথ ছাঁড়িহি দেহা ৭
 স্ননত গীশ ক্রোধাতুর ধাবা । কহ স্ননু রাবন মোর সিখাবা ॥
 তজি জানকিহি কুসল গৃহ জাহু । নাহিঁ ত অস হোহীহি বহুবাহু ॥৮
 রাম রোম পাবক অতি ঘোরা । হোহীহি সকল সনভ কুল ভোরা ॥
 উত্তর ন দেত দসানন জোমা । তবহিঁ গীশ ধাবা করি ক্রোমা ॥৯
 ধরি কচ বিরথ কীন্হ মহি গিরা । সীতহি রাখি গীশ পুনি ফিরা ॥
 চোচনহু মারি বিদারেসি দেহী । দণ্ড এক ভই বুরুছা তেহী ॥১০
 তব সক্রোধ নিসিচর খিসিআনা । কাটেসি পরম করাল রূপানা ॥
 কাটেসি পঙ্খ পরা খগ ধরনী । স্নানি রাম করি অদভুত করনী ॥১১
 সীতহি জান চড়াই বহোরী । চলা উতাইল ত্রাস ন থোরী ॥
 করতি বিলাপ জাতি নভ সীতা । ব্যাধ বিবস জন্ম হুগী সন্তীতা ॥১২
 গিরি পর বৈঠে কপিনহু নিহারী । কহি হরি নাম দীনহু পট ডারী ॥
 এহি নিধি সীতহি সো লৈ গয়উ । বন অসোক নহঁ রাখত ভয়উ ॥১৩

দোহা— হারি পরা খল বহু বিধি ভয় অরু প্রীতি দেখাই ।
 তব অসোক পাদপ তর রাখিসি জঁতন করাই ॥২৯(ক)
 জেহি বিধি কপট কুরঙ্গ সঙ্গ ধাই চলে ত্রীরাম ।
 সো ছবি সীতা রাখি উর রটতি রহতি হাবুনাগ ॥২৯(খ)

বাংলা অর্থ—বিসারেছ—ভুলিলে; পুরোডাস—যজ্ঞায়; মনেছ—য়েচ্ছ; সরন
 স্নানদায়ক—আশ্রিতের স্নানদাতা; পানি—বজ; কিন—কেন না; ঠাঢ় হোহী—খাড়া
 হও; সিখাবা—শিক্ষাদান; সনভ হোহীহি—ভয় হইবে; কচ—চুগ; চোচনহু—চঞ্চু;
 বুরুছা—মূর্ছা; খিসিয়ানা—তর্জ্জন করিয়া; কাটেসি—বাহিরে ববিগ; উতাইল—
 উতলা; জাতি—বাইতে বাইতে; ডারী দীনহু—ফেলিয়া দিল; হারি পরা—হারিয়া
 গেল; জাতুধান—রাক্ষস; জতন—যত্ন; জান—যান; দো—২৯ ক-খ)

চৌ—হায় ! হায় ! জগদেক-বীর রঘুরাজ ! কোন্ দোষে মোরে তুমি

বিস্মরিলে আজ ?

শরণার্থি-জনে সুখদাতা আর্তিহর ! রঘুকুল-পদ্মবনে তুমি যে ভাস্কর ॥১
হা লক্ষ্মণ ! তোমাতে ত' নাহি ছিল দোষ। তা'র ফল লাভ আমি করিছু যে রোষ
দ্বিবিধ নিলাপ সীতা করিতে লাগিল। রূপাল প্রেমিক প্রভু অতি দূরে ছিল ॥২
কে মম বিপদ-বার্তা দিবে প্রভু-পাশ ? পর্দভ খাইতে চাহে যজ্ঞ-পুরোডাশ ॥
সীতার দিলাপ ভারী করিয়া শ্রবণ। চরাচর জীব হ'ল দুঃখেতে মগন ॥৩
গৃহরাজ যে জটায়ু শুনি' আন্তি-বাণী। চিনিতে পারিল সীতা রঘুকুল-রাণী ॥
অগম রাক্ষস তা'রে নিয়ে যায় বনে। কপিলা পড়িল যেন কসাই-কবলে ॥৪
তনয়ে ! জানকি ! তুমি না করিবে ত্রাস। করিব এখনি আমি রাক্ষস-বিনাশ ॥
ইহা কহি' খগরাজ সক্রোধে ধাইল। পর্বতের পানে যেন কুলিশ ছুটিল ॥৫
হাসি' কহে ওরে দুষ্ট ! কেন না দাঁড়াস ? মোরে না জানিয়াকোথা নির্ভয়ে পালাস ?
আসিতে দেখিয়া তা'রে কৃতান্ত-সমান। দশানন ফিরি' করে এই অনুমান ॥৬
মৈনাক পর্বত একি ? অথবা গরুড় ? প্রভু-সহ জানে বল আগার বাহুর ॥
চিনিতে পারিল এ' যে আসিছে জটায়ু। ভ্যজিতে চাহিছে এবে বুলি তা'র আয়ু ৭
শুনি' গৃহ ক্রোধে অন্ধ ধাইল তখন। কহে মম উপদেশ শোনরে রাবণ !
জানকীরে ভ্যজি' দ্রুত যারে সম্ববনে। নহিলে ঘটবে যাহা জেনে রাখ' মনে ॥৮
রঘুনাথ-রোষ-অগ্নি অতিশয় ঘোর। দহিবে পতঙ্গ-সম সব কুল ভোর ॥
উত্তর না দিল কিছু বীর দশানন। গৃহ ক্রোধে আক্রমিতে ধাইল তখন ॥৯
চুলে ধরি' রথচ্যুত ধরাশায়ী করে। সীতারে রাখিয়া পার্শ্বে পুন গৃহ ফিরে ॥
নখাঘাত করি' তা'র দেহ বিদারিল। এক দণ্ড সে রাবণ মুচ্ছিত রহিল ॥১০
তখন রাবণ ক্রোধে দ্বাঁত খিচাইল। করাল রূপাণ এক বাহির করিল ॥
কাটি দিল পাখা, খগ ভুতলে পড়িল। রামের অঙ্কুর লীলা মানসে স্মরিল ॥১১
জানকীরে রথ'পরে পুন চড়াইয়া। উতলা রাবণ চলে ভয়াব্ধ হইয়া ॥
যাইতে যাইতে ভেঙে সীতা-বলপিল। ব্যাধ-বশ মৃগী-সম ত্রাসিত হইল ॥১২
গিরি-পথে সমাসীন কপি-হেরিয়া। রাম নাম কহি' দিল কাপড় ফেলিয়া ॥
হেন মতে জানকীরে রাবণ লইল। অশোক কানন-মাঝে তাঁহারে রাখিল ॥১৩

দোহা— যবে হার মানে ভয় ও পিরীতি নানারূপ করি' প্রদর্শন।

সমতনে তা'রে অশোক-কাননে তরু-তলে করিল রক্ষণ ॥২৯ক॥

যে রূপ ধরিয়া গায়া-মৃগ-সমেন ধৈর্যেছিল আপনি শ্রীরাম।

সে ছবি রাখিয়া সীতা হিয়া-মাঝে স্মরে আর কহে হরিণাম ॥২৯খ॥

চৌ—রঘুপতি অনুজহি আবত দেখী। বাহিজ চিন্তা কীৰ্ত্তি বিসেহী ॥
 জনকস্বভাৱে পৰিহরিছ অকেলী। আয়ছ তাতবচন মম পেলী ॥১
 নিশিচর নিকর ফিরহি বন মাহী। মম মন সীতা আশ্রম নাই ॥
 গহি পদ কমল অনুজ কর জোৱী। কহেউ নাথ কছ মোহি ন খোৱী ॥২
 অনুজ সমেত গএ প্রভু তহবা। গোদানৱি তট আশ্রম জহবা ॥
 আশ্রম দেখি জানকী হীনা। তএ বিকল জস প্রাকৃত দীন ॥৩
 হা গুনখানি জানকী সীতা। রূপ সীল ব্রত নেম পুনীতা ॥
 ল ছিমন সমুবাএ বহু ভাণ্ডী। পৃহত চলে লতা তরু পাণ্ডী ॥৪
 হে খগ যুগ হে মধুকর শ্ৰেণী। তুমহ দেখী সীতা যুগনৈনৌ ॥
 খঞ্জন স্নক কপোত যুগ মৌনা। মধুপ নিকর কোকিল শ্ৰবীনা ॥৫
 কুন্দ কলী দাড়িম দামিনী। কমল সরদ সসি অহিভামিনী ॥
 বরুন পাস মনোজ ধনু হংসা। গজ কেহরি নিজ স্নমত প্রসংসা ॥৬
 শ্ৰীফল কনক কদলি হরমাহী। নেকু ন সঙ্ক সঙ্কচ মন মাহী ॥
 স্নম জনকী তোহি বিনু আজু। হরষে সকল পাই জমু রাজু ॥৭
 কিমি সহি জাত অনথ তোহি পাই। শ্ৰিয়া বেগি প্রগটসি কস নাই ॥
 এহি বিবি খোজত বিনপত স্বামী। মনহ মই বিৱহী অতি কামী ॥৮
 পূৱনকাম রাম সুখ রাসী। মনুজচরিত কর অজ অবিমাসী ॥
 আগৈ পৱা গীধপতি দেখা। স্নমিরত রামচরন জিনহ রেখা ॥৯

দোহা— কর সরোজ সির পরসেউ রূপাসিদ্ধি রঘুবীর।
 নিৱাখি রাম ছবি ধাম মুখ বিগত ভঞ্জে সব পীর ॥৩০॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ—রঘুপতি অনুজেরে আসিতে দেখিয়া। বাহুরূপে প্রকটন চিন্তাপর হিয়া ॥
 জনক-স্বভাৱে তুমি একক ত্যজিয়া। আসিলে হে ভ্রাতঃ! মম নির্দেশ লজিয়া ॥১
 নিশাচর-দল কত ফিৰিছে কাননে। জানকী আশ্রমে নাই এই ল'য় মনে ॥
 লক্ষ্মণ চরণ ধৰি যুক্ত-করে তাঁ'র। কহে নাথ! দোষ কিছু নাহিক আমার ॥২
 অনুজ সহিত প্রভু চলিলেন সেথ। গোদাবরী-তটে ছিল আশ্রমটি যেথ ॥
 আশ্রম ছেৱিয়া রাম জানকী-বিহীন। প্রাকৃত-সম্মান হন বিকল ও দীন ॥৩

বাংলা অর্থ—বাহিজ—বাহ; পেলী—উজ্জ্বল করিয়া; পাণ্ডী—পক্তি, সাদি;
 অনথ—স্পৰ্দ্ধা; রেখা—ধ্বজা, কুলিশ আদি রাজচিহ্ন; ছবিধাম—শোভার আশ্রমরূপ;
 পীর—পীড়া; নেম—নিয়ম; কুন্দকলী—পাদ্মর পাণ্ডি; দোহা—৩০)

হায়! হায়! সীতা ছিল গুণের আকর। রূপে-শীলে-গুণে পূত নিয়মাদি'পর ॥
 বিবিধ প্রকারে তাঁ'রে বুঝান লক্ষ্যণ। তরু-লতা সকলে'রে জিজ্ঞাসিতে যা'ন ॥৪
 ওহে খগ-মৃগ! ওহে মধুকর-শ্রী! দেখেছ কি কেহ সীতা হরিণ-লোচনী?
 খঞ্জন, কপোত, শুক আর মৃগ, মীন। মধুপ-মিকর তথা কোকিল-প্রবীণ ॥৫
 কুম্ভ-কলি পুষ্প তথা দাড়িম, দামিনী। কমল শরৎ-শশী আর যে নাগিনী ॥
 বক্রগণের পাশ তথা কামধেনু হাঁস। গজ সিংহ শোনে রাম-প্রশংসা উচ্ছাস ॥৬
 শ্রীফল, কদলী, স্বর্ণ হরষে মগন। মনো-মান্থে কারো নাহি সন্দোচ কারণ ॥
 শুনহে জানকী! আজি অভাবে তোমার। সবে হৃষ্ট, করে যেন রাজ্য অধিকার ॥৭
 কেমনে সহিছ তোমা-প্রতি দীর্ঘা হেন। প্রিয়ে! দ্রুত দরশন দিতেছ না কেন?
 খুঁজিতে খুঁজিতে হেন খেদ করে স্বামী। যেন মহা বিরহাৰ্ত্ত, যেন অতি ক্রামী ॥৮
 পূর্ণকাম সেই রাম অতি সুখরাশি। নর-আচরণ করে অজ অধিনাশী ॥
 জটায়ুরে নিপতিত দেখে পুরোভাগে। শ্রীরাম-চরণ যা'র ধ্যানে মনে জাগে ॥৯
 দোহা— কর-পদ্মে শির পরশিল যবে রঘুবীর করুণা-নিধান।
 নিরখি' তখন বদন-সুসমা সব পীড়া হ'ল অবসান ॥১০॥

মৃগ

চৌ—তব কহ গীথ বচন ধরি ধীরা। সুনছ রাম ভঞ্জন ভব ভীরা ॥
 নাথ দশানন যহ গতি কীন্হী। তেহি' খল জনকমৃত! হরি লীনহী ॥১
 লৈ দচ্ছিন দিসি গয়উ গোসাজি। বিলপতি অতি কুরুরী কী নাজি ॥
 দরস লাগি প্রভু রাখেউ' প্রাণ। চলন চহত অব রূপা নিধান ॥২
 রাম কহা তমু রাখছ তাতা। মুখ-মুসুকাই কহী তেহি' বাতা ॥
 জাকর নাম মরত মুখ আবা। অধমউ মুকুত হোই শ্রুতি গাবা ॥৩
 সো মম লোচন গোচর আগৈ। রাখৌ' দেহ নাথ কেহি খাঁগৈ ॥
 জল ভরি নয়ন কহহি' যঘুরাজি। তাত কম' নিজ তৈ' গতি পাজি ॥৪
 পরহিত বস জিনহ কে মন মাহী'। তিনহ কহ' জগ জুল'ভ কছু নাহী' ॥
 তমু ভজি তাত জাছ সম ধামা। দেউ' কাহ তুমহ পূরনকামা ॥৫
 দোহা— সীতা হরন ত'ত জনি কহছ পিতা গন জাই।
 জৌ' মৈ' রাম ত কুল সহিত কহিহি দশানন আই ॥৩১॥

পণ্ডায়বাদ

চৌ—জটায়ু ধরিয়া ধৈর্য্য কষ্টহন বচন। ভব-ভয়-ভঞ্জন হে! করহ শ্রবণ ॥
 নাথ! হেন দশা মম করে দশানন। সেই খল জানকীরে করেছে হরণ ॥১

বাংলা অর্থ—ভব ভীরা ভঞ্জন—ভব অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু ভয় নাশক; কুবরী—পক্ষি-
 বিশেষ; জৌ...ভৌ—বলি...সব; মুসকাই—স্মিতহাস্যে; খাঁগ—অভাব; (দো—৩:)

হে প্রভু ! তাঁহারে ল'য়ে দক্ষিণে সে ধায় । জানকী বিলাপ করে কুরুরীর প্রায় ॥
 দরশন লাগি' তব রাখিলু পরাণ । এক্ষণে বিদায় চাহি হে রূপানিধান ! ॥২
 রাম ক'ন—কায়। তাত ! রক্ষা কর পুন ! হাসিয়া উত্তরে গুপ্ত কহিলেন শুন ॥
 মৃত্যুকালে যা'র নাম লইলে বদনে । অধমেও মুক্তি লভে বেদ বাহা ভণে ॥৩
 সেই রাম রহে মম লোচন-গোচরে । হে নাথ ! রাখিব দেহ কি অশ্রাব-তরে ?
 বারিতে নয়ন ভরি' ক'ন রঘুপতি । নিজ-কৰ্ম্ম-বলে তাত ! পা'বে শুভ-গতি ॥৪
 পরহিত বাস করে মন-মাবে যা'র । জগতে দুর্লভ কিছু নাহি রহে তা'র ॥
 তনু ত্যজি' তাত ! যাও তুমি মম ধাম । তোমা'রে কি দিব আমি ? তুমি পূৰ্ণকাম ॥৫
 দোহা— সীতার হরণ না কহিবে তাত ! পিতৃ-পার্শ্বে করিয়া গমন ।
 যদি রাম হই, সংবশে সে কথা । নিজে গিয়া কহিবে রাবণ ॥৬॥

মৃণ

চো—গীধ দেহ তজি ধরি হরি রূপা । ভূষণ বহু পট পীত অনুপা ॥
 শ্রাম গাত বিসাল ভুজ চারী । অস্তুতি করত নয়ন ভরি বারী ॥১

ছন্দ— জয় রাম রূপ অনুপ নিগুণ সগুণ গুণ প্রেরক সহী ।
 দসসীস বাহু প্রচণ্ড খণ্ডন চণ্ড সর মণ্ডন মহী ॥
 পাখোদ গাত সরোজ মুখ রাজীব আয়ত লোচনং ॥
 নিত নৌমি রামু রূপাল বাহু বিসাল ভব ভয় মোচনং ॥১
 বলমপ্রমেয়মনাদিমজমব্যক্তমেকমগোচরং ।
 গোবিন্দ গোপর হৃদয় বিগ্যানঘন ধরনীধরং ॥
 জে রাম মন্ত্র জপন্ত সন্ত অনন্ত জন মন রঞ্জনং ।
 নিত নৌমি রাম অকাম প্রিয় কামাদি খল দল গঞ্জনং ॥২
 জেহি শ্রুতি নিরঞ্জন ব্রহ্ম ব্যাপক বিরজ অজ কহি গাবহী' ।
 করি ধ্যান গ্যান বিরাগ জোগ অনেক মুনি জেহি পাবহী' ॥
 সো প্রগট করুনা কন্দ সোভা বৃন্দ অগ জগ মোহই ।
 মম হৃদয় পঙ্কজ ভূঙ্গ অঙ্গ অনন্ত বহু ছবি'সোহই ॥৩
 জে। অগম স্নগম স্নভাব নিমল অসম সম সীতল সদা ।
 পশুন্তি জং জোগী জতন করি করত মন গো বস সদা ॥
 সো রাম রমা নিবাস সম্ভত দাস বস ত্রিভুবন ধনী ।
 মম উর বসউ সো সমন সংস্রতি জাসু কীরতি পাবনী ॥৪

দোহা— অবিরল ভগতি মাগি বর গীধ গয়উ হরিধাম ।
 তেহি কী ক্রিয়া অখোচিত নিজ কর কীৰ্ত্তী রাম ॥৩২॥

চৌ—গুণ তমুভ্যাগ করি' হরি-রূপ ধরে। পরে শীতবস্ত্র, দেহে অলঙ্কার ভরে ॥
শ্যাম-গাত্র স্নশোভিত, ভুজ হ'ল চারি। স্ততি করিবারে লাগে, আঁখি ভরা বারি ॥১

হৃদ— জয় রাম-রূপ! উপমা-বিহীন নিগূর্ণ সগুণ মায়ার প্রেরক।
দশামন-বাছ-খণ্ডনে প্রচণ্ড চণ্ড-শর বিশ্ব-শোভন-কারক ॥
তমু মেঘ-শ্যাম কমল বদন পদ্ম-সম তব আয়ত লোচন।
নিত্য নমি তোমা' কৃপাময় তুমি ধর দীর্ঘ বাছ সংসার-মোচন ॥১
অপ্রমেয় বলে অনাদি ও অজ নিরাকার যিনি এক অগোচর,
বেদ-বাক্যে জানি ইন্দ্ৰিয়-অতীত বিজ্ঞান-মুরতি ধরণী-ধারক ॥
যিনি তাহাদের বাহ্যাপূর্ণকারী যা'রা রাম-মন্ত্র জপে নিরন্তর,
নিত্য রামে নমি অকামীর প্রিয় কামাদি-রিপুর দলন-কারক ॥২
কহি' মায়াতীত ব্রহ্ম ও ব্যাপক নির্বিকার অজ যাঁরে শ্রুতি গায়।
ধ্যাম তথা জ্ঞান যোগ ও বিরাগ আচরিয়। সব মুনি যাঁরে পায় ॥
প্রকটিত সেই করুণার মূল যে শোভা-আঁধার মোহে চরাচরে।
হৃৎ-কমলে মম ভুজ তিনি যাঁ'র অঙ্গ বহু রতি-পতি শোভা ধরে ॥৩
অগম্য স্নগম্য স্বভাবে নির্মল অসম ও সম হিয়া স্নেহপূত।
যতন করিলে হেরে যা'রে যোগী ইন্দ্ৰিয়ে ও মনে করি' বশীভূত ॥
সেই রাম হ'ন জানকী-নিবাস সদা ভক্ত-বশ ত্রিভুবন-ধনী ॥
মম হৃদে বাস হোক তাঁ'র যিনি সংসার-মোচন কীরতি-পাবনী ॥৪

দোহা— অবিরল মাগি' ভক্তিরূপী বর জটায়ু চলিলা হরিধাম।
দাহ-ক্রিয়া তা'র আপনার হাতে যথোচিত সাধিলেন রাম ॥৩২॥

মূল

চৌ—কোমল চিত্ত অতি দীনদয়াল।। কারন বিনু রঘুনাথ কুপালা ॥
গীধ অধম খগ আমিষ ভোগী। গতি দীনহী জে। জাচত জোগী ॥১
স্ননহু উমা তে লোণ অভাগী। হরি ভজি হোহি' বিষয় অনুরাগী ॥
পুনি সীতহি খোজত দৌ ভাঙ্গি। চলে বিলোকত বন বহুভাঙ্গি ॥২
সঙ্কল লতা বিটপ ঘন কানন। বহু খগ যুগ তই গজ পঞ্চানন ॥
আবত পঙ্ক বন্ধ নিপাত। তেহি' সব কহী' সাপ কৈ বাতা ॥৩

বালা অর্থ—সর মণ্ডন—শর বাহার ভূষণ; পাখোদ গাভ—জল ভরা মেঘের শ্রায়
শ্রামবর্ণ গাত্র; অগোচর—ইন্দ্ৰিয়ের অগোচর; গোপন—ইন্দ্ৰিয়াতীত; অগ—জড়; জগ
—জন্ম; সংসৃতি সমন—সংসার নাশক; অবিরল—অখণ্ড; (দো—৩২)

ছুরবাসা মোহি দীক্ষাই সাপা। প্রভু পদ পেখি মিটা সো পাপা ॥
 স্নান গজব' কহউ' মৈ তোহা। মোহি ন সোহাই ব্রহ্মকুল জোহী ॥৪
 দোহা— মন ক্রম বচন কপট তজি জো কর ভুসুর সের।
 মোহি সমেত বিরঞ্চি সিব বস ভাকৈ সব দেব ॥৩৩॥

পদ্মাবাদ

চৌ—চিন্তে কোমলতা অতি দীনেতে দয়াল। অকারণে রঘুনাথ সতত কৃপাল ॥
 গুপ্ত নীচ খগ করে আমিষ ভোজন। যে গতি লভিল যাহা মাগে যোগিজন ॥১
 শুন উমা! তা'রা সবে হতভাগ্য জন। হরি ত্যজি' করে যা'রা বিষয় ভজন ॥
 পুন তু'তি ভায়ে মিলি' সন্ধানে সীতারে। দেখিতে দেখিতে চলি' বনের-মাঝারে ॥২
 বহু লতা, ঘন বৃক্ষে ভরা। সে কানন। খগ, মৃগ, গজ, সিংহ করে বিচরণ ॥
 পথে চলিবার কালে কবন্ধে হানিলা। নিজ শাপ কথা তবে সে নিজে কহিলা ॥৩
 ছুরবাসা একদা মোরে প্রদানিলা শাপ। প্রভু-পদ হেরি' মম ঘুচিল সে পাপ ॥
 শুন হে গজব'! তোমা' কহিনু বচন। ব্রহ্মকুল-জোহী কভু মম প্রিয় ন'ন ॥৪
 দোহা— কায়-মনোবাক্যে কপটতা ত্যজি' বিপ্রজনে যে জন সেবিবে।
 মম সহ ব্রহ্মা, শিব আদি দেব সে জনের বশেতে রহিবে ॥৩৩॥

মূল

চৌ—সাপত ভাড়া পুরুষ কহন্ত। বিপ্র পূজ্য অস গাবহি' সন্ত। ॥
 পূজিঅ বিপ্র সীল শুন হীন। সূত্র ন শুন গন গ্যান প্রবীন ॥১
 কহি নিজ ধর্ম' তাহি সমুঝাব। নিজ পদ প্রীতি দেখি মন ভাব। ॥
 রঘুপতি চরন কমল সিরু নাই। গয়উ গগন আপনি গতি পাই ॥২
 তাহি দেই গতি রাম উদার। সবরী কৈ আশ্রম পশু ধার। ॥
 সবরী দেখি রাম গুই আএ। মুনি কে বচন সমুঝি জিয়' ভাএ ॥৩
 সরসিজ লোচন বাহু বিসাল। জটা মুকুট সির উর বনমালা ॥
 শ্রাম গৌর স্তম্ভর দোউ ভাই। সবরী পরী চরন লপটাই ॥৪
 প্রেম মগন মুখ বচন ন আবা। পুনি পুনি পদ সরোজ সির নাবা ॥
 সাদর জল লৈ চরন পথারে। পুনি স্তম্ভর আসন বৈঠারে ॥৫
 দোহা— কন্দ মূল ফল সুরস অতি দিএ রাম কহ' আনি।
 প্রেম সহিত প্রভু থাএ বারংবার বখানি ॥৩৪॥

বাংলা অর্থ—পঞ্চানন—সিংহ; পেখি—দেখিয়া; ভুসুর—ব্রাহ্মণ; সাপ—শাপ;
 সোহাই—সহ করি; সেব—সেবা; বহুতাই—ঘনত; (দো—৩৩)

বাংলা অর্থ—ভাড়া—ভাড়া করে; কহন্ত—কহে; ভাবা—ভাল লাগিল; পশু
 ধার—পদার্পণ করিল; জিয়'—মনে; লপটাই পরী—লগ্ন হইলেন; পথারে—প্রকালন
 করিলেন; আনি—আনিয়া; ভায়ে—ভাল লাগিল; (দো—৩৪)

চৌ—শাপ দেয়, ক্লট কহে, তাড়না-তৎপর। সাধু-মতে সে বিপ্রও হ'বে পূজাপর ॥
 পূজ্য বিপ্র হইলেও শীল-গুণ-হীন। নহে তথা শূদ্র গুণে জ্ঞানেতে প্রবীণ ॥১
 বুঝা'য়ে তাহারে রাম নিজ ধর্ম ক'ন। তাঁর পদে শ্রীতি হরি' মনে স্তব্ধ হ'ন ॥
 রঘুপতি-পাদপদ্মে শির সে নগিল। নিজ-গতি লাভ করি' গগনে চলিল ॥২
 তো'রে গতি দিয়া তদা রাম মহাপ্রাণ। শবরী-আশ্রম প্রতি করেন প্রয়াণ ॥
 শবরী গৃহেতে হেরি' রাম-আগমন। কষ্ট হ'ল স্মরি' মনে মাতঙ্গ-বচন ॥৩
 পদ্ম-সম আঁখি বাহু স্নবিমাল ধরে। জটা, শিরে, বনমালা ধরে বক্ষ'পরে ॥
 শ্যাম তথা গৌর দু'টি ভাই মনোহর। চরণে শবরী ধরি' পড়ে ধরা'পর ॥৪
 প্রেমেতে মগন, মুখে বাক্য নাহি সরে। পুনঃ পুনঃ পাদ-পদ্মে শির নত করে ॥
 সমাদরে বারি ল'য়ে পাদ প্রক্ষালিল। স্মরন আসন পাতি' দৌহা বসাইল ॥৫
 দোহা— কন্দ, মূল, ফল অতি সুরসাল রাম-তরে দিল সে আনিয়া।
 প্রেমভরে রাম ভুঞ্জিলেন সব বারম্বার তাহা বাখানিয়া ॥৬৪॥

শূন

চৌ—পানি জোরি আগে' ভই ঠাটী। প্রভুহি বিলোকি শ্রীতি অতি বাঢ়ী ॥
 কেহি বিধি অস্তুতি করো' তুমহারী। অধম জাতি মৈ' জড়মতি ভারী ॥১
 অধম তে অধম অধম অতি নারী। তিনহ মই মৈ' মতিমন্দ অঘারী ॥
 কহ রঘুপতি স্নমু ভামিনি বাতা। মানউ' এক ভগতি কর নাতা ॥২
 জাতি পাঁতি কুল ধর্ম বড়াই। ধন বল পরিজন গুন চতুরাই ॥
 ভগতি হীন নর সোহই কৈসা। বিনু জল বারিদ দেখিঅ জৈসা ॥৩
 নবধা ভগতি কহউ' তোহি পাহী'। সাবধান স্নমু ধরু মন বাহী' ॥
 প্রথম ভগতি সম্বনহ কর সজা। দূসরি রতি মম কথা প্রসজা ॥৪
 দোহা— গুর পুদ পঙ্কজ সেবা তীসরি ভগতি অমান।
 চৌধি ভগতি মম গুন গন করই কপট তজি গান ॥৩৫॥

পত্নাহুবাৎ

চৌ—যুক্ত করে পুরোভাঙ্গে রহে দাঁড়াইয়া। শ্রীতি ভারী বুদ্ধি পায় প্রভুরে হেরিয়া
 কহে,—স্তুতি কেমনে বা করিব তোমারি? নীচ জাতি আমি অতি জড়-মতি নারী ॥১
 অধম হইতে অতি অধম যে নারী। তা'র মানে অতি মূঢ় আমি হৈ অঘারি!
 রঘুপতি ক'ন নারী! শুন মম বাণী। ভক্তির সম্পর্ক আমি একমাত্র মানি ॥২
 জাতি, পঙ্ক্তি, কুলধর্ম, গরবিতা তথা। ধন, বল, পরিজন, গুণ, চতুরতা ॥
 ভক্তিহীন নর জানো শোভিবে কেমন। জল বিনা মেঘমালা হেরিবে যেমন ॥৩

বাংলা অর্থ—ঠাটী ভই—দণ্ডায়মান হইলেন; অঘারী—পাপাশ্রম; নাতা—সম্বন্ধ;
 তোহি পাহী'—তোমার পাশে; অমান—অভিমানহীন; (দো—৩৫)

নবধা ভক্তি কথা কহিব তোমায় । সাবধানে মনো-মাঝে ধরি' রাখ তায় ॥
 প্রথমে ভক্তি সাধ সাধুজন-সঙ্গে । দ্বিতীয়ে কথাত্তে রতি আমার প্রসঙ্গে ॥৪
 দোহা— গুরু পাদ-পদ্ম সেবাতে তৃতীয়া মনে নাহি রাখি' অভিমান ।
 চতুর্থী ভক্তি ত্যজি' কপটতা যেনা করে মম গুণ-গান ॥৩৫॥

মূল

চৌ—মন্ত্র জাপ মম দৃঢ় বিশ্বাস । পঞ্চম ভজন সো বেদ প্রকাশ ॥
 ছষ্ঠ দম সীল বিরতি বহু করমা । নিরন্তর সজ্জন ধরমা ॥১
 সাতবঁ সম মোহি ময় জগ দেখা । মোঠেঁ সম্ত অধিক করি লেখা ॥
 আঠবঁ জখালাভ সন্তোষ । সপনেছ' নহি' দেখই পরদোষ ॥২
 নবম সরল সব সন ছলহীনা । মম ভরোস হিয়' হরষ ন দীনা ॥
 নব মছ' একউ জিনহ কেঁ হোজৈ । নারি পুরুষ সচরাচর কোজৈ ॥৩
 সোহি অতিসয় প্রিয় ভাগিনি মোরে' । সকল প্রকার ভগতি দৃঢ় তোরৈ' ॥৪
 জোগি বন্দ দুৱলভ গতি জোজৈ । তো কছ' আজু স্নলভ ভই সোজৈ ॥৪
 মম দরসন ফল পরম অনুপা । জীব পাব নিজ সহজ সরুপা ॥
 জনকস্নতা কই সুধি ভামিনী । জানহি কছ করিবরগামিনী ॥৫
 পম্পা সরহি জাছ রঘুরাজৈ । তহি হোইহি স্ত্রীবি মিতাজৈ ॥
 সো সব কহিহি দেব রঘুবীর । জানতহু' পূছছ মতিধীর ॥৬
 বার বার প্রভু পদ সিরু নাজৈ । প্রেম সহিত সব কথা সুনাজৈ ॥৭

ছন্দ-- কহি বখা সকল বিলোকি হরি মুখ হৃদয়' পদ পঙ্কজ ধরে ।
 তজি জোগ পাবক দেহ হরি পদ লীন ভই জই নহি' ফিরে ॥
 নর বিবিধ কর্ম অধর্ম বহু মত সোকপ্রদ সব ত্যাগছু ।
 বিশ্বাস করি কহ দাস তুলসী রাম পদ অমুরাগছু ॥

দোহা - জাতি হীন অঘ জন্ম মহি মুক্ত কীনহি অসি নারি ।
 মহামন্দ মন সুখ চহসি এসে প্রভুহি' বিসারি ॥৩৬॥

পত্নানুবাদ

চৌ—রাম-মন্ত্র জপ দৃঢ় আমাতে বিশ্বাস । পঞ্চম ভজন যাহা বেদেতে প্রকাশ ॥
 ষষ্ঠ দমে শীলে কর্মে বহুশ বিরতি । নিরন্তর সাধুজন আচারেতে রতি ॥১

বাংলা অর্থ—ছষ্ঠ—ষষ্ঠ; দম—ইন্দিয়ানিগ্রহ; সাতবঁ—সপ্তম; লেখা—মাখ করিবে;
 আঠবঁ—অষ্টম; তো কছ'—তোমার অন্ত; সুধি—সংবাদ; করিবরগামিনী—গভস্ত্র
 গামিনী; মিতাজৈ—মিত্রতা; জোগি পাবক—যোগায়া; ত্যাগছ—ত্যাগ কর; অমু-
 রাগছ—অহরাগ কর; বিসারি—বিস্মরি, ভুলিয়া; জাছ—যাও; (দো—৩৬)

সপ্তমে সকল বিখে আমা-সম জ্ঞান । আমা হ'তে সাধু-জনে বেশী মান-দান ॥
 অষ্টমেতে যথা-লাভে অতীব সন্তোষ । স্বপ্নেও না হের যেন কভু পর-দোষ ॥২
 নবমে সরল সর্ব-সনে ছলহীন । ভরসা আমাতে হ'ব বিবাদবিহীন ॥
 এই নয় মাঝে একে যা'র অধিকার । জড় ও চেতন জীব বিখের মাঝার ॥৩
 হে ভামিনি ! সেই মম প্রেমিক ধরাতে । সকল প্রকার জানি রয়েছে তোমাতে ॥
 'যোগিবৃন্দেও দুর্লভ যে গতি লভিতে । তাহাও সুলভ হেরি' রয়েছে তোমাতে ॥৪
 মম দরশন-ফল অমুপম অতি । জীব তাহা লভি' পায় স্বাভাবিকী গতি ॥
 জানকীর বার্তা যদি জানো হে ভামিনি ! কহ, কোথা রহে সেই গজেন্দ্র-গামিনী ॥৫
 রঘুরাজ ! যাও তুমি তীরেতে পম্পার । সুগ্রীব বাসব সেথা হইবে তোমার ॥
 সে সব কহিবে জানো দেব রঘুনীর ! জানো সব তবু কেন পুছ তুমি দীর ॥৬
 প্রভু-পদে শির নত করি' বার বার । প্রেম-ভরে শুনাইল সব সমাচার ॥৭
 ছন্দ— কহি' সব কথা হেরি' হরি-মুখ পাদপদ্ম তাঁ'র হৃদয়ে ধরিয়া ।
 যোগানলে দহি' হরি-পদে লীন হও যেথা হ'তে না আসে ফিরিয়া ॥
 হে নর ! বিবিধ করম ধরম বহু মত যত শোকদ ত্যজিবে ।
 তুলসী কহিছে—বিশ্বাস করিয়া রাম-পদ-প্রীতি হৃদয়ে ধরিবে ॥
 দোহা— পাপ জন্ম-ভূমি জাতিতে অধম এ' হেন নারীরে যে-জন উদ্ধারে ।
 ওহে মৃঢ় মন ! এ হেন প্রভুরে বিস্মরি' চাহিছ সুখ লভিবারে ॥৩৬॥

মূল

চো—চলে রাম ত্যাগা বন সোউ । অভুলিত বল নর কেহরি দোউ ॥
 বিরহী ইব প্রভু করত বিষাদ । কহত কথা অনেক সংবাদ ॥১
 লঙ্ঘি দেথু বিপিন কই সোভা । দেখত কেহি কর মন নহি' ছোভা ॥
 নারি সহিত সব খগ মৃগ-বৃন্দা । মানহু' মোরি করত হহি' নিন্দা ॥২
 হমহি দেখি মৃগ নিকর পরাই' । মৃগী' কহহি' তুমহ কই ভয় নাই' ॥
 তুমহ আনন্দ করহু মৃগ জাএ । কঞ্চন মৃগ খোজন এ আএ ॥৩
 সজ লাই করিনী' কুরি লেহী' । মানহু' মোহি সিখাবনু দেহী' ॥
 সাজ সৃষ্টিস্ত পুনি পুনি দেখিঅ । ভূপ স্নসেবিত বস নহি' লেখিঅ ॥৪
 রাখিঅ নারি জদপি উর মাই' । জুবতী সাজ নুপতি বস নাই' ॥
 দেখহু তাত বসন্ত সুহাবা । প্রিয়া হীন মোহি ভয় উপজাবা ॥৫

দোহা— বিরহ বিকল বলহীন মোহি জানেসি নিপট অকেল ।
 সহিত বিপিন মধুকর খগ মদন কীন্হ বগমেল ॥৭৭ক॥
 দেখি গয়উ ভ্রাতা সহিত তাস্ত দূত স্ননি বাত ।
 ডেরা কৌন্হেউ মংহু' তব কটকু হটকি মনজাত ॥৩৭খ॥

চৌ—অতঃপর চলিলেন 'ভাজি' সেই বন । অতুলিত বলশালী ভাই দুই জন ॥
 বিরহি-সমান প্রভু করেন বিবাদ । কহেন বিবিধ কথা অনেক সংবাদ ॥১
 বিপিনের শোভা কত হের হে লক্ষণ ! হেরিলে না ক্ষুধা হয় কহ কা'র মন ॥
 ভাগিনী-সহিত যত খগ-মৃগবর । সকলেই যেন মম নিন্দাতে মুখর ॥২
 মোরে হেরি' মৃগ যবে পলায়ন-রত । মৃগী কহে,—তুমি এবে কেন ভয়-ভীত ? ৭
 আনন্দ ভুঞ্জহ এবে মৃগ সাধারণ । স্বর্ণ-মৃগ তরে এরা করে অশেষণ ॥৩
 করি করিগীরে সদা রাখিয়া সাথেতে । শিক্ষা যেন মোরে শুধু চাহিতেছে দিতে ॥
 শাস্ত্র স্মৃতিস্তত তবু পুন তা' হেরিবে । সুসেবিত ভূপে কভু বশ না গণিবে ॥৪
 হিয়া-মান্নে রাখি' তবু নারীরে রক্ষিবে । যুবতী, নৃপতি, শাস্ত্র বশীভূত কবে ?
 দেখ ওহে ভ্রাতঃ ! এই বসন্ত সুন্দর । প্রিয়া-বিবর্জিত মোরে ভীতি-দানপর ॥৫
 দোহা— বিরহ-বিকল বলহীন মোরে জানিছে এ রণে অহায়া ।

মদন পক্ষীরে বনেরে অলিরে মম পিছু নিতে কয় ॥৩৭ক॥
 দেখি' গেল মোরে ভ্রাতার সহিত কামদূত শূনি' বিবরণ ।
 শিবির রচনা করিয়াছে যেন কামদেব ল'য়ে সৈন্তগণ ॥৩৭খ॥

মল

চৌ—বিটপ বিসাল লতা অরুণানী । বিবিধ বিতান দিএ জন্ম তানী ॥
 কদলি তাল বর ধুজা পতাকা । দেখি ন মোহ দীর মন জাকা ॥১
 বিবিধ ভাঁতি ফুলে তরু মানা । জন্ম বানৈত বনে বহু বানা ॥
 কহ' কহ' সুন্দর বিটপ সুহাএ । জন্ম ভট বিলগ বিলগ হোই ছাএ ॥২
 কুজত পিক মানছ' গজ মাতে । ঢেক মহোখ উট বিসরাতে ॥
 মোর চকোর কীর বর বাজী । পারাবত মরাল সব তাজী ॥৩
 তীতির লাবক পদচর জুখা । বরনি ন জাই মনোজ বুরুখা ॥
 রথ গিরি সীলা দুন্দুভী' নরনা । চাতক বন্দী গুন গন বরনা ॥৪
 মধুকর মুখর ভেরি সহনাজী । ত্রিবিধ বয়্যারি বসীঠা' আজী ॥
 চতুরঙ্গিনী সেন সজ লীনহেঁ । বিচরত সবহি চুনোতী-দীনহেঁ ॥৫
 লছিম দেখত কাম অনীকা । রহি' ধীর তিনুহ কৈ জগ লীকা ॥
 এহি কেঁ এক পরম বল নারী । তেহি তেঁ উবর স্তম্ভট সোই ভারী ॥৬

দোহা— তাত তানি অতি প্রবল খল কাম ক্রোধ অরু লোভ ।

মুনি বিগ্যান ধাম মন করহি' নিম্ম মল্ল' ছোভ ॥৩৮ক॥

বাংলা স্বর্থ—হিঁ—ইহারা; কঞ্চন মৃগ—গোপার হরিণ; কীন্হ বগমেল—
 আক্রমণ করিয়াছে; ডেরা কীন্হেউ—বাম স্থান করিয়াছে; কটকু—সেনা; হটকি—
 গতিরোধ করিয়া; মনজাত—কামদেব; পরাজী—পলাইতেছে; (দো— ৩৭ ব-৭)

লোভ কেঁ ইচ্ছা দস্ত বল কাম কেঁ কেবল নারি ।

ক্রোধ কেঁ পরুষ বচন বল মুনিবর কহিঁ বিচারি ॥৩৮খ॥

পদ্মাহ্বাদ

চৌ—বিটঙ্গী বিশাল সেখা লতাতে জড়িত । বিবিধ বিতান যেন রজ্জুতে বেষ্টিত ॥
কদলী ও তাল ধ্বজা নিশান তাহার । সেই ধীর, দেখি' মুগ্ধ নহে মন যার ॥১
বিবিধ প্রকার ফুলে ভরা তরুগণ । তীরন্দাজ তীর-শোভা শোভিছে যেমন ॥
মাঝে মাঝে মনোহর বিটঙ্গী শোভিছে । সেনা যেন ভিন্ন ভিন্ন ছাউনি রচিছে ॥২
কুজিছে কোকিল যেন মদমত্ত করী । ঢেক ও মহোক-পক্ষী—উষ্ট্র, অশ্বতরী ॥
পিক, তোতা ও চকোরে শ্রেষ্ঠ অশ্ব মানি । মরাল ও পারাবতে বলী অশ্ব জানি ॥৩
তিতির, বটের সেখা পদাতিকগণ । কামদেব-সেনা সেখা কে করে বর্ণন ॥
গিরি-শিলা-রথ সেখা দুন্দুভি বরণ । চাতক-চারণ করে গুণের বর্ণনা ॥৪
মধুপ-গুঞ্জর সেখা ভেরা ও সানাই । ত্রিবিধ বাতাসে যেন দূতরূপে পাই ॥
চতুরঙ্গ সেনা হেন বনেতে সাজা'য়ে । সবে যেন রণ-লিপি দিতেছে পাঠা'য়ে ॥৫
হেরি' কামসেনা হেন ধৈর্য্য রহে যার । বীর বলে তা'রি খ্যাতি মাঝারে ধরার ॥
ইহার পরম বল একমাত্র নারী । তাহা হ'তে রক্ষা যার সে সেনানী ভারী ॥৬
দোহা— ওহে তাত! জানো তিনে অতি খল কাম, ক্রোধ তা'র সহ লোভ ।

জ্ঞান-মিকেতন মুনিজন-মন নিমেষে তাহেও আনে ক্ষোভ ॥৩৮ক॥

লোভ বলীয়ান্ লালসা ও দস্তে কামে বল দেয় নারীগণ ।

ক্রোধ বলীয়ান্ পরুষ-বচনে মুনিগণ বিচারিয়া ক'ন ॥৩৮খ॥

মুণ

চৌ—গুনাভীত সচরাচর স্বামী । রাম উমা সব অন্তরজামী ॥

কামিন্হ কৈ দীনতা দেখাঈ । ধীরন্হ কেঁ মন বিরতি দৃঢ়াঈ ॥১

ক্রোধ মনোজ লোভ মদ নায়। ছুটহি' সকল রাম কাঁ দায়।

সো নর ইন্দ্রজাল নহি' ভুলা । জা পর হোই সো নট অনুকুলা ॥২

উমা কহউ' মৈ' অনুভব অপনা । সত হরি ভজলু জগত সব সপনা ॥

পুনি প্রভু গএ সরোবুর তীরা । পম্পা নাম সুভগ সন্তীরা ॥৩

বাংলা অর্থ—অরুণাবানী—লঘমান হইয়া জড়িত ; তানী—তাঁব ; বর—শ্রেষ্ঠ ; মোহ—মোহিত হওয়া ; বাটনত—তীরন্দাজ ; বনে—রচিত হইয়াছে ; ফুলে—পুষ্পিত হয় ; ছায়ে—তাঁব ফেলিয়াছে ; মাতে—মদমত্ত ; বিসরাতে—খচর ; কীর—তোতা পাখী ; ভাজী—আরবী ঘোড়া ; ভীতর—তিস্তির পাখী ; জুখা—সৈন্যদল ; মনোজবরুখা—কামদেবের সৈন্যদল ; সহনাঈ—সানাই ; বয়ান্নি—বাঘ ; বসীঠা—দূত ; সেনা—সেনা ; চূনোভী—নিমন্ত্রণ পত্র ; অনীকা—সেনা ; লীকা—প্রতিষ্ঠা ; উবর—মৃত হয় ; ছোভ—ক্ষোভ, বিকার ; মোর—ময়ূর ; জাকা—বাহার ; (দো—৩৮ ক-খ)

সন্তু হৃদয় জস নির্মল বারী। বাঁধে ঘাট মনোহর চারী।
 জই ভই পিঅহিঁ বিবিধ যুগ নীরা। জমু উদার গৃহ জাচক ভীরা ॥৪
 দোহা— পুরইনি সঘন ওট জল বেগি ন পাইঅ মর্গ।
 মায়াহুন্ন ন দেখিঞে জৈসে নিগুন বুদ্ধ। ৩৯ক।
 সুখী মীন সব একরস অতি অগাধ জল মার্হি।
 জখা ধর্ম সীলনহ কে দিন সুখ সংজুত জাহিঁ ॥৩৯খ॥

পদ্মাবাদ

চৌ—ত্রিগুণ অতীত তিনি চরাচর-স্বামী। মহেশ কহেন,—উমা! রাম অন্তর্যামী ॥
 কামুক-জনের এই দেখা'ন দীনতা। ধীর-মনে তাহে আনে বৈরাগ্যে দৃঢ়তা ॥১
 ক্রোধ, কাম, লোভ তথা মদ, মায়াপাশ। রাম কৃপা হ'লে হয় সবার বিনাশ ॥
 মায়-ইন্দ্রজালে নাহি পড়ে সেই নর। সেই নট অমুকুল হ'ন যা'র 'পর ॥২
 হে উমা! কহিনু তোমা' নিজ অমুভব। হরির ভজন সত্য, স্বপ্ন বিখে সব ॥
 পুন প্রভু যা'ন তদা সরোবর-তীর। পম্পা যা'র ছিল নাম সুন্দর গভীর ॥৩
 সাধুর হৃদয়-সম তাহে পুত-বারি। চতুর্ভিতে মনোহর বাঁধা ঘাট চারি ॥
 যুগ, পক্ষী যত সব পিয়ে সেথা নোর। উদার-ভবনে যথা যাচকের ভীড় ॥৪
 দোহা— ঘন পদ্মপত্র-আবরণে ঢাকা। জল নাহি বুঝা যায় রূপে।

যথা মায়াবৃত নিগুণ ব্রহ্মের অমুভূতি না হয় স্বরূপে ॥৩৯ক॥
 সুখী মীন সব একরসে ভরা। সুগভীর জলে তথা চরে।
 ধর্মসীলগণ সব দিন যথা সুখভোগে অতিপাত করে ॥৩৯খ॥

মুগ

চৌ—বিকসে সরসিজ নানা রঙ্গ। মধুর মুখর গুঞ্জত বহু ভৃঙ্গ ॥
 বোলত জলকুক্কুট কলহংসা। প্রভু বিলোকি জমু করত প্রসংসা ॥১
 চক্রবাক বক খগ সগুদাঙ্গি। দেখত বনঙ্গি বরনি নহিঁ জুঙ্গি ॥
 সুন্দর খগ গন গিরা সুহাঙ্গি। জাত পথিক জমু লেত বোলাঙ্গি ॥২
 তাল সমীপ মুনিনহ গৃহ ছাএ। চহু দিসি কানন বিটপ সুহাএ ॥
 চম্পক বকুল কদম্ব তমালা। পাটল পনস পদ্মাস রসালা ॥৩
 নব পল্লব কুসুমিত তরু নানা। চঞ্চরাক পটলী কর গানা ॥
 সীতল মন্দ সুগন্ধ সুভাউ। সন্তত বহই মনোহর বাউ ॥৪
 কহু কহু কোকিল ধ্বনি করহী'। সুনি রব সরস ধ্যান মনি টরহী' ॥৫

বাংলা অর্থ—দৃঢ়াঙ্গি—দৃঢ় করিণেন; মনোজ—কাম; ভুল—ভুল্য; সত—সত্য;
 জাচক ভীরা—প্রাধিগণের ভীড়; পুরইনি—পদ্মপত্র; ওট—আবরণ; বেগি—স্রোত;
 জঘন—ঘনসন্নিবিষ্ট; সংজুত—সংযুক্ত; মর্গ—মূল তথ্য; (দো—৩৯ ক-খ)

দোহা— ফল ভারন নমি বিটপ সব রহে ভূমি নিঅর ।
পর উপকারী পুরুষ জিমি নবহিঁ সুসম্পতি পা ॥৪০॥

পথ্যাহ্বাদ

চৌ—পদ্মের বিকাশ সেথা বিবিধ বরণ । বহু ভূঙ্গ চারু-স্বরে করিছে গুঞ্জম ॥
জলের কুকুট আর মরাল-নিঃস্বনে । প্রশংসা করিছে যেন প্রভু দরশনে ॥১
চক্রবাক, বক তথা যত বিহঙ্গম । দেখিতে সুন্দর তাহা বর্ণিতে অক্ষম ॥
সুন্দর বচনে যেন চারু পক্ষিগণ । পথ-যাত্রী পথিকেরে করে আবাহন ॥২
সরোবর-তীরে রহে মুনির আশ্রম । চতুর্দিকে বন শোভে তরু মনোরম ॥
চম্পক, বকুল তথা কদম্ব, তমাল । পারুল, পমস আর পলাশ, রসাল ॥৩
নবীন পল্লবে ভরা তরু কুসুমিত । ভ্রমর-গুঞ্জে তাহা হয় গুঞ্জরিত ॥
শীত মন্দ সুগন্ধিত স্বভাব সুন্দর । সতত বহিছে বায়ু মনোমোহকর ॥৪
কুছ কুছ রব সেথা কোকিল করিছে । মধুর কুঞ্জে মুনি-মন টলাইছে ॥৫
দোহা— ফলভারে নমি' তরুগণ সেথা রহে যেন ভূমি পরশিয়া ।
পর-উপকারী পুরুষ যেমন নত হয় সম্পদ লভিয়া ॥৪০॥

মূল

চৌ—দেখি রাম অতি রুচির তলাবা । মজ্জনু কীন্হ পরম সুখ পাবা ॥
দেখী সুন্দর তরুবর ছায়া । বৈঠে অনুজ সহিত রঘুরায়া ॥১
তই পুনি সকল দেব মুনি আএ । অশ্রুতি করি নিজ ধাম সিধাএ ॥
বৈঠে পরম প্রসন্ন কৃপালা । কহত অনুজ সন কথা রসালা ॥২
বিরহবস্ত ভগবন্তুহি দেখী । নারদ মন ভা সোচ বিসেসী ॥
মোর সাপ করি অঙ্গীকার । সহত রাম নানা দুখ ভার ॥৩
এসে প্রভুহি বিলকউ' জাঞি । পুনি ন বনিহি অস অবসরু আঞি ॥
য়হ বিচারি নারদ কর বীনা । গএ জহাঁ প্রভু সুখ আসীনা ॥৪
গাবত রাম চরিত যুগু বানী । প্রেম সহিত বহু ভাঁতি বখানী ॥
করত দণ্ডবত লিএ উঠুঞি । রাখে বহুত ষার উর লাঞি ॥৫
স্বাগত পুঁছি নিকট বৈঠারে । লছিমন সাদর চরন পথারে ॥৬
দোহা— নানা বিধি বিনতী করি প্রভু প্রসন্ন জিয়' জানি ।
নারদ বোলে বচন তব জোরি সরোরুহ পানি ॥৪১॥

বাংলা অর্থ—দেখত বনই—গঠনের দৃশ্য; জাত পথিক—ভ্রাম্যমান পথিক;
ছায়ে—রচনা করিয়াছিলেন; পরাস—পলাশ; রসালা—আশ্র; টরহী—টলিয়া বাগ;
নবহিঁ—নত হয়; চঞ্চরীক পটলী—ব্রহ্মরসমূহ; পাটল—পারুল বৃক্ষ; (দো—৪০)

চৌ—হেরি' রাম সেখা সব অতি মনোরম । মজ্জন করিয়া সুখ লভেন পরম ॥
মনোরম ভরু-ছায়া করি' দরশন । অনুজ সহিত রাম সমাসীন হ'ন ॥১
মুনি ও দেবতা সব সেখায় আসিল । স্তুতি করি' নিজধামে কিরিয়া চলিল ॥
সমাসীন হ'য়ে তদা প্রসন্ন কপাল । অমৃতের সমে ক'ন কথা সুরসাল ॥২
ভগবানে হেরি তদা বিরহ-পীড়িত । নারদ-মানস হয় অতীব দুঃখিত ॥
চিন্তিলেন,—মম শাপ করি' অঙ্গীকার । রাম মনে সহিছেন নানা দুঃখভার ॥৩
এ' হেন প্রভুর সনে আপনি মিলিব । এই অবসর পুন আর না লভিব ॥
বিচারি' নারদ হেন করে ল'য়ে বীণ । সেখা যা'ন যেখা প্রভু ছিলেন আসীন ॥৪
মুদ্রবাণী কহি' মুনি রাম-কথা গা'ন । সপ্রেমে বহুধা তাহা করিয়া বাখান ॥
প্রণাম করিতে রাম উঠাইয়া তাঁ'রে । বারে বারে ধরি' প্রেমে হৃদয়-মাঝারে ॥৫
স্বাগত সম্ভাষি' দেন নিকটে আসন । লক্ষ্যণ সাদরে করে পাদ-প্রক্ষালন ॥৬
দোহা— বিবিধ প্রকারে বিনতি করিয়া প্রভুরে ছিয়াতে তুষ্ট জানি' ।
নারদ কহেন বচন তখন যুক্ত করি' দু'টি পদ্যপাণি ॥৪১॥

মূল

চৌ—সুনহু উদার সহজ রঘুনায়ক । সুল্লর অগম স্নগম বর দায়ক ॥
দেহ এক বর মাগউ' স্বামী । জগপি জানত অন্তরজামী ॥১
জানহু মুনি তুমহ মোর স্তম্ভাউ । জন সন কবহু' কি করউ' দুরাউ ॥
কবন বস্তু অসি প্রিয় মোহি লাগী । জো মুনিবর ন সকহ তুমহ মাগী ॥২
জন কহু' কছু অদেয় মহি' মোরে' ! অস বিশ্বাস তজ্জহু জনি মোরে' ॥
তব নারদ বোলে হরষাজি । অস বর মাগউ' করউ' চিঠাজি ॥৩
জগপি প্রভু কে নাম অনেক । শ্রুতি কহ অধিক এক তেঁ একা ॥
রাম সকল নামনহু তে অধিকা । হোউ নাথ অঘ খং গন বধিকা ॥৪
দোহা— রাকা রজনী ভগতি তব রাম নাম সোই সোম ।
অপর নাম উডগন বিমল বসহু' ভগত উর ব্যোম ॥৪২ক॥
এবমন্ত মুনি সন কহেউ কৃপাসিদ্ধু রঘুনাথ ।
তব নারদ মন হরষ অতি প্রভু পদ নায়উ মাথ ॥৪২খ॥

বাংলা অর্থ—ন বনিহি আই—ঘটিয়া উঠিবে না ; রসালো কথা—শ্রীতিপূর্ণ বাক্য ;
পানি জোরি—হাত জোড় করিয়া ; তলাবা—পুষ্করিণী ; (দো—৪১)

বাংলা অর্থ—মাগী ন সকহ—চাহিতে পার না ; জন কহু—সেবককে ; মোরে'—
ভুলক্রমে ; অঘ খং—পাপরূপী পক্ষী ; বধিকা—ব্যাধ ; রাকা—পূর্ণিমা ; উডগন—ভায়া-
সমূহ ; উর ব্যোম—হৃদয়রূপী আকাশ ; নায়উ—নত করিলেন ; দো—৪২ ক-খ)

চৌ—অভাব-উদার ওহে রঘুর নায়ক ! অগম স্তম্ভ চারু অভীষ্ট-দায়ক ॥
 দাও এক বর আমি মাগিতেছি আমি। যতপি তোমার জানা, তুমি অন্তর্যামী ॥১
 জানিছ হে মুনি ! তুমি আমার চরিত'। ভক্ত-সনে কিবা কভু রাখি লুকায়িত ॥
 হৈন বস্ত্র'কিবা বল যাহা প্রিয় মম। যাহা মূনিবর তুমি মাগিতে অক্ষম ? ২'
 শুকতে না কিছু মম অদেয় রহিবে। এ' বিশ্বাস কভু নাহি ভ্রমেও ত্যজিবে ॥
 নারদ কহেন তবে হর্ষে মন ভরে। ঋষ্টতা দেখাই এবি মাগি' হেন বরে ॥৩
 যতপি প্রভুর নাম বিবিধ প্রকার। শ্রুতি কহে, বরীয়ান্ এক হ'তে আর ॥
 'রাম নাম' সব হ'তে জানি গরীয়ান্। পাপ-পঙ্কি-বধ তরে হোক স্মরণ ॥৪
 দোহা— শুকতি তোমাতে পূর্ণিমা-রজনী রাম নাম তাহে শশি-সম।
 আর যত নাম তারাগণ-সম শোভে তাহে ভক্ত চিত্ত-ব্যোম ॥৪২ক॥
 তবে তাই হোক কন মুনি সনে কৃপা-পারাবার রঘুবীর।
 তখন নারদ অতি হৃষ্ট মনে প্রভু-পদে নত করে নির ॥৪২খ॥

মূল

চৌ—অতি প্রসন্ন রঘুনাথহি জানী। পুনি নারদ বোলে মৃদু বানী ॥
 রাম জবহি' প্রেরেউ নিজ মায়া। মোহেছ মোহি স্নানছ রঘুরায়া ॥১
 তব বিবাহ মৈ' চাহউ' কীন্হা। প্রভু কেহি কারন করৈন দীনহা ॥
 স্নানি মুনি তোহি কহউ' সহরোস। ভজহি' জে মোহি তজি সকল ভরোসা ॥২
 করউ' সদা তিনহ কৈ রখবারী। জিমি বালক রাখই মহতারী ॥
 গহ সিন্ধু বচ্ছ অনল অহি ধাঞে। তই রাখই জননী অরুগাঞে ॥৩
 প্রৌঢ় ভএ' তেহি স্নত পর মাতা। প্রীতি করই নহি' পাছিলি বাতা ॥
 মোরৈ' প্রৌঢ় তনয় সম গ্যানী। বালক স্নত সম দাস অমানী ॥৪
 জনহি মোর বঁল নিজ বল তাহী। দুছ কই কাম ক্রোধ রিপু আই ॥
 যহ বিচারি পণ্ডিত মোহি ভজহী'। পাএছ' গ্যান ভগতি নহি' তজহী' ॥৫
 দোহা— কাম ক্রোধ লোভাদি মদ প্রবল মোহ কৈ ধারি।
 তিনহ মই অতি দারুন দুখদ মায়ারূপী নারি ॥৪৩॥

পঞ্চানন্দ

চৌ—অতীব প্রসন্ন তদা রঘুনাথে জানি'। নারদ কহেন তাঁ'রে পুন মৃদুবানী ॥
 মায়ার প্রভাব যবে করিয়া বিস্তার। স্তন রঘুরাজ ! মোহে স্নজিলে আমার ॥১

বাংলা অর্থ—প্রেরেউ—প্রেরিত করিয়াছিলেন ; মোহেছ—মোহিত করিয়াছিলেন ;
 রখবারী—রক্ষক ; রাখই অরুগাঞে—আগ্ৰাহিয়া রাখে ; পাছিলি বাতা—পিছনের
 কথা ; অমানী—অভিমানহীন ; ধারি—সেনা ; আই—আছে ; (দো—৪৩)

তখন চাহিলু আমি বিবাহ করিতে । প্রভু কোন্ হেতু তাহা না দিলে সাধিতে ॥
 শুন মুনি ! তোমা কহি হ'য়ে আনন্দিত । যে আমারে সদা ভজে কামনা-বর্জিত ॥২
 আমি সদা হ'য়ে থাকি তাহার রক্ষক । মাতা যথা রক্ষা করে আপন বালক ॥
 অগ্নি, সর্পে ধরিবারে শিশু যদা ধায় । রক্ষা-তরে মাতা তদা তা'রে আগলায় ॥৩
 যে প্রৌঢ় সেই স্নতে রাখি প্রীতি মাতৃ-মন । মার প্রীতি কিন্তু নহে পূর্বের মতন ॥
 সেইরূপ জ্ঞানী জন প্রৌঢ় স্নত মম । মান-হীন ভক্ত হ'ন শিশু পুত্র সম ॥৪
 ভক্ত বলী মম বলে, জ্ঞানী যে অবলে । কাম ক্রোধ রিপু দুটি দু'জনারে ছলে ॥
 এই মত বিচারিয়া জুগী মোরে ভজে । জ্ঞান লাভ করিয়াও ভক্তি নাহি ত্যজে ॥৫
 দোহা— কাম-ক্রোধ-লোভ-মদাদি-রিপু-রো জাণে যেন মোহের সেনানী ।
 তার মাঝে অতি দারুণ দুখদ বহে মায়া-রূপেতে রমণী ॥৪৩॥

মূল

চৌ— স্নমু মুনি,— কহ পুরান শ্রুতি সন্তা । মোহ বিপিন কহি নারি বসন্তা ॥
 জপ তপ নেম জলাশয় ঝারী । হোই গ্রীষ্ম সোমই সব নারী ॥১
 কাম ক্রোধ মদ মৎসর মেকা । ইন্দ্ৰহি হরষপ্রদ বরষা একা ॥
 কু-বাসনা কুমুদ সমুদাজে । তিন্দ্ৰহি কই সরস সদা সুখদাজে ॥২
 ধর্ম সকল সরসীরূহ বৃন্দা । হোই হিম তিন্দ্ৰহি দহই সুখ মন্দা ॥
 পুনি মমতা জবাস বহুভাজে । পল্লুহই নারি সিসির রিতু পাঞ্জে ॥৩
 পাপ উলূক নিকর সুখকারী । নারি নিবিড় রজনী অঁধিআরী ॥
 বুদি বল লীল সত্য সব মীনা । বনসী সম ত্রিয কহিই প্রবীনা ॥৪

দোহা— অবগুন মূল মূলপ্রদ প্রমদা সব দুখ খানি ।
 তাতে কীন্দ্ৰ নিবারন মুনি মৈ য়হ জিয়ঁ জানি ॥৪৪॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ— শুন মুনি কহে বেদ সাধু ও পুরাণ । মোহ-বনে যেন নারী বসন্ত সমান ॥
 জপ, তপ নিয়মাদি যেন জলাশয় । গ্রীষ্ম-সম নারী তাহা শুকাইয়া লয় ॥১
 ক্রোধ, মদ, মৎসরতা, কাম যেন ভেক । সবারে হরষে নারী-বর্ষাঋতু এক ॥
 কু-বাসনা তুল্য যেন কুমুদের বন । তা'দের সুখদ নারী শরৎ যেমন ॥২
 জানিবে সকল ধর্ম কমল-সমান । রমণী হেমন্ত তা'র করে অবসান ॥
 যতেক মমতারূপী দুর্গালভা-বন । শীত ঋতু-সম নারী করয়ে পোষণ ॥৩

বাংলা অর্থ—মোহ বিপিন—মোহরূপী বন ; ঝারী—কলসী ; সোমই—শেষণ
 করে ; সরসীরূহ—সরোজ, পদ্ম ; জবাস—ছুরালভা ; অঁধিয়ারী—অন্ধকার ভরা ;
 পল্লুহই—পোষণ করে ; বনসী—বড়শি ; তাতে—সেই হেতু ; (দো—৪৪)

পাপরূপী পেঁচা-দলে সুখদানকারী । নিবিড় আঁধার-সম যেন সব নারী ॥
বুদ্ধি, বল, শীল, সত্য সব যদি মীম । বড়শীর সম নারী কহেন প্রবীণ ॥৪

দোহা— অপগুণ-মূল বেদনাদায়ক নারী সব দুঃখ-অন্ধকার ।

তাই মূনি তব বিয়ে নিবারিছু মনে ইহা করিয়া বিচার ॥৪৪॥

মূল

চো—শুনি রঘুপতি কে বচন সুহাএ । মূনি তুমি পুঙ্ক কয়ন ভরি আএ ॥
কহছ কবন প্রভু কৈ অসি রীতি । সেবক পর মমতা অরু প্রীতি ॥১
জে ন ভজিহঁ অস প্রভু ভ্রম ত্যাগী ॥ গ্যান রক্ষ মর মুন্দ অভাগী ॥
পুনি সাদর বোলে মূনি নারদ । সুনছ রাগ বিগ্যান বিসারদ ॥২
সন্তনহ কে লছন রঘুবীর । কহছ নাথ ভব ভঞ্জন ভীরা ॥
সুন্ম মূনি সন্তনহ কে গুন কহউ । জিনহ তে মৈ উনহ কেঁ বস রহউ ॥৩
যট বিকার জিত অনঘ অকাম । অচল অকিঞ্চন সূচি সুখধাম ॥
অমিতবোধ অনীহ মিতভোগী । সত্যসার কবি কোবিদ জোগী ॥৪
সাবধান মানদ মদহীন । ধীর ধর্ম গতি পরম প্রবীন ॥৫

দোহা— গুনাগার সংসার দুখ রহিত বিগত সন্দেহ ।

তজি মম চরন সরোজ প্রিয় তিনহ কছ দেহ ন গেহ ॥৪৫॥

পদ্যস্বাদ

চো—শুনি এই রঘুপতি-বাণী মনোহারী । মূনি-দেহ পুলকিত চক্ষে ভরে বারি ॥
কহ তুমি—কোন্ প্রভু ধরে হেন রীতি । ভক্ত'পরে এ' মমতা, এ'হেন পিরীতি ॥১
ভুলেও যে হেন প্রভু না করে ভজন । জানে দীন মৃঢ় নর দুর্ভাগ্য সে-জন ॥
পুন সমাদরে ক'ন মুনীশ নারদ । শুনি ওহে রাম ! তুমি জ্ঞান-বিশারদ ॥২
সাধুজন কি লক্ষণ ধরে রঘুনাথ । ভবভয়হারী ওহে কহ তুমি নাথ ॥
ওহে মূনি ! শুন তুমি সাধুগুণ কহি । যে সব কারণে আমি তা'র বশ রহি ॥৩
যট-বিকার-জয়ী যিনি অনঘ অকাম । স্থিরচিহ্ন অকিঞ্চন সূচি সুখ-ধাম ॥
অনীহ অমিত-বোধ তথা মিত-ভোগী । সত্যসন্ধ দ্রষ্টা আর সুপণ্ডিত যোগী ॥৪
সাবধান মান-দাতা তথা মদ-হীন । ভক্তি-পথে ধীরমতি পরম প্রবীণ ॥৫

দোহা— গুণের আগার ভব-দুঃখ-জয়ী নাহি যা'র কোনও সংশয় ।

তাজিয়া আমার চরণ-আশ্রয় দেহ-গেহ যা'র প্রিয় নয় ॥৪৫॥

বাংলা অর্থ—গ্যান রক্ষ—জ্ঞানের ভিখারি ; লছন—লক্ষণ ; ভব ভীরা ভঞ্জন—
ভবভয়নাশক ; যট বিকার জিত—ছয় রিপু বর্জিত ; অচল—অচঞ্চল ; অনীহ—ইচ্ছা-
রহিত ; গুনাগার—গুণধাম ; সন্তনহকে—সজ্জনগণের ; অসি—এই ; (দো—৪৫)

চৌ—নিজ গুণ শ্রবণ স্নানত সঙ্কটাহী । পর গুণ স্নানত অধিক হরবাহী ॥
 সম সীতল নহিঁ ত্যাগহিঁ নীতী । সরল স্বভাউ সনহিঁ সন প্রীতি ॥১
 জপ তপ ত্রত দম সঞ্জম নেমা । গুরু গোবিন্দ বিপ্র পদ প্রেমা ॥
 শ্রদ্ধা ছমা ময়তী দায়া । মুদিতা মম পদ প্রীতি অমায়ী ॥২
 বিরতি বিবেক বিনয় বিগ্যান । বোধ জথারথ বেদ পুরান ॥
 দম্ব মান মদ করহিঁ ন কাউ । ভুলি ন দেহিঁ কুমারগ পাউ ॥৩
 গাবহিঁ স্নানহিঁ সদা মম লীলা । হেতু রহিত পরহিত রত লীলা ॥
 মুনী স্তম্ভ সাধুসহ কে গুণ জেতে । কহি ন সকহিঁ সারদ শ্রুতি তেতে ॥৪

ছন্দ— কহি সক ন সাদর সেষ নারদ স্নানত পদ পঙ্কজ গহে ।
 অস দীনবন্ধু কৃপাল অপনে ভগত গুণ নিজ মুখ কহে ॥
 সিরু নাই বারহিঁ বার চরননহিঁ বুদ্ধপুত্র নারদ গএ ।
 তে ধন্য তুলসীদাস আস বিহাই জে হরি রং রং এ ॥

দোহা— রাবনারি জন্ম পাবন গাবহিঁ স্নানহিঁ জে লোগ ।
 রাম ভগতি দৃঢ় পাবহিঁ বিনু বিরাগ জপ জোগ ॥৪৬ক॥
 দীপ সিখা সম জুবতি তন মন জনি হোসি পতঙ্গ ।
 ভজহি রাম তজি কাম মদ করহি সদা সতসঙ্গ ॥৪৬খ॥

পত্নাহুবাণ

চৌ—নিজ গুণ শুনে' যদি হয় সঙ্কটিত । পরগুণ শুনি' কিন্তু হয় হরষিত ॥
 শত্রু মিত্রে সম, নহি ত্যজে নিজ নীতি । সরল স্বভাব রাখে সবান্তে পিরীতি ॥১
 জপ, তপ, ত্রত, দম, সংযম ও নীতি । গুরু ও গোবিন্দে তথা ব্রাহ্মণে পিরীতি ॥
 শ্রদ্ধা-ক্ষমা-মৈত্রী-দয়াপর চিত্তপট । প্রসন্নতা মম পদে প্রীতি অকপট ॥২
 বৈরাগ্য, বিবেক তথা বিনয় বিজ্ঞান । বেদে ও পুরাণে রাখে যথাযথ জ্ঞান ॥
 দম্ব, অভিমান, মদ কভু না দেখায় । ভুলিয়া কুমারগে পদ কখন না দেয় ॥৩
 গায়, শুনে সর্বক্ষণ মম লীলা যত । অহেতুক শুধু রহে পর-হিতে রত ॥৪
 শুন মুনী যত গুণ ধরে সাধুগণ । বাণী বেদ না পারে তা' করিতে বর্ণন ॥৪

চন্দ— কহিতে না পারে বাণী ও অনন্ত নারদ শুনিয়া চরণ ধরিল ।
 দীনবন্ধু সেই নিজ শুক্ল গুণ কৃপাপরবশ নিজে উচ্চারিল ॥

বাংলা অর্থ—ত্যাগহিঁ—ত্যাগ করে ; ময়তী—মৈত্রী ; কুমারগ—কুমার ; পাউ—
 পদ ; আস—আশা ; হরি রং রং এ—হরিরূপ রং ষায়া রঞ্জিত হয় ; ন হোসি—হইবে
 না ; জানি হোসি—হইবে না ; নেমা—নিয়ম ; জেতে—যত ; (দো—৪৭)

শির নত করি' বার বার পদে ত্রয়লোক-পানে নারদ চলিল।
তুলসী কহিছে—ধন্য সেই জন কামনা ত্যজি' যে হরিতে মজিল।

দোহা— রাবণারি-বশ সুপাবন গান করে আর শুনে যত জন।
লভে রাম-ভক্তি বৈরাগ্য ও জপ নাহি কিছু করিলে সাধন ॥৪৬ক॥
দীপশিখা-সম যুবতীর তনু মন সেথা না হও পতঙ্গ।
রামরাম ভজ ত্যজি' কাম, মদ অবিরত কর সাধু-সঙ্গ ॥৪৬খ॥

ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকল-কলিকলুষ-বিক্ষেপসনে
বিমল-বৈরাগ্য-সম্পাদনো নাম তৃতীয় সোপানঃ সমাপ্তঃ।

সমাপি' বাইশ দিন মাস পারায়ণে।
এ দীন নমিছে এবে শ্রীহান-চরণে ॥

অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত

অরণ্যকাণ্ড--সারসংক্ষেপ

অরণ্যকাণ্ডের প্রথমে গোস্বামী তুলসীদাস ধর্মবৃক্ষের মূলস্বরূপ মোহমেঘনাশকারী
পাপরূপ অন্ধকারনাশী ও আনন্দবিধানকারী শিবপ্রিয় রামকে প্রণতি নিবেদন করিতে-
ছেন। যিনি জটাজুট, হস্তে ধনুর্বাণ, কটিতে তুণীর ধারণ করিয়া রাজপুত্র হইয়াও
শ্রেষ্ঠ পঞ্চারী হইয়া জীবন যাপন করিতেছেন সেই শ্রীরাম 'সহ লক্ষণ ও সীতার
উদ্দেশ্যে প্রণতিজ্ঞাপন করিয়া গোস্বামী মহোদয় অরণ্যকাণ্ড আরম্ভ করিতেছেন;
আরো বলিতেছেন রামমণ্ডল অতি গুঢ় রহস্যময়। ইহা বখাযথ বুঝিলে সাধুগণের মনে
বিশ্ববৈরাগ্য উপস্থিত হয় আর ধর্মহীন নাস্তিক ব্যক্তি মোহগ্রস্ত হয়। ভরত অযোধ্যার
দিকে ফিরিয়া গেলে রাম চিত্রকূট পরিত্যাগ করেন এবং পঞ্চবটী বনে অবশ্য করেন।

ইঙ্গপুত্র জয়ন্ত একদিন ঋষ্যসের বেশ ধারণ করিয়া রঘুপতির পরাক্রম পরিমাপ করিতে
চাহিয়া সীতার চরণে চঞ্চুঘারা আক্রমণ করিতে চাহিলে রাম তাহার প্রণতি ব্রহ্মবান
নিষ্ক্ষেপ করিলে সেই বায়স পিতার নিকট নিজ রূপ ধরিয়া উপস্থিত হয়। ইঙ্গ তাহাকে
রামদ্রোহী বলিয়া উপেক্ষা করিলেন এবং বুঝাইলেন রামদ্রোহীর পৃথিবীতে কোন স্থান
নাই। তখন জয়ন্ত বিকল হইল, নারদ দেবলোকে তাহা বুঝিলেন এবং তাহাকে রামের নিকট
উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন। কৃপাময় রাম তাহার প্রণতি কৃপালু হইয়া
তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, শিক্ষার প্রয়োজনে এক চক্ষু করিয়া পরাক্রমের স্বরূপ বুঝাইলেন।

রঘুপতি চিত্রকূটে থাকিয়া তাঁহার লীলা প্রকট করিতে লাগিলেন। মুনিগণের ভিড়

হইবে বুঝিয়া সকল মুনির নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রথমে রাম অত্রি-শুণোবনে গমন করিলেন। প্রবীণ অত্রি সকলকে অতি স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন এবং রামের স্তুতিতে মুগ্ধ হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ যে রামের স্বরূপ জানেন এবং অমরগণের নিধনার্থে তাঁহার লীলা—তাঁহাও বলিলেন এবং বাস্তবিক জগতের শাস্ত ও ধর্মরূপে তাঁহাতে প্রগতিনত হইয়া বলিলেন,—তাঁহাতে ভক্তিনত হইয়া তাঁহার ভজনা করিলে সংসাররূপে তাহাকে পড়িতে হয় না। অত্রির যেন চিরকাল রামচরণে ভক্তি থাকে তাহা তিনি প্রার্থনা করিলেন।

সীতা ঋষিপত্নী অননুসার সহিত মিলিত হইলে অননুসার তাঁহাকে বিবিধ বসন-ভূষণ পরাইয়া তাঁহার নিকট নারীধর্ম বর্ণনা করিলেন এবং জীব নিকট স্বামীর দান যে অপরিমেয় এবং এত দান জগতে নারীকে আর কেহ করিতে পারে না এবং পতিব্রতাই নারীর একমাত্র ধর্ম তাহা ব্যাখ্যান করিয়া চতুর্দিক পতিব্রতা নারীর শ্রেণীবিভাগ করিয়া জীজাতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলেন। প্রথমতঃ উত্তমা সতী স্বামিগত-প্রাণা হয়। উত্তমা সতী স্বামী বধির, দীন এমন কি অন্ধ হইলেও তাহার সেবাতেও কুণ্ঠা করে না। অল্প পুরুষের ভগাবলীর চিন্তার অবসর তাহার মনে নাই। দ্বিতীয়া শ্রেণীর সতী স্বামীতে ভাতা, পিতা বা পুত্রের দৃষ্টিতে স্ত্রী-পরায়াণ হয়, কুলের মান রক্ষা করিয়া চলে; তাহাকে নিকট সতী বলা যায়। তৃতীয় শ্রেণীর স্ত্রী স্বযোগের অভাবে সতীত্বের ভাণ করিয়া সংসারে বিচরণ করে। চতুর্থ শ্রেণীর অধমা স্ত্রী যে স্বামীকে বঞ্চনা করিয়া পরণতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। হে নীতে ! তুমি স্বামিশিক্ষিত্রীর একমাত্র আদর্শ। তোমাকে সম্মুখে রাখিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারীগণ সতীত্বধর্ম পালন করিবে। সীতা অননুসারকে প্রণাম করিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা গভীর বনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পথের মাঝে বিরাম রাক্ষসের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাম তাহাকে বধ করিলেন। রামের সংস্পর্শে আসিলে রাম তাহাকে সঙ্গতি দান করিয়া স্বধামে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর শরভঙ্গের তপোবনে তাঁহার উপস্থিত হইলেন। তিনি পরিচয় দিলেন যে ব্রহ্মলোকে বাইবার মানসে যাত্রা করিয়াছিলাম কিন্তু রাম আসিবেন শুনিয়া তিনি যাত্রা স্থগিত করিয়া রামের প্রতীক্ষায় আছেন। তাঁহাকে পাইলে শরভঙ্গ চিত্তা রচনা করিয়া রাম নাম স্মরণ করিতে করিতে চিত্তারোহণ করিলেন এবং যোগায়িতে দেহ ত্যাগ করিলেন। রামকৃপায় তাঁহার বৈকুণ্ঠ লাভ হইল। তিনি হরিতে লীন না হইয়া ভেদভক্তির বর চাহিয়া ভক্তির মহিমা রক্ষা করিলেন। পথে অগ্রসর হইবার কালে রাম অস্থির হুণ দেখিয়া তাহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন এবং রাক্ষসগণের কুকার্যের ইতিহাস প্রত্যক্ষ করিলেন এবং পণ করিলেন যে পৃথিবীকে রাক্ষসগণের হাত হইতে মুক্ত করিবেন প্রতিশ্রুতি দান করিলেন। অতঃপর তাঁহার অগস্ত্যমুনির শিষ্য স্মৃতীক্ষ মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। মুনি নির্ভর প্রেমে মগ্ন হইলেন। রাম তাহা বুঝের অন্তরাল হইতে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে পুলকবিহ্বল দেখিলেন। মুনি দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে রাম চতুর্ভুজ মূর্তিতে মুনির হৃদয়ে প্রকট হইলেন। অতঃপর মুনি তাঁহাকে আশ্রমে আনিয়া নানাপ্রকারে পূজা করিলেন এবং তাঁহার স্তুতিতে মুগ্ধ

হইলেন। রাম তাঁহাকে ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার ও কামনা ত্যাগ করিতে বলিলে তাঁহাকে মূনির হৃদয়ে সৰ্ব্বক্ষেণের জন্ত অবস্থিতি করিতে কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। প্রভু রামচন্দ্র—‘মূনি অচলা ভক্তি ও বৈরাগ্য ও গুণাবলীর অধিকারী হইবেন’—এই বর প্রদান করিলেন। স্নাতীক তাঁহারিগকে স্বপুত্রপাঠার্থে অর্থাৎ অগস্ত্যের নিকট লইয়া গেলেন। অগস্ত্যের নিকট গিয়া রাম মুনিস্রোহী রাক্ষসদের কি ভাবে বিনাশ করিবেন তাহার পরামর্শ চাহিলেন; এই জিজ্ঞাসা যে নিরর্থক তাহা অগস্ত্য রামকে বুঝাইয়া বলিলেন কারণ রাম স্বয়ং অন্তর্যামী তাঁহার অগোচর কোন তত্ত্ব নাই। কালও তাঁহার ভয়ে কম্পমান থাকে। অগস্ত্য তাঁহার নিকট সজ্জনসঙ্গ, ধ্রুব ভক্তি ও বৈরাগ্য কামনা করিলেন এবং সেবকের মহিমা বৃদ্ধির জন্ত তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ—বলিলেন। গাধাবটী বনে যে দণ্ডক অরণ্য আছে তুমি সেখানে গিয়া বাস করিয়া মূনিগণকে করুণা বিতরণ করিতে থাক। সেখানে তোমরা গুণরাজ জটায়ুর সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহার অদূরে পর্ণকুটার নির্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিবে—কহিলেন। সেখানে তত্ত্বকথা আলোচনায় তাঁহাদের দিন যাপিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ বৈরাগ্য জ্ঞান, মায়ী ও ভক্তিতত্ত্ব জানিতে চাহিয়া জীব ও ঈশ্বরের ভেদতত্ত্ব বুঝিতে চাহিলেন। দিনের পর দিন এই সকল তত্ত্ব আলোচনায় তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। এই গভীর তত্ত্বতথা সংক্ষেপে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের নিকট বুঝাইয়া কহিতে লাগিলেন।

‘আমার’ ‘তোমার’ ইত্যাদিতে যে তুমি আমি বোধ তাহাই মায়ী, তাহাতে সৰ্ব্বজীব বশ। যতদূর মন যায় এই বৈয়ের অভিমান চলে। মায়ীতে সকল সৃষ্ট হয়। মায়ার ছই ভেদ বিদ্যা ও বিদ্যা। এই বিদ্যা প্রভাবে মানুষ ভবকূপে পড়ে। আর অপর মায়ীতে বিদ্যার বশে গুণ থাকে এবং তাহা জগতকে রচনা করে তাহা প্রভু-প্রেরিত, তাহার আপনার বল নাই অথচ যার ফলে প্রভুকে চিনিবার শক্তি তাহার হয়, তাহা বৈ জ্ঞান বলে। সেখানে কোন অভিমান নাই, সেখানে এক ব্রহ্মের অনুভূতি হয়, তাহাই পরম বৈরাগ্য। মায়ী, ঈশ্বরতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব বাহার জ্ঞান নাই সেই জীব। বন্ধন-মোক্ষদাতা সৰ্ব্বপর মায়ার যে প্রেরক সেই শিব। ধর্ম ছইতে বৈরাগ্য-বোগ তাহা হইতে জ্ঞান, জ্ঞান ছইতে মুক্তি। বাহাতে আমিষস্রব হয় তাহার নাম ভক্তি। জ্ঞান বিজ্ঞানাদি সব ভক্তিতে লীন হয়। ভক্তির নয়প্রকার সাধন আশ্রয় করিলে রামের পরম পদ প্রাপ্তি হয়। বিপ্রপাদপদে অতি প্রীতি, বেদসম্মত পথে স্বধর্ম পালন, তাহাতেই বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে। বৈরাগ্য ছইতে রামপদে অনুরাগ জন্মে। প্রেমাধি নয় প্রকার ভক্তি বাহার মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত আমি তাহার হৃদয়ে বাস করি। সাধুসঙ্গে প্রেম, কামমনো-বাক্যে জ্ঞানের নিয়ম পালন, গুরু, পিতামাতৃ-সেবা, আমার নামগানে শরীরে কোমল হর্ষ এবং বাক্যে গদগদ ভাব, কাম ও অহঙ্কারশূন্যতা বাহার আছে আমি তাহার হৃদয়ে বাস করি। এই ভাবে বৈরাগ্য, জ্ঞান, গুণ এবং নীতি ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাদের দিনের পর দিন চলিতে লাগিল।

রাবণের ভগ্নি স্বর্ণনখা কালসপর্পকে একবার ভ্রমণ-প্রসঙ্গে গাধাবটীতে উপস্থিত হইল এবং রাম লক্ষ্মণের রূপ দেখিয়া কামমোহিত হইল এবং দুজনের যে কোন একজমকে স্বামিকূপে উপভোগ করিবার প্রস্তাব করিল। যখন কেহই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না তখন ক্রোধা-

স্থিত হইয়া সে উগ্ররূপ প্রদর্শন করিল তাহাতে সীতা ভীত হইলেন। রামের ইচ্ছিতে লক্ষ্মণ তাহার নাসা ও কর্ণচ্ছেদ করিল। ইহাতে প্রকারান্তরে রাবণকে যুদ্ধে নিমজ্জন পাঠান হইয়া নাগাকর্ণ-হীন হইয়া বিলাপ করিতে করিতে রক্তাক্ত অবস্থায় সে খর ও দুষণের নিকট গিয়া নিজ দুর্ববস্থার কথা এবং রাগলক্ষণ ছুটি ভাই ও সীতার কথা বলিয়া যুদ্ধ করিতে তা'দিগকে প্ররোচিত করিল। রাক্ষসেনাদল সজ্জিত খর-দুষণ ভয়ানক বেগে ও ক্রোধে রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিতে আসিল এবং যুদ্ধার্থ আস্থান জানাইল। প্রবল যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধে খর, দুষণ ও রাক্ষস ত্রিশিরা নিহত হইল। রামচন্দ্রের জয় হইল। দেবতা, মনুষ্য ও মুনীগণ সুখী হইলেন। রাক্ষসের উপদ্রব হইতে তাঁহারা মুক্ত হইলেন।

রামের যুদ্ধে জয় হইলে দেবতারা পুন্শ বর্ষণ করিলেন, গগনে চন্দ্রভি বাজিল এবং রামকে স্তুতি করিয়া দেবগণ নিজ নিজ বিমানে স্বর্গহে বাজ্রা করিলেন। যুদ্ধে জয়লাভের পর স্থপ্নিনী সকল বৃত্তান্ত আমূল রাবণের নিকট বর্ণনা করিল এবং রাম যে, সমস্ত দেশ রাক্ষসহীন করিবে তাহা বলিল এবং নিজের নাক-কাণ কাটার কথা বর্ণনা করিল। রাবণ তখন জুড় হইয়া নারীহরণের সঙ্কল্প করিল, এবং মারীচের নিকট সাগরতীরে উপস্থিত হইয়া এবিষয়ে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল।

এদিকে লক্ষ্মণ ফলমূল সংগ্রহার্থ বনে গেলে রামচন্দ্র সীতাকে বলিলেন,—এবার এক সুন্দর মানবলীলা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। তুমি আয়ত্তে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা কর বলিলেন এবং সমগ্র রাক্ষসকুল নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত ছায়াৰূপে এদেহে অবস্থান কর—বলিলেন। লক্ষ্মণ এব্যাপার জানিলেন না রামচন্দ্র গোপনে এই লীলাক্ষেত্র রচনা করিলেন।

রাবণ সীতা হরণার্থ মারীচের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মায়ামৃগ সাজিয়া সীতাকে প্রলোভিত করিতে চাহিলে মারীচ প্রথমে পূর্বের জানা রামের অমিত শক্তির পরিচয় দিয়া একাধা হইতে রাবণকে বিরত হইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল। কিন্তু রাবণ তাহাতে অসম্মত হইয়া তাহাকে হত্যা করিতে চাহিল। তখন মারীচ রাবণের হস্তে মৃত্যু বরণ বরা অপেক্ষা রামের শরে বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ শেষ বিবেচনা করিল কারণ তাহাতে মুক্তির পথ প্রশস্ত হইবে।

দশানন আশ্রমের নিকটস্থ হইলে মারীচ কপট মৃগ-বেশে অশ্রমলগ্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তখন সীতা ঐ স্বর্ণমৃগের চৰ্ম্ম জানিয়া দিবার জন্ত রামকে প্রার্থনা জানাইলেন। রাম মৃগের পিছু ছুটিলেন। এদিকে লক্ষ্মণের নিকট সীতা আশ্রমে রহিলেন। মারীচ চল করিয়া ‘হা লক্ষ্মণ’ বলিয়া চিৎকার করিলে সীতা রামচন্দ্রের বিপদ আসন্ন বুঝিয়া লক্ষ্মণকে রামের সন্ধানে পাঠাইলেন। সীতাকে আশ্রমে একাকী পাইয়া, দশানন ভিক্ষুক ভ্রাক্ষণের বেশে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সীতার নিকট অলং প্রস্তাব করিয়া তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে হরণ করিয়া বিমানে চড়াইয়া আকাশপথে চলিলেন। সীতা বিলাপ করিতে করিতে রোদন-পরায়াণ হইয়া চলিতে থাকার কালে সেই বিলাপ জটায়ুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তখন খগরাজ রাবণের দিকে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধনাতলে ফেলিল এবং জানকীকে একধারে রাখিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। যুদ্ধে রাবণ জটায়ুর পক্ষ ছেদন করিয়া সীতাকে রথে

লইয়া পুনরায় আকাশপথে উঠিয়া রথে চড়িয়া পলায়ন করিল। নীতা কাদিতে কাদিতে আকাশপথে বাইবার সময় বানরগণকে পথে দেখিয়া বজ্র ও ভূষণ কিছু নীচে নিক্ষেপ করিলেন। এদিকে রাবণ নীতাকে লইয়া অশোক বনে রক্ষা করিলেন।

রাম লক্ষণকে তাঁহার সন্ধানার্থ নীতাকে ছাড়িয়া আসিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ব্যাকুল হইয়া কহিলেন,—নীতাকে আশ্রমে একাকী রাখিয়া এভাবে আসাতে নীতার বিপদাশঙ্কা রহিয়াছে। তখন লক্ষণসহ রাম গোদাবরী তটে আশ্রমে গমন করিয়া নীতাশূন্য আশ্রম দেখিলেন এবং বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সন্ধানে ফিরিতে ফিরিতে বনে জটায়ুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। জটায়ু রাবণকর্তৃক নীতাহরণ-বৃত্তান্ত রামের গোচর করিলেন। রামের সম্মুখে জটায়ু দেহরক্ষা করিয়া স্বর্গে গমন করিল। দেহরক্ষা কাণে জটায়ু রামের স্তুতি করিয়া রামের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে তাঁহার নিবট অচলা ভক্তি বয় প্রার্থনা করিয়া হরিধাম গমন করিলেন।

পরে পথে চলিতে চলিতে রামের কবন্ধ গন্ধর্কের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাম তাহাকে তীরধনুস্বারা আহত করিয়া ছুরীসার শাপ হইতে মুক্তিদান করিলেন। গন্ধর্কগণ ব্রাহ্মণের শত্রু। রাম ব্রাহ্মণগণের শত্রুনাশে দূঢ়প্রীতিজ বলিয়া এই কবন্ধ বিনাশ করিয়া ব্রহ্মকুলকে রক্ষা করিলেন।

অতপর রামচন্দ্র পথে বাইতে বাইতে শবরী নামক ব্যাধপত্নী-আবাসে উপনীত হইলেন। শবরী রামচন্দ্রের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন এবং কন্দমূল-ফলদ্বারা রামলক্ষণকে তৃপ্ত করিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে নবধা-ভক্তির উপদেশ দান করিলেন। প্রথম ভক্তি সংসঙ্গ দ্বিতীয় রামকথায় অমুরাগ, তৃতীয় অভিমান বর্জনপূর্বক গুরুপদসেবা, চতুর্থ অবিরাম রামনাম গান, পঞ্চম ভক্তি রামনাম জপ, ষষ্ঠ সবিনয় ও বৈরাগ্যযুক্ত মনে ইন্দ্রিয় সংযম এবং সজ্জনোচিত আচরণ, সপ্তম জগতের জীবকে রামময় দৃষ্টিতে দর্শন এবং সাধু-সজ্জনকে রাম হইতেও বেশী মান দান, অষ্টম যথালাভে মনের সন্তোষ এবং নবম সকলের প্রতি অকপট ব্যবহার ও সুখহুখে স্পৃহাশূন্য হইয়া ভগবানে বিশ্বাস রক্ষা। এই ভাবে নবধা ভক্তির উপদেশ দিয়া তাঁহাকে নীতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শবরী পম্পাতীরে স্রগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে স্রগ্রীব তাঁহাদিগকে সকল কহিবেন—বলিলেন।

অতঃপর সেই বন ত্যাগ করিয়া রাম বিরহকাতর হইয়া লক্ষণসহ বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং ভাবিলেন,—পশু-পক্ষী, মৃগ বৃদ্ধ-কৃত্য সকলকে দেখিতেছেন এবং তাহাদিগকে কামদেবের সেনা বলিয়া মনে করিতেছেন। এই কামদেবের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কাম, ক্রোধ ও লোভ হইতে মুক্ত হইবে তাহা তিনি লক্ষণকে বুঝাইলেন। রামের দয়াতে যে এই তিন শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় তাহাও বলিলেন। পম্পাতীরে বসিয়া পম্পার জল দেখিয়া তাহা সাধুর হৃদয়ের ছায় নিখিল বলিয়া বর্ণনা করিলেন। পম্পাপ্রভে ঢাকা সেই জলের মর্দ্ব যেমন সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝা যায় না মায়ারূপ জীব তেমনি নিঃশূন্য ব্রহ্মের আদ

পায় না। সেখানে সুনিগণ আসিয়া রামের সহিত মিলিত হইলেন এবং লক্ষণের সঙ্গে তৎকথা প্রসঙ্গতঃ বহু আলোচনা করিলেন।

নারদও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া রামকে প্রশংসা করিলেন এবং যত্নভাবে রামনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। লক্ষণ তাঁহার পদযোত করিয়া দিলেন। নারদ তখন রামের নিকট তাঁহার পূর্ণদৃষ্টতা মৰ্জ্জনা করিতে বলিলেন। নারদ রামকে প্রসন্ন দেখিয়া বলিলেন,—এক সময় মায়াকে প্রেরণ করিয়া আমার মন বিমোহিত করিয়াছিল, আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল তুমি তাহাতে বাধা দিয়াছিল; তাহার কারণ কি বর্ণনা কর। তখন রাম বলিলেন—সকল ভরসা ত্যাগ করিয়া যে আমার ভজনা করে, আমি তাহাকে রক্ষা করি, যাতা যেমন করিয়া শিশুকে রক্ষা করে। শিশু অগ্নি ধরিতে গেলে মা তাহাকে রক্ষা করেন। পোড় পুড়ে যাতার আর ভেদমন মেহ থাকে না। আমার ভক্তগণ শিশু-তনয় সম। ভক্ত আমার বলে বলীয়ান। জানীদের বল নিজেদের। কামক্রোধাদি রিপু সকলের থাকে। পণ্ডিতগণ এজ্ঞ আমার ভজনাই করেন। ভক্তিকে জ্ঞান ছাড়ে না। কাম, ক্রোধ, লোভ ও অহঙ্কার ইহারা মোহের বিপুল বাহিনী। জীজাতি তাহার মাঝে দুঃখদায়িনী মায়া-স্বরূপিণী। মোহরূপী মানস-বনকে ফলফুলে বিকসিত করিতে জীজাতি হইল বসন্তঋতুর লহরী। জপ, পুণ্যের তপ, নিয়মাদিরূপ জলকে শোষণ করিতে গ্রীষ্ম হইল যেন জীজাতি। কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎস্যরূপে হর্ষপ্রদান করিতে বর্ষাঋতুর ভেক হইল জীজাতি। বিষয়ভোগে যে নিয়ন্ত্রণের স্থখ তাহা শরৎকালের পদ্মপত্রের মত অল্পকালে শুষ্ক হয়, জীজাতি হইতে এই বসন্তহারী স্থখ আসে। শিশিরের জলে যে দুর্লাভা পত্রের সৃষ্টি হয় তাহা নারী হইতে মমতাবিকাশরূপে শিশিরঋতুর সমাগমে হয়। পাপরূপী পেচকের রাজি যেমন স্থখদাতা জীজাতি হইতে স্থখের রাজি পুরুষের তেঁ নি হয়। বুদ্ধি, বল, শীল সত্যরূপ মৎস্য জীজাতিরূপ বড়শী দ্বারা বশীভূত হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ জাগতিক স্থখকে এই দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। নারীজাতির সংস্পর্শে আসিয়া জাগতিক স্থখ এইরূপ দুঃখপ্রদ হয় বলিয়া তোমার বিবাহে বাধা দিতে চাহিয়াছিলুম। পুনর্বার নারদ, লক্ষ্মণের গুণ যেমন জানিতে চাহিলে রাম বলিলেন,—যে ব্যক্তি নিজ গুণ শ্রবণে লক্ষ্যিত হয়, পরের গুণ শুনিতে ছাট হয়, নীতি ত্যাগ করে না, যে শরল স্বভাব ও সকলের সঙ্গে প্রীতি রাখে, যে জপ, তপ, ব্রত, দম, সংযম ও নিয়ম পালনপূর্বক ব্রাহ্মণ, হরি ও গুরুপদে প্রীতি রাখে, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, মৈত্রী ও জীবে দয়া রাখে, ভগবানে অকপট প্রীতি রাখে, বৈরাগ্য, বিবেক, বিনয় ও ব্রহ্মজ্ঞান পরায়ণ হয়, দম্ভ, মান, মদাতির বশ হয় না, কুমাৰ্গে পাদেয় না, ভগবানের লীলা-কীর্ত্তন করে ও পুণ্যহিত ত্রী হয় এমন লোকই প্রকৃত লক্ষণ। নারী দীপশিখার মত, মন যেন সেথা পতন না হয়। রামকে ভজনা করিতে থাকিয়া সাধুসঙ্গ করিয়া কাম ও অহঙ্কার ত্যাগই সাধুজনের পরম আদর্শ।

অবলম্ব্যকান্ত সারসমুদ্র সমাপ্ত

শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীজানক বল্লভো বিজয়তে

শ্রীরামচরিতমানস—৬ষ্ঠ খণ্ড

চতুর্থ সোপান—কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড

শ্লোক

কুন্দ ইন্দীবরসুন্দরবাতবলো । বৎ
শোভাট্যো বরধম্বিনো ঞ্জতিমুতো গোবিন্দপ্রসন্নপ্রিয়ো ।
মায়ামম্বরুপিণৌ রঘুবরৌ সঙ্কম্বমৌ হিতৌ
সীতাদ্বেষণতৎপরৌ পথিগতো ভক্তিপ্রদৌ তৌ হি নঃ ॥১
ব্রহ্মাম্ভোদিসমুদ্ভবং কলিমলপ্রধ্বংসনং চাব্যয়ং
শ্রীমচ্ছম্ভুযুখেন্দুসুন্দরবরে সংশোভিতং সর্বদা ।
সংসারাময়ভেষজং সুখকরং শ্রীজানকীজীবনং
ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবাতি সততং শ্রীরামনামামৃতম্ ॥২

সোরঠা— মুক্তি জন্ম মহি জানি গ্যান খানি অঘ হানি কর ।
জই বস সমু ভবানি সো কাসী সেইঅ কস ন ॥
জরত সকল সুর বন্দ বিষম গরল জেহি পান কিয় ।
তেহি ন ভজসি মন মন্দ কো কুপাল সঙ্কর সরিস ॥

পঞ্চানুবাদ

কুন্দ ইন্দীবর-সম চারু শক্তিধর । বিজ্ঞান আবাস যেন দু'টি ভ্রাতৃবর ॥
শোভাময় ধনুধর বেদ অনুসারী । গো-ব্রাহ্মণবৃন্দে যা'রা সদা প্রিয়কারী ॥
মায়াতে মানুষরূপী দুই রঘুবর । সঙ্কম্ব-রক্ষক শুভ কার্য্যেতে তৎপর ॥
সীতা-অদ্বেষণ-রত দু'টি পথচারী । মো'সবার হ'ন যেন ভক্তিদানকারী ॥১
ব্রহ্ম পরাবর হ'তে উদ্ভব অব্যয় । কলিমল-রাশি বাহে বিধবংসিত হয় ॥
শম্ভু মুখচন্দ্রে যিনি সদা শোভমান । সংসার ব্যাপির নাশে ভেষজ-সমান ॥
আনন্দ-প্রদানকারী জানকী-জীবন । সেই রাম নামামৃতে ধন্য কৃতিজন ॥২

বাংলা অর্থ—ইন্দীবর—নীলপদ্ম ; শোভাট্য—শোভাযুক্ত ; ঞ্জতিমুত—বেদধারী
পূজিত ; সঙ্কম্বরুপী—শ্রেষ্ঠমণ্ডের কবচরূপ ; পথিগত—পথচারী ; ব্রহ্মাম্ভোদিসমুদ্ভব
—বেদরূপ সমুদ্ভব হইতে উদ্ভূত ; শ্রীমচ্ছম্ভু যুখেন্দুসুন্দরবরে—শিবের সুন্দর মুখ-
চন্দ্রে সর্বদা শোভমান ; হিতৌ—হিতকারী ব্যক্তি হয় ; (শ্লোক ১-২)

সো— মুক্তি-জন্ম-স্থল জ্ঞানের আকর অঘহানি-কর কাশীয়ে জানিয়া ।
 যেথা নিবসেন উমা মহেশ্বর সেই কাশী কেন না সেবিবে গিয়া ॥
 যে বিষম বিবে দহে সুরগণ সেই বিষ যিনি করিলেন পান ।
 তাঁ'রে না ভজিল ওরে মৃত মন ! কে রূপাল বল শস্ত্র র সমান ?

মূল

চো—আর্গে চলে বহুরি রঘুরায়া । রিস্যমুক পর্বত নিঅরায়া ॥
 তই রহ সহিত সহিত সুরগীবা । আবত দেখি অতুল বল সী'বা ॥১
 অতি সতীত কহ স্নমু হনুমান । পুরুষ জুগল বল রূপ নিধান ॥
 ধরি বট রূপ দেখু তৈঁ জাজি । কহেস্থ জানি জিয়' সয়ন বুঝাজি ॥২
 পঠএ বালি হোহি' মন মৈলা । ভাগো' তুরত তজো' যহ সৈলা ॥
 বিপ্র রূপ ধরি কপি তই গয়উ । মাথ নাই পৃহত অস ভয়উ ॥৩
 কো তুমহ শ্যামল গৌর সরীর । ছত্রী রূপ ফিরছ বন বীর ॥
 কঠিন ভুগি কোমল পদ গামী ! কবন হেতু বিচরছ বন স্বামী ॥৪
 মৃদুল মনোহর স্নন্দর গাতা । সহত তুমহ বন আতপ বাতা ॥
 কী তুমহ তীন দেব মই কোউ । নর নারায়ন কী তুমহ দোউ ॥৫

দোহা— জগ কারন তারন ভব ভঞ্জন ধরনী ভার ।

কা তুমহ অখিল ভুবন পতি লীনহ মনুজ অবতার ॥১

পদ্মানুবাদ

চো—রঘুরাজ পুন আগে বরেন গমন । ঋষ্যমুক-গরি-পার্শ্বে উপনীত হ'ন ॥
 সুরগীব সচিব-সহ সেথায় আছিল । অনুপম শক্তিধরে আসিতে দেখিল ॥১
 অতি ভীত ভীত কহে শুন হনুমান ! পুরুষ-যুগল বল-রূপের নিধান ॥
 ব্রহ্মচারী রূপ ধরি' দৌহারে দেখিবে । মন বুঝি' ইসারাতে মোরে কহি' দিবে ॥২
 মলিন মানসে বালি যদি বা পাঠায় । এই শৈল ত্যজি' গোরা'পালাব ভ্রায় ॥
 বিপ্ররূপ ধরি' কপি তথায় চলিল । শির নগি' হেন কথা পুছিতে লাগিল ॥৩
 কে বট ভোমরা গৌর-শ্যামল শরীর ? ক্ষত্র-বেশ ধরি' বনে ফির ছু'টি বীর ॥
 দৌহার কোমল পদ, স্নকঠিন ভুগি । কেন স্বামী হেন বনে বিচরিছ তুমি ? ৪

বাংলা অর্থ—মুক্তি জন্ম মহি—মুক্তির জন্মভূমি ; অঘ হানি কর—পাপনাশকারী ;
 সেইঅ—সেবিত হইবে ; জরত—জালাইয়াছিল ; আবত দেখি—আসিতে দেখিয়া ;
 সী'বা—সীমা ; দেখু—দেখ ; সয়ন বুঝাজি—ইসারা করিয়া বুঝাইবে ; পঠএ হোহি'—
 প্রেরিত হয় ; মন মৈলা—মলিন মনবিশিষ্ট ; ভাগো'—পলাইব ; পুছত ভয়উ—পৃষ্ট
 (জিজ্ঞাসিত) হইল ; অস—এই ভাবে ; ছত্রীরূপ—ক্ষত্রিয়বেশ ; সহত—সহিতেছ ; ভব
 তারন—পৃথিবীর হুঃখ দূরকারক ; ভার ভঞ্জন—ভারনাশকারী ; দো—১)

অতীব কোমল চারু মনোরম কায়। দুঃসহ এ' বন-বায়ু-তাপ বুঝি ভায় ॥
 তোমরা কি ত্রিমুরতি মাঝে কোন জন? অথবা কি উভয়েতে নর-নারায়ণ? ৫
 দোহা— ধরার কারণ সংসার তারণ নাশিবারে ধরণীর ভার।

তুমি কি অখিল ভুবনের পতি এসেছ মানব অবতার? ॥১॥

মূল

চৌ—কোশলেস দশরথ কে জ্ঞাএ। হম পিতৃ বচন মানি বন আএ ॥
 নাম রাম লচিমন দোউ ভাঈ। সঙ্গ নারি স্নকুমারি স্নহাঈ ॥১
 ইহঁ। হরী নিসিচর বৈদেহী। বিপ্র ফিরিহঁ হম খোজত তেহা ॥
 আপন চরিত কহা হম গাঈ। কহছ বিপ্র নিজ কথা বুঝাঈ ॥২
 প্রভু পহিচানি পরেউ গহি চরনা। সো স্নখ উমা জাই নহি বরনা ॥
 পুলকিত তন মুখ অব ন বচনা। দেখত রুচির বেষ কৈ রচনা ॥৩
 পুনি দীরজু ধরি অন্ততি কীনহী। হরয হৃদয় নিজ নাথহি চীনহী ॥
 মোর ন্যাউ মৈ পুছা সাঈ। তুগহ পুছছ কস নর কী নাঈ ॥৪
 তব মায়া বস ফিরউ ভুলানা। তা তে মৈ নহি প্রভু পহিচানা ॥৫
 দোহা— একু মৈ মন্দ মোহবস কুটিল হৃদয় অগ্যান।
 পুনি প্রভু মোহি বিসারেউ দীনবন্ধু ভগবান ॥২

পঞ্চানুবাদ

চৌ—কোশলেস-দশরথ-স্নকু দুই জন। পিতৃসত্য পালিবারে এসেছি কানন ॥
 দুই ভাই লক্ষ্মণ ও রাম নাম-ধারী। স্নন্দরী রমণী ছিল সঙ্গে স্নকুমারী ॥১
 হরিয়াছে বৈদেহীকে হেথা নিশাচর। হে বিপ্র! তাহারে মোরা খুঁজিতে তৎপর ॥
 আপন চরিত মোরা করি নু বর্ণন। নিজ বার্তা বুঝাইয়া কহ হে ব্রাহ্মণ! ॥২
 প্রভু-পরিচয় পেয়ে থরিল চরণ। সে স্নখ হে উমা! কহু না যায় বর্ণন ॥
 তনু পুলকিত, মুখে না আসে বচন। চারু বেশ সজ্জা তদা করি দরশন ॥৩
 দীরতা ধরিয়া পুন স্ততিপর হয়। হৃষ্ট হিয়া নিজ নাথে চিনিয়া সে লয় ॥
 আমি যে পুছিনু তোমা' গায়-অনুকূল। তুমি কেন জিজ্ঞাসিছ মানুষের তুল ॥৪
 তব মায়াবশে ভ্রম ঘিরিল আমারে। সেই হেতু প্রভু তোমা নারি চিনিবারে ॥৫
 দোহা— একে মন্দ মতি তাহে মোহবশ হৃদে ভরা ক্রুরতা, অজ্ঞান ॥
 পুন প্রভু মোরে ভুলাইয়া দিলে ওহে দীনবন্ধু ভগবান! ২॥

বাংলা অর্থ—জ্ঞাএ—পূহ; হরী--হরণ করিয়াছে; বুঝাই কহছ—বুঝাইয়া বল;
 পহিচানি—বুঝিতে পারিয়া; পরেউ—পড়িলেন, রচনা—সজ্জা; চীনহী—চিনিলেন;
 ন্যাউ—গায় (যুক্তি); সাঈ—স্বামী; কস—কেমনে; ভুলানা—ভ্রাস্ত; বিসারেউ—বিস্ম-
 রিলে, ভুলিয়া গেলে; নহি পহিচানা—চিনিতে পারি নাই; (দো—২)

চৌ—জদপি নাথ বহ অবগুন মোরে। সেবক প্রভুহি পঠৈ জনি মোরে।
 নাথ জীব তব মায়া মোহ। সো নিস্তরই ভুম্বারোই ছোহা ॥১
 তা পর মৈ রঘুবীর দোহাই। জানউ নহি কছু ভজন উপাই ॥
 সেবক স্নত পতি মাতু ভরোসে। রহই অসোচ বনই প্রভু পোসে ॥২
 অস কহি পরেউ চরন অকুলাই। নিজ তনু প্রগটি প্রীতি উর ছাই ॥
 তব রঘুপতি উঠাই উর লাবা। নিজ লোচন জল সীঞ্চি জুড়াবা ॥৩
 স্ননু কপি জিয় মানসি জনা উনা। তৈ মম প্রিয় লছিমন তে দুনা ॥
 সমদরসী মোহি কহ সব কোউ। সেবক প্রিয় অনন্ধ্য গতি সোউ ॥৪
 দোহা— সো অনন্ধ্য জাকৈ অসি মতি ন টরই হনুমন্ত।
 মৈ সেবক সচরাচর রূপ স্বামি ভগবন্ত ॥৩॥

চৌ—যতপি হে নাথ! আমি গুণহীন অতি। বিরূপতা নাহি ধর সেবকের প্রতি ॥
 ওহে নাথ! জীব তব মায়াতে মোহিত। তরাও তাহারে তুমি, যাহে তুমি প্রীত ॥১
 তাই কহি রঘুবীরে তোমার দোহাই। ভজন উপায় কিছু মোর জানা নাই ॥
 জননী পুত্রের, প্রভু ভৃত্যের ভরসা। রয়েছি নিশ্চিন্ত আমি প্রভু মোর আশা ॥২
 হেন কহি' পায়ে পড়ে আকুল হইয়া। নিজ তনু ধরি' হৃদে প্রেম প্রকাশিয়া ॥
 রঘুপতি তুলি' তা'রে হৃদয়ে লইয়া। নিজ আঁখি-বারি সিঞ্চি' দিলা ভাসাইয়া ॥৩
 আপনারে ক্ষুজ কছু না কর চিন্তন। লক্ষ্মণ হ'তেও তুমি বেশী প্রিয়জন ॥
 সমদর্শী বলি' মোরে সর্বজন কহে। যে ভক্ত অনন্ধ্য-গতি, সেই প্রিয় রহে ॥৪
 দোহা— সে হবে অনন্ধ্য যা'র হেন গতি নাহি টলে ওহে হনুমান!
 আমি ত সেবক, এই চরাচর পৃথিবী-রূপেতে ভগবান ॥৩

চৌ—দেখি পবনস্নত পতি অনুকুল। হৃদয়' হরষ বীতী সব স্নল ॥
 নাথ সৈল পর কপিপতি রহই। সো স্নগ্ৰীব দাস তব অহই ॥১
 তেহি সন নাথ ময়ত্রী কীজে। দীন জানি তেহি অভয় করীজে ॥
 সো সীতা কর খোজ করাইছি। জই তই মরকট কোটি পঠাইছি ॥২
 এহি বিধি সকল কথা সমুঝাই। লিএ দুর্ভ জন গীতি চড়াই ॥
 জব স্নগ্রীব' রাম কহ' দেখা। অতিসয় জন্ম ধখা করি লেখা ॥৩

বাংলা অর্থ—ভোরৈ পঠৈ—বিস্মৃতিতে পড়ে; মোহা—মোহগ্রস্ত আছে; নিস্তরই—নিস্তার পায়; ছোহা—কৃপা; অসোচ—নিশ্চিন্ত; পোসে' বনই—পোষণ করিতে সৃষ্ট হইয়াছে; অকুলাই—আকুলভাবে; প্রগটি—প্রকট করিলে; সীচি—সীঞ্চিত করিয়া; উনা—নান, ছোট; দুনা—দুগুণ; ন টরই—টলে না; উনা—ছোট; (দো—৩)

সাদর মিলেউ নাই পদ মাথা। ভেঁটেউ অনুজ সহিত রঘুনাথ।

কপি কর মন বিচার এহি রীতি। করিহি' বিধি মো সন এ প্রীতি ॥৪

দোহা— তবে হনুমন্ত উভয় দিসি কী সব কথা সুনাই।

পাবক সাখী দেই করি জোরী প্রীতি দৃঢ়াই ॥৪॥

পত্নান্বাদ

চৌ—প্রভু অনুকূল যবে হেরে হনুমান। হিয়াতে হরম জাগে দুঃখ অবসান ॥

ওহে নাথ! শৈল'পরে কপি-পতি স্থান। নামেতে সুগ্রীব তা'রে কর দাস-জ্ঞান ॥১

তা'র সনে নাথ তুমি মিত্রতা স্থাপিবে। দীন জানি' তা'রে তুমি অভয় করিবে ॥

সে করাতে পারে জানো সীতা-অন্বেষণ। যেথা সেথা করি' কোটি বানর প্রেরণ ॥২

হেন মতে সব কথা কিহ' বুঝাইল। দু'জনারে ল'য়ে তথা পৃষ্ঠে চড়াইল ॥

সুগ্রীব যখন রামে করে দরশন। নিজ জন্ম ধন্য বলি' করিল চিস্তন ॥৩

মিলিল সে হ'য়ে নত শির সমাদরে। সাক্ষাৎ করিল ভাই-সহ রঘুবরে।

কপি মনে পুনঃ পুনঃ করে এ' বিচার। করিবেন প্রভু সখ্য সহ কি আমার? ॥৪

দোহা— তবে হনুমান দুইটি পক্ষের সব কথা করান শ্রবণ।

অগ্নি সাক্ষী রাখি' দু'য়ে মিলালেন দৃঢ় করি' পিরীতি বন্ধন ॥৪॥

মূল

চৌ—কীন্হি প্রীতি কছু বীচ ন রাখা। লহিমন রাম চরিত সব ভাষা ॥

কহ সুগ্রীব নয়ন ভরি বারী। মিলিহি নাথ মিথিলেস কুমারী ॥১

মন্নিহ সহিত ইহঁ এক বার। বৈঠ রহেউ' মৈ' করত বিচারা ॥

গগন পন্থ দেখী মৈ' জাত। পরবস পরী বহুত বিলপাত ॥২

রাম রাম হা রাম পুকারী। হমহি দেখি দীনহেউ পট ডারী ॥

মাগা রাম তুরহ তেহি' দীনহ। পট উর লাই সোচ অতি কীন্হা ॥৩

কহ সুগ্রীব স্নানহ রঘুবীর। তজহ সোচ মন আনহ ধীর ॥

সব প্রকার করিহউ' সেবকাঈ। জেহি বিধি মিলিহি জানকী আজি ॥৪

দোহ— সখা বচন সুনি ধরবে কৃপাসিদ্ধু বলগাঁ'ব।

কারন কবন বসহ বন মোহি কহহ সুগ্রীব ॥৫

বাংলা অর্থ—বীতি—দূর হইল; কীজে—করন; করীজে—করিবেন; করাইহি—করাইবে; দুঙ—দুই; লেখা—গণ্য করিলেন; সা'খী—সাক্ষী; জোরী—যুড়িলেন (নিষ্পাদন করিলেন); পীঠি—পৃষ্ঠ; ময়ত্রী—মৈত্রী; (দো—৪)

বাংলা অর্থ—সুনাই কী—সুনাইয়া দিলেন; ভাষা—বলিলেন; পরবশ পরী—শক্রবশে পতিত; পুকারী—চিৎকার করিলেন; আজি—আপিসা; (দো—৫)

চো—দৌহাতে প্রকটে প্রীতি ভেদ না আছিল। লক্ষ্মণ রামের কথা সকল বর্ণিল ॥
 সুগ্রীব কহিল তবে আঁখি-ভরা বারি। মিলিবে হে নাথ। জানো জনক-কুমারী ॥১
 সচিব সহিত আমি হেথা একবার। সমাসান ছিন্তু যবে করিতে বিচার ॥
 তাঁহারে আকাশ-পথে হেরিনু যাইতে। অরির অধীনে পড়ি' বহু বিলপিতে ॥২
 'হা রাম' 'হা রাম' ধ্বনি করি' উচ্চারণ। হেরি' আমি প্রতি বস্ত্র করেন ক্ষেপণ ॥
 শ্রীরাম চাহিলে বস্ত্র দিলা দ্বরা করি'। রাখেন শোকাক্ত রাম বস্ত্র বক্ষে ধরি' ॥৩
 সুগ্রীব কহেন ওহে শুন রঘুবীর! চিন্তা ত্যাগ করি' মন করহ সুস্থির ॥
 করিব ভূত্যের কার্য্য সকল প্রকার। যাহা যাহা প্রয়োজন সীতা মিলিবার ॥৪
 দোহা— তাহা শুনি' ক'ন অতি শক্তিমান। কৃপাসিন্ধু হরষিত মনে।
 বল কি কারণে হে সুগ্রীব! তুমি নিবাস করিছ এই বনে? ৭৫॥

ম-১

চো—নাথ বালি অরু মৈ' দ্বো ভাজি। প্রীত রহী কছু বরনি ন জাজি ॥
 গয়সুত মায়াবী তেহি নাউ। আবা সো প্রভু হমরৈ' গাউ' ॥১
 অধ'রাতি পুর দ্বার পুকারা। বালী রিপু বল সঠৈ ন পারা ॥
 ধাবা বালি দেখি সো ভাগা। মৈ' পুনি গয়উ' বন্ধু স'গ লাগা ॥২
 গিরিবর গুহা পৈঠ সো জাজি। তব বালী' মোহি কহা বুঝাজি ॥
 পরিখেসু মোহি এক পথবারা। নহি' আবৌ' তব জানেসু মারা ॥৩
 মাস দিবস তই রহেউ' খরারী। নিসরী রুধির ধার তই ভারী ॥
 বালি হতেসি মোহি মারিহি আজি। সিলা দেই তই চলেউ' পরাজি ॥৪
 মল্লিনহ পুর দেখা বিনু সাজি। দীনহেউ মোহি রাজ বরিআজি ॥
 বালী তাহি মারি গৃহ আবা। দেখি মোহি জিয়' ভেদ বচাবা ॥৫
 রিপু সম মোহি মারেসি অতি ভারী। হরি লীনহেসি সর্বস্ব অরু নারী ॥
 তাকৈ' ভয় রঘুবীর কৃপালা। সকল ভুবন মৈ' ফিরেউ' বিহালা ॥৬
 ইহা সাপ বস আবত নাই'। তদপি সমীত রহউ' মন মাই' ॥
 সুনি সেবক দুখ দীনদয়াল। ফরকি উঠা' দৈ ভুজা বিসালা ॥৭
 দোহা— সুসু সুগ্রীব মারিহউ' বালিহি একহি' বান।
 ব্রহ্ম রুদ্র সরনাগত গএ' ন উবরিহি' প্রান ৬৮॥

বাংলা অর্থ—নাউ—নাম; গাউ'—গ্রাম; সঠৈ ন পারা—সঠিতে পারিলেন না;
 বন্ধু—ভাই; গুহা পৈঠ—গুহাভ্যন্তরে; পথবারা—পক্ষকাল; নিসরী—নির্গত হইল;
 পরাজি—পলাইয়া; বরিআজি—জোর করিয়া; ভেদ—বিরোধ; সর্বস্ব—সর্বস্ব; বিহালা
 —বিহ্বল; সাপ—শাপ; ফরকি উঠা—লাফাইয়া উঠিল; ন উবরিহি'—বাঁচিবে না;
 পরিখেসু—পরীক্ষা করিবে; মারা—নিহত; (দো—৬)

চো—হে প্রভু! আমি ও বালি দু'টি মোরা ভাই। হেন প্রীতি পরম্পর
কেমনে জানাই ॥

মায়াবী নামেতে এক ময়-সুত ছিল। একদা সে আমাদের গ্রামেতে আসিল ॥১
অর্দ্ধরাত্রি পুরদ্বার ভরিল চিৎকারে। রিপূর শকতি বালি সহিবারে নারে ॥
মায়াবী পালায় হেরি' বালি-আগমন। আমিও ভায়ের সাথে করিছু গমন ॥২
গিরিবর গহ্বরে সে প্রবেশ করিল। বালী তবে হেন মোরে বুঝাইয়া দিল ॥
কাল জানো এক পক্ষ মম পরীক্ষার। না ফিরিব যদি জানো মরণ আমার ॥৩
মাস কাল রহি' সেথা হে রাম খরারি! রক্তধারা সেথা হেরি'-বহে ভয়ঙ্করী ॥
চিস্তি বালি মৃত, মোরে করিবে হনন। শিলা গুহা-মুখে রাখি' করি পলায়ন ॥৪
রাজাহীন রাজ্য যদা মস্তিগণে হেরে। জোর করি' রাজ্যদান করিলা আমারে ॥
শত্রু নাশি' বালি যদা গৃহেতে ফিরিল। হেরি' মোরে রাজ্যমনে শত্রুভাবে নিলা ৫
প্রহার করিল রিপুসম মোরে ভারী। সর্বস্ব হরিয়া নিল আর নিল নারী ॥
তার ভয়ে হে কৃপাল শুন রঘুনাথ। সকল ভুবন ফিরি হইয়া অনাথ ॥৬
শাপবশে হেথা সেই আসিতে না পায়। তথাপি সভয় মনে রয়েছি হেথায় ॥
শুনিয়া সেবক-দুখ সে দীন-দয়াল। উত্তোলিয়া কহে নিজ দু'বাক্ষ বিশাল ॥৭
দোহা— শুনহে স্ত্রীবি মারিয়া ফেলিব বালিরে হানিয়া এক বাণ।

ব্রজা, রুদ্র যদি শরণ মাগিবে তবু না রহিবে তা'র প্রাণ ॥৮॥

মৃগ

চো—জে ন মিত্র দুখ হোহি' দুখারী। তিনহই বিলোকত পাতক ভারী ॥
নিজ দুখ গিরি সম রজ করি জান। মিত্রক দুখ রজ মের সমান ॥১
জিন্হ কেঁ অসি মতি সহজ ন আঙ্গি। তে সঠ কত হঠি করত মিতাঙ্গি ॥
কুপথ নিনারি সুপন্থ চলাবা। গুন প্রগটে অবগুননহি দুরাবা ॥২
দেত লেত মন সঙ্ক ন ধরঙ্গি। বল অনুমান সদা হিত করঙ্গি ॥
বিপতি কাল কর সতগুন নেহা। শ্রুতি কহ সন্ত মিত্র গুন এহা ॥৩
আগেঁ কহ মুদ্র বচন বনাঙ্গি। পাছেঁ অনহিত মন কুটিলঙ্গি ॥
জা কর চিত অহি গতি সম ভাঙ্গি। অস কুগিত পরিহরেহি' ভলাই ॥৪
সেবক সঠ নৃপ কৃপন কুনারী। কপটী মিত্র মূল সম চারী ॥
সখা সোচ ভ্যাগছ বল মোরে। সব বিদ্যি ঘটব কাজ মৈ' ভোরে ॥৫
কহ স্ত্রীবি সুনছ রঘুবীর। বালি মহাবল অতি বলদীর ॥
দুন্দুভি অস্থি তাল দেখরাএ। বিনু প্রয়াস রঘুনাথ চহাএ ॥৬
দেখি অমিত বল বাঢ়ী প্রীতী। বালি বধব ইন্হ ভই পরতীতী ॥
বার বার নাবই পদ সীসা। প্রভুহি জানি মন হরষ কপীসা ॥৭

উপজা জ্ঞান বচন তব বোলা । নাথ কুপা মম ভয়উ অলোলা ॥
 স্তব সম্পত্তি পরিবার বড়াই । সব পরিহারি করিহউ সেবকাই ॥৮
 এ সব রাম ভগতি কে বাধক । কহিঁ সন্ত তব পদ অবরাধক ॥
 সজ্ঞে মিত্র স্তব দুখ জগ মাহী । মায়াবৃত্ত পরমারথ নাহী ॥৯
 বালি পরম হিত জাসু প্রসাদা । মিলেছ রাম তুমহ সমন বিবাদা ॥
 সপনে জেহি সন হোই লরাই । জাগেঁ সমুত্ত গন সকুচাই ॥১০
 অব প্রভু কুপা করছ এহি ভাঁতী । সব তজি ভজমু করোঁ দিন রাতি ॥
 স্ননি বিরাগ সজ্ঞত কপি বানী । বোলে বিহঁসি রাম ধনুপানী ॥১১
 জো কছ কহেছ সত্য সত্য সব সোই । সখা বচন মম মুখা ন হোই ॥
 নট মরকট ইব সবহি নচাবত । রামু খগেস বেদ অস গবত ॥১২
 লৈ স্ত্রীবি সজ রঘুনাথ । চলে চাপ সায়ক গহি হাথা ॥
 তব রঘুপতি স্ত্রীবি পঠাবা । গজেঁ সি জাই নিকট বল পাবা ॥১৩
 স্ননত বালি ক্রোধাতুর ধাবা । গহি কর চরন নারি সমুখাবা ॥
 স্নমু পতি জিন্হহি মিলেউ স্ত্রীবি । তে দ্বো বন্ধু তেজ বল সী'বা ॥১৪
 কোসলেস স্তত লছিমন রাম । কালছ জীতি সকহিঁ সংগ্রামা ॥১৫

দোহা— কহ বালী স্নমু ভীরু প্রিয় সমদরসী রঘুনাথ ।
 জোঁ কদাচি মোহি মারহিঁ তো পুনি হোউ সনাথ ॥৭॥

পদ্মাস্তব

চো—যা'রা মিত্র-দুখে নাহি দুখে ভ'রে যায় । তাহারে হেরিলে ভারী
 পাতক পোঁ ছায় ॥

নিজ দুঃখ গিরি-সম ধূলিতুল জানো । ধূলি-সম মিত্র দুঃখ মেরু-সম মানো ॥১
 যে না ল'ভে হেন মতি আপন স্বভাবে । হেন শঠ হঠ মিত্রে কিবা ফল পাবে ?
 কুপথ নিবারি মিত্রে স্পৃহা লইবে । অগুণ লুকা'য়ে মিত্রগুণ প্রখ্যাপিবে ॥২
 আদানে প্রদানে মনে শঙ্কা নাহি ধরে । নিজ বল অনুসারে সদা হিত করে ॥
 বিপত্তি কালেতে শতগুণ স্নেহ'পর । শ্রুতি ক'ন সাধু মিত্র হেন গুণ-ধর ॥৩
 পুরোভাগে কহে মৃত্যু করিয়া রচনা । পিছুতে অহিত ঝুঁখা মনে ক্র'রপনা ॥
 যা'র মন সর্গগতি-সম অসমান । হেন দুষ্ট মিত্র ভ্যাগে কর শুভজ্ঞান ॥৪

বাংলা অর্থ—রজ—ধূলী ; কত—কেন ; হঠি—হঠাতা পূর্ণক ; প্রগট—প্রকাশ করে ;
 দেত লেত—দেনা পাওনা ; সন্ত মিত্র—শ্রেষ্ঠ মিত্র ; আগ'—গাগনে ; অনহিত—অহিত
 কুনানী—কুণ্ঠা ; তোরে—তোমার ; দুন্দুভি—রাক্ষসবিশেষ ; তহাএ—ধ্বংস করিয়াছে ;
 পরভীতী—প্রভীত ; নাবই—নত করিল ; অলোলা—হির ; বড়াই—অহংকার ;
 অবরাধক—আরাধনাকারী ; সমন বিবাদা—বিবাদনাশকারী ; সকুচাই—সঙ্কুচিত হয় ;
 মুখা—মিথ্যা ; গজেঁ সি—গর্জন করিল ; সনাথ হোউ—পরমপদ পাইব ; (দো—৭)

কৃপণ, দুর্গতি শষ্ট, সেবিকা কু-নারী । কপটী যে মিত্র এই শূল-সম চারি ॥
 সখা ! চিন্তা ত্যজি কর মম বলে ভর । সর্বথা সাধিব কাজ তব শুভকর ॥৫
 স্নগ্ৰীব কহেন শুন ওহে রঘুবীর ! বালী মহাবলী তথা অতি রণধীর ॥
 দুন্দুভির অশ্বি, তাল বৃক্ষ দেখাইল । অনায়াসে রঘুনাথ তাহা হটাইল ॥৬
 অমিত শক্তি হেরি' বাড়িল পিরীতি । বালি বধ ক্রম ইথে জন্মিল প্রীতি ॥
 বীর বার তাঁর পদে শির নত করে । প্রভু জানি' কপিবর মন হর্ষে ভরে ॥৭
 জ্ঞান উপজিলে তদা কহেন বচন । নাথের কৃপাতে এবে স্থির হ'ল মন ॥
 পরিজন, সুখ তথা ধন, অহঙ্কার । সব ত্যজি' সেবি তোমা বাসনা আমার ॥৮
 এ' সকলে জানি রাম ! ভগতি-বাধক । কহে সাধু,—যা'রা তব পদ-আরাধক ॥
 ধরা-মাত্রে সুখ, দুঃখ, শত্রু, মিত্রগণ । নহে কভু সত্য—সব মায়ার স্বজন ॥৯
 বালিরে পরম বন্ধু ইথে লই মানি' । দুঃখহর রাগে যোগ তার হেতু জানি ॥
 স্বপনে তাহার সনে যুদ্ধ যদি করি । জাগিলে যাইবে মন সঙ্কোচেতে ভরি' ॥১০
 এবে প্রভো কৃপা কর এ'হেন প্রকারে । সব ত্যজি' দিন রাত্রি ভজিব তোমা'রে ॥
 শুনিয়া বিরাগপূত কপিবর-বাণী । হাসিয়া কহেন তা'রে রাম ধনুষ্পাণি ॥১১
 যা' কিছু কহিলে তুমি সব সত্য জানি । ওহে সখা ! মিথ্যা নাহি হ'বে মম বাণী ॥
 হে খগ ! ভ্রমুণ্ডি কহে,—বেদে কয় যথা । বানরে নাচায় নট রাম সবে তথা ॥১২
 স্নগ্ৰীবে লইয়া সাথে চলে রঘুনাথ । ধনুক সায়ক তথা ল'য়ে নিজ হাত ।
 স্নগ্ৰীবে বালির পার্শ্বে রাম পাঠাইল । রামবলে বলী হ'য়ে স্নগ্ৰীব গজ্জিলা ॥১৩
 গজ্জন শুনিয়া বালী ক্রোধাতুর ধায় । করে, পদে ধরি' পত্নী তাহারে বুঝায় ॥
 শুন পতি! যাঁ'র সনে স্নগ্ৰীব মিলেছে । তেজ-বলে অসীম সে দুঃভায়ে রয়েছে ॥১৪
 কোশলেশ-স্বত দুই লক্ষ্মণ ও রাম । কৃতান্তে জিন্তে নারে করিয়া সংগ্রাম ॥১৫
 দোহা— বালি কহে শুন ওহে ভীরা প্রিয়ে ! সমদর্শী নিজে রঘুনাথ ।
 যদি কভু মোরে হানিবেন তিনি পরলোকে হইব সনাথ ॥১৬

মণ

চৌ—অস কহি চলা মহা অশ্বিনী । তন সমান স্নগ্ৰীবহি জানী ॥
 ভিরে উভৌ বালী অতি তর্জা । মুঠিকা মারি মহাধুনি গর্জা ॥১
 তব স্নগ্ৰীব বিকল হোই ভাগা । মুষ্টি প্রহার বজ্র সমা লাগা ॥
 মৈ' জো কহা রঘুবীর কৃপালা । বন্ধু ন হোই মোর যহ কালা ॥২
 একরূপ ভুমহ ত্রাতা দোউ । তেহি ভ্রম তেঁ নহি' মারেউ' সোউ ॥
 কর পরসা স্নগ্ৰীব সরৌরা । তমু ভা কুলিস গঙ্গি সব সীরা ॥৩
 মেলাী কণ্ঠ স্মমন কৈ মালা । পঠবা পুনি বল দেই বিসালা ॥
 পুনি নানা বিধি ভজি লরাঈ । বিপট ওট দেখাই' রঘুরাঈ ॥৪

দোহা— বহু ছল বল স্ত্রীকর করি হারি হারা ভয় মানি ।

মারা বালি রাম তব হৃদয় মাঝ সর তানি ॥৮॥

পঞ্চানুবাদ

চো—এহেন কহিয়া চলে গহা অভিমানী । তুণের সমান যেন স্ত্রীকরেরে মানি' ॥
দু'জন মিলিলে বালি করিল তজ্জ'ন । মুষ্ঠ্যাঘাত করি' করে ভীষণ গজ্জ'ন ॥১
স্ত্রীকর বিকল হ'য়ে করে পলায়ন । মুষ্ঠ্যাঘাত লাগে যেন অশনি-পতন ॥
আমি যে কহিছু আগে রাঘব রূপাল ! বালি মম ভাই নহে এরে জেনো কাল ॥২
তুই ভাই তোমরা যে সম দরশন । তাই আগে পড়ি' তা'রে না মারি তখন ॥
স্ত্রীকর-শরীর রাম করে পরশিল । তনু বস্ত্র-সম হ'ল পীড়া না রহিল । ৩
পুষ্পমালা কঠে দিয়া ভূষিত করিল । পুষ্প ভুরি বল দিয়া রণে পাঠাইল ॥
লড়াই চলিল নানারূপে পুনরায় । বৃক্ষ-অস্তুরালে রহি' হেরে রাম-রায় ॥৪
দোহা— বহু ছল বল স্ত্রীকর সাধিয়া ভয় মানি' হৃদয়ে হারিলা ।

বালিরে হানিতে বক্ষঃস্থলে রাম লক্ষ্য করি' শর নিক্ষেপিল ॥৮॥

মূল

চো—পর্য বিকল মহি সর কে লাগে । পুনি উঠি বৈঠ দেখি প্রভু আগে ॥
শ্রাম গাত সির জটা বনাএ' । অরুণ নয়ন সর চাপ চটাএ' ॥১
পুনি পুনি চিতই চরন চিত দীনহা । স্ত্রীকর জন্ম মানা প্রভু চীনহা ॥
হৃদয় শ্রীতি মুখ বচন কঠোরা । বোলা চিতই রাম কী ওরা ॥২
ধর্ম হেতু অবতরেছ গোসাজি । মারেছ মোহি ব্যাধ কী নাজি ॥
মৈ বৈরী স্ত্রীকর পিআরা । অবগুন কবন নাথ মোহি মারা ॥৩
অনুজ বধু ভগিনী স্ত্রত নারী । স্ত্রনু সঠ কণা সম এ চারী ॥
ইনহা কুদৃষ্টি বিলোকই জোজি । তাহি বধে' কছু পাণ ন হোজি ॥৪
মুঢ় ভোহি অভিসয় অভিমান । নারি সিখাবন করসি ন কান ॥
মম ভুজ বল আশ্রিত তেহি জানী । মারা চহসি অধম অভিমানী ॥৫

দোহা— স্ত্রনু রাম স্বামী সন চল ন চাতুরী মোরি ।

প্রভু অজহু' মৈ পাণী অন্তকাল গতি তোরি ॥৯॥

বাংলা অর্থ—ভিরে—ভিড়িলেন, মিলিলেন; তজ্জ'ন—তজ্জ'ন করিলেন; মুঠিকা—
ঘুনি; জন্ম তেঁ—জন্ম হেতু; পরসা—স্পর্শ করিল; মেলী—পর্যবিলেন; ওট—আড়াল;
হারি—হারিয়া গেলেন; তানি—লক্ষ্য করিলেন; গজ্জ'ন—গজ্জ'ন করিলেন; (দো—৮)

বাংলা অর্থ—চিতই—দেখিলেন; ওরা—দিকে; অবতরেছ—অবতাররূপে আসিয়া-
ছেন; তাহি—তাহার; সিখাবন—শিক্ষাদান; চল ন—চলে না; গতি—শরণাগতি;
মোরি—আমার; অজহু'—আজও; (দো—৯)

চৌ—ধরাতে বিকল পড়ে সে শর লাগিয়া। পুন উঠে বসি' আগে প্রভুরে হেরিয়া ॥
 শ্যাম কলেবর শির জটাতে শোভিত। রক্ত-অঁখি করে শর ধনুকে রোপিত ॥১
 পুনঃ পুনঃ হেরি' পদে চিত্ত সমর্পিল। সার্থক জনম মানি' প্রভুরে চিনিল ॥
 হৃদয়েতে প্রীতি,—মুখে কঠোর বচন। রাম পানে হেরি' বাক্য করে উচ্চারণ ॥২
 ধর্ম-হেতু ওহে প্রভু! তব অবতার। ব্যাধ-সম হেতু কিবা শর হানিবার ॥
 স্ত্রীবে স্তন্যদ মোরে বৈরী মানি' নিলে। কোন্ দোষে বল নাথ আমারে
 হানিলে ? ॥৩

রাম ক'ন,—প্রাতঃস্মৃতি, ভগ্নি স্মৃতি আর। নিজ কণ্ঠা-সম শঠ! সমান এ' চার ॥
 এ' সকলে কু-দৃষ্টিতে যা'রা বিলোকিবে। তা'র বধে কিছু পাপ নাহি পরশিবে ॥৩
 মৃত! তোর আহে জানি ভারী অভিমান। পত্নীর শিক্ষাতে তুই নাহি দিলি কান ॥
 মম বাহু-বলান্ত্রিত রহে তা'রে জানি'। মারিতে চাহিসু নীচ
 অতি অভিমানী ? ॥৫

দোহা— ওহে রাম শুন প্রভুর সহিত চলনাকো আমার চাতুরা।
 প্রভু! কহ কিসে আমি পাপী রহি শেষক্লেণে তব বাণে মরি ? ॥৯॥

মূল

চৌ—স্মৃত রাম অতি কোমল বানী। বালী সীস পরসেউ নিজ পানী ॥
 অচল করোঁ তনু রাখছ প্রান। বালি কহা স্তনু কুপানিধান ॥১
 জন্ম জন্ম মুনি জতনু করাহী'। অস্ত রাম কহি আবত নাহী' ॥
 জাম্ব নাম বল সঙ্কর কাশী। দেত সবহি সম গতি অবিনাসী ॥২
 মম লোচন গোচর সোই আব। বহুরি কি প্রভু অস বনিহি বনাবা ॥৩

হৃদ— সে। নয়ন গোচর জাম্ব শুন নিত নেতি কহি শ্রুতি গাবহী'।
 জিতি পবন মন গো। নিরস করি মুনি ধ্যান কবছ'ক পাবহী' ॥
 মোহি জানি অতি অভিমান বস প্রভু কহেউ রাখু সন্নীরহী'।
 অস কবন সঠি হঠি কাটি সুরতরু বারি করিহি বনুরহী' ॥১
 অব নাথ করি করুনা বিলোকছ জেছ জো বর মাগউ'।
 জেহি' জোনি জম্বো' কম'বস ভই রাম পচ অমুরাগউ' ॥
 যহ তনয় মম সম বিনয় বল কল্যানপ্রদ প্রভু লীজিএ'।
 গহি বাঁহ সুর নর নাহ আপন দাস অঙ্গদ কীজিএ' ॥২

দোহা— রাম চরন দৃঢ় প্রীতি করি বালি কীলহ তনু ত্যাগ।
 স্মরণ মাল কিগি কণ্ঠ তে গিরত ন জানই নাগ ॥১০॥

বাংলা অর্থ—পরসেউ—স্পর্শ কারণে; বনিহি—সংযোগ; বনাবা—আসিবে; পবন—
 প্রাণবায়ু; গো—ইন্দ্রিয়; নিরস—বিষয়-রস-বঞ্চিত; কবছ'ক—কছু; হঠি—হঠাৎ

চৌ—যবে রাম শুনিলেন তা'র মৃদুবাণী । পরশিয়া ক'ন বালি-শিরে রাখি' পাণি ॥
অচল করিব তনু রাখহে পরাণ । বালি কহে শুন ওহে কুপার নিধান ! ॥১

জনম জনম কত করিয়া যতন । অশ্বে 'রাম-নাম' নিতে নারে মুনিজন ॥
যে নামে বলী হ'লে কালীতে শঙ্কর । অবিনাশী পরগতি দেন সর্ব'পর ॥২
সেই রাম পুরোভাগে নয়ন-রঞ্জন । কভু কি হইবে কারো হেন শুভক্ষণ ? ॥৩

ছন্দ— তিনি আঁখি'পর ষাঁ'র গুণে নিত্য 'নেতি নেতি' কহি' শ্রুতি গান গায় ।
জিনি' প্রাণমন ইন্দ্রিয়ার্থ ত্যজি' মুনি ধ্যানে ষাঁ'রে কদাচিত পায় ॥
মোরে জানি' অতি অভিমান-বশ প্রভু কহ মোরে স্বদেহ রাখিতে ।
হেন জড় কেবা! হঠ বশ চাহে কাটি' সুরতরু ববুলে রোপিতে ? ॥১
এবে নাথ! তুমি করুণা দেখা'য়ে দাও বর তাহা আমি যা'মাগিব ।
যে যোনিতে জন্ম হ'বে কৰ্ম্মবশে সেখা রাম-পদে পিরীতি রাখিব ॥
এ'মম তনয় বিনয়ে ও বলে হে প্রভু! শুভদ সমান আমার ।
সুর-নর-নাথ! নিজ দাস কর বাছ ধরি' এই অঙ্গদে এবার ॥২

দোহা— রামের চরণে দৃঢ় প্রীতি ধরি' বালি করে ত্যাগ নিজ কায় ।
পুষ্পমালা যথা করি-গ্রীবা হ'তে খসে যদি নাহি টের পায় ॥১০॥

মূল

চৌ—রাম বালি নিজ ধাম পাঠাবা । নগর লোগ সব ব্যাকুল ধাবা ॥
নানা বিধি বিলাপ কর তারা । ছুটে কেস ন দেহ সঁভারা ॥১
তারি বিকল দেখি রঘুরায়া । দীনহ গ্যান হরি লীনহী মায়া ॥
ছিত্তি জল পাবক গগন সমীরা । পঞ্চ রচিত অতি অধম সরীরা ॥২
প্রগট সে। তনু তব আগৈঁ সোবা । জীব নিত্য কেহি লগি তুমহ রোবা ॥
উপজা গ্যান চরন তব লাগী । লীনহেসি পরম ভগতি' বর মাগী ॥৩
উমা দারু জোষিত কী নাজি । সবহি নচাবত রামু গোসাজি ॥
তব স্ত্রীবিহি আয়স্ব দীনহা । মৃতক কর্ম' বিধিবত সব কীনহা ॥৪
রাম কহা অমুজহি সমুঝাজি । রাজ দেহু স্ত্রীবিহি জাজি ॥
রঘুপতি চরন নাই করি মাথা । চলে সকল প্রেরিত রঘুনাথা ॥৫

দোহা— লছিমন তুরত বোলাএ পুরজন বিপ্র সমাজ ।
রাজু দীনহ স্ত্রীবিহ কই অঙ্গদ জুবরাজ ॥১১॥

পূর্বক ; ববুলহী বারি—বাবলাগাছের বাগান ; জনমো—জন্ম ; অমুরাগউ—অমুরাগ রাখিব ; লীজিয়ে—বীকার করন ; স্ত্রম্ন মাল—স্ত্রের মাল ; (দো—:০)

বাংলা অর্থ—ছুটে কেস—আনুলাবিত কেস ; মায়া—অজ্ঞান ; আগৈঁ—সামনে ;

চৌ—বালিরে করেন রাম স্বাধমে প্রেরণ। ব্যাকুলিত দেখিবারে দায় পুরজন ॥
 পত্নী 'ভারা' নানারূপে লাগে বিলপিতে। আশু-খালু কেশ নাহি পারে সম্বরিতে ॥১
 বিকল ভারারে রাম যথম হেরেন। জ্ঞান দান করি' তা'রে অজ্ঞান নাশেন ॥
 ক্ষিতি, জল তথা অগ্নি, গগন, সমীর। পঞ্চভূতে রচা এই ভঙ্গুর শরীর ॥২
 প্রকট সে তনু রহে তোমার পুরত। জীব নিত্য কেন তবে ক্রন্দন-নিরত ?
 জ্ঞান উপজিলে 'ভারা' পদে লগ্ন হ'ন। পরাভক্তি-বর রাম হ'তে মাগি' ল'ন ॥৩
 শিব ক'ন—উমা ! সম কাঠের পুতল। রাম প্রভু সবাকারে নাচাতে কুশলী ॥
 তখন স্ত্রীবে করি নির্দেশ প্রদান। শেষকৃত্য বিধিবে করেন বিধান ॥৪
 রাম অনুজেরে দেন সব বুঝাইয়া। স্ত্রীবেেরে রাজ্য দান কর তুমি গিয়া ॥
 রঘুপতি-পদে সবে শির মত করে। সর্বজন রঘুনাম-মত অনুসরে ॥৫
 দোহা— লক্ষ্মণ সহর পুরজনে ডাকি' আবাহিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজ।
 রাজ্যভার দিলা স্ত্রীবেের 'পরে অঙ্গদে করিলা যুবরাজ ॥১১॥

মৃঃ

চৌ—উমা রাম সম হিত জগ মাহা। গুরু পিতৃ মাতৃ বন্ধু প্রভু নাহী ॥
 সুর নর মুনি সব কৈ য়হ রীতী। স্বার্থ লাগি করহি' সব প্রীতী ॥১
 বালি ত্রাস ব্যাকুল দিন রাতী। তন বহু ত্রন চিন্তা জর ছাতী ॥
 সোহি স্ত্রীব কীন্হ কপি রাউ। অতি কৃপাল রঘুরী স্ত্রভাউ ॥২
 জানতহু' অস প্রভু পরিহরহী'। কাহে ন বিপতি জান নর পরহী' ॥
 পুনি স্ত্রীবহি লীন্হ বোলাঞি। বহু প্রকার নৃপনীতি সিখাঞি ॥৩
 কহ প্রভু স্ত্রু স্ত্রীব হরীসা। পুর ন জাউ' দস চারি বরীসা ॥
 গত গ্রীষম বরষা রিতু আঞি। রহিহউ' নিকট সৈল পর ছাঞি ॥৪
 অঙ্গদ সহিত করহু তুমহ রাজু। সন্তত হৃদয় ধরেছ মম কাজু ॥
 জব স্ত্রীব ভবন ফিরি আএ। রামু প্রবরষন গিরি পর ছাএ ॥৫
 দোহা— প্রথমহি' দেবন্হ গিরি গুহা রাখেউ রুচির বনাই।

রাম কৃপানিদ্দি কছু দিন বাস করহি' গে আই ॥১২॥

গা. ছ. বা. দ

চৌ—রাম-সম হিতকারী হে উমা! ধরায়। গুরু, পিতা, মাতা, বন্ধু, প্রভু কে কোথায়?
 সুর, নর, মুনি সব ধরে এই রীতি। স্বার্থ-তরে সর্বজন করিছে পিরীতি ॥১

সোবা—শায়িত; রোবা—কাঁদিতোছে; তব—তখন; তব—তোমার; দারু জোষিত—
 কাঠের জীমূর্তি (পুতুলী); রাজু—রাজ্য; নাই—সমান; (দো—১১)

বাংলা অর্থ—জর—জ্বলাইতেছিল; কাহে—কেন; হরীসা—বানরপতি; বরীসা—
 বর্ষ; ছাই রহিহউ—টকিয়া রহিব; করহি' গে—কারণেন; (দো—১২)

বানির তরাসে ভীত অহর্নিশ চরে । বক্ষঃক্ষত তম্বু, হিয়া উষেগেতে ভ'রে ॥
 স্নুগ্রীবে করেন রাম কপি-রাজ্য দান । রঘুবীর স্বভাবতঃ অতি কৃপাবান ॥২
 জানি' হেন প্রভুরে যে জন পশি হরে । অবশ্য বিপত্তি-জালে সেই জন পড়ে ॥
 পুন স্নুগ্রীবেরে তিনি আবাহিয়া ল'ন । বহুবিধি নৃপ-নীতি দিলেন শিক্ষণ ॥৩
 প্রভু ক'ন, কপিপতি ! করহ প্রবণ । চৌদ্দ বর্ষ পুরে নাহি করিব গমন ॥
 গ্রীষ্ম চলি' গেল এবে বর্ষা-আগমন । সমীপেতে শৈল'পরে রহিব এখন ॥৪
 অঙ্গদ সহিত এবে লহ রাজভার । রবে ধ্যানপর সদা কাজেতে আমার ॥
 যখন স্নুগ্রীব ফিরে আপন ভবন । রাম তদা চলে যথা গিরি প্রস্রবণ ॥৫
 দোহা— আসি' দেবগণ একটী গুহারে রাখি' দিলা রুচির করিয়া ।
 রাম কৃপানিধি যাহে নিবসেন কিছু দিন সেথায় আসিয়া ॥১২॥

মূল

চৌ—সুন্দর বন কুসুমিত অতি সোভা । গুঞ্জত মধুপ নিকর মধু লোভা ॥
 কন্দ মূল ফল পত্র সুহাএ । ভএ বহুত জব তে প্রভু আএ ॥১
 দেখি মনোহর সৈল অনুপা । রহে তই অনুজ সহিত সুরভূপা ॥
 মধুকর খগ যুগ তম্বু ধরি দেবা । করহি' সিদ্ধ মুনি প্রভু কৈ সেবা ॥২
 মঙ্গলরূপ ভয়উ বন তব তে । কীন্হ নিবাস রম্যপতি জব তে ॥
 ফটিক সিলা অতি স্নুভ সুহাঈ । সুখ আসীন তই। দৌ ভাঈ ॥৩
 কহত অনুজ সন কথা অনেকা । ভগতি বিরতি নৃপনীতি বিবেকা ॥
 বরষা কাল মেঘ নভ ছাএ । গরজত লাগত পরম সুহাএ ॥৪
 দোহা— লছিমন দেখু মোর গন নাচত বারিদ পেখি ।
 গৃহী বিরতি রত হরষ জস বিস্ময়গত কহ' দেখি ॥১৩॥

পত্নাহ্বান

চৌ—শান্তে ভূরি কুসুমিত সুন্দর কানন । মধুকর মধুলোভে করয়ে গুঞ্জম ॥
 কন্দ, মূল, ফল, পত্র জন্মে সুশোভন । যবে হ'তে হ'ল সেখা প্রভু-আগমন ॥১
 হেরি সেখা চারুশৈল দৃশ্য অভুলন । রঘুনাথ রহিলেন অনুজের সন ॥
 খগ, যুগ, মধুকর তম্বু ধরি' দেবে । সিদ্ধ মুনিগণ-সহ প্রভু রামে সেবে ॥২
 শুভমূর্ত্তি সেই হ'তে ধরে সেই বন । যবে হ'তে ত্রীরামের সেখা আগমন ॥
 ফটিক পর্বত শুভ্র অতি মনোহর । সুখাসীন র'ন সেখা দুই ভ্রাতৃবর ॥৩
 অনুজের সনে কথা কহেন অনেক । ভকতি ও নৃপনীতি, বৈরাগ্য, বিবেক ॥
 বরষা কালের মেঘে আকাশ ছাইল । অতীব সুন্দর ভাবে গর্জিতে লাগিল ॥৪

বাংলা অর্থ—সুরভূপা—দেবগণের সত্রাট (ত্রীরামচজ); মোর গন—মধুরের দল;
 জস—বেশন; পেখি—দেখিয়া; বিরতি রত—বৈরাগ্যে অহরন্ত; (দো—১৩)

দোহা— হে লক্ষণ! হের মম্বর কেমন বারিমে হেরিয়া মৃত্যু করে।
বৈরাগ্য নিরত গৃহী জন যথা বৈষ্ণবে হেরিয়া হর্ষে ভরে ॥১৩॥

মূল

চৌ—ঘন ঘমণ্ড নত গরজত ঘোরা। প্রিয়া হীন উরপত মন মোরা ॥
দামিনী দমক রহ ন ঘন মাহী। খল কৈ প্রীতি জথা ধীর নাহী ॥১
বরষহি জলদ ভুমি নিঅরাএ। জথা নবহি বৃধ বিছা পাএ ॥
বৃন্দ অঘাত সহহি গিরি কৈসে। খল কে বচন সন্তু সহ জৈসে ॥২
ছুদ্র নদী ভরি চলী তোরাজে। জস থোরহু ধন খল ইতরাজে ॥
ভুমি পরত ভা চাবর পানী। জমু জীবহি মায়া লপটানী ৩
সমিটি সমিটি জল ভরহি তলাবা। জিমি সদগুন সজ্জন পহি আবা ॥
সরিতা জল জননিদি মহু জাজে। হোই অচল জিমি জিব হরি পাঞে ॥৪

দোহা— হরিত ভুমি ত্বন সঙ্কল সমুঝি পরহি নহি পম্ব।

জিমি পাখণ্ড বাদ তেঁ গুণ্ড হোহি সদগ্রন্থ ॥১৪॥

পদ্মাবাদ

চৌ—আকাশে গজ্জন করে মেঘ ঘর ঘর। প্রিয়াহীন ভয়ভীত আমার অন্তর ॥
না রহে দামিনী-ছটা মেঘের ভিতরে। খলের পিরীতি যথা স্থিরতা না ধরে ॥১
ভু-সমীপে আসি' মেঘ করে বরিষণ। বিদ্বান্ করয়ে যথা নত্নতা ধারণ ॥
খলের বচন যথা সহে সাধুজন। বর্ষার আঘাত গিরি সহিছে তেমন ॥২
ক্ষুদ্র নদী জলে ভরি' তীর ছাড়ি' চলে। অল্প ধন অশিষ্টতা দেয় যথা খলে ॥
মাটি পেয়ে জল তথা ঘোলা হ'য়ে যায়। মায়া যথা জীবগণে বন্ধ করি' দেয় ৩
বিন্দু বিন্দু বারি-ধারা ভুবন ভরায়। একে একে গুণরাশি সজ্জনে পৌঁছায় ॥
সরিতের জল যথা পৌঁছায় সাগরে। হরি লভি' জীব যথা মুক্তিলাভ করে ॥৪
দোহা— হরিদর্শন তুণে ভূমি গেলে ভ'রে পথ সেথা দেখা নাহি যায় ॥

পাষণ্ডের মত প্রচারিত হ'লে সদ-গ্রন্থ যথা লোপ পায় ॥১৪॥

মূল

চৌ—দাপ্তর ধুনি চহু দিস স্নহাজে। বেদ পঢ়হি জমু বটু সমুদাজে ॥
নব পল্লব ভএ বিটপ অনেকা। সাধক মন জস মিলে বিবেকা ॥১
অর্ক জবাস পাত বিনু ভয়উ। জস সুরাজ খল উত্তম গয়উ ॥
খোজত কতহু মিলই নহি ধুরী। করই কোধ জিমি ধরমহি দুরী ॥২

বাংলা অর্থ—ঘন ঘমণ্ড—মেঘের গুরুতা; উরপত—ভ্রম পাইতেছে; দমক—হাতি;
নবহি—নত হয়; অঘাত—আঘাত; সহ—সহ করে; তোরাজে—ভাঙ্গিয়া; ইতরাজে—
হুট্টা আচরণ করে; চাবর—ময়লা; লপটানী—আবরণ করে; সমিটি—সংঘিত হইয়া;
সমুঝি পরহি—বুঝিতে পারা যায়; ভা—হয়; পাখণ্ড—পাষণ্ড; (দো—১৪)

সসি সম্পন্ন সোহ মহি কৈসী । উপকারী কৈ সম্পত্তি জৈসী ॥
 নিসি তম ঘন খণ্ডোত বিরাজা । জম্ম দস্তিন্হ কর মিলা সমাজা ॥৩
 মহাবৃষ্টি চলি ফুটি কিআরী । জিমি স্তত্ব ভঁঞে বিগরহি নারী ॥
 কুম্বী নিরাবহি চতুর কিসানা । জিমি বুধ তজহি মোহ মদ মানা ॥৪
 দেখিঅত চক্রবাক খগ নাহী । কলিহি পাই জিমি ধর্ম পরাহী ॥
 উষর বরষই তুন নহি জাগা । জিমি হরিজন হিয় উপজ ন কামা ॥৫
 বিবিধ জম্ম সঙ্কল গহি ভ্রাজা । প্রজা বাঢ় জিমি পাই সুরাজা ॥
 জই তই রহে পথিক থকি নানা । জিমি ইন্দিয় গন উপজে গ্যানা ॥৬

দোহা— কবছ প্রবল বহ মায়াত জই মেঘ বিলাহি ॥

জিমি কপূত কে উপজে কুল সঙ্কর্ম নসাহি ॥১৫ক॥

কবছ দিবস গই নিবিড় তম কবছ ক প্রগট পতঙ্গ ।

দিনসই উপজই গ্যান জিমি পাই কুসঙ্গ সঙ্গ ॥১৫খ॥

পদ্মানুবাদ

দোহা—ভেক-শব্দে চারিদিক্ মুখর হইল । ব্রহ্মচারী-কণ্ঠে যেন বেদ উচ্চারিল ॥
 তরুগণ নবশাখে হ'ল সুসজ্জিত । সাধকের মন যথা জ্ঞানে নিমজ্জিত ॥১
 আকন্দ ও দুর্লাভা হ'ল পত্রহীন । সাধু-রাজ্য যথা রহে দুর্জয়-বিহীন ॥
 খুঁজিলেও কোন স্থানে ধূলি নাহি মেলে । ধর্ম যথা দূরে যায় ক্রোধাশ্বিত হ'লে ॥২
 শশ্বে ভরা মই এবে শোভিল কেমন । পর-উপকারী জনে সম্পদ যেমন ॥
 রাতে ভরা অন্ধকারে খণ্ডোত বিরাজে । দাস্তিক-সমূহ যেন মিশিল সমাজে ॥৩
 প্রবল বর্ষণে তথা আলি ভেঙ্গে যায় । স্বতন্ত্র হইলে নারী যথা বিগড়ায় ॥
 চতুর কুম্বক দেয় শশ্বেতে নিড়ান । বুধগণ ত্যজে যথা মোহ-মদ-মান ॥৪
 চক্রবাক বর্ষাকালে দেখা নাহি যায় । কলিকাল লভি যথা ধরম পালায় ॥
 উষর ভূমিতে বর্ষা-তৃণ না জন্মায় । হরিভক্তে যথা কাম দেখা নাহি যায় ॥৫
 বিবিধ প্রাণীতে ধরা তথা শোভা পায় । সুরাজার প্রজা-বৃদ্ধি যথা দেখা যায় ॥
 যেথা সেথা শ্রান্ত পাশ্ব বিশ্রাম লভয় । ইন্দিয় যেমন স্থির জ্ঞান-লাভে হয় ॥৬
 দোহা— কোথাও প্রবল পবন বহিছে যেথা সেথা বারিদ বিলীন ।

কুপূত্র জনম কুলে সন্তবিলে কুলধর্ম হ'য়ে যায় লীন ॥১৫ক॥

বাংলা অর্থ—দাছুর—ভেক ; জবাস—দুর্লাভা ; কতছ—কোথাও ; সসি—শত ;
 দস্তিন্হ কর—দস্ত-মত্তগণের ; ফুটি চলি—নষ্ট হইয়াছে ; কিআরী—কুলের মাদা ;
 নিরাবহি—ঘাসে নিড়ান দিতেছে ; নাহী দেখিয়ত—দৃষ্ট হয় না ; পরাহী—পলায়,
 জাগা—জমে ; ভ্রাজা—শোভা পায় ; বাঢ়—বৃদ্ধি ; থকি—ক্লান্ত হইয়া ; বিলাহি—বিলীন
 হয় ; কপূত—কুপুত্র ; বিনসই—বিনষ্ট হয় ; দোহা—১৫ ক-খ)

কভু দিন মাঝে নিবিড় আঁধার কখনো বা রবির প্রকাশ।
সাধু-সঙ্গে যথা উপজয়ে জ্ঞান সঙ্গে তাহার যথা নাশ।:৫৭॥

মূল

চৌ—বরষা বিগত সরস রিতু আজি। লছিমন দেখেছ পরম সুহাজি।
ফুলে কাস সকল মহি ছাজি। জন্ম বরষা কৃত প্রগতি বৃঢ়াজি।:১
উদিত অগস্তি পশু জল সোষ। জিমি লোভাই সোষই সম্ভোষ।
সরিতা সর নির্মল জল সোহা। সন্ত হৃদয় জস গত মদ মোহা।:২
রস রস সুখ সরিত সর পানী। মমতা ত্যাগ করছি জিমি গ্যানী।
জানি সরস রিতু খঞ্জন আএ। পাই সময় জিমি সুকৃত সুহাএ।:৩
পঙ্ক ন রেমু সোহ অসি ধরনী। নীতি নিপুন নৃপ কৈ জসি করনী।
জল সঙ্কোচ বিকল ভই মীন। অবধ কুটম্বী জিমি ধনহীন।:৪
বিনু ঘন নির্মল সোহ অকাশ। হরিজন ইব পরিহরি সব আস।
কহ কহ বৃষ্টি সারদী থোরী। কোউ এক পাব ভগতি জিমি মোরী।:৫

দোহা— চলে হরষি তজি নগর নৃপ তাপস বনিক ভিখারি।
জিমি হরিভগতি পাই শ্রম তজি আশ্রমী চারি।:১৬॥

পত্ন্যভাব

চৌ—বর্ষা শেষে এবে হ'ল শরদাগমন। অতি মনোহর ঋতু শোভে হে লক্ষণ।
কাস খেত শীর্ষে সব ছাইয়া ফেলিছে। বর্ষার বার্ককে তাহে নিজে প্রকটিছে।:১
উদিল অগস্ত্য পথে জল শুকাইল। লোভ যেন সম্ভোষেরে শোষণ করিল।
নদী-সর-জল শোভে মল তেয়াগিয়া। মদ-মোহ ত্যজি শোভে যথা সাধু-হিয়া।:২
নদী-সর-জল ক্রমে শুকাইতে লাগে। জ্ঞান-মম যথা হয় মমতার ত্যাগে।
জানিয়া শরৎ ঋতু খঞ্জন আসিল। সময় লভিয়া যেন পুণ্য প্রকটিল।:৩
ধরণী হইল ধূলি-কর্দম-বর্জিত। নীতি-জ্ঞান-নৃপ যথা সাধে প্রজাহিত।
জলের শোষণে হয় বিকলিত মীন। অপণ্ডিত বহু পোষ্য যথা ধনহীন।:৪
বিনা মেঘে মলহান শোভিল আকাশ। ভক্তজন পরিহরে যেন সব আশ।
স্থানে স্থানে শারদীয় স্বপ্ন বরিষণ। যথা মম ভক্তি লভে দুই এক জন।:৫

দোহা— চলে হরষিত ত্যজিয়া নগর নৃপ মনি আর বণিক ভিখারি।
যেমন লভিয়া হরিতে ভকতি ত্যজয়ে করম যার আশ্রমী চারি।:১৬॥

বাংলা অর্থ—ফুলে কাস—কাসভূণের দেতবর্ণ পকশীর্ষ; বৃঢ়াজি—বার্কক; সোষা—
শুকাইতেছে; সোহা—শোভা পায়; সুখ—শুকাইতেছে, পঙ্ক—কর্দম; কুটম্বী—গৃহস্থ;
সারদী—শরৎকালীন; আশ্রমী চারি—চতুর্থ:শ্রমী; শ্রম—কর্ম; (দো—১৬)

চৌ—সুখী মীন জে নীর অগাধ। জিমি হরি সরন ন একউ বাধা ॥
 ক লেঁ কমল সোহ সর কৈসা। নিগুর্ন গ্রন্থ সগুণ ভএঁ জৈসা ॥১
 গুঞ্জত মধুকর মুখর অনুপা। সুন্দর খগ রব নানা রূপা ॥
 চক্রবাক মন দুখ নিসি পেখী। জিমি দুজ'ন পর সম্পতি দেখী ॥২
 চাতক রটত তব। অতি ওহী। জিমি সুখ লহই ন সঙ্করজোহী ॥
 সরদাতপ নিসি সসি অপহরই। সন্ত দরস জিমি পাতক টরই ॥৩
 দেখি ইন্দু চকোর সমুদাই। চিতবহিঁ জিমি হরিজন হরি পাঈ ॥
 মসক দংস বীতে হিম ত্রাসা। জিমি দ্বিজ জোহ কিএঁ কুল নাসা ॥৪
 দোহা— ভুগি জীব সঙ্কল রহে গএ সরদ রিতু পাঈ।
 সদগুর মিলেঁ জাহিঁ জিমি সংসয় ভ্রম সমুদাই ॥১৭॥

পত্ন্যভাব

চৌ—স সুখী যে মীন রহে অগাধ বারিতে। অবাদ সে হয় যা'র শরণ হরিতে ॥
 পুষ্পিত কমলে সর শোভয়ে কেমন। হইলে নিগুর্ন ব্রহ্ম সগুণ যেমন ॥১
 অমুপগ মুখরিত মধুপ-গুঞ্জন। নানারূপ মনোহর উঠে খগ-স্মন ॥
 রাত্রি হেরি' চক্রবাক-মনে দুঃখ ভারী। দুজ'নের যথা পর-ঐশ্বর্য নেহারি' ॥২
 চাতক চীৎকার ভারী তৃষ্ণা রহে তা'র। শিব-জোহি-মনে রহে দুখ দুর্নিবার ॥
 নিশি-শশী অপহরে শারদ-উত্তাপ। সাধু-দরশনে যথা পাতকের পাপ ॥৩
 শশী হেরি' চকোরেরা যেমন তাকায়। ভকত ভাচরে যথা যদি হরি পায় ॥
 মরিল মশকদংশ হিমের তরাসে। যথা দ্বিজজোহি সাধি' নিজ কুল নাশে ॥৪
 দোহা— বর্ষা-জীব যত আছিল ধরাতে শরতে সবার হইল বিনাশ।
 মানস-সংশয় যথা দূরে যায় গুরুর করুণা পাইলে প্রকাশ ॥১৭॥

মূল

চৌ—বরষা গত নির্মল রিতু আঈ। সুধি ন তাত সীতা কৈ পাঈ ॥
 এক বার কৈসেহঁ সুধি জানোঁ। কালছ জীতি নিমিষ মছঁ আনোঁ ॥১
 কতছঁ রহউ জোঁ জীবতি হোঈ। তাত জতন করি আনউঁ সোঈ ॥
 সুগ্রীবছঁ সুধি মোরি বিসারী। পাবা রাজ কোস পুর নারী ॥২
 জেহিঁ সায়ক মারা মৈ বালী। তেহিঁ সর হতোঁ মৃঢ় কই কালী ॥
 জাস্ব কুপাঁ ছুটিহঁ মদ মোহা। তা কছঁ উমা কি সপনেহঁ কোহা ॥৩

বাংলা অর্থ—ফুলেঁ—বিকসিত হইলে; ভএঁ—হইলে; পেখী—দেখিয়া; অপহরই—অপহরণ করে; টরই—নাশ করে; চিতবহিঁ—এক দৃষ্টে দেখে; দংস—ডাশ; বীতে—বসে হইয়াছে; ভুগি—পৃথিবী; জাহিঁ—চলিয়া যায়; (দো—১১)

জানহি যহ চরিত্র মুনি গ্যানী । জিম্হ রঘুবীর চরন রতি মানী ॥
 লহিমন ক্রোধবস্ত্র প্রভু জান । ধনুষ চড়াই গহে কর বান ॥৪
 দোহা— তব অনুজহি সগুণাবা রঘুপতি করুণা সীঁব ।
 ভয় দেখাই লৈ আবহ ভাত সখা সুরীব ॥১৮॥

পঞ্চাশতাব্দ

চৌ—বর্ষা অশ্বৈ নিরমল শরৎ আসিল । ওহে জাতঃ ! সীতা-বার্তা কিছু না মিলিল
 কোন পথ ধরি' যদি জানিতে পারিব । কালে জিনি' নিমেষেতে তাহারে আনিব ॥১
 যেথা থাক' যদি রহে তাহার জীবন । আনিব তাহারে জাতঃ ! করিয়া যতন ॥
 সুরীবও বার্তা গম গেল বিস্মরিয় । রাজ্য, কোষ, পুর নারী আপনি লভিয়া ॥২
 যে বাণ আঘাতে বালি লভিল মরণ । সেই শরে কাল যুড়ে করিব হনন ॥
 ষাঁ'র কুপা হ'লে মোহ, মদ টুটে যায় । হে উমা ! স্বপনে ক্রোধ তাহে কি বর্ভায় ? ৩
 জানে এ রহস্য-নালা সেই মুনি জ্ঞানী । রঘুনীর-পদে রতি যিনি ল'ন মানি' ॥
 লক্ষ্মণ প্রভুরে যবে হেরে ক্রোধবান্ । ধনুকে চড়ান তিনি হাতে ল'য়ে বাণ ॥৪
 দোহা— তখন অনুজে বুঝাইয়া ক'ন রঘুপতি করুণা-নিধান ।
 ভয় দেখাইয়া ল'য়ে এসো জাতঃ ! সুরীব যে বান্ধব-প্রধান ॥১৮॥

মূল

চৌ—ইহঁ পবনসুত হৃদয় বিচার । রাম কাজু সুরীব বিসার ।
 নিকট জাই চরননহি সির নাব । চারিছ বিধি তেহি কহি সগুণাবা ॥১
 সুন সুরীব পুরম ভয় মান । বিষয় মোর হরি লীনহেউ গ্যান ॥
 অব মারুতসুত দূত সগুহা । পঠবজ জই তই বানর জুহা ॥২
 কহছ পাখ মজ' আন ন জোজি । মোরৈ কর তা কর বধ হোজি ॥
 তব হনুমন্ত বোলাএ দূত । সব কর করি সনমান বহুতা ॥৩
 ভয় অরু প্রীতি নীতি দেখরাই । চলে সকল চরননহি সির নাজি ॥
 এহি অবসর লহিমন পুর আএ । ক্রোধ দেখি জই তই কপি দাএ ॥৪
 দোহা— ধনুষ চড়াই কহা তব জারি করউ' পুর ছার ।
 ব্যাকুল নগর দেখি তব আয়উ বালিকুমার ॥১৯॥

বাংলা অর্থ—সুধি—শংবাদ ; জীতি—জয় করিয়া ; কতজ—কোথাও ; বিসারী—
 বিস্মৃত হইয়াছে ; হতো—হত্যা করিব ; কালী—কল্যা ; কোহা—ক্রোধ ; মানা—মাখ
 করেন ; চড়াই—চড়াইয়া ; লৈ আবহ—লইয়া আইল ; (দো—১৮)

বাংলা অর্থ—চারিছ বিধি—চার প্রকার নীতি (সাম, দান, ভেদ, দণ্ড) ; হরি
 লীনহেউ—হরণ করিয়া লইয়াছে ; জুহা—যুগ, দল ; পাখ—পক্ষ ; দেখরাজি—দেখাই-
 লেন ; জারি—জালাইয়া ; ছার—ভস্ম ; সব কর—সকলের ; (দো—১৯)

চৌ—হেথা রহি' হনুমান ক্ষুদ্রে চিহ্নিল। স্ত্রীবিব রামের কাজ নিজে বিন্মিল ॥
 স্ত্রীবিব-সমীপে পদে মন্তক নমিল। সাম-দান-ভেদ-দণ্ড তাঁ'রে বুঝাইল ॥১
 শুনিয়া স্ত্রীবিব মনে অতি ভীত হয়। মনে চিন্তে—তাঁর জ্ঞান হরেছে বিষয় ॥
 কহে হনুমান! তুমি ডাকি' দূতগণ। বানরগণের কাছে করহ প্রেরণ ॥২
 কহি' দাঁও পক্ষকালে না ফিরে যে জন। মম হস্তে তার জানো হইবে নিধন ॥
 তবে হনুমান সব দূতে আবাহিল। সবাকারে বহুমান প্রদান করিল ॥৩
 ভয়, শ্রীতি তথা নীতি সবারে দেখায়। পদে শির নমি' সবে যথাস্থানে ধায় ॥
 এই অবসরে পুরে আসিল লক্ষ্মণ। ক্রোধ হেরি' যথা তথা ধায় কপিগণ ॥৪
 দোহা— ধনুক উঁচায়ে কহেন লক্ষ্মণ জালায়ে করিব পুরী ক্ষার।
 নাগরিকগণে হেরিয়া ব্যাকুল উপনীত বালীর কুমার ॥১৯॥

মৃগ

চৌ—চরন নাই সিরু বিনতী কীম্বহী। লছিমন অভয় বাঁহ তেহি দীম্বহী ॥
 ক্রোধবন্ত লছিমন সুনি কানা। কহ কপীস অতি ভয়' অকুলানা ॥১
 সুনু হনুমন্ত সঙ্গ লৈ তারা। করি বিনতী সমুখাউ কুমারা ॥
 তারা সহিত জাই হনুমান। চরন বন্দি প্রভু স্তম্ভস বখানা ॥২
 করি বিনতী মন্দির লৈ আএ। চরন পথারি পলজ বৈঠাএ ॥
 তব কপীস চরননহি সিরু নাবা। গহি ভুজ লছিমন কণ্ঠ লগাবা ॥৩
 নাথ বিষয় সম মদ কছু নাই। মুনি মন মোহ করই ছন মাই ॥
 সুনত বিনীত বচন স্মৃথ পাবা। লছিমন তেহি বহুবিধি সমুখাবা ॥৪
 পবন তনয় সব কথা সুনাই। জেহি বিধি গএ দূত সমুদাই ॥৫
 দোহা— হরষি চলে স্ত্রীবিব তব অঙ্গদাদি কপি সাথ ॥
 রামানুজ আর্গে করি আএ জই রঘুনাথ ॥২০॥

পঞ্চানুবাণ

চৌ—চরণে নমিয়া শির বিনতি করিল। লক্ষ্মণ অভয়-বাছ তবে প্রসারিল ॥
 লক্ষ্মণেরে ক্রুদ্ধ শূনি' আপনার কানে। আকুল স্ত্রীবিব কহে সন্তয়-পর্যাণে ॥১
 শুন হনুমান! সাথে লইয়া তারারে। বিনতি করিয়া তুমি বুঝাও কুমারে ॥
 তারার সহিত তবে যায় হনুমান। প্রভু-পাদ বন্দি' করে স্তম্ভস-বাখান ॥২
 বিনতি করিয়া তাঁ'রে আনিল অন্দরে। বসায় প্রক্ষালি' পদ পাশক-উপরে ॥
 তখন লক্ষ্মণ-পদে কপীশ নমিল ॥ লক্ষ্মণ বাছতে ধরি' কণ্ঠ'পরে নিলা ॥৩

বাংলা অর্থ—বাঁহ দীম্বহী—বাঁহ উঠাইয়া দিলেন; মন্দির—অন্দরগহল; পলজ—
 পাশক; রামানুজ—লক্ষ্মণ; আর্গে—মগ্নভাবে; (দো—২০)

হে নাথ ! বিষয়-সম কিছু নাই মদ । মুনি-মনে আনে দুঃখ মোহের বিপদ ।
 শুনিয়া বিনীত বাণী সুখ লভি' মনে । লক্ষ্যণ বুঝা'ন তারে বিবিধ বচনে ॥৪
 পবন-তনয় তাঁ'রে সকল শুনায় । যে ভাবে গিয়াছে যত দূত সমুদায় ॥৫
 দোহা— হরষি' চলিল স্ত্রীবি তখন অঙ্গদাদি কপি ল'য়ে সাথ ।

লক্ষ্যণে লইয়া নিজ পুরোভাগে বিরাজেন যেথা রঘুনাথ ॥২০॥

মূল

চো—নাই চরন সিক্ত কহ কর জোরী । নাথ মোহি কিছু নাহিন খোরী ॥
 অতিসয় প্রবল দেব তব মায় । ছুটই রাম করছ জোঁ দায়া ॥১
 বিসয় বস্ত্র সুর নর মুনি স্বামী । মৈ' পার্বর পশু কপি অতি কামা ॥
 নারি নয়ন সর জাহি ন লাগা । ঘোর ক্রোধ তম নিসি জো জাগা ॥২
 লোভ পঁাস জেহি' গর ন বঁদায়া । সো নর তুমহ সমান রঘুরায়া ॥
 যহ গুন সাধন তেঁ নহি' হোঈ । তুমহরী রূপা' পাব কোই কোঈ ॥৩
 তব রঘুপতি বোলে মুস্ককাঈ । তুমহ প্রিয় মোহি ভরত জিমি ভাঈ ॥
 অব সোই জতনু করছ মন লাঈ । জেহি বিধি সীতা কৈ সুধি পাঈ ॥৪
 দোহা— এহি বিধি হোত বতকহী আএ বানর জুথ ।

নানা বরন সকল দিসি দেখিঅ কীস বরুথ ॥২১॥

বাংলাভাবাদ

চো—রাম-পদে নমি' শির কহে যুক্ত করে। হে নাথ ! না দাও তুমি দোষ গম'পরে
 ওহে দেব ! জানি তব মায়। অতিশয় । দয়া যদি কর তাহা অপগত হয় ॥১
 নর, সুর, মুনি—স্বামী ! বিষয়-বিবশ আমি ত পামর পশু অতি কামবশ ॥
 যাহে নাহি বি'ধে নারী-নয়নের শরে । ঘোর ক্রোধ-নিশা-ভম যারে না আবরে ॥
 লোভ-পাশে যার কণ্ঠ রুদ্ধ নাহি রয় । সেজন হে রঘুনাথ ! তব তুল্য হয় ॥
 সাধন করিয়া হেন গুণ নাহি পায় । কেহ কেহ লভে তাহা তোমার রূপায় ॥৩
 রঘুপতি ক'ন তবে হাসিয়া তাহাঁরে । ভরত-সমান প্রিয় মানিনু তোমারে ॥
 করিবে যতন এবে অতি মন দিয়া । সীতার সংবাদ যাহে যাইবে মিলিয়া ॥৪
 দোহা— বানরেরা আসে সেথা সব যবে কথাবার্তা চলে হেনমতে ।

নানাবর্ণ কপি তাঁদা চারিভিতে পড়ে তাঁ'র নিজ দৃষ্টি-পথে ॥২১॥

মূল

চো—বানর কটক উমা মৈ' দেখা । সো মুরুখ জো করন চহ লেখা ॥
 আই রাম পদ নাবহি' মাথা । নিরখি' বদনু সব হোহি' সনাথা ॥১

বাংলা অর্থ—খোরী—দোষ ; পারব—পামর ; পঁাস—পাশ (জাল) ; গর—গরদেহ ;
 বতকহী—কথাবার্তা ; হোত—চলিতে থাকিলে ; জুথ—মুখ, দণ ; কীস বরুথ—বানরের
 দণ ; সাধন তেঁ—সাধনা হইতে ; পাব—পায় ; (দো—২১)

অস কপি এক ন সেনা মাহী । রাম কুসল জেহি পুছী নাহী ॥
 যহ কছু নহি প্রভু কই অধিকাজি । বিশ্বরূপ ব্যাপক রঘুরাজি ॥২
 ঠাড়ে জই তই আয়সু পাঞি । কহ স্ত্রীসব সবহি সমুদ্রাজি ॥
 রাম কাজু অরু মোর নিহোর। । বানর জুখ জাহ চহঁ ওরা ॥৩
 জনকসুতা কহঁ খোজহু জাজি । মাস দিবস মই আএহু ভাজি ॥
 অবধি মেটি জো বিনু স্ত্রি পাঞ । আবই বনিহি সো মোহি মরাঞ ॥৪
 দোহা— বচন স্ননত সব বানর জই তই চলে তুরন্ত ।
 তব স্ত্রীবাঁ বোলাএ অঙ্গদ নল হনুমন্ত ॥২২॥

পঞ্চানন্দ

চৌ—শিব কন,—উমা! হেরি' বানর-কটক। সে মূর্খ,—যে চাহে হ'তে সংখ্যার গণক
 আসি' রাম-পদে সবে মস্তক নমিল । নিরখি' বচন সবে কৃতার্থ গণিল ॥১
 কপি-সেনা মাঝে হেন কেহ নাহি ছিল। কুশল বারতা রাম বা'রে না পুছিল। ॥
 প্রভু কাছে ইহা বড় বেশী কথা নহে । বিশ্বরূপ-ব্যাপক যে রঘুরাজ রহে ॥২
 দাঁড়াইল যথা তথা আদেশ লভিয়া । স্ত্রীসব সবারে ক'ন সব বুঝাইয়া ॥
 এই মম অনুরোধ তথা রাম-কাজ । হে বানর-যুথ! যাও চতুর্ভিতে আজ ॥৩
 সীতার সন্ধান সবে করিয়া আসিবে । এক মাস মধ্যে ভাই! অবশ্য ফিরিবে ॥
 বার্তা বিনা অধির পরে যে ফিরিবে । মোর হাতে তার মৃত্যু নিশ্চয় জানিবে ॥৪
 দোহা— আদেশ শুনিয়া বানর সকলে ছুরা করি' গেল নানা স্থানে ।
 স্ত্রীসব তখন আহ্বান করিল অঙ্গদ, নল ও হনুমান ॥২২॥

মল

চৌ—স্ননহু নীল অঙ্গদ হনুমান। জামবন্ত মতিধীর স্ত্রীজানা ॥
 সকল স্ত্রীসব মিলি দিচ্ছন জাহু । সীতা স্ত্রি পু'ছেছ সব কাহু ॥১
 মন ক্রম বচন সো জতন বিচারেছ । রামচন্দ্র কর কাজু স'বারেছ ॥
 ভানু পীঠি সেইঅ উর আগী । স্বামিহি সর্ব ভাব ছল ভ্যাগী ॥২
 ভজি মায়া সেইঅ পরলোক। । মিটিহি সকল ভবসম্ভব সোক। ॥
 দেহ ধরে কর যহ ফলু ভাই । ভজিঅ রাম সব কাম বিহাজি ॥৩
 সেই গুনগ্য সোজি বড় ভাগী । জো রঘুবীর চরন অনুরাগী ॥
 আয়সু মাগি চরন সিরু নাজি । চলে হরষি স্ত্রিমিত রঘুরাজি ॥৪
 পাছে পবন তনয় সিরু নাবা । জানি কাজ প্রভু নিকট বোলাবা ॥
 পরসী সীস সরোরুহ পানী । কর মুজিকা দীলুহি জন জানী ॥৫

বাংলা অর্থ—কটক—সেনা; লেখা—গণনা; পুছী নাহী—জিজ্ঞাসা করে নাই;
 নিহোর।—মুহুরাধ; অবধি—(সংস্কৃত) গীমা; মেটি—অতীত হইলে; মরাঞ—ব'নিহি—
 হত্যা করাইব; স্ত্রি—স্ত্রীসব; ঠাড়ে—দাঁড়াইল; (দো—২২)

বহু প্রকার সীতহি সমুখাএছ । কহি বল বিরহ বেগি কুম্ভ-আএছ ॥
 হনুমত জনম সুফল করি মানি । চলেউ হৃদয় ধরি কুপানিধানা ॥৬
 জ্ঞাপি প্রভু জানত সব বাতা । রাজনীতি রাখত সুরজাতা ॥৭
 দোহা— চলে সকল বন খোজত সরিতা সর গিরি খোহ ।
 রাম কাজ লয়লীন মন বিসরা তন কর ছোহ ॥২৩॥

পাঠ্যসুবাণ

চৌ—ওহে নোল ! হে অঙ্গদ ! ওহে হনুমান ! ধীর-মতি মহাজ্ঞানী ওহে জাম্ববান !
 সকল সুসেনা মিলি' দক্ষিণে যাইবে । সীতার বারতা সবে সবারে পুছিবে ॥১
 কায়-মনো-বাক্যে সেই উপায় করিবে । শ্রীরামের কার্য্য যাহে নিষ্পন্ন হইবে ॥
 পৃষ্ঠে রোজ-সেবা অগ্নি-সেবা পুরোভাগে । স্বামি-সেবা সর্ব্বভাবে সর্ব্বছল-ত্যাগে ॥২
 সেবিবে ত্যজিয়া মায়া সবে পরলোক । মিটে যাবে সর্ব্বভাবে ভবজাত শোক ॥
 দেহ ধরি' এই তত্ত্ব জানো সর্ব্বজন । ত্যজি' সর্ব্ব কাম কর রামের ভজনা ॥৩
 সেই গুণগ্রাহী, সেই বড় ভাগ্যবান । রঘুবীর-পদে যেই অমুরাগবান ॥
 আদেশ লভিয়া পদে শির নত করি' । চলে সবে হরষিত রঘুরাজে স্মরি' ॥৪
 পবন-তনয় পিছু মস্তক নমিলি । কার্য্য বিচারিয়া প্রভু নিকটে ডাকিলি ॥
 পল্ল-পাণি দিয়া তা'র শির পরশিলি । ভক্ত জানি' অঙ্গুরীয় প্রদান করিলি ॥৫
 নানারূপে জানকীরে তুমি বুঝাইয়ে । বল ও বিরহ কহি' সত্ত্ব ফিরিও ॥
 হনুমান নিজ জন্ম সফল মানিলা । করুণানিধানে হৃদে ধরিয়া চলিলা ॥৬
 যত্নপি আপনি প্রভু সর্ব্বতত্ত্ব-জ্ঞাত । পালিলেন রাজনীতি সুরগগজাতা ॥
 দোহা— সকলে চলিল খুঁজিতে কন্দর-নদী-সর-ভূধর-বারতা ।
 রাম-কাজে মন করিয়া বিনীন ভুলে কথা, নিজ কলেবর ॥২৩॥

মূল

চৌ—কতছ' হোই নিসিচর মৈ' ভেটা । প্রান লেহি' এক এক চপেটা ॥
 বহু প্রকার গিরি কানন হেরহি' । কোউ মুনি মিলই তাহি সব ঘেরহি' ॥১
 লাগি তুষা অতিসয় অকুলানে । মিলই ন জল ঘন গহন ভুলানে ॥
 মন হনুমান কীন্হ অমুমান । মরন চহত সব বিমু জল পানা ॥২
 চট্টি গিরি সিখর চহু' দিসি দেখা । ভূমি বিবর এক কৌতুক পেখা ॥
 চক্রবাক বক হংস উড়াহী' । বহুতক খগ প্রবিসহি' তেহি মাহী' ॥৩

বাংলা অর্থ—সঁবারেছ—সামলাইয়া ২.৩ ; গীঠি—পৃষ্ঠ ভাগে ; আগী—অগ্নি ; ধরে
 কর—ধরিবার ; পাছে—পশ্চাতে ; পরসা—স্পর্শ করিলেন ; মুজিকা—আংটি ;
 বিরহ—(প্রেমজনিত) বিরহ কথা ; সুফল—সফল ; খোহ—দর্শিত বন্দর ; ছোহ—
 মমতা ; বিসরা—ত্যাগ করিলেন ; রাখত—রক্ষা করিলেন ; (দো—২৩)

গিরি তে উত্তরি পবনসুত আবা । সব কছ' লৈ সোই বিবর দেখাবা ॥
 আগ' কৈ হুমুমস্তহি লীন্হা । পৈঠে বিবর বিলম্ব' ন কীন্হা ॥৪
 দোহা— দীখ জাই উপবন বর সর বিগসিত বহু কঞ্জ ।
 মন্দির এক রুচির তই বৈঠি নারি তপ পুঞ্জ ॥২৪॥

পঞ্চাশ্বাদ

চৌ—কোথা কোন নিশাচরে হইলে মিলন । এক চড়ে করে তার পরাণ হরণ ॥
 বিবিধ প্রকারে গিরি কাননে ভ্রমিল । মিলে যদি মুনি তাঁরে পুছিতে ঘিরিল ॥১
 তৃষা-ভরে যদি কেহ আকুল হইল । বিনা জল, ঘন বন-পথ ভুলাইল ॥
 মনে মনে হুমুমান করে অনুমান । বুঝি সবার মৃত্যু বিনা জলপান ॥২
 পর্বত-শিখরে চড়ি' হেরে চারিভিতে । ভুগর্ভে কোতুক এক পাইল দেখিতে ॥
 চক্রবাক, বক, হংস উড়িয়া চলিছে । বহু বিহঙ্গম সেথা প্রবেশ লাভিছে ॥৩
 হুমুমান অবতরি' পর্বত হইতে । সবাকারে সে বিবর লাগে দেখাইতে ॥
 তবে সবে হুমুমান লয় পুরোভাগে । বিলম্ব না করি' সেথা প্রবেশিতে লাগে ॥৪
 দোহা— গিয়া দেখে সেথা চারু উপবন সরোবর কমল-শোভিত ।
 সুন্দর মন্দিরে সেথা হেরে এক তপস্বিনী নারী অবস্থিত ॥২৪॥

মূল

চৌ—দুরি তে তাহি সবনহি সির নাবা । পুছে' নিজ বৃত্তান্ত স্নাবা ॥
 তেহি' তব কথা করছ জল পান । খাছ সুরস সুন্দর ফল নানা ॥১
 মজ্জমু কীন্হ মধুর ফল খাএ । তাসু নিকট পুনি সব চলি আএ ॥
 তেহি' সব আপনি কথা স্নানাই । মৈ' অব জাব জহাঁ রঘুনাঈ ॥২
 মূদছ নয়ন বিবর তজি জাহু । পৈহছ সীতহি জনি পছিতাহু ॥
 নয়ন মুদি পুনি দেখহি' বীরা । ঠাটে সকল সিদ্ধু কেঁ তীরা ॥৩
 সো পুনি গঙ্গি জহাঁ রঘুনাথ । জাই কমল পদ নাএসি মাথা ॥
 নানা ভা'তি বিনয় তেহি' কীন্হী' । অনপায়নী ভগতি প্রভু দীন্হী' ॥৪
 দোহা— বদরীবন কছ' সো গঙ্গি প্রভু অগ্যা ধরি সীস ।
 উর ধরি রাম চরন জুগ জে' বন্দত অজ ঈস ॥২৫॥

বাংলা অর্থ—ভেটা হোই—মিলিল; চপেটা—চাপড়; ঘেরহি—বেঁধন করিল; গহন
 বন; পেখা—দেখিলেন; লৈ—লইয়া; পৈঠে—প্রবেশ করিল; কঞ্জ—গদ্য; (দো—২৪)
 বাংলা অর্থ—খাছ—খাও; দুরি তে—দূর হইতে; মুদিছ—মুদ্রিত কর; পৈহছ—
 পাইবে; নাএসি—নত করিলেন; অনপায়নী—ঐকান্তিকী; অজ—ব্রহ্মা; ঈস—
 মহেশ; জনি পছিতাহু—নিরাশ হইবে না; (দো—২৫)

আজি সবা'কারে আমি করিব ভক্ষণ । বহুদিন ভোজ্য বিনা আসন্ন মরণ ॥
 উদর ভরিয়া ভোজ কছু না মিলিল । একেবারে বহু মাত্রা বিধি আনি' দিল ॥২
 গৃহ-বাণী কানে শুনি' সবে ভয়ে ভীত । চিন্তে মো'সবার মৃত্যু এবে স্নানশিচত ॥
 কপি সব উঠি' তদা গৃহেরে হেরিল । জাম্ববান-মনে চিন্তা বিশেষ উদিল ॥৩
 অঙ্গদে কহেন তবে মানসে বিচারি' । জটায়ুর তুল্য বিধে কারেও না হেরি ॥
 রাম-কার্য সাধিবারে করি' তনু-ত্যাগ । হরিদামে স্থান লভে সেই মহাভাগ ॥৪
 সম্প্রতি সে বাণী শুনি' ভরে হর্ষ-শোকে । কপিগণে পায় ভয় আসিলে নিকটে ॥
 অভয় প্রদান করি' যখন পুছিল । তাঁহারে সকল কথা তা'রা শুনাইল ॥৫
 ভ্রাতার করম শোনে সম্প্রতি যখন । রামের মহিমা ভূরি করিল বর্ণন ॥৬
 দোহা - লয়ে যাও মোরে পারাবার-তটে দিব আমি তিলাঞ্জলি তা'র ।
 লবে যদি মম বচন সহায় খোঁজ মিলি' যাইবে সীতার ॥২৭॥

মূল

চৌ—অমুজ ক্রিয়া করি সাগর তীরা । কহি নিজ কথা স্নহছ কপি বীরা ॥
 হম দ্বৌ বন্ধু প্রথম তরুনজি । গগন গএ রবি নিকট উড়াই ॥১
 তেজ ন সহি সক সো ফিরি আব । মৈ' অভিমানী রবি নিঅরাব ॥
 জরে পথ অতি তেজ অপার । পরেউ ভূমি কার ঘোর চিকার ॥২
 মুনি এক নাম চন্দ্রমা ওহা । লাগী দয়া দেখি করি মোহী ॥
 বহু প্রকার তেহি' গ্যান সুনাব । দেহ জনিত অভিমান ছড়াব ॥৩
 ত্রেতা ব্রহ্মা মমুজ তনু ধরিহা । তাসু নারি নিসিচর পতি হরিহী ॥
 তাসু খোজ পঠাইহি প্রভু দূতা । তিনহাি গিলে' তৈ' হোব পুনীতা ॥৪
 জমিহাি' পথ করসি জনি চিন্তা । তিনহাি দেখাই দেহেস্থ তৈ' সীতা ॥
 মুনি কই গিরা সত্য ভই আজু । স্ননি মম বচন করছ প্রভু কাজু ॥৫
 গিরি ত্রিকুট উপর বস লঙ্কা । তই রহ রাবন সহজ অসঙ্কা ॥
 তই অসোক উপবন জই রহজি । সাতা বৈঠি সোচ রত অহজি ॥৬

দোহা— মৈ' দেখউ' তুমহ নাহা' গীধহি দৃষ্টি অপার ।
 বুঢ় ভয়উ' ন ত করতেউ' কছক সহায় তুমহার ॥২৮॥

পত্নাহুবাদ

চৌ—অমুজের শ্রদ্ধাক্রিয়া করি' সমাপন । সম্প্রতি কহেন ওহে ! শুন কর্পগণ ॥
 একদা শৈশব কালে মোরা দুই ভাই । নভোমাঝে রবি যেথা, সেথা চলি' যাই ॥১

বাংলা অর্থ—উড়াই গয়ে—উড়িয়া গিয়া ছলাম; জরে—জলিয়া গিয়াছিল; ওহী—
 সেখানে; লাগী—হইল; ঠাইহি—পাঠাইবে; তৈ'—তুমি; হোব—হইবে; জমিহি—
 জন্মাইবে; বুঢ়—বৃদ্ধ; ন ত—না হইলে; করতেউ'—করিতাম; (দো—২৮)

তেজ না সহিতে পারি' ফিরে এ'ল ভাই। আমি কিন্তু অভিমানী রবি-পার্শ্বে যাই ॥
 অপার তেজেতে মম পাখা জ'লে যায়। চিৎকার করিয়া ঘোর পড়িলু ধরায় ॥২
 চন্দ্রমা নামেতে মূনি আছিল। সেথায় 'মোরে হেরি' দয়া তাঁর উপজে হিয়ায় ॥
 বহুবিধ জ্ঞান-কথা আমারে শুনান। তাহাতে টুটিল মম দেহ-অভিমান ॥৩
 ত্রেতা যুগে ব্রহ্ম বর-শরীর ধরিবে। নিশাচর-পতি তাঁ'র পত্নীকে হরিবে ॥
 তাঁ'র খোঁজে পাঠাবেন প্রভু দূত যবে। তা'র সনে মিলি' তুমি নিজে পূত হবে ॥৪
 পক্ষ তব জন্মি' যাবে চিন্তা না করিবে। সীতার সন্ধান তুমি তারে কহি' দিবে ॥
 সেই মূনি-জন-বাক্য সত্য হ'ল আজ। আমার বচন শুনি' কর প্রভু-কাজ ॥৫
 ত্রিকূট পর্বত'পরে লক্ষা রাজ্য রহে। রাবণ নির্ভয়ে সেথা জীবন নির্ব'হে ॥
 সেথা রহে জানো এক অশোক কানন। সীতা সমাসীনা তথা চিন্তাতে মগন ॥৬
 দোহা— আমি হেরি' তাহা তোমরা না হের দৃষ্টিশক্তি গুণের অপার।
 বৃদ্ধ না হইলে করিতাম কিছু সহায়তা তোমা'সবাকার ॥২৮॥

মূল

চো—জো নাঘই সত জোজন সাগর। করই সো রাম কাজ মতি আগর ॥
 মোহি বিলোকি ধরছ মন ধারা। রাম কুপাঁ কস ভয়উ সরীরা ॥১
 পাপিউ জা কর নাম স্মিরই'। অতি অপার ভবসাগর তরই' ॥
 তাসু দূত তুমহ তজি কদরাই। রাম হৃদয়' ধরি করছ উপাই ॥২
 অস কহি গরুড় গীধ জব গয়উ। তিনহ কেঁ মন অতি বিসময় ভয়উ ॥
 নিজ নিজ বল সব কাহু' ভাষা। পার জাই কর সংসয় রাখা ॥৩
 জরঠ ভয়উ' অব কহই রিছেসা। নহি' তন রহা প্রথম বল লেসা ॥
 জবহি' ত্রিবিক্রম ভএ খরারী। তব মৈ তরুন রহেউ' বল ভারী ॥৪

দোহা— বলি বা ধত প্রভু বাঢ়েউ সো তনু বরনি ন জাই।

উভয় ঘরী মই দীনহী সাত প্রদাচ্ছন ধাই ॥২৯॥

পত্নাহ্বাদ

চো—যে লঙ্ঘে যোজন শত সমুদ্র অপার। রাম কাজ সাধিনে সে বুদ্ধির আধার ॥
 মোরে বিলোকিয়া ধর মনের ধীরতা। রাম-কুপা দিল হেন দেহে সূঠামতা ॥১
 পাপিগণ ষাঁ'র নাম করিয়া স্মরণ। অপার এ' ভবসিন্ধু করে উত্তরণ ॥
 তোমরা তাঁহার দূত ত্যজহ ভীকৃত্য। রামে হৃদে ধরি' পাল কর্মে কুশলতা ॥২

বাংলা অর্থ—নাঘই—লাফ দিয়া পার হইবে; মতি আগর—মতির আগার (বুদ্ধির অগার), বুদ্ধিমান; কদরাই—কাপুরুষতা; জরঠ—বৃদ্ধ; রিছেসা—ঋক্ষশ, জাঘবান; ত্রিবিক্রম—বামন; বাঢ়েউ—বৃদ্ধ পাইয়াছিলেন; ঘরী মই—ঘণ্টা মধে; ধাই—দোড়িয়া; পাপিউ—পাপিও; খরারী—শ্রীরাম; (দো—২৯)

চৌ—দূর হ'তে তাঁরে সবে প্রণাম করিল। জিজ্ঞাসিলে নিজ কথা সব শুনাইল ॥
 জনপান কর সবে তিনি তবে ক'ন। সুরসাল ফল নানা করহ ভক্ষণ ॥১
 স্নান সারি' মিষ্টফল করিল ভক্ষণ। তাঁর কাছে পুন সবে করে আগমন ॥
 তিনি সব নিজ কথা সবারে শুনাম। ক'ন—যাব যেথা রাম করে অবস্থান ॥২
 বিবর তাজহ কর মুদিত নয়ান। দুখ নাহি, পাবে সবে সীতার সন্ধান ॥
 গুদিয়া ময়ন পুন্ দেখে উল্লোচিয়া। পারাবার-তাঁরে সবে আছে দাঁড়াইয়া ॥৩
 তিনি পুন যা'ন যেথা র'ন রঘুনাথ। পাদ-পদ্মে মিলিলেন করি' প্রণিপাত ॥
 বিবিধ প্রকারে তিনি করেন বিমতি। প্রভু তা'রে দানিলেন অচলা ভক্তি ॥৪
 দোহা— বদরিকান্ত্রম 'স্বয়ংপ্রভা' যা'ন প্রভু আঞ্জা ধরি' শির'পর।
 বক্ষেতে ধরিয়া রাম-পাদযুগ যা'রে পূজে ব্রহ্মা, মহেশ্বর ॥২৫॥

মূল

চৌ—ইহাঁ বিচারিহঁ কপি মন মাহী'। বীতী অবধি কাজ কছু নাই' ॥
 সব মিলি কহহঁ পরম্পর বাত। বিনু সুধি লএ' করব কা ভাত ॥১
 কহ অঙ্গদ লে'চন ভরি বারী। দুহঁ প্রকার ভই মৃত্যু হমারী ॥
 ইহাঁ ন সুধি সীতা কৈ পাঞি। উহাঁ গএ' মারিহি কপিরাঞি ॥২
 পিতা বধে পর মারত মোহী। রাখা রাম নিহোর ন ওহী ॥
 পুনি পুনি অঙ্গদ কহ সব পাহী'। মরন ভয়উ কছু সংসয় নাই' ॥৩
 অঙ্গদ বচন সুনত কপি বীর। বোলি ন সকহঁ নয়ন বহ নীরা ॥
 ছন এক সোচ মগন হোই রহে। পুনি অস বচন কহত সব ভএ ॥৪
 হম সীতা কৈ সুধি লীলহেঁ বিন। নহি' জৈহেঁ জুবরাজ প্রবীনা ॥
 অস কহি লবন সিন্ধু তট জাঞি। বৈঠে কপি সব দভ' ডসাজি ॥৫
 জামবন্ত অঙ্গদ দুখ দেখী। কহী' কথা উপদেস বিসেবী ॥
 তাত রাম কহঁ নর জনি মানহ। নিগুন ব্রহ্ম অজিত অজ জানহ ॥৬
 হম সব সেবক অতি বড়ভাগী। সন্তত সগুন ব্রহ্ম অনুরাগী ॥৭
 দোহা— নিজ ইচ্ছা' প্রভু অবতরই সুর মহি গো দ্বিজ লাগি।
 সগুন উপাসক সঙ্গ তই রহহি' মোচ্ছ সব ভ্যাগি ॥২৬॥

পঞ্চানন্দ

চৌ—কপিগণ বিচারিল হেন মনোমার। কাল সীমা সমভীত নাহি হ'ল কাজ ॥
 পরম্পরে আলোচনা করে কপিগণে। সীতা-বার্তা নাহি ল'য়ে ফিরি বা কেমনে ॥১

বাংলা অর্থ—কপিরাঞি—কপিরাজ (স্বগ্রীব); সোচ—চিন্তা; নহি জৈহেঁ—যাইব না; ডসাই—বিছাইয়া; অজিত—অজয়; অজমোচ্ছ—অগ্না; সব ভ্যাগি—সামান্য সামর্থ্য, সাক্ষ্য, সাক্ষি এবং সামর্থ্যরূপী মোক্ষ ভ্যাগ করিয়া; (দো—২৬)

অঙ্গদ কহেন তদা আঁখি ভরি' বারি । দুই দিকে হ'বে জানি মরণ আমারি ॥
 কিহু নাহি মিনে বার্তা! সীতার বন্ধানে । সেখা যদি ফিরে যাই কপিরাজ হানে ॥১
 পিতারে হানিয়া মোরে চাহিল বধিতে । তার কৃপা নহে, রাম চাহিল বক্ষিতে ।
 অঙ্গদ পুকারি' পুন সবাকারে কয় । মরণ আমার প্রব নাহিক সংশয় ॥৩
 অঙ্গদ-বচন শুনে যত কপিবীর । কহিতে না পারে কিছু চোক্ষে ভরে নীর ॥
 ক্ষণেক সকলে তদা চিন্তামগ্ন রয় । পুন সর্বজনৈ মিলি' হেন কথা কয় ॥৪
 সীতার বারতা যদি মোরা না লভিব । হে প্রবীণ যুবরাজ ! কভু না ফিরিব ॥
 হেন কহি' সিন্ধু-তটে গেল পঁজুছিয়া । কপি যত বসে সেখা কুশ বিচাইয়া ॥৫
 জাম্ববান অঙ্গদের দুখ যবে হেরে । কহে উপদেশ-নথা বিশেষ বিস্তারে ॥
 তাত ! রঘুনাথে কভু নর নাহি মানো । অজেয় নিগুণ ব্রহ্ম অজ বলি' জানো ॥৬
 আমরা সেবক যত বড় ভাগ্যধর । সতত সগুণ ব্রহ্মে অনুরাগ'পর ॥৭
 দোহা— নিজ ইচ্ছামত প্রভু অবতরে দেব-ধরা-গো-ব্রাহ্মণ-তরে ।
 সগুণ সেবক ই'য়ে সঙ্গে রহে মোক্ষ-সুখ সবে ভ্যাগ করে ॥২৬॥

মল

চো—এহি বিধি কথা কহি' বহু ভা'তী । গিরি কন্দরা' স্নানী সম্পাতী ॥
 বাহের হোই দেখি বহু কীস। । মোহি অহার দীনহ জগদীস। ॥১
 আজু সবহি কই ভচ্ছন করউ' । দিন বহু চলে অহার বিনু মরউ' ॥
 কবহ' ন মিল ভরি উদর অহারা । আজু দীনহ বিধি একহি' বারা ॥২
 ডরপে গীধ বচন স্নানি কানা । অব ভা মরন সত্য ইম জানা ॥
 কপি সব উঠে গীধ কই দেখী । জাগবন্ত মন সোচ বিসেসী ॥৩
 কহ অঙ্গদ বিচারি মন মাহী' । দন্ড জটায়ু সম কোউ নাই' ॥
 রাম কাজ কারম তনু ভ্যাগী । হরি পুর গয়উ পরম বড়ভাগী ॥৪
 স্নানি খগ হরষ সোক জুত বানী । আব। নিকট কপিহু ভয় মানী ॥
 তিনহহি অভয় করি পূছেসি জাঈ । কথা সকল তিনহ তাহি স্নানী ॥৫
 স্নানি সম্পাতি ধঙ্কু কৈ করনী । রঘুপতি মহিমা বহুবিধ বরনী ॥৬

দোহা— মোহি লৈ জাছ সিন্ধুতট দেউ' তিলাঞ্জলি তাহি ।
 বচন সহাই করবি মৈ' পৈহছ খোজছ জাহি ॥২৭॥

পত্নাহ্বাদ

চো—হেন গতে নানা কথা কহিতে লাগিল । গিরির কন্দরে রহি' সম্পাতি সুনিল
 বাহির হইয়া হেরে অসংখ্য বানর । চিন্তে মম তরে ভোজ্য প্রেয়সি ঈশ্বর ॥১

বাংলা অর্থ—স্নানী—গুনিগেন ; কীসা—বানর ; সবহি কহ—সকলকো ; ডরপে—
 ভয় পাইলেন ; সহাই—সাহায্য ; পৈহছ—পাইবে ; আব।—আগিলেন ; (৫৭—২৭)

ভূষুণ্ডি গরুড়ে কহে—গৃধ্র কহি' গেল। কপিগণ মনে কিন্তু বিস্ময় মানিল ॥
 নিজ নিজ বল সবে সবারে কহিল। কেমনে যাইবে পারে সংশয় জাগিল ॥৩
 জরাগ্রস্ত এবে আমি—কহে জাম্ববান। দেহে এবে নাহি শক্তি যুবার সমান ॥
 খরারি হলেম যদা নিজে ত্রিবিক্রম। তরুণ আছিলু তদা ছিল পরাক্রম ॥৪
 দোহা— বলির বাঁধনে বাড়ে প্রভু-তনু শক্তি নাহি যাহা বর্ণিবার।
 দুই দণ্ডে তাঁরে ধাবমান হ'য়ে প্রদক্ষিণ করি সাতবার ॥২৯॥

মৃগ

চো—অঙ্গদ কহই জাউ মৈ পারা। জিয়' সংসয় কছু ফিরতী বারা ॥
 জামবন্ত কহ তুমহ সব লায়ক। পঠইঅ কিমি সবহী কর নামক ॥১
 কহই রীছপতি স্নুহু হস্তুমানা। কা চুপ সাধি রহেউ বলবান ॥
 পবন তনয় বল পবন সমান। বুদ্ধি বিবেক বিগ্যান নিধান ॥২
 কবন সে। কাজ কঠিন জগ মাহী। জো নহি হোই তাত তুমহ পাহী ॥
 রাম কাজ লগি তব অবতার। স্ননতহি ভয়উ পব'ভাকার ॥৩
 কনক বরন তন ভেজ বিরাজ। মানহু অপর গিরিন্হ কর রাজ ॥
 সিংহনাদ করি বারহি' খার। লীলহি' নাঘউ' জলনিমি খার ॥৪
 সহিত সহায় রাবনহি মারী। আনউ' ইহাঁ ত্রিকূট উপারী ॥
 জামবন্ত মৈ' পৃ ছউ' তোহী। উচিত সিখাবনু দীজহু মোহী ॥৫
 এতনা করহু তাত তুমহ জাগৈ। সাতহি দেখি কহহু স্নুধি আঙ্গৈ ॥
 তব নিজ ভুজ বল রাজিবনৈন। কৌতুক লাগি সঙ্গ কপি সেনা ॥৬

ছন্দ— কপি সেন সঙ্গ স'ঘারি নিসিচর রাগু সীতহি আনি হৈ।
 ত্রৈলোক পাবন স্নুজস্নু স্নুর মুনি নারদাদি বখানি হৈ ॥
 জো স্ননত গাবত কহত সমুত্ত পদমপদ নর পাবনৈ।
 রঘুবীর পদ পাথোজ মধুকর দাস তুণসী গাবনৈ ॥

দোহা— ভব ভেষজ রঘুনাথ জস্নু স্ননহি জে নর অরু নারি।
 তিন্হ কর সকল মনোরথ সিদ্ধ করহি ত্রিসিরারি ॥৩০ক॥

সোরঠা— নীলোৎপল'তন শ্রাম কাম কোটি সোভা অধিক।
 স্ননিঅ তাস্ন গুন গ্রাম জাস্ন নাম অঘ খগ বধিক ॥৩০খ॥

বাংলা অর্থ—ফিরতি বারা—ফরিবার সময়; পঠইঅ—প্রতিত হইবে; কা—কি
 (প্রসার্থক); চুপ সাধি—চুপ কারিয়া; তুমহ পাহী—তোমার নিকটে; লীলহি—
 সনারাসে; উপারী—উপড়াইয়া; দীজহু—দিউন; স্নুধি—সংবাদ; স'ঘারি—সংহার
 করিয়া; পাদ পাথোজ—পাদপদ্ম; ত্রিসিরারি—ত্রিরামচন্দ্র; অঘ খগ বধিক—পাপরূপী
 পক্ষীনাশে ব্যাধিরূপ; পদ পাথোজ—পাদপদ্ম; (দো—৩০ ক-খ)

চো—অঙ্গদ কহিছে—আমি সিদ্ধ উত্তরিব। সংশয় জাগিছে মনে কভু কি ফিরিব ?
 জাম্ববন্ত কহে তুমি পটুতম ভাই। সবার নায়ক তোমা' কেমনে পাঠাই ॥১
 ঋক্ষপতি কহে,—ওহে শুভ হনুমান। চূপ করি' রহ কেন হ'য়ে বলবান ॥
 পবন-ভয়ন বলে পবন-সমান। বুদ্ধি ও বিবেকধারী বিজ্ঞান-নিধান ॥২
 হেম কোন কাজ নাহি হেরি' ধরামাঝ। সাধিতে শক্তি তব নাহি সেই কাজ ॥
 রাম-কার্যের তরে জানো তব অবতার। শুনিতে শুনিতে হ'ল পর্বত-আকার ॥৩
 কনক বরণ তমু ভূরি-ভেজোধর। শোভে যেন অশ্রু এক গিরিরাজবর ॥
 সিংহনাদ করিয়া সে কহে বার বার। অনায়াসে তরি' যাব ক্ষীর-পারাবার ॥৪
 সহায়-সহিত আমি রাবণে মারিয়া। আনিব ত্রিকূটগিরি হেথা উপাড়িয়া ॥
 ওহে জাম্ববান্ ! আমি জিজ্ঞাসি তোমায়। যথোচিত শিক্ষা তুমি দাও হে আমায় ॥৫
 ওহে তাত ! তুমি গিয়া সাধ এই কাজ। সীতারে হেরিয়া বার্তা ল'য়ে এস আজ ॥
 রাম সব সাধিবেন নিজ ভুজ-বলে। কপি-নো সঙ্গে ল'য়ে কোতুকের ছলে ॥৬
 ছন্দ— কপি-সেনা সঙ্গে হানি' নিশাচরে সীতারে শ্রীরাম করিলে উদ্ধার।
 নারদাদি মুনি স্মর করিবেন ত্রৈলোক্য পাবন সুষল-প্রচার ॥
 যে শুনে, যে গাহে, যে কহে, যে বুঝে সে পরম-পদ, সে নর লভিবে ॥
 রঘুবীর-পদ কমলে মধুপ তুলসীদাস তা' গাহিয়া যাইবে ॥
 দোহা— সংসার-ভেষজ রঘুনাথ-যশ শুনে যাহা নর আর নারী।
 তা'দের সকল মনোরথ সিদ্ধ করেন আপনি ত্রিশিরারি ॥৩০ক॥
 সোরঠা— তমু লীলোৎপল শ্যামল বরণ কোটি কামাধিক মনঃ-অভিরাম।
 তাঁ'র নাম গাও, যে নাম নাশিবে পাপ-বিহীনম ব্যাধের সমান ॥৩০খ

সমাপি' তেইশ দিন মাস পারায়ণে।
 এ দীন শরন আগে শ্রীরাম-চরণে ॥

শ্রীমজারচরিতমানসে সকল-কলিকলুষ-বিশ্বাসনো
 চতুর্থ সোপানঃ সমাপ্তঃ।

সারসংক্ষেপ—কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড

গোবামী তুলসীদাস সীতা অঘেষণে রত পঞ্চচারী ধর্মনিষ্ঠ বিগ্রহিতকারী বেদান্তমত
 ধর্মপালনকারী শ্রীরামচন্দ্রের নিকট ভক্ত প্রার্থনা করিয়া ভবরোগ হইতে মুক্তি প্রার্থনা
 করিতেছেন। রাক্ষসগণের অত্যাচারবিষয়ে অর্জয়িত দেবগণের হৃদশা দেখিয়া যিনি
 হলাহল পান করিয়াছিলেন সেই শিবের স্তায় দয়ালু যিনি রামচন্দ্রের ভজনে নিরত সেই
 শিবকে কোন্‌ মূঢ় না ভজনা করে।

চলিবার পথে রঘুপতি রাম ঋষ্যশ্রুক পর্বতের নিকট উপনীত হইলে স্ত্রীবি, হুম্মান তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের অপক্লপ রূপের বর্ণনা করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল পরে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। রাম আপনাদের সকল পরিচয় প্রদান করিয়া রাক্ষস-কর্তৃক সীতাহরণের কথা পরিচয় যথোচিতভাবে দিলেন। রামও তাহাদের পরিচয় জানিতে চাহিলে তাহার। সবিনয়ে পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রভু বলিয়া বুঝিয়া তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিল। তাহাদের অনন্ত ভক্তি দেখিয়া রঘুপতি তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন এবং নিজ দাসরূপে লক্ষণ অপেক্ষা অধিকতর ভক্তিমাম্ বলিয়া বুঝিলেন। পবননন্দন হুম্মান প্রভুকে অমূল্য দেখিয়া স্ত্রীবের সর্বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া তাহার সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়া তাহার সাহায্যে জানকীর সন্ধানে তৎপর হইবার আবেদন জানাইলেন। স্ত্রীবি রামচন্দ্রের আচরণে মুগ্ধ হইলে অশ্রিমাঙ্কী করিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলেন এবং বৈদেহীর সন্ধানে তিনি করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতীক্ষিতও দিলেন। স্ত্রীবি যে রাবণকে সীতা হরণ করিয়া লইয়া যাঁইতে দেখিয়াছেন তাহার পরিচয়ও প্রদান করিলেন। স্ত্রীবিতে দেখিয়া সীতা তাঁহার বস্ত্র বিলাপ করিতে করিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহাও স্ত্রীবি বলিলেন।

অতঃপর রামচন্দ্র স্ত্রীবি কেন সেই বনে বাস করিতেছে তাহার নিগূঢ় কারণ জানিতে চাহিলে স্ত্রীবি তাঁহার নিকটে নিজ সখটের কথা পরিচয় প্রসঙ্গে বালির সহিত বিবাদের সমগ্র ইতিহাস পরিচয় প্রদান করিলেন। স্ত্রীবের দুঃখে রামচন্দ্র অভিভূত হইলেন এবং বালিকে বধ করিয়া তাঁহার মিত্রতার অকৃত্রিম পরিচয় দিবেন বলিয়া স্বীকারও করিলেন।

পরস্পরের সহিত একতার বন্ধনকে চূড় করিয়া স্ত্রীবি-ভ্রাতা বালির উদ্দেশে ছুটি ভাই চলিলেন। স্ত্রীবের সহিত বালির যুদ্ধ আরম্ভ হইল সেই যুদ্ধে রামের সাহায্যে স্ত্রীবি বলাইয়া বালিবধে প্রস্তুত হইলেন তবে ভীত স্ত্রীবি কিছু সংশয়ান্বিত হইলেন। রঘুপতি বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া বালিকে বধ করিলেন। রাম বালিকে বধ করিলে রাম বেন ব্যাধের মত হত্যা করিলেন এই প্রশ্নের উত্তর চাহিলেন তখন রাম প্রত্যুত্তরে কহিলেন— অমুজের পত্নী, ভগ্নি, পুত্রবধু ও কন্যার প্রতি কুদৃষ্টিপাতে চাহিলে যে পাপ হয়, সে পাপের শাস্তিস্বরূপে তোমাকে বধ করিয়াছি। তুমি অমুজের স্ত্রীকে হরণ করিয়া সেই অমুজকে হত্যা করিতে চাহিতেছ। তখন বালি স্ত্রীরামচরণে আত্মনিবেদন করিয়া রামপদে মতি প্রার্থনা করিয়া মৃত্যুবালে বিজপুত্র অঙ্গদকে রামহস্তে অর্পণ করিয়া বালি দেহত্যাগ করিল। তখন বালির স্ত্রী তারা বিলাপ করিতে করিতে রামচরণে আত্মনিবেদন করিলে রাম তাহাকে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করিলেন। রামচরণে তারা ভক্তিবর মাগিয়া লইল। বালির মৃতদেহের সৎকারান্তে স্ত্রীবের রাজ্যাভিষেক কার্য রামের নির্দেশে নিষ্পন্ন হইল। অঙ্গদকে সুবরাজ করা হইল।

অতঃপর রাম স্ত্রীবিবে রাজনীতিতত্ত্ব শিখাইয়া লক্ষ্মণসহ গভীর বনে প্রবেশ করিতে চাহিলেন এবং অঙ্গদকে স্ত্রীবের সহকারী লইয়া স্তম্ভরূপে রাজ্যপালন করিতে বলিলেন।

তখন নিদারুণ বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে। বহু প্রসঙ্গ লইয়া রাম গেই বনে লক্ষ্মণকে রাজনীতি, ভক্তি, বৈরাগ্য ও বিবেকতত্ত্ব শুনাইয়া দিনপাত করিয়া সীতার জন্ম বিলাপ করিয়া বর্ষাকাল অতীত করিয়া বর্ষার অন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রকৃতির গতিবিধির সহিত মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারার যে অপূর্ণ সামঞ্জস্য তাহা রামচন্দ্রের বর্ষাবর্ণনা প্রসঙ্গে যেমন তথ্যপূর্ণ তেমনি জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যমূলক উপদেশে পরিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপে তাহার কতিপয় মাত্র এখানে লেখা হইতেছে। পাঠকগণ একটু চেষ্টা করিলে রামের প্রত্যেক উপদেশে ধর্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের বহু গূঢ় রহস্য এই অংশ পাঠে জানিতে পারিবেন।

বিদ্যায় যেমন মেঘের মধ্যে চমক দিয়া স্থান ত্যাগ করে তেমনি খল্লোকে প্রীতি ক্ষণস্থায়ী; ভূমির নিকটতর হইয়া যেমন মেঘ বর্ষণ করে তেমনি সুবিন্দা পাইলে সুখীজন নত হয়। পর্বত যেমন বৃষ্টির বিদ্যুৎ সহ করে, সাধুব্যক্তি তেমনি খলের বাক্য সহ করে। ক্ষুদ্র নদী জলে ভরিয়া কুল ছাড়াইয়া চলিতে থাকে খলের কিছু ধন হইলেই সে চঞ্চল হইয়া উঠে। নদীর জল সাগরে প্রবেশ করিলে যেমন স্থিরগতি হয় ভীষ্ম ঈশ্বর পাইলেই তেমনি স্থিরমতি হয়। বর্ষাকালে উষর ভূমিতে যেমন তৃণ জন্মায় না তেমনি সচ্ছনের চিন্তে কামের উদ্রেক হয় না। প্রবল বায়ু বাহলে যেমন মেঘ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় তেমনি কুপ্তজ্বারা কুলধর্ম নষ্ট হয়। সূর্যোদয়ে যেমন ক্ষেত্র শুষ্ক হইতে থাকে তেমনি সন্তোষ উপস্থিত হইলে লোভ থাকে না। গভীর নদী সরোবরের জল যেমন নিম্নলিখিত মোহ মদশূণ্য সাধুর হৃদয়ক্ষেত্র তেমনি নির্মল। ধূলি বর্দ্ধম শূণ্য ধরণী যেমন মনোজ্ঞ রাজার রাজত্বও তেমনি সুন্দর। মেঘশূণ্য আকাশ যেমন শোভা পায় হরিভক্ত ব্যক্তি আশা ত্যাগ করিতে শিক্ষিলে তেমনি শোভা পায়। সুখী মীন যেমন গভীর জলে নিশ্চিন্ত থাকে সেইরূপ যে হারর আশ্রয় পাইয়াছে সেও নিশ্চিন্ত থাকে। চক্রবাক রাজি আসলে মনে মনে বেক্রপ হুঃখ বোধ করে খলের মন পরের সম্পত্তি দেখিলে তেমনি হুঃখ বোধ করে। ভূষাকাতর চাতকের হুঃখের শেষ হইতে চায় না তেমনি শিবজোহীর সুখ বঞ্চিত আসিতে চায় না। বর্ষা ও শরৎ ঋতুর প্রাকৃতিক দৃশ্যের উদাহরণ দিয়া রাম লক্ষ্মণকে ক্রমিক বন্দ, সমাজ ও রাজনীতিতত্ত্বের শিক্ষা দিলেন। অতঃপর শরতের আগমনে সীতার কথা রামের মনে হুঃখের বেদনা আনিতে লাগল। রাম কি ভাবে সীতার সন্ধান পাইবেন সে বিষয় লক্ষ্মণের সহিত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাম বলিলেন সুগ্রীব রাজ্য, ধন ও নারী পাইয়া আমাকে যে কথা দিয়াছিল তাহা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে। লেকারণ তাহাকে শাসনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। তখন লক্ষ্মণ জুঁকি হইয়া পরাসন গ্রহণ করিলে রাম লক্ষ্মণকে ভয় দেখাইয়া সুগ্রীবকে অনমন করিতে বলিলেন এবং সকল বানরদল পাঠাইয়া সীতার সংবাদ আনার ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিলেন। তখন লক্ষ্মণ ভদ্ররূপে কার্য করিলে সুগ্রীব ও বালী-পুত্র অঙ্গদ হনুমান সকলকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিয়া সীতার সংবাদ লইবার ব্যবস্থা

করিতে উত্তোগী হইলেন। সুগ্রীব অঙ্গদাদি কপিগণকে লইয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত করিলে রাম সকলকে বুঝাইয়া বাহাতে শীঘ্র সীতা সন্ধান কার্য শেষ হয় তাহা করিতে বলিলেন। কপিগণ সীতার সন্ধান চারিদিকে চলিল এবং এক মাস মধ্যে না ফিরিলে সুগ্রীব আর কাহাকেও জীবিত রাখিবে না বলিয়া দিলেন।

সুগ্রীব মল, অঙ্গদ ও কপিগণকে রামের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া রামের আদেশ লইয়া যাত্রা করিতে বলিলে সকলে রামের নিকট উপস্থিত হইল। রাম হনুমানকে শ্রেষ্ঠ ও ক্ত জ্ঞানিয়া তাহার কাছে নিজ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ প্রদান করিয়া সীতাকে পাইলে পরিচয় দিয়া সেই অঙ্গুষ্ঠ রামদূত বলিয়া পরিচয়স্বরূপ প্রদান করিতে বলিলেন।

অতঃপর বহু গিরি, নদী, বন, উপবন বহুসন্ধান করিয়া সাগরতীরে এক তপস্বিনী নারীকে তাহার দেহিতে পাইয়া তাহার নিকট সীতার সন্ধান করিলে সেই নারী রামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সীতার সন্ধান না পায়গাত্রে কপিগণ অতিমাত্র ব্যস্ত হইতে লাগিল। এদিকে একমাস অবধি পার হইয়া যাইতেছে তাহাতে সুগ্রীবের কথামনে করিয়া সকলে অতিমাত্র শঙ্কিত হইল। স্বয়ংপ্রভানারী সেই তপস্বিনী রামের দর্শন লাভ করিয়া বদরিকাশ্রমে যাত্রা করিলেন এবং সীতার সন্ধান মালিবে এরূপ বখাও বলিলেন। যখন কপিগণ নিজদের মধ্যে আলোচনা করিতেছিলেন তখন তাহার সম্প্রতি নামক জটায়ুর অঙ্গ এক গুত্রকে দেখিতে পাইল। সম্প্রতি তাহাদের আলোচনা শুনিয়া তাহাদের নিকট আসিয়া জটায়ুর সমাচার জিজ্ঞাসা করিল। তাহাদের নিকট জটায়ুর সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া রঘুনাথের অপার মহিমা বর্ণনা করিলেন। সম্প্রতি জটায়ুর উদ্দেশ্যে সমুদ্রতীরে তিলাঞ্জলি দান করিলেন। সম্প্রতিক এই কার্যে সহায়তা করিলে সম্প্রতি সীতার সন্ধান দিবে বলিলেন। সম্প্রতি নিজের ইতিবৃত্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিল এবং রামচন্দ্র ত্রেতাযুগে মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিবেন তাহা তিনি চন্দ্রমা নামক এক মুনির নিবট পূর্বোক্তিনিয়াছিলেন। এই রামচন্দ্রের পত্নীকে হরণ করিবে এক রাক্ষস। আর রামচন্দ্রের পত্নীর সন্ধান যেন দূত তিনি পাঠাইবেন তাহাকে দেখিলে সম্প্রতি পবিত্র হইবে এবং তাহাকে সীতার সন্ধান দ্বিবার জন্ম সেই মুনি আমাকে রাখিয়া গিয়াছেন। সেই কার্যে আজ নিম্ন হইল। সীতাকে লঙ্কার উপর ত্রিকুট পর্বতে রাখণ অশোক বনে রাখিয়া দিয়াছে সে কথা সম্প্রতি রামদূত হনুমানের নিবট প্রকাশ করিলেন। সম্প্রতির অপার দৃষ্টিশক্তি দ্বারা তিনি তাহা দেখিতে পাইতেছেন সূতরাং লঙ্কা পার হইয়া সেখানে পৌঁছিতে পারিলে সীতার সন্ধান পাওয়া যাইবে। আরও সম্প্রতি সেই মুনির নিকট বাহা শুনিয়াছিলেন তাহার কথাও বলিলেন যে রাম এই সংবাদ তোমাদের নিকট অবগত হইয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে হত্যা করিয়া সীতারে আনিবেন, এবং নারদাদি মুনি রামের স্রবশ ত্রিলোকে গাহিতে থাকিবেন। তখন হনুমান বিরাট দেহ ধারণ করিয়া লবণ সমুদ্র পার হইয়া সীতার সন্ধান যাত্রা করিল। রামের কার্য করিতে যে হনুমান অবতীর্ণ তাহাও সম্প্রতি তাহাকে বলিলেন।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সারমর্ম সমাপ্ত

শ্রীগণেশায় নমঃ
শ্রীজানকী-বল্লভো বিজয়তে
শ্রীরামচরিতমানস

পঞ্চম সোপান—সুন্দরাকাণ্ড

শ্লোক

শান্তং শান্ততমপ্রমেয়মনসং নিবর্গশান্তিপ্রদং
ব্রহ্মাশমভূক্ষণীক্সসেব্যমনিশং বেদান্তবেত্তং বিভূম্ ।
রামাখ্যং জগদীশ্বরং সুরগুরুং মায়ামমুগ্ধং হরিং
বন্দেহং করুণাকরং রঘুবরং ভূপালচূড়ামণি ॥১

নাট্য স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েহস্মদীয়ে সত্যং বদামি চ ভবানখিলাস্তরাঙ্গা ।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপূজব নির্ভরাং মে কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসং চ ॥২
অতুলিতবলধামং হেমশৈলাভদেহং দম্বজবনকুশামুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্ ।
সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং রঘুপতিপ্রিয়ভক্তং বাতজাতং নমামি ॥৩

পত্নাহুবাদ

শ্লোক— শান্ত সনাতন প্রমাণ অতীত পাপহীন যিনি মোক্ষ শাস্তিদাতা ।
ব্রহ্মাশম-শেষ-সেবিত সতত বেদান্তের বেত্ত সর্বব্যাপী ধাতা ॥
রাম ষাঁ'র নাম জগৎ-ঈশ্বর মায়াদেহধারী সুরগুরু হরি ।
করুণা-আকর রঘুকুল নাথ নৃপচূড়ামণি-পদে নতি করি ॥১
স্পৃহা আন নাই ওহে রঘুপতি ! হৃৎকম্পরে তুমি নিবসহ জানি ।
বিশ্ব-চরাচর-অন্তরাঙ্গা তুমি সত্য কহিলাম ইহা শ্রব মানি ।
ওহে রঘুবর ! ভক্তি যা' অচলা দিবে তুমি মোরে রূপা করে ।
কাম-আদি দোষ বিবর্জিত ভাষা হোক্ এই দীন মন'পরে ॥২
বল-ধাম তনু স্বর্গগিরি-সম দৈত্যবনে অগ্নি-সম জ্ঞানাদারে ।
সর্বগুণাধার কপীশে নমিনু রামপ্রিয় সেই পবন-কুমারে ॥৩

মুগ

চো—জামবন্ত কে বচন সুহাএ । স্ননি মনুমন্ত হৃদয় অতি ভাএ ॥
তব লগি মোহি পরিখেছ তুমহ ভাঈ । সহি দুখ কন্দ মূল ফল খাঈ ॥১
জব লগি আবৌ সীতহি দেখী । হোইহি কাজু মোহি হয়ষ বিসেসী ॥
য়হ কহি নাই সবন'হি কহঁ মাথা । চলেউ হরষি হিয়ঁ ধরি রঘুনাথা ॥২
সিঙ্হু তীর এক ভূধর সুন্দর । কোতুক কুদি চটেউ তা উপর ॥
বার বার রঘুবীর সঁভারী । তরকেউ পবনতনয় বল ভারী ॥৩

জেহি গিরি চরন দেই হনুমন্তা । চলেউ সো গা পাতাল তুরন্তা ॥
 জিমি অমোঘ রঘুপতি কর বান। এহী ভাঁতি চলেউ হনুমান ॥৪
 জলনিধি রঘুপতি দূত বিচারী ॥ তেঁ মৈনাক হোহি শ্রমহারী ॥৫
 দোহা— হনুমান তেহি পরসা কর পুনি কান্হ প্রণাম ।
 রাম কাজু কীন্হেঁ বিনু মোহি কহী বিপ্রাম ॥১॥

চো—শুনি' তবে জাম্ববান-বাণী মনোহর । হনুমান হিয়া হয় অতি শ্রীতি'পর ॥
 মোর লাগি' পথ চাহি রহ তত্তক্ষণ । দুঃখ সহি' কন্দ, ফল করিয়া ভক্ষণ ॥১
 যতক্ষণ নাহি ফিরি সীতারে হেরিয়া । কাজ সিদ্ধ ক্রম মনে হরষ বুঝিয়া ॥
 ইহা কহি' সবাকারে মমিয়া চলিয়া । স্রষ্ট মনে রঘুনাথে হৃদয়ে স্মরিল ॥২
 সিঙ্কু-তীরে ছিল এক ভূধর সুন্দর । কোতুকে লাফা'য়ে পড়ে তাহার উপর ॥
 বার বার রঘুবীরে স্মরণ করিয়া । সবেগে পবন-স্নু উঠিল গর্জিয়া ॥৩
 হনুমান যে পর্বতে চরণ চাপিল । স্রুতি পাতাল-তলে তাহা প্রবেশিল ॥
 যেমন অমোঘ হয় রঘুপতি-বাণ । তেমনি চলিল যেন বার-হনুমান ॥৪
 রঘুপতি-দূত বলি' তাহারে বিচারি' । বারিধি মৈনাকে কয়—'হও শ্রমহারী' ॥৫
 দোহা— হনুমান তাঁ'রে পরশিল আর পুন পুন করিল প্রণাম ।
 রাম-কার্যে সিদ্ধি লাভ না করিয়া নভি বল কেমনে বিপ্রাম ? ॥১॥

মৃগ

চো—জাত পবনস্রুত দেবনুহ দেখা । জাঠৈ' কহ' বল বুদ্ধি বিবেচনা ॥
 সুরসা নাম অহিনুহ কৈ মাতা । পঠইনুহি আই কহী তেহি' বাতা ॥১
 আজু সুরনুহ মোহি দীনুহ অহার । স্ননত বচন কহ পবনকুমার ॥
 রাম কাজু করি ফিরি মৈ' আবোঁ । সীতা কহি স্নধি প্রভুহি স্ননাবোঁ ॥২
 তব তব বদন পৈঠিহউ' আঈ । সত্য কহউ' মোহি জান দে মাজি ॥
 কবনেছ' জতন দেই নহি' জানা । এসসি ন মোহি কহেউ হনুমান ॥৩
 জোজন ভরি তেহি' বদনু পসারা । কপি তনু কীন্হে দুগুন বিস্তার ॥
 সোরহ জোজন মুখ তেহি' ঠয়উ । তুরত পবনস্রুত বস্ত্রি সন্ময়উ ॥৪
 জস জস সুরসা বদনু বঢ়াবা । তাসু দূন কপি রূপ দেখাবা ॥
 সত জোজন তেহি' আনন কীন্হা । অতি লঘু রূপ পবনস্রুত লীন্হা ॥৫

বাংলা অর্থ—অনঘ—নিষ্পাপ ; হনুজবন কুশামু—দৈত্যরূপ বনের অগ্নিস্বরূপ ;
 বাতজাতং—পবননন্দনকে ; ভাএ—ভাগ লাগিগ ; পরিখেহি—পথ পর্যবেক্ষণ কর ;
 হোইহি—হইবে ; সবনুহি কহ'—শকলকে ; কোতুক—অনায়াগ ; কুদি—লাফ দিয়া ;
 চলেউগা—চলিয়া গেল ; পরসা—স্পর্শ ; তরকেউ—গর্জন করিল ; (দো—১)

বদন পইঠি পুনি বাহের আবা । মাগা বিদা তাহি সিরু নাবা ॥
 মোহি স্তম্ভর জেহি লাগি পঠাবা । বুদ্ধি বল মরমু তোর মৈ পাবা ॥৬
 দোহা— রাম কাজ সব করহছ তুমহ বল বুদ্ধি নিধান ।
 আসিব দেই গই সো হরষি চলেউ হনুমান ॥২॥

পত্নামুবাণ

চো—দেবগণ বায়ু-সুতে চলিতে হেরিল । বল, বুদ্ধি-মাত্রা তা'র জানিতে চলিল ॥
 সুরদা নামেতে সর্প-মাতারে প্রেষিল । সর্পমাতা সেথা আসি' বচন পুছিল ॥১
 দেবতা প্রেষিল আজ আমার আহাৰ । শুনি' এই বাণী কহে পবন-কুমার ॥
 রাম কাজ সিদ্ধ করি' প্রথমে ফিরিব । প্রভুরে সীতার কথা তথা শুনাইব ॥২
 পরে তব মুখে চাই প্রবেশ করিতে । ওহে মাতঃ ! দাও এবে আমারে চলিতে ॥
 কোন মতে যবে তা'রে দেতে নাহি দিল । হনুমান তবে তা'রে গ্রাসিতে কহিল ॥৩
 যোজন ভরিয়া তার বদন প্রসার । কপিতম্বু করে তার দ্বিগুণ বিস্তার ॥
 যোড়শ যোজন সেই মুখ ব্যাদানিল । দ্বিগুণ পবন-সুত বত্রিশ হইল ॥৪
 যেমনি সুরদা তার বদন বাড়ায় । দ্বিগুণ কপির রূপ তেমন দেখায় ॥
 বিস্তারে যোজন শত যখন আনন । বায়ু-পুত্র লঘুতম হইল তখন ॥৫
 বদনে প্রবেশি পুনঃ বাহিরে আসিল । বিদায় মাগিয়া তারে মস্তক নমিল ॥
 বা'র লাগি' পাঠাইলা মোরে দেবগণ । বুদ্ধি, বল, মৰ্ম্ম তার বুঝিছু এখন ॥৬
 দোহা— রাম কাজ সব করহ সাধন তুমি বল বুদ্ধির নিধান ।
 আশীর্বাদ নিয়া বিদায় লইলা হরষিত চলে হনুমান ॥২॥

মূল

চো—নিসিচরি এক সিদ্ধু মছ' রহই । করি মায়া নভু কে খগ গহই ॥
 জীব জন্তু জে গগন উড়াই' । জল বিলোকি ভিন্হ কৈ পরিছাহা' ॥১
 গহই ছাই সক সো ন উড়াই । এহি বিধি সদা গগনচর খাই ॥
 সোই ছল হনুমান কই কীন্হা । তাসু কপটু কপি তুরতহি' চীন্হা ॥২
 তাহি মারি মারুতসুত বীর । বারিষি পার গষউ মতিধীর ॥
 তহা' আই দেখী বন সোতা । গুজ্জত চক্ররীক ধৰু লোতা ॥৩
 নানা তরু কল ফুল সুছাএ । খগ যুগ বন্দ দেখি মন ভাএ ॥
 সৈল্য বিসাল দেখি এক আগেরে । তা পর ধাই চড়েউ ভয় ত্যাগেরে ॥৪

বাংলা অর্থ—জাত দেখা—বাইতে দেখিল; জানৈ' কছ'—জানিবার জন্ত;
 পঠাইলছি—পাঠাইলেন; সুরদা—সুনারী; পৈঠিহউ—প্রবেশ করিব; জান দে—
 বাইতে দাও; ন.গ্রাসি—খাইবে না; পসারা—প্রসার (বিস্তার) করিল; সোরহ—
 যোল; ঠরুউ—বিস্তার করিল; তোর—তোমার; কুদি—লাক দিখা; (দো—২)

উমা ন কছু কপি কৈ অধিকারি । প্রভু প্রতাপ জো কালহি খাই ॥
 গিরি পর চটি লক্ষ্য দেখি । কহি ন জাই অতি দুর্গ বিসেখী ॥৫
 অতি উত্তম জলনিধি চছ পাশা । কনক কোট কর পরম প্রকাশ ॥৬

ছন্দ— কনক কোট বিচিত্র মনি কৃত সুন্দরায়তনা ঘনা ।
 চউহট্ট হট্ট স্ববট্ট বীথী চারু পুর বহু বিধি বনা ॥
 গজ বাজি খচ্চর নিকর পদচর রথ বরুথনহি কো গনৈ ।
 বহুরূপ নিসিচর জুথ অতিবল সেন বরনত নহি বনৈ ॥১
 বন বাগ উপবন ষাটিকা সর কুপ বাপী সোহহী ।
 নর নাগ সুর গন্ধর্ব কণ্ঠ্য রূপ মুনি মন মোহহী ॥
 কছ মাল দেহ বিসাল সৈল সমান অতিবল গর্জহী ।
 নানা অথারেনহু ভিরহি বহুবিধি এক একনহু তর্জহী ॥২
 করি জতন ভট কোটিনহু বিকট তন নগর চছ দিসি রচ্ছহী ।
 কছ মহিম মানুষ খেচু খর অজ খল নিসিচর ভচ্ছহী ॥
 এহি লাগি তুলসীদাস ইনহু কী কথা কছু এক হৈ কহী ।
 রঘুবীর সর তীরথ সরীরনহি ত্যাগি গতি পৈহহি সহী ॥৩
 দোহা - পুর রথবারে দেখি বহু কপি মন কীনহু বিচার ।
 অতি লঘু রূপ ধরো নিসি নগর করো পইসার ॥৩৭

পত্নীভাবাদ

চৌ—এক নিশাচরী ছিল সিন্ধুর মাঝারে । নভচরী পক্ষী ধরে মায়াব বিস্তারে ॥
 জীব জন্তু যত সব গগনে উড়িত । তা'সবার প্রতিবিম্ব জলেতে হেরিত ॥১
 ছায়া যদি ধরে তবে উড়িতে নারিত । হেন মতে নভচরে ভোজন করিত ॥
 সেই ছল হুমানেন যদা বিস্তারিল । তা'র কপটতা কপি স্বরাতে চিনিল ॥২
 তাহারে মারিয়া তদা পবননন্দন । সিন্ধু-পারে দীরমতি করিল গমন ॥
 সেথা চারু বন-শোভা দেখিতে পাইল । মধুলোভে অলিদলে গুঞ্জিতে শুলিল ॥৩
 নানা তরু, ফল, ফুল সুন্দর শোভিত । খগ-মৃগবৃন্দে হেরি মানস মোহিত ॥
 বিশাল পর্বত হেরি তার পুরোভাগে । তদুপরি দে'য়ে চড়ে ভয় পরিত্যাগে ॥৪
 উমা ! ইথে অধিকতা না হের কপিতে । প্রভুর প্রতাপে পারে কালে সে গ্রাসিতে
 গিরি'পরে চড়ি লক্ষ্য দেখিতে পাইল । বর্ণনা-অতীত সেথা মহাদুর্গ ছিল ॥৫

বাংলা অর্থ—পরিছাই—ছায়া ; গগনচর—পক্ষী ; দেখী—দেখিলেন ; চক্ষুরীক
 —ভ্রমর ; উত্তম—উচ্চ, উত্তম ; কোট—পরিখা ; চউহট্ট—চৌরাস্তা ; হট্ট—বাজার,
 হাট ; স্ববট্ট—সুন্দর রাস্তা ; বীথী—গলি ; বরুথনহি—দণ্ডসমূহ ; ষাটিকা—গুপ্তবাটিকা ;
 মাল—মল, যোদ্ধা ; অথারেনহু—আখড়া, আড্ডা ; ভিরহি—ভিড়ে, নিগিত হয় ;
 সহী—নিশ্চয় ; পইসার—প্রবেশ ; পৈহহি—পাইবে ; (দো—৩)

সোনার প্রাচীর সেখা পরম প্রকাশ । সু-উচ্চ সাগর-ঘেরা যা'র চারিপাশ ॥৬

ছ ৭— কনক-প্রাচীর মণিতে খচিত বিচিত্র ভবন সুন্দর সম্ভ্রত ।

চৌরাস্তা, বাজার, মনোহর পথ সুন্দর নগর বহুধা রচিত ॥

গজ-বাজি-রাজি তথা অশ্বতর, পদাতিক, রথ সংখ্যা করা দায় ।

বিবিধ আকার নিশাচর যুথ অতিবলী সেনা বর্ণনে না যায় ॥১

বন উপবন বাগ ও বাটিকা, সর, কূপ, বাপী সেখায় শোভিত ।

নর, নাগ, সুর, গন্ধর্ব্ব-কুমারী রূপে করে মুনি-মন বিমোহিত ॥

কোথা মল্ল-দেহ শৈল-সম ভারী অতি বলীয়ান গর্জিতে লাগিছে ।

নানা আখড়াতে মিলি' বহুবিধ একে অশ্রু জনে তর্জ্জন করিছে ॥২

যত্নে কোটি সেনা বিকট আকার পুর-চতুর্ভিতে করিছে রক্ষণ ।

খল রাক্ষসেরা অজ, ধেনু, খর, মহিষ, গাম্ভুষ করিছে ভক্ষণ ॥

ইহার লাগিয়া এ' তুলসীদাস অল্প কিছু ভাষি' করিছে বর্ণন ।

রাম-শর-ভীর্থে তনু ত্যজি' সখে ! পরম পদেতে লভিবে আসন ॥৩

দোহা— পুরের রক্ষক-সংখ্যা বেশী হেরি' কপি মনে করিল বিচার ।

অতি লঘু-রূপে নিশাকালে পুরে প্রবেশিতে মানস তাহার ॥৩॥

মূল

চৌ - মসক সমান রূপ কপি ধরী । লঙ্কাহি চলেউ স্মিরি নরহরী ॥

নাম লঙ্কিনী এক নিসিচরী । সে কহ চলেসি মোহি নি' দরী ॥১

জানেহি নহী' মরমু সঠি মোর । মোর অহার জহী' লগি চোরা ॥

মুঠিকা এক মহা কপি হনী । রুধির বমত ধরনী' তনমনী ॥২

পুনি সম্ভারি উঠী' সে লঙ্কা । জোরি পানি কর বিনয় সসঙ্কা ॥

জব রাবনহি ব্রহ্ম বর দীনহ । চলত বিরঞ্চি কহা মোহি চীনহ ॥৩

বিকল হোসি তৈ' কপি কেঁ মারে । তব জানেন্সু নিসিচর সংঘারে ॥

তাত মোর অতি পুন্না বহুভা । দেখেউ' নয়ন রাম কর' দূতা ॥৪

দোহা— তাত স্বর্গ অপবর্গ সুখ ধরিঅ তুলা এক অঙ্গ ।

তুল ন তাহি সকল মিলি জো গুথ লব সতসঙ্গ ॥৪॥

পঞ্চাঙ্গবাদ

চৌ - কপি রূপ ধরে যেন মশক সমান । নরহরি স্মরি' করে লঙ্কাতে প্রয়াণ ।

লঙ্কিনী নামেতে এক ছিল নিশাচরী । সে কয় কোথা যাও মোরে অনাদরি' ॥১

বাংলা অর্থ—মসক—মশা ; নি' দরি—নিরাদর (অগ্রাহ্য) করিয়া ; জহী' লগি—যেই

হউক ; মুঠিকা—মুঠা বাত ; তনমনী—নুটাইয়া পড়িল ; চীনহা কহা—পরিচয় করিয়া

কহিয়া হইলেন ; সংঘারে—নষ্ট হইবে ; তুলা—তুল্যদণ্ড ; লব—কণমাত্র ; (দো—৪)

ওর শঠ ! জানিলি না মরম আহার । যেথা চোর পাব তারে করিব আহার ॥
 মহাকপি মুষ্টাগত হানে এক তায় । সে রক্ত বমন করি' ধরাতে লুটায় ॥২
 লঙ্কিনী সাগালি' পুন হইয়া উথিত । যুক্ত করে সবিনয়ে কহে সশঙ্কিত ॥
 রাবণেরে ব্রজা যণে বর দিয়া যা'ন । আমারে চিনিয়া তিনি এ' কথা শুনান ॥৩
 কপির আঘাতে যনে হইবে বিকল । তবে জেনো হত হ'বে নিশাচরদল ॥
 তাত ! মোর জানি' অতি বড় পুণ্যবল । রাম-দূতে হেরি' করি নয়ন সফল ॥৪
 দোহা— স্বর্গ-মোক্ষ-সুখ ধর যদি তাত ! একাধারে রয় তুলাদণ্ড'পরে ।
 তুলনা না হয় সবে মিলি' তা'য় যে সুখ ক্ষণিক সাধুসঙ্গ ক'রে ॥৪

২৭

চৌ—প্রবিসি নগর কীজে সব কাড়া । হৃদয়' রাখি কোশলপুর রাজ্য ॥
 গরল সুধা রিপু করহি' মিত্রতা । গোপদ সিদ্ধু অনল সিতলাঈ ॥১
 গরুড় স্মেরু রেনু সম তাহী । রাম কৃপা করি চিতবা জাহী ॥
 অতি লঘু রূপ ধরেউ হনুমান । পৈঠা নগর স্মিরি ভগবান ॥২
 মন্দির মন্দির প্রতি করি সোধা । দেখে জই তই অগ্নিত জোড়া ॥
 গয়উ দশানন মন্দির মাহী' । অতি বিচিত্র কাহ জাত সে নাহী' ॥৩
 সয়ন কিএ' দেখা কপি তেহী । মন্দির গছ' ন দীখি বৈদেহী ॥
 ভবন এক পুনি দীখি সুহাবা । হরি মন্দির তই ভিন্ন বনাবা ॥৪
 দোহা— রামায়ুধ অঙ্কিত গৃহ সোভা বরনি ন জাই ।
 নব তুলসীকা বন্দ তই দেখি হরষ কপিরাই ॥৫

পঞ্চাবাদ

চৌ—নগরে প্রবেশি' তুমি সাধ সব কাজ । হৃদয়-মাঝারে রাখি' কোশলের রাজ ॥
 বিষ সুধা-সম রিপু করিবে মিত্রতা । বারিধি গোম্পদ হবে অনলে শীততা ॥১
 হে গরুড় ! ধূলি-সম স্মেরু ভাহার । রাম দরশন ভাগ্যে মিলেছে বাহার ॥
 অতি লঘুরূপ তদা ধরে হনুমান । পুরে প্রবেশিল স্মরি' রাম ভগবান ॥২
 গৃহে গৃহে প্রবেশিয়া করিল সন্ধান । হেরিল অসংখ্য যোদ্ধা করে অবস্থান ॥
 দশানন গৃহে কপি প্রবেশু করিল । বিচিত্র তাহার দৃশ্য বর্ণিতে নারিল ॥৩
 কপি তা'রে হেরে সেথা রয়েহে গয়ান । কোম গৃহে নাহি মিলে বৈদেহী-সন্ধান ॥
 পুন এক গৃহে দেখে অতি সুগোভিত । হরির মন্দির সেথা পৃথক্ রচিত ॥৪
 দোহা— রাম ধনুর্কাণ অঙ্কিত সে গৃহে শোভা তার না যায় বর্ণনে ।
 নব তুলসীর বনতথা হরি' কপিরাজ হরষিত মনে ॥৫

বাংলা অর্থ—মিত্রতা ; গোপদ—গোম্পদ, ক্ষুদ্র গরুর ক্ষুদ্রতুল্য ; সিতলাঈ—শীতলা ; চিতবা—দেখেন ; পৈঠা—প্রবেশ করিলেন ; সোধা—সোধন ; দীখি—দেখিলেন ; নাহি কহি জাত—কহা যায় না ; (দো—৫)

চৌ—লক্ষা নিসিচর নিকর নিবাস। ইহাঁ কই। সজ্জন কর বাস।

মন মছ' তরক করৈ' কপি লাগা। ভেহী' সময় বিভীষনু জাগা ॥১

রাম রাম ভেহী' স্মিরন কৌন্হা। হৃদয়' হরষ কপি সজ্জন চীন্হা ॥

এহি সন হঠি করিহউ' পহিচানী। সাধু'তে হোই ন কারজ হানী ॥২

বিপ্র রূপ ধরি বচন স্মাএ। স্ননত বিভীষন উঠি তই আএ ॥

করি' প্রণাম পু'ছী কুসলোঈ। বিপ্র কহছ নিজ কথা বুঝাঈ ॥৩

কৌ তুমহ হরি দাসনহ মই কোঈ। মোরে' হৃদয় প্রীতি অতি হোজৈ ॥

কৌ তুমহ রামু দীন অনুরাগী। আয়ছ মোহি করন বড়ভাগী ॥৪

দোহা— তবে হনুমন্ত কহী' সব রাম কথা নিজ নাম।

স্ননত জুগল তন পুলক মন মগন স্মিরি গুণ গ্রাম ॥৬॥

পদ্মাবাদ

চৌ—লক্ষা জানি নিশাচর নিকর নিবাস। কেমনে সম্ভব হেথা সজ্জনের বাস ॥

মনো-মাঝে হেন তর্ক কপিরাজ করে। হেন কালে বিভীষণ আপনি জাগরে ॥১

রাম নাম যবে সেই করে উচ্চারণ। হিয়া হরষিত কপি চিনিল সজ্জন ॥

নির্ভয়ে ইহার সনে চিন্তে পরিচয়। সাধু হ'তে কভু নাহি কার্যহানি হয় ॥২

বিপ্ররূপ ধরি' কপি বাণী শুনাইলা। শুনি' বিভীষণ উঠি' তথায় আসিলা ॥

প্রণাম করিয়া তা'রে পুছে কুশলতা। ওহে বিপ্র! বুঝাইয়া কহ নিজ কথা ॥৩

হরিভক্ত মাঝে কিগো তুমি একজন? মম হিয়া তাহে অতি পিরীতি-মগন ॥

তুমি বুঝি নিজে রাম দীনে অনুরাগী। করিতে এসেছ মোরে সোভাগ্যের ভাগী ॥৪

দোহা— তবে হনুমান সকল কহিল রাম-কথা তথা নিজ নাম।

শুনি' দু'জনার তনুতে পুলক মনে স্মরি' রাম-গুণগ্রাম ॥৬

মুগ

চৌ—স্ননছ পবনসুত রহনি হমারী। জিহ্ম দমননহি মছ' জীভ বিচারী ॥

তাত কবছ' মোহি জানি অনাথা। করিহই' কৃপা ভানুকুল নাথা ॥১

তামস তনু কছু সাধন নাই। প্রীতি ন পদ সরোজ মন মাই ॥

অব মোহি ভা ভরোস হনুমন্ত। বিম্ব হরিকৃপা মিলি' নহি' সন্তা ॥২

জৌ' রঘুবীর অনুগ্রহ কৌন্হা। তৌ' তুমহ মোহি দরস হঠি দীনহা ॥

স্ননছ বিভীষন প্রভু কৈ রাভী। করি' সদা সেবক পর প্রীতি ॥৩

কহছ কবম মৈ' পরম কুলীন। কপি চঞ্চল সবহৌ' বিধি হীন ॥

প্রাত লেই জো নাম হমার। তেহি দিন ভাহি ন মিলে অহার ॥৪

বাংলা অর্থ—তরক—তর্ক; হঠি—হঠাৎ কারিয়া; হরি দাসনহ মই—হরিভক্তগণের মধ্যে; বড়ভাগী করন—কৃতার্থ করিতে; পহিচানী—পরিচয়; (দো—১)

দোহা— অস মৈ' অধম সখা স্নমু মোহু পর রঘুবীর ।
কীম্‌হী' রূপা স্মরি গুন ভরে বিলোচন নীর ॥৭॥

পত্নাহ্বাদ

চৌ—শুন হে পবন-সুত ! যে দশা আমার । দন্ত-রাজি-মাঝে যথা জিহবার বিস্তার
ওহে তাত ! কভু মোরে জানিয়া অনাথ । রূপালু হবেন না কি রবি-কুলাধ ॥১
হামস শরীর তাহে সাধন-বজ্জিত । তাঁ'র পাদ-পদ্মে প্রীতি না রাখি এ' চিত ॥
এবে কিন্তু আশা রাখি ওহে হনুমন্ ! হরি-রূপা বিনা নহে সাধু-সমাগম ॥২
রাম রূপাপর ধ্রুব এবে মমো'পরি । তাই দিলে দরশন নিজে ইচ্ছা করি' ॥
কপি কন—বিভীষণ শুন প্রভু-রীতি । রাম রঞ্জে তা'রে যার ভক্ত'পরে প্রীতি ॥৩
কহত আমি বা কোন্ পরম কুলীন । চঞ্চলতা মম গুণ সর্ববিধি-হীন ॥
প্রাতঃকালে নাম কেহ লইলে আমার । সেই দিন তা'র নাহি মিলিবে আহার ॥৪
দোহা— শুন আমি হেন নীচ সখা তাঁ'র রূপা'পর তবু রঘুবীর ।

হেনমতে স্মরি' রাম গুণগ্রাম দু'টি আঁখি ভরে তা'র নীর ॥৭

মূল

চৌ—জানতহুঁ অস স্বামী বিসারী । ফিরহি' তে কাহে ন হোহি' দুখারী ॥
এহি বিধি কহত রাম গুন গ্রাম । পাবা অনির্ব্যচ্য বিশ্রাম ॥১
পুনি সব কথা বিভীষণ কহী । জেহি বিধি জনকসুতা তহঁ রহী ॥
তব হনুমন্তু কহা স্নমু ভ্রাতা । দেখা চহউ' জানকী মাতা ॥২
জুগুতি বিভীষণ সকল স্মনাঈ । চলেউ পবনসুত বিদা করাই ॥
করি সেই রূপ গয়উ পুনি তহঁ । বন অসোক সীতা রহ জহঁ ॥৩
দেখি মনহি মর্ছ' কৌনহ প্রনাম । বৈঠেহি বীতি জাত মিসি জামা ॥
রূস তনু সীস জটা এক বেনী । জপতি হৃদয়' রঘুপতি গুন শ্রেনী ॥৪

দোহা— নিজ পদ' নয়ন দিএ' মন রাম পদ কমল লীন ।

পরম দুখা ভা পবনসুত দেখি জানকী দীন ॥৮॥

পত্নাহ্বাদ

চৌ—জানিয়া এহেন স্বামী হুয় জন ভুলিবে । বিষয় তাহারে কেন দুঃখ নাহি দিবে ?
হেন মতে কহে যদা রাম-গুণগ্রাম । লভে কপি বাক্যাতীত মানস-বিশ্রাম ॥১

বাংলা অর্থ—রহনি—স্থিতি, অবস্থা ; দসনম্‌হি মই—দন্তগণের মধ্যে ; বিচারী—
বেচারি ; কবন—কোন ; ভরোস—ভরসা, আশা ; (দো—৭)

বাংলা অর্থ—বিসারী—ভুলিয়া ; ফিরহি'—চলিফেরা করে ; অনির্ব্যচ্য—অনির্ক-
চনীয় ; জুগুতি—যুক্তি, উপায় ; বিদা করাই—বিদায় লইয়া ; তহঁ—সেখায় ; জহঁ—
যেখায় ; বীতি জাত—চলিয়া গেল ; জামা—যাম, প্রহর ; বেনী—বেণী ; (দো—৮)

পুন সব কথা তবে কহে বিভীষণ । জনকের স্তুতা সেথা রয়েছে যেমন ॥
 তদা হনুমান কহে শুন ওহে ভ্রাতা ! দেখিবারে চাই কোথা মম সীতা মাতা ॥২
 বিভীষণ শুনাইলা সকল উপায় । চলিলা পবন-স্তুত লইয়া বিদায় ॥
 পূর্বরূপ ধরি' পুন সেথায় চলিলা । অশোক কাননে যেথা জানকী আছিল ॥৩
 দেখি' মনে মনে তাঁরে করিল প্রণাম । বসি' তাঁর চ'লে গেল নিশি টারি যায় ॥
 শিরে জটা এক বেণী কুশ তাঁর কায়া । মনে মনে জপে রাম-গুণ রাম-জায়া ॥৪
 দোহা— নিজ পদ-পানে নয়ন রাখিয়া মন রাম পাদ-পদ্মে লীন ।

অতি দুখ পা'ন পবন তনয় দেখি' নিজে জানকীরে দীন ॥৮॥

মূল

চৌ— তরু পল্লব মছ' রহা লুকাই । করই বিচার করোঁ কা ভাই ॥
 তেহি অবসর রাবনু তই আবা । সঙ্গ নারি বহু কিএ' বনাবা ॥১
 বহু বিধ খল সীতাই সমুঝাবা । সাম দান ভয় ভেদ দেখাবা ॥
 কহ রাবনু স্নু স্নুখি সয়ানী । মন্দোদরী আদি সব রানী ॥২
 তব অনুচরী কর' পন মোরা । এক বার বিলোকু মম ওরা ॥
 তুন ধরি ওট কহাতি বৈদেহী । স্মিরি অবধপতি পরম সনেহী ॥৩
 স্নু দসমুখ খণ্ডোত প্রকাশ । কবছ' কি নলিনী করই বিকাশ ॥
 অস মন সমুঝু কহতি জানকী । খল স্নুপি নহি' রঘুবীর বাম কী ॥৪
 সঠ স্নেহ' হরি আনেহি মোহী । অধম নিলজ্জ লাজ নহি' তোহী ॥৫
 দোহা— আপুহি স্নুনি খণ্ডোত সম রামহি ভানু সমান ।

পরম বচন স্নুনি কাটি অসি বোলা অতি খিসিআন ॥৯॥

পত্নানুবাদ

চৌ—তরুর পল্লব মানে আপনি লুকায়। বিচারিলা—দুঃখ-মাশে কি আছে উপায়?
 সেই অবসরে তথা আসিল রাবণ । বহু সাজ-সজ্জা তার সঙ্গে নারীগণ ॥১
 বিবিধ প্রকারে খল সীতারে বুঝায় । সাম-দান-ভয়-ভেদ তাঁহারে দেখায় ॥
 স্নুখি চতুরা ! শুন, কহিল রাবণ । মন্দোদরী আদি যত শ্রেষ্ঠ রানীগণ ॥২
 তব অনুচরী করি—এই মম পণ । একবার মোর পানে কর বিলোকন ॥
 বৈদেহী! স্নুখে তুণ আবরণ ধরি' । ক'ন—অতি স্নেহশীল রঘুনাথে স্মরি' ॥৩
 শুন ওহে দশানন ! খণ্ডোত-প্রকাশ । করিতে পারিবে কভু নলিনী-বিকাশ ?
 সীতা ক'ন—মনে যেন রাখ এই জ্ঞান । খল-জন-দর্প নাশে রঘুবীর-বাণ ॥৪
 একাকিনী পেয়ে মোরে হরিয়া আনিলি । অধম নিলাজ কিছু লাজ না ধরিলি ॥৫

বাংলা অর্থ—বানাবা কিএ'—সমজিত হইয়া; সয়ানী—বুদ্ধিমত্তা; ওরা—দিক্;
 ওট—আবরণ-বরূপ; খণ্ডোত প্রকাশ—জ্ঞানাকির আলো-তলা; সমুঝু—বুঝিবে; স্নুপি
 —সংবাদ; কাটি—উদ্ধৃত করিয়া; খিসিআন—ক্রুদ্ধ; স্নু—শোন; (দো—৯)

দোহা— নিজেরে শুনিয়া খড়্গোত-সমান রঘুবীরে রবির সমান।

ক্রুর-বাক্য শুনি' কোষ-মুক্ত অসি কহে বাক্য অতি ক্রোধবান্ ॥৯॥

মৃগ

চো—সীতা তৈঁ মম কৃত অপমান। কটিহউঁ তব সির কঠিন কৃপাম।

নাহিঁ ত সপদি মানু মম বানী। স্মৃথি হোতি ন ত জীবন হানী ॥১॥

শ্রাম সরোজ দাম সম সুন্দর। প্রভু ভুজ করি কর সম দসকঙ্কর ॥

সে। ভুজ কর্তৃ কি তব অসি ঘোর। স্মৃ সঠ অস প্রবান পন মোর। ॥২॥

চন্দ্রহাস হরু মম পরিভার্প। রঘুপতি বিরহ অনল সজ্জাত ॥

সীতল নিসিত বহসি বর ধার। কহ সীতা হরু মম দুখ ভার। ॥৩॥

স্বনত বচন পুনি মারন ধাব। ময়তনয়া' কহি নীতি বুঝাব।

কহেসি সকল নিসিচরিন্হ বোলাই। সীতাহি বহু বিধি ত্রাসহ জাই ॥৪॥

মাস দিবস মছ' কহা ন মান। তৌ' মৈ' মারবি কাড়ি কৃপান। ৫

দোহা— ভবন গয়উ দসকঙ্কর ইহঁ। পিসাচিনি বন্দ।

সীতাহি ত্রাস দেখাবহিঁ ধরহিঁ রূপ বহু মন্দ ॥১০॥

পঞ্চানন্দ

চো—সীতা মোরে জর্জরিলে হেন অপমানে। কাটিব তোমার শির কঠিন কৃপাণে ॥

নহে ত' এখনি তুমি মানো মম বানী। না মানিলে হে স্মৃথি! তব প্রাণ-হানি ॥১॥

শ্রামল সরোজ-মালা-সমান সুন্দর। প্রভু-ভুজ হে রাবণ। সম করি-কর ॥

সেই ভুজ কর্তে কিম্বা তব অসি ঘোর। শুন শঠ! এই স্থির পণ জেনো মোর ॥২॥

ওহে তরবারি! হর পরিভাপ মম। রামের বিরহ যেন অনলের সম ॥

সীতল শাগিত জানি তব ক্ষুরধার। কহে সীতা—তুমি হর মম দুখভার ॥৩॥

শুনিয়া রাবণ পুন মারিতে ধাইল। মন্দোদরী নীতি কহি' তারে বুঝাইল ॥

রাক্ষসীগণেরে ডাকি' দশানন কয়। তোমরা সীতারে গিয়া দেখাইবে ভয় ॥৪॥

এক মাস মাঝে যদি কথা নাহি মানে। তা'হলে তাহারে আমি মরিব কৃপাণে ॥৫॥

দোহা— চলিল ভবন তদা দশানন রহে সেখা পিশাচনী-দলে।

ভয় দেখাইতে লাগিল সীতারে বহুরূপ ধরিয়া সকলে ॥১০॥

*

মৃগ

চো—ত্রিজটা নাম রাচ্ছদৌ এক। রাম চরন রতি নিপুন বিবেক।

সবনহৌ বোলি স্নানাএসি সপনা। সীতাহি সেই করছ হিত অপনা ॥১॥

বাংলা অর্থ—সপদি—এইক্ষণ; মানু—মাছু বর; শ্রাম—শ্রামবর্ণ; সরোজ দাম

—পদ্মমালা; করি কর—হস্ততত্ত; প্রবান—প্রমাণ; চন্দ্রহাস—তরবারি; নিসিত—

শাগিত দেওয়া; ধার—ধার; ময়তনয়া—ময়দানবের পুত্রী (মন্দোদরী); কহা—কথা;

কাড়ি—উন্মুক্ত করিয়া; হরু—হরণ কর; হোতি—হইবে; (দো—১০)

সপনে বানর লক্ষা জারী । জাতুধান সেনা সব মারী ॥
 খর আরুঢ় নগন দসসীস । মুণ্ডিত সির খণ্ডিত ভুজ বীস ॥২
 এহি বিধি সো দচ্ছিন দিসি জাঈ । লক্ষা মনহু' বিভীষন পাঈ ॥
 নগর কিরি রঘুবীর দোহাঈ । তব প্রভু সীতা বোলি পঠাঈ ॥৩
 যহ সপনা মৈ' কহউ' পুকারী । হোইহি সত্য গএ' দিন চারী ॥
 তাসু বচন সুনি তে সব ডরী' । জনকসুতা কে চরননহি পরী' ॥৪
 দোহা— জই তই গঈ সকল তব সীতা কর মন সোচ ।

মাস দিবস বীঠে মোহি মারিহি নিসিচর পোচ ॥১১॥

পঞ্চাশ্রবান

চো—ত্রিজটা নামেতে ছিল এক নিশাচরী । বিচারে নিপুণ রাম-পদে নতি ভারি ।
 সবারে ডাকিয়া নিজ শুনায় স্বপন । সীতা সেবি' কর সবে স্বশুভ-সাধন ॥১
 স্বপ্নে হেরে—কপি এক লক্ষা জালাইল । নিশাচর সেনা যত সবারে হানিল ॥
 গর্দভে আরুঢ় লগ্ন রহে দশশির । কুড়িটি খণ্ডিত বাহু মুণ্ডিত সে শির ॥২
 হেল মতে যমপুরে করে সে গমন । লক্ষারাজ্য অধিকার করে বিভীষণ ॥
 রঘুবীর গুণ-গানে নগর ভরিল । প্রভু জানকীয়ে যেন ডাকিতে কহিল ॥৩
 এই স্বপ্ন সত্য আমি কহিনু ঘোষিয়া । ছ'চার দিবস মাঝে যাইবে ফলিয়া ॥
 তাহার বচন শুনি' সবে ভয় পায় । নত করে শির সবে জানকীর পায় ॥৪
 দোহা— ত্যজিল সেস্থান সকলে যখন চিন্তা'পর হয় জানকীর মন—
 এক মাস কাল গত হ'লে পরে নিশাচর মোরে করিবে হনন ॥১১॥

মুণ

চো—ত্রিজটা সন বোলী' কর জোরী । মাতু বিপতি সঙ্গিন তৈ' মোরী ॥
 তজো' দেহ করু বেগি উপাঈ । দুসহ বিরহ অব নহি' সহি জাঈ ॥১
 আনি কাঠ রচু চিতা বনাঈ । মাতু অনল পুনি দেহি লগাঈ ॥
 সত্য করাহি মম প্রীতি সন্নানী । সুনৈ কো শ্রবন সুল'সম বানী ॥২
 সুনত বচন পদ গহি' সমুঝাএসি । প্রভু প্রতাপ বল সজসু সুনাএসি ॥
 নিসি ন অনল মিল স্নহু স্নকুমারী । অস কহি সো নিজ ভবন সিধারী ॥৩
 কহ সীতা বিধি তা প্রতিফুলা । মিলিহি ন পাব'ক মিটিহি ন সূলা ॥
 দেখিঅত প্রগট গগন অজার । অবনি ন আবত একউ তারী ॥৪
 পাবকময় সসি অবত ন আগী । মানহু' মোহি জানি হতভাগী ॥
 সুনহি বিনয় মম বিটপ অসোকা । সত্য নাম করু হরু মম সোকা ॥৫

বাংলা অর্থ—বোলি—ডাকিয়া; সপনা—স্বপ্ন; সেই—সেবা করিয়া; জারী—
 পোড়াইয়া বিয়াছে; জাতুধান—রাক্ষস (বাতুধান); নগন—নয়; খর—গর্দভ; দচ্ছিন
 দিসি—স্বপ্নপুরের দিকে; দোহাঈ—জগা; ডরী—ভয় পাইল; পোচ—হীন; (দো—১১)

নুতন কিসলয় অনল সমান। দেখি অগ্নিনি জনি করছি মিদান।
 দেখি পরম বিরহাকুল সীতা। সো ছন কপিহি কলপ সম বীতা ॥৬
 দোহা— কপি করি হৃদয় বিচার দীর্ঘহি মুজিকা ডারি তব।
 জন্ম অসোক অঙ্গার দীর্ঘহি হরষি উঠি কর গছেউ ॥১২॥

পঞ্চাশ্বাদ

চৌ—যুক্ত করে ক'ন সীতা ত্রিজটার সনে। বিপৎ-সঙ্গিনী মোরে জানো তুমি মনে
 তনু ত্যজিবার স্বরা করহ উপায়। দুঃসহ বিরহ এবে সহ্য নাহি যায় ॥১
 কাষ্ঠ আনি' নিজ হস্তে রচ তুমি চিতা। বহি জ্বালাইয়া মাতঃ! দাহ কর সীতা ॥
 হে চতুরে! তাই কর যাহে প্রীতি মম। কে বল শুনবে রাবণ-বাণী শূল-সম? ২
 কথা শুনি' পদে ধরি' তাঁরে বুঝাইল। প্রভুর প্রোতাপ-ঘণ-শক্তি শুমাইল ॥
 হে সীতে! নিশিথে অগ্নি পাইব কোথায়? ইহা কহি স্বভবনে সোজা চলি' যায় ॥৩
 সীতা ক'ন এবে বিধি হ'ন প্রতিকূল। মিলিবে না অগ্নি তাই মিটিবে না শূল ॥
 আকাশে জ্বলিছে তারা! অঙ্গার যেমন। ধরাতে একটি তারা না' দেখি এখন ॥৪
 অগ্নিময় শশী তবু অগ্নি নাহি করে। হতভাগ্য জানি' মোরে এহেন আচরে ॥
 শুনহ বিনতি মম হে তরু অশোক! তব নাম সত্য করে। হর মম শোক ॥৫
 নুতন যে কিশলয় তাহা অগ্নি-সম। অগ্নি মোরে দাও—দুখ না দিও চরম ॥
 পরম বিরহাকুল হেরে সে সীতায়। দুঃখ-ক্ষণ হনু-কাছে কল্প-সম যায় ॥৬
 দোহা— কপি মনে মনে করিয়া বিচার অঙ্গুরী নিক্ষেপ করিল উখন।
 অশোক অঙ্গার দান করে যেন সীতা হরষিতা করিল গ্রহণ ॥১২॥

মূল

চৌ—তব দেখি মুজিকা মনোহর। রাম নাম অঙ্কিত অতি সুন্দর ॥
 চকিত চিতব মূদরী পহিচানী। হরষ বিবাদ হৃদয় অকুলানী ॥১
 জীতি কো সকই অঙ্গয় রঘুরাজি। মায়া তেঁ অসি রচি নহি' জাজি ॥
 সীতা মন বিচার কর নানা। মধুর বচন বোলেউ হনুমান ॥২
 রামচন্দ্র গুন বরনৈ' লাগ। সুনতহি' সীতা কর দুখ ভাগ ॥
 লাগী' সুনৈ' শ্রবন মনল্লাজি। আদিছ তেঁ সব কথা সুনাজি ॥
 শ্রবনামৃত জেহি' কথা স্নহাজি। কহী সো প্রগট হোতি কিন ভাজি ॥
 তব হনুমন্ত নিকট চলি গয়উ। ফিরি বৈঠা' মন বিসময় ভয়উ ॥৪
 রাম দূত মৈ' মাতু জানকী। সত্য সপথ করুনানিধান কী ॥
 যহ মুজিকা মাতু মৈ' আনী। দীর্ঘহি রাম তুমহ কই সহিদানী ॥৫

বাংলা অর্থ—রচু—রচনা কর; তৈঁ—তুমি; করু—কর; করহি—কর; সমুখা-
 এসি—বুঝাইলেন; সিধারী—চলিয়া গেলেন; দেখিয়ত—দেখা যাইতেছে; নিদান—
 শেব গীমা; মুজিকা—মাংটি; ডারি—ফেলিয়া; কিসলয়—কচি পাতা; (দো—১২)

নর বানরহি সজ্জ কহ কৈসে । কহী কথা ভই সজ্জি জৈসে ॥৬
 দোহা— কপি কে বচন সপ্রেম স্ননি উপজা মন বিশ্বাস ।
 জানা মন ক্রম বচন যহ কৃপাসিদ্ধ কর দাস ॥১৩॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ—অঙ্গুরী হেরেন সীতা অতি মনোহর । রাম নাগ বিভূষিত অতীব সুন্দর ॥
 চকিত অঙ্গুরী হেরি' বুঝে পরিচয় । হরষে বিষাদে হিয়া আকুলিত হয় ॥১
 কে জিনিতে পারে বল অজ্ঞেয় রাঘব ? মায়াতে রচিত নাহি তাঁর অবয়ব ॥
 নানা কথা বিচারিছে জানকীর মন । হুমুমান কয় তবে মধুর বচন ॥২
 রামচন্দ্র-গুণ-গাঁথা করিল বর্ণন । শুনিয়া সীতার দুখ হইল মোচন ॥
 শুনিতে লাগিল সব কান, মন দিয়া । আদি হ'তে সব কথা দিল শুনাইয়া ॥৩
 কামে স্নখা-সম চারু স্ননি' কথা যা'র । হে ভ্রাতঃ ! এস না কেন সম্মুখে আমার ?
 হুমুমান্ তবে তাঁ'র নিকটে চলিলা । মুখ ফিরি' বসি' সীতা বিশ্বাস মানিলা ॥৪
 হে মাতঃ জানকী ! মোরে রাম-দূত জানো । করুণা-নিধান-নামে দিব্য লই মানো
 এই অঙ্গুরীয় মাতঃ ! আনীত আমার । ত্রীরাগের দান ইহা স্বাক্ষর তাঁহার ॥৫
 একত্র বানর-নর কহত কেমনে । তাহা কহি এবে শুন মিলন যেমনে ॥৬
 দোহা— উপজিল স্ননি' মনেতে বিশ্বাস প্রেম-ভরা হমুর বচন ।

জানি' নিল তা'রে কাম-মনো-বাক্যে কৃপাসিদ্ধ-ভক্ত একজন ॥১৩॥

মূল

চৌ—হরিজন জানি প্রীতি অতি গাঢ়ী । সজল নয়ন পুলকাবলি বাঢ়ী ॥
 বুড়ত বিরহ জলধি হুমুমান । ভয়হু তাত মো কহু জলজানা ॥১
 অব কহ কুসল জাউ' বলিহারী । অনুজ সহিত স্নখ ভবন খরারী ॥
 কোমলচিত কুপাল রঘুরাজ । কপি কেহি হেতু ধরী নিষ্ঠুরাজ ॥২
 সহজ বানি সেবক স্নখদায়ক । কবহু'ক সুরতি করত রঘুনাথক ॥
 কবহু' নয়ন মম সীতল তাত । হোইহু' নিরখি শ্রাম যুত গাতা ॥৩
 বচনু ন আব নয়ন ভরে বারী । অহহ নাথ হো' নিপট বিসারী ॥
 দেখি পরম বিরহাকুল সীতা । বোলা কপি যুত বচন বিনীতা ॥৪
 মাতু কুসল প্রভু অনুজ সমেতা । তব দুখ দুখী স্নকৃপা নিকেতা ॥
 জনি জননী মানহু জিয়' উন । তুমহু তে প্রেমু রাম কেঁ দূনা ॥৫

বাংলা অর্থ—মুদরী—আংটি ; পহিচানা—চিনিগেন ; অকুলানী—আকুল ; অসি—
 এইরূপ ; ভাগা—চলিয়া গেল ; আদিহু—তৈ—প্রথম হইতে ; কিন—কেন না ; ফিরি
 বৈঠা—মুখ ফিরাইয়া বসিগেন ; সহিধানী—স্বাক্ষর বা পরিচয় ; কহী—বলিগেন ; উপজা
 —অগিল ; সজ্জি—মিলন ; দেখিয়ত—দৃষ্ট হইতেছে ; (দো—১৩)

দোহা— রঘুপতি কর সন্দেশ অব স্নান জননী ধরি ধীর ।
অস কহি কপি গদগদ ভয়উ ভরে বিলোচন নীর ॥১৪॥

পদ্মাবাদ

চৌ—হরিজন জানি' প্রীতি গভীর হইল । আঁখি জলে ভ'রে দেহে পুলক ভাঙিল ॥
বিরহ-সাগরে আমি হ'লে মজ্জমান । তুমি জলযান-সম তাত ! হনুমান ॥১
বালাই বাউক, কহ কুশল বচন । সামুজ খরারি যিনি আনন্দ-ভবন ॥
কৃপাময় রঘুরাজ চিন্তে কোমলতা । কি হেতু ধরেন কপি কহ নিষ্ঠুরতা ॥২
অভাবতঃ ভকতের আনন্দ-দায়ক । কভু কি স্মরেন মোরে রঘুর নায়ক ?
কভু তাত ! মম আঁখি হ'বে কি শীতল ? হেরিব কি সে মুরতি শ্যামল-কোমল ?
কথা নাহি সরে বারি ভরিল নয়ন । ওহে নাথ ! একবার না কর স্মরণ ॥
পরম বিরহাকুল হেরিয়া সীতারে ॥ মৃত্যুবাণী কপি কহে সবিনয়ে তাঁ'রে ॥৪
হে মাতঃ ! কুশলী প্রভু অনুজের সন । তব দুখে দুখী র'ন কৃপানিকেতন ॥
হে জননি ! হৃদয়েতে গ্লানি নাহি গানো । তোমা'-চেয়ে রাগ-প্রেম বহুগুণ জানো ॥৫
দোহা— রাঘব বারতা এবে শুন তুমি হে জননি ! ধীরতা ধরিয়।
গদ গদ কণ্ঠে ইহা কহে কপি,—আঁখি গেল বারিতে ভরিয়া ॥১৪॥

মূল

চৌ—কহেউ রাম নিয়োগ তব সীতা । মো' কহ' সকল ভএ বিপরীতা ॥
তব তরু কিসলয় মনহ' কৃসানু । কালিনিসা সম নিসি সসি ভানু ॥১
কুবলয় বিপিন কুস্ত বন সরিসা । বারিদ তপত তেল জলু বরিসা ॥
জে হিত রহে করত তেই পীরা । উরগ স্বাস সম ত্রিবিধ সমীরা ॥২
কহেহু তেঁ কছু দুখ ঘটি হোঈ । কাহি কহোঁ যহ জান ন কোঈ ॥
তহ প্রেম কর মম অরু-তোরা । জানত প্রিয়া একু মনু মোরা ॥৩
সো মনু সদা রহত তোহি পাহী' । জানু প্রীতি রসু এতনেহি মাহী' ॥৪
প্রভু সন্দেশ স্ননত বৈদেহী । মগন প্রেম তন স্পধি নহি' তেহী ॥৪
কহ কপি হৃদয়' ধীৰু ধরু মাতা । স্মরিরু রাম সেবক সুখদাতা ॥
উর আনন্দ রঘুপতি প্রভুতাই । স্ননি মম বচন তজ্জ কদরাজি ॥৫
দোহা— নিসিচর নিকর পতঙ্গ সম রঘুপতি বান কৃসানু ।
জননী হৃদয়' ধীর ধরু জরে নিসিচর জামু ॥১৫॥

বাংলা অর্থ—হরিজন—স্বপ্নানের শেব ; বৃড়ত—মজ্জমান ; মো' কহ'—আমার কাছে ; জলজানা—জলজান, জাহাজ ; নিষ্ঠুরাই—নিষ্ঠুরতা ; স্মরতি করত—স্মরণ করেন ; অহহ নাথ—হা নাথ ! নিপট—একেবারে ; বিসারী হোঁ—বিস্মৃত হইলে ? স্বকৃপা নিকেতা—কৃপাধাম (রামচন্দ্র) ; দুনা—দীনতা ; (দে:—১৪)

চৌ—রাম কহে এবে হেরি' সীতার বিরহে । আমা' সবা'কার সব বিপরীত রহে ॥
 তব-ভর-কিশলয় ভরে অগ্নিছবি । কাল নিশা-সম-রাত্রি শশী যেন রবি ॥১
 পদ্মের কাননে বুঝি ভুলুকেন বন । তপ্ত তৈল মেঘ যেন করে বরিশণ ॥
 ঘেঁই হিতকারী এবে পীড়াদায়ী হয় । ত্রিবিধ সমীর সর্পশ্বাস-সম বয় ॥২
 প্রকাশ করিলে দুঃখ কিছু ক'মে যায় । কা'র কাছে জানাবার স্থান বা কোথায় ?
 তোমার আমার প্রেম কে বল বাখানে ? জানো প্রিয়া মম মন একা তাহে জানে ॥৩
 তোমার নিকট সদা রহে সেই মন । ইহাতে প্রেমের মর্শ্ব বুঝি ফেনন ॥
 প্রভুর বারতা যবে বৈদেহী শুনিল । প্রেমোতে মগন তনু-বোধ না রহিল ॥৪
 কপি কহে হিয়া-আবে ধৈর্য্য ধর মাতা । স্মর রামে যিনি হ'ন ভক্তে সুখদাতা ॥
 হৃদয়েতে স্মর রঘুরাজের প্রভুতা । আমার বচন শুন' ত্যজ কাতরতা ॥৫
 দোহা— রাক্ষস-নিকর পতঙ্গ-সমান রাম-বাণ অগ্নি-সম মানো ।
 হে মাতাঃ ! হিয়াতে ধীরতা ধরিবে দক্ষ হবে নিশাচর জানো ॥১৫॥

মূল

চৌ—জ্যো' রঘুর হোতি স্মৃতি পাই । করতে নহি' বিলম্ব রঘুরাজে ॥
 রাম বান রবি উএ' জানকী । তম বরুথ কই জাতুধান কী ॥১
 অবহি' মাভু মৈ' জাউ' লবাই । প্রভু আয়স্ব নহি' রাম দোহাই ॥
 কছুক দিবস জননী ধরু ধীর । কপিনহ সহিত অইহহি' রঘুবীর ॥২
 নিশিচর মারি তোহি লৈ জৈহহি' । তিছ' পুর নারদাদি জস্ব গৈহহি' ॥
 হৈ' স্মৃত কপি সব তুমহহি সমান । জাতুধান অতি ভট বলবান ॥৩
 মোরৈ' হৃদয় পরম সন্দেহ । স্মনি কপি প্রগট কীন্হি নিজ দেহ ॥
 কনক ভূধরাকার সরীর । সমর ভয়ঙ্কর অভিল বীর ॥৪
 সীতা মন ভরোস তব ভয়উ । পুনি লঘু রূপ পবনসুত লয়উ ॥৫
 দোহা— স্মনু মাতা সাখামুগ নহি' বল বুদ্ধি বিসাল ।
 প্রভু প্রতাপ তে গরুড়হি খাই পরম লঘু ব্যাল ॥১৬॥

বাংলা অর্থ—মনহ'—মনে কর; কুবলয় বিপিন—কমল বন; কুস্ত—ভলুক;
 তপত—উত্তপ্ত; পীরা—পীড়া; শ্বাস—শ্বাস; কহেছ তে—বলিয়া প্রকাশ করিলে;
 ঘটি হোই—কমিয়া যায়; কাহি—কাহাকে; জানু—জানো; তন স্মৃতি—দেহের কথা;
 স্মর—স্মরণ কর; কদরাই—ভীরতা; জরে—অগ্নিয়া বাবে (ক্ষয় হবে); (দো—১৫)

বাংলা অর্থ—পাই হোতি—পাইতেন; করতে—করিতেন; উএ'—উদিত হইলে;
 লবাই জাউ—লইয়া বাই; অইহহি'—আগিবেন; লৈ জৈহহি'—লইয়া বাইবেন;
 গৈহহি'—গাইবেন; সাখামুগ—বানর; ব্যাল—সর্প; খাই—খায়; (দো—১৬)

চৌ—রঘুবীরে বার্তা এই যদি বা পৌঁছিত। এ'কাল বিলম্ব তাঁ'র কতু না ঘটিল ॥
 রাম-বাণ রবি যদি হইত উদিত। নিশাচর-ভয় হেথা নিশ্চয় নাশিত ॥১
 মম ইচ্ছা এখনই তোমা'ল'য়ে যাই। রামের দোহাই কহি—প্রভু-আজ্ঞা নাই ॥
 কিছু দিন হে জননি! ধৈর্য্য ধরি' রহ। পৌঁছিবেন শীঘ্র রাম কপিগণ-সহ ॥২
 তোমা'ল'য়ে যাইবেন মারি' রক্ষোদল। নারদাদি রাম-বশ গাবেন-মঙ্গল ॥
 হে সূত! কপিও সব তোমার সমান। নিশাচর ভারী যোদ্ধা সেনা বলবান ॥৩
 আমার হৃদয়ে রহে পরম সন্দেহ। কপি শুনি' স্ত্রপ্রকট করে নিজ দেহ ॥
 স্নমেক পর্বত-সম তাহার শরীর। সমরে সে ভীতিপ্রদ অতি বলী বীর ॥৪
 জানকীর মনে আশা হইল তখন। পুন লঘুরূপ কপি করিলা ধারণ ॥৫
 দোহা— শুন হে জননি! শাখা-মৃগগণে বল-বুদ্ধি বেশী নাহি ধরে।
 প্রভুর প্রতাপে পারে ততি লঘু সাপেও গরুড়ে ভক্ষিবারে ॥৬॥

সম

চৌ—মম সন্তোষ স্নাত কপি বানী। ভগতি প্রতাপ তেজ বল সানী ॥
 আসিষ দীনহি রামপ্রিয় জান। হোছ তাত বল লীল নিধান ॥১
 অজর অমর শুনিধি সূত হোছ। করছ' বহুত রঘুনায়ক হোছ ॥
 করছ' কৃপা প্রভু অস সূনি কান। নির্ভর প্রেম মগন হনুমান ॥২
 বার বার নাএসি পদ সীসা। বোলা বচন জোরি কর কীসা ॥
 অব কৃতকৃত্য ভয়উ' মৈ' মাতা। আসিষ তব অমোঘ বিখ্যাতা ॥৩
 স্ননছ মাতৃ মোহি অতিসয় ভুখা। লাগি দেখি স্নন্দর ফল রুখা ॥
 স্ননু সূত করহি' বিপিন রুখবারী। পরম স্তম্ভট রজনীচর ভারী ॥৪
 তিনছ কর ভয় মাতা মোহি নাই। জো' তুমহ স্নখ মানছ মন মাই ॥৫
 দোহা— দেখি বুদ্ধি বল নিপুন কপি কহেউ জানকী' জাহ।
 রঘুপতি চরন হৃদয় ধরি তাত মধুর ফল খাহ ॥৬॥

পদ্মাবাদ

চৌ—ভকতি-প্রতাপ-তেজ-বল-ভরা বাণী। কপি মুখে শুনি 'সীতা স্নখ মন মানি' ॥
 রাম-দূত জানি' করে আশিস্ প্রদান। হও বৎস! তুমি বল শীলের নিধান ॥১
 শুনিধি সূত হও অজর অমর। রঘুনাথ তোমা'পরে হোন্ কৃপাপর ॥
 প্রভু কৃপা করিবেন করিয়া শ্রবণ। হনুমান অতি প্রেমে হইলা মগন ॥২

বাংলা অর্থ—হোছ—হও; নাএসি—নত করিলেন; কর জোরি—হাত ষোড়
 করিয়া; ভুখা—ভুখা; লাগি—লাগিল; তিনছ কর—তাহাদের; জাহ—যাও; খাহ—
 খাও; কীসা—হনুমান; রুখবারী—রক্ষক; (দো—১৭)

বার বার তাঁর পদে শির নত করে। কহিলা বচন পুন তাঁরে যুক্ত করে ॥
 এবে রুতরুতা আমি হইলাম মাতঃ! ভোমার আশিলু জানি অমোঘ বিখ্যাত ॥৩
 শুন মাতঃ! ক্ষুধা মম লাগে অতিশয়। হেরি চারু ফলবান বিটপি-নিচয় ॥
 শুন শুন! রক্ষিগণ রহে বন-মাঝ। নিশাচর শূনি' পুন ভারী যুদ্ধ-বাজ ॥৪
 তাহা হ'তে ভয় মাতঃ! নাহিক আমার। যদি তুমি স্মৃথ মান মনের মাঝার ॥৫
 দোহা— দেখি' বৃদ্ধি বল কপি-নিপুণতা কহিলা জানকী— তুমি যাও।
 রঘুপতি-পদ হৃদয়ে ধরিয়া হে তাত! মধুর ফল খাও ॥১৭॥

মৃগ

চৌ—চলেউ নাই সির পৈঠেউ বাগা। ফল খাএসি তরু ভোরো' লাগা ॥
 রহে তহাঁ বহু ভট রখবারে। কছু মারেসি কছু জাই পুকারে ॥১
 নাথ এক আবা কপি ভারী। তেহি' অসোক বাটিকা উজারী ॥
 খায়েসি ফল অরু বিটপ উপারে। রচ্চক মদি মদি মহি ডারে ॥২
 সুন রাবন পঠএ ভট নানা। তিন্হহি দেখি গজো'উ হনুমান ॥
 সব রজনীচর কপি স'থারে। গএ পুকারত কছু অধমারে ॥৩
 পুনি পঠয়উ তেহি' অচ্চকুমার। চলা সজ লৈ সুষট অপারা ॥
 আবত দেখি বিটপ গছি তজ্জা। তাহি নিপাতি মহাঘুনি গজা ॥৪
 দোহা— কছু মারেসি কছু মর্দেসি কছু মিলএসি ধরি ধুরি।
 কছু পুনি জাই পুকারে প্রভু মর্কট বল ভুরি ॥১৮॥

পত্নাহুবাধ

চৌ—শির নত করি' চলি' বনে প্রবেশিল। ফল ভুজি' তরু-শাখা ভাজিতে লাগিল
 সেনানী-রক্ষক সেথা অনেক আছিল। কিছু মরে কিছু গিয়া সমাচার দিল ॥১
 নাথ! এক আসিয়াছে কপি অতি ভারী। অশোক বাটিকা সেই দিতেছে উজাড়ি
 ফল খায় আর বৃক্ষ উপাড়িয়া দেয়। রক্ষকে মর্দন করি' ফেলিছে ধরায় ॥২
 বহু সেনা পাঠাইল শুনিয়া রাবণ। হেরি' সবে হনুমান কারিল গজ্জন ॥
 নিশাচর-দলে কপি সংহার করিল। কিছু অর্জয়ত তারা ফুকারি ধাইল ॥৩
 প্রেমিল রাবণ অক্ষনামক কুমার। সে চলিল সঙ্গে ঈ'য়ে সেনানী অপার ॥
 ভোর হেরি' বৃক্ষ তুলি' করিলা তজ্জন। মারি' তারে মহাশব্দে করিলা গজ্জন ॥
 দোহা— কাহারে মারিল কাহারে মর্দিল লুটাইল কা'রে ধুলি'পর।
 কেহ বা ফুকারে হে প্রভু! জানিবে মর্কটেরে অতি শক্তিধর ॥১৮॥

বাংলা অর্থ—পৈঠেউ—প্রবেশ করিল; বাগা—বাগিচা, ফলফুলের বন; পুকারে—
 চীৎকার করিয়া বলিল; উজারী—উজাড় (ধ্বংস) করিল; উপারে—উড়াইয়া দিল;
 অধমারে—অধমার; তজ্জা—তজ্জন কারল; নিপাতি—নিপাত (ধ্বংস) করিয়া; ধুরি
 মিল এসি—বাটিতে মিশাইয়া দিল; অচ্চকুমার—অক্ষর কুমার (রাবণ পুত্র); (দো—১৮)

চৌ—সুনি স্তব বধ লঙ্কেশ রিসানা। পঠিএসি মেঘনাদ বলবান। ॥
 মারসি জনি স্তব বাঁধেসি তাহী। দেখিঅ কপিহি কহী কর আহী ॥১
 চলা ইন্দ্রজিত অতুলিত জোধা। বন্ধু নিধন সুনি উপজা ক্রোধ ॥
 কপি দেখা দারুন ভট আবা। কটকটাই গর্জা অরু ধাবা ॥২
 অতি বিসাল তরু এক উপারা। বিরথ কীম্হ লঙ্কেশ কুমারা ॥
 রহে মহাভট তাকে সঙ্গা। গহি গহি কপি মর্দাই নিজ অঙ্গা ॥৩
 তিন্হহি নিপাতি তাহি সন বাজা। ভিরে জুগল মানহঁ গজরাজা ॥
 মুঠিকা মারি চচা তরু জাজি। তাহি এক ছন মুরুছা আঙ্গি ॥৪
 উঠি বহোরি কীম্হসি বহু মায়া। জীতি ন জাই প্রেভঞ্জন জায়া ॥৫
 দোহা— ব্রহ্ম অস্ত্র তেহি সাঁধা কপি মন কীম্হ বিচার।
 জৌ ন ব্রহ্মসর মানউঁ মহিমা মিটই অপার ॥১০॥

পদ্মাবতী

চৌ—স্তব-বধে অতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে দশানন। মহাবলী মেঘনাদে করিল। প্রেরণ ॥
 হে পুত্র! প্রাণে না মারি' বাঁধি আন তায়। কপিরে দেখিব, তা'র আবাস কোথায়?
 ইন্দ্রজিৎ যোদ্ধা চলে তুল্য নাহি যা'র। ভ্রাতৃহত্যা শুনি' ক্রোধ উপজিল তা'র ॥
 কপি হেরে ভারী যোদ্ধা এসেছে সেখায়। নিদারুণ গরাজিয়া তা'র পানে ধায় ॥২
 অতীব বিশাল তরু একটী উপাড়ে। লঙ্কেশ তনয়-রথ ভাঙ্গিল প্রহারে ॥
 আর মহাভট যত ছিল তার সঙ্গে। ধরিয়া ধরিয়া তারে পিষে নিজ অঙ্গে ॥৩
 সবা'কারে হানি' করে যুদ্ধ তা'র সন। যেন দু'টি গজরাজ যুদ্ধেতে লগন ॥
 মুষ্ট্যাঘাত করি' কপি চড়ে বৃক্ষ'পরে। মূর্ছা অভিভূত যেন হল ক্ষণতরে ॥৪
 উঠি' পুন বহুবিধি মায়া বিরচিল। পবন তনয়ে কিন্তু জিনিতে নারিল ॥৫
 দোহা— ব্রহ্ম অস্ত্র তারে করিল সন্ধান কপি মনে করিল বিচার।
 যদি ব্রহ্মশরে করি লবহেলা। টুটে তার মহিমা অপার ॥১০॥

মূল

চৌ—ব্রহ্মবান কপি কহঁ তেহঁ মার। পরতিহঁ বার কটকু সংঘারা ॥
 তেহঁ দেখা কপি মুরুছিত ভয়উ। নাগপাস বাঁধেসি লৈ গয়উ ॥১
 জাসু নাম জপি সুনহু ভবানী। ভব বন্ধন কাটহঁ নর গ্যানী ॥
 তাসু দূত কি বন্ধ তরু আবা। প্রভু কারজ লগি কপিহঁ বন্ধাবা ॥২

বাংলা অর্থ—রিসানা—ক্রুদ্ধ হইল, আহী—আসিল; কটকটাই—কঠোর ধ্বনি
 করিয়া; বিরথ—রথ শূন্য; মর্দাই—মর্দন করিল; বাজা—যুদ্ধ করিল; ভিরে—মিলিত
 হইয়াছে; মুঠিকা—মুষ্ট্যাঘাত; এক ছন—এক মূর্ত্তি; প্রেভঞ্জন জায়া—পবননন্দন
 (হনুমান); সাঁধা—সন্ধান করিল; মিটই—বুঝা বাইবে; মুরুছা—মূর্ছা; (দো—১০)

কপি বন্ধন স্থানি নিসিচর ধাঞ। কোতুক লাগি সভা' সব আঞ ॥
 দসমুখ সভা দীখি কপি জাঞ। কহি ন জাই কছু অতি প্রভুতাঞ ॥৩
 কর জোরে' সুর দিসিপি বিনীত। ভুকুটি বিলোকিত সকল সভীত। ॥
 দেখি প্রতাপ ন কপি মন সঙ্ক। জিমি অহিগন' মছ' গরুড় অসঙ্ক ॥৪
 দোহা— কপিহি বিলোকি দশানন বিহসা কহি দুর্বাদ।
 স্নত বধ সুরতি কীন্হি পুনি উপজা হৃদয়' বিষাদ ॥২০॥

গজানুবাদ

চো—ইন্দ্রজিৎ ব্রজবাণ কপিরে হ'নিল। কপি পড়িবার কালে সৈন্য সংহারিল ॥
 মুচ্ছিত হইতে যদা কপিরে হেরিল। তারে নাগপাশে ব'ধি লইয়া চলিল ॥১
 শুন উমা! যার নাম অপের কারণ। জ্ঞানবান্ নয় কাটে ভবের বন্ধন ॥
 তাঁ'র দূতে বন্ধন কে পারিবে করিতে? প্রভু-কাজে দেয় কপি আপনা বাঁধিতে ॥২
 কপির বন্ধন শুনি' দশানন ধায়। কোতুকে সভায় সবে আসিয়া পৌঁছায় ॥
 রাবণ সভাতে আসি' হেরিল বানরে। রাবণ-ঐখর্য্য ভুরি কে বর্ণিতে পারে? ॥৩
 যুক্ত করে দিকপাল দেবতা বিনীত। রাবণ-জ্রুকুটি হেরে হয়ে ভয়ে ভীত ॥
 তাহা হেরি' কপি মনে ভয় নাহি হয়। অহিগণ-মাঝে যথা গরুড় নির্ভয় ॥৪
 দোহা— কপিরে বিলোকি' দশানন হাসি' কটু বাণী তাহারে কহিল।
 স্নত-বধ সুরি' হৃদয়-মাঝারে পুন ত'ার ক্রোধ উপজিল ॥২০॥

মূল

চো—কহ লঙ্কেশ কবন তেঁ কীস।। কহি কেঁ বল ঘালেহি বন খাস। ॥
 কাণো' শ্রবন স্নমেনি নহি' মোহী। দেখউ' অসি অসঙ্ক সঠ তোহী ॥১
 মারে নিসিচর কেহি' অপরাধ। কছ সঠ তোহি ন প্রান কহ বাধা ॥
 স্ননু রাবন ব্রজাণু নিকায়। পাই জাস্ন বল বিরচতি মায়া ২
 জাকৈ' বল বিরঞ্চি হরি জৈস। পালত সজত হরত দসসীস। ॥
 জা বল সীস ধরত সহসানন। অণুকোস সমেত গিরি কানন ॥৩
 ধরই জো বিবিধ দেহ সুরভাত। তুমহ সে সঠনহ সিখাবনু দাত। ॥
 হর কোদণ্ড কঠিন জেহি' ভঞ্জ। তেহি সমেত নুঁপ দল মদ গঞ্জ ॥৪
 খর দুখন ত্রিসিরা অরু বালী। বধে সকল অতুলিত বলসালী ॥৫
 দোহা— জাকে বল লবলেস তেঁ জিতেছ চরাচর বারি।
 তাস্ন দূত মৈ' জা করি হরি আনেছ প্রিয় নারি ॥২১॥

বাংলা অর্থ—পরভিহ' বার—পড়িবার সময়; কাটহি'—কাটিয়া যায়; বঁধাবা—
 বন্ধন করিল; দিশিপি—দিকপাল; বিহসা—হাস্ত করিল; দুর্বাদ—কটুবাণ্য; সুরতি
 কিম্বহ—সরণ করিলেন; ভুকুটি—জ্রুকুটি; কটকু—গৈরু; দো—২০)

চো—সঙ্কেশ কহিল কপি কোথা' তোর স্থান? উজাড়িস বন কা'র বলে বলীয়ারী? মোর কথা অজ্ঞে নাহি করিলি শ্রবণ। তোরে যে নিশঙ্ক বৃত্ত হেরিছু এখনি ॥১॥ হানিলি কি দোষে তুই নিশাচরগণ? বল শঠ! তাহে তব নানব পরাণ ॥ শুন হে রাবণ! এই বিশ্ব চরাচর। মামাবলে যাঁর সৃষ্ট আমি তাঁর চর ॥২॥

হনু মানের উক্তি

যাঁর বলে বলী'ত্রজ্ঞা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। পালে সৃজে তথা নাশে ওহে নিশাচর ॥ যাঁ'র বলে শিরে ধরে সহস্র আনন। ত্রজ্ঞাও সমেত যত গিরি ও কানন ॥৩॥ যিনি বহু কাম্য পরি' হন সুর-ত্রাতা। তোর মত শঠ-জনে যিনি শিক্ষাদাতা ॥ কঠিন মহেশ-ধনু যিনি ভগ্নকারী। সেই সাথে নৃপদল-অভিমান-হারী ॥৪॥ ত্রিশিরা, দূষণ, খর তথা বলী বালী। সবারে নাশেন যিনি অতি বলশালী ॥৫॥ দোহা— বল লবলেশ যাঁহা হ'তে লভি' জিনিলি সকল চরাচর।

যাঁ'র প্রিয় নারী হরিয়া আনিলি আমারে জানিস তাঁ'র চর ॥২১॥

মৃগ

চো—জানউ' মৈ' তুমহারি প্রভুতাজি। সহসবাহু সন পরী লরাজি ॥ সমর বালি সন করি জয় পাবা। স্ত্রনি কপি বচন বিহাসি বিহরাবা ॥১॥ খায়উ' ফল প্রভু লাগী ভুঁ'খা। কপি স্ত্রভাব তেঁ তোরেউ' রুখা ॥ সব কেঁ দেহ পরম প্রিয় স্বামী। মারহি' মোহি কুমারগ গানী ॥২॥ জিন্হ মোহি মারা তে মৈ' মারে। তেহি পর বাঁধেউ' তনয়' তুমহারে ॥ মোহি ন কছু বাঁধে কই লাজ। কীন্হ চহউ' নিজ প্রভু কর কাজ ॥৩॥ বিনতী করউ' জোরি কর রাবন। সুনছ মান তজি মোর সিখাবন ॥ দেখছ তুম্হ নিজ কুলহি বিচারী। ভ্রম তজি ভজছ ভগত ভয় হারী ॥৪॥ জাকৈ' ডর অতি কাল ডেরাজি। জো সুর অসুর চরাচর খাজি ॥ তাসো' বয়স কবছ' নহি' কীজৈ। মোরে কহে জানকী দীজৈ ॥৫॥

দোহা— প্রনতপাল রঘুনায়ক করুন সিদ্ধু খরারি।

গএ' সরন প্রভু রাখিহেঁ তব অপরাধ বিসারি ॥২২॥

বাংলা অর্থ—কবন—কে; ধোঁ—কিংবা; বাধা—ভয়; নিকায়—সমূহ (জীব); সহস্রানন—অনন্তদেব; অঙ্ককোস—ত্রজ্ঞাও; গজা—চূর্ণ করিয়াছে; ঝারি—সংসৃত; জিত্তেছ—জয় করিয়াছে; তুম্হ সে—তোমা সদৃশ; (দো—২১)

বাংলা অর্থ—সহসবাহু—ইজ; বিহরাবা—উড়াইয়া দিল; তোরেউ'—ভাজি-য়াছি; কুমারগ—কুমারগ; কীন্হ চহউ'—করিতে চাহি; ডেরাই—ভয় পায়; বয়স—বৈরিতা; গএ সরন—শরণ লইলে; বিসারি—ভুলিয়া; খাই—খায়; (দো—২২)

চৌ—তোমার প্রভাব মম ভাল জানা রয়। ইঙ্গ-সনে আছে তব যুদ্ধে পরিচয় ॥
 বালি সনে যুদ্ধে ভোর সূর্যশ হইল। কপি-বাক্যে হাসিয়া সে ঢলিয়া পড়িল ॥১
 প্রভু-কাজে ক্ষুধাতুর তাই ফল খাই। বানর-স্বভাবে বৃক্ষ ভাঙ্গিবারে চাই ॥
 সবাকার নিজ দেহ প্রিয় রক্ষঃ-স্বামী! আমারে মারিছে সেই যে কুমার-গামী ॥২
 যে আমারে মারিয়াছে মারিয়াছি তা'য়। তব পুত্র তা'র পরে বেঁধেছে অামায় ॥
 আমারে বাঁধিলে তাহে নাহি মম লাজ। আমি চাই সাধিবারে নিজ-প্রভু কাজ ॥৩
 যুক্ত-করে সবিনয়ে কহি হে রাবণ! মান ত্যজি' মম শিক্ষা করহ গ্রহণ ॥
 তুমি নিজ কুল-কথা দেখহ বিচারি'। ভ্রম ত্যজি ভজ সেই ভক্ত-ভয়হারী ॥৪
 কাল বাহা হ'তে অতি ভয়-ভীত হ'ন। সুরাসুর চরাচর বাঁহার ভোজন ॥
 তাঁহার সহিত কভু না কর বৈরিতা। মোর কথামত তুমি প্রত্যাঁপিবে সীতা ॥৫
 দোহা— প্রণত-পালক রঘুর নায়ক দয়া-সিদ্ধ যিনি খর-অরি।

শরণ লইলে রাখিবেন তিনি অপরাধ তোমার বিস্মরি' ॥২২॥

মূল

চৌ—রাম চরন পঙ্কজ উর ধরহু। লক্ষা অচল রাজু তুম্ব করহু ॥
 রিষি পুলস্তি জন্ম বিমল ময়ঙ্কা। তেহি সসি মহ' জনি হোছ কলঙ্কা ॥২
 রাম নাম বিম্ব গিরা ন সোহা। দেখু বিচারি ত্যাগি মদ মোহা ॥
 বসন হীন নহি' সোহ সুরারী। সব ভূষন ভূষিত বর নারী ॥২
 রাম বিম্ব সম্পতি প্রভুতাজি। জাই রহী পাই বিম্ব পাজি ॥
 সজল মূল জিন্হ সরিতন্হ নাই'। বরষি গএ' পুনি তবহি' স্নখাহী' ॥৩
 স্নুহু দসক' কহউ' পন রোপী। বিম্ব রাম ত্রাতা নহি' কোপী ॥
 সঙ্কর সহস বিম্ব অজ তোহী। সকহি' ন রাখি রাম কর জোহী ॥৪

দোহা— মোহমূল বহু সূল প্রদ ত্যাগছ তম অভিমান।

ভজছ রাম রঘুনায়ক কৃপা সিদ্ধ ভগবান ॥২৩॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ—রাম পাদ-পদ্ম কর হৃদয়ে ধারণ। চির-স্থির লক্ষা-রাজ্য করহ পালন ॥
 বিমল পুলস্ত্য-বংশ শশধর হেন। তাহাতে কলঙ্ক তুমি হইওনা যেন ॥১
 রাম নাম বিনা বাণী শোভা নাহি পায়। মদ-মোহ ত্যজি' হের বিচারিয়া তায় ॥
 হে সুরারি! বর-নারী বস্ত্র-বিবর্জিতা। শোভা নাহি পায় হ'লে ভূষণে ভূষিতা ॥২
 যে রাম-বিম্ব তা'র ঐখ্যা, সম্মান। নষ্ট-প্রায়, প্রাপ্তি তা'র অপ্রাপ্তি সমান ॥
 যে ভট্টিনী-উৎসে নাহি বহে জল-ধারা। বর্ষা অন্ত হ'লে পরে শুকাইবে তা'রা ॥৩

বাংলা অর্থ—ময়ঙ্কা—চন্দ্র; স্নখাহী—শুকাইয়া যায়; পন রোপী—শপথ করিয়া;
 ন সকহি'—পারে না; কোপী—কেহও; সহস—সহস্র; (দো—২৩)

শুন ওহে দশানন ! কহি রাখি' পণ । রাম-দেখি-জনে জ্ঞাতা নাহি কোন জন্ম ॥
 সহস্র শঙ্কর-বিষ্ণু, ত্রৈলোক্য ভোমারে । রাম-জ্যোতী বলি' নাহি রক্ষিবারে পাৱে ॥৪
 দোহা— মোহের আঁকর বহুব্যাধা-দায়ী ভ্যজ তুমি তম, অভিমান ।
 ভজিবে শ্রীরামে রঘুকুল-নাথে যিনি কৃপাসিদ্ধ ভগবান ॥২৩॥

মূল

চৌ—জদপি কহী কপি অতি হিত বানী । ভগতি বিবেক বিরতি নয় সানী ॥
 বোলা বিহসি মহা অভিমানী । মিলি হমহি কপি গুর বড় গ্যানী ॥১
 মৃত্যু নিকট আই খল ভোহী । লাগেসি অধম সিংহাবন মোহী ॥
 উলটা হোইহি কহ হনুমান । মতিভ্রম তোর প্রগট মৈ জানা ॥২
 শুনি কপি বচন বহুত খিসিআনা । বেগি ন হরহু মৃঢ় কর প্রাণা ॥
 সুনত নিশাচর মারন ধাএ । সচিবনহ সহিত বিভীষনু আএ ॥৩
 নাই সীস করি বিনয় বহুতা । নীতি বিরোধ ন মারিঅ দূতা ॥
 আন দণ্ড কছু করিঅ গোসাঁঞি । সবহী' কহা মল্ল ভল ভাই ॥৪
 সুনত বিহসি বোলা দসকঙ্কর । অঙ্গ ভঙ্গ করি পঠইঅ বন্দর ॥৫
 দোহা— কপি কেঁ মমতা পুঁছ পর সবহি' কহউ' সমুঝাই ।
 তেল বোরি পট বাঁধি পুনি পাবক দেহ লগাই ॥২৪॥

পাঠানুবাদ

চৌ—যতপি কহিল কপি কথা অতি হিত । ভবতি-বিবেক-নীতি-বৈরাগ্য-জড়িত ॥
 হাসিয়া কহিল তাহে মহা অভিমানী । মিলিল আমার কপি-গুরু বড় জ্ঞানী ॥১
 এবে খল ! হেরি' তোর নিকট মরণ । রে অধম ! তাই মোরে শিখাস এমন ॥
 হনুমান কহে এর হবে বিপরীত । বুঝিতেছি মতিভ্রম তোর উপস্থিত ॥২
 কপি-বাণী শুনি' কহে উজ্জত রাবণ । কহে বেগে এ' মৃঢ়েরে করহ হনন ॥
 শুনি' নিশাচর তারে মারিতে ধাইলা । মল্লী-সহ বিভীষণ সেথায় আসিলা ॥৩
 শির নমি' কহে বহু দেখায়ে বিনয় । দূতের হননে নীতি-বিরোধিতা হয় ॥
 অঙ্গ দণ্ডদান কিছু গোসাঁই করিবে । সবে কয়,—এই কথা উত্তম জানিবে ॥৪
 শুনিয়া হাসিয়া তবে কহে দশানন । অঙ্গ ভঙ্গ করি' তারে করহ প্রেরণ ॥৫
 দোহা— কপির মমতা পুচ্ছ'পরে রহে রাবণ সবারে বুঝাইল ।
 বস্ত্রে তৈল দিয়া পুচ্ছ'পরে বাঁধি' আশুন ধরাতে কহি' দিল ॥২৪॥

মূল

চৌ—পুঁছহীন বানর তই জাইহি । তব সঠি নিজ নাথহি লই আইহি ॥
 জিনহ কৈ কীন্হিসি বহুত বড়াই । দেখউ' মৈ' তিনহ কৈ প্রভুতাঞি ॥১

বাংলা অর্থ—নয়—নীতি ; গুরু—গুরু ; খিসিআনা—ক্রুদ্ধ হইল ; প্রগট—
 প্রত্যক্ষ ; ভল—ভাল ; পুঁছ—পুচ্ছ, লেজ ; বোরি—ডুবাইয়া ; পট—বস্ত্র ; (পে—১৪)

বচন শুনত কপি মন মুগ্ধকানা। ভাই সহায় সারদ মৈ জানা।
 জাভুধান স্নান রাবন বচনা। লাগে রটে মৃত্ত সোই রচনা ॥২
 রহা ন নগর বসন ঘৃত তেলা। বাঢ়ী পুঁছ কৌম্ভ কপি খেলা।
 কৌতুক কই আএ পুরবাসী। মংরাই চরন করাই বহু হাঁসী ॥৩
 বাজাই টোল দেহি সব ভারী। নগর ফেরি পুনি পুঁছ প্রজারী।
 পাবক জরত দেখি হনুগন্ত। ভয়উ পরম লঘুরূপ তুরন্ত ॥৪
 নিষু কি চড়েউ কপি কনক অটারী। ভাই সন্তীত নিসাচর নারী ॥৫
 দোহা— হরি প্রেরিত তেই অবসর চলে মরুত উনচাস।

অট্টহাস করি গর্জা কপি বড় লাগ অকাস ॥২৫॥

পদ্মাসুন্দর

চৌ—পুচ্ছ-বিরহিত কপি তথায় যাইবে। তবে শঠ নিজ-নাথে লইয়া আসিবে ॥
 প্রভুত বড়াই কপি করিয়াছে যার। দেখি' লব কত শক্তি রহিয়াছে তার ॥১
 শ্মিত-হাস্য করে হনু শুনিয়া বচন। সারদা সহায় হ'ল জানিনু এখন ॥
 রাক্ষসেরা শুনে যবে রাবণ-বচন। সে কার্য সাধিতে লাগে সেই মৃত্তগণ ॥২
 বস্ত্র, ঘৃত তথা তৈল পুরে না রহিল। পুচ্ছ বাড়াইয়া কপি কৌতুক করিল ॥
 মজা দেখিবারে আসে যত পুরনাসী। পদাঘাত করে আর করে হাসাহাসি ॥৩
 টোল বাজাইয়া সবে হাতে তালি দিল। নগরে ঘুরায়ে পুন পুচ্ছ প্রজালিল ॥
 হনুমান হেরে যবে আগুন জ্বলিতে। অতি ক্ষুদ্র রূপ ধরে তখন ভ্রমিতে ॥৪
 বন্ধন মোচিয়া কপি স্বর্ণ-গৃহে চড়ে। ভয়ে ভীত হ'ল সব নারী-নিশাচরে ॥৫
 দোহা— হরির প্রেরিত সেই অবসরে বায়ু বহে একোনপঞ্চাশ।

আকাশ-প্রমাণ কপি-দেহ বাড়ে গর্জিয়া করিল অট্টহাস ॥২৫॥

মূল

চৌ—দেহ বিসাল পরম হরুআজি। মন্দির তেঁ মন্দির চটু ধাজি ॥
 জরই নগর ভা লোগ বিছানা। ঝপট লপট বহু কোটি করানা ॥১
 তাত মাতু হা স্নানি পুকার। এহি অবসর কৌ হমাই উবারা ॥
 হম জো কথা যহ কপি নহি হোজি। বানর রূপ ধরে' সুর কোজি ॥২
 সাধু অবগ্যা কর ফলু এস। জরই নগর অনাথ কর জৈসা ॥
 জারা নগরু নিমিস এক মাহী। এক বিভীষন কর গৃহ নাহী ॥৩
 তা কর দূত অনল জেহি সিরিজ। জরা ন সো তেহি কায়ন গিরিজা ॥
 উলটি পলটি লক্ষ সব জারী। কুদি পরা পুনি সিদ্ধু মঝারী ॥৪

বাংলা অর্থ—সারদ—গারদা, গরবতী; তারী—করতালি; প্রজারী—আগুন জালাইয়া
 দিল; নিষু কি—বন্ধনমুক্ত হইয়া; অটারী—কুলান বারান্দা; উনচাস—উনপঞ্চাশ; বাঢ়ি
 —বাড়াইয়া; জরত—জলিতে; আইহি—আসিবে; (দো—২৫)

দোহা— পুছ বুঝাই খোই শ্রম ধরি লঘু রূপ বহোরি।
জনকসুতা কেঁ আগের ঠাট ভয়উ কর জোরি ॥২৬॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ—দেহ সুবিশাল খুব লঘুতা লভিল। গৃহ হ'তে গৃহান্তরে ধাইয়া চলিল ॥
নুগর জলিল লোকে হইল বেহাল। লণ্ড ভণ্ড করে কোটি আশুন করাল ॥১
হায় তাত! হায় মাত! শুন এই চিৎকার। এ সময়ে আমাদের কে করে উদ্ধার?
আমি শু কহিমু নহে কপি এই জন। কোন দেব কপি-রূপ করেছে ধারণ ॥২
সামুঝে অবজ্ঞা করি' এমন ফলিল। অনাথের পুরী যেন জলিতে লাগিল ॥
একটী নিমিষ-মাত্রে লক্ষা জলি' গেল। বিভীষণ-গৃহ কিস্ত নাহিক জলিল ॥৩
তঁার দূত কপি যার অনল স্রজন। হে গিরিজা! সে না জলে তাহার কারণ ॥
উলটি পালটি লক্ষাপুরী জালাইল। পরে সিদ্ধু-মাত্রে কপি কাঁপা'য়ে পড়িল ॥৪
দোহা— আশুন নিভায়ে শ্রম দূর করি' নিজ লঘু-রূপ হনু ধরি!
জনক-সুতার পুরোভাগে আসি দাঁড়াইল জোড় হাত করি' ॥২৬॥

মূল

চৌ—মাতু মোহি দীজে কছু চীনহ। জৈসে' রঘুনায়ক মোহি দীনহ।
চুড়ামনি উতারি তব দয়উ। হরষ সমেত পবনসুত লয়উ ॥১
কহেছ তাত অস মোর প্রণাম। সব প্রকার প্রভু পূরনকাম ॥
দীন দয়াল বিরুদ্ধ সন্তারী। হরছ নাথ মম সঙ্কট ভারী ॥২
তাত সক্রসুত কথা সুনাইছ। বান প্রতাপ প্রভুহি সমুঝাইছ ॥
মাস দিবস মছ নাথুন আব। তৌ পুনি মোহি জিঅত নহি' পাব। ৩
কছ কপি কেহি বিধি রাখোঁ প্রান। তুমহু তাত কহত অব জান।
তেহি দেখি সীতানি ভই ছাতী। পুনি মো কছ'সোই দিমু সো রাতী ॥৪

দোহা— জনকসুতহি সমুঝাই করি বহু বিধি দীরজু দীনহ।
চরন কমল সিরু নাই কপি গবনু রাম পহি' কীন্হ ॥২৭॥

বাংলা অর্থ—হরু আই—হালু; ধাই—চলিল; জরই—জলিল; বিহালা—বিহ্বল;
লপট—শিখা; ঝপট—আক্রমণ; উবারা—বাঁচাইবে; সিরিজ—স্রজন করিয়াছিলেন;
জরা ন—জলিল না; জারী—জালাইলে; কুদি—লাফ দিয়া; বুঝাই—আশুন নিবাইয়া;
খোই—দূর করিয়া; ঠাট—দণ্ডায়মান; মকারী—মধ্যে; (দো—২৬)

বাংলা অর্থ—চাঁটলা—চিহ্ন, পরিচয়; দয়উ—দিলেন; পূরনকামা—পূর্ণকাম;
বিরুদ্ধ—বশ; সক্রসুত—ইঙ্গ্রপন্ন জয়ন্ত; জিঅত—জীবন্ত; ছাতী—হৃদয়; সমুঝাই
করি—বুঝাইয়া; সুনাইছ—শুনাইবে; সমুঝাইছ—বুঝাইবে; (দো—২৭)

চৌ—সীতা মাতঃ! মোরে কিছু দাও অভিজ্ঞান। যেমন রাখব মোরে করিলেন দান
চুড়াশি উন্মোচিয়া জানকী তখন। দিলেন সানন্দে, হনু করিল গ্রহণ ॥১
হে বৎস! প্রভুরে মম জানাবে প্রণাম। সকল প্রকারে জানি' প্রভু পূর্ণকাম ॥
দীনেতে দয়াল তিনি পণ-রক্ষাকারী। সঙ্কট হইতে মম হ'ন ত্রাণকারী ॥২
বৎস! জয়ন্তের কথা তাঁ'রে শুনাইবে। রাবণের প্রতাপ তাঁ'রে ভাল বুঝাইবে ॥
এক মাস মাঝে যদি না আসেন রাম। তার পরে না থাকিবে আর সীতা-প্রাণ ॥৩
কেমনে রাখিব বল পরাণ ধরিয়া। তুমি ত' কহিছ বৎস! যাইবে চলিয়া ॥
তোমা' হেরি' মম প্রাণ নীতল আছিল। যথা দিন রাতি তথা হইতে চলিল ॥৪
দোহা— জনক স্নত্বারে বহু বুঝাইয়া হৃদে ধৈর্য্য ধরিতে বলিয়া।
চরণ-কমলে শির নমি' কপি রাম-পার্শ্বে গেল সে চলিয়া ॥২৭॥

মূল

চৌ—চলত মহাধ্বনি গর্জেসি ভারী। গর্ভ স্রবহি' স্ননি নিসিচর নারী ॥
নাথি সিন্ধু এহি পারহি আবা। সবদ কিলিকিলা কপিহ্ন স্ননাবা ॥১
হরষে সব বিলোকি হনুমান। নুতন জন্ম কপিহ্ন তব জানা ॥
মুখ প্রসন্ন তন তেজ বিরাজা। কিন্হেসি রামচন্দ্র কর কাজ ॥২
মিলে সকল অতি ভএ সুখারী। তলফত মীন পাব জিমি বারী ॥
চলে হরষি রঘুনাথক পাসা। পৃ'ছত কহত নবল ইতিহাসা ॥৩
তব মধুবন ভীতুর সব আএ। অঙ্গদ সন্মত মধু ফল খাএ ॥
রখবারে জব বরজন লাগে। হৃষ্টি প্রহার হনত সব ভাগে ॥৪
দোহা— জাই পুকারে তে সব বন উজার জুবরাজ।
স্ননি স্নগ্রীব হরষ কপি করি আএ প্রভু কাজ ॥২৮॥

পদ্মাবাদ

চৌ—যাত্রাকালে মহাশব্দে উঠিল গর্জিয়া। নিশাচরী-গর্ভস্রাব ঘটে তা'শুনিয়া ॥
সিন্ধু-পার হ'য়ে যবে এ' পারে আসিল। কপিগণে 'কিল কিল' শব্দ শুনাইল ॥১
হরষিত হ'ল সবে হেরি' হনুমানে। নব-জন্ম লাভ ইথে কপিগণ মানে ॥
বদনে আনন্দ, দেহে তেজের বিকাশ। রামকার্য্য সাধি' আসে শ্রীরামের পাশ ॥২
সবে মিলি' হ'ল তবে প্রমুদিত ভারী। জল যেন লভে মীন ছটকটকারী ॥
হরষিত চলে কপি রঘুনাথ-পাশ। পুছিলে কহিল নব নব ইতিহাস ॥৩

বাংলা অর্থ—নাথি—লাফ দিয়া; কিলিকিলা—হর্ষধ্বনি; তলফত—থড়ফড় কহি-
তেছে এমন; নবল—নূতন; বরজন লাগে—তাড়া বহিল; উজার—ধ্বংস করিতেছে;
হনত—আঘাত করিলে; ভাগে—পাইল; স্ননি—শুনিল; (দো—২৮)

মধুবন-মাঝে তারা মিলিল সকলে । অজদের মতে ফল ভুঞ্জে দলে দলে ॥
রক্ষকেরা নিবারণ করিলে আসিয়ে । মুষ্ঠাঘাতে হানি' দিল তাড়িয়ে সবারে ॥ ৪
দোহা— ডাকি' বলে গিয়া তাহারা সকলে উজাড়িছে বন যুবরাজ ।

শুনিয়া স্ত্রীবি ভুরি হরষিত কপির। করেছে প্রভু-কাজ ॥২৮॥

মূল

চো—জোঁ ন হোতি সীতা স্মৃতি পাঈ । মধুবন কে ফল সকহি' কি খাঈ ॥
এহি বিধি মন বিচার কর রাজ । আই গএ কপি সহিত সমাজ ॥১
আই সবনহি নাবা পদ সীসা । মিলেউ সবনহি অতি প্রেম কপীসা ॥
পুঁছী কুসল কুসল পদ দেখী । রাম কুপা' ভা কাজু'রিসেযী ॥২
নাথ কাজু কীনেহেউ হনুমান । রাখে সকল কপিনহ কে প্রান ॥
সুনি স্ত্রীবি বহুরি তেহি মিলেউ । কপিনহ সহিত রঘুপতি পহি' চলেউ ॥৩
রাম কপিনহ জব আবত দেখ । কিএ' কাজু মন হরষ বিসেযা ॥
ফটিক সিনা বৈঠে ধো ভাঈ । পরে সকল কপি চরননহি জাঈ ॥৪

দোহা— প্রীতি সহিত সব ভেটে রঘুপতি করুনা পুঞ্জ ।

পুঁছী কুসল নাথ অব কুসল দেখি পদ কঞ্জ ॥২৯॥

পঞ্চান্নবাদ

চো—সাতার সংবাদ যদি তা'রা না লভিত । মধু-বনে ফল কভু ভুঞ্জিতে নারিত ॥
হেনমতে মনে মনে রাজা বিচারিলা । সদলে বানরগণ ফিরিয়া আসিলা ॥১
সকলে স্ত্রীবি-পদে মস্তক নমিল । স্ত্রীবি সবারে প্রেমে কুশল পুছিল ॥
তব পদ-রূপাবলে কুশলী সকল । রাম-রূপাবলে কাজ নিশেষ সফল ॥২
ওহে নাথ ! কাজ সব সাধে হনুমান । তাহে রক্ষা পায় সব কপির পরাণ ॥
শুনিয়া স্ত্রীবি পুন তার সনে মিলে । কপিগণ-সহ রঘুপতি-পার্শ্বে চলে ॥৩
রাম যবে কপিগণে আসিতে হেরিলা । কার্য্য-সিদ্ধি জানি' মনে হরষ জাগিলা ॥
দু'ভায়ে বসিতে হেরি' মণি-শিলা'পরে । সব কপি মিলি' দোহা-পদে নতি করে ॥৪
দোহা— পিরীতি সহিত সকলে মিলিল রামে যিনি' করুণা, আকর ।

পুছিলে সকলে কহিল কুশল এবে হেরি' চরণ তোমার ॥২৯॥

মূল

চো—জামবন্ত কহ স্নান রঘুরায় । জা পর নাথ করহু তুমহ দায় ॥

তাহি সদা শুভ কুসল নিরন্তর । স্নান নর যুনি প্রসন্ন তা উপর ॥১

সোই বিজ্ঞে বিনয়ে গুন সাগর । তাসু স্নান ত্রৈলোক্য উজাগর ॥

প্রভু কী' রূপা ভয়উ সবু কাজু । জন্ম হমার সফল ভা আজু ॥২

বাংলা অর্থ—সীসা নাবা—মস্তক নত করিল, চরননহি পরে—পদে প্রণিপাত করিল; পদ কঞ্জ—চরণ-কমল; ভেটে—সন্ধ্যা করে; (দো—২৯)

নাথ পবনসুত কীৰ্হি জো করনী। সহসছ' মুখ ন জাই সো বরনী ॥
 পবনভনয় কে চরিত স্নহাএ। জামবস্ত রঘুপতিহি স্নহাএ ॥৩
 স্ননত কৃপানিধি মন অতি ভাএ। পুনি হনুমান হরষি হিয়' লাএ ॥
 কহছ তাত কেহি ভা'তি জানকী। রহতি করতি রক্ষা অপ্রান কী ॥৪
 দোহা— নাম পাহরু দিবস নিসি ধ্যান তুমহার কপাট।
 লোচন নিজ পদ জঙ্ঘিত জাহি' প্রান কেহি' বাট ॥৩০॥

পঞ্চাশতাব্দ

চৌ—শুন রঘুরাজ ! তুমি কহে জাম্ববান্। যা'র 'পরে নাথ ! তুমি রহ দয়াবান্ ॥
 তাহার কুশল সদা শুভ নিরন্তর। স্নর, নর, মূনি তুষ্ট রহে তা'র 'পর ॥১
 বিজয়ী বিনয়ী সেই গুণের আধার। ত্রিলোকে স্মরণ তা'র হইবে প্রচার ॥
 প্রভু-কৃপা-বলে-বলী সাধি' সব কাজ। সার্থক জনম মম হ'ল দেখি আজ ॥২
 নাথ ! হনুমান যাহা করিল সাধন। সহস্র বদনে তাহা না যায় বর্ণন ॥
 পবন-তনয়-কার্য্য অতীব স্নন্দর। জাম্ববান্ রঘুনাথে কহে অতঃপর ॥৩
 শুনি' কৃপানিধি-মনে উত্তম লাগিল। হনুমানে দৃষ্ট-মনে বুকেতে ধরিল ॥
 কহ তাত ! সীতা রহে কেমন প্রকার। কিরূপে করিছে রক্ষা জীবন তাহার ॥৪
 দোহা— রক্ষা করে তব নাম দিবারাতি ধ্যানের কপাটে বন্ধ-দ্বার।
 নিজ-পদ-তলে নিরুদ্ধ নয়ন প্রাণ যাবে কোন পথে তাঁ'র ? ॥৩০॥

মূল

চৌ—চলত মোহি চূড়ামনি দীনহী। রঘুপতি হৃদয়' লাই সোই লীনহী ॥
 নাথ জুগল লোচন ভরি বারী। বচন কহে কছু জনককুমারী ॥১
 অনুজ সমেত গহেছ প্রভু চরনা। দীন বন্ধু প্রনতরতি হরনা ॥
 মন ক্রম বচন চরন অনুরাগী। কেহি' অপরাধ নাথ হো' ত্যাগী ॥২
 অবগুন এক মোর মৈ' মানা। বিচুরত প্রান ন কীল্হ পয়ানা ॥
 নাথ সো নয়ননহি কো অপরাধা। নিসরত প্রান করহি' হঠি বাধা ॥৩
 বিরহ অগিনি তমু তুল সমীরা। আস জরই ছন মাহি' সন্নীরা ॥
 নয়ন অবহি' জলু নিজ হিত লাগী। জরৈ' ন পাব দেহ বিরহাগী ॥৪
 সীতা কৈ অতি বিপতি বিসাল। বিনাহি' কহৈ' ভলি দীনদয়াল ॥৫
 দোহা— নিমিষ নিমিষ করুনানিধি জাহি' কলপ সম বীতি।
 বেগি চলিঅ প্রভু আনিঅ ভুজ বল খল দল জীতি ॥৩১॥

বাংলা অর্থ—বিজয়ী—বিজয়ী; উজাগর—উজ্জ্বল হইল; লাএ—লাগাইলেন;
 পাহরু—পাহারাদার; কপাট—দরজা; জঙ্ঘিত—যন্ত্রিত, তালাবদ্ধ; বাট—পথ; সহসছ'
 —সহস্র; আ পর—বাহার উপর; ভা—হইল; (দো—১০)

চৌ—সাতা-দন্ত চুড়ামণি করিয়া গ্রহণ । কপি ছেরে রামে তাহা করিতে চুপ্তন ॥
 দু'নয়নে ওহে নাথ ! ভরি' গেল বারি । কহিলেন কিছু মোরে জনক-কুমারী ॥১
 সানুজ প্রভুর তুমি ধরিবে চরণ । দীনবন্ধু নত-জনে আর্তিবিনাশন ॥
 কায়-মনো-বাক্যোরাখি' পদে অনুরাগ । কোন্‌দোষে প্রভু মোরে করিলেন ত্যাগ ?
 এক অপরাধ মম লইলু মানিয়া । প্রভুর বিরহে প্রাণ না গেল চলিয়া ॥
 সেই অপরাধ নাথ করেছে নয়ান । পরাণ ত্যজিতে মোরে করে বাধা দান ॥৩
 বিরহ-আগুন-সম শ্বাস যে পবন । তনু-তুল্য জালাবারে লাগে অলক্ষণ ॥
 নয়ন ক্ষরিছে জল স্বহিত-সাধিতে । বিরহ-অনল দেহে না রে জালাইতে ॥৪
 জনক-সুতার সেই বিপদ বিশাল । না কহিলে ভাল হয় হে দীন-দয়াল ! ॥৫
 দোহা— প্রীতি নিমেষ হে করুণানিধি ! কল্প-সম তাঁ'র যেতেছে চলিয়া ।
 হরা চল প্রভু সীতারে আনিতে বীৰ্য্যবলে তব রাক্ষসে জিনিয়া ॥৩১॥

মূল

চৌ—সুনি সীতা দুখ প্রভু স্মৃথ অয়না । ভরি আএ জল রাজিব নয়না ॥
 বচন কায়' মন মম গতি জাহী । সপনেছ' বৃষ্টি বিপত্তি কি তাহী ॥১
 কহ হনুমন্ত বিপত্তি প্রভু সোঈ । অব তব স্মরন ভজন ন হোঈ ॥
 কেতিক বাত প্রভু জাতুধান কী । রিপুহি জীতি আনিবী জানকী ॥২
 স্নানু কপি তোহি সমান উপকারী । নহি কোউ স্মর নর মুনি তনুধারী ॥
 প্রতি উপকার করো' কা তোর । সনমুখ হোই ন সতত মন মোরা ॥৩
 স্নানু স্মত তোহি উরিন মৈ' নাই' । দেখেউ' করি বিচার মন মাই' ॥
 পুনি পুনি কপিহি চিতব স্মরজাত । লোচন নীর পুলক অতি গাতা ॥৪
 দোহা— সুনি প্রভু বচন বিলোকি মুখ গাত হরষি হনুমন্ত ।
 চরন পরেউ প্রেমাকুল ত্রাহি ত্রাহি ভগবন্ত ॥৩২॥

পদ্মাহুবাধ

চৌ—সুনি সীতা-দুখ প্রভু স্মৃথের আশ্রয় । পদ্ম-চক্ষু ভরি জলে ক'ন সে সময় ॥
 কায়-মনো-বাক্যে যা'র অন্মাতোই গতি । বৃষ্টিবে স্বপনে তা'র নাহিক বিপত্তি ॥১
 হনুমান কহে—প্রভু ! বিপত্তি তখন । যদি নাহি হেরি তব স্মরণ ভজন ॥
 রাক্ষসদলের কথা কত কি বলিব । রিপু জিনি' জানকীরে নিশ্চয় আনিব ॥২
 ওহে কপি ! শুন তোমা'-সম উপকারী । নাহি কেহ স্মর-নর-মুনি-তনুধারী ॥
 প্রতিদান কিবা বল করিব তাহার ? সন্দুখে না যেতে পারে মানস আমার ॥৩

বাংলা অর্থ—প্রনতরতি হরনা—প্রণতের দুঃখহরণকারী ; হোঁ—হইলাম ; বিছ-
 রত—ছাড়িয়াও , পয়ানা—প্রস্থান, ত্যাগ ; তুল—তুল্য ; বিনহি' কহেই—না বলিতেই ;
 বীতি জাহি—চলিয়া বাইতেছে ; জীতি—জিনিয়া, জয় করিয়া ; (দো—৩১)

শুন স্তত ! তব ঋণ নহে শুধিবার। বুঝি মনে হেনমতে করিয়া বিচার ॥
 পুঃ পুনঃ স্তব-জ্ঞাত। হেরে কপিবরে। পুলক হইল গাত্রে আঁখি নীরে ভ'রে ॥৪
 দোহা— শুনি' প্রভু-বাণী হেরি' তাঁ'র তনু হনুমান্ হরষিত হ'ন।

চরণে পড়িয়া প্রেমানুল হিয়া ভগবন্! “জাহি” “জাহি”—ক'ন ॥৩২॥

মূল

চো—বার বার প্রভু চহই উঠাব। প্রেম মগন তেহি উঠব ন ভাব। ॥
 প্রভু কর পঙ্কজ কপি কেঁ জীসা। স্মরি সো দশা মগন গৌরীসা ॥১
 সাবধান মন করি পুনি সঙ্কর। লাগে কহন কথা অতি স্তম্ভর ॥
 কপি উঠাই প্রভু হৃদয় লগাব। কর গহি পরম নিকট বৈঠাব। ২
 কহু কপি রাবন পালিত লক্ষা। কোহি বিধি দহেউ দুর্গ অতি বক্ষা ॥
 প্রভু প্রসন্ন জানা হনুমান। বোলা বচন বিগত অভিমান ॥৩
 সাখামুগ কৈ বড়ি মনুসাই। সাখা তেঁ সাখা পর জাই ॥
 নাঘি সিন্ধু হাটকপুর জার। নিসিচর গন বধি বিপিন উজার ॥৪
 সো সব তব প্রতাপ রঘুরাজে। নাথ ন কহু মোরি প্রভুতাজে ॥৫
 দোহা— তা কহু' প্রভু কহু অগম নহি' জা পর ডুমহ অনুকুল।
 তব প্রভাব বড়বানলহি জারি সকই খলু তুল ॥৩৩॥

পঞ্চানুবাদ

চো—বার বার প্রভু তা'রে উঠাতে চাহিলা। প্রেম-মগ্ন উঠিবারে ভাল না লাগিল।
 প্রভু কর-পঙ্কজ রহে কপি-শির'পরে। সে দশা স্মরিয়া প্রেম ভরিল শঙ্করে ॥১
 পুন অবহিত মনে তখন শঙ্কর। কহিতে লাগেন কথা অতীব স্তম্ভর ॥
 হনুরে উঠা'য়ে প্রভু হৃদয়ে লাগান। তা'রে করে ধরি' অতি নিকটে বসান ॥২
 কহু কপি যে লক্ষ্যে পালিছে রাবণ। তার বক্র দুর্গ কর কেমনে দহন ॥
 প্রভুরে প্রসন্ন জানে যবে হনুমান্। কহিল বচন তাঁ'রে ত্যজি' অভিমান ॥৩
 সাখামুগগণে জানো হেন শক্তিধর। সাখা হ'তে যে'তে পারে তা'রা সাখাস্তর ॥
 লাক দিয়া সিন্ধু তরি' স্বর্ণপুরে আলে। নিশাচরগণে বধি কানন উজাড়ে ॥৪
 হে রাম! সকলি তব প্রতাপ-কারণ। আমার প্রভাব নাথ! না কর গণন ॥৫
 দোহা— তা'র কিছু প্রভু অগম্য না রহে যা'র'পরে তুমি হও দয়াবান।
 বাড়ব অগ্নিরে তুলা যে দহিবে তোমার প্রভাব হেন শক্তিমান্ ॥৩৩॥

বাংলা অর্থ—সুখ অয়না—সুখের আশ্রয়; বুঝিঅ—বুঝা যায়; উরিন—অশ্রুণী;
 চিত্তব—দেখিলেন; হরষি—হরষিত হইল; জাতুধান—রাক্ষস; (দো—৩২)

বাংলা অর্থ—মগন—প্রেমমগ্ন; অতি বক্ষা—বক্রভাবে পন্ন; মনুসাই—মহুতা
 (পুরুষার্থ); নাঘি—লাক দিয়া; বধি—বধ করিয়া; অগম—অগম্য; বড়বানলহি—
 দাবান্নিক; জারি সকই—আলাইতে পারে; কহু—কিছু; (দো—৩৩)

মূল

চৌ—নাথ ভগতি অতি সুখদায়নী। দেহ কৃপা করি অনপায়নী॥
শুনি প্রভু পরম সরল কপি বানী। এবমস্ত তব কহেউ ভবানী॥১
উমা রাম সুভাউ জেহিঁ জানা। তাহি ভজন্তু তজি ভাবন আনা॥
য়হ সংবাদ জামু উর আবা। রঘুপতি চরন ভগতি সোই পাবা॥২
শুনি প্রভু বচন কহহিঁ কপি বন্দা। জয় জয় জয় কৃপাল সুখকন্দা॥
তব রঘুপতি কপিপতিহি বোলাবা। কহা চলৈঁ কর করছ বনাবা॥৩
অব বিলম্ব কেহি কারন কীজে। তুরত কপিন্হ কহঁ আয়ন্তু দীজে॥
কৌতুক দেখি স্তমন বহু বরষী। নভ তেঁ ভবন চলে সুর হরষী॥৪
দোহা— কপিপতি বেগি বোলাএ আএ জুথপ জুথ।
নানা বরন অতুল বল বানর ভালু বরুথ॥৩৪॥

পদ্মানুবাদ

চৌ—তোমাতে ভকতি নাথ! অতি সুখদায়ী। দাও কৃপা করি' সেই ভক্তি অনপায়ী
অতীব সরল সত্য শুনি' কপি-বাণী। প্রভু ক'ন—“এবমস্ত”—শুনহ ভবানী॥১
রামের স্বভাবে উমা যা'র আছে জ্ঞান। তাঁহার ভজন ত্যজি' ভজেনা সে আন॥
এই তত্ত্ব যেই জন মন-মান্নে ধরে। রামের চরণে ভক্তি সেই লাভ করে॥২
শুনিয়া প্রভুর বাণী কপিগণ কহে,—সুখের নিদান “জয় জয় কৃপাল হে”!
রাম ক'ন স্ত্রীবেরে করিয়া আছবান। যাহা করিবার এবে করহ বিধান॥৩
এখন বিলম্ব কর কিসের কারণে? যাত্রা-তরে আজ্ঞা দাও ত্বর কপিগণে॥
কৌতুক বুঝিয়া দেবে পুষ্প বরষিল। হৃষ্ট সুর নভ হ'তে স্বলোকে চলিল॥৪
দোহা— কপিপতি ত্বর ডাকিয়া পাঠাল সেনানী আসিল মহারথী।
বিবিধ বরণ স্বর্ণ ও বানর যারা ধরে অমিত শক্তি॥৩৪॥

মূল

চৌ—প্রভু পদ পঙ্কজ নাবহিঁ সীসা। গর্জহিঁ মালু মহাবল কীসা॥
দেখী রাম সকল কপি সেনা। চিত্তই কৃপা করি রাজিব নৈনা॥১
রাম কৃপা বল পাই কপিন্দা। ভএ পছজুত মনছঁ গিরিন্দা॥
হরষি রাম তব কীন্হ পয়ানা। সগুন ভএ স্তম্ভর স্তম্ভ নানা॥২
জামু সকল মঙ্গলময় কীতী। তামু পয়ান সগুন যহ নীতী॥
প্রভু পয়ান জানা বৈদেহীঁ। ফরকি নাম অজ জন্ম কহি দেহীঁ॥৩

বাংলা অর্থ—অনপায়নী—অনপায়িনী, নিশ্চয়; ভাবন—ভাল লাগে না; কপি-
পতিহিঁ—সুগ্ৰীবকে; কীজে—করা হইতেছে; দীজে—দেওয়া হউক; কৌতুক—লীলা;
জুথপ জুথ—সেনাপতিদল; বরুথ—সমূহ; সুখ কন্দা—আনন্দের মূল; (দো—৩৪)

জোই জোই সগুন জানকিহি হোই । অসগুন ভয়উ রাবনহি সোই ॥
 চলা কটকু কো বরনৈ পাৱা । গৰ্জ্জিহ বানর ভালু অপাৱা ॥৪
 নখ আয়ুধ গিরি পাদপধাৱী । চলে গগন মহি ইচ্ছাচাৱী ॥
 কেহরিনাদ ভালু কপি করহী । উগমগাহি দিগ্গজ চিক্করহী ॥৫

ছন্দ— চিক্করহি দিগ্গজ ডোল মহি গিরি লোল সাগর খরভরে ।
 মন হরষ সভ গজব সুর মুনি নাগ বিস্ময় দুখ টরে ॥
 কটকটহি মৰ্কট বিকট ভট বহু কোটি কোটিনহ ধাবহী ।
 জয় রাম প্রবল প্রতাপ কোদলনাথ গুন গন গাবহী ॥১
 সহি সক ন ভায় উদায় অহিপতি বার বারহি মোহই ।
 গহ দমন পুনি পুনি কন্ঠ পৃষ্ঠ কঠোর সো কিমি সোহই ॥
 রঘুবীর রুচির প্রিয়ান প্রস্থিতি জানি পরম সুহাবনী ।
 জমু কন্ঠ খৰ্পর সৰ্পরাজ সো লিখত অবিচল পাবনী ॥২
 দোহা— এহি বিধি জাই কুপানিধি উত্তরে সাগর তীর ।
 জই তই লগে খান ফল ভালু বিপুল কপি বীর ॥৩॥

গাথাহুবাদ

চৌ—প্রভু পাদ-পদ্মে শির নমিত করিয়া । মহাবলী ঋক্ষ কপি উঠিল গৰ্জ্জিয়া ।
 কপি-সেনা দলে রাম করেন দর্শন । কুপা'পর সবা'পরে রাজীব-লোচন ॥১
 রাম-কুপা বলে বলী বানরের দল । হ'ল পক্ষ-যুত যেন পৰ্ব্বত সকল ॥
 রাম হরষিত তদা করেন প্রয়াণ । সুন্দর মঙ্গল চিহ্ন হয় দৃশ্যমান ॥২
 ষাঁ'র কীৰ্ত্তি সবাকারে করে শুভ-দান । হেন শুভ চিহ্ন ধ'রে তাহার প্রয়াণ ॥
 প্রভু আগমন সীতা জানিতে পারিল । বাম অঙ্গ স্পন্দি' তাহা যেন কহি' দিলা ॥৩
 শুভ চিহ্ন বা' হইল জানকী-নিকটে । অশুভ-সূচক তাহা রাবণে একটে ॥
 সেনা চলে শক্তি নাহি কারো বর্ণিবার । গৰ্জ্জিল বানর, ঋক্ষ সংখ্যাতে অপার ॥৪
 নখায়ুধ গিরি-ভরু হাতে ধরি' নিল । আকাশ, ভূতল, পথে যথেষ্ট চলিল ॥
 ঋক্ষ, কপি করে যেন কেশরি-গৰ্জ্জন । বিচলিত হয় তাহে দিগ্গজগণ ॥৫
 ছন্দ— দিগ্গজ-গজ্জৈ, পুথিবী তুলিল, পৰ্ব্বত টলিল, সিদ্ধু উছলিল ।
 গজৰ্ব্ব-কিন্নর সুর-মুনি-নাগ দুখ অবসানে মনে হরষিল ॥

বাংলা অর্থ—কপিন্দা—কপীন্দ্র; সগুন—শকুনি, চিহ্ন; কীতী—কীৰ্ত্তি; ফরকি—
 স্পন্দিত হইয়া; উগমগাহি—বিচলিত হইল; চিক্করহী—চীৎকার করিলেন; ডোল—
 কাপিল; লোল—চঞ্চল; খরভরে—তরঙ্গায়িত; টরে—দূর হইল, টলিল; কটকটহি—
 বিকৃত শব্দ করে; মোহই—মোহগ্রস্ত হয়; গহ—গ্রহণ করিলেন; কন্ঠ খৰ্পর—
 কঙ্কণপৃষ্ঠ; খান লাগে—খাইতে লাগিল; প্রস্থিতি—পরিস্থিতি; (দো—৩৫)

ধনঞ্জিল বিকট যত কপি-ভট কোটি কোটি দলে ধাবিত হইল।
 “জয় জয় রাম প্রবল প্রতাপ” কহি’ রাম-গুণ গাহিতে লাগিল ॥১
 উদার বাহুকি না সহিতে পারি ভার বারে বারে যেন মুচ্ছা যায়।
 দম্ভের দংশনে কুর্খপৃষ্ঠে যেন স্নকঠিন তাহা ভাল দেখা যায় ॥
 চারু-সম্মুখের স্বাভা-পরিস্থিতি জানিতে পারিয়া অতি স্তম্ভোদ্ভন।
 কচ্ছপের পৃষ্ঠে সর্পরাজ তাহা লিখিয়া রাখিলা অতীব পাবন ॥২
 দোহা— হেন মতে চলি’ কৃপানিধি রাম পাইলেন পারাবার-ভীর।
 পথে যেথা সেথা তুরি ফল খেয়ে চলে ক্ষণ তথা কপি-বীর ॥৩৫॥

মূল

চৌ—উইঁ নিসাঁচর রহহি সজ্ঞা। জব তেঁ জারি গয়উ কপি লজা ॥
 নিজা নিজ গৃহে সব করহি বিচার। নহিঁ নিসাঁচর কুল কেব উবারা ॥১
 জাসু দূত বল বরনি ন জাজে ॥ তেহি আঞ পুর কবন ভলাজে ॥
 দূতিমহ সন সুন পুরজন বানী। মন্দোদরী অধিক অকুলানী ॥২
 রহসি জোরি কর পতি পগ লাগী। বোলী বচন নীতি রস পাগী ॥
 কস্ত করষ হরি সন পরিহরছ। মোর কথা হিত হিম ধরছ ॥৩
 সমুঝত জাসু দূত কই করনী। অবহি গর্ভ রজনীচর ঘরনী ॥
 ভাসু নারি নিজ সচিব বোলাজে। পঠবছ কস্ত জো চহছ ভলাজে ॥৪
 তব কুল কমল বিপিন দুখদাজে। সীতা সীত নিসা সম আজি ॥
 সুনছ নাথ সীতা বিনু দীম্‌হে। হিত ন তুমহার সমু অজ কীম্‌হে ॥৫
 দোহা— রাম বান অহি গন সরিস নিকর নিসাঁচর ভেক।
 জব লগি গ্রাসত ন তব লগি জন্তু করছ তজি টেক ॥৩৬॥

পত্নানুবাদ

চৌ—সেই ক্ষণ হ’তে রক্ষঃ-দল ভীত রহে। যবে হ’তে কপি গিয়া লঙ্কারাজ্য দহে ॥
 নিজ নিজ গৃহে সবে করিল বিচার। রাক্ষস-কুলের আর নাহিক উদ্ধার ॥১
 যাহার দূতের বল বর্ণনা-অতীত। রক্ষা নাহি অয়ং সেই হ’লে উপনীত ॥
 পুরজন মুখে শুনি’ সেই দূত-কথা। মন্দোদরী সমধিক মনে পান ব্যথা ॥২
 যুক্ত করে রহি’ পতি পদ-প্রাস্ত ধরি’। নীতি-রসে ভরা বাণী ক’ন মন্দোদরী ॥
 হরি-সনে বিরোধিতা তুমি পরিহর। মোর কথা হিত মানি’ মন-মান্থে ধর ॥৩
 যাহার দূতের কীৰ্ত্তি-বারতা শুনিয়া। গর্ভপ্রাব করে যত নিশাচর-জায়া ॥
 সচিবে ডাকিয়া তাঁ’র নারীরে পাঠাও। প্রাণনাথ! তুমি যদি নিজ-শুভ চাও ॥৪

বাংলা অর্থ—জারি—জালিয়া; উবারা—উদ্ধার; দূতিমহ—দূতগণের; পগ—পদ;
 পাগী—পূর্ণ; কস্ত—কাস্ত, হে বামিন্; করষ—বিরোধ; ঘরনী—স্ত্রী; পঠবছ—পাঠাও;
 অজ—ব্রহ্মা; জব লগি—যতক্ষণ; টেক—ওদ্ধত্য; ভলাজে—মঙ্গল; (দো—৩৬)

তব কুল-পদ্ম-বনে দুখ-দান-তরে । শীত-নিশা-সম সীতা আসিয়াছে ঘরে ॥
 ফিরিয়ে না দাও যদি এহেন সীতারে । ব্রহ্মা-শিব তব হিত সাধিতে না পারে ॥৫
 দোহা— রাম-বাণে অহি নিশাচরে ভেক হেন মতে সবারে তুলিবে ।
 বাহে নাহি গ্রাসে তাই কর তুমি জিহ্বাভ্যজি যতন করিবে ॥৩৬॥

মৃগ

চো—শ্রবন শুনী সঠ তা করি বানী । বিহসা জগত বিদিত অভিমানী ॥
 সত্য স্মৃতাউ নারি কর সাচা । মঙ্গল মছ' ভয় মন অতি কাচা ॥১
 জো' আবই মর্কট কটকাঈ । জিঅহি' বিচারে নিসিচর খাঈ ॥
 কম্পহি' লোকপ জাকী' ত্রাসা । তানু নারী সভীত বড়ি হাসা ॥২
 অস কহি বিহসি তাহি উর লাঈ । চলেউ সভা' মমতা অধিকাঈ ॥
 মন্দোদরী হৃদয়' কর চিন্তা । ভয়উ কন্ত পর বিধি বিপরীতা ॥৩
 বৈঠেউ সভা' খবরি অসি পাঈ ৷ সিঙ্কু পার সেনা সব আঈ ॥
 বুঝেসি সচিব উচিত মত কহছু । তে সব ইঁসে মষ্ট করি রহছু ॥৪
 জিতেছ সুরাসুর তব প্রাণ নাহী' । নর বানর কেহি লেখে মাহী' ॥৫

দোহা— সচিব বৈদ গুর তীনি জো' প্রিয় বোলহি' ভয় আস ।
 রাজ ধর্ম তন তীনি কর হোই বেগিহী' নাস ॥৩৭॥

পদ্মাবাদ

চো—শ্রবণে রাবণ শঠ শুনি' তা'র বানী । হাসি' উঠে বিশ্বখ্যাত ঘোর অভিমানী ॥
 র. নীর স্বভাব ভীরু ইহা সত্য বটে । শুভ-মাবে হীনবল মানসে ত্রকটে ॥১
 কপি-সেনা যদি হেথা আসিয়া পড়িবে । বেচারারাক্ষসগণ খাইয়া বাঁচিবে ॥
 যা'র ভয়ে লোকপাল সতত কম্পিত । হাসি' পায় শুনি' তা'র বানী এত ভীত ॥২
 ইহা কহি' হাসি' তারে বক্ষে আলিঙ্গিয়া । সভা-পানে চলি' তারে স্নেহ প্রদর্শিয়া ॥
 মন্দোদরী মন-মাবে হেন চিন্তা করে । বিধি বাম হ'ল এবে অম পতি' পরে ॥৩
 সত্য বসিলে পরে সংবাদ পাইল । সিঙ্কু-পারে সেনা সব আসিয়া পৌ'ছিল ॥
 “ভাল যুক্তি দাও” তিনি ক'ন মন্ত্রদলে । চূপ রহা ঞ্জল চিন্তি বলিল সকলে—৪
 “বিনা প্রমে সুরাসুরে যে পারে জিনিতে । নর ও বানরে কভু সে যাবে মানিতে ?”
 দোহা— মন্ত্রী, বৈজ্ঞ, গুরু এই তিনে যদি প্রিয় কহে ভয়ের লাগিয়া ।
 রাজ্য, দেহ, ধর্ম এই তিন ধ্বংস হুয়া হ'বে লইবে জানিয়া ॥৩৭॥

বাংলা অর্থ—তা করি—তাহার ; কাচা—কাঁচা, অ.ক ; জি অহি'—বাঁচিবে ; ভয়উ
 —হইয়াছেন ; বুঝেসি—বুঝিবে ; কেহে লেখে—কোন্ হিগাবে ; মাহী'—মধ্যে ; আস
 —আকাম্বা, আশা ; মষ্ট করি—চূর্ণ করিয়া ; দো—৩৭)

চৌ—সোই রাবন কহ' বনী সহাই। অস্ততি করহি' সুনাই সুনাই ॥
 অবসর জানি বিভীষকু আবা। ভ্রাতা চরন সীম্ব তেহি' নাবা ॥১
 পুনি সিরু নাই বৈঠ নিজ আসন। বোলা বচন পাই অনুসাসন ॥
 জৌ রূপাল পু'ছিছ মোহি বাতা। মতি অনুরূপ কহউ' হিত তাতা ॥২
 জো আপন চাইহে কল্যানা। স্নজস্ন স্নমতি স্নভ গতি স্নখ নানা ॥
 সো পরনারি লিলার গোসাই। তজউ চউখি কে চন্দ কি নাই ॥৩
 চৌদহ ভুবন এক পতি হোই। ভুতজোহ তিঠই নহি' সোই ॥
 গুন সাগর নাগর নর জোউ। অলপ লোভ ভল কহইন কোউ ॥৪
 দোহা— কাম ক্রোধ মদ লোভ সব নাথ নরক কে পছ।
 সব পরিহরি রঘুবীরহি ভজছ ভজহি' জেহি সন্ত ॥৫৮॥

পঞ্চাশ্বাদ

চৌ—সমর্থিলা রাবণেরে সচিব প্রধান। যিনি স্ততিপর হ'য়ে বচন শুনান ॥
 অবসর জানি' সেথা আসে বিভীষণ। শির নত করে স্পর্শে ভ্রাতার চরণ ॥১
 পুন শির নমি' নিল আপন আসন। আদেশ লভিয়া লাগে কহিতে বচন ॥
 কহি দাদা! এবে যাহা মম অনুমত। জুজ-বুদ্ধি আগি শুন যা' শাস্ত্র-সঙ্গত ॥২
 যদি এবে চাহ তুমি শুভ নিজতরে। স্নমতি স্নগতি স্নখ বিবিধ প্রকারে ॥
 হে অগ্রজ! পর-নারী বদন-দর্শন। চতুর্থী চন্দ্রমা-সম ত্যজহ এখন ॥৩
 হইলেও চতুর্দশ ভুবনের পতি। জীবমাত্রে বৈরী করি নাহি লভে স্থিতি ॥
 হইলেও স্নচতুর গুণের আলায়। অল্প মাত্র লোভ কেহ ভাল নাহি কয় ॥৪
 দোহা— কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ ওহে নাথ! নরকের পথ মুক্ত করে।
 সব পরিহরি' রঘুবীরে ভজ সাধু ষাঁরে ভজে সদা-তরে ॥৫৮॥

মূল

চৌ—তাত রাম নহি' নর ভুপালা। ভুবনেশ্বর কালছ কর কাল ॥
 ব্রহ্ম অনাময় অজ ভগবন্ত। ব্যাপক অজিত অনাদি অনন্ত ॥১
 গো দ্বিজ ধেনু দেব হিতকারী। রূপা সিন্ধু মানুষ তনুধারী ॥
 জন রঞ্জন ভঞ্জন খল ভ্রাতা। বেদ ধর্ম রক্ষক স্ননু ভ্রাতা ॥২
 তাহি বয়স তজি নাইঅ মাথা। প্রনতারাতি ভঞ্জন রঘুনাথা ॥
 দেহ নাথ প্রভু কহ' বৈদেহী। ভজছ রাম বিনু হেতু সনেহী ॥৩

বাংলা অর্থ—বনী—রচিত হইয়াছে; সীম—শির; পু'ছিছ—জিজ্ঞাসা করিতেছে;
 লিলার—ললাট, ভাগ্য; চউখি—চতুর্থী; নাই—সদৃশ; তিঠই নহি—তিষ্ঠিতে পারে
 না; নাগর—চতুর; চউখি কে চন্দ—নষ্ট চন্দ্র (অশুভজাপক); (দো—৩৮)

গরম গএ' প্রভু তাহ ন ত্যাগা । বিশ্ব জোহ কৃত অব জেহি লাগা ॥
 জাস্ন নাম জয় ভাপ নসাবন । সোই প্রভু প্রগট সমুঝ জিয়' রাবন ॥৪
 দোহা— বার বার পদ লাগউ' বিনয় করউ' দসসীস ।
 পরিহরি মান মোহ মদ ভজহ কোসলাধীস ॥৩৯ক॥
 মুনি পুলস্তি নিজ শিষ্য সন কহি পঠয়ে য়হ বাত ।
 তুরত সো মৈ' প্রভু সন কহী পাই স্নঅবসরু ভাত ॥৩৯খ॥

পত্নাহবদ

চো—হে অগ্রজ ! রাম নহে মায়া-ভুপাল । ভুবন-ঈশ্বর যিনি কালেরও কাল ॥
 অজ ভগবান যিনি ব্রহ্ম অনাময় । অজের অনাদি ব্যাপী অন্ত নাহি রয় ॥১
 পৃথিবী-ব্রাহ্মণ-দেহু-দেব-হিতকারী । কৃপা-পারাবার যিনি নর-ভক্ষু-ধারী ॥
 ভক্তপ্রিয় দুঃখনাশী খল-নাশকারী । শুন দাদা ! তিনি হ'ন বেদধর্ম্মাচারী ॥২
 শক্ততা ভ্যজিয়া রামে নভ কর শির । ভক্ত-দুঃখনাশী বলি' জেনো রঘুবীর ॥
 হে নাথ ! প্রভুরে করি' সীতা প্রত্যাৰ্পণ । কৃপা-পারাবার রামে করিবে ভজন ॥৩
 বিশ্বজোহ আচরি' যে পাপের ভাজন । না ভ্যজেন প্রভু সেও লইলে শরণ ॥
 ঈশ'র নাম ক'রে ভাপজয়-বিনাশন । সে প্রভু প্রকট ভ্রাতঃ ! বুঝ নিজ মন ॥৪
 দোহা— বার বার পদে নতি করি' আমি সবিনয়ে কহি দশানন ।
 পরিহরি' মান-মোহ-মদ কর রঘুনাথ-চরণ-ভজন ॥৩৯ক॥
 পুলস্ত্য সে কথা নিজ শিষ্য-মুখে ক'রেছেন আপনি জ্ঞাপন ।
 উপযুক্ত এবে অবসর লভি' ত্বরা তোমা' করি নিবেদন ॥৩৯খ॥

মূল

চো—মাল্যবন্ত অতি সচিব সয়ান । তাস্ন বচন স্ননি অতি স্নখ মানা ॥
 ভাত অনুজ ভব নীতি বিভূষন । সো উর ধরহ জো কহত বিভীষন ॥১
 রিপু উতকরষ কহত সঠ দোউ । দুরি ন করহ ইহী হই কোউ ॥
 মাল্যবন্ত গৃহ গমউ বহোরী । কহই বিভীষনু পুনি কর জোরী ॥২
 স্নমতি কুমতি সব কেঁ উর রহহী । নাথ পুরানুনিগম অস কহহী ॥
 জহী স্নমতি তহী সম্পতি নানা । জহী কুমতি তহী বিপতি নিদানা ॥৩
 ভব উর কুমতি বসী বিপরীত । হিত অনহিত মানহ রিপু ঐতীত ॥
 কালরাতি নিচির কুল করী । তেহি সীতা পর ঐতি ঘনেন্দ্রী ॥৪
 দোহা— তাত চরন গছি মাগউ' রাখছ মোর দুলায় ।
 সীতা দেহ রাম কহ' অহিত ন হোই তুমহার ॥৪০॥

বাংলা অর্থ—খল ভ্রাতা—দুষ্টপুত্র; প্রনভারতি—ভক্তের হৃৎ; তাহ—ভাষ্যে;
 ত্যাগা ন—ত্যাগ করে না; নসাবন—নাশকারী; জিয়'—হৃদয়ে; (দো—৩৯)

চৌ—স্বযুক্তি সচিব অতি নামে মালাবান্ । সেই কথা শুনি' মনে করি' স্মৃতিজ্ঞান—
ক'ন,—‘তাত ! ভ্রাতা তব নীতি-পরায়ণ । ভাল মনে মানো যাহা কহে বিভীষণ’ ॥১
‘রিপুরে প্রশংসে এই শঠ দুই জন । কে আছে তাড়াও ত্ব’মে’--কহিল রাবণ ॥
মালাবান্ সেথা হ’তে গৃহে চলি’ যায় । বিভীষণ যুক্ত করে ক’ন পুনরায় ॥২
‘স্মৃতি, কুমতি হৃদে সবাকার রহে । হে নাথ ! পুরাণ, বেদ এই কথা কহে ॥
যেথায় স্মৃতি সেথা সম্পদের স্থান । কুমতি যেথায় সেথা বিপত্তি-নিদান ॥৩
কুমতি হিয়াতে তব বসে বিপরীত । অহিতে গণিছ হিত, শত্রুকে স্নহদ ॥
কাল-রাত্রি নিশাচর-কুলেতে আছিল । তাই তব পর-শ্রীতে আসক্তি বাড়িল ॥৪
দোহা— তব পদ ধরি’ মাগি এই তাত ! রাখো রাখো মম এ’ মনতি ।
রঘুনাথে দাও সীতারে ফিরিয়ে যাহে ক্রব পাবে রাম-শ্রীতি ॥৫॥

মূল

চৌ—বুধ পুরান শ্রুতি সন্মত বানী । কহী বিভীষণ নীতি বখানী ॥
স্বনত দশানন উঠা রিসাঞি । খল তোহি নিকট মৃত্যু অব আসি ॥১
জিঅসি সদা সঠ মোর জিআবা । রিপু কর পছ মূঢ় তোহী ভাবা ॥২
কহিল ন খল অস কো জগ মাহী । ভুজ বল জাহি জিতা মৈ নাহী ॥৩
মম পুর বসি তপসিন্হ পর শ্রীভী । সঠ মিলু জাহি তিনহছি কছ নীভী ॥
অস কহি কৌনহেসি চরন প্রহার । অশুজ গহে পদ বারি’ বারা ॥৪
উমা সন্ত কহ ইহই বড়াঞি । মন্দ করত জো করই ভলাঞি ॥
তুমহ পিতু সরিস ভলেহি’ মোহি মারা । রামু ভজো’ হিত নাথ তুমহার ॥৫
সচিব সঙ্গ লৈ নন্ত পথ গয়উ । সবহি সুনাই কহত অস ভয়উ ॥৬
দোহা— রামু সত্যসঙ্গ প্রভু সভা কালবস তোরি ।
মৈ রঘুবীর সরন অব জাউ’ দেছ জনি খোরি ॥৭॥

পঞ্চান্নবাহ

চৌ—পণ্ডিত-পুরাণ-শ্রুতি-সন্মত যে বানী । বিভীষণ সেই নীতি কহেন বখানি’ ॥
শুনি’ ক্রোধান্বিত হ’য়ে কহে দশানন । বুঝিনু মরণ তব আগত এখন ॥১
বাঁচা’মে রেখেছি তাই আছিস জীবিত । শত্রু-পক্ষ গুণ-গানে সদা তুই শ্রীত ॥
খল ! তুই বসু দেখি জগৎ-মাঝারে । কেবা আছে ভুজ-বলে জিনি’ নাই যা’রে ১ ২

বাংলা অর্থ—উতকরষ—উৎকর্ষ, গুণ ; বসী—বসিয়াছে ; শ্রীতা—মিত্র ; যমেরী—
গাঢ় ; তুলার—স্ববদার ; মাগেউ’—মাগিতেছি ; রাম কছ’—রামকে ; (দো—৪০)

বাংলা অর্থ—কহী—কহিলেন ; রিসাঞি—ক্রক ; জিআবা—ভরণ পোষণ ; জিতা
নাই—জয় করি নাই ; মিলু—মিলিত হও ; খোরি—দোষ ; জাহি—বাহিয়া ; (দো—৪১)

মম পুরে বাস করি' মুন'পরে শ্রীতি । যাও ধূর্ত ! তা'সবারে শিখাইবে নীতি ॥
 ইহা কহি' পদাঘাত হামিল জাতারে । বিভীষণ ধরে তাঁর পদ বারে বারে ॥৩
 শিব ক'ন,—উমা! সাধুর মহৎ-প্রমাণ । অনিষ্ট যেকরে তার সাধেন কল্যাণ ॥
 তুমি পিতৃ-সম শুভ তব পদাঘাত । কিন্তু তব শুভ যদি রামে ভজ নাথ ! ৪
 বিভীষণ মন্ত্রী-সহনভ-পথ নিল । সভারে শুনা'য়ে হেন কহিতে লাগিল ॥৫
 দোহা— সত্যসন্ধ রাম তিনি প্রভু হ'ন সভাসদ তব কালবশ হেন ।
 রামের শরণ আমি এবেল'ব দোষ নাহি দিও মম'পরে যেন ॥৪১॥

মৃগ

চৌ—অস কহি চলা বিভীষণ জবহী' । আয়ুহীন ভএ সব ভবহী' ॥
 সাধু অবগ্যা তুরত ভবানী । কর কল্যান অখিল কৈ হানী ॥১
 রাবন জবহি' বিভীষণ ত্যাগ । ভয়উ বিভব বিমু তবহি' অভাগ ॥
 চলেউ হরষি রঘুনাথক পাহী' । করত মনোরথ বহু মন মাহী' ॥২
 দেখিহউ জাই চরন জল জাতা । অরুণ মৃদুল সেবক স্নখদাতা ॥
 জে পদ পরসি তরী রিষিনারী । দণ্ডক কানন পাবনকারী ॥৩
 জে পদ জনকসুতা উর লাএ । কপট কুরঙ্গ সজ ধর ধাএ ॥
 হর উর সর সরোজ পদ জেজে । অহীভাগ্য মৈ' দেখিহউ' ভেঙ্গে ॥৪
 দোহা— জিন্হ পায়ন্হ কে পাণ্ডুকন্হি ভরতু' রহে মন লাই ।
 তে পদ আজু বিলোকিহউ' ইন্হ ময়নন্হি অব জাই ॥৪২॥

চৌ—হেন কথা কহি' যবে চলে বিভীষণ । সকল রাক্ষস তবে গণিল মরণ ॥
 সাধুর অবজা যেথা ঘটিবে ভবানী ! ক্ষত সেথা সকলের হ'বে শুভ-হানি ॥১
 বিভীষণ যবে ত্যাগ করিল রাবণ । ভাগ্য-বিন্ধ-হীন তিনি হইতে তখন ॥
 হর্ষে চলে বিভীষণ রঘুনাথ-পাশ । মনের মাঝারে রাখি' বহুবিধ আশ ॥২
 যাইয়া হেরিবে সেথা কমল-চরণ । ভক্ত স্নখ-দাতা মৃদু অরুণ-বরণ ॥
 যে পদ পরশি' ঋষি-রমণী তরিল । দণ্ডক বনেরে যাহা পবিত্র করিল ॥৩
 যে পদ জনক-সুতা বক্ষ'পরে পায় । কপট কুরঙ্গ-পিছু যে চরণ ধায় ॥
 হর-হৃদি-সরোবরে পায় যে চরণ । বড় ভাগ্য তাহা আজি হবে দরশন ॥৪
 দোহা— যে পদ-পাণ্ডুক লইয়া ভরত রহে তাহে মন লাগাইয়া ।
 সে পদ-মৃগল নিরখিবে আজি তা'র দু'টি নয়ন ভরিয়া ॥৪২॥

বাংলা অর্থ—কর—করে : মনোরথ করত—অভিপ্রায় করিয়া ; চরন জল জাতা
 —পাদপদ্ম ; তরী—মুক্তিলাভ করিয়াছেন ; পায়ন্হ কে—পদের ; তে পদ—সেই পদ ;
 পাহী'—পার্শ্ব ; অবগ্যা—অবজা ; (দো—৪২)

মূল

চৌ—এহি বিধি কর ত সপ্তেম বিচার। আয়উ সপদি সিন্ধু এহি পান্না ॥
কপিগ্নহ বিভীষকু আবত দেখ। জানা কোউ রিপু দূত বিষেসা ॥১
তাহি রাখি কপীস পহি আএ। সমাচার সব তাহি স্ননাএ ॥
কহ স্নগ্রীব স্ননহ রঘুরাজে। আবা মিলন দসানন ভাজে ॥২
কহ প্রভু সখা বুঝিএ কাহ। কহই কপীস স্ননহ নরনাহা ॥
জানি ন জাই নিসাচর মায়া। কামরূপ কেহি কারন আয়া ॥৩
ভেদ হমার লেন সঠ আবা। রাখিঅ বাঁধি মোহি অস ভাবা ॥
সখা নীতি ভুমহ নীকি বিচারী। মম পন সরনাগত ভয়হারী ॥৪
দোহা— সরনাগত কহ জে তজহি নিজ অনহিত অনুমানি।
তে নর পারবৈর পাপময় তিন্হহি বিলোকত হানি ॥৪৩॥

পত্নানুবাদ

চৌ—করিতে করিতে হেন সপ্তেম বিচার। আসিয়া পৌছিল ক্ষুত সিন্ধুর এ' পার
কপিগণ বিভীষণে আসিতে হেরিয়া। চিন্তে,—কোম রিপু-দূত পড়িল আসিয়া ॥১
রাক্ষস কপীশ-পার্শ্বে করি' আগমন। সকল সংবাদ তা'রে করে নিবেদন ॥
স্নগ্রীব কহিল রামে! স্ননহ বচন। সাক্ষাৎ করিতে এবে আসে বিভীষণ ॥২
প্রভু ক'ন,—ওহে সখা! বুঝিলে কেমন? “স্নন নর-নাথ” বলি' কপীশ্বর ক'ন ॥
কামরূপী রক্ষোগণ-মায়া বুঝা ভার। আসিছে কি জানি' কেন, কি কারণ তা'র ১৩
শঠ বুঝি, আসে গুপ্ত তথ্য জানিবারে। মম মনে ভাল লাগে বাঁধি' রাখি তা'রে ॥
সখা তব নীতি ভাল মনেতে বিচারি'। পণ মম আশ্রিতের হই ভয়হারী ॥৪
প্রভুর বচন শুনি' হর্ষে হনুমান। আশ্রিত-বৎসল বলি' জানি' ভগবান্ ॥৫
দোহা— শরণ-আগতে জে জন ভ্যজিবে নিজ অমঙ্গল অনুমানি।
সে নর পামর তথা পাপময় ঘটে তা'র দরশনে হানি ॥৪৩॥

মূল

চৌ—কোটি বিপ্র বধ লাগাই জাহ্নু। আএ সরন তজউ নহি তাহ্নু ॥
সনসুখ জীব মোহি অবহী। জন্ম কোটি অঘ নাসহি' তবহী ॥১
পাপবস্ত কর সহজ স্নভাউ। ভজনু মোর তেহি ভাব ন কাউ ॥
জো' পৈ চুষ্টদয় সোই হোজি। মোরে' সনসুখ আব কি সোজি ॥২
নির্মল মন জন সো মোহি পাবা। মোহি কপট ছল ছিজন ভাবা ॥
ভেদ লেন পঠবা দসসীসা। তবহ্ন ন কছু ভয় হানি কপীসা ॥৩

বাংলা অর্থ—সপদি—তৎক্ষণাৎ; বুনিয়ৈ—বুঝিয়াছ; কামরূপ—ইচ্ছামত পরি-
বর্ত্তমণীল রূপ; ভেদ—মনের কথা; ভাবা—ভাল লাগে; নীকি—ভাল ভাবে; হরষ—
হর্ষিত হন; বিলোকত—দেখিণে; বচ্ছল—বৎসল; (দো—৪৩)

জগ মছ সখা নিশাচর জেতে । লছিমসু হনই নিমিষ মছ তেতে ॥
 জৌ সজীত আবাসরনাঈ । রখিহউ তাহি প্রান কী নাঈ ॥৪
 দোহা— উক্সর ভাঁতি তেহি আনছ হাঁসি কহ কুপানিকেত ।
 জয় কুপাল কহি কপি চলে অজদ হমু সমেত ॥৪৪॥

পদ্মাবাদ

চৌ—কোটি বিপ্রবধ-পাপ লাগিবে যে জনে । তা'রে নাহি ত্যজি কভু আসিলে
 শরণে ॥

জীব যদি আসে কভু সন্মুখে আমার । কোটি জন্ম গত পাপ নাশিব তাহার ॥১
 সহজ স্বভাব এই ধরে পাপী জন । ভাল নাহি লাগে তা'র আমারে ভজন ॥
 দুষ্ট অভিসন্ধি মনে যে জন ধরিবে । সে কি বল কভু মম সন্মুখে আসিবে ? ২
 নির্দল যাহার মন সেই মোরে পায় । ক্রুর, ছলী, ছিজোদেবী না লভে আমার ॥
 ভেদ জানিবারে যদি রাবণ পাঠায় । ভয় কিবা ? হানি কিছু নাহি গণি তায় ॥৩
 ধন্য-মাকে ওহে সখা ! যত নিশাচর । লক্ষণ সবারে হানে নিমেষ-ভিতর ॥
 ভয়-ভীত আসি' যদি লয় সে শরণ । প্রাণ-সম তা'রে আগি করিব রক্ষণ ॥৪
 দোহা— যে ভাবে আসুক আনিবে তাহারে হাসি' ক'ন কুপার নিধান ।
 “জয় হে কুপাল !” ইহা কহি' চলে সুগ্রীব, অজদ, হনুমান ॥৪৪॥

মূল

চৌ—মাদর তেহি আগৈ করি বানর । চলে জই রঘুপতি করুনাকর ॥
 দূরিহি তে দেখে ঘৌ ভাতি । নয়নানন্দ দান কে দাতি ॥১
 বছরি রাম ছবিধাম বিলোকী । রহেউ ঠটুকি একটক পল রোকী ॥
 ভুজ প্রেমম্ব কজ্জারুন লোচন । শ্রামল গাত প্রেনত ভয় মোচন ॥২
 সিঙ্ঘ কঙ্ক আয়ত উর সোহা । আনত অমিত মদন মন মোহা ॥
 নয়ন নীর পুলকিত অতি গাতি । মন ধরি ধীর কহী মুছ বাতি ॥৩
 নাথ দসানন কর মৈ ভাতি । নিসিচর বংস জগম সুহত্রাতি ॥
 সহজ পাপপ্রিয় তামস দেহা । জথা উলুকহি তম পর নেহা ॥৪
 দোহা— শ্রবন সুজসু সুনি আয়উ প্রভু ভঞ্জন ভব তীর ।
 জাহি জাহি আরতি হরন সরন সুখদ রঘুবীর ॥৪৫॥

বাংলা অর্থ—লাগিহি—লগ হয়, নাসহি—নষ্ট হয়; সরনাঈ—শরণ; ছলছিজ—
 ছলনার লেশ; জৌ পৈ...তো পৈ—যদি...তবে; (দো—৪৪)

বাংলা অর্থ—দূরিহি তে—দূর হইতে; ঠটুকি—স্বক হইয়া; একটক—একদৃষ্টে;
 পল—পলক; রোকী—বন্ধ করিয়া; প্রেমম্ব—দীর্ঘ; কজ্জারুন—লাল পদ্ম; ধীর—বৈধা;
 উলুকহি—গেচকের নিবট; ভব ভীর—অন্যমনস্ক ভয়; আরতি—আর্তি; (দো—৪৫)

চো—সাদরে ভাহারে অগ্রে লইয়া বানর। চলে যেথা রঘুপতি করুণা-আকর ॥
 দূর হ'তে বিভীষণে হেরে' দুই জাতি। তাঁহারা দু'য়ে যে সর্ব-আশি-সুখ-দাত্য ॥১
 পুন রাগে ছবিধামে হেরিতে লাগিয়া। অপলকে একদৃষ্টে রহে দাঁড়াইয়া ॥
 দীর্ঘ-বাহু পদ্ম-সম অরুণ-লোচন। শ্যাম-ভক্ষু ভক্ত-জন-ভয়-বিমোচন ॥২
 সিংহ-ক্ৰন্দ বক্ষ-পট বিস্তৃত শোভন। কামদেব-তুল্য মুখ মানস-মোহন ॥
 তনুতে পুলক, বারি ভরিল নয়নে। তাঁ'রে ক'ন বিভীষণ ধৈর্য্য ধরি' মনে ॥৩
 ওহে নাথ! মোরে জান দশানন-জাতি। জনম রাক্ষস-কুলে, ওহে সুর-ভ্রাতা ॥
 স্বাভাবিক পাপপ্রিয় তামসিক দেহ। যেমন উল্লুক ধরে তম 'পরে স্নেহ ॥৪
 দোহা— কানে শুনি' যশ অসিয়াছি আমি তুমি প্রভু ভয়-বিমোচন!
 তুমি তা'রে রাখ আর্তহারী রাম! যে চাহিবে তোমার শরণ ॥৫॥

মূল

চো—অস কহি করত দণ্ডবত দেখা। তুরত উঠে প্রভু হরষ বিসেয়া ॥
 দীন বচন শুনি প্রভু মন ভাবা। ভুজ বিসাল গহি হৃদয়' লগাবা ॥১
 অমুজ সহিত মিলি টিগ বৈঠারী। বোলে বচন ভগত ভয় হারী ॥
 কহ লক্ষ্যে সহিত পরিবার। কুশল কুঠাহর বাস তুমহার ॥২
 খল মণ্ডলী' বসহ দীনু রাতী। সখা ধর্ম' নিবহই কেহি ভা'তি ॥
 মৈ' জানউ' তুমহারি সব রীতি। অতি নয় নিপুন ন ভাব অনীতি ॥৩
 বন্ধ ভল বাস নরক কর তাতা। দুষ্ট সজ জনি দেই বিধানা ॥
 অব পদ দেখি কুশল রঘুরায়। জো' তুমহ কীন্হি জানি জন দায়া ॥৪
 দোহা— তব লগি কুশল ন জীব কহ' সপনেছ' মন বিশ্রাম।
 জব লগি ভজত ন রাম কহ' সোক ধাম তজি কাম ॥৫॥

পদ্মাবতী

চো—হেন কহি' দণ্ডবৎ হইতে দেখিয়া। তুরা প্রভু উঠিলেন হরষিত হিয়া ॥
 দীন-বাণী শুনি' প্রভু-চিন্ত হরষিত। বিশাল বাহুতে করি' তাঁ'রে আঙ্গিত্তি ॥১
 সামুজ মিলিত হ'য়ে নিকটে বসান। ভক্ত-ভয়-হারী তাঁ'রে বচন শুনান ॥
 কুশলী রহত তুমি সহ পরিবার? কুস্থানে বুঝি আছি বসতি তোমার ॥২
 দিন রাতি বাস কর খলগণ-মাঝ। কেমনে সাধিছ সখা! তব ধর্ম'-কাজ ?
 আমার হ'য়েছে জানা তব সব রীতি। নীতিতে নিপুণ তুমি না চিন্ত অনীতি ॥৩

বাংলা অর্থ—টিগ—পার্শ্ব; বৈঠারী—বসাইলেন; কুঠাহর—কুস্থান; নিবহই—
 নির্বাহ কর; ন ভাব—ভাল লাগে না; জন জানি—সেবক জানিয়া; দায়া—দায়;
 তব লগি—ওতক্ষণ; জব লগি—যতক্ষণ; (দো—৪৬)

বরং নরকে বাস ভাল গণি মনে । ধাতা যেন থাকিতে না দেন দ্বষ্ট-সনে ।
 রাম ! তব পদ হেরি' কুশলী এখন । ভক্ত জানি' হ'লে তুমি দয়া-পরায়ণ ।৪
 দোহা— ততকাল নহে জীবের কুশল মনে নাহি স্বপনে বিশ্রাম ।
 যাবৎ না করে রামের ভজন ভোগ্যগিয়া শোক-দাতা-কাম ॥৪৬॥

মূল

চৌ—তব লগি হৃদয় বসত খল নানা । লোভ মোহ মচ্ছর মদ মানা ।
 জব লগি উর ন বসত রঘুনাথা । ধরে' চাপ সায়ক কটি ভাখা ॥১
 মমতা তরুন তম্বী অধিয়ারী । রাগ ঘেব উল্লুক স্নখকারী ।
 তব লগি বসতি জীব মন মাহী' । জব লগি প্রভু প্রেতা প রবি নাই ॥২
 অব মৈ' কুসল মিটে ভয় ভারে । দেখি রাম পদ কমল তুম্বহারে ॥
 তুম্বহ কৃপাল জা পর অনুকূল । তাহি ন ব্যাপ ত্রিবিধ ভব সূলা ॥৩
 মৈ' নিশিচর অতি অদম স্নভাউ । স্নভ আচরনু কীনহ নহি' কাউ ॥
 জাসু রূপ মুনি ধ্যান ন আবা । তেহি' প্রভু হরবি হৃদয়' মোহি লাবা ॥৪
 দোহা— অহো ভাগ্য মম অমিত অতি রাম কৃপা স্নখ পুঞ্জ ।
 দেখেউ' নয়ন বিরঞ্চি সিব সেব্য জুগল পদ কঞ্জ ॥৪৭॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ—তাবৎ মনুষ্য-হিয়া খলতা-নিধান । লোভ-মোহ মাৎসরতা ধরে মদ-মান ॥
 যাবৎ হৃদয়ে নাহি বসে রঘুবীর । ধরি' চাপ বাণ তথা কটিতে তুগীর ॥১
 মমতারে জানো অমা-রাত্রি-অঙ্ককার । রাগ-ঘেব-উল্লুকের তাহা স্নখাধার ॥
 তাবৎ জীবের মনে রহে তাহা স্নিত । যাবৎ না প্রভু-তেজো-রবি সমুদিত ॥২
 এবে ত' কুশলী আমি মিটে ভয়-ভার । চরণ-কমল রাম ! হেরিয়া তোমার ॥
 হে কৃপাল ! যা'র 'পরে তুমি অনুকূল । তা'রে নাহি স্পর্শে ভব-ত্রিতাপ-ত্রিশূল ॥৩
 হীন শিষ্যচর আমি স্বভাব-কারণ । কভু কা'রে না দেখানু স্নভ-আচরণ ॥
 যা'র রূপ মুনি ধ্যানে না পারে আনিতে । সে-প্রভু হৃদয়ে ধ'রে মোরে হৃষ্ট চিত্তে ॥৪
 দোহা— অহো ভাগ্য মম অতীব অসীম ওহে রাম ! তুমি কৃপাস্নখাধার ।
 নয়নে হেরিনু পাদ-পদ্ম-যুগ শিব-ব্রজা সের্বে যে' পদ তোমার ॥৪৭॥

মূল

চৌ—স্ননহ সখা নিজ কহউ' স্নভাউ । জান ভুস্মুণ্ডি সমুদু গিরিজাউ ॥
 জৌ' নর হোই চরাচর জোহী । আটবে সন্তয় সরন তকি মোহী ॥১

বাংলা অর্থ—মচ্ছর—মাৎসর্য ; ভাখা—তুগীর ; তরুন তম্বী—অমাংছা রাত্রি ;
 তারে—ভারি ; ন ব্যাপ—ব্যাপ হইয়া ; সূলা—যন্ত্রণা ; লাবা—লইয়াছেন ; পদ কঞ্জ—
 পাদ-পদ্ম ; অধিয়ারী—অঙ্ককার ; (দো—৪৭)

ভজি মদ মোহ কপট ছল নানা । করউ সত্ত তেহি সাধু সমানা ॥
 জননী জমক বন্ধু স্নত দার। । তনু ধনু ভবন সুহৃদ পরিবার। ॥২
 সব কৈ মমতা ভাগ বটোরী। মম পদ মনহি বাঁধ বরি ডোরী ॥
 সমদরসী ইচ্ছা কছু নাহী । হরষ সোক ভয় নহি মন মাহী ॥৩
 অস সজ্জন মম উর বস কৈসে । লোভী হৃদয় বসই ধনু জৈসে ॥
 তুমহ সারিখে সন্ত প্রিয় মোরে । ধরউ দেহ নহি আন নিহোরে ॥৪
 দোহা— সগুণ উপাসক পরহিত নিরত নীতি দৃঢ় মেম ।

তে নর প্রান সমান মম জিম্হ কেঁ দ্বিজ পদ প্রেম ॥৪৮॥

পশ্চাত্ত্বাদ

চৌ—নিজের স্বভাব কহি' শুন বন্ধুবর ! ইহা জানে ভুমুণ্ডি ও গিরিজা-শঙ্কর ॥
 চরাচর-শত্রু যদি হয় কোন জন । সন্তয়ে লইতে আসে আমার শরণ ॥১
 ত্যাগ করে মোহ, মদ, ছল কপটতা । সত্ত তারে দিই জেনো সাধুর সমতা ॥
 জননী, জমক, বন্ধু তথা স্নত, দার । দেহ, ধন, গৃহ তথা মিত্র-পরিবার ॥২
 সবার মমতা-সূত্র একতা করিয়া । মম পদে মন বাঁধে প্রেম-রঞ্জু দিয়া ॥
 সমদর্শী হয়, নিজ ইচ্ছা নাহি ধরে । হর্ষ, শোক, ভয় ভাজে সে তা'র অন্তরে ॥৩
 হেন সাধু মম হৃদে নিবসে তেমন । লোভীর হৃদয়ে বাস ধনের যেমন ॥
 তোমার সদৃশ সাধু মম প্রিয়জন । অশ্রু কারো তরে দেহ না করি ধারণ ॥৪
 দোহা— সগুণ সাধক পরহিতে রত নিয়ম পালিতে দৃঢ়-নীতি ধরে ।

সেই জন মম পরাণ-সমান পিরীতি বাহার রহে বিপ্র'পরে ॥৪৮॥

মূল

চৌ · স্ননু লঙ্কেস সকল গুন তোরৈ । তাতেঁ তুমহ অতিসয় প্রিয় মোরে ॥
 রাম বচন স্ননি বানর জুখা । সকল কহহি জয় কৃপা বরুখা ॥১
 স্ননত বিভীষনু প্রভু কৈ বানী । নহি অঘাত শ্রবণাত্মত জানী ॥
 পদ অম্বুজ গহি বারহি বার। । হৃদয় সমাত ন প্রেমু অপার। ॥২
 স্ননহু দেব সচরাচর স্বামী । প্রনতপাল উর অন্তরজাগী ॥
 উর কছু প্রথম বাসন।'রহী । প্রভু পদ প্রীতি সরিত সো বহী ॥৩
 অব কৃপাল নিজ ভগতি পাবনী । দেহু সদা সিব মন ভাবনী ॥
 এবমন্তু কহি প্রভু রনধীরা । মাগা তুরত সিদ্ধু কর নীরা ॥৪
 জদপি সখা ভব ইচ্ছা নাহী । মোর দরসু অমোঘ জগ মাহী ॥
 অস কহি রাম ভিলক তেহি সারা । স্নমন বৃষ্টি নভ ভঙ্গে অপার। ॥৫

বাংলা অর্থ—মোহী তকি—আমাকে কক্ষ্য বরিয়া ; ভাগ—ভাগা ; বটোরী—
 বাধিয়া ; ডোরী বরি—দড়ি জড়াইয়া ; ধনু—ধন ; সারিখে—সদৃশ ; নিহোরে—করণা ;
 মেম—নিয়ম ; জাম—জানে ; আঁবে—আগিবে ; (দো—৪৮)

দোহা— রাবন ক্রোধ অনল নিজ আস সমীর প্রচণ্ড ।

জরত বিভীষনু রাখেউ দীর্ঘহেউ রাজু অখণ্ড ॥৪৯ক॥

জো সম্পতি সিব রাবনহি দীর্ঘহি দিওঁ দস মাখ ।

সোই সম্পদা বিভীষনহি সকুচি দীর্ঘহি রঘুমাখ ॥৪৯খ॥

গীতানুবাদ

চো—শুন হে লঙ্কেশ ! তুমি এই গুণাধার । তাই তুমি প্রিয়তম অতীব আমার ।

শুনিয়া বানর-সজ্জ রামের বচন । “জয় কৃপাধার” সবে করে উচ্চারণ ॥১

শুনিতে প্রভুর বাণী স্রধা-সম গণে । বিভীষণ ভৃগু-সীমা না লভে শ্রবণে ॥

চরণ-কমল তাঁ’র ধরে বার বার । হৃদয়ে ধরে না তাঁ’র ভক্তি অপার ॥২

কহে শুন ওহে দেব ! চরাচর-স্বামী ! প্রণত-পালক তুমি সর্ব-অন্তর্যামী ॥

হিয়া-মাঝে যে বাসনা কিছু মম ছিল । প্রভু-পদ-প্রীতি-নদী তাহা ভাসাইল ॥৩

শঙ্কর-মানসপ্রিয় যেই ভক্তিধন । সেই ভক্তি চাহি যাহা মানস-পাবন ॥

“এবমস্ত” কহিলেন প্রভু রণধীর । হারা করি’ মাগিলেন পারাবার-নীর ॥৪

যত্বেপি হে সখা ! ইথে ইচ্ছা না তোমার । বার্থ না দর্শন মম জগৎ-মাঝার ॥

ইহা কহি’ রাজটীকা দেন তাঁ’রে রাম । আকাশে হইল বহু পুষ্প-বরিষণ ॥৫

দোহা— রাবণের ক্রোধ অনল-সমান নিজ আস-সমীর প্রচণ্ড—

দহে বিভীষণে, রক্ষা করে প্রভু দানি’ তাঁ’রে রাজত্ব অখণ্ড ॥৪৯ক॥

যে সব সম্পদ আপনি শঙ্কর উপহার দানিল রাবণে ।

সেই সব কিছু সঙ্কুচিত হ’য়ে রঘুবীর দিলা বিভীষণে ॥৪৯খ॥

মূল

চো—অস প্রভু ছাড়ি ভজহি’ জে আনা । তে নর পশু বিমু পুঁছ বিযানা ॥

নিজ জন জানি তাহি অপনাবা । প্রভু স্রভাব কপি কুল মন ভাবা ॥১

পুনি সর্বগ্য সর্ব উর বাসী । সর্বরূপ সব রহিত উদাসী ॥

বোলে বচন মীতি প্রতিপালক । কারন মনুজ কুল খালক ॥২

স্নানু কপীস লঙ্কাপতি বীরা । কেহি বিধি তরিঅ জলধি গম্ভীর ॥

সকুল মকর উরগ বস জাতী । অতি অগাধ দুস্তর সব ভা’তী ॥৩

কহ লঙ্কেশ স্নানু রঘুনাথক । কোটি সিদ্ধু সৌষক তব সাথক ॥

জত্বেপি তদপি নীতি অসি গাঙ্গে । বিনয় করিঅ সাগর সন জাঙ্গে ॥৪

দোহা— প্রভু তুমহার কুলগুর জলধি কহিহি উপায় বিচারি ।

বিমু প্রয়াস সাগর তরিহি সকল ভালু কপি ধারি ॥৫০॥

বাংলা অর্থ—কৃপাবরুণা—কৃপাগম্ভীর আধার ; নহি’ অঘাত—ভৃগুর শেষ হয় না ; সমাত না—ধরে না (উপহিয়া যায়) ; বহী—বহিয়া গেল ; মন ভাবনী—মনের প্রিয় ; অমোঘ—অব্যর্থ, বৃথা যায় না ; সঙ্কুচি—সঙ্কুচিত হইয়া ; (দো—৪৯ ক, খ)

চৌ—হেন প্রভু ত্যজি' যেই ভজিবেক আন। সে যে পশু—বিবর্জিত পুচ্ছ ও বিবাণ
ভক্ত জানি' বিভীষণে করেন আপন। প্রভুর অশ্রাব প্রিয় মানে কপিগণ ॥১
যিনি সর্বজ্ঞাতা, সর্ব-হৃদয়-নিবাসী। সর্বরূপে স্থিত, সর্বরহিত, উদাসী ॥
কহিলেন বাণী সেই নীতির রক্ষক। নর-অবতার রক্ষকুলের ঘাতক ॥২
শুন হে কণীশ! ওহে লক্ষাপতি বীর! কোন্‌ বিধি ধরি' তরি জলধি গস্তীর ॥
মকর সর্পাদি সেথা বিবিধ প্রকার। দুস্তর অগাধ সিদ্ধু দুর্গম অপার ॥৩
লঙ্কেশ কহেন—শুন হে রঘুনায়ক! কোটি সিদ্ধু শুষ্ক করে তোমার সায়ক ॥
তবুও করম-নীতি এই তব-কম। সাগর-সমীপে গিয়া করহ বিনয় ॥৪
দোহা— প্রভু! সিদ্ধু তব পূর্ব কুল-গুরু পুছ, পথ কহিবে তাহার।
অনাম্যাসে সবে তরিবে সাগর ঋক্ষ কপি পৌ' ছিবে ওপার ॥৫॥

মৃণ

চৌ—সখা কহী তুমহ নীকি উপায়ে। করিঅ দৈব জো' হোই সহায়ে ॥
মন্ত্র ন য়হ লহিমন মন ভাবা। রাম বচন স্মৃতি অতি দুখ পাবা ॥১
নাথ দৈব কর কবন ভরোয়া। সোষিঅ সিদ্ধু করিঅ মন রোয়া ॥
কাদর মন কহ' এক অধার। দৈব দৈব আলসী পুকারা ॥২
স্মৃত বিহসি বোলে রঘুবীর। ঐসেহি' করব ধরহ মন ধীর ॥
অস কহি প্রভু অনুজহি সমুঝায়ে। সিদ্ধু সমীপ গএ রঘুরায়ে ॥৩
প্রথম প্রণাম কীন্‌হ সিরু নাজে। বৈঠে পুনি তট দর্ভ ডসাজে ॥
জবহি' বিভীষন প্রভু পহি' আএ। পাছে' রাবন দূত পঠাএ ॥৪
দোহা— সকল চরিত তিন্‌হ দেখে ধরে' কপট কপি দেহ।
প্রভু শুন হৃদয়' সরাহহি' সরনাগত পর নেহ ॥৫॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ—রাম ক'ন,—সখা! কহ উত্তম উপায়। করিব তাহাই, দৈব হবেন সহায় ॥
এ' কথা ভাল না লাগে লক্ষ্মণের মনে। অতি দুঃখ পান তিনি রামের বচনে ॥১
নাথ দৈব'পরে কেন ভরসা করিবে? রোষ করি' বারিধিরে শুষিয়া লইবে ॥
দৈব হ'ল কাপুরুষ-মনের আধার। “দৈব দৈব” করি' করে অলসে চীৎকার ॥২

বাংলা অর্থ—পৃ' ছ—পুচ্ছ; বিবানা—শৃঙ্গ; অপনাবা—আপনার করিয়া লইলেন;
কারণ মনুজ—কৃপাকারণ মনুজদেহধারী; ঘালক—ঘাতক; ঝাষ—মহুদ্রদাত প্রাণী;
গাজে—গীত আছে; ধারি—গৈর; ভালু—ভল্লুক; তরিঅ—তরিব; (৫০—৫০)

বাংলা অর্থ—কহী—কহিয়াছে; কারঅ—করা হউক; সোষিঅ—শোষিত হউক;
কাদর—কাপুরুষ; পুকারা—উচ্চারণ করে; করব—কবিব; ডসাজে—বিছাইয়া; কপট
—মায়ারী; সরাহহি'—প্রশংসা করিল; নীকি—উত্তম; (৫০—৫১)

শুনি' হালি' রঘুনি কহেন “হে ভাই” । ধৈর্য্য ধর মনে, আমি করিব তাহাই ॥
 হেন কথা কহি' প্রভু অমুজে বুঝা'ন । সিদ্ধুর সমীপে নিজে রঘুনাথ যা'ন ॥৩
 প্রথমে প্রণাম করি' মন্তক নমিয়া । বসিলেন সিদ্ধু-তটে কুশ বিছাইয়া ॥
 বিভীষণ প্রভু-পাশে আসিলা যখন । পিছু পিছু দূত এক প্রেমিল রাবণ ॥৪
 দোহা— সকল চরিত সে দূত হেরিল বেশেতে ধরে সে কপি-দেহ ।
 প্রভু-গুণ হেরি' হৃদয়ে প্রশংসে শরণ-আগতে তাঁ'র স্নেহ ॥৫১॥

মূল

চৌ—প্রগট বখানহি' রাম সুভাউ । অতি সশ্রেম গা বিসরি তুরাউ ॥
 রিপু কে দূত কপিহু তব জানে । সকল বাঁধি কপীস পহি' আনে ॥১
 কহ সুগ্রীব সুনহু সব বানর । অঙ্গ ভঙ্গ করি পঠবহু নিসিচর ॥
 সুনি সুগ্রীব বচন কপি ধাএ । বাঁধি কটক চহু পাস ফিরাএ ॥২
 বহু প্রকার মারন কপি লাগে । দীম পুকারত তদপি ন ত্যাগে ॥
 জোহমার হর নাসা কান । ভেহি কোসলাধীস কৈ আনা ॥৩
 সুনি লছিম সব নিকট বোলাএ । দয়া লাগি হঁসি তুরত ছোড়াএ ॥
 রাবন কর দীজহু মহ পাতি । লছিম বচন বাচু কুলঘাতি ॥৪

দোহা— কহেহু মুখাগর মূঢ় সন মম সন্দেহু উদার ।
 জীতা দেই মিলহু ন ত আবা কালু তুমহার ॥৫২॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ—রামের প্রশংসাবাদ প্রকাশ্যে করিল । প্রেম-ভ'রে কপটতা নিজে বিন্মরিল ॥
 রিপু-দূত বলি' যবে বুঝে কপিগণ । সুগ্রীব-সমীপে আনে বাঁধিয়া তখন ॥১
 কহেন সুগ্রীব সুন যত কপিগণ । নিশাচর-অঙ্গ টুটি' করহ প্রেরণ ॥
 সুগ্রীব-বচন শুনি' কপিগণ ধায় । দূতে বাঁধি চারিভিতে লইয়া ঘুরায় ॥২
 কপিগণ তাঁ'র অঙ্গে প্রহার করিল । কাতর চীৎকার করে তবু না ছাড়িল ॥
 না কাটিবে নাক কান কহি সবাকারে । রামের দোহাই আমি দিতেছি সবারে ॥৩
 লক্ষ্মণ শুনিয়া সবে নিকটে ডাকিল । দয়াবশে হান্ত্য 'করি' ভরা ছাড়ি' দিল ॥
 কহে—রাবণেরে গিয়া এই পত্র দাও । লক্ষ্মণ-বারতা কুল-ঘাতকে জানাও ॥৪
 দোহা— মুখেও বলিও সে মূঢ় রাবণে মম এই বারতা উদার ।
 জীতা প্রত্যাগিয়া সজ্জি না করিলে সমাগত মরণ ভোমার ॥৫২॥

বাংলা অর্থ—তুরাউ—(পাপকার্য্য এখানে কপট বেশ); গা বিসরি—বিশ্বত হই-
 লেন; পঠবহু—পাঠাও; চহু—চারি; তদপি—তথাপি; দীজহু—দিয়ে; পাতি—পত্র
 (সংবাদ); মুখাগর—মুখের উপর; বাচু—বলিবে; সন্দেহু—বাক্য; (দো—৫২)

মূল

চৌ—ভুরত নাই লছিমন পদ মাথা। চলে দূত বরনত গুন গাথা।
কহত রাম অশ্রু লক্ষা' আএ। রাবন চরন সীস ভিন্হ নাএ ॥১
বিহসি দশানন পু'ছী বাতা। কহসি ন শ্রুক আপনি কুসলাতা ॥
পুনি কহ খবরি বিভীষন কেরী। জাহি মৃত্যু আঞি অতি নেরী ॥২
করত রাজ লক্ষা সঠ ত্যাগী। হোইহি অব কর কীট অভাগী ॥
পুনি কহ ভালু কীস কটকাঞি। কঠিন কাল প্রেরিত চলি আঞি ॥৩
জিন্হ কে জীবন কর রাখারা। ভয়উ মৃতুল চিত সিদ্ধু বিচারী ॥
কহ তপসিন্হ কৈ বাত বহোরী। জিন্হ কে হৃদয়' ত্রাস অতি মোরী ॥৪
দোহা— কী ভই ভে'ট কি ফিরি গএ শ্রবন শ্রুজস্র শ্রুনি মোর।
কহসি ন রিপু দল তেজ বল বহুত চকিত চিত ভোর ॥৫৩॥

পত্নাহ্বাদ

চৌ—লক্ষ্মণের পদে ভুরা নত করি' মাথা। দূত চলে বাখানিয়া তাঁ'র গুণ-গাথা ॥
রাম-মশ কহি' তবে লক্ষাতে পৌ'ছিল। রাবণ-চরণে আসি' মন্তক নমিল ॥১
দশানন হাসি' তা'রে পুছিল। বচন। হে শ্রুক! কুশল নাহি কহ কি কারণ? ॥
বিভীষণ-বার্তা পুন কহত এখন। অতি সন্নিকটে যা'র এসেছে মরণ ॥২
লক্ষার রাজত্ব ছাড়ি' মূর্থ পলাইল। অভাগা যবের ঘণ হইতে চলিল ॥
অক্ষ-কপি-সৈন্যদের কহ বিবরণ। যাহাদের ক্রুর কাল করিল প্রেরণ ॥৩
যাহাদের জীবনের এক রক্ষাকারী। হ'য়েছে মৃতুল-চিত্ত সাগর বেচারী ॥
আর কহ বিবরণ সব তাপসের। জাগ্রত আশ্রিতে ভয় হৃদয়ে যা'দের ॥৪
দোহা— সাক্ষাৎ হ'ল কি? ফিরে গেছে নাকি? কানে শ্রুনি' শ্রবণ আমার ॥
নাহি কহ তুমি রিপু তেজ বল চিত্ত হেরি' চকিত ভোমার ॥৫৩॥

মূল

চৌ—নাথ কৃপা করি পু'ছেছ জৈসে'। মানছ কহা ক্রোধ ভজি তৈসে' ॥
মিলা জাই অব অনুরু তুমহার। জাতহি' রাম ভিলক তেহি সার ॥২
রাবন দূত হমহি শ্রুনি কান। কপিন্হ বাঁধি দীনহে' দুখ নান ॥
শ্রবন নাসিকা কাটে' লাগে। রাম সপথ দীনহে' হম ত্যাগে ॥২
পু'ছিল নাথ রাম কটকাঞি। বদন কোটি সত বরনি ন জাঞি ॥
নানা বরন ভালু কপি ধারী। বিকটানন বিসাল ভয়কারী ॥৩

বাংলা অর্থ—বিচারী—বেচারী; পুছিছ—জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; হতেউ—হত্যা
করিয়াছিল; কীস—বানর; খবরি—সংবাদ, খবর; নেরী—নিকট; কটকাই—সেনা;
ত্যাগী—ত্যাগ করিয়াছে; বিভীষন কেরী—বিভীষণের; (দো—৫৩)

জেহি' পুর দহেউ হতেউ স্তুত তোরা। সকল কপিহুই মই ভেহি বলু থোরা
 অমিত নাম ভট কঠিন করাল। অমিত নাগ বল বিপুল বিসাল। ৪
 দোহা— দ্বিবিদ ময়ন্দ নীল নল অঙ্গদ গদ বিকটাসি।
 দধিমুখ কেহরি নিসট সঠ জামবন্ত বলরাসি। ৫৪

পঞ্চাবাদ

চৌ—ওহে নাথ! কৃপা করি' পুছিলে যেমন। মানি' লও ক্রোধ ত্যজি' কহিব ভেমন
 পৌ'ছিল। যখন সেথা বিভীষণ গিয়া। রাম তা'রে রাজটাকা দেন পরাইয়া। ১
 রাবণের দূত আমি করিয়া শ্রবণ। নানা দুঃখ দিল মোরে বা'ধি' কপিগণ।
 শ্রবণ, নাসিকা মম কাটিতে চাছিল। রামের দোহাই দিতে তখন ছাড়িল। ২
 রাম-সেনা-কথা নাথ! পুছিছ আমারে। শত কোটি মুখে কেহ বর্ণিতে তা'নারে।
 ঋক্ষ-কপি-সেনা যত বহু বর্ণদারী। বিশাল বিকটানন ভয়দানকারী। ৩
 যে মারিল তব স্তুতে, দহিল নগরে। কপি-মাত্রে সেই কিছু কম বল ধরে।
 সেনানী অসংখ্য নামে কঠিন করাল। বহু-হস্তি-বল-ধর বিপুল বিশাল। ৪
 দোহা— দ্বিবিদ, ময়ন্দ, গদ ও অঙ্গদ নীল, নল, বিকটাস্ত আর।
 কেশরী, নিশঠ, দধিমুখ, শঠ, জাম্ববান সবে বলাধার। ৫৪

মূল

চৌ—এ কপি সব স্ত্রীাব সমান। ইন্হ সম কোটিন্হ গনই কো নানা।
 রাম কৃপা' অতুলিত বল তিন্হাই। তুন সমান ত্রৈলোকহি গন্হাই। ১
 অস মৈ স্ত্রনা শ্রবন দসকঙ্কর। পদুম অঠারহ জুথপ বন্দর।
 নাথ কটক মই সো কপি নাই। জো ন তুম্হাই জীতৈ রন মাই। ২
 পরম ক্রোধ মীজহি' সব হাথা। আয়স্র পৈ ন দেহি' রঘুনাথ।
 সোবহি' সিদ্ধু সহিত ঝষ ব্যালা। পুরহি' ন ত ভরি কুধর বিসাল। ৩
 মর্দি গর্দ মিলবহি' দসসীস। ঐসেই বচন কহহি' সব কীস।
 গর্জহি তর্জহি' সহজ অসঙ্ক। মানছ' গ্রসন চহত হহি' লক্ষ। ৪
 দোহা— সহজ সূর কপি ভালু সব পুনি সির পর ঔছু রাম।
 রাবন কাল কোটি কহ' জীতি সকহি' সংগ্রাম। ৫৫

বাংলা অর্থ—কহা—কথা; জাতহি—গেলেই; সারী—সম্পন্ন করিয়াছে; ত্যাগে
 —ত্যাগ করিয়াছে; কটকাজি—সেনা; ধারী—সেনা; ভট—সেনা; (দো—৫৪)

বাংলা অর্থ—কো গনই—কে গণনা করিবে; পদুম—পদ্ম, ১০ কোটি; মীজহি'
 হাথা—হাতে হাত দ্বিধিতে লাগিল; পৈ—কিছু; ঝষ—সমুদ্রজাত প্রাণী; ব্যালা—
 নর্পাদি; মর্দি—মর্দিত করিয়া; গর্দ—ধূলী; জীতি সকহি—জয় করিতে পারিবে;
 ন ত—নতুবা; কুধর—ভুধর, গর্ভত; পুরহি—পূর্ণ করিব; (দো—৫৫)

চৌ—সুগ্রীব-সমান বীর এই কপিগণ। বহু কোটি হ'বে তা'রা কে করে গণন ?
 রাম-কৃপাবলে বল অভুলিত ধরে। তিন-লোক তা'রা ভৃগু-সম জ্ঞান করে ॥১
 স্বকর্ণে শুনিমু আমি ওহে দশানন! অষ্টাদশ পদ কপি-সেনাপতিগণ ॥
 হেন কপি নাহি কেহ সেনার ভিতরে। তোমা'রে জিনিতে যেই না পারে সমরে ॥২
 'অতি ক্রোধে সবে তা'রা ঘষিতেছে হাত, আদেশ লভিতে—তা' না দেন রঘুনাথ ॥
 মীল সর্প-সহ সিদ্ধু ফেলিবে শুষিয়া। অথবা বিশাল শৈলে দিবে ভরাইয়া ॥৩
 রাবণে মর্দন করি' মীলাব ধূলিতে। সব কপি হেন কথা লাগিছে কহিতে ॥
 সকলে নির্ভীক-ভাবে তর্জিছে, গর্জিছে। যেন লঙ্কারাজ্য সবে গিলিতে চাহিছে ॥৪
 দোহ— স্বাভাবিক বীর ঋক্ষ কপি সব শির'পরে র'ন প্রভু রাম।
 হে রাবণ! তা'রা কোটি যম জয়ে শক্তি ধরে করিয়া সংগ্রাম ॥৫৫॥

মূল

চৌ—রাম ভেজ বল বুদ্ধি বিপুলাজি। সেয সহস সত সকহি' ন গাজি ॥
 সক সর এক সোষি সত সাগর। তব ভ্রাতাই পূ'ছেউ নয় নাগর ॥১
 তাসু বচন স্ননি সাগর পাহী'। মাগত পদ কৃপা মন মাহী' ॥
 স্ননত বচন বিহসা দসসীসা। জো' অসি মতি সহায় কৃত কীসা ॥২
 সহজ ভীরু কর বচন দূঢ়াজি। সাগর সন ঠানী মচলাজি ॥
 মূঢ় মূষা কা করসি বড়াজি। রিপু বল বুদ্ধি থাই মৈ' পাজি ॥৩
 সচিব সমীত বিভীষন জাকৈ'। বিজয় বিভূতি কহাঁ জগ তাকৈ' ॥
 স্ননি খল বচন দূত রিস বাঢ়ী। সময় বিচারি পত্রিকা কাঢ়ী ॥৪
 রামানুজ দীনহা য়হ পাতী। নাথ বচাই জুড়াবল ছাতী ॥
 বিহসি বাম কর লীনহা রাবন। সচিব বোলি সঠ লাগ বচাবন! ৫

দোহা— বাতনহ মনসি রিঝাই সঠ জনি ঘালসি কুল খীস।
 রাম বিরোধ ন উবরসি সরন বিষ্ণু অজ ঈস ॥৫৬ক॥
 কী তজি মামি অনুজ ইব প্রভু পদ পঙ্কজ ভূজ।
 হোহি কি রাম সরানল খল কুল সহিত পতজ ॥৫৬খ॥

বাংলা অর্থ—সক—পারে; নয় নাগর—নীতি নিপুণ; সাগর পাহী—সাগরের কাছে; দূঢ়াজি—গুরুত্ব; মচলাজি ঠানী—প্রার্থনা করিতেছে; পাজি—গভীরতা; রিস—ক্রোধ; বাঢ়ী—বাড়িল; কাঢ়ী—বাহির করিল; রামানুজ—রামের ছোট ভাই; পাতী—পত্র; বচাবন লাগ—বর্ণনা করিতে লাগিল; রিঝাই—চিন্তা করিয়া; ঘালসি—হত্যা করিবে; উবরসি—রক্ষা করিবে; অজ—ব্রহ্মা; (দো—৫৬ ক, খ)

চৌ—বিপুল রামের ভেজ, বুদ্ধি ও বিক্রম। সহস্র অনন্ত নাগ কহিতে অক্ষম ॥
 শতেক সাগর-শোষে এক শর বাঁ'র। নীতিতে নিপুণ পুছে ভ্রাতারে তোমার ॥১
 তা'র বাক্য শুনি' রাম সিদ্ধ-ভীরে যা'ন। কৃপা-ভরা-মন হেড়ু পথ তিনি চা'ন ॥
 শুনি' বাক্য তা'র হাসি' কহে দশানন। হেন বুদ্ধি তা'ই সঙ্গে নিল কপিগণ ॥২
 স্বভাবতঃ কাপুরুষ বচনে, বিখ্যাসে। প্ররোচিত করিবারে যায় সিদ্ধ-পাশে ॥
 ওরে মূৰ্খ! মিথ্যা তুই করিস বড়াই। রিপু-বল-বুদ্ধি ইথে মাপিবারে পাই ॥৩
 কাপুরুষ বিভীষণ সচিব যাহার, বিজয়, বিভূতি কোথা জগতে তাহার? ॥
 খল-বাক্য শুনি' দুতে ক্রোধ উপজিল। কাল বিচারিয়া পত্র বাহির করিল ॥৪
 রামানুজ দিল। তোমা এই যে লিখন। হে নাথ! পড়িয়া তব জুড়াইবে মন ॥
 হাসি' বাম-করে তাহা লইয়া রাবণ। মন্ত্রী ডাকি' শঠ তাহা পড়ায় তখন ॥৫
 দোহা— এই বাক্য শুনি' মনেরে বুঝায়ে কুল-নাশ কভু না করিবে।

রামজোহা হ'য়ে রক্ষা নাহি পাবে স্মরিলেও ব্রহ্মা-বিশ্ব-শিব ॥৫৬ক॥
 ত্যজি' অভিমান বিভীষণ-সম প্রভু পাদ-পদ্মে হ'বে ভূজ ॥
 নড়ুবা দহিবে খল! শরানলে কুল-সহ যেমন পতজ ॥৫৬খ॥

মূল

চৌ—স্নানত সভয় মন মুখ মুস্কবজ্ঞ। কহত দশানন সবহি সুনাই ॥
 ভূমি পরা কর গহত অকাস। লঘু তাপস কর বাগ বিলাস। ১
 কহ সুক নাথ সভ্য সব বানী। সমুদ্র ছাড়ি প্রকৃতি অভিমানী ॥
 স্নানহু বচন সম পরিহারি ক্রোধ। নাথ রাম সন সন ভজহু বিরোধ ॥২
 অতি কোমল রঘুবীর সুভাউ। জ্ঞাপি অখিল লোক কর রাউ ॥
 মিলত কৃপা তুমি পর প্রভু করিহি। উর অপরাধ ন একউ ধরিহী ॥৩
 জনকস্তুতা রঘুনাথহি দীজে। এতনা কথা মোর প্রভু কীজে ॥
 জব তেহি কথা দেন বৈদেহী। চরন প্রহার কীন্হ সঠ তেহী ॥৪
 নাই চরন সিরু চলা সো ভহী। কৃপাসিদ্ধ রঘুনাথক জহী ॥
 করি প্রণাম নিজ কথা সুনাই। রাম কৃপা আপনি গতি পাই ॥৫
 রিবি অগন্তি কী সাপ ভবানী। রাহস ভয়উ রহা মুনি গ্যানী ॥
 বন্দি রাম পদ বারহি' বার। মুনি নিজ আশ্রম কহ' পণ্ড ধার ॥৬

দোহা— বিনয় ন মানত জলমি জড় গএ তীনি দিন বীতি।
 বোলে রাম সকোপ তব ভয় বিমু হোই ন শ্রীতি ॥৫৭॥

বাংলা অর্থ—সুক—দুত; দীজে—দিউন; কীজে—কক্ষা করুন; পণ্ড ধার—পদার্পণ
 করিল; বীতি গয়ে—চলিয়া গেল; কহা—কথা; কহা—বলিল; (দো—৫৭)

চৌ—শুনি' মুখে হাসে কিন্তু ভয়ভীত মন। সবাকারে শুনাইয়া কহে দশানন ॥
 ভূমি'পরে পড়ি' যথা ধরয়ে আকাশ। সেই মত লক্ষ্মণের বচন-বিলাস ॥১
 শুক কহে—নাথ! পত্রে লিখা সব বাণী। বুঝিয়া প্রকৃতি নিজ ত্যজ অভিমানী ॥
 শুনহে বচন মম পরিহারি' ক্রোধ। প্রভু রাম-সনে ভূমি ত্যজহ বিরোধ ॥২
 শ্রীরাম ধরেন শীল স্বভাব সুন্দর। যত্নপি অখিল বিশ্ব হৃদয় তাঁ'র 'পর ॥
 তিনি কৃপা করিবেন তোমা' দরশনে। অপরাধ একটিও না রাখিয়া মনে ॥৩
 জানকীরে রাম-হস্তে কর প্রত্যর্পণ। শোন মোর কথা, ত্যজি' পাপ-অভিমান ॥
 সীতারে ফিরিয়া দিতে কহে যে যখন। পদাঘাত করে শঠ তাহারে তখন ॥৪
 চরণে মমিয়া তা'রে তথায় চলিলা। কৃপাসিন্ধু রঘুনাথ যেথায় আছিল ॥
 করিয়া প্রণাম তাঁ'রে সব শুনাইল। রাম-কৃপাবলে মুনি-স্বরূপ লভিল ॥৫
 অগস্ত্য ঋষির শাপে শুন হে ভবানি! রাক্ষস-রূপেতে জন্ম ল'ভে এই জ্ঞানী ॥
 বারবার রাম-পদে করিয়া বন্দন। আপন আশ্রমে পুন করেন গমন ॥৬
 দোহা— বিনতি না মানে জড় পারাবার তিন দিন হইল অতীত।
 রাম ক'ন তবে অতি কোপ-ভরে ভয় বিনা নাহি হবে প্রীত ॥৫৭॥

মূল

চৌ—লছিমন বান সরাসন আনু। সোর্বো বারিদি বিসিখ কুসানু ॥
 সঠ সন বিনয় কুটিল সন প্রীতি। সহজ কৃপন সন সুন্দর নীতি ॥১
 মমতা রত সন গ্যান কহানী। অতি লোভী সন বিরতি বখানী ॥
 ক্রোধিদি সম কামিদি হরি কথা। উসর বীজ বএ ফল জথা ॥২
 অস কহি রঘুপতি চাপ চড়াবা। যহ মত লছিমন কে মন ভাবা ॥
 সন্ধানেউ প্রভু বিসিখ করাল। উঠী উদধি ডর অন্তর জালা ॥৩
 মকর উরগ বস গন অকুলানে। জরত জন্তু জলনিধি জব জানে ॥
 কনক থার ভরি মনি গন নানা। বিপ্র রূপ আয়উ তজি মানা ॥৪
 দোহা— কাটেছি' পই কদরী ফরই কোটি জতন কোউ সীধ।
 বিনয় ন মান খগেস সুনু ডাটেছি' পই নব নীচ ॥৫৮॥

বাংলা অর্থ—আনু—আনয়ন কর; সোর্বো—শুদ্ধ করিব; বিসিখ কুসানু—
 অগ্নিবাণ; কহানী—কথা; বিরতি বখানী—বৈরাগ্যের ব্যাখ্যান; বএ—বপন করিলে;
 জালা উঠী—অগ্নি উঠিল; অকুলানে—আকুল হইল; জরত—দগ্ধ করিতে; জানে—
 গেলেন; কাটেছি' পই—কাটিলে পর; ফরই—ফল দেয়; সীচ—সিঞ্চন করে; ডাটেছি
 পই—শাসন করিলে পরে; নব—নত হয়; থার—খালা; (দো—৫৮)

চৌ—হে লক্ষ্মণ ! আন তুমি বাণ শরাসন। অগ্নিবাণে করি' এবৈ বারিধি শোষণ ॥
 মিনতি শঠের সাথে, ক্রুর-সহ স্রীতি । সহজ রূপণ প্রতি উদারতা নীতি,— ॥১
 মমতা-নিরত-সনে জ্ঞান আলোচন, বৈরাগ্য-ব্যাখ্যান তথা অতি লোভী-সন ॥
 ক্রোধি-জনে শম, কামী জনে হরি-কথা । উষর ভূমিতে বীজ বুনি' ফল যথা ॥২
 ইহা কহি' রঘুপতি চাপ চড়াইলা । এ'মত লক্ষ্মণ-মনে উত্তম লাগিলা ॥
 অগ্নিবাণ প্রভু নিজে করেন সন্ধান । সমুদ্রের বক্ষে হ'লে শিখার উত্থান ॥৩
 মকর, উরগ, মৎস্য হ'ল আকুলিত । জলে প্রাণিগণ, সিদ্ধ হ'লেন বিদিত ॥
 সোণার থালাতে ভরি' মণি নানাবিধ । ত্যজি অভিমান বিপ্ররূপে উপনীত ॥৪
 দোহা— কাটি দাও যদি রজ্জ্বতরু ফলে কোটি যত্নে সিঞ্চিলে তা' নয় ॥
 বিনতি না মানে নীচ হে খগেশ ! তাড়নাতে সেই নত হয় ॥৫৮॥

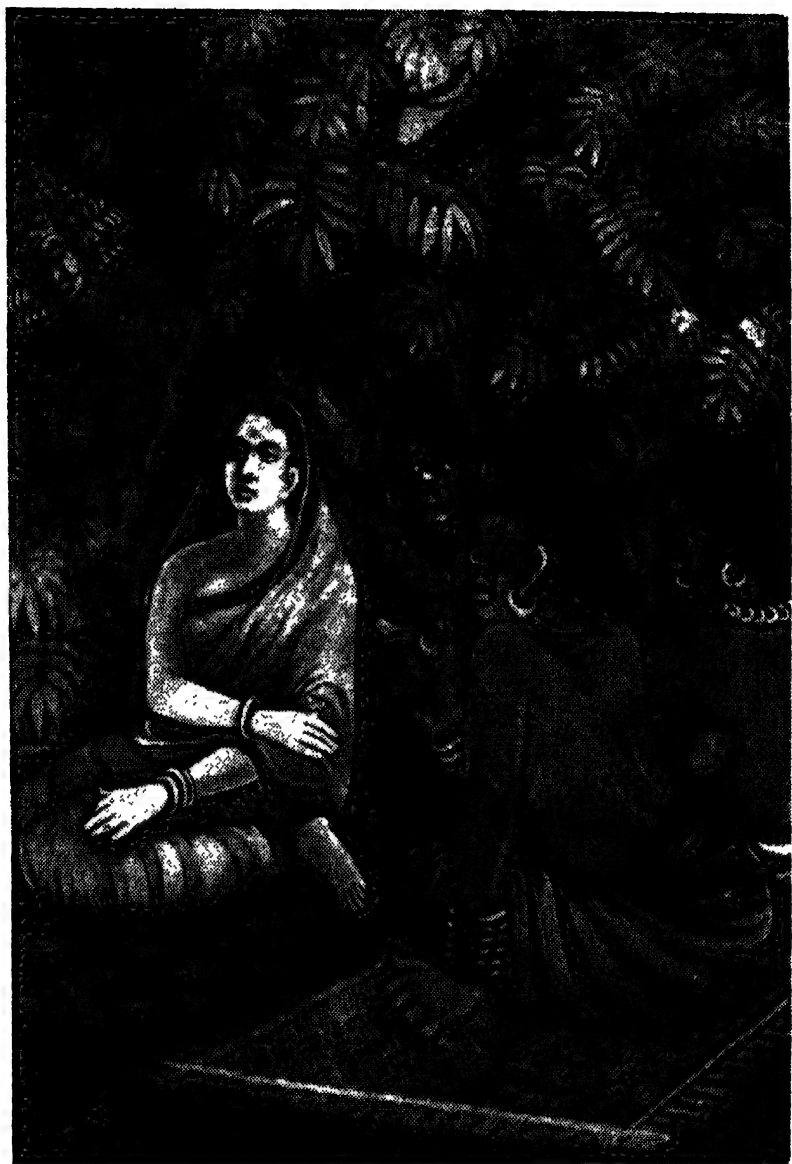
মূল

চৌ—সভয় সিদ্ধ গহি পদ প্রভু করে । ছমছ নাথ সব অবগুন মেয়ে ॥
 গগন সমীর অনল জল ধরনী । ইন্হ কই নাথ সহজ জড় করনী ॥১
 তব প্রেরিত মায়া উপজাএ । সৃষ্টি হেতু সব গ্রন্থনি গাএ ॥
 প্রভু আয়স্র জেহি কই জস অহই । সো'তেহি ভা'তি রহে স্রুখ লহই ॥২
 প্রভু ভাল কীন্হ মোহি সিখ দীনহী । মরজাদা পুন তুমহরী কীন্হী ॥
 টোল গবীর সূত্র পস্র নারী । সকল তাড়না কে অধিকারী ॥৩
 প্রভু প্রতাপ মৈ জাব স্রুখাই । উত্তরিহি কটকু ন মোরি বড়াই ॥
 প্রভু অগ্যা অপেল স্রুতি গাই । করো' সো বেগি জো তুমহি সোহাই ॥৪
 দোহা— সুনত বিনীত বচন অতি কহ রূপাল মুস্রুকাই ।
 জেহি বিধি উত্তরৈ কপি কটকু তাত সো কহছ উপাই ॥৫৯॥

পঞ্চানন্দ

চৌ—সভয়ে বারিধি কহে প্রভু-পদে ধরি' । অগুণ আমার নাথ লও ক্ষমা করি' ॥
 আকাশাগ্নি-সমীরণ জল ভ'রা ধরা । সবাকার কাজ নাথ ! জড়তাতে ভরা ॥১
 তোমার প্রেরিত মায়া সবারে সৃজিছে । সৃষ্টি-হেতু, সৰু গ্রন্থ একথা গাইছে ॥
 প্রভু-আজ্ঞা যা'র 'পরে যেমন হইবে । সে তথা পালিয়া তাহা আনন্দ লভিবে ॥২
 মোরে শিক্ষা দিয়া প্রভু ভালই ক'রেছ । স্বভাবের সীমা পুন তুমি ত' সৃজেছ ॥
 নিকোঁধ চণ্ডাল, শূত্র, পশু তথা নারী । তাড়না লভিতে এরা যোগ্য অধিকারী ॥৩
 প্রভুর প্রতাপে আমি বাইব শুকা'য়ে । সেনা পার হ'য়ে যা'বে মোরে না বাড়ায়ে
 প্রভু-আজ্ঞা নিরোধার্য্য বেদে তাহা গায় । তোমার যা' লাগে ভাল পালিব ত্বরায় ॥৪

বাংলা অর্থ—গ্রন্থনি—পুস্তক, স্রুখাই জাব—শুকাইয়া বাইব; বড়াই—গর্ব;
 অপেল—অসুগম্যনীয়; মুস্রুকাই—মিতহাস্য করিল; গবীর—উন্নত; (দো—৫৯).



চলিল ভবন তদা দশামন রহে সেথা শিশ্যচিনীদলে ।
 ভয় দেখাইতে লাগিল জীভারে বহুরূপ ধরিয়া সকলে ॥

সুন্দর কাণ্ড—দোহা-১০

দোহা— শুনি' তা'র অতি বিনীত বচন কৃপাময় যুগ্ম হাসি' ক'ন।

যা'হে পার হয় কপি-সেনা ভাঙ! সে উপায় কর নিরুপণ ॥৫৯॥

মূল

চো—নাথ নীল নল কপি ঘোঁ ভাঙে। লরিকাই রিষি আসিষ পাঈ ॥

ভিন্হ কেঁ পরস কিএঁ গিরি ভারে। তরহিঁ জলধি প্রতাপ তুম্হারে ॥১

মৈঁ পুনি উর ধরি প্রভু প্রভুতাই। করিহউঁ বল অনুমান সহাই ॥

এহি বিধি নাথ পয়োধি বঁধাইঅ। জেহিঁ য়হ স্তজসু লোক ভিহঁ গাইঅ ॥২

এহিঁ সর মম উত্তর তট বাসী। হতহু নাথ খল নর অঘ রাসী ॥

সুনি কৃপাল সাগর মন পীর। তুরতহিঁ হরী রাম রনধীর ॥৩

দেখি রাম বল পৌরুষ ভারী। হরষি পয়োনিধি ভয়উঁ সুখারী ॥

সকল চরিত কহি প্রভুহি সুনাব। চরন বন্দি পাথোধি সিধাব ॥৪

ছন্দ— নিজ ভবন গবনেউঁ সিদ্ধু ত্রীরঘুপতিহি য়হ মত ভায়উ।

য়হ চরিঃ কলি মলহর জথামতি দাস তুলসী গায়উ ॥

সুখ ভবন সংসয় সমন দবন বিষাদ রঘুপতি গুন গনা।

তজি সকল আস ভরোস গাবহি সুনহি সম্তত সঠ মনা ॥

দোহা— সকল সম্ভল দায়ক রঘুনাথক গুন গান।

সাদর সুনহিঁ তে তরহিঁ ভব সিদ্ধু বিনা জলজান ॥৬০॥

পঞ্চাশ্রবাদ

চো—নাথ! দুই ভাই কপি নীল তথা নল। লভে বালাকালে ঋষি-আশীর্বাদ-বজ

স্পর্শিলে তাহারা গিরি আসে সিদ্ধু'পর। তোমার প্রতাপ সেখা এমনি বিস্তর ॥১

হিয়াতে ধরিয়া পুন প্রভু-প্রভুতায়। নিজ বল-অনুসারে হইব'সহায় ॥

হেনমতে নাথ! তুমি সিদ্ধু বাঁধি দিবে। যাহে ভিন-লোকে তব স্তবশ গাহিবে ॥২

সেই খল পাপিগণে হান এই শরে। আমার উত্তর-তটে যা'রা বাস করে ॥

সাগরের মনঃপীড়া ত্রীরাম শুনিয়া। দয়াল সে প্রভু ব্যথা দিলেন হরিয়া ॥৩

দেখি' রাম-বল তথা ভারী পুরাক্রম। কষ্টে পয়োনিধি সুখ লভিলা পরম ॥

সকল চরিত সখা প্রভুরে শুনান। পাদ বন্দি' পয়োনিধি করেন প্রয়াণ ॥৪

ছন্দ— সিদ্ধু চলি' যান আপন ভবন তা'র কথা রামে ভারী প্রীতি দেয়।

এ'হেন চরিত কলি-মল-হর তুলসীদাস তা' যথামতি গায় ॥

সুখ নিকেতন সংশয়-শমন বিষাদ-নাশন রামগুণ-গ্রাম।

তাজিয়া সকল আশা ও ভরসা শঠ মন! কর রামগুণ গান ॥

বাংলা অর্থ—লরিকাই—বালাকালে; বল অনুমান—বলাহুসারে; বধাইঅ—বন্ধন করিবে; হতহু—হত্যা করিবে; পাথোধি—গয়ত্র; ভায়উ—ভাল লাগিল; (দো—৬০)

দোহা— সুমঙ্গল যত সব আনি' দিবে রঘুনাথ-গুণগ্রামগান।

ভক্তিভে যে শুনে সেই ভ'রে যায় ভবসিদ্ধি বিনা জলযান ॥৬০॥

সমাপি' চব্বিশ দিন মাস পান্ডারনে।

সংপিতে চাহিনু মন ক্রীড়াম-চরণে ॥

শ্রীমদ্ রামচরিতমানসে সকল-কলিকলুষ-বিন্ধবসমো

পঞ্চম সোপানঃ সমাপ্তঃ।

সুন্দরকাণ্ড-সারসংক্ষেপ

কিনিক্যাকাণ্ডে বানরগণ সমুদ্রতটে গমন করিয়া মনে সন্দ্বিহান হইল যে, গোণা দিন চলিয়া বাইতেছে অথচ সীতার সন্ধান মিলিতেছে না। এমতাবস্থায় বালিপুত্র সুবরাজ অচলৎ অমুরূপভাবে খেদ করিতেছে তখন জাষবান অঙ্গদকে নানাপ্রকারে রামের অপার মহিমার কথা কহিয়া বলিলেন যে রামের কৃপায় সকল অসম্পন্ন হইবে চিন্তিত হইবার কারণ নাই। জাষবানের এই সাঙ্ঘনাবাণী গিরিকন্দের থাকিয়া গৃধ্র সম্প্রতিতির কর্ণে প্রবেশ করিল। শকুনি সম্প্রতি কপিদের আলোচনা শুনিয়া ভাবিলেন,—তাহার প্রচুর খাদ্য আজ উপস্থিত। অনেক দিন উপবাসী থাকার পরে এত বানরের আগমনে তাহার ভোজ্য ভালই হইবে। সম্প্রতিক দেখিয়া অঙ্গদ বলিলেন,—সম্প্রতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জটায়ুর আশ্রয় থাও কে আছে? রামের পরম উপকারী জটায়ু দেহরক্ষা করিয়াছে। সেই রামের কাজের জন্ত তাহারী যে সমবেত হইয়াছে তাহা সম্প্রতিক তাহারী জানাইল। তখন সম্প্রতি রামের মহিমা কীর্তন করিয়া বানরগণকে তাহাকে সাগরতীরে লইয়া বাইতে কহিল এবং তিনিও আপনার পূর্ক ইতিহাস বর্ণনা প্রদত্তে কহিলেন,—জটায়ু ও সম্প্রতি আমরা দুই ভাই। প্রথম যৌবনে স্বর্গের কাছে বাই। অভিমানভরে স্বর্গাভ্যন্তের সমীপস্থ হইয়া আমার পক্ষ দখ্ত হয় তখন আমি মাটিতে পড়িয়া বাই এবং দখ্ত-পক্ষ হইয়া এখানে আছি। সে সময় চন্দ্রমা নামে এক মূনির সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে অনেক জ্ঞানের উপদেশ দান করিয়া জানাইয়া দিলেন যে ত্রেতাযুগে ব্রহ্ম মামুরূপ ধারণ করিবেন। যাবণ তাঁহারী জীকে হরণ করিবেন। তখন রামচন্দ্র সীতার সন্ধান যে চর পাঠাইবেন সেই চর-সংস্পর্শে তোমার পক্ষ পুনর্বার ফিরিয়া পাবে। সীতার সন্ধান সেই চরগণকে আমাকে দিতে হবে। সেই মূনির কথা বুদ্ধি আজ সত্য হইতে চলিয়াছে। শকুনের দৃষ্টি দিয়া আমি ত্রিকূট পর্বতের উপরে শোকাকুলা সীতাকে দেখিতে পাইতেছি। আমার এই পক্ষ দেখিয়া আমার অপার মহিমার কথা তোমরা নিশ্চয় বুঝিতেছ। তোমরাও তাঁহার দূত, তোমরা বদ্ধ করিলে সীতার সন্ধান পাইবে। সম্প্রতি এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল। বানরগণ বিস্মিত হইল। জাষবান বুদ্ধ হেতু বলহীন হইয়াছে বলিয়া বাইতে সক্ষম হইবেন না এবং হুম্যানকে উৎসাহিত

করিয়া তাহাকে সাগর পারে বাইতে কহিলেন। রামের কার্য সাধন করিবার জন্ত হুম্মানের জন্ম। তখন জাযবান ও অজদের নির্দেশক্রমে হুম্মান সাগর পারে বাইতে উদ্ভোগী হইলেন। এইভাবেই সুন্দর কাণ্ডের প্রারম্ভ।

পবননন্দন পবনের আয় বল ধারণ করিয়া রঘুনাথের নাম স্মরণ করিয়া বীরদৰ্পে সাগর পাশ্বে যাইতে উদ্ভোগী হইলেন। মৈনাক পর্বতকে প্রণাম করিয়া স্বকাৰ্য্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তাহার যাত্রাকালে দেবতার হুম্মানের বল পরীক্ষার জন্ত নাগমাতা সুরসাকে পাঠাইলেন। সুরসা হুম্মান-সমীপে আসিয়া তাহার সুন্দর আহাৰ্য্য উপস্থিত বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করিল। হুম্মান বলিল—প্রভুকাঙ্ক্ষ সন্ধান করিয়া ফিরিবার কালে তোমার আহাৰ্য্য হইব এখন তুমি ছাড়িয়া দাও। সুরসা তাহার প্রভুভক্তি ও বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। সমুদ্র-মধ্যে এক রাক্ষসী মায়াবিস্তার করিয়া স্রুত জীব জন্তু সাগর পার হইত সকলকে ধরিয়া আহাৰ্য্য করিত। হুম্মান তাহাকে বধ করিয়া সমুদ্র পারে উপনীত হইল। লঙ্কার সুন্দর কাননাদি দর্শন করিয়া হুম্মান পর্বতের উপর উঠিয়া লঙ্কা দর্শন করিল। সে সেখানে বহু বীরের সমাবেশ প্রহরীদলও দেখিল। রাজিতে লঘুরূপ ধারণ করিয়া পুরপ্রবেশ করিতে মনঃস্থ করিল। সে বহু পুরগৃহ দর্শন করিয়াও সীতার সন্ধান পাইল না। তবে অগ্রত এক হরিমন্দির দেখিতে পাইল। সেখানে এক সাধু ও তুলসীবৃক্ষ দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিল। তখন হরিভক্ত বিভীষণ আত্মপরিচয় দিলেন। তাঁহার কাছে হুম্মান সীতা কোথায় কি ভাবে আছেন জানিতে পারিল। বিভীষণের নিকট সীতার সন্ধান পাইয়া হুম্মান অশোকবনে সীতা যেখানে আছেন সেখানে পৌঁছিয়া সীতাকে মনে মনে প্রণাম করিল এবং সীতাকে তৎকালীন জটাময়ী বেণীবদ্ধা রামপদে নিবিষ্টচিত্তা শোকতুরা দেখিতে পাইল।

হুম্মান যখন এই দৃশ্য দেখিতেছিল তখন দশানন আসিয়া সীতাকে নানা প্রলোভন, ভয় ও ভেদনীতি দ্বারা সীতাকে সন্তুষ্ট করিতে চাহিলে সীতা কঠোর ভাষায় রাবণকে তিরস্কারপূর্ণ বাক্য বলিলেন তখন রাবণ রাক্ষসীদিগকে ডাকিয়া বলিল,—তোমরা নানাপ্রকারে সীতাকে ভয় দেখাও এবং এক মাসের মধ্যে আমার কথামত না চলিলে তাহাকে তরবারের আঘাতে কাটিয়া ফেলিব জানাইবে। রাক্ষসীরা তাহা করিল; তদ্বাধ্যে ত্রিজটা নামে এক রাক্ষসী ছিল। তাহার রামচরণে মতি ছিল সে সীতাকে সেবা করিতে সকলকে উপদেশ দিল; এবং বলিল,—যে সে দেখিঙ্গীছে রাবণের ধ্বংস আনিবার্য্য। অতঃপর ত্রিজটার অশুকুল মনোভাব দেখিয়া তাহাকে একটি চিতা সাজাইয়া সীতা আত্মাহুতি দিবার ব্যবস্থা করিতে অহুস্রোধ জানাইল। ত্রিজটা আগুনের অভাব জ্ঞাপন করিয়া বিদায় লইল। সে সময় হুম্মান রামপ্রদত্ত আংটি সীতার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। সীতা আংটি রামনামাঙ্কিত দেখিয়া চকিত হইলেন। তখন হুম্মান রামগুণ বর্ণনা আরম্ভ করিল। হুম্মান অতঃপর রামদত্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া সীতা-সমীপে উপস্থিত হইল। সীতা রাম-লক্ষণের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। রাম সীতা-লব্ধকে কি মনোভাব গোষণ করেন একথা সীতা জানিতে চাহিলে হুম্মান রামের সীতার রামচরিতমানস

জগৎ গভীর মর্শ্বেদনার কথা জানাইল এবং রামের অপেক্ষায় বিছিন্ন বৈধা ধরিয়া থাকিতে অনুরোধ করিল। রাক্ষসদিগকে হনন করিয়া তিনি আপনাকে লইয়া বাইবেন বলিল। সীতা কপিটৈত্তহ হনুমানের শক্তি সঙ্কে সন্ধিহান হইলে হনুমান কপিটৈত্তহর অভূত শক্তির পরিচয় প্রদান করিল এবং তখন হনুমান সীতাকে প্রণাম করিয়া বাগানে প্রবেশ করিয়া বাগান উজাড় করিয়া বাগানের ফল খাইতে লাগিল। রাবণ তখন দ্বপুত্র অক্ষয় কুমারকে পাঠাইলেন। হনুমান অক্ষয়কুমারকে মারিয়া বহু রাক্ষসকেও মারিয়া ফেলিল তখন রাবণ প্রবল যোদ্ধা ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদকে পাঠাইলেন। হনুমান এক বিশাল গাছদ্বারা মেঘনাদের রথ চুরমার করিল। মেঘনাদ হনুমানকে কিছুতেই পরাজিত করিতে পারিল না। অতঃপর মেঘনাদ হনুমানের উপর ব্রহ্মবাণ ছুড়িল। মেঘনাদ হনুমানকে মুচ্ছিত দেখিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং রাবণের কাছে নিয়া গেল। রাবণ এই শক্তিশালী হনুমানের পরিচয় চাহিলে হনুমান রামের অসীম বীর্যের পরিচয় প্রদান করিয়া সে যে তাঁহার দূত তাহার পরিচয় দিল এবং রাবণের কুকীর্ণির পরিচয়ও সঙ্গে সঙ্গে দিল এবং সীতাকে রামের হস্তে সমর্পণ করিয়া লঙ্কায় রাজত্ব কর, এবং তোমার পূর্বপুরুষ পুলস্ত্যের যশে কলঙ্কারোপ করিও না; সর্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ করিয়া রঘুনায়কের ভজনাই তোমার একমাত্র পথ। ইহাতে রাবণ বিশেষ ফ্রুদ্ব হইয়া হনুমানকে মারিতে ছুটিলে বিভীষণ তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন যে প্রবল প্রতাপশালী রামের দূতকে মাঝে অনর্থ ঘটবে। রাবণ তাহা না শুনিয়া হনুমানের লেজে স্নাত তৈল বস্ত্রাদি দাছ পদার্থ জড়াইয়া তাহাতে আশ্তন লাগাইল। সেই আশ্তনে হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করিল। অতঃপর হনুমান সমুদ্রে পড়িয়া লেজের আশ্তন নিবাইয়া হাত জোড় করিয়া সীতার নিকট দাড়াইয়া কিছু চিহ্ন চাহিল, সীতা চূড়ামণি দিয়া হনুমানকে রামের নিকট উপনীত হইয়া সকল বলিতে কাহিলেন এবং এক মাসের মধ্যে না আসিলে সীতাকে জীবিত দেখা বাইবে না এ সংবাদ পৌঁছাইতে বাহিলেন। হনুমান লিঙ্গু পার হইয়া কপিগণের নিকট আগমন সংবাদ পাঠাইল। হনুমানকে দেখিয়া সকলে আনন্দিত হইল এবং হনুমানসহ সকলে রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল পথে আনন্দে অঙ্গদের মধুবন উজাড় করিয়া সানন্দে রামের নিবট লঙ্কার সকল পরিচয় প্রদান করিল। রাম হনুমানের কাজের ভূরি প্রশংসা করিলেন। ঋক্ষও বানরসেনাগণ একত্রিত করিয়া যুদ্ধার্থ চলিতে থাকিয়া সাগরতীরে উপস্থিত হইল। ওদিকে হনুমানের কার্যকলাপে রাক্ষসকুল শঙ্কিত হইল। রাবণেও জী মন্দোদরীও অধিক ব্যাকুল হইয়া স্বামীকে অনুরোধ করিয়া সীতাকে ফিরাইয়া দিতে সন্ধির্কক অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। রাবণ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। পরে সংবাদ আসিল সৈন্তগণ লিঙ্গু পার হইয়াছে। মস্ত্রিগণের কথ্যেও রাবণ কর্ণপাত করিলেন না। এসময়ে বিভীষণ আসিয়া বিশেষভাবে রাবণকে বিনিবৃত্ত করিতে চাহিলেন। রাম যে শরণাগতের পরম বন্ধু একথা রাবণকে বহবার বুঝাইলেন কিন্তু রাবণ অটল। মালাবস্ত্র নামে এক বুদ্ধমান রত্নী বিভীষণের সহিত একমত হইয়া রাবণকে অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন এবং বিভীষণ যে সত্যসঙ্গ রামের

সহিত মিলিত হইতে চলিয়াছেন তাহা রাবণকে জানাইয়া দিলেন। বিভীষণ রাবণকে ভ্যাগ করিলে বাস্তবিক রাবণ তাহার বিভব হারাইলেন। বিভীষণ রাবণের নিকট হইতে বিদায় হইয়া রামের নিকট আসিলে রামের অমুচরণ রাবণকে আশ্রয় না দিবার কথাই বুঝাইল কিন্তু শরণাগত-পালক রাম বিভীষণকে পরম ভক্ত জানিয়া তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। বিভীষণ রামের সমীপে আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলে রাম তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আশ্রয় দিলেন। বিভীষণ তাহাতে পরম সৌভাগ্য মানিয়া লইলেন এবং তাহার বহুশ্রমে প্রশংসায় মুগ্ধ হইলেন। বানরের দলও তাহাকে আপনায় করিয়া লইল। রাম বিভীষণকে রাজতিলক পরাইয়া দিলেন।

বিভীষণ রামের আশ্রয় লইলে রাবণ শুক নামে এক দূত পাঠাইল। সে কণ্ট বানরের বেশ ধারণ করিয়া রামের নিকট আসিল। কিন্তু রামের স্তব্ধাঙ্গী বিশেষতঃ শরণাগতের প্রতি দয়া দেখিয়া রামের প্রশংসায় মুগ্ধ হইল। বানরেরা তাহাকে শত্রুর দূত বুঝিয়া স্তব্ধাঙ্গীর নিকট আসিল এবং তাহার নাক, কাণ কাটিয়া ছাড়িয়া দিবে এই কথা বলিল। লক্ষ্মণ তাহাকে কপিগণের হাত হইতে ছাড়াইয়া দিলেন এবং সীতাকে ছাড়িয়া দিয়া যুদ্ধ হইতে রাবণ বেন বিরত হয় সেই কথা রাবণকে বলিতে কহিলেন। শুক লক্ষ্মণের চরণে প্রণাম করিয়া পত্রসহ বিদায় লইয়া রাবণের চরণে প্রণাম জানাইল। রাবণ সকল সংবাদ জানিতে চাহিলেন, বিশেষতঃ বিভীষণের সংবাদ জানিতে চাহিলেন। রাবণের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণ লিখিয়াছেন,—ক্রোধ করিয়া কুলনাশ করিবে না। রামের সহিত বিরোধ করিয়া তোমার উদ্ধার নাই। কেবল জানকীকে ফিরাইয়া রামের শরণাগত হইলে সকল বিরোধের অবসান হইবে। শুক এই মতেই সমর্থন জানাইলে রাবণ তাহাকে পদাঘাত করেন। তখন সেও রামের আশ্রয় লইতে চলিল। রাম সমুদ্রতীরে আসিয়া সমুদ্রের নিকট বিনতি করিয়া কপিগণের সহিত সমুদ্রপার বইতে চাহিলেন। সমুদ্র সে বিনতিতে অগ্রাহ্য করিলে রাম ধনুকে জ্যা যোপন করিয়া সমুদ্রকে জোর করিয়া বশীভূত করিতে চাহিলেন। তাড়নাতে সমুদ্র বশীভূত হইলেন এবং রামের পাদ-বন্দনা করিয়া নিজ স্রুতি স্বীকার করিয়া প্রভুর শিক্ষাকে গ্রহণ করিয়া সেই তাড়না বে শিক্ষার জন্ত প্রভু প্রদান করিয়াছেন তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং প্রভুর আদেশে সমুদ্রের কিছু স্থান জলবজ্জিত হইলে সৈন্তগণ পার হইতে পারিবেন, সমুদ্র বলিয়া দিলেন। সমুদ্রের বিনীতবাক্যে প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন এবং কি উপায়ে সৈন্তগণ সমুদ্র পার হইবে জানিতে চাহিলেন। সমুদ্র কহিল,—নল ও নীল নামে দুইটি বানর আছে তাহারা স্পর্শমাত্র করিলে পর্ত্তকে সমুদ্রে ফেলিতে পারে। তাহাদের ক্ষমতার প্রভাবে সমুদ্র বাধা সহজসাধ্য হইবে। সমুদ্রও সে স্থান জলবজ্জিত করিয়া নিজের বন্ধনে প্রভুর সহায় হইলেন। রামের সৈন্তবল দেখিয়া সমুদ্র সুখী হইল। সকল চরিত কথা প্রভুকে শুনাইয়া প্রভুপাদ বন্দনা করিয়া সমুদ্র চলিয়া গেল।

পরিশিষ্ট

শ্রীরামচরিতমানস ব্যাকরণ

বিশ্ব প্রবেশ (১ম খণ্ড)

ভাষা—ভাষা হইল এমন এক প্রকার শব্দন বাহাধারা আমরা আমাদের মনের ভাব-সমূহ কিংবা বিচারধারা অন্তর নিকট প্রকাশ করিতে পারি। লিখিতভাবে এবং মৌখিক ভাবে এই দুই প্রকারে তাহা সম্ভব। সুতরাং ‘কথিত ভাষা’ এবং ‘লিখিত ভাষা’ এই দুইটা বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহা আমরা লিদ্ধ করিয়া থাকি। রামচরিতমানসে এই দুইএর সমন্বয় আছে। কারণ গোবিন্দী মহোদয় সর্বসাধারণের পাঠ্য হয় এমন এক ভাষা কল্পনা করিয়াছিলেন অথবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাহা তাঁহার লেখনীতে উপস্থিত হইয়াছিল।

ব্যাকরণ—যে কোন ভাষার একটা স্থির রূপ আছে তাহা একটা বাহাধারা নিয়ম আশ্রয় করিয়া লিখিত বা কথিত হয়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ভাষার ত্রুটি। ফলে ব্যাকরণ দ্বারা এই নিয়মের ত্রুটি দেখান প্রয়োজন। বিনা ব্যাকরণে ঐ ভাষার জ্ঞানলাভ বরা বঠিন। (বি-আ-ক+অনট) অথবা ভালরূপে বিশ্লেষণ হইল ব্যাকরণ শব্দের ঋতুগত অর্থ। সুতরাং শুদ্ধভাবে বলা, লেখা এবং পড়ার জন্য ব্যাকরণ-জ্ঞানের অপরিহার্যতা আছে। রামচরিত মানসের ভাষা বিস্তৃত হিন্দি নহে আবার ইহাকে কোন একটা প্রাদেশিক কথ্য ভাষা বলিলে ভুল করা হইবে। অথচ ইহার সহিত হিন্দিভাষার সংযোগ নাই একথা বলিলেও ভুল হইবে। সুতরাং প্রচলিত হিন্দিভাষার সহিত ইহার সামঞ্জস্য বা পার্থক্য কোথায় তাহা না জানিলে পাঠককে একটু অসুবিধায় পড়িতে হয়। বাক্যসমূহের মিলনেই ভাষা। শব্দ যেমন একাধিক অক্ষরদ্বারা, ভাষাও তেমনি একাধিক শব্দদ্বারা অর্থ প্রকাশক হয়। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ বলিতে ১) বর্ণবিভাগ, ২) শব্দবিভাগ ৩) বাক্যবিভাগ এই তিন এর সমন্বয়।

সংস্কৃত ভাষার অনুরূপভাবে যেমন বাংলা বা হিন্দী ভাষার বর্ণমালা গ্রন্থিত রাচিৎ-মানসে তাহাই আছে। প্রধানতঃ ব্রজভাষা মিশ্রিত অওয়াধী ভাষা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রদেশের কথ্য ভাষার অংশ ইহাতে বিশেষভাবে বিক্ষিপ্ত এবং সংস্কৃত শব্দে স্বর বা ব্যঞ্জন বর্ণের সংযোগ বা বিয়োগ এমন বিচিত্রভাবে করা আছে যে সেই স্তব্ধসমূহে কিছুটা প্রবিষ্ট না হইলে মূল বুঝা অনেক সময় দুষ্কর হয়। ফলে ব্যাকরণ সঙ্ক্ষে কিছু আলোচনা স্বতঃই প্রয়োজন হইয়া পড়িল। ব্যাকরণ সঙ্ক্ষে সাধারণ জ্ঞান থাকিলে অস্ত্র এই ভাষার ব্যাকরণ জ্ঞান কঠিন হয় না তবুও বৈশিষ্ট্য কোথায় তাহা জানার প্রয়োজনই আলোচনার ক্ষেত্র। বিশেষতঃ উচ্চারণ স্থান সঙ্ক্ষে বঙ্গীয় পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণের বেনী প্রয়োজন আছে। গোবিন্দী মহোদয় উত্তর প্রদেশের অধিবাসী সুতরাং তাঁহার মাতৃভাষা মুখ্যতঃ হিন্দী। হিন্দী ভাষার উচ্চারণভঙ্গি মুখ্যতঃ তুলসীরামায়ণে বা রামচরিতমানসে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃতের অন্তর্ভুক্তি হিন্দী বা বাংলা ভাষা উচ্চারিত হইলেও হিন্দী উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য এখানে জানা বেনী প্রয়োজন। কারণ এই গ্রন্থে অব্যয়, বিভক্তি, শব্দগঠন অনেক স্থলে হিন্দির মত।

হিন্দী ব্যাকরণে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য—মাত্রাজ্ঞান প্রথম প্রয়োজন। হ্রস্বস্বর এক মাত্রা দীর্ঘস্বর দুই মাত্রা, ব্যঞ্জনবর্ণ অর্ধমাত্রা। সংস্কৃতের ত্রায় বাংলা বা হিন্দীতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের ক্রম ও দীর্ঘস্বর একরূপ কিংবা মাত্রাযুক্ত উচ্চারণও একরূপ। ক হইতে ম পর্যন্ত স্বরের উচ্চারণকালে জিহ্বাধারা কণ্ঠ, তালু, মুক্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ আদি স্পর্শধারা বর্ণের উচ্চারণ স্থানটি নিরূপিত হয় একজ্ঞ এইবর্ণগুলি স্পর্শবর্ণ নামে পরিচিত। য, র, ল, ব অন্তঃস্ববর্ণ উচ্চারণে স্বরবর্ণ ও স্পর্শবর্ণের মাঝামাঝি। স্বরবর্ণ উচ্চারণে কোন অত্র বর্ণের সাহায্য প্রয়োজন হয় না। সংঘর্ষ দ্বারা উচ্চারিত বর্ণ শ, ষ, স, হ উদ্যবর্ণ। নাসিকা ব্যবহার দ্বারা উচ্চারিত বর্ণ স্পর্শবর্ণ বটে তবে অমুনাসিকও বটে।

হিন্দী লিখিত ভাষা **अंग**—অঙ্গ, **मंद**—মন্দ, **रंग**—রঙ্গ, **अक्षर**—অক্ষর; হিন্দীতে অনুস্বারের সাহায্যে চন্দ্রবিন্দু (ँ) উচ্চারিত হয়। চন্দ্রবিন্দু অমুনাসিক বটে। হিন্দীতে ই এবং औ এর উচ্চারণ বাংলাতে য়ায় এর এবং অ ও এর মত। **कैसा**—ক্যায়সা **औरत**—অওরত। হিন্দীতে শব্দের অন্তস্থিত অকারের উচ্চারণ হয় না তবে তুলসীমায়ণের উচ্চারণে তাহার প্রয়োজন আছে। **ज** এর উচ্চারণ অড় এর মত। হিন্দীতে বর্গীয় **ब** এর উচ্চারণ বাংলা **ব** এর মত কিন্তু অন্তঃস্ব **व** এর উচ্চারণ ওয়া যেমন **दरवान**—দরওয়ান। হিন্দীতে বাংলার ত্রায় য নাই। উচ্চারণ দ্বারা অন্তঃস্ব বর্ণ য, র, ল, ব বুঝিয়া লইতে হইবে। স্ততরাং **ब** এর উচ্চারণ বাংলায় ইয় বা **য়** এর মত যেমন **गाय**, **हाय** (গায়, হায়) হিন্দীতে **श**, **ष**, **स** তিনটি অক্ষরের উচ্চারণ বুঝিতে তালু, মুক্ধা ও দন্তে জিহ্বা স্পর্শ করাইয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। **च** যে স্থান হইতে উচ্চারিত হয় **श** এবং উচ্চারণ স্থান তাহাই হইবে ইংরাজী **ch** এর মত। **ष** এবং উচ্চারণ বাংলা **খ** এবং মত এবং ‘**स**’ ‘**छ**’ এর মত উচ্চারিত হয়। হিন্দীতে যুক্তাক্ষরের প্রত্যেক অক্ষর সংস্কৃতের মত উচ্চারণীয় যথা—**पद्म**, **वृक्ष**, **लक्ष्मण** (পদ্ম, বৃক্ষ, লক্ষ্মণ)। ক্রিমার তিন অক্ষরের শব্দে মধ্যবর্ণের উচ্চারণ হসন্তযুক্ত শব্দের মত—**लिखना** (লিখনা), **पढ़ना** (পড়না), **करना** (করনা); ক্রিমার চারি অক্ষরের শব্দের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণে আকার যুক্ত থাকিলে দ্বিতীয় বর্ণের অকাব উচ্চারিত হয় কিন্তু তৃতীয় বর্ণের অকার হসন্ত অকারের দ্বারা উচ্চারিত হয় **उत्तरना**—(উত্তরনা) **रामचरितमानस** পাঠক মুখ্যতঃ উচ্চারণ জ্ঞত হিন্দীর অনুবর্তন করিবেন—

অষ্টৌ স্থানানি বর্ণনামুরঃ, কণ্ঠ শিরস্তথা। জিহ্বমূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠতালু চ ॥
বর্ণের উচ্চারণস্থান ষাট। উরঃ, কণ্ঠ, মুক্ধা, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ ও তালু। উরঃস্থ ষাট-
নালী হইতে স্বরের উদ্ভব বলিয়া উহাকেও একটি স্থান বলিয়া সংস্কৃতে গণ্য করা হইয়াছে।
কুণকুমাগত উদান বায়ুই উচ্চারণ কার্যের মুখ্য সহায়ক। উদান বায়ুর স্থান উরঃ (কণ্ঠনিম্নভাগ)।

অ, ক বর্ণ, হ—কণ্ঠাবর্ণ; ই, চ বর্ণ, য, শ—তালব্য; ঋ, ট বর্ণ, র, ষ—মুক্ধব্য, ঙ, ত বর্ণ, ল, স—দন্ত্য; উ, প বর্ণ, উপাধ্বানীয় ক ওষ্ঠ্য। হিন্দীতে ঙ বর্ণের ব্যবহার নাই। এ ছাড়া কণ্ঠ তালব্য এ, ঐ, কণ্ঠোষ্ঠ্য ও ঔ, দন্তোষ্ঠ বর্গীয় ব (ব) য, র, ল, ব অন্তঃস্ব বর্ণ।

উচ্চারণ বিষয়ে সুবিধা ও কঠোর কণ্ঠ লাঘব জ্ঞত গোস্বামী মহাশয় নিজস্ব পথ ধরিয়াছেন

এমন কি প্রচলিত হিন্দী ভাষার অসুবর্তনও অনেক স্থলে করেন নাই ফলে তাঁহার ভাষাতে নানাশ্রুতাবর্ণাভুক্তি দেখা বাইবে এবং ভুল বানান বলিয়া বোধ হইবে কিন্তু এই বর্ণাভুক্তি তাঁহার ইচ্ছাকৃত। উচ্চারণে গানের সুর আনিবার জন্য এবং সহজভাবে সুর রক্ষার প্রয়োজনে এই সকল পার্থক্য। আর ফলে পাঠেরও এমন বৈচিত্র্য যে কোন দুইটি রামচরিত্তে মানসে একরূপ পাঠও বড় দেখা যায় না। প্রতিলিপিলেখক তাঁহার ইচ্ছামত পাঠ অস্বাভাবিক পরিবর্তন করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করিলাম।

গোবামীর-ভাষা	মূল শব্দ	গোবামীর-ভাষা	মূল শব্দ	গোবামীর-ভাষা	মূল শব্দ
শিব	শিব	রঘুবীর	রঘুবীর	বিগসিত	বিকসিত
শঙ্কর	শঙ্কর	অপহরা	অপহরা	ভগতি	ভক্তি
দর্শন	দর্শন	হরষজুত	হর্ষযুত	অবরাই	আশ্রয়শি
বধারণ	বধার্থ	বিজোগ	বিয়োগ	গয়জ	গজেন্দ্র
রামু	রাম	ভাবী	ভাবী	বসিষ্ট	বশিষ্ঠ
জমু	যশ	অবসি	অবশ্য	সোরহ	ষোড়শ
অশংকা	আশঙ্কা	মায়াবী	মায়াবী	ভূআল	ভূপাল
আশিরবাদ	আশীর্বাদ	জিজগ	তিগ্যক	লাহ	লাভ
মুনীসা	মুনীশ	গুপ্ত	গুপ্ত	ভুই	ভূমি
কুবী	কুবি	তুপিত, তিরপিত	তুপ্ত	কুঅর	কুমার
রাহু	বাহু	মুকুতা	মুক্তা	গবন	গমন
ময়ত্রী, মইত্রী	মৈত্রী	অরঘ	অর্থ	হিয়	হৃদয়
অয়ল	বৈশ্য	লক্ষন	লক্ষণ	বিভিচারি	ব্যাভিচারী
ছয়ল, লয়ল	শৈল	লছন	লক্ষণ	জিসিরা	জিশিরা
লয়ন	শৈল	জনয়ত্রী	জনমিতা	মুর, মুরি	মূল
নৈন	নয়ন	রিধি	ঋদ্ধি	সরসই	সরস্বতী
বৈন	বচন	প্রগট	প্রকট	সাঁস	শ্বাস
জোবন	বোবন	দহিন	দক্ষিণ	সরবস	সর্বস্ব
বনিতা	বনিতা	কাগ	কাক	সচিউ	সচিব
সংজোগ	সংযোগ	বগ	বক	সাহুকুল	অমুকুল

বর্তমানে হিন্দী ভাষার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনিবার প্রয়াস হইতেছে কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে তুলসীদাসের যুগে বিভিন্ন আঞ্চলিক হিন্দীভাষার মধ্যে বহু পার্থক্য ছিল। গোবামী মহোদয় একস্থানে বসিয়া সমগ্র পুস্তক রচনা করেন নাই। প্রতিলিপি লেখকগণও এক স্থানে হিন্দী না স্তব্ধ রামচরিত্তমানসে পাঠের ভিন্নতা স্বাভাবিক। তা ছাড়া বিভিন্ন কাণ্ডে বিভিন্নরূপ। যেমন অকারান্ত শব্দের উকারান্তরূপে ব্যবহার বালকাণ্ডে একরূপ আবোধাকাণ্ডে অন্যরূপ। সময়, উপায়, বিসময়, হৃদয় আদি শব্দের প্রার্থনা ও দ্বিতীয়া

বিত্তির একবচনে অবাধ্যাকাণ্ডে সমউ, উশাউ, বিসমউ, জদউ আছে। বালকাণ্ডে এইরূপ নাই। অতীতকালের রূপেও পার্থক্য দেখা যায়। অবাধ্যাকাণ্ডে করনা, জানা, ছোনা, খানা প্রভৃতি ক্রিয়ার অতীতকালে কীন্‌হেউ, গয়উ; ভয়উ, খায়উ দেখা যায় অত্র কাণ্ডে কঁয়ো বা করোয়া, গয়ো, ভয়ো, খায়ো প্রভৃতি রূপ দৃষ্ট হয়। কোন ক্ষেত্রে তৎকালিক অওয়াধীভাষা কোন ক্ষেত্রে তৎকালিক ব্রজভাষা। প্রচলিত বাংলাভাষার সহিত মৈথিলী ভাষার ষষ্ঠেই সামঞ্জস্য তৎকালে ছিল। ফলে বাংলাভাষারও ব্যবহার দেখা যায় তৎকালিক মৈথিলীভাষার ব্যবহার তিনি করিয়াছেন। রাজপুতনার প্রচলিত শব্দের ব্যবহারও তাঁহার পুস্তকে আছে যথা লোগ লুগাই (জ্বী-পুরুষ)।

মাত্রিক ছন্দে চতুস্পদী (চোপাই) ও দোহা, সোরঠা ও ছন্দগীতিকা লিখিত। ছন্দগুলিতে মাত্রার গামঞ্জস্ত বিধান করিতে ইচ্ছামত স্বরবর্ণের সংযোগবিয়োগ সাধন করিয়াছেন যেজন্ত সংস্কৃত শব্দের বিকৃত বানান প্রয়োজন হইয়াছে। ক্রতিমধুরতা রক্ষার প্রয়োজনে এবং সুরে গান করিতে গাতার কষ্ট না হয় তার জন্ত তালু ও মূর্দ্ধাগত বর্ণকে দন্ত্যরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। তালব্য শ ক্বে স রূপে ব্যবহার তাঁহার ইচ্ছামত। মূর্দ্ধা য ক্বে থ রূপে উচ্চারণ ব্যবস্থা আছে। বর্গীয় স্ব ক্বে অন্তঃস্থ ব রূপে পরিণত করিবার ব্যবস্থা বহুক্ষেত্রে আছে কারণ বর্গীয় ব স্পৃষ্ট এবং অন্তঃস্থ ব জৈষৎ স্পৃষ্ট। ক হইতে ম স্পৃষ্ট (জিহ্বাস্পৃষ্ট) য, র, ল, ব জৈষৎ জিহ্বাস্পৃষ্ট অর্থাৎ অন্তকণ্ঠে উচ্চারিত এইরূপ শ, য, স ও হ জৈষৎ বিবৃত (ঘর্ষণ কম হয়) স্বরবর্ণের উচ্চারণ বিবৃত, ঘর্ষণ থাকে না। এইরূপ বর্ণের তৃতীয় অক্ষর যথা গ জ ড ব চতুর্থ অক্ষর ঘ, ঞ, ঢ, ষ, ভ, স্বরবর্ণ, এবং য, র, ল, ব অক্ষরের শব্দের প্রয়োগ বেশী (ঘোষপ্রবদ্ধ) ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ইত্যাদি বর্ণের প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষর (অঘোষপ্রবদ্ধ)। সুতরাং গানের সুরের সমতা রক্ষার প্রয়োজনে বর্ণ-পরিবর্তন কবির পক্ষে স্থান বিশেষে প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া বর্ণান্তিক। ফলকে ফলু বলিলে রামকে রামু বলিলে শেষে ওষ্ঠবর্ণ হয় ফলে উচ্চারণ খুব সহজসাধ্য হয় কিন্তু ফল বা রাম কথাতে কণ্ঠ্যবর্ণ শেষে থাকিতে গায়কের কষ্ট অধিক হয়। সুতরাং ভাবাবেগকে গানের সুরে আনিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করিবার প্রয়োজনে এই সফল পরিবর্তন গোলামী মহোদয়ের ইচ্ছাকৃত। তাছাড়া মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধির প্রয়োজনে হ্রস্বস্বরকে দীর্ঘ করা বা দীর্ঘস্বরকে হ্রস্ব করা প্রভৃতি সফল ব্যতিক্রম ছন্দের প্রয়োজনে হইয়াছে। সুতরাং পাঠক মূল পড়িবার সময় সুরের সংযোগ বিয়োগ দৃষ্টিকে মনে রাখিবেন অর্থবোধ সুগম হইবে।



ছন্দ

ছন্দ—চৌপাঁই ছন্দের প্রতি চরণে ১৬ মাত্র থাকে আর এই ১০ মাত্রার শেষ তিনটি মাত্রা (ত্ৰ্যম্ব, দীর্ঘ, ত্ৰ্যম্ব) জগণ অথবা (দীর্ঘ, দীর্ঘ, ত্ৰ্যম্ব) তগণ থাকিলে শ্রুতিকটু হয় গোস্বামী মহাশয় গানের সুবিধার প্রয়োজনে ক্রতিমধুরতাকে পুরোভাগে রাখিতে চাহিয়াছেন।

দোহা ছন্দে প্রথম ও তৃতীয় পাদে ১৩ মাত্রা দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে ১১ মাত্রা থাকিবে বিষম পাদের আদিতে জগণ থাকিবে না। সমপাদের অন্তে ত্ৰ্যম্ব মাত্রার প্রয়োজন। **সোরঠা** ছন্দ দোহাব উল্টা অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় চরণে ১১ মাত্রা। দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ১৩ মাত্রা। অপর একটি ছন্দ হরিগীতিকা বা ছন্দ নামে তুলসীরায়ায়ণে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রত্যেক পদে ১৬ মাত্রার বিরামে ১২ মাত্রার ব্যবস্থায় এই মোট ২৮ মাত্রা। অন্তে ক্রমশঃ এক লঘু ও এক গুরুবর্ণ হয়।

শব্দের রূপান্তর

উচ্চারণের সুবিধার জ্ঞাত লোপস্বামী মহোদয় সংস্কৃত শব্দ ও প্রাকৃত শব্দকেও ভাঙ্গিয়া গড়িয়া ভাষাগঠন করিয়াছিলেন যাচাতে সাধারণ পাঠক ইতার অর্থবোধ করিকে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্থ করিয়া সে ভাষাকে আশ্বস্ত করিতে পাবে।

১) যেমন সংস্কৃত ‘অস্’ ধাতু বাংলাতে ‘হয়’ অর্থবাচক গোস্বামী তাহা ‘অহই’, ‘অহি’ ‘অহহ’ ‘অহত’ আদি ব্যবহার করিয়াছেন। অ লোপ করিলে হৈ, হাই ইত্যাদি দ্বারা মূলের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া শব্দ রচনা করা হইয়াছে।

২) শিংসপাখলে শিংসুপা, অঞ্জলি স্থলে অঞ্জলি সফল স্থলে সফল। তালব্য বর্ণকে দন্ত্য করিলে কণ্ঠ্যবর্ণকে ওষ্ঠ্যবর্ণ করিলে উচ্চারণ সৌকর্য্য স্বতঃই আসিয়া যায়।

৩) স্নান; ন্হানা, নাওয়া প্রভৃতি স্নান বাচক শব্দে অ যোগ করিয়া অস্নান অন্হবানা করিয়াছেন স্তম্ভিত শব্দকে অস্তম্ভিত করিয়াছেন কণ্ঠ্যবর্ণের সহিত দন্ত্যবর্ণের সামঞ্জস্য করিয়া লোক ব্যবহারের কথাকে গুরুত্বদান করিয়াছেন।

৪) প্রভুতাকে প্রভুতাই, সজ্জকে (দণ্ড) কে সজাই, রজা (আজ্ঞা) কে রজাই মনোহর-তানে মনোহরতাই প্রভৃতি ক্ষেত্রে যোগ করিয়া কণ্ঠ্য ও তালব্যবর্ণের মিলন দ্বারা উচ্চারণকে শ্রুতর করিয়াছেন।

৫) আশীর্বাদকে আশিরবাদ, আজ্ঞাকে অগ্যা, ঈশ্বরকে ইশ্বর, আশঙ্কাকে অশংকা, করিয়া তালব্যবর্ণকে দন্ত্যবর্ণদ্বারা উচ্চারণ সৌকর্য্য সাধন করিয়াছেন।

৬) অনপায়িনীকে অনপায়নী মোহিনী মোহনী বয়দায়িনীকে বয়দায়নী বাহিনীকে বাহনী প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইকার স্থানে অকার করিয়াছেন। তালব্যবর্ণ অপেক্ষা কণ্ঠ্যবর্ণ অনায়সে উচ্চারিত হয়। এইরূপ জননিত্রী ভবিতব্যতা প্রভৃতি স্থানে ইকারের লোপ করা হইয়াছে।

৭) উল্লাস শব্দকে জ্লাস করিয়া কণ্ঠ্যধ্বনির সংযোগ করিয়া ওষ্ঠ্য শব্দকে ধ্বনিযুক্ত করিয়াছেন।

৮) রূপালুকে রূপাল, উদ্ভগণকে উড়গণ, ভীকে ভীর, কুখাতকে কুখাত, করিয়াছেন;

কুপ্তকে কপূত, অমৃকুলকে অনকুল, গুদকে গুর প্রভৃতিক্ষেত্রে উকার লোপ করিয়া অন্ত্যাহুপ্রাপি রক্ষা করিয়াছেন। ভূমুণ্ডি স্থানে ভূমুণ্ডি, ভূমুণ্ডা শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তালব্যস্থানে দন্ত্যবর্ণের প্রয়োগ অকারস্থানে উকার উহার বহুস্থানে দেখা যায়।

৯) পুরোহিতকে উপরোহিত উপানহকে পানহী অথবা পনহী, উকে হঠাইয়া পূর্কনিপাত করিয়াছেন আবার উকারের লোপও করিয়াছেন।

১০) তৃণকে তিন, নিকটকে নিকিট, শৃঙ্গারকে শিঙ্গার, দৃষ্টকে দীঠা, দৃঢ়াইকে দিঢ়াজি, প্রাবটকে প্রবিট, পৃষ্ঠকে পীঠি করিয়া ঋ স্থানে ই বা ঙ্গ করিয়া মূর্ধ্য বর্ণকে তালব্য করিয়া উচ্চারণক্লেণ লাঘব করিয়াছেন।

১১) কর্তাকে করতার, ভর্তাকে ভরতার দ্বারা মাত্রার বৃদ্ধি করিয়াছেন।

১২) মাতৃকে মাতু, পিতৃকে পিত্র, মৃতকে মৃএ করিয়া ঋ স্থানে উ দ্বারা মূর্ধ্যবর্ণ স্থানে ওষ্ঠ্যবর্ণ করা উচ্চারণ-কষ্টের লাঘব করিয়াছেন।

১৩) বুদ্ধকে বিরিধ, সৃজাকে গিরিজা, ঋদ্ধিকে রিধি, ঋকারের অর্থাৎ মূর্ধ্য বর্ণের পরিবর্তে তালব্যবর্ণ সৃষ্টি করিয়া শব্দের ধ্বনি রক্ষা করিয়াছেন।

১৪) নিরাদর করিয়া অর্থ প্রকাশ করিতে 'নিদরি', 'নিকটবর্তী করিয়াছে' অর্থ প্রকাশ করিতে 'নিয়রায়' করিয়া ভাষাকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন।

১৫) মাত্রাবৃদ্ধির প্রয়োজনে বা হ্রাসের প্রয়োজনে বড়ের (বড়) ঘনেরে (ঘনভাবে), বহুতেরে হুখারে স্থখারে প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ধ্বনি ও অর্থলগতি রক্ষা করিয়াছেন।

১৬) স্থপকারকে সুআর, দূতকারকে জুআরী করিয়া মাত্রাশংক্ষেপ করিয়াছেন।

১৭) কাককে কাগ, বককে বগ, প্রকটকে প্রগট, যুক্তিকে জুগুতি, ভক্তিকে ভগতি দ্বারা ধ্বনি পরিবর্তন করিয়া যুক্তাক্ষরকে সহজে উচ্চার্য্য করিয়াছেন।

১৮) দক্ষিণকে দহিন করিয়া সহজে উচ্চার্য্য করিয়াছেন।

১৯) বাংলার মত লক্ষকে লাখ, ঋক্ষকে আখি, মক্ষীকে মাখী, করিয়াছেন। ঋক্ষকে রীক্ষকে রীছ করিয়া উচ্চারণের সুবিধা করিয়াছেন।

২০) সমাজুকে সমাউ, আম্ররাজকে অঁবরাজ, রাজুকে রাউ সংযোগকে সংডেউ বরিত্য কর্তব্য বা তালব্য বর্ণপরিহার করিয়াছেন।

২১) মৃগাক স্থানে ময়ক, দুগ্ধ স্থানে দুধ, দগ্ধ স্থানে দাঢ়া করিয়া উচ্চারণশৌকার্য্য সাধন করা হইয়াছে।

২২) অগ্নিকে আগি, আগিনি করিয়া মাত্রার বৃদ্ধি বা হ্রাস করিয়াছেন।

২৩) পর্যাক্ষকে সংক্ষিপ্ত আকারে পলংগ, রিক্তকে রীতা, রক্ত (অম্লরক্ত) কে রাতা করিয়া সহজে উচ্চার্য্য করিয়াছেন।

২৪) মুখ স্থানে মুহ করিয়া উচ্চারণস্থান ঠিক রাখা হইয়াছে।

২৫) হ স্থানে ঘ, ঘ স্থানে হ করা হইয়াছে। শ্লাঘ স্থানে সরাহনা (প্রশংসা করা) সিংহাসন স্থানে সিংঘাসন, সিংহকে সিংঘ, নহষকে নঘুষ করা হইয়াছে।

- ২১) চ স্থানে য যথা লোচন স্থানে লোয়ন, বচন স্থানে বয়ন কখন বৈন।
- ২৭) রাজ স্থানে রায়, গজ স্থানে গয়, গজেন্দ্র স্থানে গয়ন্দ।
- ২৮) দ্বন্দ্বকে দ্বাত, পঞ্চকে পাঁচ বাংলার মত রাজ্যীকে রাণী।
- ২৯) জ্ঞান স্থানে জান, সজ্ঞান স্থানে সয়ান (বাংলাতে সৈয়ান) অজ্ঞান স্থানে অয়ান।
- ৪০) কাগজকে কাগদ উর্দুর মত।
- ৩১) ললাটকে লিলার, পুন্সবাটী কে ফুলওয়ানী, কোটিকে কোরি, উৎপাটিকে উপার করিয়া ট স্থানে র করা হইয়াছে।
- ৩২) ঠকে ড যথা পঠ, পড়া আবার ঠ স্থানে ট যথা বগিষ্ট, বিঠাকে বিটা, কুঠকে কুট, তিষ্ঠতিকে তিষ্টই, পাণিষ্ঠাকে পাণিষ্ট করা হইয়াছে।
- ৩৩) পড়িয়া যাওয়া (পত্ৰ যাও) পড়াকে পরা, পীড়াকে পীরা, সরুড়কে সরর করিয়া হইয়াছে লৌকর্যসাধন করা।
- ৫৪) কর্ণধার কড়হার, পর্ণ স্থানে পনে, কর্ণ স্থানে কান, জীর্ণ স্থানে জুন করা হইয়াছে।
- ৬৫) কদাচিৎ এর, ৭ লোপ করিয়া এবং কদাচি, গঞ্চাশংকে পচাশ করা হইয়াছে।
- ৩৬) অমৃতকে অমিঅ, স্নাতকে স্নঅ, সরস্বতীকে সরসই, বাতুলকে বাউর, পীতকে পিঅর, হরিতকে (হরিঅর) পরে হরিয়ালী।
- ৩৭) ত স্থানে কখন দ কখন য যথা কাতরকে কাদর কোন স্থানে কায়র শত স্থানে সয় মাত স্থানে মায়, শীতল স্থানে সিয়র, মীতা স্থানে মীয়া হইয়াছে।
- ৩৮) ত্ কারের লোপ যথা চিংকার স্থানে চিক্কার অথবা চিকার, (উৎ-খা) উৎখাত স্থানে উখরান।
- ৩৯) ত্ এর পূর্বে য র এর লোপ যথা আহিবত্য (সোভাগ্য,—সম্বা, অবস্থাজ্ঞাপক) আহিবাত, মৃত্যাকে মীচু, সত্যকে সাঁচ করা হইয়াছে।
- ৪০) পদান্ত থ স্থানে হ যথা নাথ স্থানে নাহ, কথ্ স্থানে কহনা, গাথা স্থানে গাহা, শপথ স্থানে সোই, যুথ স্থানে জুছ করা হইয়াছে।
- ৪১) পদান্ত দএর লোপ করিয়া স্বরমাত্র দেওয়া হইয়াছে হৃদয় (হৃৎ) হিরউ, হিয়, প্রসাদ স্থানে পলাউ, প্রবেশ হইতে পসেউ, আদেশ হইতে আয়সু ডেদ হইতে ডেউ, পাদ হইতে পাউ।
- ৪২) দ্ব স্থানে জ যথা দ্ব্যত স্থানে জুখা অত্র স্থানে আজ আবার কেবল দ স্থানে জ যথা শাপদ স্থানে সাউজ।
- ৪৩) দএর য থাকিলে ড হইয়াছে যথা দৃষ্টি স্থানে ডীষ্টি হইয়াছে।
- ৪৪) দ স্থানে র আদেশ যথা একদশ হইতে গ্যারহ দ্বাদশ হইতে বারহ এইরূপ তেরহ পত্রহ, সতেরহ, অষ্টারহ হইয়াছে।
- ৪৫) স্থানবিশেষে দএর লোপ করা হইয়াছে যথা সন্থকে সনিস বা সানিখা, ঋদ্ধিকে রিধি, সিদ্ধিকে সিধি।

- ৪৬) মাজারিক্রির প্রয়োজনে দ সংযোগ করা হইয়াছে যেমন কুমিত্তকে কুমিত্ত ।
 ৪৭) কোন স্থানে দ এর পরিবর্তে গ প্রয়োগ করা হইয়াছে যথা পদকে পগ ।
 ৪৮) থ স্থানে হ করা হইয়াছে কর্ণধারকে কড়হার, পুত্রবধূকে পুত্ৰোহ, জোথকে কোহ
 ৪৯) পদন্তু ন স্থানে ম করা হইয়াছে স্থানকে ঠাম ।
 ৫০) অস্তকে আন রূপে ব্যবহার বাংলাতে গ্রহণ করা হইয়াছে । এই অমূল্যের পুস্তকে
 পুন করা হইয়াছে ।

৫১) সংক্ষিপ্ততার প্রয়োজনে প লোপ করা হইয়াছে শৃঙ্গবেরপুরকে লিগবোর,
 জনকপুরকে জনকোর, জনকোরা শব্দকে জনকপুরবাসী অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে ।

৫২) প এর লোপ ভূপালকে ভূআল ।

৫৩) প স্থানে ব এর ব্যবহার ; 'বপ্' ষাতু ববা (বায়) শপথ স্থানে সোঁহ (সবথ)
 লপত্নীকে লবতি (সোতি) অপরকে অবর (ওর) কাঠপাত্রকে কঠবত (কঠোতি) ভাদ্রপদকে
 ভাদব (ভাদৌ) এখানে অস্তি দ কারের লোপ করা হইয়াছে ।

৫৪) শু স্থানে ত্ত করা হইয়াছে ; লপ্ততি সত্তরি (সত্তর), লপ্ত লত্ত হইয়া পরে
 লাত হইয়াছে ।

৫৫) ফ স্থানে হ আদেশ ; মুক্তাফলকে মুকতাহল ।

৫৬) বর্গীয় ব স্থানে ভ ; লব স্থানে লভ ।

৫৭) পদান্তের লাভকে লাহ, সোভাগ্যকে সোহাগ, শুভ্ ষাতু হইতে 'সোহা' লভ্
 ষাতু হইতে 'লহনা' সৃষ্টি হইয়াছে ।

৫৮) বাংলার অমূল্যরূপে মধ্যকে মাঝ, সন্ধ্যাকে সাঁঝ ।

৫৯) বাংলার অমূল্যরূপে ভূমিকে ভূই ; এই আদর্শে নামকে নাউ, স্থানকে ঠাউ,
 গ্রামকে গাউ, কুমারকে কুঁজব অথবা কুঁজার ।

৬০) ম স্থানে অন্তঃস্থ ব আদেশ ; নম্ ষাতু হইতে নবনা, প্রেমান হইতে প্রাবান, রমন
 হইতে রবন, গমন হইতে গবন, দমন হইতে দবন, গ্রামকর্ণ হইতে গ্রাবকরন ইত্যাদি । যকে
 অমূল্যনিকরূপে ব্যবহার যথা—পামরকে পাবঁর, আম্ররাজিকে অবরাজি, সমদর্শীকে সঁবদরসী,
 গ্রামলকে সঁবরো, ভ্রমরকে ভঁবর, ভ্রম ষাতুকে ভঁবনো, লপ্তমকে লাতবঁ, অষ্টমকে আঠবঁ,
 আচমনকে অঁচবনা ।

৬১) ব স্থানে ম যথা—যবনকে জমন, যবনিকাকে জমনিকা । ব্রজভাষামত চাবলকে চামর

৬২) ম স্থানে বর্গীয় ব যথা—আম্রকে আব ।

৬৩) 'ম' ও 'হ' এই অক্ষর একত্র হইলে 'ভ' এর ব্যবহার যথা—মহানসকে ভানস,
 ব্রাহ্মণকে বাভন, জুস্ত (হাই তোলা) জমুহানা ।

৬৪) মধ্যবর্তী অথবা পদান্ত ব এর লোপ করিয়া উহার সংশ্লিষ্ট স্বরবর্ণ মাত্র ব্যবহার
 করা হইয়াছে যথা—যাতনাময়ীকে জাতনাময়ী, বিবয়ীকে বিবয়ী, কৈবয়ীকে কৈকেয়ী,
 বায়ুকে বাউ, পীযুষকে পীউষ ।

৬৫) কোন স্থানে 'ব' কে হইয়াছে যথা—সহায়কে সহাই, রঘুরায়কে রঘুরাজি যারকে মাজি, সমুদায়কে সমুদাজি, বিষয়কে বিষইক।

৬৬) ব্যঞ্জনবর্ণসহ ব সংযুক্তবর্ণ হইয়া ব এর লোপ যথা—শ্রাম্মনকে লন্মন, অত্নকে অনত, জ্যোতিংকে জ্যোতি। মাণিক্যকে মাণিক, শ্রামলকে শাঁবরী, শ্রামবর্ণকে সাবকরণ।

৬৭) কখনও ব স্থানে হই আদেশ করা হইয়াছে অবশ্র স্থানে অবসি, ব্যঞ্জন স্থানে বিঞ্জন অশাধ্যকে অশাধি, শস্ত (শস্ত্র) কে সসি, বিকটাত্মকে বিকটাসি, সত্যভাবে সতিভাউ ব্যাভিচারীকে বিভিচারী ইত্যাদি।

৬৮) পদান্ত ব এর পরবর্তী হই কারকে দীর্ঘ করিয়া যকে লোপ করা হইয়াছে স্ত্রী স্থানে ত্রিয় পরে যকারের লোপ করিয়া ভী, পিয়কে পী, হিয়কে হী, স্ত্রিয়কে স্ত্রনী এবং পাইয়কে পাজি করা হইয়াছে।

৬৯) 'র' এর সহিত কোন ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগক্ষেত্রে 'র' এর লোপ করা হইয়াছে প্রাণকে পন, ত্রিয় (স্ত্রী) ত্রিয়, প্রিয়কে পিয়, প্রেমকে পেম, প্রয়াগকে পয়াগ, প্রয়াণকে পয়ান অত্নকে অত্নত, গাত্নকে গাত, রাত্নিকে রাত্তি, ত্রিসিরাতে তিসিরা, ত্রিভুবনকে তিভুবন, দ্রোহকে দোহ, ক্রোধকে কোহ করা হইয়াছে।

৭০) শব্দের মধ্যভাগে ব্ অথবা অব্ সংযোগ করা হইয়াছে যথা—শাপকে শ্রাপ অথবা শরাপ, কোটিকে করোয়ী, দিখাবাকে দেখবায়ী, ভী (ভয়) কে ভীর। কখনও পদান্ত ব লোপ হয়; ক্ষণভঙ্গুরকে ছনভঙ্গু করা হইয়াছে।

৭১) কোন স্থানে পদান্ত ব্ লোপ করিয়া স্বরমাত্র স্বরূপে বা পরিবর্তিত করিয়া রাখা হইয়াছে। 'করি' কে কৈ, পরিকে পৈ, ফুলওয়ালীকে ফুলবাজি। গোরক্ষপুরে প্রচলিত হিন্দি করকে স্থানে কৈকে আজও বলে।

৭২) ব্ ও ল্ অন্তের ধরিয়া কালীকে কারী, কদলীকে কদরী, ফলকে ফর, ফলাহারকে ফরহার, মূলকে মুবি, ধূলিকে ধুরি, অস্ত্রাবলীকে অস্ত্রাবরী, জলকে জর, গলকে গর (গল-দেশ), লীতলকে সিসর, শ্লাঘকে সরাহনা ইত্যাদি করা হইয়াছে।

৭৩) সাক্ষিসম্প্রদেয় সাটসাতী, বস্তিকে বাতী, কীত্তিকে কীতী, সর্ককে সব, কার্যকে কাজ, বস্ত্রকে বাট, খর্পরকে খপ্পর, তিথ্যাকে ত্রিজগ, পর্য্যন্তকে প্রজন্ত, কক্ষকে ক্রম ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'র' এর লোপ বা রূপান্তরিত করা হইয়াছে।

৭৪) যকে স্থানান্তরিত করণ যথা—মূর্খকে মুখ, পূর্ককে পূর্ব বা পূর্ব করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে এইভাবে বর্ষকে বরিস, বর্জনকে বরিজনা ইত্যাদি।

৭৫) ল স্থানে ন যথা—পলাস স্থানে পনাস, লজ্জা ধাতু নাঘনী ইহার বিপরীত যথা—লৌকা স্থানে নৌকা।

৭৬) ব এর পূর্বে কোন ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগ থাকিলে ব স্থানে উ অথবা ও করা হইয়াছে। স্বভাব স্থানে স্তভাউ, দ্রুতি স্থানে তুরিত, স্বতন্ত্র স্থানে স্ততন্ত্র, স্রাবতী স্থানে তুরাবতী, শব্দ স্থানে শস্ত্র, পার্থ স্থানে পাস, তেজস্বী স্থানে তেজসী, সর্ক স্থানে সর্কস।

৭৭) কর্থন ব এর লোপ যথা—জুবন হইতে জুঅন।

৭৮) পদান্ত ব এর লোপ যথা—দেবকে দেউ, সচিবকে সচিউ, ভাবকে ভাউ।

৭৯) শ এর পূর্ববর্তী ব লোপ এবং পশ্চাতে রেফ লোপ করিয়া হ্রস্বকে দীর্ঘ করিয়া সহজে উচ্চারণ ব্যবস্থা করা হইয়াছে শব্দকে শাস্র।

৮০) য এর সহিত ট এর সংযোগক্ষেত্রে ট কে ঠ করা হইয়াছে; দৃষ্ট হইতে দীঠা, অষ্ট হইতে আঠ, নষ্ট হইতে নাঠা, পৃষ্ট হইতে পীঠি, যষ্টি হইতে গাঠি, মুষ্টি হইতে মুঠা।

৮১) য স্থানে স উচ্চারণের সুবিধার জন্ত যেখানে সেখানে করা হইয়াছে। যথা যষ্টি স্থানে সাঠি, ষোড়শ হইতে সোরহ, তুষার হইতে তুসার এইরূপ দোষ, দোষ, শেষ, মনুষ্যতা, আশীষ ইত্যাদি স্থানে দোস, রোস, সেস, মনুসাই, অসীস, তুস্না ইত্যাদি।

৮২) 'হস্ত' শব্দের স এর লোপ ও পূর্বস্বর দীর্ঘ হইয়া হাণ, 'অন্ত হোনা' হইতে অঠৈনা হইয়াছে। স্থির হইতে থির, স্থিতি হইতে থিতি, স্থপতি হইতে থপতি, স্থাপয়ন্তি হইতে থাপহি ইত্যাদি।

৮৩) স স্থানে ছ এর ব্যবহার বহুস্থানে দেখা যায় উৎসঙ্গ কে উছঙ্গ, উৎসাহকে উছাহ, মৎসরকে মচ্চর, বৎসকে বচ্ছ, অপ্সরাকে অপছরা করা হইয়াছে। অস্ ধাতু হইতে অছত এই রূদন্ত করা হইয়াছে।

৮৪) কোন কোন স্থানে ছন্দের প্রয়োজনে 'স' শব্দের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা—প্রেমকে সপ্রেম, চেতনকে সচেতন, অবকাশকে সাবকাশ, অমুকুলকে শামুকুল, ভীতকে সভীত, (শক্ ধাতু) সকে উ সসকে উ করা হইয়াছে।

৮৫) শ, ষ ও স স্থানে হ যথা—দশকে দহ, বিংশতিকে (বীস) কে বীহ, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, অষ্টাদশ স্থানে এগারহ, বারহ, তেরহ, চৌদহ, অঠারহ ইত্যাদি কেশরিকে কেশরি, স্না ধাতু হইতে অনুহানা, মহানা, নিষ্কাম হইতে নিহকাম।

৮৬) শব্দের আদি ও অন্ত হ লোপ করিয়া স্বরমাত্র রাখা হইয়াছে হৃষ্টপুষ্ঠকে দ্বিষ্টপুষ্ঠ, মোহিত হুচ্চি কে মোঈ।

৮৭) হলন্ত শব্দকে অকার যোগ করিয়া ব্যবহার বহুস্থানে গোবামী মহোদয় করিয়াছেন পুষনকে (স্বর্ঘ্য) পুষন, প্রারট্টকে প্রারিট, উপনিষৎকে উপনিষদ, হুম্মতকে হুম্মন্ত, হিমবৎ কে হিমবন্ত।

৮৮) স্বরবর্ণের যোগ বিয়োগদ্বারা যুক্তাক্ষরকে বর্জন করিবার পদ্ধতি তিনি বহুস্থানে করিয়াছেন। যুক্তিকে যুক্তি, ভক্তিকে ভগতি, মুক্তিকে যুক্তি, শত্রুগ্নকে শত্রুঘ্ন, জক্ষণকে লছিমণ, যাজ্ঞবল্ক্যকে জাগবলিক, ব্যাধিকে বিআধি, দ্বারকে দুয়ার, বাহুবো বাহিন, পুণ্য শ্লোককে পুণ্যলোক প্রভৃতি এই সকল পরিবর্তনক্ষেত্রে উচ্চারণ স্থানের সামঞ্জস্য বিধান করিতে থ স্থানে ই, ব স্থানে উ ইত্যাদি।

শব্দের রূপান্তর স্রএ বুঝিলে এই গ্রন্থের বহু সংস্কৃত শব্দের রূপান্তরিত রূপ স্রজ অধিগত করিলে গোবামী মহাশয়ের মূল ভাষাকে বোঝা সহজসাধ্য হয়।

বিশেষ্যপদ—১) ব্যক্তিবাচক (proper) ২) জাতিবাচক (common) ৩) সমুদয়-বাচক (collective) ৪) ভাববাচক (abstract)। উদ্যোগ্য জাতিবাচক বিশেষ্যপদে গোস্থানী মহোদয় চক্রবিন্দু ইচ্ছামত যোগ করিয়াছেন কোন ক্ষেত্রে যোগ করেন নাই। চোপাই ছন্দের শেষ পদে থাকিলে ত্রুতকে দীর্ঘ আবার অকারান্ত শব্দের উকারও যোগ করিয়াছেন ইচ্ছামত। ব্যক্তিবাচক ও জাতিবাচক বিশেষ্য লক্ষ্যে গোস্থানী মহোদয়ের এই বিশেষত্ব দেখা যায়। যথা—রামলখী, ফল, রাম, রজনী প্রভৃতি। ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের সংস্কৃত কবিগণের মত (proper noun) বিশেষণ শব্দধারা পরিচয় প্রদান করা গোস্থানী মহোদয়ের অপর বিশেষত্ব। রাবণকে দলসীল, দলকঠ, দলমাধ, দলমৌলি, দলমুখ, দলশঙ্কর দলানন; এইরূপ জানকীকে জনকসুতা, বৈদেহী, মিথিলেসকুমারী আদি; মেঘনাটকে ঘননাদ, বাণিনাদ, ইন্দ্রজিত আদি; শ্রীরামকে রাবণারি, খরারি, রঘুপতি, রঘুকুলকেতু, রঘুরাই, রঘুবীর; এইরূপ শক্রপুত্রকে রিপুসুন্দর, শক্রঘ্ন, রিপুদবন; কামদেবকে মনোজ, বারিচরকেতু মনোভব, জলচরকেতু ইত্যাদি।

সমুদয় বাচক শব্দের প্রকাশ জগৎ ভুবন, নিকায়, গন, সমূহ, বক্রথ, সমাজ, পরিবার ইত্যাদি শব্দের যোগ।

ভাববাচক শব্দে প্রয়োগ জগৎ সংস্কৃতে যেমন স্ব, তা, য প্রভৃতি প্রকাশ ব্যবস্থা গোস্থানী মহোদয়ের শব্দের গণ্যেতে ‘আই’ ‘পন’ ‘প’ ‘ই’ ‘অ’ ‘পো’ ‘ঈ’ প্রভৃতির যোগ; যথা—মিঃ হইতে মিঃই, বলী হইতে বলিআই, বড় হইতে বড়াই, ভাল হইতে ভালাই, নীচ হইতে নিচাই, কাদর (কাপুৎ) হইতে কদরাই, কুটিল হইতে কুটলাই, বিধবা হইতে বিধবপন, সয়ান হইতে সয়ানপ, ভাই হইতে ভায়প, সমধী হইতে সামধ, পুরুষ হইতে পোরষ, আপন হইতে অপনপো। আবার এই শব্দসমূহ চোপাই এর শেষের অক্ষর হইলে তাহা ত্রুতহাঃ দীর্ঘ করা হয় যেমন কুটলাই স্থলে কুটলাঈ, রহন হইতে রহনি বা রহনী (স্থিতি)।

লিঙ্গ—হিন্দীভাষার গ্রায় গোস্থানী মহোদয়ের লিঙ্গবিচারও কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। যথা—সাপ (শাপ) বক্রথ, দল, বপু, উর, মোহ, পরিহাস, ইতিহাস, উপহাস, পতি-তোষ, প্রম (প্রম), দেহ, বৈন (বচন), নিমেষ, অধার (আধার) প্রভৃতি শব্দ জীলিঙ্গ। আবার অমূল্যন, ইতিহাস, মনোরথ, ভয় প্রভৃতি পুংলিঙ্গে ব্যবহার। সংস্কৃত বা হিন্দী কোন ভাষার নিয়ম প্রতিপালিত হয় নাই। ফলে লিঙ্গ অমুখ্যায়ী ক্রিয়া—যথা পরিহাস কীর্নহ, মোরি অমূল্যন, প্রম কীর্নহিউ, মনোরথ পুরউবি, ভগতি কি সাধন প্রভৃতি জীলিঙ্গ ভাষার ভগতিক সাধন, মনোরথ পুরউবি প্রম কীর্নহিউ প্রভৃতি পুংলিঙ্গ! কোন কোন ক্রিয়াপদে লিঙ্গ বিচার আছে কোন ক্ষেত্রে নাই। অকারান্ত জীলিঙ্গ ক্রিয়াকে ইকারান্ত করা হইয়াছে

গণা—বয়ারকে (বৈরিতা) বয়ারি, জরকে জরি, পরিছনকে পরিছনি, পীঠকে পীঠি, খোরকে (দোষ) খোরি, মূলকে মুরি, খবরকে খবরি, সৌপকে (মুক্তা) সৌপি প্রভৃতি।

প প্রত্যয় যোগে ভাববাচক যথা ভায়প (ভ্রাতৃত্ব) সন্মানণ (সেয়ান) ভাব, চতুরতা) আদি।

পণ ও অন প্রত্যয়যোগে পুংলিঙ্গ যথা বিধবপন (বৈবধ্য) সিখাবন (শিক্ষা)।

অকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ যথা তুল (তুলা), তরঙ্গ, পটতর (উপমা, অনীক (সেনা), পরিহাস, সোপান, সপথ (শপথ), গন্ধ, শ্রম, দাম (রজ্জু) চিবুক প্রভৃতি।

উকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ তাহার উকার অনেক স্থলে লোপ করা হইয়াছে যথা—তলুকে তন, গুলুকে গুর, ধাতুকে ধাত, আয়ুকে আই বা আয় প্রভৃতি।

বচন—দুই প্রকার বচন হিন্দীভাষার ছায় গোষামী মহোদয় ব্যবহার করিয়াছেন।
বহুবচন—নিমেষ হইতে নিমেষে, বেখা হইতে বেখের, করবয়ে (বিপত্তিশমুহ) বাজন হইতে বাজনে, পাহন (অতিথি) হইতে পাহনে, রিষি (ঋষি) হইতে রিষয়, বধাবা (বধাই, শত্ৰুবাদ) হইতে বধাএ। কেবল অনুনাসিক সংযোগে বহুবচন যথা নদী, নারী ইত্যাদি

সম্বোধনের বহুবচনে হ শব্দেব প্রয়োগ যথা ভাইহ, সঠহ (শঠগণ)।

হি শব্দযোগে দ্বিতীয়া বা চতুর্থী বিভক্তির একবচন—যথা রামহি, গুরহি, কোসিলাহি, সভহি, রাজহি, চরহি, কামহি, প্রভুহি, বধুহি প্রভৃতি।

তৃতীয়া বা সপ্তমী এক বচনে হি অনুনাসিক যথা—মনসহি, মনহি, সপনে, স্তভায় (বভাবে) কোসিলা, লাবকাজ (লড়কপনমে, বালাকালে) বরিআই (বলক্রমে), সেবী (সেবাতে) পায় (পায়েব উপব), সখী, সেবী, ভোবে (ভুলক্রমে) ইত্যাদি।

প্রথমকে ছাডিয়া অত্ সকল বিভক্তির উভয় লিঙ্গে বহুবচনে প্রয়োগ যথা—দ্বিতনহ, বালকনহি, মাতনহ চরনন, দেবনহ, মুনিনহ, আখিনহ, সাস্তনহ (শাস্তিগণ), তরনহ, কমলানি। নিত্য বহুবচন যথা—সমাচার, প্রান (প্রাণ)।

কারক—কর্তা, কন্ম, করণ, সম্পাদন, অপাদন ও অধিকরণ ছয়টি কারক। এতদ্ভাষীত ক্রিয়ার পিত পঞ্চদ্বয়ীন কারক সখঙ্ক ৭ সম্বোধন। কর্তাতে একবচনে প্রথমা বিভক্তি নাই। ছাবার শব্দেব শেষে সংযোগ উ যথা—রাম বা বামু কর্তাতে বহুবচনে প্রয়োগের কথা বচনের প্রসঙ্গে পূর্ণে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়া বিভক্তি কন্মকারকে ‘হি’ যোগ করা হয় যথা সীতহি, সভহি, রাজহি। তৃতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তিতে হি বা অনুনাসিক যোগ করিয়া হয় যথা মনসহি, মনহি কিংবা রায় হিয় ইত্যাদি। ব্রজভাষা এবং অওয়াধি ভাষায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম থাকতে গোষামী মহাশয় দুই স্থানে স্থানিক দু প্রকার ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। এই জ্ঞাত অওয়াধি চরননহি ব্রজভাষায় চরননি, গোপালহি কে গোপালি, গোপালহি। শব্দের সহিত কহ, কাহী কিংবা কো অব্যয়যোগে দ্বিতীয়া বা চতুর্থী করা হইয়াছে যথা—রাম কহ, বাম কো; চতুর্থীতে লগি লগে ইত্যাদি যোগ করা হইয়াছে। তৃতীয়ার একবচনে তে, সৈ, সো, সন, পহি করি প্রভৃতি অব্যয় যোগ করা হইয়াছে। পঞ্চমী বিভক্তিতে তে, সৈ, সো চাহি প্রভৃতি অব্যয় সংযোগ। বস্তুতে কর, কের, কা, করি, কেরি, টেক, কী, কে ইত্যাদি

অব্যয়ের সংযোগ যথা রঘুপতি করি দাসী, রঘুপতি কৈ করনী। শপথমীতে অস্তিমবর্ণকে অমু-
নাশিক করা হইয়াছে, কখন হিঁ যোগ করা আছে। কখন মধ্য, পহিঁ পাঠী, পর, উপর,
উপরি, মাঝ, মাঝারী, মহিঁ, মহঁ ইত্যাদি সংযোগ করা হইয়াছে কখন বিশেষ্যের পূর্ববর্তী
বিশেষ্যে বিভক্তির যোগও আছে। ‘সব কৈঁ উর’ অর্থে সকলের হৃদয়কে বুঝান হইয়াছে।
কখন বা বহুবচনে কেবলমাত্র নহ, নহি, ন, নি প্রত্যয় করা হইয়াছে। সংস্কৃত “কে কেবল
উচ্চারণস্থান পরিবর্তন করিয়া বিভক্তিশূন্য বহু শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

সর্বনাম—১) ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ২) প্রাণবাচক সর্বনাম ৩) সম্বন্ধবাচক সর্বনাম
৪) সংস্কৃতবাচক সর্বনাম ৫) অত্র প্রকার সর্বনাম আছে। উত্তম পুরুষের সর্বনাম যথা ‘মৈ’,
হম মধ্যম পুরুষ যথা ‘তু’, তেঁ, তুমহ অত্র পুরুষ যথা ‘সো’, তে প্রভৃতি ব্যক্তিবাচক সর্বনাম।

বিভিন্ন বিভক্তিতে একবচনে ৫ বহুবচনে উত্তম পুরুষ. মধ্যম পুরুষ এবং অত্র পুরুষে
সংযোগ বিয়োগ কিছু কিছু করা আছে।

	উত্তম	মধ্যম	অত্র
১) মে	হম	তুঁ, তৈঁ	তুমহ
২) মোহি	হমহি	তোহি	তুমহহি
৩) মেঁ	হমতৈঁ	তো, তৈঁ, সোঁ	তুমহ, তৈঁ, সোঁ
৪) মোহি	তমহি	তোহি	তুমহহি, তুমহ কহঁ
৫) মো	তে, তৈঁ, হমতৈঁ, তৈঁ	তেঁ, তেঁ, সোঁ	তুমহতৈঁ, তৈঁ
১) মম, মোহি, হমহি, হমার	তোহি	তব, তোরা	তুমহারে
	তোরী, তেরী, তোয়		
৭) মৈ, মই	তোপর, তুমহ পর		

প্রাণবাচক সর্বনাম	সম্বন্ধবাচক	সংস্কৃতবাচক সর্বনাম
কো	কো	জো
কেহি	কিন্হ	জো, জাহি, জেহি
কেহিঁ, কোহঁতৈঁ	কিন্হতৈঁ	জাহি, জেহিঁ
কেহি	কিন্হ	জাহি, জেহি
কেহিঁতৈঁ	কিন্হতৈঁ	জাহি, জেহিঁ
কিস্ত, কের, করি	কিন্হ কর	জিস্ত, জাস্ত
কেহিঁ	কিন্হ পর	জেহি, জামই

বিশেষণ—১ যেকটি বিশেষণ শব্দ একবচন, বহুবচন ও সাংখ্যবাচক

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	যথা—
সুহাবন	সুহাবনি	পাছিল	পাছিলি	অগ ঐসা, জস ঐসা, তস ঐসা,
বিবিধ	বিবিধি	সীতল	সীতলি	ঐসেঁ ঐসেঁ সরিস, সমান, সরিখা
আগিল	আ গলি	গাবন	গাবনি	সী—যথা—সুখা সী ; সো—যথা—সুখ সো

সংখ্যাচক—ছহ, দোউ, দুই, জুগ, চার, তীন, চারিগ (চৌদ্দ), আড়াই, (পঞ্চবিগ—
পচিশ), এক শব্দস্থানে এক, দো, দুই, জুগ (দুই), তীন (তিন), চারি, ত্রয় (তিন অর্থে) ছহ
(ছহ) ছ যথা—ছয় রস) নব সপ্ত (ষোল) পঞ্চবীশ (পচিশ), দোউ, দেনেউ, দুইউ, (দুই) চারিউ,
চারেয়া। (ব্রজভাষায়) উভয়, জুগল, (যুগল), জোড়ী, জোটা ও তৃতীয় সংস্কৃতির কিছু বিকৃত
শব্দপ্রয়োগ করা হইয়াছে মৈথিলী বা ব্রজভাষার প্রয়োগও ক্ষেত্রবিশেষে করা হইয়াছে।

পরিমাণবাচক—এতা (এতনা), জেতা (জেতনা), তেতা, কছুক, কছু এক, কেউ এক,
কেতিক, কেতা।

প্রায়বাচক—পচাসক (প্রায় পঞ্চাশ), সাত এক (প্রায় সাত), চমাসক (ছয় সাত)
ছুই চারিক (ছুই চার)।

অণুবাচক—আন (অণু), অপয়, অবব, ঐন (আর)।

ক্রিয়ার বিশেষণ অব্যয় (Adverb)

গোষ্ঠাসমী মহোদয় পুস্তকে যে ক্রিয়াবিশেষণ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা অব্যয়ও বটে
কারণ তাহার কণাণ্ডর নাই। তাহা পাঁচ প্রকার শব্দ—

১। **স্থানবাচক**—যথা—ইহাঁ, উহাঁ, ওহাঁ, জহাঁ, তহবাঁ, মহবাঁ, বহাঁ, 'আগে পাছে' বাতবে,
কতহঁ, বহঁ (এখানে, ওখানে, যেখানে সেখানে, তথায় যথায়, কোথায়, সম্মুখে, পিছন,
বাহিবে, কোথায় ও কাছেযথাক্রমে) সমীপ, নিবট, সর্কট প্রভৃতি প্রচলিত শব্দও আছে।
উত (ঐধারে), দূরি (দূরে), দাহিনে (দক্ষিণে) বাঁহ (বামে) প্রভৃতি।

২। **কালবাচক** (ক) যথা আজু (আজ) কালি (কাল) ওব ওব (যখন যখন) তব তব
(তখন তখন) তহি আ (তখন) অবাহ (এখন) তবহী (তখনও) তবহঁ (তখনও) কবহঁ
(কখনও) কবহঁক (কভুও) পুনি (পুন) বহবি, ফিরি বহোবী (পুনবায়)।

খ) **অবধিবচক** যথা—সদা, নিরন্তর, সন্তত, সক্ষুধ (একবার) কেবল, 'অন্ত (অন্তে)
ওর (আর) সন্দাদা, চিপ (দীর্ঘকাল)।

গ) **আবৃত্তিবাচক**—বার বাব, দিন প্রতি (প্রত্যহ)।

৪। **পরিমাণবাচক**—বহ, অতি, স্রুতি (সুন্দররূপে) নিপট (অতিমাত্র) নির্ভর (গভীর
ভাবে) অতিসয় (অতীত) কছুক, কছু (কিছু) ইত্যাদি।

৫। **রীতিবাচক**—জৈসে, টৈসে, তৈসে (তমন) জৈসে (যেমন) যথা, অনায়াস,
সহসা, ব্যর্থ, বুধা, ইমি (এমান) জিমি (যেমন) কিমি (যেমন) কোঁ (কেন) অস (এমন)
জস (যেমন) হঠি (হঠাৎপূর্বক) সন্ধিষি (নিকট) অবসি (অবশ্য) সহী (নিশ্চয়াক) পরি, পৈ,
তো, জো, তৈ (যদি তবে) ফুর (মতা) জধারথু (মথার্থ) সাঁচেহ (মত্য) ন, নহি, নাহি, জনি
(না) কি, কিন, কত (কেন) তহহঁ, তহই (তথায়) দূরহি তে (দূর হইতে) নিতহঁ (নিত্য)
অবহঁ (এখনও) লোই (ঐ) চারিউ (চার) দোউ (দুই) তীনউ (তিন)।

সম্বন্ধসূচক অব্যয় (Preposition)

সমেত (সহিত) সরিথে (সদৃশ) বিহু (বিনা) মঝারী (মধ্যে) পাছে (পিছনে) উপর, অন্তর

আগে, ওর (দিকে), করি (পূর্বক), কারন, লাগি (কহ অমুসাবা, অমুহারি (অমুশারে), সহিত, প্রজন্ত (পর্যন্ত), ভরি মাঘ (মাঘমাস পর্যন্ত), জই লাগি (যে পর্যন্ত) ।

সমুচ্চয়বোধক অব্যয় (conjunction)—

অক, অথবা, কিংবা, বা, কি, নতর (নতুবা). নাহি, ন, ত (নহিলে), বর (বরং), পরন্ত, কিন্তু, জোঁ তো (যদি তবে) জন্তপি (যদি), তদপি (তথাপি), মানহ (মনে কর) ।

বিস্ময়াদিবোধক অব্যয় (Interjection)—

জয়তি, জয় জয়, অহহ (হর্ষবোধক) হা, অহহ, রক্ষ, ত্রাহি ত্রাহি, পাহি পাহি হে বিধি (হায় হায় !), আহ, দইঅ (হা দৈব) ভলোহি (ভালই), অন্ত (হাঁ), ধিগ্ (ধিক্) ইত্যাদি ।

ক্রিয়াসমূহের রূপ

সংস্কৃত ভাষাতে বৈকল্প তিঙন্ত এবং কৃদন্ত শব্দ সেইরূপ রামচরিতমানসে ক্রিয়ার দুই রূপ দেখা যায় । তিঙন্ত ক্রিয়াসমূহের কর্তা প্রথমা বিভক্তিতে আছে আর কাল 'ও বচনের ভেদও আছে । সংস্কৃতে যেমন তিঙন্ত ক্রিয়ার লিঙ্গভেদ নাই গোস্থামী মহোদয়েরও তত্রণ । কিন্তু কৃদন্তের লিঙ্গভেদ গোস্থামী মহোদয় কখন টুকখন করিয়াছেন । জানা (যাওয়া) জাতীয় শব্দের সংযোগ দ্বারা কর্মবাচ্যের প্রয়োগ করিয়াছেন যথা 'মারে জৈহই' শব্দে মারা হইবে ইত্যাদি । মূল ক্রিয়াকে কৃদন্তরূপে পরিণত করিয়া তাহার সহিত 'অ' ষাডু অর্থাৎ হওয়া ক্রিয়ার রূপ সংযোগ বাংলার মত 'বলা হইল', 'করা হইল', 'জানা হইল' ইত্যাদি প্রকাশ করিতে 'কহত হউ' 'করত হই' 'জানত হহ' ইত্যাদি বর্তমান কালের ব্যবহার করিয়াছেন । তাহাড়া এক এক ষাডুর রূপ কতকটা সংস্কৃতের অনুরূপ যথা—

একবচন	কহু ষাডু (বলা)	বহুবচন
প্রথম পুরুষ কহই, কহ, কহত, কহতি		কহাই, কহত
মধ্যম পুরুষ কহসি, কহহি		কহহ
উত্তম পুরুষ কহউ		কহহি কহত
এই ভাবে কৃদন্ত রূপকে তিঙন্ত রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে ।		

ভূতকাল

একবচন	বহুবচন
প্রথম পুরুষ—কহসি, কহিসি (জ্যৈঃ)	কহেন্‌সি, কহিন্‌হি
মধ্যম পুরুষ—কহেহি, কহহি	কহেহু, কহহু
উত্তম পুরুষ—কহেউ, কহেযো, কহেউ (জ্যৈঃ)	কহেন্‌হি, কহিন্‌হি

ভবিষ্যৎকাল

প্রথম পুরুষ—কহি, কহিহি	কহিহং
ব্রজভাষা —কহৈগো, কহৈগো	কহিহাহঁ
মধ্যম পুরুষ—কহিহসি, কহৈগো	কহিহহু, কহহুগে
উত্তম পুরুষ—কহিহউ, কহৈগো	কহিহহি, কহিহিগে

দেওয়া ও লওয়া অর্থে দেওউ, লেহউ

কহি হইমি—কহিলেন	পাব—পাইলেন	ছুই গয়উ—ছুইলে
টুট—ভাঙ্গিয়া গেল	টৈপঠ—প্রবেশ করিলেন	টৈ গয়উ—টাইয়া গেল
জপ—জপে	জাত রহেউ—যাইতেছিলেন	পুহত ভয়উ—জিজ্ঞাসা করিলেন
দেখ—দেখিলেন	জগত রহেউ—জগিতোছিলেন	কহন লিয়—কহিতে লাগিলেন
পাব—পাইলেন	চলি গয়উ—চলিয়া গেল	

বিধিবিগ্ৰ বা আজ্ঞা-জ্ঞাপক কাল

হেতাহেতুমৎ ভূত

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
প্রথম পু—কহউ, কহৌ, কহৈ	কহছ, কহহি*	কহত, কহতি কহিলেন	কহত
মধ্যম পু—কহি, কহ, কহহি	কহছ	কহতো	কহতেছ
উত্তম পু—কহৌ		কহতেউ, কহতৌ	কহতে

প্রেরণার্থক্রিয়া

নামধাতু

দেখাবহি—দেখাইব

ডোরিআনা—রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিলেন

বনাবহি—তৈয়ার করাইব

বিলগানা—পৃথক হইলেন

দেখাউ—দেখাই

নিঅরানা—নিকটবর্তী হইলেন

সাধারণ ক্রিয়া—

পারা—সকনা শব্দকে অত্র ক্রিয়ার সহিত যোগ করিয়া ব্যবহার করা হয়। নিম্নলিখিত ক্রিয়া পৃথকভাবে অত্র ক্রিয়ার সহিত সংযোগ করা হয়। যথা—উঠনা (উঠিলেন), দেনা (দিলেন) পানা (পাইলেন), বননা (রচনা করিলেন), বহনা (রহিলেন), লগানা (লগ্ন হইলেন), লেনা (লইলেন), "সকনা (পারিলেন), হোনা (হইল)।

সংযুক্তক্রিয়া—

ভোরে লাগা—ভাঙ্গিতে লাগিলেন

কৌনহ চহৈ—কহিতে চাহিয়াছিলেন

জানা দেই—যাইতে দিলেন

দেখী চহউ—দেখিতে চাহিয়াছিলেন

দেখন পায়ৈ—দেখিতে পাইলেন

বিশরি গা—ভুলিয়া গেলেন

করন চহউ—কহিতে চাহিলাম

লিখি গা—লিখিলেন

সুনৈ চাহছ—শুনিতে চাহিতেছ

উঠি বৈঠ—উঠিয়া বসিলেন

জানা চহহি—জানিতে চাহিতেছ

ইকারী লিএ—চাঁৎকারে ডাবিলেন

ভয়উ ছারা—ক্ষারে (ভয়ে) পরিণত হইল

কহি দীনহ—কহিয়া দিলেন

কহি ন সক—কহিতে পারিলেন না

সম্মি পবহৈ—স্বয়ং প্যারিলেন

কহন ন পারহি—কহিতে পারিলেন না

রাখি ন সকহৈ—রাখিতে পারিলেন না

বিশেষ্য ক্রিয়া

বিশেষ্যপদের সমাপিকা ক্রিয়াকপে ব্যবহার করা গৌণমৌ মনোদয়ের এক বৈশিষ্ট্য। ইংরাজী ভাষাতে বিশেষ্যপদে ক্রিয়াকপে ব্যবহার থাকা যেভাবে ভাষার পুষ্টি শক্তি হইয়াছে গৌণমৌ মনোদয়ও সেই ভাবে তাঁহার ভাষার পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। যথা—সমনামে সম্মান করিলেন; ভাষা—বলিলেন; নিবাহ—নির্বাহ করে; বিহার—বিহার বরে; প্রকাশা—প্রকাশিত হইয়াছে; বাখানা—ব্যাখ্যা করিয়াছে।

বাচ্যভেদ

রামচরিতমানসে কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের সমাপিকা ক্রিয়া ভাষাবর্ণনা প্রসঙ্গে করা হইয়াছে। বর্তমান কালে খাতুর সহিত একবচনে 'ইঅ' জ্ঞীলিঙ্গে 'ইঅতি' বহুবচনে 'ইঅত' অথবা ইঅই ব্যবহার করা হইয়াছে। যথা চাহিঅ—চাওয়া হয়, দেখিঅতি—(স্ত্রী) দেখা যায়, সরাহিয়ত—প্রশংসিত হয়; সুনিঅ—শোনা যায়; দেখিঅহি—দেখা যাইবে; কোন ক্ষেত্রে 'ইঅ' স্থানে 'ইএ' অথবা 'ইএঁ' যোগ হয় যথা করিএ, করিএঁ, কীজৈ করা হয়, জীজৈ (জীবিত করা যায়) দৌজৈ (দেওয়া হয়) বখানী জাই (ব্যাখ্যা বরা যায়);

ভ বয়্য কাণের রূপ যথা—পাউব (পাওয়া যাইবে), ক্ষমিব (ক্ষমা করা যাইবে), জানিব (জানা যাইবে) (স্ত্রী), করবি—করা যাইবে (স্ত্রী) কদন্ত।

অসমাপিকা ক্রিয়া—বিচারি (বিচার করিয়া), করি (করিয়া), দেখি (দেখিয়া), সুনি (তুনিয়া), রাখি (রাখিয়া), ভরি (ভরিয়া), শয়খি (বুঝিয়া), উঠাই (উঠাইয়া), স্মরী (স্মরণ করিয়া), ডানি (বিছাইয়া), উবারি (খুলিয়া), খাই (খাইয়া), নাই (নত করিয়া), জাই (গিয়া) বিহাই (বি—হা+ব অর্থাৎ ত্যাগ করিয়া) ইত্যাদি।

ক্রিয়ার্থক সংজ্ঞা—জিঅব (জীবন), মরব (মরণ), রবনি (স্থিতি), জরই (ভস্মীভূতকরণ) হোনেউ (হইবার মত), রিসানে (ক্রোধভাব)।

কর্তৃবাচক সংজ্ঞা—খাবন (দোড়াইতে যোগ্য ব্যক্তি), লজাবন (লজ্জাদাতা), নসাবন (নাশকর্তা), দেখানহারে (দর্শক), রথবারে (রক্ষক), হোনিহার (ভবিতব্যব্যক্তি), মরনিহার (মরিবার যোগ্য ব্যক্তি) প্রভৃতি নিহার প্রত্যয়াপ্ত ব্যক্তিবাচক শব্দ।

বর্তমানকালিক কদন্ত—আবত জানি (আগিতেছে জানিয়া), মরতী বারা (মরণের সময়), রোদতি রোদতি (কাদিতে কাদিতে, বলিতে বলিতে), মন ভাবতো (মনে ভাগ লাগিলে)।

ভূতকালিক কদন্ত—সকর্ম্য ক্রিয়ার পূর্বে বা অকর্ম্য ক্রিয়ার কর্তৃবাচ্যে যথা—মারা (মারিল), লীন্হ (গেইল), কীন্হ (করিল), অকুলানী (আকুল হইল), সকানা (শঙ্কিত হইল)।

অসমাপ্তিবোধক কদন্ত—বীতে (শেষ হইলে), গএঁ (চলিয়া গেলে), পরেঁ (পড়িয়া গেলে)।

বর্তমানকালিক কদন্ত—দেখত (দেখিতে দেখিতে), জানতহঁ (জানিতে)।

ରାମଚରିତମାନସ-ସମ୍ପ୍ରଦାୟ

ନବମ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ

ପ୍ରଣେତା ଓ ପ୍ରକାଶକ
କବିରାଜ

ଶ୍ରୀ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର

ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭୁବନୀନାଥବିରଚିତ ମାନସ ଯୁଗ, (ବଜ୍ରାକ୍ଷର), ଅକ୍ଷର, ମାନସ,
ଛନ୍ଦେ ବଜ୍ରାକ୍ଷର, ଭୂମିକା ଓ ପରିମିଷ୍ଟ ସହ ପ୍ରକାଶିତ ଓ
ସର୍ବସମ୍ପଦ ସଂରକ୍ଷିତ

୪୨୧, ହିନ୍ଦୁରାମ ବ୍ୟାନାର୍ଜୀ ଲେନ
ଲିଖନ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଓୟାର୍କସ୍ ହାଉସ୍ ମୁଦ୍ରିତ
୧୯୭୦ ବଙ୍ଗାବ୍ଦେ ୧୬ଶେ ଶ୍ରାବଣ ମାସବାର ଅଷ୍ଟାଷ୍ଟମୀ ଦିବସେ ପ୍ରକାଶିତ
ଚିରଜୀବ ସ୍ମୃତି-ମନ୍ଦିର
'ରାମଦାସକୁଟୀର' ୧୦, ବୈଷ୍ଣବବାଟା ଲେନ (ଗଢ଼ିଆ),
କଲିକାତା-୪୧

বিশদ বিবেচনা

ভগবৎকৃপায় সপ্তম খণ্ড রামচরিতমানস প্রকাশিত হইল। প্রকাশন-ব্যবস্থা দ্রুততর করা হইয়াছে। সপ্তম খণ্ডে পুস্তক সমাপ্তি ঘটিল না। ৮ম খণ্ডে পুস্তক সমাপ্ত হইবে। সারমর্ম পৃথক ভাবে না লিখিয়া পরিশিষ্ট অংশে দেওয়া হইল। প্রাচীন ভারতের মানচিত্র দেওয়া হইল। পাঠকগণ, রামচন্দ্রের লক্ষ্য অভিধানের চিত্র ইহাতে স্পষ্টতর দেখিবেন। গোপবাসী মহোদয় যাত্নিক রামায়ণের করণতম দৃশ্য 'সীতাংকুশ' রামচরিতমানসে পরিহার করিয়াছেন। রামচরিত্রের গুণাভীত রূপের কঠোরতম বৈশিষ্ট্য সীতাংকুশে নিহিত। রামচন্দ্রের অব্যোধ্যাত্যাগের ভায় ইহা এক অপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তাহার চিত্র এই পুস্তকের ডুমিক্যাং বর্ণনা প্রসঙ্গে দেওয়া হইল। ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ডের ভ্রম সংশোধনলিপি এই পুস্তকের পরিশিষ্টাংশে দেওয়া হইল। সাবধানভাষ্যেও কিছু ভ্রম রহিয়া গিয়াছে।

যাঁহারা একসঙ্গে আটখণ্ড পুস্তক লইবেন তাঁহারা ২১ টাকা মূল্যে পাইবেন। মাত্র অষ্টম খণ্ড মুদ্রণকালে ৩ মাসের জন্ত এই সুবিধা দেওয়া হইতেছে। ৭ম খণ্ডের শেষে যে নির্দেশপত্র সংযোজিত আছে তাহা ২১ টাকার রসিদসহ কেবল প্রধান কার্যালয়ে পাঠাইলে উক্ত পুস্তক বিনামূল্যে প্রেরণ করা হইবে অর্থাৎ ৮ম খণ্ডের মূল্য লাগিবে না। সব টাকা অগ্রিম প্রদেয়।

বার্দ্ধক্যে আত্মতৃপ্তির প্রয়োজনে এই পুস্তক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। মহাকাব্য কৃত্তিবাসবংশধর শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বর্তমানে স্বর্গত—বিভাগ্যাগর বাট কলিকাতা) মহাশয়ের উৎসাহে এই পুস্তকের মুদ্রণকার্যে উৎসাহিত হই। পাঁচ শতমুদ্রা তিনি অবাচিতভাবে দান করিয়াছিলেন। পরবর্তী ২২য়ে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ৬২ শতমুদ্রা ৫ সমরেশ ৪০০ দিয়াছেন। প্রথম দুই খণ্ড মুদ্রিত হইবার পর আবদনাস্তে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক গবেষণাঙ্গী মহোদয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহাম্বুন কবীর মহোদয়ের অনুমোদনে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে দুই দফাতে ৭৮০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। আট খণ্ড মুদ্রণ ব্যয় প্রায় ২০০০০ টাকা। ফলে শেষখণ্ড মুদ্রণে অর্থরুদ্ধতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অবিলম্বে গ্রাহক হইয়া কুতূহলী ভক্তগণ মুদ্রণকার্যে সহায়ক হইলে অঙ্গুগৃহীত হইবে।

গ্রন্থখানি সুধী, ভক্ত ও মনীষি-সমাজে যে প্রশংসা লাভ বরিয়াছে তাহা গোপবাসী মহোদয়ের লেখনীবৈশিষ্ট্যে সম্ভব হইয়াছে। ভারতের বাহিরে বর্তমান সভ্যজগতেও পুস্তকখানি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ-গ্রন্থরূপে সমাদৃত। বৃগাস্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকা ইহাকে বাংলাভাষায় উচ্চাঙ্গ সংস্করণ বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন। অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় স্তম্ভে এ সংস্করণের ভূমণী প্রশংসা করিয়াছেন। রাজ্যসরকার কর্তৃক ধর্মগ্রন্থ ও সমাজশিক্ষার্থ মহাকাব্য গ্রন্থরূপে (ডি, পি, আই, Director of Public Instruction, West Bengal) পাঠাগার ও বিভাগীয় লাইব্রেরীতে রক্ষার্থ অহুমোদিত হইয়াছে। ইতি বিনীত প্রকাশক।

কবিরাজ শ্রীবিজয়কানী ভট্টাচার্য্য **প্রাপ্তিস্থান**— চিরঞ্জীব ঔষধালয়, অধ্যক্ষ, প্রাকৃতিক ঔষধকোষ মন্দির, মহেশ লাইব্রেরী অধ্যক্ষ, কবিরাজ শ্রীবিজয়কানী ভট্টাচার্য্য ২০, বৈষ্ণবঘাটা লেন (গড়িয়া), ও কলিকাতার ১৭০১, বিগি-বিহারী গান্ধুরী ষ্ট্রিট,

কলিকাতা- ৭ প্রধান প্রধান পুস্তকালয় বহুবাজার, কলিকাতা-১২

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার
(Director of Public Instruction) কর্তৃক

সাধারণ পাঠাগার ও সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র জন্য মহাকাব্য ও ধর্ম গ্রন্থরূপে

অমৃতোদিত এবং ভক্ত ও মনোবিজ্ঞানের বহু প্রশংসিত সর্গসাধারণের সুখপাঠ্য

কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য, স্মৃতিভীর্ণ-কর্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত গোস্বামী তুলসীদাসরচিত শ্রীরামচরিতমানস
মূল. বাংলা কবিতার অতুল্য, সারমর্ম ও বিস্তৃত ভূমিকাদি সম্বলিত পুস্তকের সম্বন্ধে
বিভিন্ন অভিযন্তের অতি সংক্ষিপ্ত সারাংশ ৮ খণ্ডে সমাপ্য প্রতি খণ্ড ৭/-

প্রাপ্তিস্থান—চিহ্নভূমি-প্রকাশালয় ফোন—৩৪-৪৬১১)

১৭০১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট (বেঙ্গবাজার), কলিকাতা-১২

The Amritabazar Patrika of the 2nd June, 1959 editorially comments
“At last the jewel of Hindi literature, *Ramcharit Manush* by Goswami Tulshidas—popularly known as Tulshidas Ramayan—is to reach the Bengali home without in any way sustaining any lapse in its brilliance. It is through the individual initiative of a competent scholar, Sri Vijayakali Bhattacharyya, M.A., Principal Vaidyasastrapith that this best work of Hindi is going to be made available to the Bengali Readers.....The work as proposed to be issued in eight separate volumes each priced three rupees. Three volumes already out. They have attracted the attention of the scholarly world and compliments have been paid to Sri Bhattacharyya's good efforts by such eminent men of letters as Dr. Suniti Kumar Chatterjee and Mahamahopadhyaya, Dr. Jogendranath Tarkadarsantirtha and others ; The popularity of the 'Tulshidas' book is gaining ground both at home and abroad and its appeal is irresistible.”

লেখক যেভাবে সাধারণকে শ্রীশ্রীরামচরিতমানস বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এরূপভাবে আর কেহ চেষ্টিত হইয়াছেন কিনা আমার জানা নাই। এইভাবে সরল বিস্তৃত ব্যাখ্যানাদি বাংলা ভাষায় বোধ হয় নাই—পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। স্বাক্ষর—শ্রীশ্রীশ্রীতারাঙ্গদাস গুপ্তারন্য

এই পুস্তকের রচনাকৌশল, প্রভূত পাণ্ডিত্য ও গবেষণাচাৰুর্গা লক্ষ্য করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি ও মুগ্ধ হইয়াছি। —শ্রীকালীদাস তর্কাতার্য্য

সরল পয়ার ছন্দে অনুবাদে বঙ্গভাষাভাষীর সুখবোধ্য ও সহজপাঠ্য হইয়াছে—এই স্বাক্ষর
ও পৌরাণিক তথ্যে সমৃদ্ধ। —শ্রীঅনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সভাপতি বিধান পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ।

জনশিক্ষা ও সমাজশিক্ষার সহজ ব্যবস্থায় যথুর পরিবেশ সৃষ্টি এ পুস্তকে অতি প্রাঞ্জল ভাবে করা হইয়াছে। —শ্রীহরিশংকর শিক্কাবাসী

ভক্তের প্রাণের উচ্চাঙ্গ অনবদ্য সরল সহজ যথুর ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে। অনুবাদ কবিতায় পড়িয়া পরম শ্রীতিলাভ করিয়াছি। —শ্রীশঙ্করনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

ভূতপূর্ব ডাইন-চ্যান্সেলর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

লেখক এরূপ কঠিন কাজে হাত দিয়া সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। এতে যেমন রয়েছে তুলসীদাসজীর নিজস্ব রচনামূল্যের স্বাক্ষর তেমনি এ'র সুশ্লিষ্ট ছন্দের ভাষাও স্বকীর্ত্তে স্বাক্ষর। বিষয়বস্তু চরম ৫ ব'বির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। —যুগান্তর ২৩/১/৫৮

গ্রন্থকার-লিখিত তুলসীদাসায়ণ সম্বন্ধে অভিমতের সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ

সম্মান পাঠকমাজ এই পুস্তকপাঠে পরম উপকৃত হইবেন। ৩৪ বার পাঠ করিয়াও পুনঃ পাঠের প্রবল আকাঙ্ক্ষা শাস্ত হয় নাই। বাঙালী ও হিন্দুস্থানী পাঠকগণের সংস্কৃতিগত দৃঢ় ঐক্য সাধনের ইহা পরম সহায়ক। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কদর্শনতীর্থ, (মহামহোপাধ্যায়)

আমার মানন-কল্পনায় একখানি পুস্তক রচনার অভিপ্রায় ছিল। এ পুস্তকে সে কার্য সিদ্ধ হইয়াছে। আমি বিশ্বাস বরি যে এ গ্রন্থপাঠে কেবল যে সুদীর্ঘ ই উপকৃত হইবেন তাহা নহে, আপামর জনসাধারণের মধ্যে ইহার সুখ-প্রচার সহজ হইবে বলিয়া সমাজেরও প্রভুত কলাপ সাধিত হইবে।

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী, এম. এ., পি. আর. এস., ডি. টি (অধ্যক্ষ সংস্কৃত কলেজ)

অনুবাদক ভূমিকায় যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন বর্তমানে বহু সম্ভাবনায় সমাজে তাহার উপযোগিতা আছে। পুস্তকখানি বাংলা ভাষার এক অতুল্য সম্পদ। অল্পবয়স্ক বর্ণাসমূহ মূল্যবান। এই গ্রন্থপাঠে তুলসীদাসী রামায়ণের অপরূপ রসমন্দ আশ্বাসন বরা এবং হিন্দী শিক্ষা করা উভয় কার্য সুসম্পন্ন হইবে। —শ্রীজীবীচরণতীর্থ, এম. এ.

সম্পাদক মহাশয় এ পুস্তক প্রকাশনে বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন। তুলসীদাস রামায়ণের সম্পূর্ণ সপ্তকাণ্ড খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ বন্ধিতে মনস্ত করিয়া তিনি বাঙালীমাত্রেয়ই ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। এ পুস্তকখানিতে তুলসীদাসী গের সকল জ্ঞাতব্যই আছে, কিছু বাকী নাই। মূল, পটভূমি, সারসংক্ষেপ, শব্দার্থ, টীকা, টিপ্পনী ও পরিশিষ্ট-ভূমিকাদি।

—আনন্দবাজার পত্রিকা ১১১১৫২

পুস্তকখানি পড়িয়া পরম আনন্দলাভ করিয়াছি ও গ্রন্থকারকে ৫০-১ হুগ্ৰাণি ব্যয় নির্দ্বিধা প্রদান করিয়া আমার পূর্বপুরুষ বাংলা-রামায়ণ-প্রণেতা বৃত্তিবাস-মহোদয়ের স্মৃতি তুর্গণ কতিং। —শ্রীসুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিভাগসাগর বাটী, বলিকাতা ১৪১৫৮

ভারতীয় আনন্দিক সাহিত্যের একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থকে বাংলা জনসাধারণের সহজ-বোধ্য করিবার এই সাধু প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে প্রশংসার যোগ্য। ইহা সুদীর্ঘ পাঠ্য-সমাজের বিশেষতঃ ধার্মিক ভক্তের পক্ষে বিশেষ আকর্ষণীয় গ্রন্থ।

চিচিহরণ চক্রবর্তী, এম. এ., অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

“Ramcharitamansa” of Tulshidas is an epoch-making book in the history of Indian Culture and occupies a very high place in the Indian hearts. It is not written in pure Hindi The language of the book is a mixture of various spoken languages prevalent in different parts of IndiaIt is difficult to appreciate the book who are not acquainted with Awadhi, Rohilkhandi, Bhojapuri, and Brajabuli dialects. Language problem was a great obstacle to the Bengali-knowing people for appreciating the book. The learned author has removed all possible obstacles by his lucid explanation in all points. He will be long remembered for this monumental work.

Asutosh Sastri, (M.A., P.R.S., Ph.D.)

Asutosh Professor and Head of the Dept. of Sanskrit Calcutta University.



বাহ্যিক-আত্মমে লক্ষণ-কর্তৃক নীতা-বর্জন ।

রথ দূরে চ'লে যায়, চ'লে গেল দেবর লক্ষণ ।

উদ্ভাদিত-সম নীতা অভিজ্ঞতা করে'ন ক্রন্দন ॥

ভূমিকা—রামচরিতমানস

রামায়ণের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা মহর্ষি বায়ীকি

রামায়ণের মূল দ্রষ্টা ও স্রষ্টা মহর্ষি বায়ীকির উদ্দেশ্যে লক্ষ্য অভিধান জানাই। ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য যে গৌরবমণ্ডিত তাহা পৃথিবীর সকল সভ্য দেশ বা সভ্যজাতি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেন। বাহা এই ঐতিহ্যের গৌরবোজ্জ্বল বার্তা বহন করিয়া আনিতেছে তাহার প্রথম জ্ঞানের উৎস বেদ, দর্শন ও উপনিষৎ। তাহার পরেই রামায়ণ ও মহাভারতের স্থান। তাহার পর-বর্তী কালের পুরাণ, কাব্য ও সাহিত্যস্রষ্টা। সেই যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সকল কবির ও সাহিত্যিকের আলোচনার বিষয়বস্তু যোগাইতে ও মাহুয়ের জীবনকে মধুর ও মহীয়ান্ করিতে শেখোক্ত পুস্তকবয়ের তুলনা নাই বলিলে চলো। প্রাচীন ভারতের দুই অতিমানব শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গ্যবংশ ও চন্দ্রবংশের ভূমিকাতে যে বিরাট ঐতিহ্য রাখিয়া গিয়াছেন ভারতমনীষা সেই ঐতিহ্যের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কোন ঐতিহ্যকে আপনায় করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হয়। যুগে যুগে তাহা কিঞ্চিৎ মলিন হইলেও ভারতমনীষা তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠার কল্পনা রাখে। রামরাজ্যের স্বপ্ন ও কর্মযোগের আদর্শ ভারতের জনমন হইতে কোম দিন বিলুপ্ত হয় না। সমাজজীবনে ও ব্যক্তিচরিত্র গঠনে রামায়ণ স্রষ্টার দান যেমন অসীম রামায়ণ স্রষ্টার জ্ঞান-বিকাশের সূত্র ও তেমনি বহুমুখী। সেই জ্ঞান সকল জ্ঞানী, গুণী হইতে সাধারণ জনভাগ ও মনের উপর দ্রষ্টা অগাম্য প্রভাব বিস্তার করে। রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত অতিমানবদ্বয় ভারতে ভগবানের অবতাররূপে পূজিত হন। দুইটির দমন করিয়া শিষ্টের পালন ও অধ্যাত্ম-ভিত্তিক সমাজগঠনই তাঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহাদের যে অতিমানবতার পরিচয় আছে তাহাই সমাজশিক্ষার বা ব্যক্তিশিক্ষার প্রধান উপজীব্য। তাঁহারা ছিলেন যুগাধিকার।

তাঁহাদের চরিত্র বিশ্লেষণে স্রষ্টার ও স্রষ্টার দৃষ্টিদ্বারা আমরা রামচরিত্রের স্বরূপ অন্বেষণ করিতে পারি। বিশ্বাত্মা ভগবানের নিকট আকুল প্রার্থনাতে এইরূপ মহামানবের আবির্ভাব বা সৃষ্টি ঘটে। বাহাকে দেখা যায় না, বাহাকে কল্পনা-দৃষ্টি দিয়া চিন্তা করিতে হয় সেই প্রভু ও আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হন। রাম না জন্মিতে রামায়ণ সৃষ্টির কথা একটা কিংবদন্তী হইয়া আছে। মহর্ষি বায়ীকির মানসক্ষেত্রে যে রামের চরিত্র ছিল তাঁহার সাধনাতে তিনি সূক্ষ্মমান হইয়া মাহুয়ের মধ্যে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সমাজ-চেতনাকে আদর্শভাবে উদ্ভূত করিতে মানবতার এক আদর্শসূত্রের আবাহন মহর্ষি বায়ীকি করিয়াছিলেন যিনি হইবেন বিশ্বকর্মী এবং বিশ্বাত্মা বাহা হইতে বিশ্বের সকল কিছুই উৎপত্তি হইবে। তিনি যেমন সকল গুণের আধার হইবেন তেমনি কোম গুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না তিনি এমনও হইবেন। সৃষ্টি ও ধ্বংসে তাঁহার থাকিবে সমান আধিকার। তিনি সনাতন অর্থাৎ সর্বকালের আদর্শ নরদেব। তিনি সর্বদয়, তিনি সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্ঘ্য, বশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের আধার আর তিনি হইবেন বিভা ও

রামচরিতমানস

উপভার মূর্তি। তাঁহার সহধর্মিণীও সর্বপ্রকারে তাঁহার অনুবর্তিনী হইবেন। শব্দ, স্মরণ, রস ও গন্ধের আসক্তি প্রয়োজনমত তাঁহা হইতে বিলুপ্ত হইবে। তিনি দেবতার দেবতা, আবার সাধারণ মানুষের মত মানুষও বটে। দেবতার ভোগ তাঁহাতে যেমন থাকিবে সর্বপ্রকার ত্যাগবীকারেও তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না। মহর্ষি বাম্পীকির ধ্যানচক্রেতে আনি-
 তৃত্ব এই মানুষটিকে আমাদের মধ্যে আনিবার প্রয়োজন অসম্ভব করিয়া অমুরূপ পরিবেশ
 তাঁহার প্রতীকার ছিলেন তাই ইক্ষাকু বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। দশরথের গৃহে
 তাঁহাকে আনয়নের প্রয়োজনে দশরথও সেই সাধনার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন আর সেই
 সাধনাকে সার্থক করিতে পুত্রোন্মী বজ্রের আয়োজন হইল। বজ্রের হোতা হইবেন ঋতুশ্রু-
 মুনি। আজন্ম ব্রহ্মচর্য-ব্রতধারী মুনিকে আনিবার যে বর্ণনা মহর্ষি প্রদান করিয়াছেন তাহার
 এক বিশেষত্ব আছে। মহর্ষির চিত্তক্ষেত্রে সেই কল্পনার চিত্র অঙ্কনে ঋতুশ্রুকে যে ভাব
 বর্ণনা করিয়াছেন কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের 'উপেক্ষিতা'তে নতুন ভঙ্গিতে তাহাও এক অপরূপ
 রূপ লইয়াছে। অষ্টা ও ত্রুটীর দৃষ্টিকে মানসক্ষেত্রে প্রসারিত করিবার নৈপুণ্যের যে বিচিত্রতা
 তাহাতেই সৃষ্টির বীজ নিহিত থাকে। ঋতুশ্রুকের মধ্যে যে দেবতামূর্তি এক উপেক্ষিতা
 ব্যাঙ্গ্যনাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সেই মহান দেবতা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া দশরথ-রাম
 প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল তাহাতেই রামচন্দ্র নররূপ পরিগ্রহ করিয়া জীবের ও জগতের
 কল্যাণে মানুষের মধ্যে আনিয়াছিলেন। উপেক্ষিতা ব্যঙ্গ্যনারী যে দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া
 ঋতুশ্রু মুনির মধ্যে দেবতার মূর্তিরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বজ্রেশ্বর সেই মূর্তি লইয়া দশরথের
 উরুলে কোশল্যার গর্ভে জন্মিলেন। মধুর পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনে ত্রুটী মহর্ষি বাম্পীকি
 মানসক্ষেত্রে যে সৃষ্টির কল্পনা ছিল তাহাই রূপ পরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ
 হইলেন। এমন করিয়া আদর্শ সন্তানের সৃষ্টি স্বামিনের পবিত্রতার ও জনকল্যাণ মূর্তি
 পরিচয় দেয়। স্তব্ররাম রামায়ণের অষ্টা ও ত্রুটীর মনের মানুষ শ্রীরামচন্দ্র। তাই রামের জন্ম
 পূর্বে রামায়ণ সৃষ্টি হইয়া যায়। এমন করিয়া মনুষ্য ও শতরূপার মিলিত ইচ্ছাতে পুরুষের ভগবান
 অবতীর্ণ হইলেন, ইহা গোপালী মহোদয় রামচরিতমানসে উল্লেখ করিয়াছেন। বাম্পীকি
 রামায়ণের এই উপাখ্যান এবং রামচরিতমানসের উপাখ্যানে মানুষের কল্যাণে ভগবানের
 মূর্তি পরিগ্রহ ভগবানের নিকট সমাজের কল্যাণকারীর আকুল আকৃতির অপেক্ষা রাখে
 চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতীর্ণ হইবার পূর্বে অষ্টোচাধ্যায় আবুল প্রাণনারকধা এই ঐতিহাসিক
 যুগেও সুবিদিত। সুনী ও মনীষিগণের শীর্ষস্থানীয়গণ আজীবন আদর্শপুরুষের প্রয়োজন
 অনুভব করেন, পূর্বে মুনিঋষিগণেরও ভেদমি ছিল, যুগে যুগে ভেদমি হয়। আদর্শ পুরুষের
 পুরোভাগে রক্ষা করিয়া সমাজসৃষ্টির কথা মহর্ষি বাম্পীকি চিন্তা করিয়াছিলেন। ভগবান রাম
 আনিয়া সেই কার্য সিদ্ধ করুন ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র ধ্যেয় বিষয়। তিনি যে পুরুষের
 অনুধ্যান করিয়াছেন, তিনি কোথায় তাঁহার কথা জানিতে চাহিয়া তিনি জিতুবন পর্বত
 কারী মহর্ষি দারদেব কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। দারদ ভখন ইক্ষাকুবংশীয় দশরথপুত্র
 রামের পরিচয় প্রদান করিলেন। তাঁহার কার্যাবলীর মধ্যে যে সমস্ত আপাত—অসামান্য

দেখা বার পরবর্তী কালের মনীবিগণ তাহার ব্যাখ্যান করিয়া সেই মহাপুরুষের স্বরূপের পরিচয় প্রদান করেন ।

রামচরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে মহাকবি ভবভূতি উত্তররামচরিতে বলিতেছেন—

বজ্র হ'তে দৃঢ় তুমি পুষ্প হ'তে যুতর ।

বর্ণিতে চাহিছ তোমা' লোকোত্তর রঘুবর ॥

কে বর্ণিবে সে পুরুষে লেখনী না বেধা যায় ?

কবি কি বর্ণিবে তা'রে সেই দৃষ্টি কেবা পায় ?

সকল যুগের সাহিত্যিক বা কবি সেই বিরাট পুরুষ বিখ্যাত্যায় মধ্যে ধ্যাননেজে যে গুণ-বা দোষ দেখিতে পান বা তাঁহার অন্তরাচার প্রতিবিম্ব বেড়ায়ে তাঁহার আত্মাতে প্রতিচ্ছায়া হয়—তাহা একরূপ হয় না তাই পুরাণকার বা লেখকগণের বর্ণনার পার্থক্য কিছু ঘটে বার-জন্ম বাঙ্গালীক রামায়ণ (মহর্ষি বাঙ্গালী রচিত), অধ্যাত্ম রামায়ণ (মহর্ষি ব্যাসদেব বা ব্যাসশিষ্য রচিত), যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (মহর্ষি ব্যাসদেব বা তচ্ছিত্র রচিত), রামচরিতমানস (গোদামী তুলসীদাস রচিত), রচনার রামচরিত বিশ্লেষণে পার্থক্য দেখা যায় । কবিগণ সেই বিখ্যাত্যাকে আপনার মধ্যে অনুভব করিয়া বা আবাহন করিয়া তাঁহার কাশোপযোগী বিশ্লেষণ করেন । তাহার জন্ম এ সকল পুস্তকের বর্ণনাগত পার্থক্য কিছু না কিছু রহিয়া যায় । তাই বলিয়া রাধা যে কল্পনার বিষয়বস্ত্র নয় তাহা তাঁহারা জানেন । শরৎসাহিত্যের নাটকচরিত্রের জায় কিবা বক্সিমচন্দ্র, সেন্সপিয়ার বা রবীন্দ্রনাথের নাটকচরিত্রের জায় তাহা অবাত্তব বলিয়া কেহ মনে করেন না । সমাজচরিত্রের বিশ্লেষণাত্মক কাল্পনিক চিত্র বলিয়া গীতাঙ্গাম চরিত্র বা কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে একথা কেহ মনে করেন না ।

যে কুলে বা ক্ষেত্রে রামবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল সে ক্ষেত্রের বর্ণনায় কবির কালিদাস বলিতেছেন—

বাল্য যায় বিভাভ্যাগে বোবন বিষয় ল'য়ে ।

মুনিব্রুতি বাক্যে বা উচ্চ ত্যজে যোগাশ্রয়ে ॥

বর্ণি হেন রঘুকুলে সেধা রামদত্ত অলে ।

ভাষাচ্ছটা কতটুকু বর্ণিব কোন্ ভাষা ব'লে ?

সেই রামের সহধর্মিণী সীতার গুণপনার বা তদনুচর কপিগন্ধ বা হস্তধানের গুণপনার বৈশিষ্ট্য স্বতঃস্ফূর্ত । গুণগরিচরপ্রসঙ্গে বিভিন্ন রূপকের কল্পনা কবি-বর্ণনার বিষয়বস্ত্র হইলেও বর্ণি-গন্ধ-র-ক্ষস কেবল এক বিশিষ্ট আকৃতির বা প্রকৃতির মানব ভিন্ন অস্ত্র জীব নয় । মহর্ষি বাঙ্গালীক যেন মহাপুরুষের সন্ধান জানিয়া ও কূটনীতিজ্ঞ নারদের নিকট হইতে সে মহাপুরুষের সন্ধান আনিতে চাহিতেছেন । যিনি পৃথিবীর ভরসাম্য বিধান করিবেন—

দেখেছি কি একাধারে হেন কোন্ বীরবর ? ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য্য, বীর্ঘ্য, স্ত্রী, জ্ঞান ও বশোৎসব ॥

ও নিবর্ঘ্য্য মর্ত্য্যধামে খ্যাতি বার অমূল্যম । বর্ষজ কৃতজ্ঞ পাশে লতা তথা শম দম ॥

আচারে তাঁর অতি সর্লভুওহিত-সার। বদান্ত ও মহাপুত্র, রূপসীমা নাহি যায়।
 বিভক্রোধ, ধৃতিমান, অস্থ্যাদি-বিশর্জিত। ক্রোধ বহিঃ হর তাঁর দেবতাও হন ভীত।
 ত্রিলোক-রক্ষণশক্তি রাখে হেন শক্তিধর। প্রজাহিতে সন্মারত কহ কে সে গুণধর?
 মুষ্টিমতী লক্ষী ধারে একক আশ্রয় করে। হে নারদ! দেখেছ কি সে চরিত্র নরবরে?

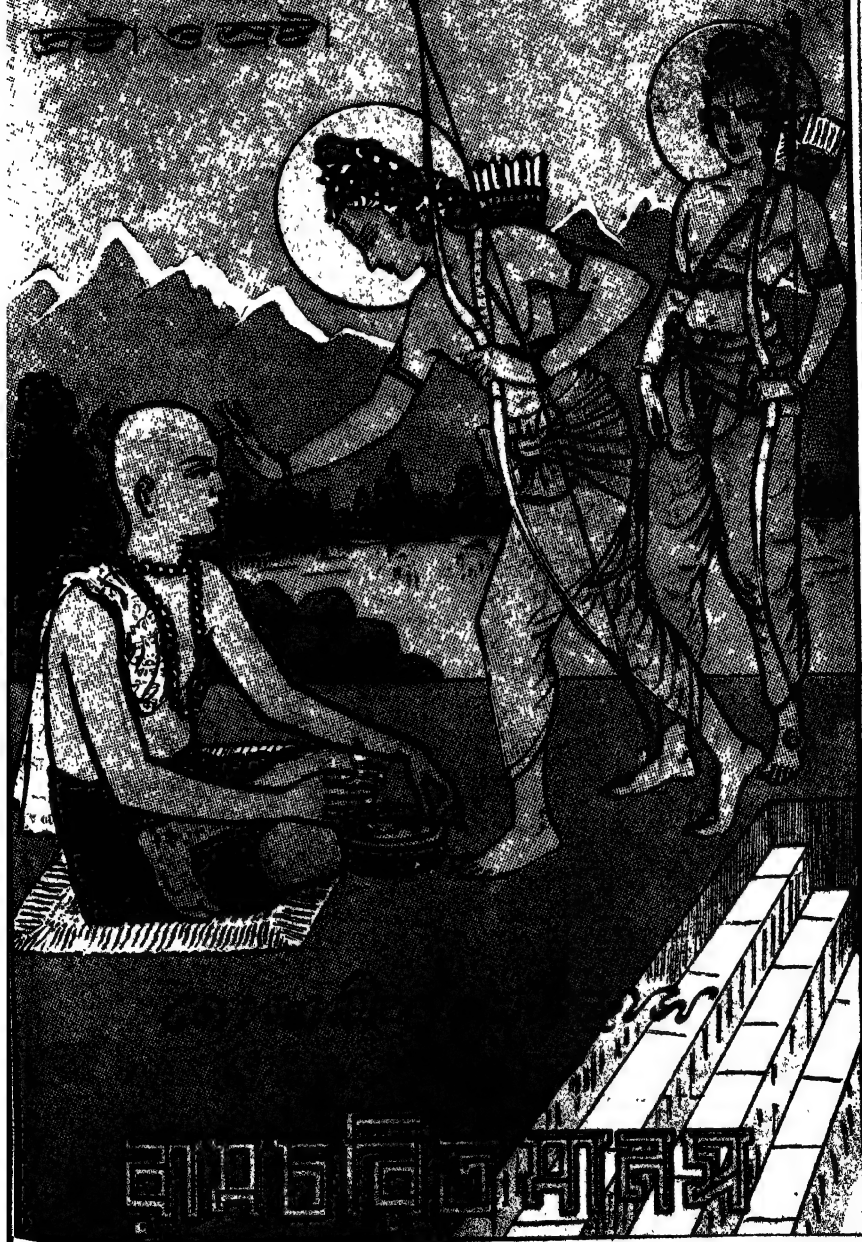
বাস্তবিক রামায়ণে বাহা বাস্তবিক-নারদ সংবাদ, যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণে তাহা শ্রীরাম-বর্ষিত
 সংবাদ, অধ্যাত্মরামায়ণে তাহা শিব-ভবানী সংবাদ, রামচরিতমানসে তাহা ভৃগু-গুরু সংবাদ
 বা উমানন্দ সংবাদ। রামচরিতমানসে নীতাবর্জক বা লক্ষণবর্জক পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া
 তাঁহার রামায়ণের অলঙ্কারি হইয়া নাই। কালোপযোগী রম্যাদা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। এক
 মুগের মাহুকের জীবনের বহু বৈচিত্র্য সংহত হইয়াছে এক এক রামায়ণে। সকল মুগের সকল
 মাহুকের নীতির সংগ্রামে যে গুণসমূহের সাধনা মাহুয় করিতে পারিলে জীবন সার্থক হয়—
 ইহকাল ও পরকালে সমান ফলপ্রসূ সেই নীতির প্রত্যক্ষ পরিচয়মাত্র এই মহামানব প্রদান
 করিয়াছেন। প্রচণ্ড প্রয়াস, চূড়ান্ত সংগ্রাম, অগ্নিপরীক্ষা, নিদারণ শোকে বৈধবাসীয়া, ক্রমা,
 চরম আত্মত্যাগ এবং তাহাতে পরম পরিতৃপ্তিবোধ একাধারে সমাবিষ্ট হইয়া সমাজরক্ষা ও
 সমাজশৃঙ্খলা স্থাপন স্বজের সন্ধানে যে মহাপুরুষ বাস্তবিক এই অভিনব মানবকে দেখিয়াছেন ও
 স্মরণ করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে শতকোটি প্রণাম নিবেদন করি। আজও সমাজ তাঁহাকে
 দেখিতে চায়। অগত্যা ঐহিক ও পারত্রিক দুঃখমোচনে তাঁহার নাম চাইতেই পংম ও চরম
 তৃপ্তি বোধ করে। তাহাতেই সংসারের আনন্দ উপভোগ করে। অথবা রাজ্যভুক্তকে আশ্রয়
 করিয়া মুক্তিপথের পথিক হয়।

তাঁহার পরবর্তী বহু শতাব্দী পরে মহর্ষি ব্যাস ও ব্যাসশিষ্যগণ যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণে
 বা অধ্যাত্ম রামায়ণে যে অন্তর্দৃষ্টি দিয়া বহু রামায়ণ ও পুরাণাদি সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের
 উদ্দেশ্যেও প্রণতি জানাই। রামচরিত্রের সামগ্রিক বিশ্লেষণই ভারতের সামগ্রিক ঐতিহ্য।

রামায়ণের স্রষ্টা ও স্রষ্টা গোস্বামী তুলসীদাস

গোস্বামী মহোদয় গুরুমুখে রামায়ণ শ্রবণ করিয়া রামায়ণ রচনা করিতে উদ্যোগী হইয়া-
 ছেন দেখিয়াছেন। তাঁহার গুরু মহর্ষি বাস্তবিক ও মহর্ষি ব্যাসাদি নিখিল বহু রামায়ণকে আশ্রয়
 করিয়া শিষ্টপ্রবরের নিকট বে ঘটনা কহিয়াছিলেন তাহাকে উপজীব্য বহিয়া গোস্বামী
 মহোদয় রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। গোস্বামী মহোদয়ের 'শিবভবানী' অধ্যাত্ম রামায়ণ
 হইতে এবং তাঁহার 'কাকভূষণী ও গুরু' যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণ হইতে সংগৃহীত। শেবাচ
 প্রমুখ মহর্ষি বেদব্যাস অথবা তাঁহার শিষ্টপ্রশিষ্যগণ কর্তৃক সৃষ্ট এবিধের সন্দেহ নাই।
 সুতরাং মহর্ষিগণ বিশ্বাসকে নিজের আত্মার মধ্যে আবাহন করিয়া মানসচক্রেতে যে অন্তর্দৃষ্টি
 লাভ করিয়াছিলেন তাহা এবং তাঁহাদের শিষ্টপ্রশিষ্যগণ প্রবচনমহাত্মা তুলসীদাসকে রামায়ণ
 স্রষ্টা অঙ্গপ্রেরণা দান করিয়াছে। সুতরাং গোস্বামী মহোদয়ের প্রকল্পিত শিবভবানী
 বিবাহে রূপক কতটুকু তাহা দেখিবার অবসর পাঠকের হইবে না কিন্তু তাহার শিকণ

সোহানী তুলসীদাস
হানাহনের
স্ট্রী ও অস্ট্রী



অংশ রামচরিত্রকে বুঝিবার যে পরম সহায়ক তাহা গভীর পাঠকমাত্র অসুভব করিতেছেন। গুণাভীত শিব স্বয়ং রামভক্ত তিনি তাহা উমাকে বলিতেছেন কিন্তু উমাতাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। দীর্ঘ তপস্তার পরে উমা তাহা অসুভব করিলেন স্তব্রাং দুঃস্বপ্ন রামচরিত্র বুঝিতে শিবভবানী তৎস্বের আলোচনা গোশ্বামি-রচিত রামায়ণে এক অতি রমণীয় চিত্র। গুণাভীত রামকে তুলসীরামায়ণের শিবভবানী তৎস্ব বুঝা বাইবে। স্তব্রাং শ্রীরাম-তৎস্বকে বুঝাইবার প্রয়োজনে মহর্ষি বাম্পীকি রচিত রামায়ণ ও তুলসীরামায়ণে আপাত-পার্শ্বক্য থাকিলেও বাস্তব পার্থক্য নাই। রামচরিত্র দুটি ও রামচরিত্র সৃষ্টির এই অন্তর্নিহিত ঐক্যকে বুঝিলে বাম্পীকি রামায়ণ, ষোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যায় রামায়ণ ও তুলসী রামায়ণে কোন পার্থক্য দেখা বাইবে না।

সীতার অগ্নিপৰীক্ষাংশে বাম্পীকি রামায়ণের সহিত তুলসী রামায়ণের বর্ণনায় যে পার্থক্য আছে তাহাও পাঠকের নিকট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। রামচন্দ্র দণ্ডকরণে সীতাকে রাখিয়া যখন স্বর্ণমৃগের সন্ধানে বাইবেন, তাহার পূর্বে বলিলেন,—ব্রতপাতককারিণী সুনীলে! হন, আমি ললিত নরলীলা করিব। তুমি আগুনের মধ্যে বাস কর আমি এবার রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া আনি। এই কথা বলিলে সীতা প্রভুর চরণ দ্বয়ে রাখিয়া আগুনে প্রবেশ করিলেন, এব্যাপার লক্ষণ জানিলেন না। এই রহস্ত হৃদে রূপকে আবৃত তাহা কে অস্বীকার করিবে। রামচন্দ্র রাক্ষসকুল নাশ করিবেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সীতাকে সঙ্গে লইয়া তাহা যে সম্ভব নয় এবং সীতাকে উপলক্ষ করিয়া যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রস্তুত হইবে তাহা তাহার অজানা ছিল না। স্তব্রাং সীতাকে অগ্নির মধ্যে রাখিলেন। আর লক্ষণকে তিরস্কার না করিলে লক্ষণ হইতে সীতা বিচ্ছিন্ন হইবেন না স্তব্রাং সীতার মধ্যে মাদ্রুবোচিত যে বিদ্বেষ আদিবে তাহাই লক্ষণ হতে সীতার বিচ্ছিন্নতার কারণ হইবে ইহাও সীতার নারীলীলা। রাম নরলীলা করিতে স্বর্ণমৃগের পশ্চাতে ছুটিলেন আর সীতা নারীলীলা করিয়া লক্ষণকে গৃহছাড়া করিলেন আর রাবণের কবলগত হইয়া সীতার অগ্নিপ্রবেশ হইল। এই অগ্নিপৰীক্ষার জন্ত সীতা প্রথম চইতে অপ্রস্তুত ছিলেন না। ধর্মজ্ঞানে সীতা যে রামের আদেশ পালন করিবেন তাহার প্রতিশ্রুতি তিনি বনগমনের প্রাকালে দিয়াছিলেন। যখন গোশ্বামী মহোদয় বনযাত্রার পূর্বের ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন তখন কঠোর বনবাস কষ্ট সহ্য করিতে সীতা সক্ষম হইবেন না একথা রামচন্দ্র সীতাকে বলিলে সীতা উত্তরে বলিতেছেন—

বিচিত্র কহিলে নাথ। তুমি বনযোগ্য। তপস্তা কি তব তরে মম তরে ভোগ্য ॥

কহিতে কহিতে সীতা বিকলিত ভারী। বিচ্ছেদের কথা শুনি' আঁখি ভরে বারি ॥

গোশ্বামী মহোদয় অন্তঃস্ব-সীতা সংবাদে অরণ্যকাণ্ডে সতী দ্বীর ভেদ-বর্ণনায় বলিতেছেন—

অতান্তম পতিব্রতা শুধু স্বামী জানে। স্বপনেও অশ্রু জনে মনে নাহি আমে ॥

মধ্যমা মে দেখিবে সে পরগতি ছেন। ভ্রাতা, পিতা, পুত্র-ম সেই জন যেন ॥

ধর্ম বিচারিয়া শুধু কুলে যে রহিবে। নিকটী বহিয়া তা'রে লকণে গণিবে ॥

অবগর নাহি পেয়ে পতিব্রতা মানে। তাহারে অথবা বদি' সর্বজনে জানে ॥

এক এক অভিমানের পরিপ্রেক্ষিতে যে অপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়, কবি তাঁহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া বাহ্য সৃষ্টি করেন তাহাতে সকল যুগের সমাজ পণ্ডিত হয়। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাজনীতি যখন বিপরীত পথে চলে কবির দৃষ্টি অমৃতের লক্ষ্যানে তখন শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রয় দিকে চাহিয়া রামায়ণ সৃষ্টি করেন। যুগে যুগে রামচন্দ্রকে আবাহন করিয়া তাঁহার বাহ্য সৃষ্টি করেন তাহা মানুষের অন্তরে যে জাগরণ আনে তাহাই হইল রামায়ণের ঐতিহ্যগত শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

—তারি পদে মানী সঁপিরাছে মান,

ধনী সঁপিরাছে ধন, বীর সঁপিরাছে আশ্রয়প্রাণ,

তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান

ছড়াইছে দেশে দেশে। শুধু জানি, তাহারি মহান

গভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে ;

তাহারি অকল প্রান্ত লুটাইছে নীলাশ্বর বিরে ;

....

....

....

....

তাহারে অন্তরে রাখি'

জীবনকণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী

সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধরি' বিরলে মুছিয়া অশ্রুজাখি

প্রতি দিবসের কর্ণে প্রতিদিন নিরলস থাকি'

সুখী করি সর্বজনে।

গোবামী তুলসীদাস এই যুগের প্রয়োজনে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে আশ্রয় করিয়া অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগে যে রামায়ণ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সহিত মহর্ষি বাজীকির রামায়ণের কতটা সামঞ্জস্য বা পার্থক্য তাহা মূল কথা নয় তাঁহার শিক্ষাই সেই কালের শিক্ষা। বাজীকির শিক্ষার পুরাতনও গোবামী রামায়ণে কালোপযোগী হইয়াছে পরিবর্তিত হয় নাই। শ্রদ্ধাভরে পঞ্চদশ শতকের সেই রামায়ণের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা গোবামী মহোদয়কে অভিবাদন জানাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আজ শিক্ষার দীক্ষায় বস্তুতাত্ত্বিকতা, সর্বক্ষেত্রে নিয়মায়-বর্জিতার অভাব, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধগত জটিলতা অথবা মনুষ্যত্বের বাহ্য সৌজন্য বা আবরণ-মাত্রের সামাজিক স্থিতি, তথাকথিত বহুবিধোচিত চরিত্রনারায়ণ সেবার নামে চারিভ্রমের প্রতি উপেক্ষার লালনা, ধনতাত্ত্বিকতার সর্বতোমুখী সর্বত্রাসীমুষ্টি, সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাস-ব্যসনাদি, স্বাধীনতার নামে যুবকযুবতীর মধ্যে অবাধ মিলনের প্রস্তরে সামাজিক দুর্নীতির বাহ্যতা, সর্বস্তরের ধর্মহীনতার উদয়মুষ্টি, আহার বিহারে অসংযম ও ব্যথেষ্টাচারিতা, দাবিড্র্যাকে বর্জন করিয়া আবাহনের অক্ষমতা, ভোগাশক্তি, অতিমাত্র বিলাসাশক্তি প্রভৃতি যে দুর্নীতি বহুবিধ পরায়ণতা সমাজের সকল স্তরে প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে সর্বপ্রকারের মধুরতা হইতে সমাজ যেন বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে। আজ তুলসীরামায়ণের প্রয়োজনীয়তা কেবল বাড়ি

নাই নূতন রামায়ণ স্রষ্টা ও স্রষ্টার প্রয়োজন বৈদ্যবৈদিক অনুভব করিতেছি। সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল জটিলতার সমাধান করিতে যে অধ্যাত্মবিপ্লবের প্রয়োজন তাহা রামায়ণের নবতম স্রষ্টা ও স্রষ্টার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে। অকিঞ্চন রামভক্ত এই কার্য সিদ্ধ করিতে পারে। আমরা সেই অকণ্ট রামভক্তের প্রতীক্ষা রহিলাম। দেশ আজ সেই রামরাজ্যের প্রার্থী, যেখানে সর্বস্তরের মধুরতা সমানভাবে সকলে উপভোগ করিতে পারে তাহার মূল তত্ত্ব অর্থপ্রাচুর্য্য নয় বা বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণে নয় তাহা আছে ভারতীয় ঐতিহ্যের কালোপযোগী প্রবর্তনে। রামায়ণ আমাদের সেই শিক্ষাই দিচ্ছে। বাস্তবিকরূপে হইতে একাল পর্যন্ত যে বহু রামায়ণের বহু বৈচিত্র্য তাহা ভগ্নগত নহে উপাখ্যানগত। রামায়ণের এই শিক্ষার মূল সূত্রকে বৃত্তিতে চাহিলে উপাখ্যানবৈচিত্র্যের সমালোচনাকে দূরে রাখিয়া শুধুকে আপনায় করিয়া নৈতে হইবে। এখানেই রামায়ণের সার্থকতা। রাম বা কৃষ্ণ সকল যুগে আসেন না। কিন্তু রামভক্ত বা কৃষ্ণভক্ত সকল যুগের শিক্ষক হইতে পারেন। অধ্যাত্মবিপ্লব বলিতে সমাজের সকল স্তরে সংনীতি ও ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন। রামাশ্রমী নীতিরক্ষক তথা রামায়ণস্রষ্টা ও রামায়ণস্রষ্টা সেই নীতিসূত্র প্রবর্তন করেন। গোবিন্দী মহোদয় বালকাণ্ডের ভূমিকিতে এবং বিভিন্ন মায়কের মুখে যে নীতিশিক্ষার সূত্রসমূহ সমাবেশ করিয়াছেন তাহার সহিত সকল রামায়ণের অথবা মূল রামায়ণের সামাজ্যের ঐক্য অপেক্ষা সমাজচিত্রের একটা বিশ্লেষণ এবং রামভক্তকে আত্মহ করিবার যে ব্যবস্থা তাহাতেই রামায়ণের সার্থকতা। রাম ও রামপরিবেশের মাধ্যমে তাহা আমরা আত্মহ করি—ইহাই ত রামায়ণের শিক্ষা। রামায়ণের স্রষ্টা ও স্রষ্টা সেই শিক্ষা সমাজকে দেয়।

মূল বাস্তবিক রামায়ণে সমাজশৃঙ্খলা ভঙ্গকারী শূত্রের ভগ্নচর্য্যাকে রাম নির্মিত করিয়া তাহাকে হত্যা করিতেছেন। অধ্যাত্মরামায়ণে রাম গৃহকচড়ালকে আলিঙ্গন করিয়া পাতিত্বের দোষ হইতে মুক্তি দিতেছেন আবার তুলসীরামায়ণে গৃহবকে আলিঙ্গন করিয়া রাম, লক্ষ্মণ, ভরত সকলে ধস্ত হইতেছেন। আর রাজর্ষি জনক ও গুরু বশিষ্ঠ সেই অপূর্ণ দৃষ্ট দেখিয়া আনন্দে ভরপুর হইতেছেন। রামচরিত্রের এই অন্তর্নিহিত শিক্ষাসূত্র রামায়ণের স্রষ্টা ও স্রষ্টা প্রদান করিয়া থাকেন। সমাজ উন্নয়নের এই শিক্ষা সমাজের শ্রেষ্ঠগণ প্রদান করিলেই শিক্ষা সার্থক হয়। বিপ্রপুত্র, দেববিজে ভক্তিহৃদয়ের মূল কথা এই শিক্ষা ও নীতির আদর্শ প্রতিষ্ঠা এবং তাহার প্রতি বোধোচিত মর্যাদাদান। রামচরিত্রমানস সেই শিক্ষাদানের কালোপযোগী গ্রন্থ। মানব চরিত্রের সামগ্রিক বিশ্লেষণ এই পুস্তকে আছে।

রামচরিতমানস সপ্তম খণ্ড লঙ্কাকাণ্ড

ভূমিকাংশে	পৃষ্ঠাঙ্ক
রামায়ণের আদি দ্রষ্টা ও অন্ত্য মহর্ষি বায়ীকি	ক-৮৫—ক-৮৮
রামায়ণের দ্রষ্টা ও অন্ত্য গোবামী তুলসীদাস	ক-৮৮—ক-৯১
স্বচৌপদ	ক—১২
লঙ্কাকাণ্ডে—মঙ্গলাচরণ	৮১৭
হনুমানের অভ্যক্তি ও মল-নীলের নেতুবন্ধ	৮১৮
রামেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা	৮১৯
নেতুবন্ধ রামেশ্বরের তীর্থকল	৮২০
রাবণকে মন্দোদরীর স্পর্শরামশর্দান	৮২২
রাবণগভা-শোভাবর্ণনা ও রামবাণের শক্তি	৮২৮
অঙ্গদ রাবণ সংবাদ	৮৩২
রাব্ধস-কপি সংজ্ঞা	৮৩৭
লক্ষ্মণের শক্তিশেল	৮৬৬
কুন্তকর্ণবধ	৮৭২
মেঘনাদবধ	৮৮১
রাবণের যুদ্ধক্ষেত্রে মূর্ত্তা	৮৮৭
রাম-রাবণ সংবাদ	৯০০
রাবণবধ	৯০৮
মন্দোদরীর রাবণোদ্দেশ্যে তিলাঞ্জলিদান	৯১৯
সীতার অগ্নিপরীক্ষা	৯২৩
শ্রীরামের সদলবলে অযোধ্যাবাত্রা	৯২৩
দেবভাগ্যের শ্রীরামজ্ঞতি	৯২৫
ব্রহ্মার শ্রীরামজ্ঞতি	৯২৬
সীতাসমীপে বাজাপথ বর্ণনা	৯৩৪
শ্রীরামের সজ্জীক ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিতি	৯৩৪
শ্রীরামনিবাসমিলন	৯৩৫
শ্রীরামের ভরতসমীপে দূত প্রেরণ	৯৩৬
লঙ্কাকাণ্ড সারমর্ম	৯৪৫—৯৫৬
পার্লিষিষ্টাংশে—রামচরিতমানস ব্যাকরণ সমাপ্তি	খ-২৬
অমলশোভন ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড	খ-২৭—২৮
চিহ্নসূচী—মহর্ষি বায়ীকির আশ্রমে সীতা	ক-৮০
চিহ্নসূচী রামায়ণের দ্রষ্টা ও অন্ত্য গোবামী তুলসীদাস	ক-৮৮
প্রাচীন ভারতের মানচিত্র	৯৩৮

ঐগণেশায় নমঃ

ঐজানকী-বল্লভো বিজয়তে

রামচরিতমানস-সপ্তম খণ্ড

ষষ্ঠ সোপান-লক্ষাকাণ্ড

শ্লোক

রামং কামারিসেব্যং ভবভয়হরণং কালমন্ত্ৰেভসিংহং
যোগীন্দ্রং জ্ঞানগভ্যং গুণনিধিমজিতং নিগুণং নির্বিকারম্ ।
মায়াতীতং সুরেশং খলবধনিরতং ব্রহ্মবৈষ্ণবদেবং
বন্দে কন্দাবদাতং সরসিজময়নং দেবমুর্বীশরূপম্ ॥১
শঙ্খচন্দ্রাভমতীবসুন্দরতনুং শাদূলচর্মাশ্রয়ং
কালব্যালকরালভুষণধরং গঙ্গাশশাঙ্কপ্রায়ম্
কাশীপং কলিকঙ্করোঘশমনং কল্যাণক ক্ষেমং
নৌমীড়্যং গিরিজাপতিং গুণনিধিং কন্দর্পহং শঙ্করম্ ॥২
যো দদাতি সত্যং শঙ্কুঃ কৈবল্যমপি তুল্যভম্ ।
খলানাং দণ্ডকুটোহসৌ শঙ্করঃ শং তনোতু মে ॥৩
দোহা— লব নিমেষ পরমাত্ম জুগ বরষ কলপ সর চণ্ড ।
সোরঠা— ভজসি ন মন তেহি রাম কো কালু জাসু কোদণ্ড ॥
সিদ্ধু বচন স্নি রাম সচিব বোলি প্রভু অস কহেউ ।
অব বিলম্বু কেহি কাম করছ সেতু উতরৈ কটকু ॥
সুনছ ভানুকুল কেতু জামবস্তু কর জোরি কহ ।
নাথ নাম তব সেতু নর চটি ভবসাগর তরহি ॥

পঞ্চাশতাব্দ

শিবসেব্য রাম ভবভয়নাশে যথা মন্ত্ৰ হস্তী নাশে যুগরাজে ।
জ্ঞানগম্য যোগী অজের নিগুণ গুণজ বিকার বাহে না বিরাজে ॥
এহেন সুরেশ খলবধরত যিনি মায়াতীত ব্রাহ্মণ-রক্ষক ।
বারিধ-শ্যামল রাজীব-নয়ন বন্দিলাম তাঁকে পৃথিবী-ধারক ॥১
শঙ্খচন্দ্র-সম অতি চারু-তনু ব্যাজচন্দ্রে বীর বসন রচিছে,
কালব্যাল বীর করাল-ভুষণ গঙ্গা-ইন্দু বীর তনুতে শোভিছে ।
কাশীপতি কলি-পাপোঘ-শমন শুভদানে যিনি কল্লব-সম ।
নন্দিলাম হেন গিরিজা-পতিরে গুণনিধি যিনি মদন-ধ্বংসন ॥২
তুল্য কৈবল্য-দাতা শঙ্কু সাধুজনে । সর্বশুভদাতা সিদ্ধ দুইয় দমনে ॥৩

দোহা— যুদ্ধ, নিমেষ, পরমাণু, যুগ, বর্ষ, কল্প যার চণ্ড-বাণ।

কেন নাহি ভজ হে মন! তাঁহারে কাল যার ধনুক সমান ॥

সোঁরাঠা— সিদ্ধ-বাক্য শুনি' মন্ত্রীরে ডাকিয়া প্রভু রাম তাঁ'রে হেন ক'ন।

এবে দেবী কেন সেতু রচ সেনা পাঁয়ে যাঁহে করে উত্তরণ ॥

মূল

চৌ—রহ লঘু জলধি তরত কতি বারা। অস স্নানি পুনি কহ পবনকুমারা ॥

প্রভু প্রতাপ বড়বানল ভারী। সোঁয়েউ প্রথম পয়োনিধি বারী ॥১

তব রিপু নাহি রদন জল ধারা। ভরেউ বহোরি শয়উ তেহিঁ খারা ॥

স্নানি অতি উকুতি পবনসুত কেরী। হরষে কপি রঘুপতি তন হেরী ॥২

জামবন্ত বোলে দোঁউ ভাঙে। নল নীলহি সব কথা স্নানাই ॥

রাম প্রতাপ স্নানি মন মাহী'। করহ সেতু প্রয়াস কছু নাহী' ॥৩

বোলি লিএ কপি নিকর বহোরী। সকল স্নানহ বিনতী কছু মোরা ॥

রাম চরন পঙ্কজ উর ধরহু। কোঁড়ক এক ভালু কপি করহু ॥৪

ধাবহ মর্কট বিকট বরুখা। আনহু বিটপ গিরিমহ কে জুখা ॥

স্নানি কপি ভালু চলে করি হুহ। জয় রঘুবীর প্রতাপ সমুহা ॥৫

দোহা— অতি উত্তম গিরি পাদপ নীলহিঁ লেহিঁ উঠাই।

আনি দেহিঁ নল নীলহি রচহিঁ তে সেতু বনাই ॥১॥

পড়াহুবা

হনুমানের অত্যাতি

চৌ—তরিতে এ' লঘু সিদ্ধ লাগে কতক্ষণ। ইহা শুনি' ক'ন পুন পবন-মন্দন

প্রভুর প্রতাপ যেন বড়বা-অনল। প্রথমে শোষিল তাহা পয়োনিধি-জল ॥১

রিপু-নারী অস্ত্রবারি তখন বর্ষিল। সিদ্ধ তারি' গেল যেন ফার উপজিল ॥

অঞ্জনা-মন্দন-বাণী শুনিয়া তখন ॥ রাম-পানে হেরি' কপিদলে হুট্ট হ'ন ॥২

জামবানু দুই ভা'রে আনেন ডাকিয়া। নল নীলে সব হেন ক'ন স্নানাইয়া—

“রামের প্রতাপ দোঁহা আরি' মনে মনে। নির্দাণ করহ সেতু বিনা পরিশ্রমে” ॥৩

কপিগণে পুন ডাকি তথায় আনিলা। সবারে মিনতি করি' সব স্নানাইলা—

“রাম পাদ-পদ্ম সবে হিয়া 'পরে ধর। ঋক্ষ, কপি মিলি' সবে এক মজা কর ॥

ধেয়ে যাও হে বিকট কপিঋক্ষদল। উপাড়িয়া আন গিরি, বিটপ সকল ॥”

শুনি' কপি, ঋক্ষ ধায় করিয়া ছকার। ছকারিয়া 'রাম জয়' শক্তি'র আধার ॥৫

দোহা— অতি উচ্চ গিরি পাথপে উঠা'য়ে অনায়াসে লেখায় আনিলা।

নল, নীল দোঁহা' সে সকলে ল'য়ে সেতু এক রচনা করিল ॥১॥

মূল

চৌ—সৈল বিসাল আনি কপি দেহী । কন্দুক ইব নল নীল ভে দেহী ॥
 দেখি সেতু অতি সুন্দর রচনা । বিহসি কৃপানিধি বোলে বচন ॥১
 পরম রম্য উত্তম রহ ধরনী । মহিমা অমিত জাই নহি বরনী ॥
 করিহুঁ ইহা সজ্জা খাপনা । যোরে হৃদয় পরম কলপনা ॥২
 স্নানি কপীস বহু দূত পাঠাএ । মুনিবর সকল বোতি লৈ আএ ॥
 লিজ খাপি বিধিবত করি পূজা । শিব সমান প্রিয় মোহি ন দুজা ॥৩
 শিব জোহী মম ভগত কহাবা । সো মর সপমেহুঁ মোহি ন পাবা ॥
 সঙ্কর বিমুখ ভগতি চহ মোরী । সো নারকী মৃচ্ছাতি থোরী ॥৪

দোহা— সঙ্করপ্রিয় মম জোহী শিব জোহী মম দাস ।
 ভে নর করহিঁ কলপ ভরি ঘোর নরক মহিঁ বাস ॥২॥

পদ্মানুবাদ

রামেন্দ্র শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা

চৌ—বিশাল পর্বত আনি' কপিগণ দেয় । নল, নীল লয় তাহা কন্দুকের প্রায় ॥
 হেরিয়া সুন্দর সেই সেতুর গঠন । হাসি' কৃপানিধি প্রভু বলেন বচন—
 “পরম সুন্দর ভূমি চারু দরশনে । অমিত মহিমা তা'র না বায় বর্ণনে ॥
 হেথায় করিতে চাহি শিবের স্থাপন । হৃদয়ে কল্পনা এই করিহু পোষণ” ॥২
 শুনিয়া স্তম্ভী বহু দূত পাঠাইল । সব মুনিবরে তা'রা ডাকিয়া আনিল ॥
 লিজ স্থাপি' যথাবিধি করিয়া পূজন । কন—শিব-সম প্রিয় নাহি কোন জন ॥৩
 শিবজোহী যদি মম ভকত কহিবে । সেই নর স্বপনেও মোরে না লভিবে ॥
 শিবে বাম কিন্তু রাখে আমাতে ভকতি । সে নারকী মৃচ্ছা, ক্রুব ধরে অল্পমতি ॥৪
 দোহা— শিবে ভক্তিমান রামজোহী যদি কিংবা শিবজোহী কহে মম দাস ।

এহেন মানব কল্পকাল ধরি' করে জেনো ঘোর নরকেতে বাস ॥২

মূল

চৌ—জে রামেন্দ্র দরসনু করিহিঁ । ভে তনু তজি মম লোক সিধরিহিঁ ॥
 জো গঙ্গাজলু আনি চড়াইহি । সো সাজুজ্য মুক্তি নর পাইহি ॥১
 হোই অকাম জো ছল তজি সেইহি । ভগতি মোরি তেহি সঙ্কর দেইহি ॥
 মম কৃত সেতু জো দরসনু করিহী । সো বিমুখ শ্রম ভবসাগর তরিহী ॥২
 রাম বচন সব কে জিয় ভাএ । মুনিবর নিজ নিজ আশ্রম ল্যএ ॥
 গিরিজা রঘুপতি কৈ যহ রীতী । সম্ভত করহিঁ প্রমত্ত পর প্রীতী ॥৩
 বাঁধা সেতু নীল নল নাগর । রাম কুর্পা জম্বু ভয়উ উজাগর ॥
 বড়হিঁ আমহিঁ বোরহিঁ জেই । ভএ উপল বোহিত সম তেই ॥৪
 মহিমা যহ ন জলধি কই বরনী । পাহম গুন ন কপিমহ কই করনী ॥৫

দোহা— শ্রী রঘুবীর প্রতাপ তে সিদ্ধু ভরে পাবান।

তে মতিমন্দ জে রাম ভজি ভজিহঁ জাই প্রভু আন ॥৩॥

পদ্যস্বাদ

সেতুবন্ধ কামেশ্বর তীর্থ-ফল

টো—রামেশ্বর পুণ্যতীর্থ দরশন যা'র। তমু ত্যজি' মম লোকে স্থান হবে তা'র ॥
গলাজল এর 'পরে যে জন চড়ায়। সাযুজ্য মুকুতি জানো সেই জন পায় ॥১
ছল ত্যজি' নিকাম যে সেবে রামেশ্বর। আশাতে ভকতি তা'রে দিবেন শঙ্কর ॥
মৎকৃত সেতুও যেবা দরশন করে। বিনাশ্রমে ভব-সিদ্ধু সে জন উতরে ॥২
রাম-বাক্য সবাকার উত্তম লাগিল। মুনিগণ নিজ নিজ আশ্রমে ফিরিল ॥
শিব ক'ন—হে পার্বতি! ইহা ভক্তি-নীতি। ভক্ত'পরে সদা রাম রাখেন পিরীতি ॥৩
স্বচতুর নীল নল সেতু বিরচিল। রাম-কৃপা-যশ তাহে তুরি প্রকটিল ॥
যে পাথর নিজে ডুবে ডুবায় অপরে। সে পাথর নৌকা-সম ভাসে সিদ্ধু'পরে ॥৪
নহে ইহা সাগরের, নহে পাথরের। অথবা কার্যে ও গুণে নহে বাগরের ॥৫
দোহা— রামের প্রতাপে পারাবার 'পরে পাষণ হইল ভাসমান।
হীন-মতি যা'রা তা'রা রামে ত্যজি' ভজিবারে চায় প্রভু আন ॥৬॥

মূল

টো—বাঁধি সেতু অতি সুদৃঢ় বনাব। দেখি কৃপানিধি কে মন ভাব। ॥
চলী সেন কছু বরনি ন জাই। গজ'হি' মর্কট ভট সমুদাই ॥১
সেতুবন্ধ টিগ চটি রঘুরাজি। চিতব কৃপাল সিদ্ধু বহুতাই ॥
দেখন কহঁ প্রভু করুনা কন্দা। প্রগট ভএ সব জলচর বন্দা ॥২
মকর মক্কে নানা ঝষ ব্যালা। সত জোজন তন পরম বিসালা ॥
অইসেউ এক ভিম্‌হহি জে খাই। একম্‌হ কেঁ ডর তেপি ডেরাই ॥৩

বাংলা অর্থ—কামারিসেব্য—শিবধারা সেবিত; কালমন্ডেশসিংহ—কালপ্রভাবিত
মত্ত হস্তীর পক্ষে সিংহস্বরূপ; কন্দাবদাত—জলভরা যেঘের ছায় শ্রাম; উর্বীশ—
পৃথিবীপতি; ইড্য—স্বভা, পূজা; কালব্যাল—কাহসর্প; কামহ—কামদেবকে ভয়কারী;
শম্—মদল; কোদণ্ড—বহুক; চণ্ড—প্রচণ্ড; বোলি—ডাকিয়া; উতরে—পার হইবে;
লব—নিমেষের অংশ; সর—শর; কেহি কাম—কোন কাজের জন্ত; খারা—কার,
লবণাক্ত; উকুতি—উক্তি; বক্রথা, জুথা—সমূহ; কতি বারা—কণ্টক সমূহ; শোবেউ
—তথিয়া লইয়াছে; কুছা করি—ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া; উত্তজ—উত্ত্বজ, উচ্চ; উঠায় লেহি
—উঠাইয়া লয়; ধাপনা—স্থাপন; লৈ আএ—লইয়া আগিল; দুজা—দ্বিতীয়; কহাবা
—কহিবে; সিধরিহি—সোজাহি আগিবে; পাইহি—পাইবে; নাগর—চতুর;
উজাগার ভয়উ—(বাণ হইল) উজ্জল হইল; বোরহি—ডুবাইল; বোহিত—জাহাজ;
পাহন—পাষণ; তরে—ডালে; বুড়হি—ডুবিল; (দো—১-৩)

প্রভুহি বিলোকহি' টরহি' ন টারে। মন হরষিত সব শুভ্র স্তম্ভারে।
 তিম্হ কী' ওট ম দেখিঅ বারী। মগম শুভ্র হরি রূপ মিহারী ॥৪
 চলা কটকু প্রভু আয়সু পাঈ। কো কহি সক কপি দল বিপুলাই ॥৫
 দোহা— সেতুবন্ধ ভই ভীর অতি কপি মন্ত পন্থ উড়াহি'।

অপর জলচরম্হি উপর চড়ি চড়ি পারহি জাহি' ॥৪॥

পদ্মাহবান

চৌ—সেতুবন্ধ করি' বাহা দৃঢ় বিরচিল। কৃপানিধি মনে তাই উদ্ভব লাগিল ॥
 সেখা সেনা হেন চলে নারিসু বর্ণিতে। বানর সেনানীদল লাগিল গর্জিতে ॥১
 উঠিয়া হেরিলা রাম পারাবার-ভীর। সিদ্ধু-সিমা হেরিলেন কৃপাল সে বীর ॥
 করুণা-কেতন-প্রভু-দর্শন-কারণ। প্রকট হইল সেখা জলচরগণ ॥২
 মকর ও নক্সা নানা মন্ত্র তথা ব্যাল। শতেক বোজন তনু পরম বিশাল ॥
 এক জাতি আসে হেন তা'সবারে খায়। সেও ভয় পায় হেন আছিল তথায় ॥৩
 প্রভুরে দর্শন করে সরালে না সরে। মনে হরষিত সবে স্তম্ভে হিয়া ভরে ॥
 তা'দের আড়ালে বারি নাহি দেখা গেল। হরি-রূপ হেরি' সবে সকল ভুলিল ॥৪
 প্রভুর আদেশ লভি' সেনাদল চলে। কে বর্ণিবে বল সংখ্যা কত কপিদলে ॥৫
 দোহা— সেতুবন্ধ 'পরে কপি-ভীড় ভারী নভে কেহ উড়িয়া চলিল।
 কেহ বা চড়িয়া জলচর-পৃষ্ঠে সিদ্ধু পারে আসিয়া পৌ'ছিল ॥৪॥

মূল

চৌ—অস কোড়ক বিলোকি ঘো ভাই। বিহঁসি চলে কৃপাল রঘুরাই ॥
 সেন সহিত উত্তরে রঘুবীর। কহি ন জাই কপি জুখপ ভীর। ॥১
 সিদ্ধু পার প্রভু ডেরা কীম্হা। সকল কপিম্হ কহ' আয়সু দীম্হা ॥
 খাছ জাই ভল মূল স্তম্ভাএ। সুনত ভালু কপি হই তই ধাএ ॥২
 সব তরু ফরে রাম হিত লাগী। রিতু অরু কুরিতু কাল গতি ত্যাগী ॥
 খাহি' মধুর ফল বিটপ হলাবহি'। লক্ষা সন্মুখ সিখর চলাবহি' ॥৩
 জই কহ' ফিরত নিসচর পাবহি'। ঘেরি সকল বহু নাচ নচাবহি' ॥
 দসনম্হি কাটি নাসিকা কানা। কহি প্রভু স্তম্ভে ঘেহি' তব জানা ॥৪
 জিম্হ কর নাসা কান নিপাতা। তিম্হ রাবনহি কহী সব বাতা ॥
 সুনত শ্রবন বারিধি বজানা। দসমুখ বোলি উঠা অকুলানা ॥৫
 দোহা— বাঁধো বননিধি নীরনিধি জলধি সিদ্ধু বারীস।
 সত্য তোয়নিধি কম্পতি উদধি পয়োধি নদীস ॥৫॥

বাংলা অর্থ—চিগ—কিনারা; ঝ—২৭৩; ঐসেউ—ঐরূপ; তিম্হকী—তাহার
 ওট—আবরণ, আড়াল; মুখপ—দলপতি; ডেরা—বাসভা; শিখর—পাথর; দসনম্হি
 —দাঁতধার; নিপাতা—নিপাত (নাশ) করিল; নদীস, বারীস—২২৫; (দো—৪-৫)

চৌ—এহেন কোড়ুক বাহা দু'ভাই হেরিল। হাসি মুখে হেরি' দৌহা সিজু উত্তরিল।
সেনা-সহ রঘুনাথ পায়ে উত্তরিল। কপিললৈ সংখ্যা-কেহ বর্ণিতে নারিল। ১
সিজু-পারে প্রভু রাম ছাউনি রচিল। সকল কপিলে ডাকি' এই আত্মা দিল।—
“কল মূল সুরসাল করহ ভোজন।” ঋক, কপি শুনি' তথা করিল গমন ৥২
সব তরু ফলবান রাম-হিত-ভরে। স্নানতু কুণ্ডলু ভেদ কলি ভ্যাগ করে ৥
খেয়ে মিষ্ট ফল, তরু হেলাতে লাগিল। লঙ্কার সম্মুখে গিরি-শিখর ছুড়িল ৥৩
যেথা সেখা নিশাচরে হেরিল ফিরিতে। সবে যিনি' লাগে তারে বা' ইচ্ছা করাতে
অতঃপর দস্তে কাটি' তার নাক কাণ। যেতেছিল শুনাইয়া প্রভু-বশোপান ৥৪
দোহা— চিস্তে দশামন—বন্ধ নীরনিধি তথা জলধি, সিজু, বারীশ !

সত্য তব বঁধা। বারিধি উদধি ভোয়নিধি পয়োধি নদীশ ৥৫

মূল

চৌ—মিজ বিকলতা বিচারি বহোরী। বিহঁসি গয়উ গৃহ করি ভয় ভোরী ৥
মন্দোদরী' স্মৃত্যো প্রভু আয়ো। কোড়ুকহী' পাখোদি বঁধায়ো ৥১
কর গহি পতিহি ভবন মিজ আনী। বালী পরম মনোহর বানী ৥
চরন নাই সিরু অঞ্চলু রোপা। স্নানছ বচন পিয় পরিহারি কোপা ৥২
মাধ বয়স কীজে তাহী সো'। বুমি বল সকিঅ জীতি জাহী সো' ৥
ভুমহহি রঘুপতিহি অন্তর কৈসা। খলু খন্তোত দিনকরহি জৈসা ৥৩
অতিবল মধু কৈটভ জেহি' মারে। মহাবীর দিতিস্বত সজ্বারে ৥
জেহি' বলি বা'ধি সহস ভুজ মারা। সোই অবতরেউ হরন গহি ভারা ৥৪
ভাসু বিরোধ ন কীজিঅ নাথা। কাল করম জিব জাকৈ' হাথা ৥৫

দোহা— রামহি সো'পি জানকী নাই কমল পদ মাধ।

সুত কর' রাজ সমপি বন জাই ভজিঅ রঘুনাথ ৥৬৥

পদ্মাবতী

রাবণকে মন্দোদরীর সুপরা মর্শদান

চৌ—রাবণ বৈকল্য মিজ বহু বিচারিয়া। হাসিয়া গেলেম গৃহে তরকে ভুলিয়া ৥
মন্দোদরী শুনিলেন প্রভু সমাগত। কোড়ুক মিটাতে তাঁ'র সেতু বিরচিত ৥১
পতিরে ধরিয়া করে মিজ ঘরে আনি'। কহিলেন তাঁ'রে অতি মনোহারী বাণী ৥
চরণে নমিয়া শির অঞ্চল বিছান। হে প্রিয়! ত্যজহ কোপ—এ' বাণী শুনা'ম ৥২
বুদ্ধি-বলে যারে ভুজি জিনিতে পারিবে। তাহার সহিত নাথ! শত্রুতা সাধিবে ৥
ভোমাতে ও রঘুনাথে অন্তর কেমন। জোনাকিতে দিবা করে প্রভেদ যেমন ৥৩
মধু ও কৈটভ যিনি করেন নিধন। বীর দিতি-স্বতে যিনি করেন হনন ৥
হানেন সহস্র-ভুজে বাঁধেন বলিরে। তাঁ'র অবতার মহী-ভার হরিবায়ে ৥৪

বিরোধ তাঁহার সনে তাজিবে হে নাথ ! কাল, মর্শ্ব, জীব'পরে রহে যা'র হাত । ৫
দোহা— রঘুনাথে তুমি জানকীরে স'পি' পাদপদ্মে তাঁ'র শির করি' মত ।

আপনার স্নেহে রাজ্য সমগিয়া বনে চলি' রামে তাজিবে নিরত ॥৬॥

মূল

চৌ—নাথ দীনদয়াল রঘুরাজে । বাধউ সনমুখ গএ' ন খাঞে ॥

চাহিয় করন সো সব করি বীতে । তুমহ সুর অসুর চরাচর জীতে ॥১

সন্তু কহহি' অসি নীতি দসানন । চৌথে' পন জাইহি মূপ কানন ॥

তাসু ভজমু কীজিঅ তই' ভর্তা । জো কড়া পালক সংহর্তা ॥২

সোই রঘুবীর প্রনত অমুরাগী । ভজহু নাথ মমতা সব ভ্যাগী ॥

মুনিবর জতনু করহি' জেহি লাগী । ভূপ রাজু তজি' হোহি' বিরাগী ॥৩

সোই কোসলাধীস রঘুরায়া । আয়উ করন তোহি পর দায়া ॥

জো' পিয় মানহু মোর সিখাবন । স্নজসু হোই তিহু' পুর অতি পাবন ॥৪

দোহা— অস কহি নয়ন নীর ভরি গহি পদ কম্পিত গাত ।

নাথ ভজহু রঘুনাথহি অচল হোই অছিবাৎ ॥৫॥

পঞ্চাশ্রবান

চৌ—নাথ ! রঘুরাজ দীনে কৃপাপরায়ণ । ব্যাঘ্রও শরণ নিলে না করে তক্ষণ ॥

যা' করিতে চেয়েছিলে এবে সমাপিত । চরাচর সুরাসুরে ক'রেছ নির্জিত ॥১

সাধুগণে কহে এই নীতি দশানন ! চতুর্থ আশ্রমে যাবে রাজ্য নিজে বন ॥

হে স্বামী ! তাঁহারে তুমি করিবে ভজন । যিনি সৃষ্টি, ধ্বংস তথা পালন-কারণ ॥২

সেই রামে, ভক্তে যিনি স্নেহ-পরায়ণ । মায়া তাজি' তুমি নাথ ! করহ ভজন ॥

যা'র লাগি' মুনিবর যত্ন'পর হয় । ভূপ রাজ্য তাজি' করে বৈরাগ্য-আশ্রয় ॥৩

কোশলের অধিপতি সেই রঘুপতি । আসিছেন দেখাইতে কৃপা ও প্রতি ॥

যদি প্রিয় ! এই শিক্ষা তুমি মানি' ল'বে । ত্রিভুবনে তব কৃত যশ প্রচারিবে—

দোহা— কহি' তাঁ'র আঁখি জলেতে ভরিল ধরি' পদ কাঁপে তনু তাঁ'র ।

হে নাথ ! তাজিবে রঘুনাথ-পদ শির র'বে এয়োতি আমার ॥৫॥

মূল

চৌ—তব রাবন ময়সুতা উঠাঞে । কঠে লাগ খল নিজ প্রভুতাঞে ॥

সুখু তেঁ প্রিয়া ব'ধা ভয় মানা । জগ জোখা কো মোহি সমানা ॥১

বক্রন কুবের পবন জম কালা । ভুজ বল জিতেউ' সকল দিগপালা ॥

দেব পশুজ নর সব বস মোরে' । কবন হেতু উপজা ভয় তোরে' ॥২

নানা বিধি ভেছি কহেছি বুঝাঞে । সভা' বহোরি বৈঠ সো জাঞে ॥

অন্দোদরী' কদম' অস জানা । কাল বস্তু উপজা অভিমানা ॥৩

সভা আই মন্দির তেহি বুঝা । করব কবন বিধি রিপু সৈ জুঝা ॥
 কহহি সচিব স্তম্ভ নিশিচর নাহি । বার বার প্রভু পুছছ কাহা ॥৪
 কহছ কবন ভয় করিঅ বিচার । নর কপি ভাণু অহার হমারা ॥৫
 দোহা— সব কে বচন শ্রবন স্তনি কহ প্রহস্ত কর জৈরি ।

নীতি বিরোধন করিঅ প্রভু মন্দির মতি অতি থোনি ॥৮॥

পত্নাস্বাদ

চৌ—স্বীয় পত্নী-রত্নে ধরি' রাবণ উঠান । খল করে তবে স্বীয় প্রভুতা ব্যাখ্যান ॥
 শুনি শ্রমে! তুমি বুঝা করিতেছ ভয় । বিধে আমা-সম যোদ্ধা কেহ নাহি রয় ॥১
 বরুণ, কুবের, বায়ু, ষমরাজ, কাল । ভুজ-বলে জিনি আমি সব দিকপাল ॥
 দেব, দৈত্য, নর সব বশেতে আমার । কোন্ হেতু বল ভয় উপজে তোমার ॥২
 বিবিধ প্রকারে তা'রে বুঝা'য়ে কহিল । রাবণ সভাস্থ হ'য়ে পুনশ্চ বসিল ॥
 মন্দোদরী মনে ইহা জানিয়া লইল । কালবশে অভিমান তাহে উপজিল ॥৩
 সভা-মাঝে মন্দিগণে পুছিল রাবণ । কহত কেমনে করি রিপু-সহ রণ ?
 নিশাচর-নাথ শুনি—কহে মন্দিগণ । কেন প্রভু বার বার এ' প্রশ্ন এখন ? ৪
 কহ কোন্ ভয় মনে করিছ বিচার । নর-কপি-শৃঙ্গ ভোজ্য আমা সবাচার ॥৫
 দোহা— সবাব বচন শ্রবণে শুনিয়া কহিল প্রহস্ত মুক্ত করে ।

নীতি হীন কাজ না করিবে প্রভু, মন্দিগণ অন্ন বুদ্ধি ধরে ॥৮॥

মৃগ

চৌ—কহহি সচিব সঠ ঠকুরসোহাতী । নাথ ন পুর আব এহি ভা'তী ॥
 বারিষি নাঘি এক কপি আবা । তাস্ত চরিত মন মছ' সবু গাবা ॥১
 ছুধা ন রহী তুমহি ভব কাছ । জারত নগর কস ম ধরি খাছ ॥
 সুনত নীক আগৈ' দুখ পাবা । সচিবন অস মত প্রভুহি সুনাবা ॥২
 জেহি বারীস ব'ধায়উ হেলা । উত্তরেউ সেন সমেত সবেলা ॥
 সো ভলু মনুজ খাব হম ভাঙ্গি । বচন কহহি সব গাল ফুলাঙ্গি ॥৩
 তাত বচন মম স্তম্ভ অতি আদর । জনি মন শুনছ মোহি করি কাদর ॥
 প্রিয় বানী জে সুনহি' জে কহহী' । ঐসে নর নিকায় জগ অহহী' ॥৪
 বচন পরম হিত সুনত কঠোরে । সুনহি' জে কহহি' তে নর প্রভু থোরে ॥
 প্রথম বসীঠ পঠউ স্তম্ভ নীতি । নীতা দেই করছ পুনি প্রীতী ॥৫

বাংলা অর্থ—কোতুকহী—অনারাগে; অঞ্চল—কাণড়ের আঁচল; রোপা—
 বিছাইল; পাথোষি—সমুদ্র; জীতি সক্রিয়—জয় করিতে পারে; করম চাহিয়—করিতে
 চাও; চৌথেপন—চতুর্থপ্রম কাশে; দামা—দমা; ভিহ'পুর—তিন লোক; অহিবাত—
 এঘোতি; বুঝা—জিজ্ঞাসা করিল; নিকায়—নিচর, সমূহ; (দো—১৮)

দোহা— নারি পাই ফিরি জাহিঁ জৌঁ ভৌ ন বড়াইঅ রারি ।
নাহিঁ ত সন্মুখ সমর মহি তাত করিঅ হঠি মারি ॥৯॥

পদ্মাবাদ

চৌ—তোষামুদী-বাক্য কহে কপট সচিবে। তা'র মতে কাজ নাথ। নাহিক সাধিবে
সিদ্ধ পার হ'য়ে আসে একটা বানরে। তা'র কাজ সব জানে অন্তরে অন্তরে।^১
তখন কি কাহারও ক্ষুধা নাহি ছিল? নগর জলিলে কেন তা'রে না খাইল।
যে মত শুনায় এবে প্রভুরে সচিবে। শুনিতে তা' ভাল বটে পিছু দ্রুত দিবে ॥২॥
অনায়াসে সেই জন সমুজ্জ বাঁধিল। সেনা-সহ সদলে সে আসি' উত্তরিল ॥
তাহারে মানুষ বল, কহ খাব তা'রে। ফুলাইয়া গণ্ড বাক্য শুনাও সবারে ॥৩॥
মগ বাক্য শুন তাত! করি' সমাদর। ভীকু তা'রে গণি' নাহি কর হতাদর ॥
প্রিয় বাক্য যা'রা কহে মধুর শুনায়। হেন নর ধরামাঝে বহু দেখা যায় ॥৪॥
শুনিতে কঠোর অতি হিত যে বচন। যে শুনে যে কয়, হেন রহে স্বল্প জম ॥
প্রথমে পাঠাও দূত এই এই সার কথা। সীতারে ফিরামে পুন করহ মিত্রতা ॥৫॥
দোহা— নারীরে লভিয়া ফিরে যদি যান তবে নাহি মুক্ত বাড়াইবে।
নহিলে হে তাত! সন্মুখ সমরে জোর করি' সব বিনাশিবে ॥৯॥

মৃগ

চৌ—যহ মত জৌঁ মানছ প্রভু গোর। উভয় প্রকার স্নজস্ন জগ তোর। ॥
সুত জন কহ দসকণ্ঠ রিসাজি। অসি মতি সঠ কেহিঁ তোহি সিখাজি ॥১॥
অবহীঁ তে উর সংসয় হোজি। বেগুমূল সুত ভয়ছ ঘমোজি ॥
সুনি পিতু গিয়া পরম অতি ঘোর। চলা ভবন কহি বচন কঠোর। ॥২॥
হিত মত তোহি ন লাগত কৈসেঁ। কাল বিবস কহঁ ভেষজ জৈসেঁ ॥
সক্য। সময় জানি দসগীসা। ভবন চলেউ নিরখত ভুজ বীসা ॥৩॥
লক্ষা সিখর উপর আগারা। অতি বিচিত্র ভইঁ হোই অখারা ॥
বৈঠ জাই তেহিঁ মন্দির রাবন। লাগে কিয়র গুণ গন গাবন ॥৪॥
বাজহিঁ তাল পখাউজ বীনা। নৃত্য করহিঁ অপছরা প্রবীনা ॥৫॥

দোহা— সুনাসীর সত সরিস সো সম্ভত করই বিলাস।
পরম প্রবল রিপু সীস পর তত্তপি সোচ ন ত্রাস ॥১০॥

বাংলা অর্থ—ময়মুতা—মন্দোদরী; উপজা—জন্মিল; বুঝাই—বুঝাইয়া; জুঝা
করব—যুদ্ধ করিবে; ঠকুরসোহাতি—প্রভুর ভাল লাগে এমন; নাছি—কল্পন করিয়া;
জারত—জালাইলে; গুনছ—গণ্য করিবে; মর নিকায়—মৃত্যুগণ মধ্যে; বসীট—দূত;
জৌঁভৌ—যদি তবে; রারি—বিবাদ; মারি করিয়—যুদ্ধ কর, মারক টি কর; (দোহা—৮-৯)

রাঘচরিতমানস

১২২

৮২৬

চৌ—এই মত যদি প্রভো ! মানো হে আমার । সুবর্ণ হইবে তব উভয় প্রকার ॥
 দশানন ক্রোধে নিজ তনয়ে কহিল । হেন মতি শঠ তোরে কেবা শিক্ষা দিল ? ১
 এবে তব হিরা-মাঝে বুনিনু সংশয় । বেনু-মূলে হেরি স্তম্ভ । ঘাস-জল্ল হয় ॥
 পিতার বচন শুনি' রুঢ় অতি ঘোর । গৃহে চলি' গেল কহি' বচন কঠোর ॥২
 হিত মত মন্দ মনে লাগিবে তেমন । মৃত্যু-বশ জনে লাগে ভেষজ যেমন ॥
 সক্ষ্য। সমাগত জানি' তবে দশানন । বিশ ভুজ নিরখে সে চলিতে ভবন ॥৩
 লঙ্কার শিখর'পরে করে অবস্থান । অতীব বিচিত্র এক আখড়ার স্থান ॥
 সেই স্থানে গিয়া যবে রাবণ বসিল । কিম্বদন্ত্য তার গুণ গাহিতে লাগিল ॥৪
 করতাল, পাখোয়াজ, বীণা বজ্রারিল । নিপুণ অপসরাগণ নৃত্যেতে মাতিল ॥৫
 দোহা— শত ইন্দ্র-সম ভুঞ্জে যে সতত যাবতীয় ভোগ ও বিলাস ।
 পরম প্রবল রিপু শির'পরে তবু তা'র না চিন্তা, না ত্রাস ॥১০

মৃগ

চৌ—ইহা সুবেল সৈল রঘুবীর । উত্তরে সেন সহিত অতি ভীর । ॥
 শিখর এক উভয় অতি দেখী । পরম রম্য সম স্রজ বিসেবী ॥১
 তই তরু কিসলয় সুমন সুহাএ । লছিম রচি নিজ হাথ ডসাএ ॥
 তা পর রুচির মৃদুল মৃগছালা । তেহি আসন আসীন কপালা ॥২
 প্রভু কৃত সীস কপীস উছলা । বাম দহিন দিসি চাপ নিষজা ॥
 দুহু কর কমল সুধারত বান । কহ লঙ্কেশ মন্ত্র লগি কান ॥৩
 বড়ভাগী অঙ্গদ হসুমান । চরন কমল চাপত বিধি নানা ॥
 প্রভু পাছে লছিম বীরাসন । কটি নিষজ কর বান সরাসন ॥৪
 দোহা— এহি বিধি কপা রূপ গুন ধাম রাঘু আসীন ।
 ধন্য তে নর এহি ধ্যান জে রহত সদা লয়লীন ॥১১ক।
 পুরব দিসা বিলোকি প্রভু দেখা উদ্ভিত ময়ঙ্ক ।
 কহত সবহি দেখেছ সসিহি মৃগপতি সরিস অসঙ্ক ॥১১খ॥

পঞ্চায়াদ

চৌ—সুবেল পর্বতে যেথা নিজে রঘুবীর । উত্তরিলে সেনা-সহ, সেথা হ'ল ভীড় ॥
 পর্বত শিখর তাহা উচ্চ সমতল । অতীব সুন্দর শুভ্র কিরণে উজ্জ্বল ॥১

বাংলা অর্থ—গিরা—বাক্য; অখারা—আখড়া, আড্ডা; পাখাউজ—পাখোয়াজ;
 সুনাসীর—ইন্দ্র; সীসপন্ন—যশস্কের উপর; উভয়—উচ্চ, উজ্জ্বল; কিসলয়—কোমল
 পত্র; উছলা—উৎসাহ, কোড়; চাপনিষজা—তীরধনু; সুধারত—মিষ্টপোষণী করিতে-
 ছিণেন; চরন চাপত—পদসেবা করিতেছিল; পাছে—পশ্চাতে; লয়লীন—বিশেষ রম্য;
 ময়ঙ্ক—চন্দ্র; মৃগপতি—মিহ; সরিস—গম্বুজ; (দো—১১ব-১১খ)

সেখা ভরু কিসলয় তথা পুষ্প-ভারে । লক্ষ্মণ আপন হাতে আসন বিস্তারে ॥
 তার 'পরে চারু যুগচর্চ বিছা'লেন । সে আসনে সমাসীন রূপাল হ'লেন ॥২
 কপীখর-ক্রোড়-দেশে ছিল প্রভু-শির । বাম দিকে ধমু তাঁর, দক্ষিণে তুগীর ॥
 দুই কর-পরে তাঁ'র স্মরণিত বাণ । বিভীষণ কাণেকরে মন্ত্রণা প্রদান ॥৩
 অন্নদ ও হনুমান বড় ভাগ্য করে । পান-পান্ন সেবে তাঁ'র বিবিধ প্রকারে ॥
 প্রভু-পিছু বীরাসনে আসীন লক্ষ্মণ । কটিতে তুগীর, করে বাণ শরাসন ॥৪
 দোহা— এ'হেন প্রকারে রাম সমাসীন রূপ-গুণ-রূপার আকর ।

ধমু সেই নর, যে তাঁহার ধ্যানে রহে স্তম্ভিগ্ন নিরন্তর ॥১১ক॥

পূর্বদিকপানে প্রভু বিলোকিয়া হেরিলেন চন্দ্রমা উদিত ।

কহেন সবারে শশিপানে দেখ, যুগরাজ-সম অশঙ্কিত ॥১১খ॥

মূল

চৌ—পূরব দিসি গিরিগুহা নিবাসী । পরম প্রভাপ তেজ বল রাসী ॥

মন্ত নাগ তম কুন্ত বিদারী । সসি কেসরী গগন বন চারী ॥১

বিধুরে নন্ত মুকুতাহল তার । নিসি স্তম্বরী কের সিজারা ॥

কহ প্রভু সসি মন্ত গেচকতাজী । বহছ কাহ নিজ নিজ মতি ভাজী ॥২

কহ স্তম্বরী স্তমছ রঘুরাজী । সসি মন্ত প্রগট ভূমি কৈ ঝাঁজী ॥

মারেউ রাছ সসিহি কহ কোজী । উর মই পরী স্ময়তা সোজী ॥৩

কোউ কহ জব বিধি রতি মুখ কীম্হা । সার ভাগ সসি কর হরি লীম্হা ॥

ছিজ সো প্রগট ইন্দু উর মাই । ভেহি মগ দেখিঅ নন্ত পরিছাই ॥৪

প্রভু কহ গরল বন্ধু সসি কেরা । অতি প্রিয় নিজ উর লীম্হ বসেরা ॥

বিষ সংজুত কর নিকর পসারী । জারত বিরহবন্ত নর নারী ॥৫

দোহা— কহ হনুমন্ত স্তমছ প্রভু সসি তুম্হার প্রিয় দাস ।

তব মুরতি বিধু উর বসতি সোই স্ময়তা অভাস ॥১২ক॥

পবন ভনয় কে বচন স্তনি বিইসে রামু স্তজান ।

দচ্ছিন দিসি অবলোকি প্রভু বোলে রূপা নিধান ॥১২খ॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ—পূর্বদিক 'পরে রহি পর্বত কম্বরে । পরম প্রভাপী তথা তেজ, বল ধ'রে ॥

নিশাক্লগী করি-শির করি' বিদারণ । শশি-সিংহ নভোবনে করে বিচরণ ॥১

বাংলা অর্থ—বিধুরে—ব্যাপ্ত হইয়াছে; মুকুতাহল—সুজাগ্রত; ঝাঁজী—ছাঁজী;
 স্ময়তা—স্ময়বর্তা (কাল চলে); মগ—মার্গ, পথ; পরিছাই—ছাঁজা; বসেরা—
 বাসস্থান; পসারী—প্রসারিয়া, বিস্তার করিয়া; জারত—মালা দেয়; অভাস—আভাস;
 স্তম্বরী কের—স্তম্বরী দ্বারা; সিজারা—সুজা; (দো—১২ক-১২খ) --

ভারা-রূপী মুক্তাফল আকাশে বিস্তারে। মিশি-মারী শোভ-মানা যেন জলজ্বারে ॥
 প্রভু ক'ন শশী-মাঝে কৃষ্ণবর্ণ যাহা। নিজ নিজ মতি-মত ব্যাখ্যা কর তাহা ॥২
 সুগ্রীব কহেন রাম ! করুন শ্রবণ। শশী-মাঝে ধরা-ছায়া করি মিরীক্ষণ ॥
 কেহ কহে, রাজ যদা শশীয়ে হেরিল। তাহে শশী হিয়া-মাঝে কালিমা ধরিল ॥৩
 কেহ কহে রচিবারে রত্নির আনন। চন্দ্রের সারাংশ ব্রজা করেন হরণ ॥
 চন্দ্রমার বক্ষঃস্থলে সেই ছিঁজ রয়। আকাশ-নীলিমা তাহে প্রকাশিত হয় ॥৪
 প্রভু ক'ন—হলাহল চন্দ্রমার ভাই। অতি প্রিয় বলি' তা'রে বুকে দিল ঠাই ॥
 সে কারণে বিষযুত কর প্রসারিয়া। বিরহী জনেরে দেয় বেদনা আনিয়া ॥৫
 দোহা— হুমুমান কহে—“শুন প্রভু তুমি চন্দ্রমা তোমার প্রিয় দাস।

তাহার হিয়াতে তোমার মুরতি তাই সেথা শ্রামতা প্রকাশ” ॥১২ক
 পবন-তনয়-বচন শুনিয়া হাসিলেন রাম জ্ঞানবান্।

দক্ষিণ দিকেতে প্রভু নেহারিয়া কহিলেন কৃপার নিধান ॥১২খ॥

মূল

চৌ—দেখু বিভীষণ দক্ষিণ আস। ঘন ঘনও দামিনী বিলাস। ॥

মধুর মধুর গরজই ঘন ঘোরা। হোই বৃষ্টি জনি উপল কঠোরা ॥

কহত বিভীষণ সুনহ কৃপালা। হোই ন তড়িত ন বারিদ মালা ॥

লক্ষা শিখর উপর আগারা। তই দসকঙ্কর দেখে অখারা ॥২

ছত্র মেঘডম্বর সির ধারী। সোই জমু জলদ ঘটা অতি কারী ॥

মন্দোদরী শ্রবন তাটকা। সোই প্রভু জমু দামিনী দমকা ॥৩

বাজহি' তাল মৃদঙ্গ অনুপা। সোই রব মধুর সুনহ সুরভুপা ॥

প্রভু মুস্কান সমুঝি অভিমান। চাপ চটাই বান সন্ধান ॥৪

দোহা— ছত্র মুকুট তাটক তব হতে একহী' বান।

সব কেঁ দেখত মহি পরে মরমু ন কোউ জান ॥১৩ক

অস কোতুক করি রাম সর প্রবিসেউ আই নিষঙ্গ।

রাবন সভা সসঙ্ক সব দেখি মহা রসভঙ্গ ॥১৩খ॥

রাবণ-সভাশোভা বর্ণনা ও রাম-বাণেশ্বর শক্তি

চৌ—দক্ষিণ দিকেতে হের চাহি' বিভীষণ। জলবাহি-মধ্যে ওই বিদ্যুৎ-কম্পন ॥

মধুর মৃদু ও ঘোর মেঘের গর্জন। বুঝি বৃষ্টি-সহ হবে শিলা-বরিষণ ॥১

কহে বিভীষণ, “শুন প্রভো! দয়াময়। সেথা নাহি মেঘ কিংবা দামিনী না রয় ॥

লক্ষার শিখর 'পরে রহে যে ভবন। আখড়া হেরিছে সেথা বসি' দশানন ॥২

মেঘ-সম্ভা-অনুরূপ ছত্র শির'পরে। তাহে যম মেঘ-ঘটা শোভিছে অম্বরে ॥

মন্দোদরী-কর্ণফুল-অলঙ্কার-আভ। তাহে প্রভু চমকিছে দামিনীর শোভা ॥৩

বাজে করতাল তথা চারু পাখোয়াজ । অন্ন-মৃগ! সেথা শুন মধুর আওয়াজ ॥
 স্মিতহাসে প্রভু বুঝি' সেই অহঙ্কার । চড়া'লেন বাণ দিয়া ধনুকে টঙ্কার ॥৪
 দোহা— ছত্রের মুকুট তথা কর্ণফুল এক বাণে কাটিয়া পাড়িল ।

সবার সম্মুখে ভূতলের'পরে মর্ষ-কথা কেহ না জানিল ॥১৩ক॥
 এহেন কোতুক করি' রাম-শর প্রবেশিল তুণীয়ে আসিয়া ।
 দশানন-সভা সশঙ্ক হইল মহারসভজ নিরখিয়া ॥১৩খ॥

মূল

চৌ—কম্প ন ভূমি ন মরুত বিসেবা । অস্ত্র শস্ত্র কছু নয়ন ন দেখা ॥
 সোচহি' সব নিজ হৃদয় মনারী । অসগুন ভয়উ ভয়ঙ্কর ভারী ॥১
 দসমুখ দেখি সভা ভয় পাই । বিহসি বচন কহা জুগুতি বনাই ॥
 সিরউ গিরে সম্ভত স্তম্ভ জাহী । মুকুট পরে কস অসগুন তাহী ॥২
 শয়ন করহ নিজ নিজ গৃহ জাই । গবনে ভবন সকল সির নাই ॥
 মন্দোদরী সোচ উর বসেউ । জব তে শ্রবনপূর মহি খসেউ ॥৩
 সজল নয়ন কহ জুগ কর জোরী । সুনহ প্রানপতি বিনতী মোরী ॥
 কস্ত রাম বিরোধ পরিহরহু । জানি মনুজ জনি হঠ মন ধরহু ॥৪
 দোহা— বিশ্বরূপ রঘুবংশ মনি করহ বচন বিশ্বাস ॥

লোক কল্পনা বেদ কর অজ্ঞ অজ্ঞ প্রতি জাস্ত ॥১৪॥

পঞ্চাযুগাদ

চৌ—ভূমিকম্প বায়ুবেগ কেহ না বুঝিল । অস্ত্র-শস্ত্র আঁখি'পরে কিছু না দেখিল ॥
 সবে নিজ হিয়া-মানো হ'ল চিন্তাপর । অলক্ষণ ঘ'টে গেল অতি ভয়ঙ্কর ॥১
 দশানন সভাজনে হেরি' ভয়ভীত । হাসিয়া বচন ক'ন যুক্তি-সম্বিত ॥
 মাথা খসিলেও সদা শুভ্ৰ হয় যা'র । কেমনে মুকুট খসা অলক্ষণ তা'র ॥২
 শয়ন করহ সবে নিজ ঘরে গিয়া । নিজ গৃহে চলে সবে মন্তক নমিয়া ॥
 মন্দোদরী-হিয়া কিন্তু চিন্তাতে ভরিল । যখন কাণের ফুল ভুতলে খসিল ॥
 যুক্ত-করে ক'ন রাণী সজল নয়ন । শুন প্রাণপতি ! মম বিনীত বচন ॥
 রামের সহিত বৈর পরিহার কর । নররূপী জানি' তাঁ'রে হঠতা না ধর ॥
 দোহা— রঘুবংশ-মনি বিশ্বরূপ তিনি এ' বচনে করহ বিশ্বাস ॥
 প্রতি অজ যাঁর এক এক বিশ্ব—বেদ ইহা করিলা প্রকাশ ॥১৪

বাংলা অর্থ—আসা—আশা, দিক্ ; ঘন ঘমণ্ড—ঘঘের ঘোর ঘটা ; মেঘভঙ্কর—
 মেঘের আড়ঘর ; কারী—কৃষ্ণবর্ণ ; ভাটকা—কর্ণালঙ্কার (শৌণ্ডি) ; মনুস্কাম—স্মিতহাস
 করিলেন ; সজ্জানা—সজ্জান করিলেন ; ন জান—জানে না ; নিবজ—তুণীর ; অসগুন—
 শকুনি, দৃষ্টিহীন ; গবান—গমন করিল ; শ্রবনপূর—কাণের ফুল ; (দো—১৩-১৪)

চৌ—পদ পাতাল সীম অজ ধামা। অপর লোক অঁগ অঁগ বিশ্রাম।
 ভুকুটি বিলাস ভয়ঙ্কর কালা। নয়ন দিবাকর কচ ঘন মালা ॥১
 জাম্বু ভ্রাণ অশ্বিনীকুমার। নিশি অরু দিবস নিমেষ অপার।
 প্রেবন দিসা দস বেদ বখানী। মারুত শ্বাস নিগম নিজ বানী ॥২
 অধর লোভ জম দমন করাল। মায়া হাস বাছ দিগপাল ॥
 আনন অনল অম্বু পতি জীহা। উতপতি পালন প্রলয় সমীহা ॥৩
 রোম রাজি অষ্টাদশ ভারা। অস্থি সৈল সরিতা নস জারা ॥
 উদর উদধি অধগো জাতনা। জগময় প্রভু কা বহু কলপনা ॥৪

দোহা— অহঙ্কার শিব বুদ্ধি অজ মন সসি চিত্ত মহান।
 মনুজ বাস চরাচর রূপ রাম ভগবান ॥১৫ক॥
 অস বিচারি স্তম্ভ প্রাণপতি প্রভু সন বয়স বিহাই।
 প্রীতি করছ রঘুবীর পদ মম অহিবাত ন জাই ॥১৫খ॥

পত্নাস্বাদ

চৌ—চরণে পাতাল ষাঁ'র, শিরে ব্রহ্ম-ধাম। অম্ম লোক অম্ম অজে করিছে বিশ্রাম
 ভুকুটি-বিলাস ষাঁ'র কাণ ভয়ঙ্কর। কেশ ষাঁ'র মেঘ-মালা অঁখি দিবাকর ॥১
 ষাঁ'র ভ্রাণ জানি' লও অশ্বিনী-কুমার। নিশি ও দিবস ষাঁ'র নিমেষ অপার ॥
 কর্ণ দশদিক্ ষাঁ'র, বেদেতে বাখানে। বায়ু শ্বাস লোকে বেদ ষাঁ'র বাণী গানে ॥২
 ওষ্ঠাধর লোভ, যম দমন করাল। মায়া হাস বাছ ষাঁ'র সম-দিক্ পাল ॥
 অনল আনন ষাঁ'র বরুণ রসনা। সৃষ্টি স্থিতি লয় ষাঁ'র করম-সাধনা ॥৩
 অষ্টাদশ বনম্পতি রোম-রাজি ষাঁ'র। শৈল অস্থি নদী শিরা-সমুহ নাগার ॥
 উদর উদধি, নিম্ন ইন্দ্রিয় নরক। বিশ্বময় প্রভু যেন অনন্ত-রূপক ॥৪

দোহা— অহং ষাঁ'র শিব, বুদ্ধি ব্রহ্মা মন শশী চিত্ত মহান্-সমান।
 নর-দেহে বাস চরাচর রূপ সর্বরূপে রাম ভগবান্ ॥১৫ক॥
 ইহা বিচারিয়া শুন প্রাণপতি! প্রভু-সনে বৈরতা ত্যজিবে।
 পিরীতি রাখিবে রঘুনর-পদে তাহে মম এয়োতি থাকিবে ॥১৫খ॥

মূল

চৌ—বিহঁসা নারি যচন স্থনি কান। অহো গোহ মহিমা বলবান ॥
 নারি স্তম্ভাউ সভ্য সব কহহী'। অবগুন আঠ সদা উর রহহী' ॥১
 সাহস অন্ত চপলতা মায়া। ভয় অবিবেক অসৌচ অদায় ॥
 রিপু কর রূপ সকল তৈঁ গাবা। অতি বিসাল ভয় মোহি স্থনাবা ॥২
 সো সব প্রিয়া সহজ বস মোরে'। সমুঝি পরা প্রসাদ অব তোরে' ॥
 জানিউঁ প্রিয়া ভোরি চতুরাঈ। এহি বিধি কহছ মোরি প্রভুতাই ॥৩

উই বডকহী গুচ্ছ মৃগলোচনি । সমুত্তম স্তম্ভদ স্তম্ভদ স্তম্ভদ ॥
 মন্দোদরী মন মছ' অস ঠমউ । পিয়হি কাল বস মতিভ্রম স্তমউ ।৪
 দোহা— এহি বিধি করত বিমোদ বহ প্রাত প্রগট দসকক ।
 সহজ অসক লক্ষপতি সন্তা' গয়উ মদ অক ॥১৬ক॥
 সোরঠা— ফুলই করই ন বেত জদপি স্তম্ভ বরমহি' জলদ ।
 মুরুখ হৃদয়' ন চেত জো' গুর মিলহি' বিরঞ্চি সম ॥১৬খ॥

(গভাবাদ) মন্দোদরীর শুভ-বাক্যে রাবণের কুব্যাখ্যান
 চো—নারী-বাক্য কর্ণে শুনি' রাবণ হাসিল । মোহের মহিমা বড় বহুধা বর্ণিল ॥
 নারীর স্বভাব বটে সর্বজনে কহে । আট অপগুণ তা'র হিমামাঝে রহে ॥১
 হঠতা ও মিথ্যা কথা, মায়া, চপলতা । অবিবেক, অশুচিতা, ভয়, নির্ভরতা ॥
 শত্রু ধরে যত রূপ সকল কহিলে । অতি ভয় তাহা হ'তে মোরে শুনাইলে ॥২
 সর্ব বিশ্ব স্বভাবতঃ মম বশীভূত । তোমার প্রসাদে সব মম অধিগত ॥
 জানিহু হে প্রিয়ে ! তব বুদ্ধি-চতুরতা । হেনমতে কহ তুমি আমার শুভুতা ॥৩
 তব কথা গুচ্ছ জানি' হে মৃগ-নয়নী ! বুঝি' স্তম্ভ দেয় শুনি' ভয়-নিমোচনী ॥
 মন্দোদরী মনো-মাঝে এই স্থির করে । কাল-বশে স্বামী মম মতিভ্রমে পড়ে ॥৪
 দোহা— হেনমতে তা'রে বহুধা বুঝিয়ে দশানন রাতি পোছাতে পোছাতে ।
 স্বভাব নিঃশঙ্ক লক্ষ্য নৃপতি পছছিল আসি মদ্যক সন্তাতে ॥১৬ক॥
 ফলিত পুষ্পিত না হয় বেতস যদি মেঘ করে স্তম্ভ বরিষণ ।
 অজ্ঞানি-হৃদয়ে না জাগে চেতনা গুরু মিলে যদি বিরঞ্চি-সমান ॥১৬খ

মৃগ

চো—ইহাঁ প্রাত জাগে রঘুরাজি । পূছা মত সব সচিব বোলাজি ॥
 কহছ বেগি কা করিঅ উপাজি । জাগবন্ত কহ পদ সিন্ধু নাজি ॥১
 স্তম্ভ সর্বগ্য সকল উর বাসী । বুধি বল তেজ মম' গুন রাসী ॥
 মল্ল কহউ' নিজ মতি অনুসার । দূত পঠাইঅ বালিকুমার ॥২
 নীক মল্ল সব কে মম মানা । অঙ্গদ সন কহ কৃপানিধান ॥
 বালিকুমার বুধি বল গুনধামা । লক্ষা জাহ তাতঃমম কামা ॥৩

বাংলা অর্থ—অজ্ঞানী—অজ্ঞান ; কচ—কেশ ; নিমেষ—চক্ষুর উদয়নিমী-
 লন কাল ; অধর—নিমেষ ; অক্ষুপতি—বরণদেব ; সমীহা—প্রচেষ্টা ; ভাৱা—(বন্দিত)
 সমুহ ; জাৱা—জাল ; অধগো—অধঃ অবস্থিত ইন্দ্রিয়াদি ; জাতনা—নবক বস্ত্রণ ; সচরা-
 চর—হাবর জঙ্গম ; অবগুন—অপকৃত গুণ ; অগোচ—অপবিত্রতা ; সমুদ্র পরা—
 বুঝিতে পারিরাছি ; বডকহী—গুচ্ছ ; সমুত্তম—বুঝিলে ; ঠমউ—স্থির করিল ; ফুলই—
 ফুল দান করে ; করই—ফলবান্ হই ; মুরুখ—মূৰ্খ ; বিরঞ্চি—ব্রজা ; (দো—১৫-১৬)

বহুত বুঝাই কুমহুহি কা কহউ । পরম চতুর মৈ জানত অহউ ॥
 কাজু হমার তাস্ত হিত হোজৈ । রিপু সন করেছ বতকহী সোজৈ ॥৪

দোহা— প্রভু অগ্যা ধরি সোঁ চরন বন্দি অঙ্গদ উঠেউ ।
 সোই গুণ সাগর হৈস রাম কুপা জা পর করছ ॥১৭ক॥
 অয়ংসিদ্ধ সব কাজ নাথ মোহি আদর দিয়উ ।
 অস বিচারি জুবরাজ তন পুলকিত হরষিত হিয়উ ॥১৭খ॥

পঞ্চাশতাব্দ

অঙ্গদকে রাবণ-সভায় দূতরূপে প্রেরণ

চৌ—প্রাতঃকালে রঘুরাজ হইয়া আগ্রত । সকল সচিব ডাকি, পুছিলােন মত ॥
 কহ তরা কি উপায় করিব বিধান । পদে শির নত করি' কহে জাম্ববান্ ॥১
 গুণ হৈ সর্বভক্ত । সর্বহিয়া-বাসকারী । বুজি, বল, তেজ, ধর্ম, গুণরানিধারী ॥
 মন্ত্রণা কহিনু নিজ মতি-অনুসারে । দূত পাঠাইয়া দাও বালির কুমারে ॥২
 উত্তম মন্ত্রণা ইহা সকলে মানিলা । অঙ্গদে করুণানিধি বচন কহিলা ॥
 হে বালি-তনয় ! বুজি-বল-গুণধাম । লঙ্কা যাও পুরাইতে মম মনস্কাম ॥৩
 অধিক বুঝা'য়ে কিবা কহিব ভোমায় । বহু চতুরতা তুমি ধর জানি তায় ॥
 মম কাজ সিদ্ধে তার কল্যাণ সাধন । হেন কথা কহ তুগি যেন রিপু-সন ॥৪

দোহা— প্রভুর আদেশ মস্তকে ধরিয়া বন্দিয়া চরণ অঙ্গদ উঠিল ।
 সে গুণ-সাগর যা'র'পরে প্রভু কুপাপর হ'ম ইহা সে কহিল ॥১৭ক॥
 অয়ংসিদ্ধ তব সব কাজ নাথ ! কেবল আমারে দিতেছ প্রণয় ।
 ইহা বিচারিয়া যুবরাজ-তনু পুলকে মগন, হিয়া হরষয় ॥১৭খ॥

মুখ

চৌ—বন্দি চরন উর ধরি প্রভুতাজি । অঙ্গদ চলেউ সবহি সিরু নাজি ॥
 প্রভু প্রতাপ উর সহজ অঙ্গদ । রন বাঁকুরা বালিস্তত বন্ধা ॥১
 পুর পৈঠত রাবন কর বেটা । খেলত রহা সো হোই গৈ ভেটা ॥
 বাতহি বাত করষ বঢ়ি আজি । জুগল অতুল বল পুনি তরুনাঙ্গি ॥২
 তেহি অঙ্গদ কছ লাভ উঠাঙ্গি । গহি পদ পটকেউ ভুমি ভরাঙ্গি ॥
 নিসিচর নিকর দেখি ভট ভারী । জই তই চলে ন সকহি' পুকারী ॥৩
 এক এক সন মরমুন কহহী' । সমুঝি তাস্ত বধ চূপ করি রহহী' ॥
 ভয়উ কোলাহল নগর মবারী । আবা কপি লঙ্কা জেহি' জারী ॥৪
 অব ধোঁ কহা করিহি করতার । অতি সতীত সব করহি' বিচার ।
 বিজু পূহে' মণ্ড দেহি' দিখাঙ্গি । জেহি বিলোক সোই জাই স্মখাঙ্গি ॥৫

দোহা— গয়উ সভা দরবার তব স্মিরি রাম পদ কজ ।
 সিংহ ঠবনি ইত উত চিতব ধীর বীর বল পুজ ॥১৮॥

চৌ—বন্দে যবে প্রভু তা'রে হিয়াতে ধরিল। মন্তক নমিয়া তবে অঙ্গদ চলিল।
 প্রভুর প্রতাপে হিয়া যা'র শঙ্কাহীন। এহেন কুশলী রণে অঙ্গদ প্রবীণ ॥১
 পুরে যে'য়ে কপি হেরে রাবণ-মন্দন। ক্রীড়ারত তা'র সনে হইল মিলন ॥২
 কথায় কথায় দম্ব দৌহার বাড়িল। তরুণ অমিত বলী দুই জন ছিল ॥২
 রাক্ষস অঙ্গদ'পরে লাথি উঠাইল। পদে ধরি' ভূমি'পরে অঙ্গদ ফেলিল ॥
 রাক্ষসেরা হেরে যবে তা'রে যোদ্ধা ভারী। যেথা সেথা ধেয়ে চলে ফুকানিতে
 নারি' ॥৩

এক আনে মর্দ-কথা কেহ না কহিল। রক্ষো-বধ প্রব জানি' নির্বাক হইল ॥
 পুর-মাঝে কোলাহল উখিত হইল। চিন্তে—সেই কপি আসে যে লক্ষা আলিল ॥৪
 অতীব সন্তোষে সবে করিল বিচার। বিধির বিধি না জানি হয় কি প্রকার ॥
 পুছিবার আগে সবে পথ দেখাইল। যার পানে হেরে তার মুখ শুকাইল ॥৫
 দোহা— সন্তা-দরবারে তবে উপনীত রাম-পদ-কমল স্মরিয়া।

সিংহ-গতি চলে বীর ধীর বলী চারিদিকে চাহিতে থাকিয়া ॥১৮॥

মূল

চৌ—ভুরত নিসার্চর এক পঠাব। সমাচার রাবনহি জনাব ॥
 সুনত বিহঁসি বোলা দসসীস। আনহু বোলি কহঁ কর কীস। ॥১
 আয়সু পাই দূত বহু ধাএ। কপিকুঞ্জরহি বোলি লৈ আএ ॥
 অঙ্গদ দীখ দসানন বৈসে'। সহিত প্রান কজ্জলগিরি জৈসে' ॥২
 ভুজা বিটপ সির স্বল্প সমান। রোমাবলী লতা জমু নান ॥
 মুখ নাসিকা নয়ন অরু কান। গিরি কন্দরা খোহ অনুমান ॥৩
 গয়উ সন্তা' মন নেকু ন মুর। বালিতনয় অতিবল বা'কুর ॥
 উঠে সন্তাসদ কপি কহঁ দেখী। রাবন উর ভা ক্রোধ বিসেবী ॥৪
 দোহা— জথা মন্ত গজ জুখ মছ' পঞ্চানন চলি জাই।
 রাম প্রতাপ স্মিরি মন বৈঠে সন্তা' সিরু নাই ॥১৯॥

পঞ্চান্নবাদ

চৌ—ভরা এক নিশাচরে সেথা পাঠাইল। রাবণেরে সমাচার সে জানা'য়ে দিল ॥
 স্মিয়া হাসিয়া তবে কহে দশানন। কোণাকার কপি ডাকি' কর আনয়ন ॥১

বাংলা অর্থ—জানত অহঁউ—জাত আহি; বতকহঁ—বতাবর্ত্ত; রম বা'কুরা—
 রণনিপুণ; বন্ধা—নির্ভয়; ভেটা—লাকাৎ; করষ—বিবাদ; লাভ—লাথি; পটকেউ—
 আছাড় মারিল; ভূমি ভবঁজি—ভূমিমাৎ করিয়া; জারী—জালাইয়াছে; করভারা—
 বিধাতা; কাহ ধোঁ—কি না (whether or); সুখাই জাই—তুকাইয়া গেল; ঠবনি—
 পদক্ষেপ; কাহ—ক; পদ কজ্জ—পদকমল; মন্ত—মার্গ; (দোহা—১৭-১৮)

আজ্ঞা লভি' বহু দূত তার পানে যায়। ডাকি' সে বানর-বীরে আনিল সেখায় ॥
 অঙ্গন ছেরিল সেখা আসীম রাবণ। সজীব কঙ্কলগিরি দেখায় যেমন ॥২
 ভুজ বৃক্ষ-সম শির শৃঙ্গের সমান। রোগাবলী যেন তার লতার বিতান ॥
 মুখ ও নাসিকা তথা আঁখি আর কান। পর্বত-কন্দর-খাদ হয় অনুমান ॥৩
 সন্তাতে উন্মুক্ত মন নাহি গেল টলি'। বালির তনয় সেই ছিল অতি বলী ॥
 কপি হেরি' সভাসদে উঠিতে দেখিয়া। অতি ক্রোধে ভরি' গেল দশানন-হিয়া ॥৪
 দোহা— মন্ত গজ-মুখ-মাঝে সিংহ যথা। অশঙ্কিত খাবমান হয়।

রামের প্রতাপ মনে স্মরি' কপি শির নমি' সভাসীন রয় ॥১৯॥

মূল

চৌ—কহ দসকণ্ঠ কবন তৈঁ বন্দর। গৈ' রঘুবীর দূত দসকঙ্কর ॥
 মম জনকহি তোহি রহী মিতাই। তব হিত কারন আয়উ' ভাই ॥১
 উত্তম কুল পুলন্তি কর নাতি। শিব বিরঞ্চি পূজেছ বহু ভা'তি ॥
 বর পায়ছ কীম্বেছ সব কাজ। জীতেছ লোকপাল সব রাজা ॥২
 নৃপ অভিমান মোহ বস কিংবা। হরি আনিছ সীতা জগদম্বা ॥
 অব শুভ কহা সুনছ তুমহ মোরা। সব অপরাধ ছমিহি প্রভু তোরা ॥৩
 দশম গহছ ত্বন কণ্ঠ কুঠারী। পরিজন সহিত সজ নিজ নারী ॥
 সাদর জনকসুতা করি আগৈ। এহি বিধি চলছ সকল ভয় ত্যাগৈ ॥৪
 দোহা— প্রনতপাল রঘুবংশমনি ত্রাহি ত্রাহি অব মোহি।

আরত গিরা সুনত প্রভু অভয় করৈগো তোহি ॥২০॥

পঞ্চাশতাব্দ

চৌ--দশানন কহে—কেন তব আগমন? আমি রঘুবীর দূত জানো দশানন ॥
 পিতার মিত্রতা ছিল জানি তব সন। হেথা উপস্থিত তব মঙ্গল-কারণ ॥১
 শুভ-কুলে জন্ম তব পুলন্তোর নাতি। পূজিয়াছ শিব ব্রহ্মা যত দেব-জাতি ॥
 বর লাভ করিয়াছ সিদ্ধ বহু কাজে। জিনিলে সকল তুমি লোকপালরাজে ॥২
 নৃপ-অভিমানে হ'য়ে মোহ-বশে কিম্বা। হরিয়া আনিলে তুমি সীতা জগদম্বা ॥
 তব শুভ কহি তোমা' সুনছ এবার। মম প্রভু সব দোষ ক্ষমিবে তোমার ॥৩
 দাঁতে ত্বন ধরি' কণ্ঠে লইয়া কুঠারি। পরিজন-সহ ল'য়ে সজ নিজ নারী ॥
 সাদরে সীতারে ল'য়ে সর্ব-পুরোভাগে। যথা কহি বেলো এবে সর্ব-ভয়-ত্যাগে ॥৪
 দোহা— কহ—‘ভক্ত-পাল! রঘুবংশমনি! “ত্রাহি” “ত্রাহি” এখন আমরাই’
 আর্তি-ভরা বাণী শুনিলে সে প্রভু দানিবেন অভয় তোমারে ॥২০॥

বাংলা অর্থ—কপিকঙ্করহি—কপিশ্রেষ্ঠকে; কঙ্কলগিরি—কাল পাহাড়; বৃক্ষ—
 (পর্বত) শৃঙ্গ; খোছ—গহ্বর; নেকু—ঘর; মুরা—অগভীর; পঞ্চানন—সিংহ; কবন
 তৈঁ—কে তুই; দসন—দশন, দাঁত; দসকঙ্কর—দশানন; (দো—১৯-২০)

চৌ—রে কপিপোত বোলু সস্তারী। মুড় ন জানেছি মোহি সুরারী ॥
 কহ নিজ নাম জনক কর ভাই। কেহি নাওঁ মাগিঞি মিভাই ॥১
 অঙ্গদ নাম বালি কর বেটা। তাসোঁ কবহু ভট্টে হী ভেটা ॥
 অঙ্গদ বচন সুনত সকুচান। রহা বালি বানর মৈঁ জানা ॥২
 অঙ্গদ তহীঁ বালি কর বালক। উপজেছ বংস অনল কুল ঘালক ॥
 গর্ভ ন গয়হু বার্থ তুমহু জায়হ। নিজ মুখ তাপস দূত কহায়হ ॥৩
 অব কহ কুসল বালি কই অহুই। বিহঁসি বচন তব অঙ্গদ কহুই ॥
 দিন দস গএঁ বালি পহিঁ জাই। ব বোহু কুসল সখা উর লাই ॥৪
 রাম বিরোধ কুসল জসি হোই। সোঁ সব তোহি সুনাইহি সোঁ ॥
 সুনু সঠ ভেদ হোই মন তাকৈঁ। শ্রীরঘুবীর হৃদয় নহিঁ জাকৈঁ ॥৫

দোহা— হম কুল ঘালক সত্য তুমহু কুল পালক দসসীস।
 অঙ্গউ বধির ন অস কহহিঁ নয়ন কান তব বীস ॥২১॥

পঞ্চাশত

চৌ—কপি-পুত্র! তুমি মুখ সামালিয়া বলো। সুরারি বলিয়া মোরে না জানিছ
 ভালো ॥

নিজ নাম কহি' ভাই পিতৃ-নাম কহ। কোন্ বলে বজ্রের তুমি দাবী চাহ ॥১
 অঙ্গদ আমার নাম বালির তনয়। তার সনে কি হে তব ছিল পরিচয়?
 অঙ্গদ-বচনে রক্ষ: হয় সঙ্কটত। কহে—কপি! বালি-সনে ছিন্দু পরিচিত ॥২
 অঙ্গদ! তুমি কি সেই বালির বালক? কুলান্দার-সম বটে কুলের ঘাতক ॥
 গর্ভনাশ না হইল বখা জনমিলে। আপনি তাপস-দূত পরিচয় দিলে ॥৩
 কহত কুশল, এবে বালি কোথা রহে? হাসিয়া অঙ্গদ তা'রে তবে এই কহে—
 “দিন দশ মাঝে তুমি বালি-পার্শ্ব গিয়া। কুশল বুঝিবে সখা-হিয়া আলিজিয়া” ॥৪
 রাম-সহ বিসম্বাদে তাঁহার কুশল। তিনি তোমা' শুনাবেন তখন সকল ॥
 সুন শঠ! ভেদ-বুদ্ধি মনে আসে তা'র। রঘুবীর হিয়া-মাঝে নাহি রহে যা'র ॥৫
 দোহা— ওহে দশানন! কুলঘাতী আমি তুমি হ'লে বুঝি কুলের পালক?
 অঙ্গ ও বধির কেহ নাহি কবে তুমি ত বিশ চক্ষু-কর্ণধারক ॥২১॥

২৭

চৌ—সিব বিরক্তি সুর মুন সমুদাই। চাহত আশ্র চরন সেবকাই ॥
 ভাসু দূত হোই হম কুল বোরা। অইসিহুঁ মতি উর বিহর ন ভোরা ॥১
 সুন কঠোর বানী কপি কেরী। কহত দশানন নয়ন তরেরী ॥
 খল তব কঠিন বচন সব সহউঁ। নীতি ধর্ম মৈঁ জানত অহউঁ ॥২

কহ কপি ধর্মসীলতা তোরী। হমছ' সুনী কৃত পর ত্রিয় চোরী॥
 দেখী নয়ন দূত রখবারী। বুড়ি ন মরছ' ধর্ম বৃত্তধারী ॥৩
 কাম নাক বিম্ব ভগিনী নিহারী। ছমা কীম্বি তুমহ ধর্ম বিচারী॥
 ধর্মসীলতা তব জগ জাগী। পাবা দরসু হমছ' বড়ভাগী ॥৪

দোহা— জনি অল্পসি জড় জন্তু কপি শঠ বিলোকু মম বাছ।
 লোকপাল বল বিপুল সসি এসন হেতু সব রাছ ॥২২ক॥
 পুনি নন্ত সয় মম কর নিকর কমলম্বি পর করি বাস।
 সোভত ভয়উ মরাল ইব সন্তু সহিত কৈলাস ॥২২খ॥

পত্নাহ্বাদ

রাবণ-অজ্ঞান সংবাদ

চৌ—শিব, ব্রহ্মা, সুর মুনি আদি সর্বজন। সেবিতে চাহেন যার যুগল চরণ॥
 তাঁর দূত আমি যদি কুল-ধ্বংসকারী। তব হিয়া না বিদরে হেন অভিধারী? ১
 কপীশ-কঠোর-বাণী শুনি' দশানন। নয়ন বাঁকায়ে তা'রে কহেন বচন॥
 পরুষ-বচন তব হে খল! সহিলু। নীতি-ধর্ম-জ্ঞান আমি যেহেতু ধরিলু ॥২
 কপি ক'ন—জানি তোমা' অতি ধর্ম্যচারী। শুনি তুমি হরিয়াছ সতী পর-নারী॥
 অচক্ষে হেরিলু যথা দূত-রক্ষাকারী। কেন না ডুবিয়া মর ধর্ম-ব্রতচারী? ৩
 কণ্ঠিত-নাসিকা-কর্ণ নিজ ভগ্নি হেরি'। ক্ষমা করিয়াছ তুমি ধরম বিচারি'॥
 ধরম-সীলতা তব জানে জগজ্জন। বড় ভাগ্য করি' পাই তোমা' দরশন ॥৪

দোহা— বৃথা বাক্য ত্যজি' মূর্থ কপি শঠ! হের এবে মম বলী বাছ।
 লোকপাল-বল-বিপুল-শরীরে গ্রাসিবার তরে ইহা রাছ ॥২২ক॥
 পুন নন্ত-সরে পদ্ম-সম মম বাছ দু'টি, যার'পরে বাসে।
 শোভমান হ'ন মহেশ্বর সহিত মরালের সম কৈলাসে ॥২২খ॥

মূল

চৌ—তুমহরে কটক মাঝ স্নান অজ্ঞদ। মো সম ভিরিহি কবন জোখা বদ॥
 তব প্রভু নারি বিরহ বলহীন। অনুজ তাসু দুখ দুখী মলীন ॥১
 তুমহ স্ত্রীকুল কুলক্রম দৌড়। অনুজ হমার ভীকু অতি সৌড়॥
 জামবন্ত মল্লী অতি বুঢ়া। সো কি হোই অব সমরারুঢ়া ॥২
 সিল্লি কম' জানহি' নল নীলা। হৈ কপি এক মহা বলসীলা ॥
 আবা প্রথম নগরু জেহি' জার। সুনত বচন কহ বালিকুমার ॥৩

বাংলা অর্থ—কপি পোত—কপিপুত্র, বানব; ষোলু—বল; নাতে—আত্মীয়তা;
 উপজ্জহ—জন্মাইয়াছ; ঘাল—ঘাতক; কহায়ছ—কহিলে; বুঝেছ—জিজ্ঞাসা করিবে;
 বোরা—ডুবাইয়া দিয়াছি; বিহর—বিদীর্ণ হয়; তরেরী—বাঁকাইয়া; বুড়ি—ডুবিয়া;
 সোভত ভয়উ—শোভমান হইল; জনি জন্মসি—একবৎ করে না; (দো—২১-২২ ক, খ)

সত্য বচন কহ নিসিচর মাছ। সাঁচেছ কীস কীম্হ পুর দাছ।
 রাবন নগর অঙ্গ কপি দহই। শুনি অস বচন সত্য কো কহই ॥৪
 জো অতি স্তম্ভট সরাহেছ রাবন। সো স্তম্ভীব কের লঘু ধাবন ॥
 চলত বহুত সো বীর ন হোই। পঠবা খবরি লেন হম সোই ॥৫

দোহা— সত্য মগরু কপি জারেউ বিনু প্রভু আয়সু পাই।
 ফিরি ন গয়উ স্তম্ভীব পহিঁ তেহিঁ ভয় রহা লুকাই ॥২৭ক॥
 সত্য কহহি দসকণ্ঠ সব মোহি ন স্ননি কছু কোহ।
 কোউ ন হমারৈ কটক অস তো সন লরত জো সোহ ॥২৩খ॥
 শ্রীতি বিরোধ সমান সন করিঅ নীতি অসি আহি।
 জোঁ যুগপতি বধ মেড়ু কনহি ভল কি কহই কোউ তাহি ॥২৩গ॥
 জম্বপি লঘুতা রাম কহঁ তোহি বধেঁ বড় দোষ।
 তদপি কঠিন দসকণ্ঠ স্নমু ছত্র জাতি কর রোষ ॥২৩ঘ॥
 বক্র উক্তি ধমু বচন সর হৃদয় দহেউ রিপু কীস।
 প্রতিউত্তর সড়সিম্হ মনছ কাঢ়ত ভট দসসীস ॥২৩ঙ॥
 ইসি বোলেউ দসমৌলি তব কপি কর বড় গুন এক।
 জো প্রতিপালই তাসু হিত করই উপায় অনেক ॥২৩চ॥

পদ্মাবাদ

চো—হে অঙ্গদ ! শুন হেন যোদ্ধা কোন্ জন ? তব সেনাদলে যেই যুঝে অম সন ?
 নারীর বিরহে তব প্রভু বলহীন। দুঃখিত অনুজ তা'র দুখেতে মলিন ॥১
 ভূমি ও স্তম্ভীব দোহা নদী-কূল-তরু। আমার অনুজ, সে ত অতিশয় ভীৰু ॥
 অতি বৃদ্ধ মন্ত্রী হ'ন নিজে জাম্ববান্। সে কি কছু হ'তে পারে যুদ্ধে আগুয়ান ॥২
 শিল্প-কর্যো শুধু পটু জেনো নল নীল। তবে এক কপি আছে, মহাবলশীল ॥
 যে প্রথম পুরে আসি' লক্ষী জালাইল। বালির কুমার শুনি' তখন কহিল ॥৩
 নিশাচর-নাথ ! কহ প্রকৃত বচন। সত্যই কি করে কপি নগর দহন ॥
 বিরাট রাবণ-পুত্রী ক্ষুজ কপি দহে। এই কথা বলো কেবা সত্য বলি' কহে ॥৪
 যাহারে স্তম্ভোদ্ধা বলি' প্রশংস রাবণ ! স্তম্ভীবের দূত সেই অতি সাধারণ ॥
 সে পারে দোড়া'তে বটে বীর নাহি হয়। তাহারে পাঠাই আমি নিতে পরিচয় ॥৫
 দোহা— সত্য বটে শুনি' পুর জালাইল প্রভু-অজ্ঞা নাহিক লভিয়া।
 তাই নাহি ফিরে স্তম্ভীবের পাশ তার ভয়ে রহে লুকাইয়া ॥২৩ক॥
 সত্য কহ সব দশামন বটে নাহি অম রোষ কিছু ইথে।
 অম সেনা-মাঝে হেন কেহ নাই তব সনে সমর্থ যুঝিতে ॥২৩খ॥
 “শ্রীতি ও বিরোধ সমানে সমানে এই নীতি সর্বজনে জানে।
 যুগপতি যদি ভেকে করে বধ তাহা ভাল কেহ নাহি মানে ॥২৩গ॥

বঙাপি লঘুতা হইবে রামের তোমার নিধনে বড় দোষ ।
 তথাপি শুন ওহে দশানন ! ক্ষত্রিয়ের দুর্নিবার রোষ ॥২৬॥
 বক্রোজি-ধনুকে জুড়ি' বাক্য-বাণ রিপু-হৃদে অঙ্গদ হানিল ।
 সাঁড়াঙ্গী সমান প্রত্যুত্তর দিয়া দশানন তাঁহা আকর্ষিল ॥২৭॥
 হাসিয়া কহেন দশানন তবে বানরেরা এক গুণ ধরে ।
 যে পালিবে তারে বিবিধ প্রকারে নানা ভাবে তাঁ'র শুভ করে ॥২৮॥

মূল

চৌ—ধন্য কীস জো নিজ প্রভু কাজ। জই তই নাচই পরিহরি লাজ। ॥
 নাচি কুদি করি লোগ রিঝাঞ। পতি হিত করই ধর্ম নিপুনাঞ ॥১
 অঙ্গদ স্বামিস্ত্রু তব জাতি। প্রভু গুন কস ন কহসি এহি ভাঁতী ॥
 মৈ' গুন গাহক পরম সুজানা। তব কট্ট রটনি করউ' মই' কানা ॥২
 কহ কপি তব গুন গাহকতাঞ। সত্য পবনসুত মোহি সুনাজে ॥
 বন বিধংসি সুত বমি পুর জারা। তদপি ন তেহি' কছু কৃত অপকারা ॥৩
 সোই বিচারি তব প্রকৃতি স্নহাজে। দসকঙ্কর মৈ' কীন্হি চিঠাজে ॥
 দেখেউ' আই জো কছু কপি ভাষা। তুমহরে' লাজ ন রোষ ন মাথা ॥৪
 জো' অসি মতি পিতৃ খাএ কীসা। কহি অস বচন হঁসা দসসীসা ॥
 পিতহি খাই খাভেউ' পুনি তোহী। অবহী' সমুঝি পরা কছু মোহী ॥৫
 বালি বিমল জস ভাজন জানী। হতউ' ন তোহি অধম অভিমানী ॥
 কহ রাবন রাবন জগ কেতে। মৈ' নিজ শ্রবন শ্রুনে সুনু জেতে ॥৬
 বলিহি জিতন এক গয়উ পতাল। রাখেউ বাঁদি সিসু নুহ হরসাল ॥
 খেলহি' বালক মারহি' জাঞ। দয়া লাগি বলি দীন্হ ছোড়াঞ ॥৭
 এক বহোরি সহস ভুজ দেখা। ধাই ধরা জিমি জন্তু বিসেয়া ॥
 কোতুক লাগি ভবন লৈ আবা। সো পুলাস্ত্র মুনি জাই ছোড়াবা ॥৮

দোহা— এক কহতি মোহি সকুচ অতি রহা বালি কী' কাঁখ ।
 ইন্হ মছ' রাবন তৈ' কবন সত্য বদহি তজি মাখ ॥২৯॥

বাংলা অর্থ—ভিরিহি—ভিড়িবে; সরাহেছ—প্রশংসা করিলে; ধাবন—ধাবমান
 দূত; খবরি—সংবাদ; তেহি'—সেই; কোহ—ক্রোধ; তো সন—তোমার সঙ্গে; সোহ
 —শোভা পায়; আছি—আছে; মেড়ু কন্হি—ডেককে; সড়সিনুহ—সাঁড়াপি দ্বারা;
 কাটুত—কাড়িয়া বাহির করিল; রিঝাঞ করি—সম্বষ্ট করিয়া; রটনি—রটনা, বৃথা
 বাক্য; গুন গাহকতাঞ—গুণগ্রাহকতা; সমুঝি পরা—বুঝিতে পারিয়াছি; লড়ত সোহ
 —যুদ্ধ করিতে শোভা পায়; কাঁখ—কোলে; মাখ—ক্রোধ; (দো—২০-২৪)

চৌ—ধন্য কপি বটে সাধে নিজ প্রভু-কাজ। যেথা সেথা মৃত্যু করে পরিহারি' লাজ
নাচিয়া কুঁদিয়া সদা তুবিবে জনতা। প্রভু-হিতে দেখাইবে স্বধর্ম-নিষ্ঠতা ॥১
হে অঙ্গদ! প্রভু-ভক্ত! তব জাতি জানি। প্রভু-গুণ কহ তাই এহেন বাখানি' ॥
গুণগ্রাহী ধরি আমি সবিশেষ জ্ঞান। তব মিথ্যা রটনাতে নাহি দেই কান ॥২
কন কপি—তব গুণ-গ্রাহিতা-প্রমাণ। পূর্বেই পবন-স্বত আমারে শুমান ॥
স্বতে বধি' তব বন নগর জালাম। তথাপি অনর্থ কিছু তোমা' না ঘটায় ॥৩
বিচারিয়া তব সেই প্রকৃতি সুন্দর। প্রগল্ভতা আচারিমু হে দশ-কঙ্কর ॥
কপি-বাক্য সব সত্য স্বচক্ষে হেরিমু। লাজ, রোষ, গর্ব তব নাই তা' মানিমু ॥৪
“হেন মতি ধর তাই খাইলে পিতারে”। রাবণ হাসিয়া হেন কহিল। তাহারে ॥
পিতারে ভঙ্কিয়া পুন খাইতাম তোরে। কিন্তু এবে অজা কিছু আছে বুঝিবারে ॥৫
বালির বিমল-কাঁপ্তি নিদর্শন জানি'। হানি নাই তোরে তুই হীন অভিমানী ॥
ধরাতে রাবণ কত? বলত রাবণ! আমি শুনিয়াছি যত করুণে শ্রবণ—
বলিরে জিনিতে এক চলিল পাতালে। শিশুগণ বাঁধি' রাখে তা'রে অশ্বশালে ॥
শিশু-দল তা'রে ল'য়ে খেলে আর মারে। সদয় হইয়া বলি ছেড়ে দিল তা'রে ॥৭
সহস্র-বাহু হেরিলা অপর রাবণ। ভাবিয়া অপূর্ব জন্তু করিল ধারণ ॥
কৌতুকের তরে তা'রে গৃহে ল'য়ে যায়। পশ্চাৎ পুলস্ত্য-মুনি তাহারে ছাড়ায় ॥৮
দোহা— একজন কথা কহিতে সঙ্কোচি বালির বগলে স্থিতি যা'র।
এ' সবার মধ্যে তুই কেবা হোস' সত্য বল' ত্যজি' অহঙ্কার ॥২৪॥

মূল

চৌ—সুস্থ সঠি সোই রাবন বলসীলা। হরগিরি জান জাসু ভুজ লীলা ॥
জান উমাপতি জাসু সুরাজে। পূজেউ' জেহি সির সুমন চড়াই ॥১
সির সরোজ নিজ করম'হি উতারী। পূজেউ' অমিত বার ত্রিপুরারী ॥
ভুজ বিক্রম জানহি' দিগপালা। সঠি অজহু' জিনহ কে' উর সালা ॥২
জানহি' দিগগজ উর কঠিনাজে। জব জব ভিরউ' জাই বরিআজে ॥
জিনহ কে দসন করাল ন ফুটে। উর লাগত মূলক ইব টুটে ॥৩
জাসু চলত ডোলতি ইমি ধরনী। চতুত মন্ত গজ জিমি লঘু তরনী ॥
সোই রাবন জগ বিদিত প্রতাপী। সুনৈহি ন শ্রবন অলীক প্রলাপী ॥৪
দোহা— তেহি রাবন কই লঘু কহসি নর কর করসি বখান ॥
রে কপি বব'র খব' খল অব জানা তব গ্যান ॥২৫॥

পঞ্চাঙ্গবাদ

চৌ—শোন ধূর্ত! আমি সে রাবণ বলবাম। কৈলাসে আছয়ে যা'র বলের প্রমাণ ॥
উমাপতি-সুবিদিত বারত আমার। অশিরঃ-কুসুম দিয়া পূজা করি তাঁ'র ॥১

শিরপদ্ম নিজ হস্তে করিয়া কর্তন । বহুবীর শিবে আমি করেছি অর্চন ॥
 দিক্‌পালগণ জানে আমার বিক্রম । আজিও তা'দের হৃদে বিদ্ধ শূলোপম ॥২
 দিগ্‌গজেরা জানে মম ছাতির নিক্রম । যখন তা'দের সনে করেছি সংগ্রাম ॥
 গজদন্ত তা'র মোর বৃকে না ফুটিয়া । নরম মূলার মত গিয়াছে টুটিয়া ॥৩
 মত্ত গজ আরোহণে ক্ষুজ ভরী-সম । আমার গমনে দোলে ধরনী বিষম ॥
 যে রাবণ ধরা-মাঝে বিখ্যাত প্রতাপী । শোননি কি কানে কভু অলীক প্রতাপী ? ৪
 দোহা— সেই রাবণের লঘুতা বর্ণিয়া নর-শক্তি করিস্ বাখান ।

রে কর্প বর্কর ! অতি ক্ষুজ খল জানিলাম তোর কত জ্ঞান ॥২৫॥

মূল

চৌ—সুনি অঙ্গদ সকোপ কহ বানী । বোলু স'ভারি অধম অভিমানী ॥
 সহসবাহু ভুজ গহন অপার । দহন অনল সম জাসু কুঠার ॥১
 জাসু পরসু সাগর খর ধার । বুড়ে নৃপ অগনিত বহু বার ॥
 তাসু গব' জেহি দেখত ভাগা । সো নর কোঁ দসসীস অভাগা ॥২
 রাম মনুজ কস রে সঠ বজা । ধবী কামু নদী পুনি গজা ॥
 পশু সুরধেনু কল্পতরু রুখা । অন্ন দান অরু রস পীযুষা ॥৩
 বৈনভেম খগ অহি সহসানন । চিন্তামনি পুনি উপল দসানন ॥
 সুরমু মতিমন্দ লোক বৈকুণ্ঠা । লাভ কি রঘুপতি ভগতি অকুণ্ঠা ॥৪
 দোহা— সেন সহিত ভব মান মথি বন উজারি পুর জারি ।
 কস রে সঠ হনুমান কপি গয়উ জো তব স্তত মারি ॥২৬॥

পদ্মাবাদ

চৌ—অঙ্গদ শুনিয়া ক'ন কোপ-ভরা-বাণী । সামালিয়া কথা বলু হীন অভিমানী ॥
 সহস্রবাহুর ভুজ-কানন অপার । অগ্নি-সম দহিয়াছে বাহার কুঠার ॥১
 পরসু-সাগর-খর-ধারা-অতো বঁ'র । ডুবিল অসংখ্য নৃপ একবিশবার ॥
 বঁ'রে ছেরি' তাঁর গর্কব হয় বিচূর্ণন । সে কেমনে নর ওরে অভাগা রাবণ ! ২
 ওরে মূর্খ শঠ ! রাম মনুষ্য কেমন ! মদন কি ধবী ? গজা নদী সাধারণ ?
 কামধেনু পশু, তরু কল্পতরু কিবা ? সুধা কিবা রস ? অন্ন দান কহে কেবা ? ৩
 গরুড় কি পাখা ? শেষ সাপ সাধারণ ? চিন্তামণি কিরে যে সে প্রস্তর ? রাবণ !
 শোন মুঢ় ! বৈকুণ্ঠ কি যে সে লোক পায় ! রাম-ভক্তি সাধারণ ? মুঢ় লভে তাম ? ৪

বাংলা অর্থ—হরগিরি—কৈলাস শরীত ; সুরাজি—শুরত ; করনছি—হাত দ্বারা ;
 সালা—গালগম বিদ্ধ ; ন ফুটে—বিদ্ধ হয় নাই ; রুখা—বৃক্ষ ; মথি—মথিত করিয়া ;
 গালা মারসি—বাক্যব্যয় করিতেছে ; পরজরা—আরো অলিয়া উঠিল ; সক্রারি—
 ইজ্রিজিৎ, ঐশ্বর্যবাদ ; বারি—সম্পূর্ণভাবে ; জোরি—হুড়িয়া ; নাখছি—উত্তীর্ণ হয় ;
 ভরাবা—ভরাইয়াছে ; বসীঠ—দূত ; জেনে—হোম করিয়াছে ; (দো—২৫—)

দোহা— সেনা-সহ তব মান নানি' বন উজাড়িয়া নগর দহিয়া ।
বীর-পুত্রে তব বধি' চলি' গেল হম্মু কপি কেমন করিয়া ? ॥২৬॥

মূল

চৌ—সুন্দর রাবন পরিহারি চতুরাজি । ভজসি ন কৃপাসিদ্ধু রঘুরাজি ॥
জ্যো' খল ভএসি রাম কর জ্যোহী । ব্রহ্ম রুজ সক রাখি ন তোহী ॥১
মুঢ় ব'খা জনি মারসি গালা । রাম বয়র অস হোইহি হালা ॥
তব সির নিকর কপিহ কে অর্গে । পরিহহি' ধরনি রাম সর লাগে ॥২
তে তব সির কন্দুক সম নানা । খেলিহহি' ভালু কীস চোগানা ॥
জবহি' সগর কোপিহ রঘুনায়ক । ছুটিহহি' অতি করাল বহু সায়ক ॥৩
তব কি চলিহি অস গাল তুন্হার । অস বিচারি ভজ রাম উদার ।
সুন্দর বচন রাবন পরজরা । জরত মহানল জম্মু ঘুত পরা ॥৪

দোহা— কুন্তকরন অস বজ্জু মম স্তত প্রসিদ্ধ সক্রারি ।
মোর পরাক্রম নহি' স্নেহি জিতেউ' চরাচর ঝারি ॥২৭॥

পত্নাম্বাণ

চৌ—পরিহারি' চতুরতা শুন হে রাবণ । কৃপাসিদ্ধু রামে যদি না কর ভজন ॥
যদি খল ! রামজ্যোহী হইতে চাহিবে। ব্রহ্মা, রুজ আদি তোমা' রাখিতে নারিবে ॥
ওরে মুঢ় ! ব'খা নাহি গাল বাজাইবে । রাম-সহ বৈরী-ভাবে দুর্দশা লভিবে ॥
রাম-শরে তব শির হইবে খণ্ডিত । কপি-অগ্রে ধরাতলে হইবে লুপ্তি ॥২
যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হবে যবে রঘুর নায়ক । ছুটিবে করাল অতি বিবিধ সায়ক ॥
তব শির হ'বে জেনো কন্দুক সমান । কপি-শব্দ তাহা ল'য়ে খেলিবে চোগান ॥
তখন কি বাকচাতুর্য্যে রবে হেন মদ । ইহা বিচারিয়া ভজ রাঘবের পদ ॥
এহেন কথাতে আরো রাবণ জলিল । মহানলে যেন কেহ ঘুতছতি দিল ॥৪
দোহা— কুন্তকর্ণ হেন জানো মম ভাই, পুত্র বিশ্বক্রান্ত ইন্দ্রজিৎ ।
পরাক্রম মম তব শুনা নাই, ত্রিভুবন আমা' দ্বারা জিত ॥২৭॥

মূল

চৌ—সঠ সাখাম্বুগ জোরি সহাজি । বাঁধা সিদ্ধু ইহই প্রভুতাজি ॥
নাথহি' খগ অনেক বারীসা । সূর ন হোহি' তে স্তম্ভ সব কীসা ॥১
মম ভুজ সাগর বল জল পুরা । জই ব'ড়ে বহু সুর নর সুরা ॥
বীস পরোধি অগাধ অপারা । কো অস বীর জো পাইহি পারা ॥২
দিগপালনহ মৈ' নীর ভরাবা । ভুগ স্তম্ভস খল মোহি স্তম্ভাবা ॥
জ্যো' পৈ সগর স্তম্ভত তব নাথা । পুনি পুনি কহসি জাম্ম শুন গাথা ॥৩
ভৌ বসীঠ পঠবত কেহি কাজা । রিপু সন প্রীতি করত নহি' লাজা ॥
হরগিনি মখন নিরখু মম বাহু । পুনি সঠ কপি নিজ প্রভুহি সন্ন্যাস ॥৪

দোহা— সূর কবন রাবন সরিস স্বকর কাটি ছোহি সীস ।

হেনে অনল অতি হরষ বহু বার সাধি গৌরীস ॥২৮॥

পত্নাহবদ

চৌ—ওরে শঠ ! বানরের লইয়া শরণ । সিদ্ধুর বন্ধনে রাম-প্রভাপ এমন ?
কত পাখী করে নিত্য সমুজ-লজ্বল । তাহাদের বীর বলি' কে করে গণন ? ১
মম এক ভুজ-সিদ্ধু শক্তি-জলে ভরে । যাহাতে ডুবিল বহু বীর, স্তব, মরে ।
বিশ্ৰুতি এ' ভুজ-সিদ্ধু অগাধ অপার । কেবা হেন বীর যেই, পেয়ে যাবে পার ৥২
দিকপালগণ সবে বহে মম জল । আমারে রামের বশ শুনাইছিস্ খল !
ভোর প্রভু যদি যোদ্ধা সমরে নিপুণ । পুনঃ পুনঃ শুনাইলি যা'র বহু গুণ ॥৩
তবে দূত পাঠাইল লাগি' কোন্ কাজ । রিপু-সনে প্রীতি করে নাহি তা'র লাজ ?
জাখ্ মম বাহু মখে কৈলাশ-ভুধর । পরে নিজ প্রভু-গুণ গাহিবি বানর ! ৪
হোহা— কোন্ বীর বল্ রাবণ-সমান শির কাটে স্বহস্তে তাহার ।

দেয় হোমানলে বহু বার হর্ষে সাক্ষী তা'র নিজে মহেশ্বর ॥২৮॥

মূল

চৌ—জরত বিলোকেউ জবহি' কপাল। বিধি কে লিখে অঙ্ক নিজ ভাঙ্গা ॥
মর কেঁ কর আপন বধ বাঁচি । হৈসেউ জানি বিধি গিরা অসাঁচি ॥১
সোউ মন সমুঝি ত্রাস নহি' মোরে' । লিখা বিরক্তি জরঠ মতি ভোরে' ॥
আন বীর বল সঠ মম আগৈ' । পুনি পুনি কহসি লাজ পরিত্যাগৈ' ॥২
কহ অঙ্গদ সলজ্জ জগ মাহী' । রাবন তোহি সমান কোউ নাই' ॥
লাজবস্ত তব সহজ স্তম্ভাউ । নিজ মুখ নিজ গুণ কহসি ন কাউ ॥৩
সির অরু সৈল কথা চিত রহী । তাতে বার বীস তৈ' কহী ॥
সো ভুজবল রাখেছ উর ঘালী । জীতেছ সহসবাহু বলি বালী ॥৪
স্বল্প মতিমন্দ দেহি অব পুরা । কাটে' সীস কি ছোহিঅ সূরা ॥
ইন্দ্রজালি কহ' কহিঅন বীরা । কাটই নিজ কর সকল সন্নীরা ॥৫

দোহা— জরহি' পতঙ্গ মোহ বস তার বহি' খর বন্দ ।

তে নহি' সূর কহাবহি' সমুঝি দেখু মতিমন্দ ॥২৯॥

চৌ—অলিতে হেরিলু বটে আমার কপালে । বিধির বিধান লিখা হেন মম ভালে
'মর-হস্তে বধ তব'—মিথ্যা সে লিখন । বিধি-বাণী মিথ্যা জানি' হাসিলু তখন ॥১

বাংলা অর্থ—রাখি সক—রাখিতে পারে ; গালা মারসি—গালবাজি করিবে ;
পরহছি—পড়িবে ; চোগানা খেলিহছি—ডাঙাগুলি খেলিবে ; বারীসা—সমুজ ;
জোরি—একত্র করিয়া ; পুরা—পূর্ণ ; বুড়ে—ডাওয়া যায় ; জো' পৈ.....ভো—বদি....
তবে ; হরগিরি—কৈলাশ পর্বত ; বসীঠ—দূত ; (দো—২৭-২৮)

ভাছা মনে জানি' ভবু জাশ নাহি মম । বার্কক্যে বিরিকি হেন করে অভিজ্ঞম ॥
 অন্ন বীর-বল শঠ ! বুঝি এতক্ষণ । লাজ ত্যজি' করেছিল বহুখা বর্ণন ॥২
 কপি কহে—লজ্জাশীল অগৎ-মাঝারে । দশানন তোর তুল্য দেখি নাই কা'রে ॥
 সহজ স্বভাবে হেরি তোরে লজ্জাবান । অমুখে অশ্রুণ কভু না করিস বাখান ॥৩
 'শির কাটি' 'শৈল তুলি' অভিমানী মন । বিশবার তাই শুধু করিছে কীৰ্ত্তন ॥
 সেই ভুজবল হৃদে করিলি সঞ্চয় । কার্ত্তবীৰ্য্য, বলি, বালী যা'রে করে জয় ॥৪
 শোম্ মন্দমতি এবে, দে দেখি উত্তর । শির কাটি' কেবা কোথা হয় বীরবর ?
 যাদুকর-জনে কেহ কহিবে না বীর । নিজ করে সে ত কাটে সকল শরীর ॥৫
 দোহা— পতঙ্গ পুড়িছে মোহেতে বিষল খর-রুদ্ধ বহি' চলে ভার ।
 তা'সবারে বীর কহা যায় কভু বুঝি দেখ মৃঢ় ! এইবার ॥২৯॥

মূল

চৌ—অব জনি বতবঢ়াব খল করহী । স্নহু মম বচন মান পরিহরহী ॥
 দসমুখ মৈ' ন বসীঠী' আয়উ' । অস বিচারি রঘুবীর পঠায়উ' ॥১
 বার বার অস কহই কুপালা । নহি' গজারি জস্তু ব'ম্বে স্বকাল ॥
 মন মছ' সমুঝি বচন শ্রু শু' করে । সহেউ' কঠোর বচন সঠ তেরে ॥২
 নাই' ত করি মুখ ভঞ্জন তোরা । লৈ জা'তেউ' সীতাই বরজোরা ॥
 জানেউ' তব বল অমম সুরারী । সূমে' হরি আনিহি পরনারী ॥৩
 তৈ' নিসিচর পতি গব' বহুভা । মৈ' রঘুপতি সেবক কর দূতা ॥
 জো' ন রাম অপমানহি উরউ' । তোহি দেখত অস কোতুক করউ' ॥৪
 দোহা— তোহি পটকি মহি সেন হতি চৌপট করি তব গাউ' ।
 তব জুবতিনহ সমেত সঠ জনকসুতহি লৈ জাউ' ॥৩০॥

পদ্যাহ্বাদ

চৌ—হে খল ! এখন কথা নাহি বাড়াইবে । আমার বচন শুনি' মান না পুসিবে ॥
 দূত-রূপে দশানন ! না আসি এস্থান । হেন বিচারিয়া রাম আমারে পাঠান ॥১
 বার বার মোরে ইহা কহেন কুপাল । সিংহ যশ নাহি লভে বধিলে শৃগাল ॥
 শ্রু-বাণী মন-মাঝে বিচার করিয়া । তব রুঢ় বাক্য সব ল'য়েছি সহিয়া ॥২
 নতুবা তোমার মুখ দিভাম টুটিয়া । জোর করি' যাইতাম সীতারে লইয়া ॥
 তব বল জানা আছে হে পাণী সুরারি ! হরিয়া আনিলি কিনা অসহায় নারী ॥৩

বাংলা অর্থ—বাঁচী—বাঁচাইয়া ; অস'টী—অসত্য ; জরঠ—রুদ্ধ ; ভোরৈ—ভ্রাতৃ ;
 ভাউঁ—সেই হেতু ; খালী রাখেছ—লুকাইয়া রাখিয়াছ ; জনি বতবঢ়াব করহী—বেশী
 কথা বলিবে না ; বসীঠী—দূত ; স্বকাল—শৃগাল ; ভঞ্জন করি—ভাঙিয়া ; বরজোরা—
 বলপূৰ্ব্বক ; সুরারী—রাক্ষস ; পটকি—আঘাতধারা পরাজিত করিয়া ; হতি—হনন
 করিয়া ; চৌপট—দ্বংস, তছনছ ; সূনে—একাকী পাইয়া ; দো—২২-৫০)

রক্ষ:পতি-গর্বে ভরা মস্ত তব মন । রাখব-সেবক দূত আমি এক জন ॥
 রাম-অপমানে যদি না থাকিত ডর । মজা এক করিতাম এবে তোর 'পর ॥৪
 দোহা— তোরে নিপাতিয়া সেবাদলে হানি' ছারখার করি' লক্ষ্যপুরী ।
 চলিয়া যেতাম জানকীকে ল'য়ে সঙ্গে নিতাম তোর মন্দোদরী ॥৩০॥

মূল

চৌ—জ্যোঁ অস করোঁ তদপি ন বড়াই । যুএছি বধে' নহি' কছু মম্বুসাজি ॥
 কোল কামবস কপিন বিমুঢ়া । অতি দয়িত্ত অজসী অতি বৃঢ়া ॥১
 সদা-রোগবস সম্ভত ক্রোধী । বিষ্ণু বিমুখ শ্রুতি সম্ভ বিরোধী ॥
 তনু পোষক নিম্বক অব খানী । জীবত সব সম চৌদহ প্রানী ॥২
 অস বিচারি খল বধু' ম তোহী । অব জনি রিস উপজাবসি মোহী ॥
 স্ননি সকোপ কহ নিশিচর নাথ । অধর দসন দসি মীজত হাথা ॥৩
 রে কপি অধম মরন অব চহসী । ছোট্টে বদন বাত বড়ি কহসী ॥
 কটু জলসি জড় ক'প বল জাকৈ । বল প্রোতাপ বৃধি তেজ ন তাকৈ ॥৪
 দোহা— অগুন অমান জানি তেছি দীম্হ পিতা বনবাস ।

সো দুখ অরু জুবতী বিরহ পুনি নিসি দিন মম ত্রাস ॥৩১ক॥
 জিম্হ কে বল কর গব' তোছি অইসে মম্বুজ অনেক ।
 খাহি' নিশাচর দিবস নিসি মুঢ় সমুঝু তজি টেক ॥৩১খ॥

গভাবাদ

চৌ—যদি করি হেন তাহে নাহিক বড়াই । মৃতেরে মারিলে কোন বাহাছুরী নাই ॥
 ধন-মস্ত, কাম-বশ, বিমুঢ়, কুপণ । যশহীন, বিস্তহীন, অতি বৃদ্ধ-জন ॥১
 সদা-রোগ-বশ, তথা সর্বদাই ক্রোধী । বিষ্ণুতে বিমুখ, বেদে, সামুতে বিরোধী ॥
 নিম্বে যেই পালকেরে আর পাণী মন—জীবিতেও শব-সম এই চৌদ্দ জন ॥২
 হেন বিচারিয়া খল । না বধিছু তোরে । ক্রোধপর না হবি তুই যেন, তার তরে ॥
 স্ননিয়া সকোপে কহে নিশাচর-নাথ । দাঁতে ওষ্ঠাধর চাপি' ঘসি' হাতে হাত ॥৩
 রে কপি ! অধম বৃদ্ধি মরন মাগিস । ছোট মুখে বড় কথা কহিতে লাগিস ॥
 জড় কপি ! কটু কহিস বল পেয়ে যা'র । বল বুদ্ধি শক্তি তেজ কিছু নাহি তা'র ॥৪
 দোহা— জানিয়া অযোগ্য গুণহীন তাই পিতা রামে দিল বনবাস ।
 সেই দুখ তথা যুবতী-বিরহ ভুঞ্জে আর আশা হ'তে ত্রাস ॥৩১ক॥
 যা'র বলে গর্ব রহে তব ভারী ওহে মুঢ় ! হেন বহু নর ।
 নিশাচর খায় দিন রাতি মুখ' ! বুঝে দ্যাখ' হ'য়ে চিন্তা-পর ॥৩১খ॥

মূল

চৌ—অব তেছি' কীম্হি রাম কৈ নিম্বা । ক্রোধবস্ত অতি ভয়উ কপিম্বা ॥
 হরি হর নিম্বা স্ননই জো কান । হোই পাপ গোঘাত সমান ॥১

কটকটান কণিকুঞ্জর ভারী । দুহু ভুজদণ্ড তমকি মাই মারী ॥
 ডোলত ধরনি সভাসদ খসে । চলে ভাজি ভয় মারুত এসে ॥২
 গিরত সঁতারি উঠা দসকঙ্কর । ভুতল পরে মুকুট অতি স্নন্দর ॥
 আবত মুকুট দেখি কপি ভাগে । দীনহী লুক পরন বিধি লাগে ॥
 কহু তেহি লৈ নিজ সিরম্‌হি সঁবারে । কহু অঙ্গদ প্রভু পাশ পবারে ॥৩
 কী রাবন করি কোপ চলাএ । কুলিস চারি আবত অতি ধাএ ॥৪
 কহ প্রভু হঁসি জনি হৃদয় ডেরাহু । লুক ন অসনি কেতু নহি রাহু ॥
 এ কিরীট দসকঙ্কর কেরে । আবত বালিতনয় কে প্রেরে ॥৫

দোহা— তরকি পবনশ্রুত কর গহে আনি ধরে প্রভু পাশ ।
 কোতুক দেখিহি ভাগু কপি দিনকর সরিস প্রকাশ ॥৩২ক॥
 উই। সকেোপি দমানন সব সন কহত রিসাই ।
 ধরহু কপিহি ধরি মারহু স্ননি অঙ্গদ মুসুকাই ॥৩২খ॥

পদ্মাবাদ

চৌ—রামে নিন্দাবাদ যবে রাবণ করিল । কপি-রাজ তাহে অতি ক্রোধিত হইল ॥
 হরি-হরে নিন্দাবাদ্য শুনে যা'র কান । তা'র পাশ-মাত্রা হয় গোহত্যা-সম্মান ॥১
 কপিবর কটকট, মহাশঙ্ক করে ॥ সজোরে দুইটী বাহু হানি মহীপরে ॥
 মহী দোলে, সভাসদলে পলাইল । ভূতে যেন সবাকারে তখন গ্রাসিল ॥২
 পড়িতে পড়িতে উঠে সামালি' রাবণ । ভুতলে পড়িল তা'র মুকুট শোভন ॥
 তা'র কিছু রাখি' দিল নিজ শির'পরে । ছুড়িল কিছুটা তা'র প্রভু লক্ষ্য ক'রে ॥৩
 মুকুট ছুড়িতে হেরি' কপিরা পালায় । হে বিধাতঃ! দিনে বুঝি উদ্ধা খ'সে যায় ॥
 দশানন কোপ-ভরে বুঝি কি চালায় । চারিটি কুলীশ তাই অতি বেগে ধায় ॥৪
 প্রভু হাসি' ক'ন—ইথে না রাখিবে ভয় । উদ্ধা বা অশনি কিংবা কেতু, রাখ নয় ॥
 দশানন শিরে জেনো এ কিরীট রয় । ছুড়িয়া ফেলেছে তাহা বালির তনয় ॥৫
 দোহা— পবন-তনয় লক্ষ দিয়া ধরি' আনি' রাখে তাহা প্রভু-পাশ ।

কোতুক দেখিছে ঋক্ষ, কপিগণ সূর্য্য-সম তাহার প্রকাশ ॥৩২ক॥
 ক্রুদ্ধ দশানন সেথা সবাকারে ক্রোধ-ভরা কহিল বচন ।
 কপিরে ধরিয়। ফেলিবে মারিয়া শুনি' হাসে অঙ্গদ তখন ॥৩২খ॥

বাংলা অর্থ—মুএহি—মৃতকে; কুপিন—কুপণ; অঘা খালী—পাণের খনি (মহা-
 পাপী); সব—শব; দসন দসি—দাঁত চাপিয়া; মীজত হাথা—হাতে হাত মর্দন করিল;
 আইসে—এইরূপ; টেক—জিদ; কপিন্দা—কপীজ (অঙ্গদ); কটকটান—বিশেষ শব্দ
 করিল; তমকি—জোরপূর্ব্বক; ভাজি চলে—পলায়ন করিল; লুক পরন—উদ্ধা পতন;
 প্রেরে—প্রেরিত হইলে; তরকি—লাফ দিয়া; প্রকাশ—জ্যোতি; রিসাই—ক্রোধিত
 হইয়া; মুসুকাই—স্বিতহাস করিলেন; কোল—ধনমণ্ড; (দো—৩:-৩২)

চৌ—এহি বিধি বেগি স্তম্ভট সব ধাবহ। খাহ ভালু কপি জই জই পাবহ ॥
 মর্কটহীন করহ মহি জাই। জিঅন্ত ধরহ তাপস ঘৌ ভাই ॥১
 পুনি সকেপ বোলোউ জুবরাজ। গাল বজাবত তোহি ন লাজ ॥
 মরু গর কাটি মিলজ কুলঘাভী। বল বিলোকি বিহরতি নহি ছাভী ॥২
 রে জিয় চোর কুমারগ গামী। খল মল রাসি মন্দমতি কামী ॥
 সন্তপাত জয়সি দুবান্দ। ভএসি কালবস খল মনুজাদা ॥৩
 মাকো ফলু পাবহিগো আগেরে। বানর ভালু চপেটমহি লাগেরে ॥
 রামু মনুজ বোলত অসি বানী। গিরহি ন তব রসনা অভিমানী ॥৪
 গিরিহি রসনা সংসয় নাহী। সিরমহি সমেত সমর মহি মাধী ॥৫

দোহা— সো নর কোঁয়া দসকজ বালি বধো জেহি এক সর।
 বীসহ লোচন অজ্ঞ মিগ তব জন্ম কুজাতি জড় ॥৩৬ক
 তব সোমিত কী প্যাস তুহিত রাম সায়ক নিকর।
 ত জউ তোহি তেহি জ্রাস কটু জয়ক নিসিচর অধম ॥৩৬খ

গজামুবাদ

চৌ—কহেন রাবণ—তরা যোদ্ধা সবে ধাও। ঝঙ্ক-কপি খেয়ে ফেল যেথা সেথা পাও
 ধরারে মর্কট-হীন এখনি করিবে। রাম ও লক্ষ্মণ দুয়ে জীবিত আনিবে ॥১
 পুন কোপ-ভরা-বাণী বলে যুবরাজ। শুধু গালবাজি তোর নাহি কিছু লাজ ॥
 হে নিলাজ! গলা কাটি মনু কুলঘাভী। হেরি মম বল ভোর না বিদরে ছাভি ॥২
 পরদার-অপহারী কুমার-বিহারী। খল! পাপরাশি তুই মৃত কামচারী ॥
 সন্তপাত-দোষ-ঘোরে ওলাপ কহিলি। কাল-বশে নর-ভোজী রক্ষো-জন্ম নিলি ॥৩
 যা'র ফল স্তম্ভিচত লভিবি এখন। ঝঙ্ক ও বানর-দল চপেটে যখন ॥
 রামেরে মনুষ্য-জ্ঞানে কহিলি যে বাণী। তাতেও না খসে তোর জিহবা অভিমানী ॥৪
 রসনা খসিবে তাহে নাহিক সংশয়। শির-সহ ধরা-পৃষ্ঠে লুটাবে নিশ্চয় ॥৫
 দোহা— ওহে দশানন! তিনি কি মানুষ? বালিরে বধেন যিনি এক শরে।
 বিশ চক্ষু ধরে অজ্ঞ, শিক্ ভোরে জন্ম নিলি রাক্ষসের ঘরে ॥৩৬ক
 তোর শোণিতের পিপাসা-তুহিত রাখবের সায়ক-নিকর ॥
 তোরে ছাড়ি দিলু তা'র লাগি জ্রাসে কটুভাবী হীন নিশাচর! ॥৩৬খ

মূল

চৌ—মৈ তব দসন তোরিবে লায়ক। আয়সু মোহি ন দীম্হ রঘুনায়ক ॥
 অসি রিস হোতি দসউ মুখ ভোরোঁ। লঙ্কা গহি সমুজ মই বোরোঁ ॥১
 গুলরি ফল সমান তব লঙ্কা। বসহ মধ্য তুমহ জন্তু অসঙ্কা ॥
 মৈ বানর ফল খাত ন বারা। আয়সু দীম্হ ন রাম উদারা ॥২

জুগুতি স্নমত রাবন যুগুকাই । যুগু সিখিহি কই বহুত-ঝুটাই ।
 বালি ন কবহু' গাল অস মারা । মিলি তপসিমহ তৈ' ভএসি লবারা ॥৩
 সাঁচেহ' মৈ' লবার ভুজ বীহা । জৌ' ন উপারিউ' তব দস জীহা ॥
 সমুঝি রাম ঐতাপ কপি কোপা । সভা মাঝ পন করি পদ রোপা ॥৪
 জৌ' মম চরন সকসি সঠ টারী । ফিরহি' রাম সীতা মৈ' হারী ॥
 স্নমহ স্নুভট নব কহ দসসীসা । পদ গহি ধরনি পছারহু কীসা ॥৫
 ইন্দ্রজীত আদিক বলবান । হরমি উঠে জই ভই ভট নান ॥
 ঝপটহি' করি বল বিপুল উপাধি । পদ ন টরই বৈঠহি' সির নাই ॥৬
 পুনি উঠি ঝপটহি' স্নর আরাভী । টরই ন কীস চরন এহি ভা'তি ॥
 পুরুষ কুজোগী জিমি উরগারী । মোহ বিটপ নহি' সকহি' উপারী ॥৭
 দোহা— কোটিনহু মেঘনাদ সম স্নুভট উঠে হরমাই ।
 ঝপটহি' টরৈ ন কপি চরন পুনি বৈঠহি' সির নাই ॥৩৪ক॥
 ভূমি ন ছা'ড়ত কপি চরন দেখত রিপু মদ ভাগ ।
 কোটি বিয় তে সন্ত কর মন জিমি নীতি ন ত্যাগ ॥৩৪খ॥

পদ্মান্বয়

চৌ—তোর দশুরাজি আমি পারি টুটিবারে । কিন্তু আজ্ঞা রঘুনাথ না দানিলা মোরে
 হেন ক্রোধ হয় দেই যুগু উপাড়িয়া । লঙ্কা ল'য়ে সিঁজু-মাঝে দেই ডুবাইয়া ॥১
 উল্লসর ফল-সম তোর লঙ্কা জানি । শঙ্কাহীন কীট-সম তব বাসভূমি ॥
 বাধা নাই কপি আমি যদি ফল খাই । উদার রাঘব কিন্তু আজ্ঞা দেন নাই ॥২
 শুনি' যুক্তি দশানন হাসি' কথা কয় । ওরে যুগু! বহু মিথ্যা শিখিলি কোথায় ?
 বালিও না কভু মোরে দিল হেন গালি । তপস্বীর সনে মিলি' মিথ্যাবাদী হ'লি ॥৩

বাংলা অর্থ—মরু—মৃত্যুবরণ কর; নহি' বিদরহি—ফাটিয়া বাইতেছে না; মল
 রানি—পাণে ভরা; সন্তপাত—সন্নিপাত জন্ত (ত্রিদোষকুণিত জন্ত); মমুজাদা—মহা-
 ভক্ষণকারী (রাক্ষস); চপেটমহি লাগে—চপেটাঘাত করিলে; গিরহি' ন—খসিয়া
 বাইতেছে না; গিরিহহি—পড়িতে হইবে; বধ্য—হত হইয়াছিল; জঙ্কক—বাক্য উচ্চারণ-
 কারী; ভোরিবে লায়ক—ভাসিবার যোগ্য; ভোরো—ভাসিয়া দিব; বোরো—ডুবাইয়া
 দিব; গুলরি ফল—ডুমুর ফল; ন বারা—সময় লাগে না; ঝুটাই—মিথ্যা কথা; লবারা
 —মিথ্যাবাদী; বীহা—বিশ; কোপা—কোপ করিল; রোপা—স্থাপন করিল; টারী
 সকসি—হঠাৎ পারিষি; হারী—হার মানিলাম; পছারহু—আছাড় দাও; ঝপটহি'
 —নাড়াইতে লাগিল; টরই ন—টলাইতে পারিল না; কুজোগী—বিষয়ী; উপারী
 সকহি'—উপড়াইতে পারে; ভাগ—চলিয়া গেল; ন ত্যাগ—ত্যাগ করে না; পাব-
 হিগো—পাইবে; নিঅরানা—নিকটবর্তী হইয়াছে; (দো—৩৩-৩৪ ক, খ)

ଆମି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସତ୍ୟ ବିଶେଷ-ଭୁଞ୍ଜଧାରୀ ! ଯଦି ତବ ନମ ଜିହ୍ବା ଉପାଡ଼ିତେ ନାରି ॥
 ରାମେର ଶ୍ରୀତାପ ଆରି' କମ୍ପିତ କୁମିଳ । ସନ୍ତା-ଆବେ ମୁଖକରି' ଚରଣ ଗାଡ଼ିଲ ॥୪
 ଯଦି ମମ ପଦ କେହ ହଟା'ତେ ପାରିବେ । ଜୀତାରେ ହାରିବି ରାମ ଗୁହେତେ କିରିବେ ॥
 ଡାକିଲା ଅବୋହୁ' ଗଣେ କହିଲ ରାବଣ । ଭୁତଲେ ଆଛାଡ଼ି' ଯାରେ ଧରିଯା ଚରଣ ॥୫
 ହିଞ୍ଜିଆଦି ଆଦି ସତ ଯୋଦ୍ଧା ବଳବାନ୍ । ଯେଥା ସେଥା ହରଷିତ କରିଲ ଉଦ୍ଧାମ ॥
 ବିପୁଳ ଉପାୟେ, ବଳେ ଯୁକ୍ତି ତଥନ । ଶିର ନାମି' ବସେ କମ୍ପି ଅଟଳ ଚରଣ ॥୬
 ରାକ୍ଷସେରା ଓଟି' ତା'ରେ କରେ ଆକ୍ରମଣ । କିନ୍ତୁ ନା ଟଳାତେ ପାରେ କମ୍ପିର ଚରଣ ॥
 ଭୁଞ୍ଜି ଗରୁଡ଼େ କୟ-ବିଷୟୀ ସେମନ । ଯୋହ-ତରୁ ଉପାଡ଼ିତେ ନା ପାରେ କଥନ ॥୭
 ଦୋହା— କୋଟି କୋଟି ଯୋଦ୍ଧା ଯେସନାଦ-ସମ ହରଷିତ ହଇଯା ଧାଇଁଲ ।
 ଆକ୍ରମିତ ତା'ରେ ପଦ ନାହିଁ ଟଳେ ଶିର ନାମି' ବାସିଲା ପଡ଼ିଲ ॥୮୫କ॥
 ଭୁମି ନା ଛାଡ଼ିଲ କମ୍ପିର ଚରଣ ହେରି' ରିପୁ-ଗର୍ବ ବିନାଶିଲ ।
 କୋଟି ବିଷ୍ଣୁ ହ'ତେ ସାଧୁଜନ-ମନ ଯଥା ନୀତି ନାହିଁକ ତ୍ୟାଜିଲ ॥୭୫ଖ॥

ମୂଳ

ଚୌ—କମ୍ପି ବଳ ଦେଖି ସକଳ ହିୟ' ହାରେ । ଓଠା ଆମୁ କମ୍ପି କେଁ ପରଚାରେ ॥
 ଗହତ ଚରନ କହ ବାଲିକୁମାର । ମମ ପଦ ଗହେଁ ନ ତୋର ଉବାର ॥୧
 ଗହସି ନ ରାମ ଚରନ ଗଠି ଆଜି । ଅନତ ଫିରା ମନ ଅତି ସକୁଚାଜି ॥
 ଭୟଓ ତେଜହତ ଶ୍ରୀ ସବ ଗଞ୍ଜି । ମଧ୍ୟ ଦିବସ ଜିମି ସଜି ଯୋହଜି ॥୨
 ସିଞ୍ଜାସନ ବେଠେଓ ସିର ନାଜି । ଯାନହ' ସମ୍ପତି ସକଳ ଗ'ବାଜି ॥
 ଜଗନ୍ନାଥମା ଆନପତି ରାମା । ତାମ୍ବ ବିଷୁଧ କିମି ଲହ ବିଜ୍ରାମା ॥୩
 ଓମା ରାମ କୀ ଭୁକୁଟି ବିଳାସା । ହୋହି ବିଷ୍ଣୁ ପୁନି ପାବହି ନାସା ॥
 ତୁନ ତେ କୁଳିସ କୁଳିସ ତୁନ କରଜି । ତାମ୍ବ ଦୂତ ପନ କହ କିମି ଟରଜି ॥୪
 ପୁନି କମ୍ପି କହାଁ ନୀତି ନାନା ବିଧି । ଯାନ ନ ତାହି କାଲୁ ନିଅରାନା ॥
 ରିପୁ ମଦ ଅଧି ଶ୍ରଦ୍ଧୁ ଅଞ୍ଜୁ ଅନାୟୋ । ଯହ କମ୍ପି ଚଲ୍ୟୋ ବାଲି ନୂପ ଜାୟୋ ॥୫
 ହତୋଁ ନ ଯେତ ଖେଳାହି ଖେଳାଜି । ତୋହି ଅବହିଁ କା କରୋଁ ବଢ଼ାଜି ॥
 ଶ୍ରଦ୍ଧାହରିଁ ତାମ୍ବ ଭନୟ କମ୍ପି ଯାରା । ସୋ ଅନି ରାବନ ଭୟଓ ଛୁଆରା ॥୬
 ଜାକୁଧାନ ଅଜନ ପନ ଦେଖି । ଭୟ ବ୍ୟାକୁଳ ସବ ଭଞ୍ଜ ବିଶେଷୀ ॥୭

ଦୋହା— ରିପୁ ବଳ ଧରସି ହରସି କମ୍ପି ବାଲିଭନୟ ବଳ ପୁଞ୍ଜ ।
 ପୁଲକ ସରୀର ନୟନ ଜଳ ଗହେ ରାମ ପଦ କଞ୍ଜ ॥୭୫କ॥
 ଯାଁବା ଜାନି ଦଶକଙ୍କର ଭବନ ଗୟଓ ବିଳଥାହି ।
 ଯନ୍ମୋଦରୀଁ ରାବନହି ବହରି କହା ସୟୁଆହି ॥୭୫ଖ॥

ପଞ୍ଚାମ୍ରବାଦ

ଚୌ—କମ୍ପି-ବଳ ହେରି' ସବେ ହାରେ ମର୍ତ୍ତେ ଧନେ । ରାବଣ ଓଠିଲ ଭୁମି' କମ୍ପିର ଘୋଷଣେ ॥
 ଚରଣ ଧରିଲେ କହେ ବାଲିର କୁମାର । ମମ ପଦେ ଧରି' ତୋର ନା ହବେ ଓଢ଼ାର ॥୧

হে শঠ! কেন না ধরিসু রামের চরণ। শুনিয়া ফিরিল অতি সঙ্কুচিত মন ॥
 বিনষ্ট হইল ত্রী সকল তাহার। দিবা-মধ্যভাগে যথা শোভা চন্দ্রমার ॥২
 সিংহাসনে বসিল সে শির করি' নত। মানো তা'র সব ধন যেন অপহৃত ॥
 জগতের আত্মা যিনি প্রাণাধার রাম। তাঁহাতে বিমুখ পাবে কেমনে বিশ্রাম ॥৩
 শিব ক'ন উমা! রাম-ক্ৰমভঙ্গি-বিনাসে। বিশ্ব-সৃষ্টি করে তথা সর্ব বিশ্ব নাশে ॥
 কুলিশেরে তৃণ করে বস্ত্র-সম তৃণে। তাঁহার দূতের গণ টলিবে কেমনে ॥৪
 পুন কপি বহু নীতি করিল প্রচার। না মানে রাবণ, কাল সন্নিগত তা'র ॥
 রিপু-মদ মথি' প্রভু-যশ শুনাইল। কহি' শেষে বালি-পুত্র বিদায় লইল—
 খেলায়ে খেলায়ে যাবৎ যুদ্ধে না মারিব। তাবৎ বুখাই তোর বড়াই দেখাব ॥
 প্রথমে তাহার স্তুতে বানর মারিল। তা' শুনি, রাবণ পুন স্তুত্বিত হইল ॥৬
 প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অঙ্গদের শর। ভয়েতে ব্যাকুল হ'ল যত নিশাচর ॥৭
 দোহা— ধর্মি রিপু-বল হর্ষিত অঙ্গদ, বলধাম বালির তনয়।

শরীরে পুলক আঁখি-ভরা বারি রাম-পদে লইয়া আশ্রয় ॥৩৫৥
 সন্ধ্যা সমাগত জানি' দশানন শূন্য-চিত্তে ভবনে চলিল।
 মনোদরী তবে দশাননে পুন বুঝাইয়া কহিতে লাগিল ॥৩৫খ॥

মূল

চো—কন্ত সমুঝি মন তজ্জল কুমতিহী। সোহ ন সমর তুমহি রঘুপতিহী ॥
 রামানুজ লঘু রেখ খচাঙ্গি। সোউ নহি' নাঘেছ অসি মনুসাজি ॥১
 পিয় তুমহ তাহি জিতব সংগ্রাম। জাকে দূত কের যহ কাগা ॥
 কৌতুক সিন্দু নাঘি তব লক্ষা। আয়উ কপি কেহরী অসন্ধা ॥২
 রখবারে হতি বিপিন উজারা। দেখত তোহি আছ তেহি' নারা ॥
 জারি সকল পুর কীন্হেসি ছারা। কহাঁ রহা বল গব' তুমহারা ॥৩
 অব পতি ঘুঘা গাল জন্নি মারছ। মোর কহা কছু হৃদয়' বিচারছ ॥
 পতি রঘুপতিহি নৃপতি জনি মানছ। অথ জগ নাথ অতুলবল জানছ ॥৪
 বান প্রভাপ জান মারীচা। তাসু কহা নহি' মানেনি নীচা ॥
 জনক সভা' অগনিত ভূপালা। রহে তুমহউ বল অতুল দিসালা ॥৫
 ভঞ্জি ধনুম জানকী বিআহী। তব সংগ্রাম জিতেছ কিন তাহী ॥
 সুরপতি স্তুত জানই বল থোরা। রাখা জিতাত আঁখি গহি ফোরা ॥৬
 সুপনখা কৈ গতি তুমহ দেখী। তদপি হৃদয়' নহি' লাজ বিসেসী ॥৭
 দোহা— বধি বিরাম খর দুশনহি লীলা' হত্যো কবজ।

বালি এক সন্ন মারো। তেহি জানছ দসকঙ্কর ॥৩৬॥

বাংলা অর্থ—হারে—হারিয়া গেল; পরচারে—প্রচারে (হুক্মারে); উবারা—উদ্ধার;
 সোহজ—শোভা পায়; গবাজি—ধ্বংস হইয়াছে; নাসা—নাশ; কছ—বল; নিঅরানা

চৌ—হে কান্ত! বিচারি' মনে কুমতি ভ্যজিবে। যুদ্ধে রঘুপতি-সনে কছু না জিনিবে
তদনুজ লঘু-রেখা একদা দানিলা। এহেন পৌরুষ-তব লজ্জিতে নারিলা ॥১
হে প্রিয়! সমরে চাহ তাহারে জিনিতে। যা'র দূত পানে হেন করম সাধিতে ॥
কৌতুকে সাগর লজ্জি' তোমার লঙ্কাতে। অশঙ্কিত কপি-সিংহ পেরেছে পৌ' ছিতে
ঘারীরে হানিয়া তব কানন উজাড়ে। তোমার সম্মুখে নাশে অক্ষয়-কুমারে ॥
সব পুর জ্বালাইয়া করে ছারখার। কোথায় রহিল বলো গরব তোমার ॥৩
এবে প্রিয়! মিথ্যা গর্ব্ব তুমি না করিবে। হিয়া-মান্ধে মোর কথা কিছু বিচারিবে ॥
রঘুপতি—নরপতি ইহা নাহি মানো। চরাচর-নাথ তিনি অতি বলী জানো ॥৪
বাণের প্রতাপ তাঁ'র জানিল মারীচ। তাঁ'র কথা না মানিলে বুঝি' তা'রে নীচ ॥
জনক-সভাতে ছিল অসংখ্য ভূপাল। তুমি সেথা ছিলে বলে অতুল-বিশাল ॥৫
ধনুর্ভঙ্গ-ফলে যবে হয় সীতা-লাভ। সেকালে না করিলে ত' যুদ্ধের প্রস্তাব ॥
তা'র বলে ইন্দ্র-সুতে কিছু ছিল জ্ঞান। করি' আঁখি উৎপাটিত পুরাখিল জীবন ॥৬
সূৰ্পনাখা-দশা তব সুবিদিত ছিল ॥ তথাপি হৃদয়ে লজ্জা নাহিক আসিল ॥৭
দোহা— বধিয়া বিরাধে খরদুশ্শেণে লীলাচ্ছলে হানিল কবচ।
এক শরে বধ বালির সাধিলা বুঝি' লও ওহে দশস্কন্ধ! ॥৩৬॥

মৃগ

চৌ—জেহি' জলনাথ বঁধায়উ হেলা। উতরে প্রভু দল সহিত সুরবেলা ॥
কান্নানীক দিনকর কুল কেতু। দূত পঠায়উ তব হিত হেতু ॥১
সভা মাঝ জেহি' তব বল মথ। করি বরুথ মছ' মৃগপতি জথা ॥
অজ্ঞদ হনুমত অনুচর জাকে। রন বাঁকুরে বীর অতি বাঁকে ॥২
তেহি কই পিয় পুনি পুনি নর কহছু। মুখা মান মমতা মদ বহছু ॥
অহহ কন্ত কৃত রাম বিরোধ। কাল বিবস মন উপজ ন বোধ ॥৩
কাল দণ্ড গহি কাছ ন মার। হরই ধর্ম' বল বুদ্ধি বিচার ॥
নিকট কাল জেহি আবত সাজি। তেহি জন্ম হোই তুমহারিহি নাজি ॥৪
দোহা— দুই সূত মরে দহেউ পুর অজছ' পূর পিয় দেছ।
কৃপাসিদ্ধ রঘুনাথ ভজি নাথ বিমল জন্ম লেছ ॥৩৭॥

—নিকটবর্তী হইয়াছে; চলো—চলিল; নৃপ জামো—নৃপপুত্র (বাগিরাজ-পুত্র অজ্ঞদ);
খেত—ক্ষেত্র (বর্ণক্ষেত্র); দুখারা—দুঃখী; বিলখাই—উদাস হইয়া; খচাই—টানিয়াছিল;
নাঘেছ—লাফ দিয়া পার হইয়াছে; হতি—হত্যা করিয়া; অজছ—অক্ষয়কুমার (রাবণ-
পুত্র); গাল মারছ—বাক্যব্যয় করিবে; বিআজী—বিবাহ করিল; কিন—(প্রসারক)
কেন না; সুরপতি সূত—ইন্দ্রপুত্র অরুণ; হত্যা—হনন করিলেন; (দো—৩৫-৩৬)

চৌ—যে অপার পারাবার হেলায় বাঁধিল। সেনা-সহ স্ববেলে যে প্রভু উত্তরিল।
সে প্রভু করুণাময় রবিকুল-কেতু। দূতেরে প্রেবিল জানো তব হিত-ছেতু ॥১
সভা-মাঝে তব বল মথিত ভেমন। করি-দল'পরে সিংহ আচরে যেমন ॥
অঙ্গদ ও হনুমান যা'র অনুচর। জটিল সংগ্রামে বীর কূট-নীতি-পর ॥২
হে প্রিয়! তাহারে কর তুচ্ছ মর জ্ঞান। গর্ব-মোহ-মদ-মত্ত তোমার পরাণ ॥
হায় কান্ত! সেই রাগে বিরোধ সাধিলে। কাল-বশে মন-মাঝে বোধ না আনিলে ॥৩
কাল দণ্ড ধরি' মারে না কাহারে। হরে বল, বুদ্ধি তথা ধরম-বিচারে ॥
ওহে স্বামী! যা'র মৃত্যু নিকটে আগত। মতি-ভ্রম আসে জেনো তা'র তোমা'মত ॥৪
দোহা— দু'টী পুত্র গেল নগর দহিল এবে কর ভ্রাস্তি সংশোধন।
রূপাসিদ্ধুরামে ভজি' প্রিয় নাথ! শুভ্র যশ করহ অর্জন ॥৩৭॥

মূল

চৌ—নারি বচন স্ননি বিসিদ্ধ সমান। সভা' গয়উ উঠি হোত বিহান ॥
বৈঠ জাই সিংহাসন ফুলী। অতি অভিমান ত্রাস সব ভুলী ॥১
ইহী রাম অঙ্গদহি বোলাবা। আই চরন পঙ্কজ সির নাবা ॥
অতি আদর সমীপ বৈঠারী। বোলে বিহঁসি রূপাল খরারী ॥২
বালিতনয় কোতুক অতি মোহী। তাত সভ্য কহ পূছউ' তোহী ॥
রাবনু জাতুধান কুল টীকা। ভুজ বল অতুল জাসু জগ নীকা ॥৩
তাসু মুকুট তুমহ চারি চলাএ। কহছ তাত কবনী বিধি পাএ ॥
স্বনু সর্ব'গ্য প্রনত স্মখকারী। মুকুট ন হোহি' ভূপ গুন চারী ॥৪
সাম দান অরু দণ্ড বিশেষদা। নৃপ উর বসহি' নাথ কহ বেদা ॥
নীতি ধর্ম' কে চরন স্নহাএ। অস জিয়' জানি নাথ পহি' আএ ॥৫

দোহা— ধর্মহীন প্রভু পদ বিমুখ কাল বিবস দসসীস।
তেহি পরিহরি' গুন আএ স্ননছ কোসলাধীস ॥৩৮ক॥
পরম চতুরতা শ্রবন স্ননি বিহঁসে রাঘু উদার।
সমাচার পুনি সব কহে গড় কে বালিকুমার ॥৩৮খ॥

পদ্মাবাদ

চৌ—নারীর বচন শুনি' তীক্ষ্ণ শর-সম। প্রভাতে রাবণ করে সভায় গমন ॥
ক্ষীত হ'য়ে বসিলেন সিংহাসন'পরে। সব ত্রাস ভুলি' যা'ন অভিমান-ভরে ॥১

বাংলা অর্থ—জলনাথ—সমুদ্র; উত্তরে—পার হইলেন; মথি—মথিত করিয়াছিল;
করি বরুথ—হস্তীর দল; রন বাঁকুরে—জটিল বৃদ্ধে; বাঁকে বীর—চর বীর; মুখা—
বুধা; অহহ—হায়!; সাই—স্বামী; নাজি—মত; পূর—পূর্তি, সমাপ্তি; (৫১—৩৭)

অজদে ডাকা'ন রাম সুবেল-শিখরে। অজদ আসিয়া পদে শির মত করে ॥
 অতীব আদরে দিয়া সমীপে আসন। কুপাল রাঘব তা'রে স্নিতহাস্তে ক'ন ॥২
 হে বালি-ভনয়! জাগে মম কোঁতুহল। পুছি' তোমা' সত্য তাত! কহত সকল ॥
 রক্ষঃকুল-রত্ন ব'লে রাবণ বিদিত। জগতে যাহার খ্যাতি, বল অতুলিত ॥৩
 চারিটি মুকুট তা'র তুমি নিক্ষেপিলে। কহ তাত! কি প্রকারে সে সব লভিলে?
 শুন ওহে সর্বজ্ঞানী! ভক্তে সুখকারী! তাহা ত' মুকুট নহে ভূপ-গুণ চারি ॥৪
 চারি তত্ত্ব সাম, দান, দণ্ড ও বিভেদ। নৃপ-হৃদে নিবসিবে—ক'ন ইহা বেদ ॥
 নীতি-ধর্মে এই চারি সুন্দর চরণ। মনে জানি' প্রভু-পার্শ্বে করে আগমন ॥৫
 দোহা— বিধর্মী বিমুখ প্রভু-পদে আর কাল-বশ হেরি দশানন।

তাই তা'রে ত্যজি' হে কোশলাদীশ! তব পার্শ্বে করে আগমন ॥৬৮ক

স্বর্ষ্ঠ চতুরতা শ্রবণে শুনিয়া হাসিলেন রাঘব উদার।

পুন সব কহে লক্ষা-সমাচার যথা হেরে বালির কুমার ॥৬৮খ

মৃগ

চৌ—রিপু কে সমাচার জন পাএ। রাম সচিব সব নিকট বোলাএ ॥
 লক্ষা বা'কে চারি দুয়ার। কেহি বিধি লাগিঅ করছ বিচার ॥১
 তব কপীস রিচ্ছেস বিভীষণ। সুমিরি হৃদয়' দিনকর কুল ভূষণ ॥
 করি বিচার তিন্হ মন্ত্র দৃঢ়াবা। চারি অনী কপি কটকু বনাবা ॥২
 জথা জোগ সেনাপতি কীন্হে। জুথপ সকল বোলি তব লীন্হে ॥
 প্রভু প্রতাপ কহি সব সমুঝাএ। স্তনি কপি সিংঘনাদ করি ধাএ ॥৩
 হরষিত রাম চরন সির নাবহি'। গহি গিরি সিখর বীর সব ধাবহি' ॥
 গর্জহি' তর্জহি' ভালু কপীস। জয় রঘুবীর কোশলাদীশ ॥৪
 জানত পরম দুর্গ অতি লক্ষা। প্রভু প্রতাপ কপি চলে অসঙ্খা ॥
 ঘটোটোপ করি চছ' দিসি ঘেরী। মুখহি' নিসাস বজাবহি' ভেরী ॥৫

দোহা— জয়তি রাম জয় লছিমন জয় কপীস সুগ্রীব।

গর্জহি' সিংঘনাদ কপি ভালু মহা বল সী'ব ॥৬৯

গাথাভূবাদ

চৌ—রাবণের সমাচার সব যবে পান। রঘুনাথ মঞ্জিগণে নিকটে ডাকা'ন ॥
 লক্ষাতে রহি'ছে চারি বিকট দুয়ার। কি ভাবে তা' আক্রমিবে করহ বিচার ॥১
 সুগ্রীব ও জাম্ববানু তথা বিভীষণ। স্নরে মনে দিনকর-কুলের ভূষণ ॥
 তিন জনে বিচারিয়া কার্য নিরূপিল। কপি-সেনা চারি দলে বিভাগ করিল ॥২
 যথাযোগ্য সেনাপতি করি নির্বাচন। তা'সবারে ডাকাইয়া আনিলা তখন ॥
 প্রভুর প্রতাপ কহি' সব যুঝাইল। স্তনি কপি সিংহনাদ করিয়া ধাইল ॥৩

হরষিত রাম-পদে মন্তক নমিল। গিরি-শিরে চড়ি' সব সেনানী ধাইল ॥
 ভজ্জন গজ্জন করে ঋক্ষ ও কপীশ। কহি'—“জয় রঘুবীর কোশল-অধীশ” ॥৪
 লক্ষার পরম দুর্গদুর্ভেদ্য জানিয়া। প্রভুর প্রতাপে যায় অশঙ্ক চলিয়া ॥
 মেঘ-জাল-সম ঘিরি' তাহে চতুর্ভিতে। মুখেতে দামামা, ভেরী লাগায় ক্ষতিতে ॥৫
 দোহা— “জয় রঘুনাথ, জয় রামানুজ জয়তু সূত্রীব কপিবর”।

সিংহনাদে গজ্জ কপি-ঋক্ষ-দলে যাহারা অসীম বলধর ॥৬॥

মূল

চৌ—লক্ষা' ভয়উ কোলাহল ভারী। সুন্য দশানন অতি অহঙ্কারী ॥
 দেখছ বনরন্থ কেঁরি চিঠাঈ। বিহঁসি নিসচর সেন বোলাঈ ॥১
 আএ কীস কাল কে প্রেরে। ছুখাবন্ত সব নিসচর মেরে ॥
 অস কহি অট্টহাস সঠ কীন্হা। গৃহ বৈঠে' অহার বিধি দীন্হা ॥২
 স্তম্ভট সকল চারিছ' দিসি জাহু। ধরি ধরি ভালু কীস সব খাহু ॥
 উমা রাখনহি অস অভিমান। জিমি টিটটিম খগ স্তম্ভ উত্তান ॥৩
 চলে নিসচর আয়ন্ত মাগী। গহি কর ভিণ্ডিপাল বর সা'গী ॥
 তোয়র মৃদগর পরন্তু প্রচণ্ড। সুল কপাল পরিঘ গিরিখণ্ড ॥৪
 জিমি অরুনোপল নিকর নিহারী। ধাবাই' সঠ খগ মাংস অহারী ॥
 চোঞ্চ ভঙ্গ দুখ তিনহি ন সুরা। তিমি ধাএ মমুজাদ অসুরা ॥৫
 দোহা— নানামুগ্ধ সর চাপ ধর জাতুধান বল বীর।
 কোট কঁগূরনহি চটি গএ কোটি কোটি রনধীর ॥৬॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ—লক্ষাতে উখিত হয় কোলাহল ভারী। তাহা শুনে দশানন অতি অহঙ্কারী ॥
 বানরের প্রগল্ভতা যখন হেরিল। হাসি' রক্ষসেনা-দলে তখন ডাকিল ॥১
 কালের প্রেরিত হেরি এ'সব বানর। ক্ষুধিত রয়ে'ছে মম যত নিশাচর ॥
 অট্টহাস্য হাসি' সঠ তখন কহিল ॥ ঘরে বসি' বিধি এবে খাও মিলাইল ॥২
 সুরোক্ষা যাহারা হেথা চারিভিতে যাও। ঋক্ষ-কপিদলে ধরি' সবাকারে খাও ॥
 হে উমা! রাবণ ধরে হেন অভিমান। টি টিভ যোগম করে শমন উত্তান ॥৩

বাংলা অর্থ—বিসিখ—বাণ; বিহাসা হোত—সকাল হইলে; ফুলী—গর্জিত;
 কোড়ুক—কোড়ুল; লীকা—বিখ্যাত; চলাএ—স্থানচ্যুত করিয়াছ; গঢ়—গড়াই
 (চতুর্পার্শ্বে জলবেষ্টিত স্থান); বা'কে—বক্রভাবে গমন; লাগিঅ—আক্রমণ করিবে; রিচ্ছপ
 —ঋক্ষপতি; দৃঢ়াবা—দৃঢ়নিশ্চয় করিল; অনী—সেনাদল; বোলি লীন্হে—ডাকাইয়া
 আনিলেন; গহি—গ্রহণ করিয়া; ঘটাটোপ করি—মেঘের ত্রায় আড়ম্বর করিয়া; ঘেরী
 —ঘিরিয়া ফেলিল; সাঁব—সীমা; (দো—৩৫-৫২)

নিশাচর চলে যত আদেশ মাগিয়া । প্রোষ্ঠ ধরুণা ভিন্ণিপাল অকরে লইয়া ॥
 তোমর, যুগগর তথা পরশু প্রচণ্ড । কুপাণ, পরিষ, শূল তথা গিরি-খণ্ড ॥৪
 আরক্ত উপলরাশি যেমন নেহারি' । ধায় মৃত্ত বিহঙ্গম যারা মাংসাহারী ॥
 চঞ্চুভল-দুঃখ-কথা মনে না বুঝিয়া । নর-ভোজী মৃত্ত চলে তেমনি ধাইয়া ॥৫
 দোহা— বিবিধ আয়ুধ শর-চাপ-ধর যত নিশাচর বলী বীর ।
 দুর্গচূড়া'পরে উঠিয়া পড়িল কোটি কোটি যোদ্ধা রণধীর ॥৪০॥

যুল

চৌ—কোট কঁগুরম্‌হি সোহি' কৈসে । মেরু কে শ্রুজনি জন্ম ঘন বৈসে ॥
 বাজি' চোল নিসান জুঝাউ । স্ত্রনি ধুনি হোই ভটন'হি মন চাউ ॥১
 বাজি' ভেরি নক্ষীর অপারা । স্ত্রনি কানর উর জাহি' দরারা ॥
 দোখিম'হ জাহি' কপিম'হ কে ঠট্টা । অতি বিসাল তমু ভালু স্ত্রভট্টা ॥২
 ধাবহি' গনহি' ন অবঘট ঘাটা । পব'ত ফোরি করহি' গহি বাটা ॥
 কটকটাহি' কোটিম'হ ভট গর্জহি' । দমন ওঠ কাটহি' অতি ওজহি' ॥৩
 উত রাবন ইত রাম দোহাজে । জয়তি জয়তি জয় পরী লরাজে ॥
 নিসিচর সিখর সমুহ চহাবহি' । কুদি ধরহি' কপি ফেরি চলাবহি' ॥৪
 ছন্দ— ধরি কুধর খণ্ড প্রচণ্ড মর্কট ভালু গড় পর ডারহী' ।
 ঝপটহি' চরন গহি পটকি মহি ভজি চলত বহরি পচারহী' ॥
 অতি তরল তরুন প্রভাপ তরপহি' তমকি গড় চড়ি চড়ি গঞ ।
 কপি ভালু চড়ি মন্দিরম'হ জই তই রাম জন্ম গাবত ভঞ ॥
 দোহা— একু একু নিসিচর গহি পুনি কপি চলে পরাই ।
 উপর আপু হেঠ ভট গিরহি' ধরনি পর আই ॥৪১॥

চৌ—দুর্গের শিখর তথা তেমনি ভাতিল । মেরু শূল'পরে যথা বারিদ শোভিল ॥
 চোলক, দামামা, ভেরী বাজিতে লাগিল । ধনি শুনি' যোদ্ধ-মনে উৎসাহ জাগিল
 তুরী, ভেরী বাজে সংখ্যা নাহি গণনায় । শুনি' কাপুরুষ-হিয়া বিচারিতে চায় ॥
 ধাইয়া হেরিল তা'রা বানর সকল । বিশাল-শরীর যোদ্ধা তল্লুকের দল ॥২

বাংলা অর্থ—সেন—সেনা ; প্রেরে—প্রেরণা ; উত্তান সূত—চিৎ হইয়া নিশ্চা যায়,
 (আকাশ ঢাকিবার অভিমানে) ; সাগী—বর্শা ; অরুণোপল—লাল প্রতরখণ্ড ; 'মমুজাদ
 —মামুষ ভক্ষণকারী রাক্ষস ; অবুঝা—অবোধ, অবুঝ ; কোট—প্রকোষ্ঠ ; কঁগুরম্‌হি—
 গীমাপ্রাচীর ; নিসান—ডঙ্কা ; জুঝারু—বীষর (বাত্তবদ্রবিশেষ) ; ভটন'হি—যোদ্ধগণের ;
 চাউ—উৎসাহ ; দরারা—হাহাকার ; ঠট্টা—দমুহ ; অবঘট—উচানীচু (অসমতল) ; ঘাটা
 —বাটি, স্থান ; ওঠ—ওঠ ; তরপহি—তৃপ্ত হয় ; হেঠ—নোচে ; (দো ৪০-৪১)

উচ্চ, নীচ নাহি মানি' ছুটিয়া চলিল। পৰ্বত ভেদিয়া তা'রা পথ বিয়চিল ॥
 কড়-মড়ি দশে কোটি সেনা তজ্জ'বিল। দশে ওষ্ঠ চাপি' তা'রা গজ্জ'ম করিল ॥৩
 রামে ও রাবণে দু'য়ে পাড়িল দোহাই। "জয় জয়" শব্দ করি' চলিল লড়াই ॥
 নিশাচর গিরি-চূড়া দিল নিক্ষেপিয়া। লক্ষ দিয়া ধরি' কপি মারে ফিরাইয়া ॥৫
 ছন্দ— গিরিখণ্ড ধরি' চণ্ড ঋক্ষ-কপি লক্ষা-দুর্গ'পরে লাগে নিক্ষেপিতে।
 হুয়া আক্রমণে পদে ধরি' পুন ধরাশায়ী করি' লাগে আবাহিতে ॥
 অতীব চঞ্চল তরুণ-প্রতাপী তর্জি দুর্গে তা'রা উঠিয়া চড়িল।
 কপি, ঋক্ষ চড়ি' গৃহচূড়া'পরে রাম-যশ সেথা গাহিতে লাগিল ॥
 দোহা— এক এক কপি এক নিশাচরে লইয়া চলিল পালাইয়া।
 নিজে উর্দ্ধে রহে রক্ষ-সেনা নীচে ধরাতলে পড়িল আসিয়া ॥৪১॥

মূল

চো—রাম প্রতাপ প্রবল কপি জুথ। মর্দহি' নিশাচর স্তম্ভট বন্ধখা ॥
 চটে দুর্গ পুনি জই ভই বানর। জয় রঘুবীর প্রতাপ দিবাকর ॥১
 চলে নিশাচর নিকর পরাজি। প্রবল পবন জিমি ঘন সমুদাজি ॥
 হাহাকার ভয়উ পুর ভারী। রোবহি বালক আভুর নারী ॥২
 সব মিলি দেহি রাবনহি গারী। রাজ করত এহি মৃত্যু ইঁকারী ॥
 নিজ দল বিচল সুনী তেহি কানা। ফেরি স্তম্ভট লঙ্কেশ রিসানা ॥৩
 জো রন বিমুখ সুনী মৈ' কানা। সো মৈ' হতব করাল কৃপানা ॥
 সর্বস্ব খাই ভোগ করি নানা। সময় ভূমি শুও বন্ধত প্রানা ॥৪
 উগ্র বচন সুনি সকল ডেরানে। চলে ক্রোধ করি স্তম্ভট লজানে ॥
 সম্মুখ মরন বীর কৈ লোভা। তব তিন্হ তজা প্রান কর লোভা ॥৫

দোহা— বহু আয়ুধ ধর স্তম্ভট সব ভিরহি' পচারি পচারি।
 ধ্যাকুল কিএ ভালু কপি পরিঘ ত্রিসূলনহি মারি ॥৪২॥

পত্নাহবান

চো—রাম-বলে বলীয়ান্ কপি-দল যত। শ্রেষ্ঠ রক্ষোযোদ্ধা-দলে মর্দে অবিরত ॥
 যেথা সেথা দুর্গে চড়ি' বানর-নিকর। কহে "জয় রাম" তা'রা সম দিবাকর ॥১
 যেথা যত নিশাচর ছুটিয়া পালায়। প্রবল পবন যথা মেঘেরে উড়ায় ॥
 হাহাকার ধনি উঠি' নগর ভরিল। বালক আভুর নারী কাঁদিতে লাগিল ॥২
 সকলে মিলিয়া গালি দশামনে দিল। রাজহু রাখিতে সেই মৃত্যু আবাহিল ॥
 নিজ-দল বিচলিত শ্রবণে পশিল। লঙ্কেশ সবারে ডাকি' রোষিয়া কহিল ॥৩
 সমরে বিমুখ বা'রে শ্রবণে শুনিল। করাল কৃপাণে তা'রে আপনি বধিল ॥
 সর্বস্ব জুজিয়া ভোগ করিয়া প্রচুর। রণভূমে শ্রিয় ঔণ লাগিছে মধুর ॥৪

কঠোর বচন শুনি' সবে ভয়ে ভীত । রুষ্ট হ'মে চলে সবে স্তম্ভট লজ্জিত ॥
 সম্মুখ সমরে যত্নে বীরে শোভা পায় । চিন্তিয়া পরাণ তা'রা ত্যজিবারে চায় ৫
 দোহা— বহু অজ্ঞ ধরি' সুষোদ্ধা সকলে ছফারিয়া ভিড়ল আসিয়া ।
 ব্যাকুলিত করে ঋক্ষ, কপি-দলে পরিঘ ও ত্রিশূল মারিয়া ॥৪২॥

মূল

চৌ—ভয় আতুর কপি ভাগন লাগে । জঘাপি উমা জীতিহহি আগে ॥
 কোউ কহ কই অঙ্গদ হনুমন্তা । কই নল নীল দুবিদ বলবন্তা ॥১
 নিজ দল বিকল সুন্য হনুমান । পশ্চিম দ্বার রহা বলবান ॥
 মেঘনাদ তই করই লরাঈ । টুন ন দ্বার পরম কঠিনাঈ ॥২
 পবন তনয় মন ভা অতি ক্রোধা । গজ্জৈউ প্রবল কাল সম জোখা ॥
 কুদি লক্ষ গড় উপর আবা । গহি গিরি মেঘনাদ কহু ধাবা ॥৪
 ভঞ্জেউ রথ সারথী নিপাতা । তাহি হৃদয় মহু গারেসি লাভা ॥
 দুসরে স্তম্ভ বিকল তেহি জানা । স্তম্ভন বালি তুরত গৃহ আনা ॥৪

দোহা— অঙ্গদ সুন্য পবনসুত গড় পর গয়উ অকেল ।
 রন বাঁকুরা বালিস্ত তরকি চড়েউ কপি খেল ॥৪৩॥

পদ্মাবাদ

চৌ—নিব ক'ন—ভীত কপি লাগিল পলাতে । যত্নপি হে উমা ! তা'রা জিনিবে
 পশ্চাতে ॥

কেহ কহে—“অঙ্গদ ও হনু গেলি কোথা । দ্বিবিদ, নল, নীল মুখ্য বলদাতা ? ॥১
 নিজ-দলে বিচলিত শুনে হনুমান । রক্ষিতেছে যে পশ্চিম দ্বার স্তম্ভহান ॥
 মেঘনাদ সেই দ্বারে যুদ্ধরত ছিল । অতীব কঠোর সেই দ্বার না টুটিল ॥২
 পবন-তনয়-মন অতীব রোষিল । কাল-সম সুষোদ্ধা সে প্রবল গর্জিল ॥
 লক্ষ দিয়া লক্ষ-গড়-উপরে উঠিল । গিরি ল'য়ে মেঘনাদ সমীপে ধাইল ॥৩
 রথ ভাঙ্গি' দিল তথা সারথি মারিল । নিয়া তা'রে পদাঘাতে মথিত করিল ॥
 দ্বিতীয় সারথি তা'রে বিকল জানিল । রথেতে উঠা'য়ে তারে গৃহেতে লইল ॥৪

দোহা— অঙ্গদ শুনিল পবন-তনয় দুর্গপরে একাকী চড়িল ।
 সমরে নিপুণ বালির তনয় ক্রৌড়াঙ্ঘলে পশ্চাতে ছুটিল ॥৪৩॥

বাংলা অর্থ—পরাই—গলাইয়া ; ইকারী—ডাকিয়া ; রিসানা—ভ্রু হইল ; হতব
 —হত্যা করিব ; ডেরানে—ভয় পাইল ; লজানে—লজিত হইল ; পচারি—চিৎকার
 করিয়া ; ভিরহি—ভীড় করিল ; জীতিহহি—অয়ণ্ড করিবে ; কুদি—লাফ দিয়া ;
 অকেল—একাকী ; রন বাঁকুরা—রণনিপুণ ; খেল—অনায়াসে ; (দো ৪২-৪৩)

চৌ—ভুজ বিরুদ্ধ ভুজ ঘৌ বন্দর। রাম প্রতাপ সুমিরি উর অন্তর ॥
 রাবন ভবন চড়ে ঘৌ ধাই। করছি কোসলাদীস দোহাই ॥১
 কলস সহিত গহি ভবনু চহাবা। দেখি নিসাতরপতি ভয় পাবা ॥
 নারীবন্দ কর গীটহি ছাতী। অব দুই কপি আএ উতপাতী ॥২
 কপিলীলা করি তিন্হহি ডেরাবহি। রামচন্দ্র কর সুজস্ব সুনাবহি ॥
 পুনি কর গহি কখন কে খস্তা। কহেন্হি করিঅ উতপাত অরস্তা ॥৩
 গর্জি পরে রিপু কটক মঝারী। লাগে মর্দৈ ভুজ বল ভারী ॥
 কাছহি লাভ চপেটনহি কেহু। ভুজহ ন রামহি সো ফল লেহু ॥৪
 দোহা— এক এক সো মর্দহি তোরি চলাবহি মণ্ড।
 রাবন আগৈ পরহি তে জনু ফুটহি দধি কুণ্ড ॥৪৪

পত্নাবাদ

ব্রাহ্মস-সহ কপিসেনার মুক্ত

চৌ—সগরে অদম্য-ক্রোধী দুইটি বানর। রামের প্রতাপ স্মরে মনের ভিতর ॥
 দশানন-গৃহ-চুড়ে চড়ি দুই ভাই। কোশলের নৃপতির পাড়িল দোহাই ॥১
 চুড়ার কলস-সহ গৃহ বিনাশিল। রক্ষঃপতি হেরি তাহা সন্তম হইল ॥
 নারীবন্দ বক্ষ'পরে করাঘাত করি। কহে দুই কপি আসে ঘোর অত্যাচারী ॥২
 লীলাচ্ছলে কপি সবে ভয় দেখাইল। রাম-বশ সবাকারে শুনা'তে লাগিল ॥
 স্বর্ণস্তু হাতে ল'য়ে কহিল আবার। করিব আরম্ভ তবে ঘোর অত্যাচার ॥৩
 রিপু-সেনা-মাঝে তা'রা পড়িল গর্জিয়া। ভুজ বলে দিল পুনঃ সবারে মর্দিয়া ॥
 কা'রে লাখি মারি, কা'রে চাপি' কর—কয়। রামে না ভজিলে জেনে।
 হেন ফল হয় ॥৪

দোহা— ঠোকাঠুকি করি' মস্তকে-মস্তকে হাতে ছি'ড়ি ফেলি' দিল মণ্ড।
 রাবণের অগ্রে পড়ি' সে মস্তক ফাটি' গেল যেন দধি-কুণ্ড ॥৪৪

মূল

চৌ—মহা মহা মুখিআ জে পাবহি। তে পদ গহি প্রভু পাস চলাবহি ॥
 কহই বিভীবনু তিন্হ কে নামা। দেহি' রাম তিন্হহু নিজ ধামা ॥১

বাংলা অর্থ—ডহাবা—ধ্বংস করিয়াছে; গীটহি—আঘাত করিতেছে; খস্তা—খাঘ; পরে—পড়িল; লাভ—লাখি; চপেটনহি—চাপড় মারিল; এক এক সো—এক আর এক জনের সঙ্গে; চলাবহি—ফেলিয়া দিল; ফুটহি—ভাঙ্গিয়া গেল; মুখিআ—মুখ্য (সেনাপতি); ভোরি—ভাঙ্গিয়া; বয়র—শত্রু; প্রবেসা—প্রবেশ করিল; দলমলি—দলিত ও মর্দিত করিয়া; বিজামিষ—ব্রাহ্মণের মাংস; (দো—৪৪-৪৫)

খল মনুজাদ দ্বিজাম্বিষ ভোগী । পাবহিঁ গতি জো জাচত জোগী ॥
 উমা রাম যুতুচিৎ করুনাকর । বয়র ভাব সুমিরত মোহি নিসিচর ॥২
 দেহি পরম গতি সো জিই জানী । অস কুপাল কো কহছ ভবানী ॥
 অস প্রভু সুনী ন ভজহি ভ্রম ত্যাগী । নর মতিমন্দ সে পরম অভাগী ॥৩
 লক্ষা ঘো কপি সোহহি কৈসে । মথহি সিদ্ধু দুই মন্দর জৈসে ॥৪
 দোহা— ভুজ বল রিপু দল দলমলি দেখি দিবস কর অন্ত ।
 কুদে জুগল বিগত শ্রম আএ জই ভগবন্ত ॥৪৫॥

পত্নাসুবাদ

চো—মহামুখ্য সেনাপতি বাহারে পাইল । পদে ধরি' প্রভু-পদে পছ' ছিয়া দিল ॥
 বিতীষণ পরিচয় দিল তা'র নাম । তা'সবারে রঘুনাথ দেন নিজ-ধাম ॥১
 নর, বিপ্র-মাংস-ভোজী, যা'রা খল ভোগী । তা'রা সেই গতি লভে যাহা চায় যোগী
 হে উমা ! সরল রাম করুণা-আকর । চিন্তে—রক্ষঃ বৈরী বটে, রাম-চিন্তাপর ॥২
 পরাগতি দেন তা'রে তা'ও মনে জানি' । কে বলো কুপাল হেন ? কহত ভবানি !
 ভ্রম ত্যজি' হেন প্রভু না সেবে যে জন । মন্দমতি কহি তা'রে অভাগা পরম ॥৩
 অজ্ঞদ ও হনুমান প্রবেশ লভিল । লক্ষা-দুর্গে,—অবধের নৃপতি কহিল ॥
 লক্ষাতে দুইটি কপি কেমন শোভিল । দুইটী মন্দর যেন সমুদ্রে মথিল ॥৪
 দোহা— ভুজ-বলে সব রিপু-রে মথিয়া হেরে যবে দিবা অবসান ।
 লাক দিয়া আসে শ্রান্তি পরিহারি' কপি-যুগ যথা ভগবান্ ॥৪৫॥

মূল

চো—প্রভু পদ কমল সীস তিন্হ নাএ । দেখি স্তম্ভট রঘুপতি মন ভাএ ॥
 রাম কুপা করি জুগল নিহারে । ভাএ বিগতশ্রম পরম সুখারে ॥১
 গএ জানি অজ্ঞদ হনুমান । ফিরে ভালু মকট ভট নানা ॥
 জাভুধান প্রদোষ বল পাঞি । ধাএ কপি দসসীস দোহাঞি ॥২
 নিসিচর অনী দেখি কপি ফিরে । জই তই কটকটাই ভট ভিরে ॥
 দ্বৌ দল প্রবল পচারি পচারী । লরত স্তম্ভট নহিঁ মানহিঁ হারী ॥৩
 মহাবীর নিসিচর সব কারে । নানা বরন বলীমুখ ভারে ॥
 সকল জুগল দল সমবল জোখা । কোতুক করত লরত করি ক্রোখা ॥৪
 প্রারিত সরদ পয়োদ যনেরে । লরত মনছ' মারুত কে প্রেরে ॥
 অনিপ অকম্পন অরু অতিকায় । বিচলত সেন কীন্হি ইন্হ মায়া ॥৫
 ভয়উ নিমিষ মই অঁধিআয়া । বৃষ্টি হোই রুমিরোপল ছায়া ॥৬

দোহা— দেখি নিবিড় তম দসছ' দ্বিসি কপিদল ভয়উ খতার ॥
 একহি এক ন দেখেই জই তই করহিঁ পুকার ॥৪৬॥

চৌ—প্রভু-পাদ-পদ্মে তাঁ'রা মন্তক নমিল। যোদ্ধা হেরি' রঘুপতি সমুপ্ত হইলা ॥
 রঘুনাথ কৃপা করি' দৌহারে হেরিলা। শ্রান্তি দূরে গেল মন আনন্দে ডুবিলা ॥১
 অঙ্গদ ও হনুমান ফিরিছে জানিয়া। ঋক্ষ, কপি সৈন্য যত আসিল ফিরিয়া ॥
 নিশাচর নিশাযোগে শক্তি লভিয়া। ধায় বেগে রাবণের দোহাই পাড়িয়া ॥২
 নিশাচর-সেনা দেখি' কপিদল ফিরে। কটকট শব্দে সবে সেথা আসি' ভিড়ে ॥
 একে আনে আবাহয়ে বলী দু'টি দল। কেহ নাহি হার মানে যুঝিল প্রবল ॥৩
 মহাবল নিশাচর কৃষ্ণ কলেবর। আকারে বিবিধ কপি বহু বর্গধর ॥
 দু'টি দল বলীমান সমরে নিপুণ। কুতূহলী যুদ্ধ'পর ক্রোধেতে আগুন ॥৪
 বর্ষা ও শারদ মেঘ মিলে পরস্পর। মারুত-প্রেরিত যেন রহে যুদ্ধপর ॥
 অনিপ ও অকম্পন তথা অতিকায়। সেনা বিচলিত হেরি' মায়া সৃজে তায় ॥৫
 নিগেষের মাঝে হয় যার অঙ্ককার। বরষিত হয় রক্ত, প্রসূর ও ক্ষার ॥৬
 দোহা— নিবিড় আঁধার দশদিকে হেরি' কপিদল চঞ্চল হইল।
 একে অল্প জমে হেরিতে নারিল চারিভিতে চিৎকার উঠিল ॥৪৬

মূল

চৌ—সকল মরমু রঘুনাথক জানা। লিএ বোলি অঙ্গদ হনুমান ॥
 সমাচার সব কহি সমুখাএ। স্নানত কোপি কপিকুঞ্জর ধাএ ॥১
 পুনি কৃপাল হঁসি চাপ চড়াবা। পাবক সায়ক সপদি চলাবা ॥
 ভয়উ প্রকাশ কতহঁ তম নাহী'। গ্যান উদয়' জিমি সংসয় জাহী' ॥২
 ভালু বলীমুখ পাই প্রকাশ। ধাএ হরষ বিগত শ্রম ত্রাস ॥
 হনুমান অঙ্গদ রম গাজে। হাঁক স্নানত রজনীচর ভাজে ॥৩
 ভাগত ভট পটকহি' ধরি ধরনী। করহি' ভালু কপি অধুত করনী ॥
 গহি পদ ডারহি' সাগর মাহী'। মকর উরগ রষ ধরি ধরি খাহী' ॥৪
 দোহা— কছু মা'রে কছু ঘায়ল কছু গঢ় চড়ে পরাই।
 গজ'হি' ভালু বলীমুখ রিপু দল বল বিচলাই ॥৪৭॥

পদ্মাবতী

চৌ—সকল মরম-কথা শ্রীরাম জানেন। অঙ্গদে ও হনুমানে ডাকিয়া লয়েন ॥
 দৌহারে সকল কথা কহিয়া বুনান। কপিবর দুইজন ক্রুদ্ধ সাথে যান ॥১

বাংলা অর্থ—নাএ—নত করিল; কটকটাই—বিকট শব্দ করিয়া; ভিরে—ভিড়ল;
 মিলিত হইল; পচারি—সুদার্ত আহ্বান করিয়া; কারে—কারো রং বিশিষ্ট; প্রাবিট্—
 বর্ষাকাল; অনিপ—সেনাপতি; ছারা—ছাই; খভার—ব্যাকুল; প্রকাশ—আলোকিত;
 কবহ—কাথাও; গাজে—গর্জন করিল; পটকহি'—আছাড় মারিল; বলীমুখ—
 বানর; বিচলাই—বিচলিত করিয়া; পরাই—পলায়ন করিয়া; (দো ৬৬-৬৭)

কৃপাল করেন তবে ধনুক ধারণ। অগ্নিবাণ জুড়ি' তাহে করেন ক্ষেপণ ॥
 আলোক ভাঙিল তম বিনাশ লভিল। জ্ঞানের উন্মেষে যেন সংশয় নাশিল ॥২
 ঋক্ষ কপি হেন মতে আলোক লভিয়া। বিনাশিত-শ্রম-ত্রাস চলে হুষ্টে হিয়া ॥
 হনুমান অঙ্গদের সমর-গজ্জ'ন। শুনি' যত নিশাচর করে পলায়ন ॥৩
 পলায়ন-পর সৈন্তে ভূমে আছাড়িল। হেনমতে কপি ঋক্ষ বিচিত্র যুঝিল ॥
 পদে ধরি' নিক্ষেপিল সাগর-ঝাঝারে। কুন্তীর উরগ মৎস্য ভক্ষিল সবারে ॥৪
 দোহা— কা'রে সংহারিল কা'রে বাহাণিল কেহ দুর্গে চড়ি' পলাইল ॥
 গজ্জি' ঋক্ষ কপি শত্রু সেনা-দলে বিচলিত কহিতে লাগিল ॥৪৭॥

মূল

চৌ—মিসাজানি কপি চারিউ অনী। আএ জহাঁ কোসলা ধনী ॥
 রাম কৃপা করি চিতবা সবহী। ভএ বিগতশ্রম বানর তবহী ॥১
 উহাঁ দশানন সচিব হঁকারে। সব সন কহেসি স্তম্ভট জে মারে ॥
 আধা কটকু কপিন্ধ সংঘারা। কহছ বেগি কা করিঅ বিচারা ॥২
 মাল্যবন্ত অতি উদঠ দি সাংবা। রাবন মাতু পিতা মন্ত্রী বর ॥
 বোলা বচন নীতি অতি পাবন। স্নহ তাত কছু মোর সিখাবন ॥৩
 জব তে তুমহ সীতা হরি আনী। অসগুন হোহি' ন জাহি' বখানী ॥
 বেদ পুরান জাসু জসু গায়ো। রাম বিমুখ কাহঁ ন সুখ পায়ো ॥৪
 দোহা— হিরণ্যাক্ষ ভ্রাতা সহিত মধু কৈটভ বলবান।
 জেহি' মারে সেই অবতরেউ কৃপাসিদ্ধ ভগবান ॥৪৮ক॥
 কালরূপ খল বন দহন গুনাগার ঘনবোধ।
 সিব বিরুদ্ধি জেহি সেবহি' তাসো' কবন নিরোধ ॥৪৮খ॥

পদ্মাম্বাদ

চৌ—কপি চারি দল নিশা সমাগত জানি। পছঁছিল সেখা যেথা রহে রঘুমণি ॥
 রঘুনাথ কৃপা করি সবারে হেরিল। তাহে ক্লান্তি কোন জন আর না ভুঞ্জিল ॥১
 লক্ষ্মাতে রাবণ তবে সচিব ডাকিল। যাহারা নিহত যোদ্ধা সবারে বর্গিল ॥
 আমার অর্দ্ধেক সৈন্ত মারিল বানর। এবে কি উপায় বল বিচারি' সত্তর ॥২
 মাল্যবান্ ছিল অতি বুদ্ধ নিশাচর। দশানন-মাতামহ-সচিব-প্রবর ॥
 কহিলেন নীতিগর্ভ-বাণী সুপাবন—মম শিক্ষা কিছু তাত! করহ শ্রবণ ॥৩
 যখন হইতে হরি' আনিলে সীতারে। অমঙ্গল-চক্র হেরি অসংখ্য প্রকারে ॥
 বেদে ও পুরাণে যা'র বহু বশ গায়। সে রামে বিমুখ যেই সুখ নাহি পায় ॥৪

সমাপি' পঁচিশ দিন আস পারাহণে।

সভক্তি এ দীন নমো শ্রী-রাম-চরণে ॥

দোহা— *সজ্জাতা মারেন হিরণ্যাক্ষ আর মধু ও কৈটভ বলবান।
 যিনি তিনি এই অবতার-রূপে হ'ন কৃপাসিদ্ধ ভগবান ॥৪৮-ক॥
 কাল রূপ যিনি খল-বন-দাহী গুণধাম তথা জ্ঞান-নিকেতন।
 শিব তথা ব্রহ্মা পূজেন বাঁহারে তাঁ'র সনে বসে বিরোধ কেমন ॥৪৮-খ॥

মূল

চৌ—পরিহারি বয়স দেহ বৈদেহী। ভজহু কৃপানিধি পরম সনেহী ॥
 তাকে বচন বান সম লাগে। করিআ মুহ করি জাহি অভাগে ॥১॥
 বৃঢ় ভএসি ন ত মরতেউ' তোহী। অব জনি নয়ন দেখাবসি মোহী ॥
 তেহি' অপনে মন অস অনুমান। বধো চহত এহি কৃপানিধান ॥২॥
 সো উঠি গয়উ কহত দুৰ্বাদা। তব সকোপ বোলেউ মননাদা ॥
 কোতুক প্রাত দেখিঅহু মোরা। করিহউ' বহুত কহৌ' কা থোরা ॥৩॥
 স্ননি স্নত বচন শরোসা আবা। প্রীতি সমেত অহু বৈঠাবা ॥
 করত বিচার ভয়উ ভিনুসারা। লাগে কপি পুনি চহু' দুআরা ॥৪॥
 কোপি কপিহু দুখট গচু ঘেরা। নগর কোলাহলু ভয়উ ঘনেরা ॥
 যিবিধায়ুধ ধর নিসিচর ধাএ। গচু তে পব'ত সিখর চহাএ ॥৫॥

ছন্দ— চাহে মহীধর সিখর কোটিনহু বিবি বিধি গোলা চলে।
 ঘহরাত জিনি পবিপাত গজ'ত জমু প্রলয় কে বাদলে ॥
 মর'ট বিকট ভট জুটত কটত ন লটত তন জজ'র ভএ।
 গহি সৈল তেহি গচু পর চলাবাই' জই সো তই নিসিচর হএ ॥

দোহা— মেঘনাদ স্ননি শ্রবন অস গচু পুনি ছেছা আই।
 উত্তরো বীর দুর্গ তেঁ সন্মুখ চলো বজাই ॥৪৯॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ—শত্রুতা ভ্যজিয়া তুমি সীতা প্রত্যর্পিবে। অতি স্নেহ-পরায়ণ রামেরে ভজিবে
 তা'র বাক্য দশাননে লাগে বাণ-সম। কহে কালামুখ! দূর হও হে অধম! ॥১॥

বাংলা অর্থ— কোসলা ধনী—কোশলপতি (প্রিয়াম); কটকু—সেনা; বিচারা—
 সিদ্ধান্ত, উপায়; জর'ট—বৃদ্ধ; সিখাবন—শিক্ষা; আনী—আনিয়াহ; গায়ো—গাহিয়াছে;
 ন পায়ো—পায় নাই; ঘন বোধ—জ্ঞানমূর্ত্তি; তাসো—তাহার সঙ্গে; মরতেউ—
 মারিয়া ফেলিতাম; অনুমান—অনুমান করিল; ঘন নাদা—মেঘনাদ; অহু—কোল;
 ভিনুসারা—প্রভাত; কোপি—কোপ করিয়া; ঘেরা—ঘিরিয়া ফেলিল; ঘনেরা—
 প্রবল; চহামে—ধ্বংস করিল; ঘহরাত—গর্জন করিল; পবিপাত—বজ্রপাত; বাদলে
 —মেঘ; জুটত—মিলিল; কটত—কাটা গেল; ন লটত—নিরুৎসাহ হয় নাই; হএ—
 হত্যা করিল; ছে'কা আই—ঘেরাও হইয়াছে; উত্তরো—উত্তরণ করিল; বজাই—
 (ডঙ্কা) বাজাইয়া; চলো—চলিল; দুৰ্বাদা—দুর্বাধ্য; (দো—৪৮-৪৯)

রামচরিতমানস * সজ্জাতা হিরণ্যাক্ষ অর্থাৎ হিরণ্যকশিপু ও তদ্রাজ্ঞা হিরণ্যাক্ষ

বৃদ্ধ না হইলে ভোমা' বধ করিতাম । এবେ না দেখানে মোরে ভোমার বয়াম ॥
 এই অমুমান তার মনে উপজয় । কৃপাময় হাত-হ'তে মৃত্যু স্মৃতিশ্চয় ॥২
 সবারে দুর্বাক্য কহি' উঠি' সে চলিল । মেঘনাদ কোপ-ভ'রে তখন বলিল ॥
 প্রভাতে দেখিবে কল্য কোতুক আমার । করিব অনেক, কহি' লাভ নাই তার ॥৩
 পুত্র-বাক্য শুনি' মনে আশা পুৰিলেন । শ্রীতি-ভরে তারে লয়ে কোলে বসালেন ॥
 বিচার করিতে রাজি প্রভাত হইল । চারি দ্বারে কপি-দলে আসিয়া পৌঁছিল ॥৪
 দুর্গম দুর্গেরে ক্রুদ্ধ কপিরা ঘিরিল । কোলাহলে পুর সব ভরিয়া উঠিল ॥
 বিবিধ আয়ুধ-ধর রাক্ষস ধাইল । দুর্গ হ'তে গিরি-চূড়া ফেলিতে লাগিল ॥৫
 চন্দ্র— ভুধর শিখর কোটি নিক্ষেপিল বিবিধ প্রকারে গোলাগুলি চলে ।
 ঘর্ঘর ধ্বনিতে বজ্রপাত-সম গজ্জিল যেমন প্রলয় বাদলে ॥
 বিকট মর্কট সেনা এক-জোটে জর্জরিত তবু নাহিক ফিরিল ।
 ধরিয়া পাষণ তারা দুর্গপরে নিক্ষেপি' সকল রাক্ষসে মারিল ॥
 দোহা— মেঘনাদ-কানে পশিল যখন দুর্গ পুন কপিতে বেষ্টিত ।
 দুর্গ হ'তে নামি' বীরবর রণে করিলেন বাহু নিনাদিত ॥৪৯॥

মূল

চৌ—কই কোসলাধীশ ঘো জাত । ধবী সকল লোক বিখ্যাত ॥
 কই মল নীল দুবিদ স্মগ্রীবা । অঙ্গদ হনুমন্ত বল বল সী'বা ॥১
 কই বিভীষণ জাতাজোহী । আজু সবহি হঠি মারউ' ওহী ॥
 অস কহি কঠিন বান সন্ধানে । অভিষয় ক্রোধ শ্রবন লগি তানে ॥২
 সর সমুহ সো ছাড়ি লাগা । জম্বু সপচ্ছ ধাবহি' বহু নাগা ॥
 জই তই পরত দেখিঅহি' বানর । সমুখ হোই ন সকে তেহি অবসর ॥৩
 জই তই ভাগি চলে কপি রীছা । বিসরী সবহি জুঙ্ক কৈ ঈছা ॥
 সো কপি ভান্ন ন রন মই দেখা । কীম্‌হেসি জেহি ন প্রান অবসেষ ॥৪
 দোহা— দস দস সর সব মারেসি পরে ভূমি কপি বীর ।
 সিংহনাদ করি গজ' মেঘনাদ বল ধীর ॥৫০॥

পত্নাম্বাদ

লক্ষ্মণের শক্তিশেল

চৌ—কহেন—কোশলাধীশ কোথা দুই জনে । ধমুধর-রূপে খ্যাত সকল ভুবনে ॥
 দ্বিবিদ, স্মগ্রীবা, মল, নীল কোথা তার । অঙ্গদ ও হনু কোথা বল-সীমা যা'রা ॥১
 জাতাজোহী বিভীষণ রয়েছে কোথায় ? সবারে মারিব ক্রব' বিশেষতঃ তার ॥
 ইহা কহি' সন্ধানিয়া স্রুষ্ঠোর বাণ । আকর্ণ পুরিয়া অতি ক্রোধে দিলা টান ॥২
 শরজাল হেম ভাবে নিক্ষিপ্ত হইল । পঙ্ক-যুত নাগ যেন ধাবিতে লাগিল ॥
 যেথা সেথা কপিগণ লাগিল পড়িতে । তাহার সম্মুখে কেহ না পারে বাহিতে ॥৩

কপি, ঋক্ষ যেথা সেথা পলা'তে লাগিল। যুদ্ধ-অভিপ্রায় যেন সবে বিন্ময়িল।
 হেন কপি ঋক্ষ বহু দেখা গেল রণে। যা'রা শুধু বৈঁচে গেল কেবল পরাণে ॥৪
 দোহা— দশ দশ শরে সবারে হানিল ভূমি'পরে পড়ে কপিবীর।
 করি' সিংহনাদ গজ্জ' মেঘনাদ অতিশয় বলবান ধীর ॥৫॥

মৃগ

চো—দেখি পবনস্রুত কটক বিহালা। ক্রোধবন্ত জম্বু ধায়উ কাল। ॥
 মহাশৈল এক তুরত উপায়া। অতি রিস মেঘনাদ পর ডায়া ॥১
 আবত দেখি গয়উ নভ সোজি। রথ সারথী তুরগ সব খোজি ॥
 বার বার পচার হনুমান। নিকট ন আব মরমু সো জানা ॥২
 রঘুপতি নিকট গয়উ ঘননাদ। নানা ভা'তি করেসি দ্বর্বাদা ॥
 অস্ত্র সস্ত্র আয়ুধ সব ডারে। কোতুকহী' প্রভু কাটি নিবারে ॥৩
 দেখি প্রতাপ মূঢ় খিসিআনা। কঠৈ লাগ মায়া বিধি নানা ॥
 জিমি কোউ কঠৈ গরুড় সৈ' খেলা। ডরপাটৈ গছি স্বস্ত্র সপেলা ॥৪
 দোহা— জাম্বু প্রবল মায়া বস সিব বিরঞ্চি বড় ছোট।
 তাহি দিখাবই সিসিচর নিজ মায়া মতি খোট ॥৫॥

পঞ্চানুবাদ

চো—সেনাগণে হনুমান কাতর হেরিয়া। ক্রোধ করি' কাল-সম চলিল ধাইয়া ॥
 এক মহাশৈল ধরি' তুরা উপাড়িল। অতি ক্রোধে মেঘনাদ 'পরে নিক্ষেপিল ॥১
 পর্বতে আকাশে যবে উড়িতে হেরিল। সারথি তুরগ রথ সব ভেয়াগিল ॥
 বার বার আবাহন করে হনুমান। মর্ষ জানি' রক্ষ নাহি করে অভিযান ॥২
 রঘুপতি-পার্শ্বে তবে যায় মেঘনাদ। বিবিধ প্রকারে তাঁ'রে করে নিন্দাবাদ ॥
 অস্ত্র-শস্ত্র-আয়ুধাদি প্রয়োগ করিল। প্রভু তাহা ক্রীড়াচ্ছলে কাটি' নিবারিল ॥৩
 রামের প্রতাপ হেরি' মূঢ় লাজে ভরে। মায়া'র বিস্তার তবে বহুধা আচরে ॥
 যথা কেহ ক্রীড়াপর গরুড়ের সনে। ল'য়ে ছোট সাপ ব্যস্ত ভয় প্রদর্শনে ॥৪
 দোহা— বলী মায়া যা'র বিবশে সবারে বড় ছোট নর, ব্রজা ও শঙ্কর।
 তা'রে দেখাইবে নিজ মায়াজাল যেই অতি হীনমতি নিশাচর ॥৫॥

বাংলা অর্থ—বল জী'বা—সর্বাশেকা বলী; হৃষ্টি—হঠাৎপূর্বক (অবজ্ঞা); ডানে—
 তীর নদ্বান করিল; সপচ্ছ—পক্ষসহ; পরত দেখিঅছি'—পড়িতে দেখা গেল; বীসন্নী
 —ভুলিয়া গেল; ন দেখা—দেখা গেল না; বিহালা—বিহ্বল; উপায়া—উপাড়িল;
 খোজি—নষ্ট হইল; পচার—হুসার করিল; জানা—জানিত; দ্বর্বাদা করেসি—কঠোর
 বাক্য প্রয়োগ করিল; কোতুকহী'—অন্যায়; খিসিআনা—লজিত হইল; সপেলা—
 সাপের বাচ্চা; ডরপাটৈ—ভয় দেখায়; খোট—নীচাশয়; (দো—৫০-৫১)

মূল

চো—নভ চটি বরষ বপুল অজার। মহি তে প্রগট হোহি জলধার।
নানা ভাতি পিসাচ পিসাচী। মারু কাই ধুনি বোলহি নাচী। ১
বিষ্ঠা পুষ রুধির কচ ছাড়া। বরষই কবছ উপল বহু ছাড়া।
বরষি ধুরি কীলহেসি অঁদিআরা। সূর ন আপন হাথ পসারা। ২
কপি অকুলানে মায়া দেথৈ। সব কর মরন বনা এহি লেথৈ।
কৌতুক দেখি রাম মুস্ককানে। ভএ সজীত সকল কপি জানে। ৩
এক বান কাটি সব মায়া। জিমি দিনকর হর ভিমির নিকায়।
কৃপাদৃষ্টি কপি ভাষু বিলোকে। ভএ প্রবল রন রহহি ন রোকে। ৪
দোহা— আয়সু মাগি রাম পহি অজদাদি কপি সাথ।
লছিমন চলে ক্রুদ্ধ হোই বান সরাসন হাথ। ৫২।

পঞ্চানুবাদ

চো—আকাশে চড়িয়া বর্ষে বিপুল অজার। পৃথিবী হইতে বহে নানা জলধার।
বিবিধ প্রকারে যত পিশাচ পিশাচী। মারো কাটো হেন ধ্বনি করে নাচি' নাচি'। ২
বিষ্ঠা-পুষ-রক্ত-অস্থি-কেশ বরষিল। কভু বা প্রস্তুত বহু নীচে নিক্ষেপিল।
ধূলি বরষিয়া হেন স্বজিল আঁধার। কেহ সেথা না বুঝিল অহস্ত প্রসার। ৩
মায়া হেরি' কপিগণ আকুল হইল। হেনমতে সবাকার মরণ চিন্তিল।
কৌতুক হেরিয়া রাম ঈষৎ হাসিল। কপিগণে ভীত সবে জানিয়া লইল। ৩
সব মায়া নাশিলেন রাম বাণ ছানি'। ভিমির-নিকরে নাশে যথা দিনমাণি।
কপি, অক্ষপরে রাম কৃপাদৃষ্টি দিল। তাহার প্রবল রণে দুর্জয় হইল। ৪
দোহা— আদেশ লভিয়া রামের নিকটে অজদাদি সবে কপি-সাথে।
লক্ষ্মণ চলিল। ক্রোধিত হইয়া বাণ-শরাসন ল'য়ে হাথে। ৫২।

মূল

চো—ছতজ নয়ন উর বাহু বিসাল। হিমগিরি নিভ তনু কছু এক লাল।
ইহা দসানন স্তম্ভট পঠাএ। নানা অস্ত্র সস্ত্র গহি ধাএ। ১
ভুধর নখর বিটপাম্বুধ ধারী। ধাএ কপি জয় রাম পুকারী।
ভিরে সকল জোরিহি সন জোরী। ইত উত জয় ইচ্ছা নহি থোরী। ২
মুঠিকনহি লাভনহ দাতনহ কাটহি। কপি জয়সীল মারি পুনি ডাটহি।
মারু মারু ধরু ধরু ধরু মারু। সীস তোরি গহি ভুজা উপারু। ৩
অসি রব পুরি রহী নব খণ্ড। ধাবহি জই তই রুণ্ড প্রচণ্ড।
দেখহি কৌতুক নভ সুর বৃন্দ। কবছ'ক বিসময় কবছ' অনন্দ। ৪
দোহা— রুধির গাড় ভরি ভরি জম্যো উপর ধুরি উড়াই।
অনু অজার রাসিনহ পর যুতক ধুম রহ্যো ছাই। ৫৩।

চৌ—রক্ত চক্ষু, দৃঢ় বক্ষ, দুবাহু বিশাল। হিমগিরি-নিভ তুমু কিছু তাহা লাল ॥
 এ পক্ষেতে দশানন সুযোদ্ধা পাঠায়। সবে নানা অস্ত্র শস্ত্র সাথে ল'য়ে যায় ॥১
 গিরি-নখ-বৃক্ষ-অস্ত্র ধরি' কপিদলে। “জয় রাম” ফুকানিয়া ধেয়ে ধেয়ে চলে ॥
 দুই দুই জনে মিলি' সকলে যুঝিল। জয়েছা তু'পক্ষে কা'রো কম নাহি ছিল ॥২
 মুষ্ট্যাঘাতে, পদাঘাতে, দন্তের দংশনে। জয়শীল কপি মারে অথবা ভৎসনে ॥
 মারো মারো ধরো ধরো মারহ ধরিয়া। মাথা ভাঙো, খাড়ু ধরি' দাও উলটিয়া ॥৩
 এই রবে সব স্থান প্রাপ্তিরিত রয়। যেথা সেথা দেহ-খণ্ড ধাবমান হয় ॥
 কৌতুক হেরিল নভে যত সুর-দলে। আনন্দ, বিস্ময় তু'য়ে ভরিল সকলে ॥৪
 দোহা— গর্ভে রক্ত ভরে, তা'র 'পরে জমে নভঃপথ ধুলিতে ভরিল ॥
 জলন্ত অঙ্গারে ভস্ম আবরিছে ধূম যেন তাহে উদগারিল ॥৫॥

মূল

চৌ—ঘায়ল বীর বিরাজি' কৈসে। কুমুদিত কিংস্রক কে তরু জৈসে ॥
 লহিমন মেঘনাদ ঘো জোখা। ভিরহি' পরসপর করি অতি ক্রোধা ॥১
 একহি এক সকই নহি' জীতি। নিসিচর ছল বল করই অনীতি ॥
 ক্রোধবশ্ত তব ভয়উ অনস্তা। ভঞ্জেউ রথ সারথী তুরস্তা ॥২
 নানা বিধি প্রহার কর সেবা। রাচ্ছস ভয়উ প্রান অবসেবা ॥
 রাবন স্নত নিজ মন অনুমান। সংকঠ ভয়উ হরিহি মম প্রান ॥৩
 বীরঘাতিনী ছাড়িসি সা'গী। তেজপুঞ্জ লহিমন উর লাগী ॥
 মুরুছা ভঙ্গি সক্তি কে লাগেঁ। তব চলি গয়উ নিকট ভয় ভ্যাগেঁ ॥৪
 দোহা— মেঘনাদ সম কোটি সত জোখা রহে উঠাই।
 জগদাধার সেয কিমি উঠে চলে খিসিআই ॥৫॥

চৌ—সমরে আহত বীর শোভিল কেমন। ফুল পলাশের তরু বিরাজে যেমন ॥
 লক্ষ্মণ ও মেঘনাদ বীর দুই জন। ক্রোধ-ভরে পরস্পর করে আক্রমণ ॥১

বাংলা অর্থ—মারু—মারো; কাটু—কাটো; বিঘটা—বিঠা; কচ—চুল; ধুরি—
 ধূলি; সুকুম—দেখিতে পাইল না; পসারু—প্রসারিত; এহি লেখেন—এই হিসাবে
 চলিতে থাকিলে; কাটী—কাটিলেন; হর—হরণ করে; বিলোকে—দেখিলেন; ন
 রোকে—ঠেকান যায় না; ছতজ লমন—গাঢ় রক্তবর্ণ চক্ষু; কছু এক—কিছু পরিমাণে;
 জোরী—জোড়া, দুইটি; মুঠিকমুহ—মুষ্ট্যাঘাত; লাভমুহ—নাশি; ডাটহি—শাণাইল;
 উপারু—ধ্বংস কর; রুণ্ড—খড় (দেহের মধ্যাংশ); গাড়ু—গর্ভ; জমোয়া—জমিয়া গেল;
 রহো—রহিল; ছাই—ছাইয়া; কবছ'ক—কখনও; (দো—৫২-৫৩)

একে নাহি জিনিবারে পারিল অপরে । নিশাচর ছল বল দুর্নীতি আচরে ।
 লক্ষ্য হইয়া দ্বারা অতি ক্রোধবান্ । সারথিরে দ্বারি' রথ করে খান খান ॥২
 লক্ষ্য প্রহার করে বিবিধ বিধান । রাক্ষস বাঁচিয়া রহে শুধু মাত্র প্রাণে ॥
 রাবণ-ভনয় তবে করে অনুমান । সঙ্কট হইল—বুধি যাবে এবে প্রাণ ॥৩
 শক্তি—বীর বিঘাতিনী—মেঘনাদ শর । তেজঃপুঞ্জ লক্ষ্যণের পড়ে বক্ষ'পর ॥
 লক্ষ্য আঘাত লভি, মুর্ছিত হইল । ভয় তাজি' মেঘনাদ নিকটে চলিল ॥৪
 দোহা— মেঘনাদ-সম শতকোটি যোদ্ধা পারে কি তাহারে উঠাইতে ?
 জগৎ আধার শেষে কে উঠাবে ? ফিরে গেল লজ্জা-ভরা-চিত্তে ॥৫৪

মৃগ

চো—সুস্থ গিরিজা ক্রোধানল জাসু । জারই ভুবন চারিদল আসু ॥
 সক সংগ্রাম জীতি কো তাহী । সেবহি' সুর নর অগ জগ জাহী ॥১
 যহ কোঁড়ুল জানই সোজি । জা পর কৃপা রাম কৈ ছোজি ॥
 সক্ষা ভই ফিরি ঘো বাহনী । লগে স'ভারন নিজ নিজ অনী ॥২
 ব্যাপক বৃদ্ধ অজিত ভুবনেশ্বর । লছিমন কহী বৃদ্ধ করুনাকর ॥
 তব লগি লৈ আয়উ হনুমান । অমুজ দেখি প্রভু অতি দুখ মানা ॥৩
 জামবন্ত কহ বৈদ সুষেন । লক্ষ্য' রহই কো পঠি লেনা ॥
 ধরি লঘু রূপ গয়উ হনুমন্ত । আনেউ ভবন সমেত তুরন্ত ॥৪
 দোহা— রাম পদারবিন্দ সির নায়উ আই সুষেন ।
 কহা নাম গিরি ঔষধী জাহ পবনসুত লেন ॥৫৫॥

গাঢ়ানুবাদ

চো—শিব ক'ন—শুন উমা ! ক্রোধানল বা'র । চতুর্দশ ধরা আলি' করে ছারখার
 কে বলো সংগ্রামে তাঁ'রে জিনিবারে পারে । সুর-নর-চরাচর সদা সেবে বাঁ'রে ॥১
 এই লীলা হয় শুধু তাহার বিদিত । রাম-কৃপা বা'র'পর হয় বরষিত ॥
 সক্ষ্যগমে দু'বাহিনী ফিরিয়া চলিল । সেনানী আপন সেনা সংঘত করিল ॥২
 অজয় ব্যাপক ব্রহ্মা ধরার ঈশ্বর । পুছেন লক্ষ্য কোথা' করুণা-আকর ?
 হনুমান তাঁ'রে ল'য়ে আসিল তখন । অমুজে হেরিয়া দুখে ভরে প্রভু-মন ॥৩
 জাম্ববান ক'ন—বৈভব প্রবীণ সুষেণ । মুর্ছা-মুক্তি সাধিবেন লক্ষ্যেতে আছেন ॥
 লঘুরূপ ধরি' সেধা হনুমান যায় । আনিল ভবন-সহ তাঁহারে দ্বারায় ॥৪
 দোহা— রাম-পাদ-পদ্মে শির নত করে সুষেণ করিয়া আগমন ।
 গিরি ও ঔষধি নাম কহি' ক'ন—আমো গিয়া পবন-মন্দন ॥৫৫॥

মৃগ

চো—রাম চরন সরসিজ উর রাখা । চলা প্রভঞ্জনসুত বল ভাবী ॥
 উই দূত এক ময়মু জানাবা । রাবণ কালনেমি গৃহ আবা ॥১

দসমুখ কথা মরমু তেহি' সুন। পুনি পুনি কালনেমি সিরু-বুনা ॥
 দেখত তুমহি নগর জেহি' জার। তানু পথ কো রোকন পার। ॥২
 ভজি রঘুপতি কর হিত আপনা। ছাড়ি নাথ যুধা জলনা ॥
 নীল কঞ্জ তমু স্তম্বর শ্রাম। হৃদয়' রাখ লোচনাভিরাম ॥৩
 মৈ' তৈ' মোর মৃত্যুতা ত্যাগু। মহা মোহ নিসি সূতত জাগু ॥
 কাল ব্যাল কর ভঙ্কর জোই। সপনেছ' সমর কি জীভিঅ সোই ॥৪
 দোহা— সুন দসকণ্ঠ রিসান অতি তেহি' মন কীলু বিচার।
 রাম দূত কর মরো' বরু য় খল রত মল ভার ॥৫॥

পত্ন্যাবাদ

চৌ—রামের চরণ-পদ্ম হৃদয়ে রাখিয়া। চলে হুমুমান নিজ বল বাখানিয়া ॥
 এ'দিকে এ'কথা দূত রাবণে জানায়। তখনি সে কালনেমি-গৃহে চলি' যায় ॥১
 দশানন মর্দ-কণ্ঠা ভাহারে শুনায়। পুন পুন কালনেমি মাথা চাপড়ায় ॥
 তুমি ত হেরিলে যেই জালিল নগর। তা'র পথ রোধে কেবা হেন শক্তিধর ? ॥২
 রঘুপতি ভজি' কর স্বহিত-সাধন। মিথ্যা এ কল্পনা তুমি ছাড় দশানন ॥
 নীল-পদ্ম-সম তমু মনোহর শ্রাম। হৃদয়ে তাঁহারে ধর লোচনাভিরাম ॥৩
 'আগি' 'তিনি' 'মম' রূপী মৃত্যুতা ত্যজিবে। মহা মোহ-রাজি-নিজা ত্যজিয়া জাগিবে
 কাল-রূপ সর্পে যেই করয়ে ভঙ্কণ। স্বপনেও তাঁ'র সনে জিনিবে কি রণ ? ॥৪
 দোহা— শুনিয়া রাবণ অতি ক্রুদ্ধ হ'লে কালনেমি করয়ে চিস্তন।
 রাম-দূত-করে মরি সেও ভাল পাপে রত এ' দুষ্ট রাবণ ॥৫॥

মূল

চৌ—অস কহি চলা রচিসি মগ মায়া। সর মন্দির বর বাগ বনায় ॥
 মারুতসুত দেখা স্তম্ভ আশ্রম। মুনিহি ব'ঝি জল পিরো' জাই শ্রম ॥১
 রাচ্ছস কপট বেব ভই' সোহা। মায়াপতি দূতহি চহ মোহা ॥
 জাই পবনসুত নায়উ মাথা। লাগ সো কহৈ রাম গুন গাথা ॥২
 হোত মহা রন রাবন রামহি'। জিতিছহি' রাম ন সংসয় বা গহি' ॥
 ইহা ভএ' মৈ' দেখউ' ভাঈ। গ্যানদৃষ্টি বল মোহি অধিকাই ॥৩
 মাগা জল তেহি' দীনু কয়গুল। কহ কপি নহি' অঘাউ' থোরৈ' জল ॥
 সর মগ্নন করি আতুর আবছ। দিচ্ছা দেউ' গ্যান জেহি' পাবছ ॥৪

বাংলা অর্থ—কিংসুক—পলাশ ফুল; অনন্তা—অনন্তদেব (লক্ষণ); সাঁগী—শক্তি-
 শেল; আসু—বরা; সম্ভারন লগে—সামলাইতে লাগিলেন; বুঝ—দেখিয়া; তব লগি
 —তখনই; ভাবী—কহিয়া; বুনা—নাড়িল; রোকন পারা—রোধিতে পারে; মৈ', তৈ',
 মোর—আমি, তুমি, আমার ইত্যাদি সম্বোধ; রিসান—ক্রুদ্ধ; বরু—বরং; সূতত—
 স্থগত ছিল; মল ভার—পাপসমূহ; প্রভঞ্জনসুত—পবনপুত্র হুমুমান; (দো—৫৪-৫৬)

দোহা— সন্নৈপঠিত কপি পদ গহা মকরী তব অকুলান।

মারী সো ধরি দিব্য তনু চলী গগন চড়ি জাম ॥৫৭॥

পদ্মান্ববাহ

চৌ—ইহা কহি' চলি' পথে মায়া বিরচিল। মন্দির ও সরোবর কানন স্থজিল ॥

পবন-ভনয় হেরে' মুনির আশ্রম। পানার্থ-নাশিতে শ্রান্তি করিল মন ॥১

রাক্ষস কপট-বেশে তথায় শোভিল। মায়াপতি-দুভেদে সে মোহিতে চাহিল ॥

পবন-ভনয় গিয়া মন্তক নমিল। রাম-গুণ-গাথা বহু কহিতে লাগিল—

দশানন, রঘুনাথে মহা-রণ হয়। রাম যে জিনিবে তাহে নাহিক সংশয় ॥

হেথা রহি' ওহে ভাই! হেরি সে সকলে। আমার প্রচুর ভাবীজ্ঞান-দৃষ্টি বলে ॥৩

কমণ্ডলু দিল—কপি যবে মাগে জল। কহে—অন্ন জল ইথে অতৃপ্তি কেবল ॥

বরং সরে স্নান সারি' এখনি আসিবে। দীক্ষা দিব জ্ঞান-দৃষ্টি তাহাতে লভিবে ॥৪

দোহা— সন্নৈপঠিত কপি পদে ধরে আকুলিত একটি মকরী।

বধে কপি ভা'রে ধরি' দিব্য তনু সে গেল আকাশ-বানে চড়ি' ॥৫৭॥

মূল

চৌ—কপি ভব দরস ভইউ' নিম্পাপ। মিটা তাত মুনিবর কর সাপা ॥

মুনি ন হোই যহ নিসিচর ঘোর। মানছ সত্য বচন কপি মোরা ॥১

অস কহি গল্পে অপছরা জবহী'। নিসিচর নিকট গয়উ কপি ভবহী' ॥

কহ কপি মুনি গুরদছিনা লেছ। পাছে' হমহি মন্ত্র তুমহ দেছ ॥২

সির লংগুর লপেটি পছারা। নিজ তনু প্রগটেসি মরতী বারা ॥

রাম রাম কহি ছাড়েসি প্রান। মুনি মন হরষি চলেউ হনুমান ॥৩

দেখা সৈল ন ঔষধ চীনহ। সহসা কপি উপারী গিরি লীনহ ॥

গহি গিরি নিসি মন্ত ধাবত ভয়উ। অবধপুরী উপর কপি গয়উ ॥৪

দোহা— দেখা ভরত বিসাল অতি নিসিচর মন অনুমানি।

বিনু ফর সায়ক মারেউ চাপ শ্রবন লগি তানি ॥৫৮॥

পদ্মান্ববাহ

চৌ—“হে কপি! দর্শনে তব হইলু নিম্পাপ। মিটে গেল ইথে মম দুর্বাসার শাপ

জেনো এ যে মুনি নয় নিশাচর ঘোর। মানি লও ওহে কপি! সত্য কথা মোর” ॥১

ইহা কহি' চ'লে গেল অপসরা যখন। নিশাচর-পার্শ্বে যায় কপীশ তখন ॥

কহে কপি—আগে গুরু-দক্ষিণা লইবে। আমারে পিছুতে তুমি মন্ত্র শিখাইবে ॥২

মন্তকে জড়া'য়ে লেজ মাটিতে ফেলিল। মৃত্যুকালে নিজ তনু প্রকট করিল ॥

‘রাম রাম’ কহি' সে যে ভ্যজিল পরাণ। মুনি-মন হরষিত চলে হনুমান ॥৩

দেখি' গিরি ঔষধের না লভি' সন্ধান। কপি সেই পুরা গিরি ধরি' মারে টান ॥

শিরে তুলি' রাতে নভে ধাবিত হইল। অযোধ্যানগরী 'পরে হনু পঁতছিল ॥৪

দোহা— ভরত হেরিল। বিশাল শরীর মনে নিশাচর অসুখানি।
ফলক-বিহীন বাণ মাঝে তা'রে আকর্ষণশূন্য ধরি' টানি' ॥৫৮॥

মূল

চো—পরেউ মুরুছি মহি লাগত সায়ক। সুমিরত রাম রাম রঘুনায়ক ॥
শুনি প্রিয় বচন ভরত তব ধাঞ। কপি সন্নীপ অতি আতুর আঞ ॥১
বিকল বিলোকি কীস উর লাবা। জাগত নহি' বহু ভাঁতি জগাবা ॥
মুখ মলীন মন শুএ দুখারী। কহত বচন ভরি লোচন বারী ॥২
জেহি' বিধি রাম বিমুখ মোহি কীন্হা। তেহি' পুনি যহ দারুন দুখ দীন্হা ॥
জোঁ মোরে' মন বচ অরু কায়। প্রীতি রাম পদ কমল সন্মায় ॥৩
ভো কপি হোউ বিগত শ্রম সূলা। জোঁ মো পর রঘুপতি অনুকূলা ॥
সুদত বচন উঠি বৈঠ কপীস। কহি জয় জয়তি কোসলাধীস ॥৪

সো— লীন্হ কপিহি উর লাই পুলকিত তনু লোচন সজল।
প্রীতি ন হৃদয়' সমাই সুমিরি রাম রঘুকুল ভিলক ॥৫৯॥

পদ্মাবাদ

চো—ধরাশায়ী হয় কপি লাগিলে সে বাণ। উচ্চ-কণ্ঠে বলে— হায়! কোথা
প্রভু রাম ?
শুনি' তা'র প্রিয়-বাণী ভরত ধাইলা। উতলা হইয়া তা'র সন্নীপে আসিলা ॥১
বিলোকি' বিকল-হিয়া কপিরে ধরিলে। নাহি জাগে নানারূপে জাগাতে চাহিলে
উদাস হইল মুখ, দুখ-ভরা মন। আঁখি-ভরা জলে তা'রে কহিলা বচন ॥২
রামে বাম আমা'পরে যে বিধি দানিল। সে পুনঃ এ' নিদারুণ দুঃখ মোরে দিল ॥
যদি মম কায়ে তথা বাক্যে আর মনে। অকপট প্রীতি রহে রামের চরণে ॥৩
তবে কপি হবে ক্রব গভ-প্রাঙ্খি-শূল। যদি মম 'পরে রাম হ'ন অনুকূল ॥
বচন শুনিয়া উঠি' বসেন কপীশ। ক'ন—'জয় জয় রাম' কোশল-অধীশ ॥৪
দোহা— কপিরে লইয়া নিজ বক্ষ'পর পুলকিত তনু আঁখি-ভরা জল।
উপ'ছিয়া গল রামে প্রীতি-ভরে রঘু-কূলে যিনি করেন উজ্জল ॥৫৯॥

মূল

চো—তাত কুসল কহু সুখনিধান কী। সহিত অনুজ অরু মাতৃ জানকী ॥
কপি সব চরিত সমাস বখানেন। শুএ দুখী মন মহ' পছিতানেন ॥১
অহহ দৈব মৈ' কত জগ জায়উ'। প্রভু কে একহ কাজ ন আয়উ' ॥
জানি কুঅবসর মন ধরি ধীরা। পুনি কপি সন বোলে বলবীরা ॥২
তাত গহরু হোইহি তোহি জাতা। কাজু নসাইহি হোত প্রভাতা ॥
চটু মম সায়ক মৈল সমেভা। পঠবোঁ তোহি জই কুপানিকেভা ॥৩

সুনি কপি মন উপজা অভিমান। মোরে' ভার চলিহি কিম্বা বাসা ।
 রাম প্রেতাব বিচারি বহোরী। বন্দি চরম কহ কপি কর জোরী ॥৪
 দোহা— তব প্রেতাপ উর রাখি প্রভু জৈহউ' নাথ ভুরম্ব ।
 অস কহি আয়সু পাই পদ বন্দি চলেউ হনুমন্ত ॥৬০ক।
 ভরত বাহ বল সীল গুণ প্রভু পদ শ্রীতি অপার ।
 মন মর্হ' জাত সরাহত পুনি পুনি পবনকুমার ॥৬০খ॥

পত্ন্যুবাচ

চৌ—সুখধাম রাম তাত ! কুশলী ত হ'ন ? মাতা জানকীর সনে সহিত লক্ষ্মণ ॥
 কপি সব সংক্ষেপতঃ করিল বর্ণন । পশ্চাত্তাপ জুজি' দুঃখে ভরি' গেল মন ॥১
 হে বিধি ! ধরাতে আমি কেন জন্মিলাম । প্রভুর একটি কাজ নাহি সাধিলাম ॥
 কুসময় জানি' মনে ধীরতা ধরিল।। বলী বীর কপি-সনে বচন কহিলা ॥২
 বিলম্ব হইলে তাত ! তোমার পৌ'ছাতে । হৃদ-কাজ নষ্ট হ'বে পৌ'ছিলে প্রেতাতে
 মম বাণ'পরে চড় তুমি গিরি ল'য়ে । তোমারে পাঠ'ব যেথা কুপাল আছেয়ে ॥৩
 শুনি' তাহা বপি-মনে আসে অভিমান । কেমনে আমার ভারে চলিবে এ' বাণ ?
 রামের প্রেতাপ কপি বিচারিল মনে । যুক্ত-করে কপি কহে বন্দিয়া চরণে ॥৪
 দোহা-- তোমার প্রেতাপ হিয়াতে রাখিয়া হে রাখব ! হই ধাবমান ।
 হেন কথা কহি' আদেশ লভিয়া পদ-বন্দি' চলে হনুমান ॥৬০ক॥
 সীল, গুণ, বল ভরত-বাহতে প্রভু-পদে পিরীতি অপার ।
 চিন্তি' মন-মাকে প্রশংসা করিল পুনঃ পুনঃ পবন-কুমার ॥৬০খ॥

মূল

চৌ—উহাঁ রাম লছিমনহি নিহারী। বোলে বচন মমুজ অনুসারী ॥
 অধ'রাতি গই কপি মর্হি' আয়উ। রাম উঠাই অনুজ উর লায়উ ॥১
 সকল ন দুখিত দেখি মোহি কাউ। বন্ধু সদা তব যুগল স্মৃতাউ ॥
 মম হিত লাগি ভজেক পিতৃ মাতা। সবেছ বিপিন হিম আভপ বাতা ॥২
 সো অনুরাগ কহাঁ অব ভাজি। উঠছ ন সুনি মম বচ বিকলজি ॥
 জো' জনতেউ' বন বন্ধু বিছোছু। পিতা বচন মনতেউ' নহি' ওছু ॥৩

বাংলা অর্থ—রচিসি—রচনা করিলেন; বুদ্ধি—দ্বিজাশা করিয়া; জাই—চলিয়া
 বাইবে; মোহা চাহ—মোহিত করিতে চাহিয়াছিল; অঘাউ—দৃষ্ট হইব; আভুর—
 দরায়; দিচ্ছা—দীক্ষা; পৈঠত—প্রবেশ করিলে; মারী—মারিয়া কেলি; গগন জান
 —আকাশবান; লপেটি—লড়াইয়া; পুছারী—ভূগাতিত করিল; তানি—আবরণ
 করিয়া; ন সমাই—থরে না; সমাস—সংক্ষেপে; গহর—বিলস; মসাইহি—নষ্ট
 হইবে; জৈহহ—বাইব; অমায়ী—অকপট; গহি—লইয়া; (দো—৫৭-৬০)

স্তম্ভ বিত্ত নারি ভবন পরিবার। হোহি জাহি জগ বারহি বারা ॥
 অস বিচারি জির জাগহু ভাত। মিলই ন জগত সহোদর ভাত ॥৪
 জথা পথ বিমু খগ অতি দীন। মনি বিমু ফনি করিবর কর হীন ॥
 অস মম জীবন বন্ধু বিমু তোহী। জো জড় দৈব জিআবে মোহী ॥৫
 জৈহউ অবধ কোন মুহু লাঈ। নারি হেতু প্রিয় ভাই গঁবাজে ॥
 বরু অপজস সহডেউ জগ মাহী। নারি হানি বিসেব ছতি মাহী ॥৬
 অব অপলোকু সোকু স্তম্ভ ভোরা। সহিহি মিঠুর কঠোর উর মোরা ॥
 নিজ জননী কে এক কুমার। তাত তাসু তুমহু প্রান অধার ॥৭
 সোঁপেসি মোহি তুমহহি গহি পানী। সব বিধি স্তম্ভ পরম হিত জানী ॥
 উত্তরু কাহ দৈহউ তেহি জাজে। উঠি কিন মোহি সিখাবহু ভাজে ॥৮
 বহু বিধি সোচত সোচ বিমোচন। অবন সলিল রাজিব দল লোচন ॥
 উমা এক অখণ্ড রঘুরাজে। নর গতি ভগত কুপাল মেখাজে ॥৯

সো— প্রভু প্রলাপ শুনি কান বিকল শুএ বানর মিকর ।

আই গয়উ হনুমান জিমি করুনা মই বীর রস ॥৬১॥

পড়াহুবা

চৌ—ওদিকেতে রাম তষে লক্ষ্মণে মেহারি। কহেন বচন যত লোক-অমুসারী ॥
 অর্ক রাতি চলি গেল কপি না ফিরিলা। অনুজ্ঞে উঠায়ে হিয়ে শ্রীরাম কহিলা—
 হইতে না দিলে কতু আমারে দুঃখিত। হে ভাই! সতত তব মুল্ল-চরিত ॥
 পিতা মাতা ভ্যজ তুমি মম হিত ভরে। শীতাতপ-ক্লেশ সহ বনের ভিতরে ॥২
 সেই অনুরাগ ভাই! কেমনে ভ্যজিলে? ব্যাকুল বিলাপ শুনি তবু না উঠিলে?
 ভ্রাতার বিচ্ছেদ বনে যদি জানিতাম। পিতৃবাক্য তবে আমি নাহি পালিতাম ॥৩
 স্তম্ভ, ধন, নারী, গৃহ তথা পরিবার। ধরা-মাঝে যাতায়াত করে বার বার ॥
 হৃদয়ে বিচারি তুমি হে তাত! জানিবে। সহোদর ভাতা নাহি ধরাতে মিলিবে ॥৪
 পক্ষ বিনা খগ যথা রহে অতি দীন। মণি বিনা ফণী যথা করী করহীন ॥
 সেই দশা হ'বে মম তোমারে হারা'য়ে। যদি জড় বিধি রাখে পরাগে বাঁচায়ে ॥৫
 অযোধ্যাতে যাব আমি কোন মুখ নিয়া। নারী-হেতু হেন গুণী ভাই হারাইয়া? ॥৬
 ধরাম কুশল সহ্য হইত অশেষ। স্ত্রী-বিহনে ক্ষতি নাহি হইত বিশেষ ॥৭
 এবে অপঘণ তথা পুত্র-শোক ঘোর। সহিবে আমার হিয়া মিঠুর কঠোর ॥
 তুমি নিজ জননীর একটি কুমার। তাত! তাহে তুমি তাঁ'র প্রাণের আধার ॥৮
 হাত ধরি তোমা' মাতা সঁপি দিলা মোরে। জানিয়া পরম হিত সকল প্রকারে ॥
 কি উত্তর দিব বল তাঁ'র কাছে যেয়ে? উঠিয়া কেন না ভাই দিভেছ শিখা'য়ে? ॥৯
 বহুধা চিন্তেন হেন শোক-নাশ-ভরে। কমল-লোচন হ'তে অশ্রু-মুক্তা করে ॥
 হে উমা! অখণ্ড রাম দুই নাই বীর,—ভক্ত'পরে কৃপা-বশে নর-দীনা তাঁ'র ॥১০

দোহা— প্রভু প্রলাপ প্রবণে শুনিয়া বিকল হইল সর্বজন ।
হুম্মান তবে আলিয়া পড়িল বীর-রস যেন মৃতিমান ॥৬১॥

মূল

চৌ—হরষি রাম ভেটেউ হুম্মান । অতি কৃতগ্য প্রভু পরম সুজান ।
তুরত বৈদ তব কীম্‌হি উপাঈ । উঠি বৈঠে লছিম হরষাঈ ॥১
হৃদয় লাই প্রভু ভেটেউ জাত । হরষে সকল ভালু কপি বাতা ॥
কপি পুনি বৈদ তই পছঁ চাবা । জেহি বিধি তবহিঁ তাহি লই আবা ॥২
য়হ ব্‌স্তান্ত দশানন স্ননেউ । অতি বিবাদ পুনি পুনি সির ধুনেউ ॥
ব্যাকুল কুস্তকরন পহিঁ আবা । বিবিধ জতন করি তাহি জগাবা ॥৩
জাগা নিসিচর দেখিঅ কৈসা । মানছঁ কালু দেহ ধরি বৈসা ॥
কুস্তকরন বুকা কছ ভাঈ । কাহে তব মুখ রহে সুখাঈ ॥৪
কথা কহি সব তেহিঁ অভিমানী । জেহি প্রকার সীতা হরি আনী ॥
ভাত কপিন্‌হ সব নিসিচর মারে । মহা মহা জোষা সজ্জারে ॥৫
দুর্মুখ সুররিপু মনুজ অহারী । ভট অভি কায় অকম্পন ভারী ॥
অপর মহোদর আদিক বীর । পরে সময় মহি সব রনধীর ॥৬

দোহা— সুন দসকজর বচন তব কুস্তকরন বিলখান ।
জগদম্বা হরি আনি অব সঠ চাহত কল্যান ॥৬২॥

পঞ্চমবাদ

চৌ—হরষিত রাম-সহ মিলে হুম্মান । অতীব কৃতজ্ঞ প্রভু অতি বুদ্ধিমান ॥
হরা বৈদ করে তার পথ নির্ধারণ । উঠিয়া লক্ষ্মণ বসি' হরষিত মন ॥১
প্রভু জাতা-সনে মিলে হিয়া আলিজিয়া । ক্ষক কপি সবে হয় হরষিত হিয়া ॥
যেমনি স্রবেণে ল'য়ে করে আগমন । তেমনি তাহারে কপি করিল প্রেরণ ॥২
এই কথা দশানন-প্রবণে পশিল । অতি দুখে নিজ কর মস্তকে হানিল ॥
কুস্তকর্ণ-পাশে আসে হ'য়ে ব্যাকুলিত । বিবিধ যতনে তা'রে করে জাগ'রিত ॥৩
নিশাচর জাগে তবে দেখায় কেমন । কাল বুঝি বসে দেহ করিয়া ধারণ ॥
কুস্তকর্ণ কহে তাই ! শুনাও বারতা । তব মুখে হেরি' কেন এ'হেন শুকতা ? ॥৪
সব কথা কহে তা'রে রক্ষ : অভিমানী । কেমনে রক্ষিল সেই সীতা হরি' আনি' ॥
ওহে ভাত ! কপিগণ রাক্ষসে মারিল । সমরেতে মহাযোদ্ধা নিপাত হইল ॥৫

বাংলা অর্থ—সকল ন—পারিতে না ; ভ্যাজেছ—ভ্যাগ করিয়াছ ; বিকলাই বচ—
বিকলভাপূর্ণ বাক্য ; জৈহউ—বাইধ ; গঁবাই—হারাইয়া ; সৌপেন্সি—সমর্পণ করিয়াছে ;
মই—মধ্যে, প্রসঙ্গে ; বৈদ—বৈদ্য (স্রবেণ) ; বাতা—সমূহ ; ধুনেউ—করাঘাত করিল ;
বৈসা—বসিলেন ; বুকা—জিজ্ঞাসা করিলেন ; সুখাঈ—শুভ ; সজ্জারে—সংহার করি-
য়াছে ; বিলখান—হুণী হইয়া ; (দো—৬১-৬২)

দুৰ্দ্ধৰ ও বেবাস্তক, নরাস্তক, অভিকায়। অকম্পন আদি ভারী ঘোড়ার সজ্জায় ॥
মহোদর আদি অশ্ব যাহারা আছিল। সকলে সময়ে এবে নিহত হইল ॥৬
দোহা— দশানন-কথা কুন্তকর্ণ শুনি' হইলেন অতীব দুঃখিত।

ক'ন—জগন্নাথ! জানকীরে হরি' শঠ! চাহ আপনার হিত ॥৬২॥

মৃগ

চো—ভল ন কীন্হ তেঁ নিসিচর নাহা। অব মোহি আই জগাএছি কাহা ॥
অজহুঁ তাত ত্যাগি অভিমান। ভজহু রাম হোইহি কল্যানা ॥১
হৈ দসসীস মনুজ রঘুনাথক। জাকে হনুমান সে পায়ক ॥
অহহ বন্ধু তেঁ কীন্হি খোটাঈ। প্রথমহিঁ মোহিন স্তনাএছি আঈ ॥২
কীন্হেছ প্রভু বিরোধ তেহি দেবক। শিব বিরক্তি স্তর জাকে সেবক ॥
নারদ মুন মোহি গ্যান জো কহা। কহতেউঁ তোহি সময় নিরবহা ॥৩
অব ভরি অন্ধ ভেঁটু মোহি ভাই। লোচন স্তফল করোঁ মৈ জাঈ ॥
শ্রাম গাত সরসীরহ লোচন। দেখোঁ জাই তাপ ত্রয় মোচন ॥৪

দোহা— রাম রূপ শুন স্মরিত মগন ভয়উ ছন এক।

রাবন মাগেউ কোটি ঘট মদ অরু মহিষ অনেক ॥৬৩॥

পঞ্চানবান

চো—নিগাচর-নাথ! তুমি ভাল না করিলে। কেন মোরে এই ক্ষণে জাগাইতে
গেলে!

এখনও ত্যজিয়া তুমি নিজ অভিমান। ভজিবে ত্রীরামে যদি হইবে কল্যাণ ॥১
হে রাবণ! মানুষ কি রঘুর নায়ক? হনুমান নিজে হন যাহার সেবক ॥
হায় ভাই! তুমি নাহি উত্তম সামিলে। কেন না আসিয়া পূর্বের সব শুনাইলে ॥২
হইলে সে প্রভুপাদ-বিরোধকারক। শিব, ব্রহ্মা দেবগণ যাহার সেবক ॥
যে বার্তা নারদ মোর করিলা গাচর। তোমাতে শুনাতে নাহি হ'ল অবসর ॥৩
এখনি করহ মোরে শেষ আলিঙ্গন। যাইয়া করিব আমি সফল নয়ন ॥
শ্রাম-তনু হেরি তাঁ'রে কমল-লোচন। সেই প্রভু যাঁ'হা হ'তে ত্রিতাপ-মোচন ৪
দোহা— রাম-রূপ-শুণ স্মরি' মনে মনে ক্ষণে তিনি প্রেম-মগ্ন হ'ন ॥
সুপ্রভুর মদ মহিষের মাংস মাগিলেন হ'তে দশানন ॥৬৩॥

মৃগ

চো—মহিষ খাই করি মদিরা পান। গর্জা বজ্রাঘাত সমান ॥
কুন্তকরন দুর্মদ রন রজা ॥ চলা দুর্গ ভজি সেন ন সজা ॥১
দেখি বিভীষকু আর্গে আয়উ। পরেউ চরন নিজ নাম স্তনায়উ ॥
অনুজ উঠাই স্বদয়' তেহি লায়ো। রঘুপতি ভক্ত জানি মন ভায়ো ॥২

ভাত লাভ রাবন মোহি মারা । কহত পরম হিঁমজ্ঞ বিচার। ॥
 তেহি' গলানি রঘুপতি পহি' আয়উ' । দেখি দীন প্রভু কে মন ভায়উ' ॥৩
 স্নু স্নু ভয়উ কালবস রাবন । সো কি মান অব পরম সিখাবন ॥
 ধন্য ধন্য তেঁ ধন্য বিভীষন । ভয়ছ তাত নিশিচর কুল ভুবন ॥৪
 বন্ধু বংশ তেঁ কীম্হ উজাগর । ভজ়ছ রাম সোভা স্নুখ সাগর ॥৫
 দোহা— বচন কম' মন কপট তজি ভজ়ছ রাম রনধীর ।
 জাহ ন নিজ পর স্নু মোহি ভয়উ' কালবস বীর ॥৬৪॥

চৌ—মহিষের মাংস আর মদিরা ভুঞ্জিয়া । বজ্রাঘাত সমান সে উঠিল গর্জিয়া ॥
 মদমত্ত রণরঙ্গে মাতোয়ারা চলে । দুর্গ ভ্যজি' পূর্ণোত্তমে বিনা সেনাদলে ॥১
 তাহারে হেরিয়া অগ্রে আসে বিভীষণ । কহি' নিজ নাম নিল চরণ-শরণ ॥
 অনুজ্ঞে উঠায়ে কুস্ত্র হিয়াতে ধরিল । রঘুপতি-ভক্ত জানি' উল্লাসে ভরিল ॥২
 'পাই ভ্রাতৃপদাঘাত—বিভীষণ ক'ন । 'শুভবুদ্ধি-সুবিচার-প্রদান-কারণ ॥
 সেই মানি শ্রীর' মন রামা শ্রয়ী হয় । দীন দেখি' প্রভু মোরে দানিলা আশ্রয়' ॥৩
 শুন তাত ! কাল-বশ হয়েছে রাবণ । সুশিক্ষা কেমনে বল করে সে গ্রহণ ॥
 ধন্য ধন্য তুমি বটে ভ্রাতঃ বিভীষণ ! তুমি হ'লে নিশাচর-কুলের ভূষণ ॥৪
 হে ভ্রাতঃ ! মোদের কুলে তুমি উজলিছ । রূপ-গুণ-পারাবার রামেরে ভজিছ ॥৫
 দোহা— কায়-মনোবাক্যে কপটভ্যাজি' ভজ়ছ সে রাম রণধীর ।
 বুদ্ধি-প্রপ্ত হ'য়ে কালবশ আমি অতএব যাও ভ্রাতঃ ! বীর ॥৬৪॥

মূল

চৌ—বন্ধু বচন স্নুনি চলা বিভাষন । আয়উ জহঁ ত্রৈলোক বিভুবন ॥
 নাথ ভুধরাকার সরীরা । কুস্ত্রকরন আবত রনধীরা ॥১
 এতনা কপিম্হ স্নুনা জব কান । কিলকিলাই ধাএ বলবান ॥
 লিএ উঠাই বিটপ অরু ভুধর । কটকটাই ডারহি' তা উপর ॥২
 কোটি কোটি গিরি সিখর প্রহারা । করহি' ভালু কপি এক এক বারা ॥
 মুরো ন মনু তনু টরো ন টারো । জিগি গজ অর্ককলনি কো মারো ॥৩
 তব মারুতস্নুত মুঠিকা হুতো । পরো ধরনি ব্যাকুল সির মুতো ॥
 পুনি উঠি তেহি' মারেউ হনুমন্তা । ঘুরিত ভুতল পরেউ তুরন্তা ॥৪
 পুনি নল নীলহি অবনি পছারেসি । জহঁ তহঁ পটকি পটকি ভট ডারেসি ॥
 চলী বলীমুখ সেম পরাঙ্গি । অতি ভয় জসিত ন কোউ সমুদাঙ্গি ॥৫

বাংলা অর্থ—টেঁ—তুমি; পায়ক—সেবক; খোটাঙ্গি—অস্ত্র; নিরবহা—চলিয়া
 বাইতেছে; অরু ভরি—কোল ভরিয়া; ভায়উ', ভায়ো—ভাল লাগিল; লাভ—লাভি;
 গলানি—মানি; উজাগর—উজ্জ্বল; স্নু—বুদ্ধি; দুর্গদ—মদে মত্ত; (দো—৬৩-৬৪)

দোহা— অলঙ্কারি কপি মূৰ্ছিত করি সমেত স্ত্রীীব ।
কাঁথ দাবি কপিরাজ কহ' চলে অমিত বল সী'ব ॥৬৫॥

পদ্মাবতী

চৌ—জাতার বচন শুনি' চলি' বিভীষণ । আসিয়া পৌ'ছেন যথা ত্রিলোক-ভূষণ ॥
বিভীষণ কহে নাথ ! পৰ্বত-আকার । কুম্ভকৰ্ণ আসিছেন খ্যাতি যুদ্ধে যা'র ॥১
এইটুকু শুনে কানে যবে কপিগণ । হর্ষধ্বনি করি' বেগে আসিল তখন ॥
তরু শিলাখণ্ড ক্রোধে হাতে ধরি' নিল । দন্ত কড়মড়ি' তা'র'পরে নিক্ষেপিল ॥২
কোটি শিলাখণ্ড-দ্বারা প্রহার করিল । প্রত্যাঘাত দিয়া কপি তাহারে হানিল ॥
অবিচল রক্ষ-তরু টলিয়া না টলে । অজুশ-আঘাতে যথা করী না বিচলে ॥৩
তবে কপি তা'রে এক মৃষ্টাঘাত হামে । ব্যাকুল ভূমিতে পড়ে মস্তক-ঘূর্ণনে ॥
কুম্ভকৰ্ণ উঠি' তা'রে করে প্রত্যাঘাত । ঘূর্ণিত দ্বিগত কপি হ'ল ধরাসাৎ ॥৪
পরে নল-নীলে মারে ভূমে আছাড়িয়া । ভূমি 'পরে সৈন্ধ্য পাড়ে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া ॥
কপি-সেনা ভীত হ'য়ে পলাইয়া যায় । ত্রস্ত ভীত কেহ নাহি সম্মুখে আগায় ॥৫
দোহা— মূৰ্ছিত করিয়া অলঙ্কারি বীরে স্ত্রীীব নিল বগল-তলে ।
অতি বড় বলী বীর-দৰ্প করি' হেনমতে কুম্ভকৰ্ণ চলে ॥৬৫॥

মৃগ

চৌ—উমা করত রঘুপতি নরলীলা । খেলত গরুড় জিমি অহিগন মীলা ॥
ভুকুটি ভঙ্গ জো কালহি খাঈ । তাহি কি সোহই ঐসি লরাঈ ॥১
জগ পাবনি কীরতি বিস্তরিহি' । গাই গাই ভবনিধি নর তরিহি' ॥
মূৰ্ছা গই মারুত-সুত জাগা । স্ত্রীীবহি তব খোজন লাগা ॥২
স্ত্রীীবহ কৈ মূৰ্ছা বীতি । নিবু কি গয়উ তেহি' মৃতক প্রতীতি ॥
কাটেসি দমন নাসিকা কানা । গরুজি অকাস চলেউ' তেহি' জানা ॥৩
গহেউ চরন গহি ভুমি পছরা । অতি লাঘব' উঠি পুনি তেহি' মারা ॥
পুনি আয়উ প্রভু পহি' বলবান । জয়তি জয়তি জয় কৃপানিধান ॥৪
নাক মান কাটে জিয়' জানী । ফিরা ক্রোধ করি ভই মন মানী ॥
সহজ ভীম পুনি বিনু শ্রুতি নাসা । দেখত কপি দল উপজী ত্রাসা ॥৫
দোহা— জয় জয় জয় রঘুবংশ মনি ধাএ কপি দৈ হুহ ।

একহি বার তাসু পর ছাড়েম'হি গিরি তরু জুহ ॥৬৬॥

পদ্মাবতী

চৌ—হে উমা ! রাঘব নর-লীলা সাধি' যা'ন । গরুড় যেনন সর্প-গণেরে খেলান ॥
ক্রুদ্ধে করেন যিনি কালেরে ভক্ষণ । তাঁ'র পক্ষে হেন যুদ্ধ নহে স্ত্রশোভন ॥১
প্রকটে যে কীর্তি তাঁ'র ধরার মাঝারে । নর তাহা গাহি' যাবে ভবনিধি-পারে ॥
মূৰ্ছিত মারুত-সুত হ'য়ে জাগরিত । স্ত্রীীব-সন্ধানে হ'ন অতি ব্যাকুলিত ॥২

সুগ্ৰীবেরো মূর্ছা তবে হইলে শমিত । মৃতবৎ পতিত র'ন ধরাতে শামিত ॥
 কুস্তকর্ণ নাসা-মস্ত-কর্ণ বিকর্ষিত । চলিতে আকাশ-পথে হইয়ে বিদিত ॥৩
 সুগ্ৰীবেরে পদাঘাতে করে ভুমুষ্ঠিত । লঘু-ভঙ্গু সুগ্ৰীব তারে করেন পাতিত ॥
 বল লভি' প্রেতু-পার্শ্বে করেন প্রয়াণ । কুপাধার রামে কহি'—‘জয় হোক রাম’ ॥৪
 নাসা-কর্ণ-বিকর্ষিত কুস্ত মনে জানি' । সক্রোধে ফিরেন পুনঃ মনে ল'য়ে গানি ॥
 ভীমাকৃতি অশাবতঃ বিমা নাক কান । কপিদলে হইলেন ত্রাস-উপাদান ॥৫
 দোহা— ‘জয় জয় জয় রঘুবংশ-মণি’ ছকারিয়া কপিদল চলে ।
 সকলে মিলিয়া কুস্তকর্ণ-দেহে প্রস্তর ও বৃক্ষসাজি ফেলে ॥৬॥

মূল

চৌ—কুস্তকরন রন রজ বিরুদ্ধা । সমুখ চলা কাল জমু ত্রুচ্ছা ।
 কোটি কোটি কপি ধরি ধরি খাজে । জমু টাড়া গিরি গুহা সমাজে ॥১
 কোটিমুহ গহি সরীর সন গর্দা । কোটিমুহ মীজি মিলব মহি গর্দা ॥
 মুখ নাসা শ্রবনমুহি কী' বাটা । নিসরি পরাই' ভানু'কপি ঠাটা ॥২
 রন মদ মত্ত নিসার দর্পা । বিশ্ব এসিহি জমু এহি বিধি অর্পা ॥
 মুরে শ্রুত সব ফিরিহি' ন ফেরে । সুর ন নয়ন সুরমিহি' মই' টেরে ॥৩
 কুস্তকরন কপি ফোজ বিভারী । সুরি ধায়ে রজনীচর ধারী ॥
 দেবী রাম বিকল কটকায়ে । রিপু অনীক নানা বিধি আয়ে ॥৪
 দোহা— সুর সুগ্ৰীব বিভীষন অনুরজ স'ভারেছ সৈন ।
 মৈ' দেখউ' খল বল বলহি বোলে রাজিবনৈন ॥৬৭॥

পদ্মান্বাদ

চৌ—রণ-রজে কুস্তকর্ণ নিরুৎসাহী হ'য়ে । পুরোভাগে চলে ত্রুচ্ছ কালমূর্তি ল'য়ে ॥
 কোটি কোটি কপিগণে ধরি' ধরি' খায় । পর্বত-বন্দরে যেন পঙ্গপাল ধায় ॥১
 কোটি কপি ল'য়ে করে স্বদেহে মর্দিত । কোটিরে পিষিয়া করে ধুলিতে মিশ্রিত
 নাসিকা-শ্রবণ-মুখ-রজ-পথ দিয়া । ঋক্ষ কপিদল কত যায় পলাইয়া ॥২

বাংলা অর্থ—কিলকিলাই—কিচির মিচির শব্দ করিয়া; কটকটাই—ধাতে ধাত
 ঘসিয়া; প্রহার—প্রহার করিল; মুরো—বিস্তারিত হইল; টেরো ন টারো—টেরাও
 টলিল না; অর্কফলনি—অজ্ঞানাবৃত; মুঠিকা—মুঠাঘাত; পরো—পড়িল; মুজো—
 করাঘাত করিল; মুর্মিত—মূর্ণিত; পছারেসি—আছাড় দিল; পটকি; পটকি—ভুলিয়া
 ভুলিয়া; বলীমুখ সেন—বানর সেনা; সমুহাই—সামনে উপস্থিত হইল; কাঁখ দাবি—
 বগলদাবায় প্রিয়া; খাই—খায়; মুকুছা গই—মূর্ছাগত; বীভী—দুর হইল; নিবুকি
 গয়উ—ভুবিয়া গেল; জানা—জানিল; পছারা—আছাড় দিল; কুহ দেই—ছসার দিয়া;
 জুহ—যুধ, সহ; গলানি—মানি; ডারেসি—ফেলিয়া দিল; (দো—৬৪-৭৬)

রণমদে মত্ত হৈল রাক্ষস হইল। বিশ্বগ্রাসী ঘৃণি যেন বিঘাতা প্রেযিল।
 কিরালে না করে যোদ্ধা ভল দিল রণে। ডাকিলে না শুনে পুন না হেরে ময়নে ॥৩
 কুন্তকর্ণ কপিদলে ধ্বস্ত ভ্রষ্ট করে। হেরি' তাহা রক্ষঃ-সেনা পলায়ন করে ॥
 রাম হেরে কপিসেনা অতীব বিকল। বিচিত্র হয়েচে যেন রিপুসেনা-দল ॥৪
 দোহা— পদ্ম-মেন্ত্র ক'ন স্ত্রীবি! লক্ষ্মণ! বিভীষণ! সেনা সামলাবে।
 হেরিনু দলিত কপিসৈন্ত-দল খল রিপু বলীয়ান্ এবে ॥৬৭॥

মূল

চৌ—কর সারঙ্গ সাজি কটি ভাখা। অরি দল দলন চলে রঘুনাথ।
 প্রথম কীৰ্ত্তি প্রভু ধনুষ ট'কোরা। রিপু দল বধির ভয়উ স্থনি সোরা ॥১
 সত্যসঙ্গ ছাড়ে সর লছা। কালসর্প জন্ম চলে সপ'ছা ॥
 জই তই চলে বিপুল নারাচ। লগে কটন ভট বিকট পিসাচ। ২
 কটহি' চরম উর সির ভুজদণ্ড। বহুভক বীর হোহি' সত খণ্ড ॥
 ঘূর্মি ঘূর্মি ঘায়ল মহি পরহী'। উঠি সম্ভারি স্তম্ভট পুনি লরহী' ॥৩
 লাগত বান জলদ জিমি গাজহি'। বহুভক দেখি কঠিন সর ভাজহি' ॥
 রুণ্ড প্রচণ্ড মুণ্ড বিনু ধাবহি'। ধরু ধরু মারু মারু ধুনি গাবহি' ॥৪
 দোহা— ছন মছ' প্রভু কে সায়কম্হি কাটে বিকট পিসাচ।
 পুনি রঘুবীর নিষঙ্গ মছ' প্রবিসে সব নারাচ ॥৬৮॥

পত্নাহবান

চৌ—করে ধনুর্বাণ ল'য়ে তুগীর কটিতে। শ্রীরাম চলেন অরি-দলেরে দলিতে ॥
 ধনুকে টঙ্কার তিনি প্রদান করেন। গোলমালে রিপুদল বধির হয়েন ॥১
 সত্যসঙ্গ সন্ধানিলা পরে লক্ষ বাণ। সপক্ষ সে কালসর্প-সম অভিমান ॥
 স্ত্রীতীক্ষ্ণ বিপুল বাণ চলিলে সেথায়। রাক্ষস যোদ্ধার দল তাহে কাটা যায় ॥২
 পদ্যাবক্ষ, শির, ভুজ কণ্ঠিত হইল। বহু বীর শত খণ্ডে পড়িয়া রহিল ॥
 ঘূর্ণিত আহত বহু মহী'পরে পড়ে। সামালিয়া উঠে বহু পুনঃ যুদ্ধ-তরে ॥৩
 বাণাঘাত-শব্দ যেন মোঘের গর্জ্জন। শুনি' রক্ষঃ-সেনাদল করে পলায়ন ॥
 ধড় চলে মুণ্ড-বিনা প্রচণ্ড ধরায়। 'ধরো ধরো' 'মারো মারো'—ধ্বনি শুনা যায় ॥৪

বাংলা অর্থ—তীড়ী—টিউড পাখী; সমাই—আশ্রয় নিল; মর্দা—মর্দিত করিল;
 মীজি—গিষিয়া; গর্দা—ধূলা; বাটা—পথ; ঠাটা—দলে দলে; যুরে—পলায়মান
 হইল; টেরে—ডাকিলে; বিভারী—ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিল; ধারী—দৈত্য; স'ভারৈছ—
 নামলাও; ভাখা—ভূগীর; সোরা—শব্দ; লছা—লক্ষ; নারাচা—বাণ; কটন লাগে
 —কাটিতে লাগিল; ঘূর্মি—ঘূর্ণিত হইয়া; গাজহি—গর্জ্জন করিল; ভাজহি—পলাইল;
 রুণ্ড—খড়; ধান—ধ্বনি; নিষঙ্গ—ভূগীর; প্রবিসে—প্রবেশ করিল; কিরহি' ন করে
 স্তম্ভট—কেরাইলেও করে না এমন যোদ্ধা; (দোহা—৬৭-৬৮)

দোহা— কণের মাঝারে ঐক্য ধর-বর্ষে কাটে বহু মিকট শিলাচ ।

পুনঃ রঘুবীর- ভূমীরে মাঝে আসিয়া পৌঁছিল সে মায়াচ ॥৬৮॥

মূল

চৌ—কুন্তকরন মন দীপ্ত বিচারী । হতি ছন মাঝ মিসাচর ধারী ॥

অতি অতি ক্রুদ্ধ মহাবল বীর । কিম্বো যুগনায়ক মাদ গভীর ॥১

কোপি মহীধর লেই উপারী । ভারই জই মর্কট ভট ভারী ॥

আবত দেখি সৈল ঐক্য ভারে । সরস্বি কাটি রজ সম করি ভারে ॥২

পুনি ধনু তানি কোপি রঘুনায়ক । ছাঁড়ে অতি করাল বহু সায়ক ॥

তনু মই এবিসি নিসরি সর জাহী । জিমি দামিনি ঘন মাঝ সমাহী ॥৩

সোনিত অবত সোহ তন কারে । জমু কজ্জল গিরি গেরু পনারে ॥

বিকল বিলোকি ভালু কপি ধাএ । বিহঁসা জবহঁ নিকট কপি আএ ॥৪

দোহা— মহানাদ করি গর্জ। কোটি কোটি গহি কীস ।

মহি পটকই গজরাজ ইব সপথ করই দলসীল ॥৬৯॥

পত্নাস্বাদ

চৌ—বিচারিয়া কুন্তকর্ণ চিস্তিলেন মনে । কণমায়ে রক্ষঃসেনা মরিল ঐরণে ॥

মহাবলী বীর তবে অতি ক্রোধপর । ছঙ্কারিল। সিংহনাদে অতি ভয়ঙ্কর ॥১

উপাড়িয়া ক্রোধে শিলা উঠা'লেন বীর । নিক্ষেপিল। সেথা যেথা কপিসেনা-ভীড় ॥

শ্রীরাম হেরেন যবে শিলারে আসিতে । মূল-সম শরাঘাতে ফেলেন মহীতে ॥২

পুনঃ ধনু আকর্ষিয়া ক্রুদ্ধ রঘুনাথ । ছুড়িলেন ভয়ঙ্কর তীর সেই সাথ ॥

পশি' কুন্ত-দেহে শর আসে বাহিরিয়া । দামিনী-স্মরণ যথা মেঘেরে ভেদিয়া ॥৩

কৃষ্ণ-দেহে রক্তশ্রুতি কেমন শোভিল । কজ্জল গিরিতে যেন প্রণালী বহিল ॥

বিকল সে মেহ-পানে ভালু কপি ধায় । মিকটে আসিবে যেই তা'র হাসি পায় ॥৪

দোহা— মহানাদ করি' কোটি কোটি কপি ধরে আর করয়ে মর্দন ॥

ভূমিতে আছাড়ে গজরাজ-সম দোহাই দেয় 'জয় দশানন' ॥৬৯॥

মূল

চৌ—মাগে ভালু বলীমুখ ভূখা । ব'কু বিলোকি জিমি মেঘ বরুখা ॥

চলে ভাগি কপি ভালু ভবানী । বিকল পুকারত আরত বানী ॥১

মুহ নিশিচর দুকাল সম অহরৈ । কপিকুল মেস পরন অব চহরৈ ॥

কৃপা বারিধর রাম ধরারী । পাহি পাহি প্রানভারতি হারী ॥২

সকরন বচন স্নানত ভগবান । চলে স্রধানি সরাসন বান ॥

রাম সেন নিজ পাছে' ঘালী । চলে সত্বোপ মহা বলসালী ॥৩

শৈথি ধনুস সর সত সন্ধানে । ছুটে তীর সরীর সমানে ॥

লাগত সর ধাবা রিস ভরা । কুধর ডগমগত ভোলতি ধরা ॥৪

লীলহ এক ভেঁহি সৈল উপাতি । রঘুকুলভিলক ভুজা সোই কাতি ॥
 ধাবা বাম বাহু গিরি ধারী । প্রভু সোউ ভুজা কাটি মহি পারী ॥৫
 কাটে ভুজা সোহ খল কৈসা । পঙ্কহীন মন্দর গিরি জৈসা ॥
 উগ্র বিলোকনি প্রভুহি বিলোকা । এসন চহত মানহ জৈলোকা ॥৬
 দোহা— করি চিত্তার ঘোর অতি ধাবা বদনু পসারি ।

গগন সিদ্ধ সুর ত্রাসিত হা হা হেতি পুকারি ॥৭॥

পত্ন্যবধ

চৌ—তা'রে হেরি' কপি ঝঙ্ক পলায়ন করে । বৃকে হেরি' যেমদল যেমন আচরে
 হেনমতে কপি ঝঙ্ক পলায় ভবানি ! ব্যাকুলিত উচ্চারণ করি' আর্তবাণী ॥১
 রাক্ষস দুর্ভিক্ষ-সম লোকমতে কহে । কপিকুল-রূপী দেশে ঘটাইতে চাহে ॥
 কৃপাবারিধর রাম ! হে দেব খরারি ! রক্ষা কর বর্ষি কৃপা ভক্ত-দুঃখহারী ! ॥২
 করুণাতে ভরা বাক্য শুনি' ভগবান । লইলেন স্মরণিত শরাসন বাণ ॥
 স্বপশ্চাতে সেনা-সহ রঘুনাথ যা'ন । একক কুপিত বলী করি' অভিযান ॥৩
 ধনু ল'য়ে শতবাণ করেন সজ্ঞান । শরজাল কুন্ত-দেহে মিল নিজস্থান ॥
 বাণাঘাতে ক্রুদ্ধ হ'য়ে কুন্তকর্ণ যা'ন । পৃথিবী টলিল তাহে গিরি বম্পদান ॥৪
 শৈল এক উপাড়িয়া নিজ হস্তে লয় । রঘুনাথ-বাণে তাহা বিদ্ধ চূর্ণ হয় ॥
 কুন্তকর্ণ বাম হস্তে শিলা আন মিলে । শ্রীরাম তাহাও ভেদি' ফেলেন ভূতলে ॥৫
 কপট কর্ত্তিত বাহু শোভিল কেমন । অপঙ্ক মন্দর গিরি হইলে যেমন ॥
 প্রভুরে হেরিল খল উগ্র-দৃষ্টি দিয়া । তা'র ইচ্ছা ভুঞ্জিবে সে ত্রিলোক গিলিয়া ॥৬
 দোহা— চিৎকার করিয়া ঘোররূপ ধরি' ধাইল সে মুখ ব্যাদানিয়া ।
 নভে সিদ্ধ-সুর ত্রাসিত হইল হায় হায় শব্দ পুকারিয়া ॥৭॥

মূল

চৌ—সভয় দেব করুনানিধি ধন্যো । শ্রবন প্রজন্ত সরাসমু তা'তো ॥
 বিসিধ নিকর নিসিচর মুখ ভরেউ । তদপি মহাবল ভূমি ন পরেউ ॥১
 সরমুহি ভরা মুখ সমুখ ধাবা । কাল ত্রোন সজীব জমু আবাব ॥
 তব প্রভু কোপি তীব্র সর লীলহা । ধর তে ভিন্ন তামু সির কীলহা ॥২

বাংলা অর্থ—দীপ্ত—দেখিলেন ; হৃতি—হনন করিলেন ; ধারী—সৈন্ত ; কিয়ো—
 করিলেন ; তারে—বহ সংখ্যা ; মিসার—বাহির হইয়া ; সমাহী—মিলিয়া যায় ; কারে
 —কক্ষবর্ণ ; পনারে—প্রণালী ; পটকই—আহাড় মারিল ; বলীমুখ—বানর ; পুকারত
 —চিৎকার করিয়া ; দুকাল—দুর্ভিক্ষ ; খালী—রাখিয়া ; ঠেঁচি—টানিয়া ; কুধর—কুধর,
 পঙ্কত ; ভগবগত—হলিতে লাগিল ; ভোলতি—টলিল ; পারী—পাতিত করিলেন ;
 বিলোকতি—দৃষ্টি ; হা হেতি—হা + ইতি হেতি, হাহা এই শব্দ ; (দে:—৬২-৭০)

সে। সির পরেউ দশানন আপে। বিকল ভয়উ জিমি কনি মনি ভ্যাগে ॥
 ঘরনি ধসই ধর ধাব প্রচণ্ড। তব প্রভু কাটি কীম্‌হ দুই খণ্ডা ॥৩
 পরে ভুমি জিমি নভ তেঁ ভুধর। হেঠ দাবি কপি ভালু নিশাচর ॥
 তান্ন তেজ প্রভু বদন সমান। সুর গুনি সবহিঁ অচম্বব মানা ॥৪
 সুর দুন্দুভী বজাবহিঁ হরবহিঁ। অন্ততি করহিঁ সুরম বহ বরবহিঁ ॥
 করি বিনতী সুর সকল সিধাএ। তেহী সময় দেবরিষি আএ ॥৫
 গগনোপরি হরি গুন গন গাএ। রুচির বীররস প্রভু মন ভাএ ॥
 বেগি হতছ খল কহি মূনি গএ। রাম সময় মহি সোভত ভএ ॥৬

ছন্দ— সংগ্রাম ভুমি বিরাজ রঘুপতি অতুল বল কোসল ধনী।
 শ্রম বিন্দু মুখ রাজীব লোচন অরুন তন সোনিত কনী ॥
 ভুজ জুগল ফেরত সর সরাসন ভালু কপি চছ দিসি বনে।
 কহ দাস তুলসী কহি ন সক ছবি সেষ জেহি আনন ঘনে ॥

দোহা— নিশিচর অধম মলাকর তাহি দীম্‌হ নিজ ধাম।
 গিরিজা তে নর মন্দমতি জে ন ভজহিঁ শ্রীরাম ॥৭১॥

পদ্মাবাদ

চো—কুপাধার রাম দেবে সজ্জন্ত জানিয়া। শরাসন লইলেন আকর্ষণিয়া ॥
 বাণচয়ে নিশাচর-বদন ভরিল। তথাপি না মহাবলী ভূমিতে পড়িল ॥১
 শরে ভরা বদনে সে সম্মুখে ধাইল। সজীব তুণীর যেন তাহে প্রকটিল ॥
 প্রভু রাম ক্রুদ্ধ হ'য়ে তীক্ষ্ণ শর ল'ন। সেই বাণে হ'ল তা'র মস্তক ছেদন ॥২
 রাবণের পুরোভাগে সে শির পড়িল। মণি-হীন ফণি যেন রাবণ হইল ॥
 প্রচণ্ড মেহের ভারে ধরণী ধসিল। প্রভু-শরে তাহা পুনঃ বিধু হইল ॥৩
 কপি ঋক নিশাচর মহীতে পতিত। নভ হ'তে গিরি যেন হ'ল ভূপাতিত ॥
 তা'সবার তেজপুঞ্জ প্রভুর বদনে। প্রবেশিলে দেবগণ আশ্চর্য্য তা' গণে ॥৪
 হর্ষভরে দেবতার। দুন্দুভি বাজায়। স্ততিবাদ করে আর পুষ্প বরিষয় ॥
 বিনতি করিয়া সুর করিলে প্রস্থান। নারদ সেখায় তবে আসিয়া পৌঁছান ॥৪
 তখন গগনে চলে হরি-গুণ-গান। বীর-রসে ভরি' গেল প্রভু-মন-প্রাণ ॥
 দ্বরা এবে হত্যা কর খল দশাননে। কহি'—মুনি চলে, রাম শোভে রণভূমে ॥৫

ছন্দ— রণভূমি পুরে শোভে রঘুপতি অমিত শক্তি কোশলাধিকারী।
 শ্রমবিন্দু মুখে কমল-লোচন রক্তারুণ-বর্ণ-কলেবরধারী ॥
 ভুজযুগ ধার ধরে শরাসন ঋক, কপি-ঘেরা বনে চতুর্ভিতে।
 তুলসী কহিছে এ' চিত্র বর্ণিতে অনন্ত অক্ষয় কে পারে বর্ণিতে ?

দোহা— রাজস অধম পাণের আধার তা'কে দেন প্রভু নিজ-ধাম।
 হে গিরিজা! সেই জড় মন্দমতি যে না ভজে রঘুপতি রাম ॥৭১॥

তো—দিন কেঁ অশু কিরী' ধৌ অনী। সময় ভই স্তম্ভটম্হ শ্রম ঘনী ॥
 রাম কুপা। কপি দল বল বাঢ়া। জিমি তুন পাই লাগ অতি ডাঢ়া ॥১
 ছীজহি' নিসিচর দিনু অরু রাভী। নিজ মুখ কহেঁ স্নকৃত জেহি ভা'তী ॥
 বহু বিলাপ দসকঙ্কর করজৈ। বহু সীস পুনি পুনি উর ঘরজৈ ॥২
 রোবহি' নারি হৃদয় হতি পানী। তাম্ব তেজ বল বিপুল বখানী ॥
 মেঘনাদ তেহি অবসর আয়উ। কহি বহু কথা পিতা সমুঝায়উ ॥৩
 দেখেছ কালি মোরি মনুসাজৈ। অবহি' বহুত কা করৌ' বড়াজৈ ॥
 ইষ্টদেব সৈ' বল রথ পায়উ'। সে। বল তাত ন তোহি দেখায়উ' ॥৪
 এহি বিধি জন্মত ভয়উ বিহানা। চহ' দুআর লাগে কপি নানা ॥
 ইত কপি ভালু কাল সম বীরা। উত রজনীচর অতি রনধীরা ॥৫
 লরহি' স্তম্ভট নিজ নিজ জয় হেতু। বরনি ন জাই সময় খগকেতু ॥৬

দোহা— মেঘনাদ মায়াময় রথ চটি গয়উ অকাস।

গর্জেউ অট্টহাস করি ভই কপি কটকহি ত্রাস ॥৭২॥

পঞ্চাশতবাদ

মেঘনাদ-বশার্থ শাস্ত্রধ্বংস প্রস্তুতি

তো—দিন অবসানে ফিরে দুই সেনাদল। ভারী শ্রাস্ত হ'ল যুদ্ধে স্রযোজ্ঞ সকল ॥
 রাম-কুপা। কপি-বল বৃদ্ধি করে তথা। তুণ লভি' অগ্নি-বল বেড়ে' যায় যথা ॥১
 নিশাচর দিন রাতি ত্রাস পায় তথা। নিজ মুখে বর্ণনাতে নাশে পুণ্য যথা ॥
 দশানন সেই কালে বহু বিলপিল। মৃত ভ্রাতৃ-শির পুন হৃদয়ে ধরিল ॥২
 বক্ষে করাঘাত করি' রমণী কাঁদিল। তা'র তেজ-বল-কথা বহু বাখানিল ॥
 সে সময় মেঘনাদ আসিয়া তথায়। নানা কথা কহি' নিজ পিতারে বুঝায় ॥৩
 আমার পৌরুষ কল্য দেখিবেন তবে। বহু অহঙ্কারে কিবা প্রয়োজন এবে ?
 ইষ্ট-দেব হ'তে বল আর রথ পাই। সে রথ, সে বল তাত ! তোমা' না দেখাই ॥৪
 হেনরূপে জন্মনাতে প্রভাত হইল। চারিটি দুয়ারে কপি বহু পহু'ছিল ॥
 এক পক্ষে অক্ষ-কপি—কাল-সম বীর। অস্ত্র পক্ষে নিশাচর অতি রণ-ধীর ॥৫
 নিজ নিজ জয় হেতু স্রযোজ্ঞ মুকিল। গরুড় ! সে যুদ্ধ কেহ বর্ণিতে নারিল ॥৬

বাংলা অর্থ—জাশ্তো—জানিলেন ; তাস্তো—আকর্ষণ করিলেন ; বিসিখ—বাণ ;
 সরনুহি—শরসমূহ ; ধর—যড় (দেহমধ্যভাগ) ; ধসই—গর্ত হইল ; হেঠ—নিচে ; দাবি
 —চাপিয়া ; হতছ—হত্যা কর ; ঘনে—বহু সংখ্যা ; মলাকর—পাণের খনি ; ঘনী—
 অধিক ; ডাঢ়া—বাড়িয়া থাকে ; ছীজহি—ক্ষয় পাইল ; পানী হতি—হাত চাপড়াইয়া ;
 মনুসাজৈ—পৌরুষ ॥ পায়উ—পাইয়াছি ; বিহানা—প্রভাত ; খগকেতু—গরুড় ;
 অস্ততি—স্ততি ; লরহি'—লড়ে, যুদ্ধ করে ; (দো—৭১-৭২)

দোহা— রথেতে চড়িম। আকাশে চলিল মেঘনাদ নিজে মায়ায়।
অট্টহাস্য করি' গর্জন করিল কপি তাহে ত্রাসিত-হৃদয় ॥৭২॥

সূল

চৌ—সক্তি সূল তরবারি কুপানা। অস্ত্র সস্ত্র কুলিসায়ুধ নানা ॥
ডারই পরস্পর পরিঘ পাষাণা। লাগেউ বৃষ্টি করৈ বহু বানা ॥১
দস দিসি রহে বান নভ ছাঈ। মানহঁ মঘা মেঘ বারি লাঈ ॥
ধরু ধরু মারু স্ননিঅ ধুনি কান। জো মারই তেহি কোউ ন জানা ॥২
গহি গিরি তরু অকাস কপি ধাবহি। দেখহি তেহি ন দুখিত কিরি আবহি
অবঘট ঘাট ঘাট গিরি কন্দর। মায়া বল কীম্‌হেসি সর পঞ্জর ॥৩
জাহি কহঁ ব্যাকুল ভএ বন্দর। সুরপতি বন্দি পরে জন্ম মন্দর ॥
মারুতসুত অঙ্গদ নল নীলা। কীম্‌হেসি বিকল সকল বলসীলা ॥৪
পুনি লছিমন সুগ্রীব বিভীষন। সরনহি মারি কীম্‌হেসি জর্জর তন ॥
পুনি রঘুপতি সৈ' জুঝে লাগা। সর ছা'ড়ই হোই লাগহি' নাগা ॥৫
ব্যাল পাস বস ভএ খরারী। অবস অনন্ত এক অবিকারী ॥
নট ইব কপট চরিত কর নান। সদা স্ততন্ত্র এক ভগবান ॥৬
রন সোভা লগি প্রভুহি' বঁধায়ে। নাগপাস দেবনু' ভয় পায়ে ॥৭

দোহা— গিরিজা জাম্ব নাম জপি মুনি কাটিহি' ভব পাস।
সো' কি বন্ধ তর আবহি ব্যাপক বিশ্ব নিবাস ॥৭৩॥

পত্ন্যাবাদ

চৌ—শক্তি, শূল, তরবারি, কুপাণাদি ছিল। অস্ত্র শস্ত্র কুলিশাদি আয়ুধ ফেপিল।
পরস্পর পরিঘ তথা পাষাণ চলিল। বাণ-বৃষ্টি বহুবিধ চলিতে লাগিল ॥১
বাণে বাণে দশদিকে নভ গেল ভরি'। যেন মঘা-মেঘ হ'তে বরিণ্ডেছে বারি ॥
'ধরু ধরু' 'মার মার' ধ্বনি শুধু আছে। যে মারিছে তা'রে কিন্তু কেহ না দেখিছে
ল'য়ে গিরি, তরু কপি আকাশে ধাইল। অরিরে না হোরি' দুখে কিরিয়া আসি
উচু-নিচু পথে-ঘাটে গিরির গহবরে। শরের পঞ্জর র'চে মায়াশ্রয় ক'রে ॥৩
কোথা বাহি—চিন্তা করি' ব্যাকুল বানর। ইন্দ্র-মায়া-বন্দী বুঝি হ'য়েছে ভুধর।
অঙ্গদ, মারুতসুত, নল ও নীলরে। মেঘনাদ ব্যাকুলিত করিল সবারে ॥৪
লক্ষ্মণ, সুগ্রীব তথা বিভীষণ-কামে। অতি জর্জরিত করে, শর হানি' তাহে ॥
পুন্‌ রঘুপতি-সনে লাগে যুঝিবারে। সর্প হ'য়ে বিধে' দেখে হেন শর ছাড়ে ॥৫
নাগপাশ-বশীভূত হ'লেন খরারি। অবশ অখণ্ড যিনি এক অবিকারী ॥
নটের কপট-নীলা করেন বিধান। সতত স্ততন্ত্র যিনি এক ভগবান ॥৬
রণ-শোভা-তরে প্রভু বাঁধে আপনারে। নাগপাশ-ভয় আনি' দেয় দেবতারে

দোহা— হে গিরিজা! ধীর নাম জপি' যুনি ছেদন করয়ে ভব-পাশ ।
আসে কি বন্ধন কঙ্কু'র—যিনি বিশ্বব্যাপী জগৎ-নিবাস ॥৭৩॥

বৃন্দ

চৌ—চরিত্ত রাম কে সগুণ ভবানী । তর্কি ন জাহি' বৃদ্ধি বল বানী ॥
অস বিচারি জে তগ্য বিরাগী । রামহি ভজহি' তর্ক' সব ত্যাগী ॥১
ব্যাকুল কটকু কীম্ব ঘননাদ । পুনি ভা প্রেগট কহই দুর্বাদ ॥
জামবন্ত কহ খল রছ ঠাট্টা । স্মৃনি করি তাহি ক্রোধ অতি বাঢ়া ॥২
বৃদ্ধ জানি সঠ ছাঁড়েউ' তোহী । লাগেসি অধম পচারে মোহী ॥
অস কহি তরল ত্রিসূল চলায়ো । জামবন্ত কর গহি সোই ধায়ো ॥৩
মারিসি মেঘনাদ কৈ ছাতী । পরা ভুমি ঘূষিত সুরখাতী ॥
পুনি রিসান গহি চরন ফিরায়ো । মহি পছারি নিজ বল দেখায়ো ॥৪
বর প্রসাদ সো মরই ন মারা । তব গহি পদ লক্ষা পর ডারা ॥
ইহা দেবরিসি গরুড় পঠায়ো । রাম সমীপ সপদি সো আয়ো ॥৫

দোহা— খগপতি সব ধরি খাএ মায়া নাগ বরুথ ।
মায়া বিগত ভএ সব হরষে বানর জুথ ॥৭৪ক॥
গহি গিরি পাদপ উপল নখ ধাএ কাঁস রিসাই ।
চলে তমীচর বিকলতর গঢ় পর চড়ে পরাই ॥৭৪খ॥

পদ্মাবাদ

চৌ—রামের চরিত্ত উমা ! সগুণ জানিবে । বৃদ্ধি তর্ক' বলে তাহা বৃদ্ধিতে নারিবে ॥
তত্ত্বজ্ঞ বিরাগী জন হেন বিচারিয়া । রামেরে ভজিবে সব তর্ক' তেহা গিয়া ॥১
মেঘনাদ সেনাদলে ব্যাকুল করিল । দুর্বাক্য কহিয়া পুন প্রকট হইল ॥
খল ! স্থির হও তুমি জাম্ববান কয় । তাহা স্মৃনি' মেঘনাদ ক্রোধ-পর হয় ॥২
বৃদ্ধ জানি' তোরে শঠ ! চাহিনু ত্যজিতে । অধম লাগিলি তুই মোরে আবাহিতে
ইহা কহি' অতি তীব্র ত্রিশূল ছুড়িল । জাম্ববান তাহা করে ধরিয়া ধাইল ॥৩
মেঘনাদ-বক্ষ'পরে তাহা হানি' দিল । বিঘূষিত সে আঘাতে ভূষিতে পড়িল ॥
পুন ক্রোধে পদে ধরি' তা'রে ঘুরাইল । ধরাতে আছাড়ি' নিজ বল দেখাইল ॥৪

বাংলা অর্থ—ঝরি—ঝড়; অবঘট ঘাট—আট ঘাট অর্থাৎ চতুর্দিকে; সৈ—সহিত;
জুঁয়ে লাগা—বৃদ্ধ করিতে লাগিল; সর পঞ্জর—শরদ্বারা ওস্তুত পঞ্জরার মত; তর্কি ন
জাহি—তর্কদ্বারা নির্ণীত হয় না; তগ্য—তৎজ্ঞানী; ঘননাদ—মেঘনাদ; দুর্বাদ—
কটবাক্য; ঠাট্টা—দণ্ডায়মান; স্মৃনি করি—ভুনিয়া; বৃদ্ধ—বৃদ্ধ, বড়ো; পচারে লাগেসি
—বুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিলি; তবল ত্রিশূল—আম্ববানী ত্রিশূল; ঘূষিত—ঘূষিত;
পছারি—আছাড় মারিয়া; মরই ন মারা—মারিবেও মরিল না; তমীচর—নিশাচর;
সুরখাতী—মেঘনাদ; পরাই—পলাইয়া; (দো—১৩- ৪ ক, খ)

বরের প্রভাবে মার খেয়ে না মরিল। পা ধরি' লক্ষ্যতে তবে ভাহারে ছুড়িল।
এদিকে গরুড়ের দেনবি পাঠান। রাম-পাখের দ্বারা তিনি পছন্দিয়া যান ॥৫
দোহা— মায়া-নাগ-দলে সবাকারে ধরি' খগপতি করিল ভোজন।

মায়া নাশ হ'লে কপিগণ সবে হরষিত হইল তখন ॥৭৪ক॥

গিরি, তরু, নখ, প্রসূরাস্ত্র ল'য়ে ধায় যত ক্রোধী কপিগণ।

নিশাচর সবে ব্যাকুলিত হ'য়ে দুর্গারূঢ় করে পলায়ন ॥৭৪খ॥

মূল

মেঘনাদবধার্থ লক্ষ্মণের প্রতিভা ও বজ্রধ্বংস

চৌ—মেঘনাদ কৈ মুরছা জাগী। পিতহি বিলোকি লাজ অতি লাগী ॥

তুরত গয়উ গিরিবর কন্দরা। করৌ অজয় মথ অস মন ধরা ॥১

ইহাঁ বিভীষন মন্ত্র বিচার। সুনছ নাথ বল অতুল উদার ॥

মেঘনাদ মথ করই অপাবন। হল মায়াবী দেব সতাবন ॥২

জৌ প্রভু সিদ্ধ হোই সো পাইহি। নাথ বেগি পুনি জীতি ন জাইহি ॥

সুনি রঘুপতি অতিসয় সুখ মান। বোলে অঙ্গদাদি কপি নানা ॥৩

লছিমন সঙ্গ জাহ্নব সব ভাই। করছ বিধংস জগ্য কর জাই ॥

তুমহ লছিমন মারেছ রন ওহী। দেখি সভয় সুর দুখ অতি মোহী ॥৪

মারেছ তেহি বল বৃদ্ধি উপাই। জেহি ছীজৈ নিসিচর সুনু ভাই ॥

জামবন্ত সুগ্রীব বিভীষন। সেন সমেত রহেছ তীনিউ জন ॥৫

জব রঘুবীর দীর্ঘহি অনুসাসন। কটি নিষঙ্গ কসি সাজি সরাসন ॥

প্রভু প্রতাপ উর ধরি রনধীরা। বোলে ঘন ইব গিরা গঁড়ীরা ॥৬

জৌ তেহি আজু বধে' বিনু আর্বো'। তৌ রঘুপতি সেবক ম কহাবো' ॥

জৌ সত সঙ্কর করহি' সহাই। তদপি তউ' রঘুবীর দোহাই ॥৭

দোহা— রঘুপতি চরন নাই সির চলেউ তুরন্ত অনন্ত।

অঙ্গদ নীল ময়ন্দ নল সঙ্গ স্তম্ভট হনুমন্ত ॥৭৫॥

গদ্যাহ্বাদ

চৌ—মূর্ছা হ'তে মেঘনাদ হ'ন জাগরিত। পিতারে হেরিয়া হ'ন অতীব লজ্জিত ॥

দ্বিরিত গগন করে ভূধর-কন্দরে। সাধিবে অজয়ে যজ্ঞ বাসনা অন্তরে ॥১

কহে বিভীষণ করি' মন্ত্রণা-বিচার। শুন নাথ! তুমি বলী অতুল উদার ॥

অপাবন যজ্ঞ-ভরে মেঘনাদ রত। দেবারি সে মায়াধর কুত্রেতে নিরত ॥২

হে প্রভু! সে যজ্ঞে যদি সিদ্ধকাম হয়। সহজে জিনিতে তা'রে মারিবে নিশ্চয় ॥

সুনি' রঘুপতি, অতি সুখ মানি মনে। আবাহিলা অঙ্গদাদি যত কপিগণে ॥৩

ভাইগণ! সবে যাও সহিত লক্ষ্মণ। গিয়া সবে তা'র যজ্ঞ কর বিধংসন ॥

হে লক্ষ্মণ! সংহারিবে তুমি তা'রে রণে। দেবগণে ভীত হেরি' দুখ পাই মনে ॥৪

জাতঃ ! বল বুদ্ধি হেন করহ ধারণ । বাহে সেই নিশাচর নাশে সম্বজন ॥
 জাম্ববান ও স্ত্রীষ তথা বিত্তীষণ । সেনার সহিত রহ এই তিন জন ॥৫
 রঘুবীর আজ্ঞা-মান করেন যখন । কটিতে তুণীর তথা ল'ন শরাসন ॥
 প্রভুর প্রতাপ হৃদে ধরি' রণধীর । লক্ষ্মণ কহেন বাণী জলদ-গঙ্ধীর ॥৬
 যদি তা'রে না বধিয়া ফিরিয়া আসিব । রাম-ভক্ত কহি' নাহি পরিচয় দিব ॥
 শত শিব হ'ন যদি তাহার সহায় । তথাপি মারিব তা'রে রামের দোহাই ॥৭
 দোহা— রঘুপতি-পদে শির নমিলেন যিনি নিজে অনন্ত লক্ষ্মণ ।
 অঙ্গদ ও নীল অয়ন্দ ও নল সঙ্গে করি বীর যোদ্ধগণ ॥৭৫॥

মূল

চৌ—জাই কপিন্ধ সো দেখা বৈসা । আছতি দেত কুণির অরু ভৈসা ॥
 কীন্হ কপিন্ধ সব জগ্য বিধংসা । জব ন উঠাই তব করহি' প্রসংসা ॥১
 তদপি ন উঠাই ধরেন্হি কচ জাই । লাভনহি হতি হতি চলে পরাজি ॥
 লৈ ত্রিসূল ধাবা কপি ভাগে । আএ জই রামানুজ আগে ॥২
 আব পুরম ক্রোধ কর মারা । গজ' ঘোর রব বারহি' বারা ॥
 কোপি মারুতমুত অঙ্গদ ধাএ । হতি ত্রিসূল উর ধরনি গিরাএ ॥৩
 প্রভু কই ছা'ড়ৈস সূল প্রচণ্ডা । সর হতি কৃত অনন্ত জুগ খণ্ডা ॥
 উঠি বহোরি মারুতি জুবরাজা । হতহি' কোপি তেহি ষাউ ন বাজা ॥৪
 ফিরে বীর রিপু মরই ন মারা । তব ধাবা করি ঘোর চিকারা ॥
 আবত দেখি ক্রুদ্ধ জমু কালা । লছিমন ছাড়ে বিসিধ করালা ॥৫
 দেখৈসি আবত পবি সম বান । তুরত ভয়উ খল অন্তরধানা ॥
 বিবিধ বেধ ধরি করই লরাজি । কবছ'ক এগট কবছ' ছুরি জাই ॥৬
 দেখি অজয় রিপু ডরপে কীসা । পরম ক্রুদ্ধ তব ভয়উ অহীসা ॥
 লছিমন মন অস মল্ল দৃঢ়াবা । এহি পাপিহি মৈ' বহুত খেলাবা ॥৭
 সুমিরি কোসলাধীস প্রতাপা । সর সন্ধান কীন্হ করি দাপা ॥
 ছাড়া বান মাঝ উর লাগা । মরতী বার কপট সব ভ্যাগা ॥৮

দোহা— রামানুজ কই রামু কই অস কহি ছা'ড়ৈসি প্রান ।

ধন্য ধন্য তব জননী কহ অঙ্গদ হনুমান ॥৭৬॥

বাংলা অর্থ—অজয় মথ—অজয় হইবার বজ্জ ; সতাবন—পীড়াদায়ক ; হোই
 পাইছি—হইতে পার ; ছীজৈ—ক্ষয় পার ; বঁধে বিনু—বঁধ না করিয়া ; ভৈসা—মহিষ ;
 ধরেন্হি—ধরিল ; লাভনহি হতি হতি—লাধি মারিয়া মারিয়া ; প্রভু কই—প্রভুকে
 লক্ষ্য করিয়া ; পবিসম—বজ্জত্ব ; অহীসা—অনন্তদেব (লক্ষণ) ; দৃঢ়াবা—দৃঢ় করিল ;
 খেলাবা—খেলাইয়াছি ; দাপা—দর্প (বীরোচিত) ; (দো—৭৫-৭৬)

চৌ—কপিগণ গিয়া তা'রে আসীন হেরিল। অধিঃ ও রক্তাঙ্কিত দিতে নিরখিল ॥
 কপিগণ লাগে সবে যজ্ঞ বিধ্বংসিতে। উঠিল না দেখি' তা'রে লাগে প্রাংশসিতে ॥১
 তথাপি না উঠে যবে কেশেতে ধরিয়। পদাঘাত করি' সবে যায় পলাইয়া ॥
 আসিলে ত্রিশূল ল'য়ে, কপিরা পালায়। সেখা আসি' মিলে সবে লক্ষণ যেথায় ॥২
 আসিলে লক্ষণ ক্রোধে মারেন তাহারে। তবে যোর গজ্জ'ন সে করে বায়ে বায়ে
 ক্রোধ-ভ'রে হনুমান অঙ্গদ ধাইল। ত্রিশূলে হানিয়া সে দৌহারে পাড়িল ॥৩
 লক্ষণেরে তাকি' শূল ছাড়িল প্রচণ্ড। লক্ষণের শরে তাহা হইল বিখণ্ড ॥
 মারুতি অঙ্গদও তা'রে সক্রোধে হানিল। সে আঘাত তা'রে কিছু ব্যথা নাহি দিল ॥৪
 মারিলে না মরে রিপু কিরিতে ধাইল। তখন ধাইয়া পুন বিধম গজ্জিল ॥
 কাল-সম জুর তা'রে আসিতে হেরিয়া। লক্ষণ করাল বাণ দেন নিক্ষেপিয়া ॥৫
 আসিতে দেখিল যবে বজ্র-সম বাণ। হরা খল মেঘনাদ করে অন্তর্ধান ॥
 বহুবিধ বেশ ধরি' সময়ে যুঝিল। কভু বা প্রকট হ'ল কভু লুকাইল ॥৬
 রিপুরে অজয় হেরি' কপি ভয়ে ভীত। তখন লক্ষণ হ'ন অতীব ক্রোধিত ॥
 লক্ষণ মানসে হেন করিল বিচার। এ' পাণীয়ে খেলায়েছি আমি বহুবীর ॥৭
 কোশল-মুপের বল হৃদয়ে ধরিয়া। বীর-দর্পে তিনি দেন শর সন্ধানিয়া ॥
 সেই বাণ মেঘনাদ-হৃদয়ে ভেদিল। মৃত্যুকালে কাপট্য সে সকল ভাজিল ॥৮
 দোহা— কোথা' রামানুজ ? কোথা রাম তুমি ?—ইহা কহি' ভাজিল পরাণ।
 ধন্য তব মাতা ধন্য পুত্র তাঁ'র কহেন অঙ্গদ হনুমান ॥৭৬॥

মূল

চৌ—বিনু প্রয়াস হনুমান উঠায়ো। লক্ষা দ্বার রখি পুনি আয়ো ॥
 তাসু মরন সুনি সুর গজব'। চট্টি বিমান আ'এ নন্ত সর্ব' ॥১
 বরবি সুরম দুন্দুভী বজাবহি'। ত্রীরঘুনাথ বিমল জসু গাবহি' ॥২
 জয় অনন্ত জয় জগদাধার। তুমহ প্রভু সব দেবমহি নিস্তার ॥৩
 অস্ততি করি সুর সিদ্ধ সিধাএ। লছিমন রূপাসিদ্ধু পহি' আএ ॥
 স্তুত বধ সুন্য দসানন অবহী'। মুরুহিত ভয়উ পরেউ মহি তবহী' ॥৪
 মন্দোদরী রদন কর ভারী। উর তাড়ন বহু ভা'তি পুকারী ॥
 নগর লোগ সব ব্যাকুল সোচ। সকল কহহি' দসকঙ্কর পোচ ॥৫
 দোহা— তব দসকণ্ঠ বিবিধি বিধি সমুঝাই সব নারি।

নন্দর রূপ জগত সব দেখছ হৃদয়' বিচারি ॥৭৭॥

পদ্মাবতী

চৌ—বিনা প্রমে হনুমান তা'রে উঠাইল। লক্ষা-দ্বারে রাখি' পুন কিরিয় আসিল
 সুর ও গজব' সুনি তাহার মরণ। বিনানে চড়িয়া নভে করে আগমন ॥১

পুষ্প বরষিয়া তাঁ'রা তୁন্দুভি বাজান । রামের বিমল বশ করিয়া বাখান ॥
 জয় হে অনন্ত ! জয় জগৎ আধার ! হে প্রভো ! অমর-গণে করিলে নিস্তার ॥২
 স্তব-সিদ্ধগণ স্তুতি করিয়া ফিরেন । করুণা-সাগর-পার্শ্বে কক্ষণ আসেন ॥
 স্তব-বধ-বার্তা যবে শুনেন রাবণ । সংজ্ঞাহীন তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হ'ন । ৩
 মন্দোদরী, অতিশয় রোদন করিল । বুকে করাঘাত করি' বহু বিলাপিল ॥
 পুরজনে সব শোকে ব্যাকুল হইল । দশাননে সবে নীচ কহিতে লাগিল ॥৪
 দোহা— তবে দশাননে বিবিধ প্রকারে বুঝা'লেন ছিল যত নারী ।

নখর এ' রূপ ধরা ধরে জেনো বুঝি' দেখে ক্ষদয়ে বিচারি' ॥৭৭॥

গল

চৌ— তিম্‌হি গ্যান উপদেশা রাবন । আপুন মন্দ কথা স্তবত পাবন ॥
 পর উপদেশ কুসল বহুভেরে । জে আচরহি' তে নর ন যেনেরে ॥১
 নিসা সিরানি ভয়উ ভিনুসার । লগে ভালু কপি চারিহ' দ্বারা ॥
 স্তবট বোলাই দশাননে বোলা । রন সম্মুখ জাকর মন ভোলা ॥২
 সো অবহী' বরু জাই পরাজি । সংজুগ বিমুখ ভএ' ন ভলাজি ॥
 নিজ ভুজ বল মৈ' বয়রু বচাবা । দেহউ উত্তরু জো রিপু চটি আবা ॥৩
 কস কহি মরুত বেগ রথ সাজ । বাজে সকল জুকাউ বাজা ॥
 চলে বীর সব অভুলিত বলী । জমু কজ্জল কৈ আধী চলী ॥৪
 অসগুন অমিত হোহি' তেহি কালা । গনই ন ভুজবল গব' বিসাল ॥৫

ছন্দ— অতি গব' গনই ন সগুন অসগুন অবহি' আয়ুধ হাথ তে ।
 ভটি গিরত রথ তে বাজি গজ চিকরত ভাজহি' সাধ তে ॥
 গোমায় গীধ করাল খর রব স্থান বোলহি' অতি যনে ।
 জমু কালদূত উলুক বোলহি' বচন পরম ভয়াবনে ॥
 দোহা— তাহি কি-সম্পত্তি সগুন স্তবত সপনেছ' মন বিশ্রাম ।
 ভূত জোহ রত মোহবস রাম বিমুখ রতি কাম ॥৭৮॥

গতানুবাদ

যুদ্ধার্থ রাবণের আগমন ও যুদ্ধ-প্রস্তুতি

চৌ—জ্ঞান-কথা বলি' যবে বুঝান রাবণ । নিজে মন্দ কিন্তু ক'ন বাক্য স্পাৱন ॥
 পরেরে বুঝাতে পটু বহু এ' সংসারে । বিরল মানুষ যা'রা নিজেরা আচরে ॥১

বাংলা অর্থ—পোচা—নীচ ; আপুন—আপনি নিজে ; ন যেনেরে—যেণী হয় না ;
 সিরানি—শেষ হইল ; জা কর—বাহার ; বরু—বরণ ; দেহউ উত্তরু—পার করিয়া দিখ ;
 জুকাউ বাজা—যুদ্ধের বাজনা ; সাধ তে ভাজহি—গঙ্গ হাড়িয়া পলাইল ; স্থান—কুকুর ;
 বোলহি—চীৎকার করিল ; সম্পত্তি—সম্পৎ ; রতি কাম—কামাগত ; (দো—৭৭-৭৮)

নিশা অপগত হ'লে শ্রোতা হইল। ঋক কণি চারি দ্বারে আসি' পহ'ছিল ॥
 ডাকিয়া স্রোতগুণে দশানন ক'ন। সমুখ সমরে যে'তে যা'র দোলে মন ॥২
 সে যেম এখনি বরণ করে পলায়ন। যুদ্ধে নামি' বিমুখতা না হয় শোভন ॥
 ভূজ-বলে করিয়াছি শত্রুতা-বর্জন। রিপু আক্রমছে দিব উত্তর এখন ॥৩
 ইহা কহি' বায়ু-বেগী রথ সাজাইল। যুদ্ধের বাজনা সব বাজিয়া উঠিল ॥
 অভুলিত বীর যোদ্ধা করে আক্রমণ। মসীবর্ণ ধূলিবাণ্ডা বহিল তখন ॥৪
 কুলক্ষণ অগণিত ঘটিতে লাগিল। দশানন বল-গর্বে তাহা না গণিল ॥৫
 হৃদ— অতি গর্বে নাহি গণে শুভাশুভ হস্ত হ'তে পড়ে আয়ুধ খসিয়া।
 রথ হ'তে যোদ্ধা পড়ে, বাজি গজ পলায়ন করে চিৎকার করিয়া ॥
 গোমায়ু ও গুণ্ড খর ঘোর ডাকে কুকুরের ধ্বনি ঘন নিনাদিত।
 যেন কাল-দূত পেচক ধ্বনিতে ভয়াবহ বার্তা করিছে ইঙ্গিত ॥
 দোহা— যা'র জীবে জোহ মোহ-বিবশতা বিমুখতা রামে কামে অনুরাগ।
 আসে কি সম্পৎ শুভ-চিহ্ন তা'র অপনেও হবে মনের বিরাগ ? ৭৮

মৃণ

চো—চলেউ নিসাতর কটকু অপারা। চতুরঙ্গিনী অনী বহু ধারা ॥
 বিবিধি ভা'তি বাহন রথ জানা। বিপুল বরন পতাক ধ্বজ নানা ॥১
 চলে মত্ত গজ জুথ ঘনেরে। প্রাণিট জলদ মারুত জন্ম প্রেরে ॥
 বরন বরন বিরদৈত নিকায়। সমর সুর জন্মি' বহু মায়া ॥২
 অতি বিচিত্র বাহিনী বিরাজী। বীর বসন্ত সেন জন্ম সাজী ॥
 চলত কটক দিগসিঙ্গুর ডগহী। ছুভিত পয়োদি কুধর ডগমগহী ॥৩
 উঠী রেনু রবি গয়উ ছপাঈ। মরুত থকিত বসুধা অকুলাঈ ॥
 পনব নিসান ঘোর রব বাজি'। প্রলয় সময় কে ঘন জন্ম গাজি' ॥৪
 ভেরি নফোরি বাজ সহনাঈ। মারু রাগ স্রুতট স্রুতদাঈ ॥
 কেহরি নাদ বীর সব করহী। নিজ নিজ বল পৌরুষ উচ্চরহী ॥৫
 কহই দশানন সুনহ স্রুতট। মর্দহু ভালু কপিহ কে ঠট্টা ॥
 হৌ মারিহউ ভূপ হৌ ভাঈ। অস কহি সন্মুখ ফোজ রেজাঈ ॥৬
 যহ স্রুধি সকল কপিহ জব পাঈ। ধাএ করি রঘুবীর দোহাঈ ॥৭

হৃদ— ধাএ বিসাল করাল মর্কট ভালু কাল সমান তে।
 মানহ' সপচ্ছ উড়াহি' ভুধর বন্দ নানা বাস তে ॥
 নথ দসন সৈল মহাক্রমায়ুধ সবল সক্ষ ন মানহী ॥
 জয় রাম রাবন মত্ত গজ যুগরাজ স্রুজস্র বখানহী ॥

দোহা— দুহু দিসি জয় জয়কার করি নিজ নিজ জোরী জানি।
 ভিরে বীর ইত রামহি উত্ত রাবনহি বখানি ॥৭৯॥

চৌ—চলে রণে নিশাচর সৈনিক অপার। চতুরঙ্গ সেনাদলে ব্যাপে চারিধার ॥
বিবিধ প্রকার রথ বাহন-সজ্জিত। পতাকা বিবিধ বর্ণ ধ্বজে স্ফোভিত ॥১
মদমত্ত গজ-যুগ্ম চলিল তেমন। প্রাবৃটের মেঘে যেন বহিছে পবন ॥
বীর-রক্ষঃ-সেনা-সজ্জা বিবিধ বরণ। বহু মায়া ধরে যুদ্ধে বীর যোদ্ধৃগণ ॥২
বাহিনী বিচিত্র অতি সেথা বিরাজিল। যেন বীর ঋতু-রাজ সেনা সাজাইল ॥
সেনাদল চলে যেন দিক্‌হন্তী দোলে। বিক্ষোভে বারিধি, গিরি যেন টলমলে ॥৩
ধূলির পটলে সূর্য যেন লুঙ্কায়িত। বায়ু-বেগ রুদ্ধ যেন ধরা আকুলিত ॥
তুন্দুভি দামামা ঘোর বাজিতে লাগিল। প্রলয় সমরে যেন মেঘ গরজিল ॥৪
তুরী ভেরী নিনাদিল সানাই বাজিল। মরণ-রাগিণী-স্বরে যোদ্ধা তিরপিল ॥
বীরগণ সিংহনাদ লাগিল করিতে। আপন পৌরুষ লাগে বহু বিষোষিতে ॥৫
দশানন ক'ন—শুন বীর যোদ্ধৃগণ! ঋক্ষ-কপি-যুগ্ম সব করহ মর্দন ॥
নিধন করিব আমি তু'টি নৃপ-ভা'য়ে। ইহা কহি' সেনা দিল সন্মুখে চালা'য়ে ॥৬
এ বারতা কপিদল যখন জানিল। রঘুবীর-নাম ল'য়ে সকলে ধাইল ॥৭

ছন্দ— ধাইল বিশাল করাল বানর ঋক্ষ কাল-সম আছিল যাহারা।
উড়ি' চলে যেন সপক্ষ ভুধর বাণাঘাত-দ্বারা বহু সংখ্যা তা'রা
নখ-দন্ত-গরি- মহাক্রম-অস্ত্রে বলীয়ান যা'রা ভয় না গণিল।
'জয় রাম' কহি' রাবণ-করীর সিংহ-সম রাম-যশ বাখানিল ॥
দোহা— উভয় দিকেতে জয় জয় শব্দে প্রতিপক্ষ দু'য়ে সম্মিলিত হয়।
যা'রা মিলে রণে এ'পক্ষে রাখবে ওপক্ষে রাবণে বহু বাখানয় ॥৭৯॥

যুগ

চৌ—রাবণু রথো বিরথ রঘুবীর। দেখি বিভীষন ভয়উ অধীর ॥
অধিক্র প্রীতি মন ভা সন্দেহ। বন্দি চরম কহ সহিত সনেহ ॥১
নাথ ন রথ নহি' তন পদ ত্রাণ। কেহি বিধি জিতব বীর বলবান ॥
সুমনহ সখা কহ কৃপানিধান। জেহি' জয় হোই সো স্তম্ভন আনা ॥২
সৌরজ ধীরজ তেহি রথ চাক। সত্য সীল দৃঢ় ধ্বজা পতাকা ॥
বল বিবেক দম পরহিত ঘোরে। ছমা কৃপা সমতা রজু জোরে ॥৩
ঈস ভজনু সারথী স্তজানা। বিরতি চর্ম সন্তোষ কৃপান ॥
দান পরসু বুদ্ধি সক্তি প্রচণ্ড। বর বিগ্যান কঠিন কোদণ্ড ॥৪
অমল অচল মন ত্রোন সমান। সম জয় নিয়ম সিলীমুখ নানা ॥
কবচ অভেদ বিপ্র গুর পূজা। এহি সম বিজয় উপায় ন দুজা ॥৫
সখা ধর্মময় অল রথ রথ জাকৈ। জীতম কই ন কভহ' রিপু তাকৈ ॥৬

দোহা— মহা অজয় সংসার রিপু জীতি সকই সো বীর ।
 জাকৈঁ অস রথ হোই দৃঢ় স্তনহু সখা মতিধীর ॥৮০ক॥
 স্তনি প্রভু বচন বিভীষন হরবি গঁহে পদ কঙ্ক ।
 এহি মিস মোহি উপদেশেহ রাম কৃপা স্তখ পুঞ্জ ॥৮০খ॥
 উত্ত পচার দসকঙ্কর ইত অঙ্গদ হনুমান ।
 লরত নিশাচর ভানু কপি করি নিজ নিজ প্রভু আন ॥৮০গ॥

পড়াযবাদ

সেনাদল-সহ সুকক্ষেত্রে রাম-রবণ

চৌ—দশানন রথী রথ-হীন রঘুবীর । হেরি' হ'ন বিভীষণ পরম অধীর ॥
 অতি প্রীতি হেতু মনে সংশয় উদ্ভিলা । স্নেহ-ভরে পাদ বন্দি' তাঁহারে কহিলা ॥১
 নাথ ! নাহি রথ নাহি তনু-পদজাগ । কেমনে জিনিবে বল বীর বলবান ॥
 স্তন সখে !—ক'ন সেই কৃপার নিধান । জয় যেথা আসে জেনো সেই রথ আন ॥২
 শৌর্য্য গৈর্য্য রহে সেই রথে দু'টি ঢাকা । সত্যে শীলে জানো দৃঢ় ধ্বজা ও পতাকা
 বল, দম ও বিবেক পরহিত ঘোড়া । করুণা-সমতা-ক্ষমা-রজ্জু দিয়া জোড়া ॥৩
 লেখর-ভজনে জানো সারথী সৃজান । বিরতিতে বর্ষা জানো সন্তোষে কৃপাণ ॥
 পরশুই দান, বুদ্ধি শক্তি প্রচণ্ড । উত্তম বিজ্ঞান পুনঃ কঠোর কোদণ্ড ॥৪
 অমল অলে মন তুগীর-সমান । শম-যম-নিয়মাদি জেনো হ'বে বাণ ॥
 অভেদ্য কবচ বিপ্র-গুরুর পূজন ॥ জয়-লাভে নাহি অশ্রু উপায় এমন ॥৫
 হেন ধর্ম্ম-রথে সখা ! আরুঢ় যে জন । কোন রিপু তাহে জয় না করে কখন ॥৬
 দোহা— অতীব দুজ্জয় সংসার-রিপুরে জিনিতে পারিবে সেই বীর ।
 স্তদৃঢ় যেমন যা'র এই রথ স্তন ওহে সখা ! মতি ধীর ॥৮০ক॥
 স্তনি' প্রভু-বাণী কষ্টে বিভীষণ ধরে তাঁ'র কমল-চরণ ।
 কহে এই মিসে দানিলে শিক্ষণ প্রভু রাম ! ভকত-শরণ ॥৮০খ॥
 হেথায় ছক্কারে রাবণ, হোথায় ছক্কারে অঙ্গদ হনুমান ।
 যুঝে নিশাচর অক্ষ-কপিদল ঘোষি' অস্ত্র-প্রভু-গুণগান ॥৮০গ॥

বাংলা অর্থ—জমু—যেন ; প্রেরে—প্রেরণাতে ; দিগসিদ্ধুর—দিক্‌হন্তী ; ভগহী
 —আগাইয়া ; কুধর—ভূধর, পর্বত ; রেজু—মূলকণা ; মকোরি—তুর্ধ্য ; সহমাই—
 গানাই ; ঠাট্টা—ঠাট ; রেজাই—চালাইল ; সংক—ভয়, শঙ্কা ; ভুগরাজ—সিংহধ্বজ ;
 ভিরে—মিলিত হইল ; তন জ্ঞান—ভয়প্রাপকায়ী বর্ষ ; সৌরজ—শৌর্য্য ; মম—বহি-
 রিঙ্গিয়সংঘ ; জোরে—সংযুক্ত আছে ; চর্ম্ম—চাল ; কোদণ্ডা—ধনু ; জোন—তুগীর ;
 সিলীমুখ—বাণ ; অজয়—হুজ্জয় ; মিস—হলে ; পচার—সুদার্ষ আস্থান করিল ; লরত
 —যুদ্ধ করিল ; উত্ত—ঐ পক্ষে ; ইত্ত—এই পক্ষে ; (দো—১২৮০ ক, খ, গ)

চৌ—স্বর ব্রজাদি সিদ্ধ মুনি নামা। দেখত রন নভ চড়ে বিমানা ॥
 হমতু উমা রহে ভেহি সজা। দেখত রাম চরিত রন রজা ॥১
 স্রুভট সমর রস দুহু দিসি মাতে। কপি জয়সীল রাম বল তাতে ॥
 এক এক সম ভিরহি পচারহি। একমহ এক মর্দি মহি পারহি ॥২
 মারহি কাটহি ধরহি পছারহি। সীস তোরি সীসনহ সম মারহি ॥
 উদর বিদারহি ভুজা উপারহি। গহি পদ অবনি পটকি ভট ভারহি ॥৩
 মিসিচর ভট মাহি গাড়হি ভালু। উপর চারি দেহি বহু বালু ॥
 বীর বলীমুখ জুজু বিরুদ্ধে। দেখিতত বিপুল কাল জমু ক্রুদ্ধে ॥৪

ছন্দ— ক্রুদ্ধে কৃতান্ত সমান কপি তন স্রবত সোনিত রাজহী।
 মর্দিহি নিসাচর কটক ভট বলবন্ত ঘন জিগি গাজহী ॥
 মারহি চপেটনহি ডাটি দাতনহ কাটি লাতনহ মীজহী ॥
 চিক্করহি মর্কট ভালু ছল বল করহি জেহি খল ছীজহী ॥
 ধরি গাল ফারহি উর বিদারহি গল অঁতাবরি মেলহী ॥
 প্রহ্লাদপতি জমু বিবিধ তমু ধরি সমর অঙ্গন খেলহী ॥
 ধরু মারু কাটু পছারু ঘোর গিরা গগন মহি ভরি রহী ॥
 জয় রাম জো তুন তে কুলিস কর কুলিস তে কর তুন সহী ॥
 দোহা— নিজ দল বিচলত দেখেসি বীস ভুজা দস চাপ।
 রথ চটি চলেউ দসানন ফিরছ ফিরছ করি দাপ ॥৮১॥

চৌ—স্বর ব্রজা আদি যত সিদ্ধ মুনিগণ। বিমানে চড়িয়া হেরে নভ হ'তে রণ ॥
 হে উমা! তা'দের সাথে রহি' সেইক্ষণ। রণ-রজ-রাম-লীলা করিমু দর্শন ॥১
 দু'দিকে সমর-রসে স্রযোজা মাতিল। রাম-বলে বলী কপি জিগিতে লাগিল ॥
 এক আরে রণস্থলে আহবনে সমরে। অপরে মর্দিয়া একে ফেলে ভূমি'পরে ॥২
 মারিল কাটিল মর্দি' সমরে জিনিল। ছি'ড়িয়া একের শৃঙ অপরে হানিল ॥
 উদর বিদারে তথা বাহু উপাড়িল। পদে ধরি' আছাড়িয়া ভূমে নিপাতিল ॥৩
 রাক্ষস যোদ্ধারে ক্ষণ ধরাতে গাড়িল। তাহার উপরে ভুরি বালুক চাটিল ॥
 বীর কপি শত্রু-সনে করে হেন যুদ্ধ। দেখা গেল মহাকাল হয় যেন ক্রুদ্ধ ॥৪

বাংলা অর্থ—পারহি—পাতিত কারল; পচারহি—যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল; পছা-
 রহি—আছাড় মারিল; উপারহি—মোচড়াইল; পটকি ভারহি—আছড় মারিয়া
 কেলিল; গাড়হি—পুতিয়া কেলিল; চপেটনহি—চপেটঘাত করিল; ডাটি—তিরস্কার
 করিয়া; মীজহি—পিষ্ট করিল; ছীজহি—ধ্বংস হইল; অঁতাবরি—আড়িভাড়ি;
 প্রহ্লাদপতি—নৃসিংহ ভগবান; পছারু—মল্লযুদ্ধে পরাজিত করিল; (দো—৮১)

ছন্দ — ক্রোধে যম-সম কপির শরীর শোণিত ক্ষরিয়। পরম শোভিল।
 মর্দি' রক্ষ-সেনা যোদ্ধা বলবান্ জলদ-সমান গজ্জন করিল।
 চপটে হানিল ভৎ'সনা করিল দাঁতে কাটি, লাথি মারিয়া পিষিল।
 চীৎকার করিল কপি ঝঙ্ক দল ছল বল ধরি' কপটে নাশিল।
 স্বক্কা বিদীর্ণ হৃদয় বিদরে অস্ত্র নিঃসারিয়া গলেতে দোলায়।
 নরসিংহ যথা বহু তনু ধরি' সমর অঙ্গনে মাতিছে লীলায়।
 ধরো মারো কাটে। মারহ আছাড় পরুষ বচনে নভ ভ'রে যায়।
 জয় রাম-মস্ত্রে তুণে বজ্র করা বজ্রে তুণ করা সম্ভবে সেথায়।

দোহা — নিজ সেনা-দল বিচলিত হেরি' বিশ বাহু ধরে দশ চাপ।
 রথে চড়ি' কহি' চলিল রাবণ 'ফেরো ফেরো' করি' মহাদাপ ॥৮১॥

মূল

চৌ—ধায়উ পরম ক্রুদ্ধ দসকঙ্কর। সম্মুখ চলে কুহু দৈ বন্দর।
 গহি কর পাদপ উপল পহারা। ডারেন্হি তা পর একহি' বারা ॥১
 লাগহি' সৈল বজ্র তন তাসু। খণ্ড খণ্ড হোই ফুটহি' আস ॥
 চলান অচল রহা রথ রোপী। রন দুর্গদ রাবন অতি কোপী ॥২
 ইত উত ঝপটি দপটি কপি জোমা। মর্দি লাগ ভায়উ অতি ক্রোমা ॥
 চলে পরাই ভাঙ্গু কপি নানা। ত্রাহি ত্রাহি অঙ্গদ হনুমান ॥৩
 পাহি পাহি রঘুবীর গোসাজি। যহ খল খাই কাল কী নাজি ॥
 তেহি' দেখে কপি সকল পরানে। দসছ' চাপ সায়ক সজ্ঞানে ॥৪

ছন্দ — সজ্ঞানি ধনু সর নিকর ছাড়েসি উরগ জিমি উড়ি লাগহী'।
 রহে পুরি সর ধরনী গগন দিসি বিদিসি কই কপি ভাগহী' ॥
 ভয়ো অতি কোলাহল বিকল কপি দল ভাঙ্গু বোলহি' আতুরে।
 রঘুবীর করুনা সিদ্ধু আরত বজ্র জন রচ্ছক হরে ॥

দোহা — নিজ দল বিকল দেখি কটি কসি নিষজ ধনু হাথ।
 লহিমন চলে ক্রুদ্ধ হোই নাই রাম পদ মাথ ॥৮২॥

পত্নাস্বাদ

চৌ—অতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে বেগে ধাইল রাবণ। সম্মুখে ছঙ্কার করি' চলে কপিগণ
 করে ধরি' তা'রা বক্ষ প্রস্তর পাছাড়। মিলায়ে সকল ল'য়ে মারে একবার ॥১
 বজ্র-তনু'পরে যবে পর্বত লাগিল। খণ্ড খণ্ড হ'য়ে তাহা চূর্ণিত হইল ॥
 মহারথ স্থির, শ্মশু, অচল রহিল। রণোদ্গাদী দশানন অতীব কুপিল ॥২
 ইতস্তত দাপাদপি করে কপিগণে। মর্দিতে লাগিল রক্ষে অতি ক্রুদ্ধ মনে ॥
 অঙ্গদ ও হনুমানে লইয়া শরণ। 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ববে তারা করে পলায়ন ॥৩

কপি কয়—প্রভু কর মোদের রক্ষণ। কাল-সম খল করে সবারে ভক্ষণ ॥
 রাবণ হেরিল কপি ধায় পলাইয়া। দশ চাপে মিল তবে শর সজানিয়া ॥৪
 ছন্দ— শর বহু ছাড়ে সজানি' ধনুকে সর্প-সম উড়ি' শরীর বি'ধিল।
 ভরিয়া রহিল ধরাতে গগনে দিক্‌বিদিক্‌-হারা কপি পলাইল ॥
 করি' কোলাহল কপি-সঙ্ক-দল বিকল কাতর কহে তারস্বরে।
 ওহে রঘুবীর! করুণা-সাগর নিজ-জনে রাখো আর্ত বন্ধু হয়ে!
 দোহা— নিজ দল-বলে বিকল হেরিয়া ব'টিতে তুগীর ধনু বরে।
 লক্ষ্মণ চলিল ক্রোধিত হইয়া রাম-পদে শির নত ক'রে ॥৮২॥

মূল

চৌ—রে খল কা মারসি কপি ভালু। মোহি বিলোকু ভোর মৈ' কালু ॥
 খোজত রয়েউ' তোহি স্তম্ভাভী। আজু নিপাতি জুড়াবউ' ছাভী ॥১
 অস কহি ছাড়েসি বান প্রচণ্ড। লছিমন কিএ সকল সত খণ্ড ॥
 কোটিন্হ আয়ুধ রাবন ডারে। তিল প্রবান করি কাটি নিবারে ॥২
 পুনি নিজ বানন্হ কীম্হ প্রহারা। শূন্দনু ভঞ্জি সারথী মারা ॥
 সত সত সর মারে দস ভালা। গিরি স্তম্ভন্হ জমু প্রবিসহি' ব্যালা ॥৩
 পুনি সত সর মারা উর মাহী'। পরেউ ধরনি তল স্তম্ভি কছু নাহী' ॥
 উঠা প্রবল পুনি মুরুছা জাগী। ছাড়িসি ব্রহ্ম দীনহি জো সা'গী ॥

ছন্দ— সে ব্রহ্ম দত্ত প্রচণ্ড সক্তি অনন্ত উর লাগী সহী।
 পরেয়া বীর বিকল উঠাব দসমুখ অতুল বল মহিমা রহী ॥
 ব্রহ্মাণ্ড ভবন বিরাজ জাকৈ' এক সির জিনি রজ কনী।
 তেহি চহ উঠাবন মূঢ় রাবন জান নহি' ত্রিভুবন ধনী ॥
 দোহা— দেখি পবনস্রম ধায়উ বোলত বচন কঠোর।
 আবত কপিহি হন্তো তেহি' মৃষ্টি প্রহার প্রঘোর ॥৮৩॥

পদ্মানুবাদ

চৌ—ওরে খল! কপি সঙ্ক করিস হনন। কাল-সম এবে মোরে দেখিবি এখন ॥
 মম স্তম্ভ-ঘাভী! রহি শর সজানিতে। ভোরে আজি মারি' চাহি বন্ধ জুড়াইতে ॥১

বাংলা অর্থ—তুমি—তুমি; পহারী—পাহাড়; ফুটহি—টুকরা টুকরা হয়; রোঙ্গী
 —চাপন করিয়া; বাপটি—আক্রমণ করিয়া; দপটি—চাপিয়া; পরান্নে—পলাইয়া;
 আভুরে বোলহি—আর্তনাদে বলিল; আরত—আর্ত; কসি—বাধিয়া; নিষজ—তুগীর;
 নিপাতি—নিপাত করিয়া; প্রবান—প্রমাণ; শূন্দনু—দণ্ড; দস ভালা—দশানন;
 স্তম্ভি—জ্ঞান; সা'গী—শক্তি; অনন্ত—লক্ষণ; ব্রহ্মদত্ত—ব্রহ্মাকর্তৃক প্রদত্ত; পরেয়া
 —পড়িল; হন্তো—আঘাত করিল; প্রঘোর—অত্যন্ত জোরে; (দো—৮২-৮৩)

ইহা কহি' ছাড়ে বাণ রাবণ প্রচণ্ড । লক্ষ্মণ করিল সব শত শত খণ্ড ॥
 কোটি কোটি অস্ত্র তবে দশানন ছাড়ে । তিল-সম চূর্ণ করি' লক্ষ্মণ নিবारे ॥২
 পুন নিজ বাণ দিয়া প্রহারিল তা'রে । রথ ভগ্ন করি' পিছু সারথিরে মা'রে ॥
 শত শত শর বিক্ষে তা'র দশ ভালে । গিরি-শৃঙ্গে প্রবেশিছে যেন ব্যাল-দলে ॥৩
 হৃদয়-মাঝারে পুন হানে শত শর । জ্ঞান-শূন্য হ'য়ে পড়ে ভূমির উপর ॥
 মূর্ছা ভ্যজি' বলী যবে করিল উত্থান । নিক্ষেপিল ব্রজা-দন্ত তদা শক্তি-বাণ ॥৪
 চন্দ্র— সেই ব্রজা-দন্ত চণ্ড-শক্তি-বাণ লক্ষ্মণ-হৃদয়ে আঘাত হানিল ।
 বিকল হইয়া পড়ে বীর, বলী দশানন তাঁ'রে উঠাতে চাহিল ॥
 ধূলিকণা-সম ব্রজাণ্ড-ভুবন যা'র এক শিরে রাখিয়াছে ধরি' ।
 উঠাতে চাহিছে মৃঢ় দশানন সেই বিখনাথে চিনিতে না পারি' ॥
 দোহা— পবন-তনয় হেরিয়া ধাইল কহিল সে বচন কঠোর ।
 আসিতেই তা'রে রাবণ করিল মুষ্ট্যাঘাত এক অতি ঘোর ॥৮৩॥

শ্ল

চৌ—জানু টেকি কপি ভূমি ন গিরি । উঠা সঁভারি বহুত রিস ভরি ॥
 মুঠিকা এক তাহি কপি মা'রা । পরেউ সৈল জম্বু বজ্র প্রহার ॥১
 মুরুছা গৈ বহোরি সো জাগা । কপি বল বিপুল সরাহন লাগা ॥
 ধিগ ধিগ মম পৌরুষ ধিগ মোহী । জোঁ তৈঁ জিঅত রহেসি সুরজোহী ॥২
 অস কহি লছিমন কহ' কপি ল্যায়ে । দেখি দশানন বিসময় পায়ে ॥
 কহ রঘুবীর সমুঝ জিম' জাতা । তুমহ কৃতান্ত শুদ্ধক সুর জাতা ॥৩
 স্নানত বচন উঠি বৈঠ কপালা । গট্ট গগন সো সকতি করালা ॥
 পুনি কোদণ্ড বান গহি ধাএ । রিপু সম্মুখ অতি আতুর আএ ॥৪

চন্দ্র— আতুর বহোরি বিভজি অন্দন সূত হতি ব্যাকুল কিমো ।
 গিরো। ধরনি দসকঙ্কর বিকলভর বান সত বেধো হিরো ॥
 সারথী দূসর খালি রথ ভেহি তুরত লক্ষা লৈ গয়ো ।
 রঘুবীর বন্ধু প্রতাপ পুজ বহোরি প্রভু চরননহি নয়ো ॥

দোহা— উহঁ দশানন জাগি করি কঠোর লাগ কছু জগ্য ।
 রাম বিরোধ বিজয় চহ সঠ হঠ বস অতি অগ্য ॥৮৪॥

পড়াহুবাধ

চৌ—কপি জানু গাড়ি' বসে ভূমিতে না পড়ে । সামালিয়া উঠে কিন্তু রোষে
 হিয়া ভরে ॥

রাবণের গাত্রে করে মুষ্টির প্রহার । বজ্রের আঘাতে যেন পড়িল পাহাড় ॥১
 মূর্ছা-ভঙ্গে দশানন যখন জাগিল । বিপুল কপির বল বহু প্রশংসিল ॥
 কপি কহে—ধিক্ মোরে কি পৌরুষ মোর? সুরজোহী প্রাণ নাহি বাহিরিষু তোর

ইহা কাহ' কপি আনে উঠা'য়ে লক্ষ্যণে । বিষয় জাগিল তাহে দশানন-মন্ডনে ॥
 রঘুবীর ক'ন—ভাই ! এবে জানি' লও । কালের ভক্ষক তুমি, স্মরণভাতা হও ॥৩
 হেন কথা শুনি' উঠি' বসেন কৃপাল । গগনের পানে গেল শক্তি করাল ॥
 পুনঃ পুনঃ ক'ন ল'য়ে লক্ষ্যণ ধাইল । রিপু সন্মুখে দ্বরা আসি' পৌছ'ছিল ॥৪
 ছন্দ— দ্বরা রথ টুটি' সারথিরে হানি' পুনঃ দশাননে ব্যাকুল করিল ।
 ধরাতেলে পড়ে বিকল রাবণ শত বাণ তা'র হৃদয়ে বিঁধিল ॥
 অপর সারথি তুলি' অস্ত্র রথে দ্বরিতে তাহারে লক্ষ্যেতে লইল ।
 রঘুবীর-ভ্রাতা প্রতাপ-মুরতি পুনঃ প্রভু-পদে আসিয়া নমিল ॥
 দোহা— মুচ্ছা' টুটে যবে দশানন সেথা লাগে কিছু যজ্ঞ সাধিবারে ।
 রাম-সনে দ্বন্দ্ব চাহিছে বিজয় অতি অজ্ঞ শঠ হঠ ক'রে ॥৮৪॥

মূল

চৌ—ইহা বিভীষণ সব সুধি পাই । সপদি জাই রঘুপতিহি স্মনাই ॥
 নাথ করই রাবন এক জাগা । সিদ্ধ ভএ' নহি' মারিহি অভাগা ॥১
 পঠবজ্ঞ নাথ বেগি ভট বন্দর । করহি' বিধংস আব দসকন্দর ॥
 প্রাত হোত প্রভু সুভট পঠাএ । হনুমদাদি অজদ সব ধাএ ॥২
 কোতুক কুদি চটে কপি লক্ষ । পৈঠে রাবন ভবন অসঙ্ক ॥
 জগ্য করত জবহী' সো দেখা । সকল কপিমুহ ভা ক্রোধ বিসেবা ॥৩
 রন তে নিলজ ভাজি গৃহ আব । ইহা আই বক ধ্যান লগাবা ॥
 অস কহি অজদ মারা লাভ । চিতব ন সঠ স্মরণ মন রাতা ॥৪

ছন্দ— নহি' চিতব জব করি কোপ কপি গহি দমন লাভমুহ মারহী' ।
 ধরি কেস নারি নিকারি বাহের তেহতিদীন পুকারহী' ॥
 ভব উঠেউ ক্রুদ্ধ কৃতান্ত সম গহি চরন বানর ডারই ।
 এহি বীচ কপিমুহ বিধংস কৃত মথ দেখি মন মুহ' হারই ॥

দোহা— জগ্য বিধংসি কুসল কপি আএ রঘুপতি পাস ।
 চলেউ নিসচর ক্রুদ্ধ হোই ত্যাগি জিবন কৈ আস ॥৮৫॥

পড়াহুবা

চৌ—হেথা বিভীষণ সব বারতা লভিল । দ্বরা করি' রঘুনাথে সব স্মনাইল ॥
 নাথ ! এবে এক যাগ করিছে রাবণ । সিদ্ধ হ'লে অভাগার না হবে মরণ ॥১

বাংলা অর্থ—টেকি জানু—জাহ্ন গাড়িয়া ; জো' তৈ—যে তুই ; ল্যামো—আনি-
 লেন ; আভুর—স্মরণ ; হতি—মারিয়া ; গিরো—পড়িল ; বেধো—বদ্ধ করিল ;
 খালি—চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া, নমো—নত হইল ; সপদি—তৎক্ষণাৎ ; বক ধ্যান লগাবা—
 বকধানী হইয়া বসিল ; লাভা—লাভি ; রাতা—অস্মরণ ; নিকারি—বাহ্য করিয়া ;
 হারই—হারিয়া গেল ; পৈঠে—প্রবেশ করিল ; খালি—চূর্ণমার করিয়া ; (দো—৮৪-৮৫)

নাথ। কপি-সেনা তুমি প্রেরয় এমন। রাবণের যজ্ঞ নাশি' করে আগমনে ॥
 প্রভাত হইলে প্রভু সুবোধ পাঠান। হুম্মান অঙ্গদাদি হ'ল ধাবমান ॥২
 কোতুকের ছলে লাফে কপি লক্ষ্য চড়ে। নির্ভয়ে প্রবেশ করে রাবণের ঘরে ॥
 যজ্ঞ-কার্যে রত যবে তাহারে হেরিল। সকল কপির ভারী ক্রোধ উপজিল ॥৩
 রণ হ'তে পলাতক ঘরে ফিরে এলি। হেথা আসি বক-ধ্যানে নিরত হইলি ॥
 কহিয়া অঙ্গদ তা'রে করে পদাহত। চুপ রহে শঠ, স্বার্থে সে ছিল নিরত ॥৪

ছন্দ— চুপ রহে যবে কপি ক্রোধভরে দশে চাপি' তা'রে পদাঘাত করে।
 কেশমুষ্টি ধরি' তবে নারীগণে বাহিরে আনিলে কাঁদে তারস্বরে ॥
 ক্রুদ্ধ যম-সম উঠিয়া রাবণ ধরি' সবাকারে লাগে আছাড়িতে।
 এর মাঝে কপি যজ্ঞ ধ্বংস করে রাবণ হতাশ হয় নিজ চিতে ॥
 দোহা— যজ্ঞ নাশ করি' সূচতুর কপি তবে আসে রঘুপতি-পাশ।
 নিশাচর চলে অতি ক্রোধভরে পরিহরি' জীবনের আশ ॥৮৫॥

চৌ—চলত হোহি' অতি অমৃত ভয়ঙ্কর। বৈঠছি' গীধ উড়াই সিরন্থ পর
 ভয়উ কালবস কাছ ন মানা। কহেসি বজাবহু জুজু নিসানা ॥১
 চলী তমীচর অনী অপার। বহু গজ রথ পদাতি অসবারা ॥
 প্রভু সনমুখ ধাএ খল কৈসে'। সলভ সমুহ অনল কহঁ জৈসে' ॥২
 ইহাঁ দেবতন্থ অন্ততি কীন্থী। দারুন বিপতি হমহি এহি' দীম্হী ॥
 অব জনি রাম খেলাবহু এহী। অতিসম দুখিত হোতি বৈদেহী ॥৩
 দেব বচন স্নি প্রভু মুস্কানা। উঠি রঘুবীর স্মারে বানা ॥
 জটা জুট দৃঢ় বাঁধে' মাথে। সোহহি' স্মমন বীচ বিচ গাথে ॥৪
 অরুন নয়ন বারিদ তনু স্মায়া। অখিল লোক লোচনাভিরায়া ॥
 কতিতট পরিকর কস্তো নিষঙ্গ। কর কোদণ্ড কঠিন সারঙ্গা ॥৫

ছন্দ— সারঙ্গ কর স্মন্দর নিষঙ্গ সিলীমুখাকর কটি কস্তো।
 ভুজদণ্ড গীন মনোহরায়ত উর ধরাসুর পদ লস্তো ॥
 কহ দাস তুলসী জবহি' প্রভু সর চাপ কর ফেরন লগে।
 ব্রহ্মাণ্ড দিগগজ কমঠ অহি মহি সিন্ধু ভূধর ডগমগে ॥
 দোহা— সোভা দেখি হরযি সুর বরযহি' স্মমন অপার।
 জয় জয় জয় করুনানিধি ছবি বল গুন আগার ॥৮৬॥

পঞ্চাশতাব্দ

চৌ—চলিতে অশুভ হেরে' অতি ভয়ঙ্কর। উড়িয়া বসিল গুপ্ত তা'র শির'পর ॥
 হেন কাল-বশ হ'য়ে কিছু না মানিল। রণ-বান্ধ সবাকারে বাজা'তে কহিল ॥১

নিশাচর-সেনা চলে সংখ্যাতে অপার। পদাভিক গজ রথ অশ্ব-সওয়ার ॥
 প্রভুর সম্মুখে ধায় সে খল ভেমন। শলভ অনলে যথা করয়ে গমন ॥২॥
 অশ্রু দিকে দেবগণ স্তুতি-পরায়ণ। চিন্তে—মো'সবার দুখ দিল এ' রাবণ ॥
 প্রভু যেন রাবণে না এখনো খেলান। জানকী রহিছে অতি দুঃখে মগ্ন মান ॥৩॥
 প্রভু যুগ্ম হাসে শুনি' দেবতা-বচন। নিজ ধনুর্বাণ ধরি' অসজ্জিত হন ॥
 জটাজুট দৃঢ়-ভাবে করিয়া বন্ধন। গাঁথেন কুম্ভ-রাজি মধ্যে স্রশোভন ॥৪॥
 অরুণ-নয়ন তনু মেঘ-সম শ্যাম। সর্বলোক-পূজ্য রাম নয়নাভিরাম ॥
 কটিবন্ধ পরিকর ভূমীরে শোভিত। কঠিন সারঙ্গ ধনু করে অসজ্জিত ॥৫॥
 হৃদ— শার্ঙ্গ ধনু করে বহু বাণ-ধর ভূমীর স্মন্দর কটিতে শোভিছে।
 ভুজদণ্ড পুষ্ট স্মন্দর আয়ত ভৃগুপদ-চিহ্ন হৃদয়ে ধরিছে ॥
 তুলসী কহিছে প্রভু যবে হেন করে শর-চাপ হ'লাধাবমান।
 ব্রহ্মাণ্ড, দিক্‌গজ, কমঠ, ভূধর আহি, মহী, সিন্ধু হ'ল কম্পমান ॥
 দোহা— চারু-শোভা হেরি' হরষিত সুর বরষিল স্রমণা অপার।
 জয় জয় জয় করুণা-নিধান শোভা-বল-গুণের আধার ॥৬॥

মূল

চৌ—এহী' বীচ নিশাচর অনী। কসমসাত আঙ্গি অতি ঘনী ॥
 দেখি চলে সনমুখ কপি ভট্টা। প্রলয়কাল কে জন্ম ঘন ঘট্টা ॥১॥
 বহু কুপান তরবারি চর্ম'কহি'। জন্ম দই দিসি দামিনী দর্ম'কহি' ॥
 গজ রথ তুরগ চিকার কঠোরা। গর্জ'হি' মনছ' বলাহক ঘোরা ॥২॥
 কপি ল'গুর বিপুল নভ ছাএ। মনছ' ইন্দ্রধনু উএ স্রুছাএ ॥
 উঠই ধুরি মানছ' জলধারা। বান বৃন্দ ভৈ বৃষ্টি অপারা ॥৩॥
 দুছ' দিসি পব'ত করহি' প্রহারা। বজ্রপাত জন্ম বারহি' বারা ॥
 রঘুপতি কোপি বান ঝরি লাজি। ঘায়ল ভৈ নিশিচর সমুদ্রাজি ॥৪॥
 লাগত বান বীর চিকরহী'। ঘুমি ঘুমি জই তই মহি পরহী' ॥
 অবহি' সৈল জন্ম নিব'র ভারী। সোনিত সরি কাদর ভয়কারী ॥৫॥
 হৃদ— কাদর ভয়ঙ্কর রুধির সরিতা চলী পরম অপাবনী।
 দোউ কুল দল রথ রৈত চক্র অবত' বহতি ভয়াবনী ॥
 জলজন্তু গজ পদচর তুরগ খর বিবিধ বাহন কো গনে।
 সন্ন সক্তি তোমর সর্প চাপ তরঙ্গ চর্ম' কমঠ ঘনে ॥
 দোহা— বীর পরহি' জন্ম ভীর তরু মজ্জা বহু বহ ফেন ॥
 কাদর দেখি ডরহি' তই স্রুভটনহ কে মন চেন ॥৬॥

বাংলা অর্থ—নিশানা—ডকা; ভমীচর—নিশাচর; অসবারা—ঘোড়সওয়ার; শলভ
 —পতঙ্গ; স্রুধারে—শাণ দিলেন; স্রমণ গাথে—পুষ্প গুচ্ছ; কস্তুরা—কসিরা বাঁধিলেন;

লক্ষ্যের সুকোপ-বর্ণনা

চৌ—হেনকালে রক্ষঃসেনা করে আগমন। সেথা আসি' করে অতি ঘন কলতন॥
 তাহার সম্মুখে চলে কপি সেনাগণ। প্রলয়ের মধ্যে যেন ভরিল গগন॥১
 কুপাণ ও তরবারি বহু চমকিল। দশদিকে যেন চারু দামিনী ভাঙিল॥
 গজ, রথ, তুরঙ্গম চীৎকার কঠোর। মানি' লও গর্জ্জ যেন মেঘ ঘন ঘোর॥২
 কপির লাঙ্গুলে নভ বিপুল ছাইল। চারু ইন্দ্রধনু যেন আকাশে উদিল॥
 ধূলি উড়ে মনে হয় যেন জলধার। বাণের বর্ষণে চলে বর্ষণ অপার॥৩
 দুই দিকে হানাহানি প্রস্তরে প্রহার। বজ্রপাত-সম যেন চলে বার বার॥
 রঘুপতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে বাণ-বাত্যা আনে। নিহত হইল বহু রাক্ষস পরাণে॥৪
 দেহে বাণ লাগি' বীর চীৎকার করে। যেথা সেথা ঘুরি' ঘুরি' পড়ে ভূমি'পরে॥
 নিখর' বহিছে যেন গিরি-দেহ হ'তে। কাপুরুষে ভয় দেয় শোণিত-স্রিতে॥৫
 ছন্দ— কাপুরুষে ভয় আনে রক্ত-নদী তাহা বহি' চলে পবিত্রতাহর।
 দুদলে দুকূল রথে গৃহ হের চাকাতে আবর্ত মানো ভয়ঙ্কর॥
 গজ পদাভিক তুরঙ্গম খর জল-জন্তু যেথা সংখ্যা অগণন।
 ভোমর সামকে শক্তি—চাপে সর্প—বীচি, চর্মে কর কুর্শ-জ্ঞান॥
 দোহা— বীরের পতন তীর তরু-সম মজ্জা সেথা যেন নদী-ফেন।
 কাপুরুষ হেরি' তাহা ভীত হয় স্নখ তাহে স্রবোচ্চা লভেন॥৬-৭॥

মূল

চৌ—মজ্জি' ভূত পিসাচ বেতালা। প্রমথ মহা ঝাটিল করালা॥
 কাক কঙ্ক লৈ ভুজা উড়াই'। এক তে ছীনি এক লৈ খাই'॥১
 এক কহি' ঐসিউ সোঁ ঘাই। সঠক তুম্‌হার দরিজ্ঞ ন জাই॥
 কইরত ভট ঘায়ল তট গিরে। জই তই মনছ' অধজল পরে॥২
 খৈঁচহি' গীধ আঁত তট ভএ। জমু বংসী খেলত চিত দএ॥
 বহু ভট বহহি' চঢ়ে খগ জাই'। জমু নাবরি খেলহি' সরি মাই'॥৩
 জোগিনী ভরি ভরি খঞ্জর সঞ্চহি'। ভূত পিসাচ বহু নভ নচ'হি'॥৪
 ভট কপাল করতাল বজা বহি'। চামুণ্ডা নানা বিধি গাবহি'॥৫
 জম্বুক নিকর কটকট কটহি'। খাই' ছআহি' অঘাই' দপটহি'॥
 কোটিল্ল রুণ্ড মুণ্ড বিম্বু ডোল্লহি'। সৌস পরে মহি জয় জয় বোল্লহি'॥৬

লক্ষ্য—শোভিত ছিল; ধরাশূর পদ—ভূতপদচিহ্ন; কসমলাভ আই—সম্মুখে আসিল;
 জই—দশ; বলাহক—মেঘ; উএ—উড়িত হইয়াছে; বান বুঁধ—বাণধরী ধূলিকণা;
 বরি—বহু; ঘুরি—ঘূর্ণিত হইয়া; লারি—গরিব; চেন—উৎসাহ; (দো—৮৬-৮৭)

ছন্দ— বোলাহি' জো জয় জয় মুণ্ড রুণ্ড প্রচণ্ড শির বিজু ধাবহী' ।
 খল্লিরিহু খগং অলুজি জুজ্জ্বলি' সুভট ভটনহ চহাবহী' ॥
 বাবর নিসচর নিকর মর্দহি' রাম বল দর্পিত ভএ ।
 সংগ্রাম অজন সুভট সোবহি' রাম সর নিকরজ্জি হএ ॥

দোহা— রাবন হৃদয়' বিচারি ভা নিসচর সঁঘার ।
 মৈ' অকেল কপি ভালু বহু মায়া করৌ' অপার ॥৮৮॥

পদ্মাবতী

চৌ—মজ্জন করিছে ভূত পিশাচ বেতাল । শিবগণ জটামারী অতীব করাল ॥
 কাক ও শকুনি উড়ে বাহ মুখে ল'য়ে । এক হ'তে অগ্নি চয় লইতে ছিনা'য়ে ॥১
 কেহ কহে ভোজ্য হেন সুলভ্য হইল । দারিদ্র্য তবুও শঠ ! তোমা' না ত্যজিল ॥
 আহতের আর্জনা দ রক্ত-মদী-তটে । যেথা সেথা মনে হয় তত্ত্বজ্জলী ঘটে ॥২
 রক্ত-মদী তটে রহি' গুপ্ত অস্ত্র টানে । বড়সীতে খেলিছে মাছ যেন এক মনে ॥
 বহু সেনা ভাসে বসে পক্ষী তা'র'পরে । নাবিক খেলিছে যেন তরঙ্গী-উপরে ॥৩
 যোগিনী খর্পরে রক্ত ভরিয়া রাখিছে । আকাশে পিশাচ ভূত নারীরা নাচিছে ॥
 চামুণ্ডা কপাল নিয়া করতাল করি' । গাহিছে ও বাজাইছে নানা বিধি ধরি' ॥৪
 শৃগালেরা কটুকটি শবেরে কাটিল । ভরা পেট খেয়ে তা'রা দাপট দেখা'ল ॥
 শির বিনা কোটি দেহ দুলিতে লাগিল । ধরাতে পাতিত শির জয় উচ্চারিল ॥৫

ছন্দ— কাটা মুণ্ড যত জয় উচ্চারিল শির দেহ বিনা প্রচণ্ড ধাইল ।
 খর্পরে খগেরা মুখে পরম্পরে সুরসেনা কুসেনা রণে প্রাণ দিল ॥
 কপি রক্ষোদলে মর্দন করিল রঘুপতি-বলে হইয়া দর্পিত ।
 সমর-অজনে রঘুপতি-শরে হইয়া নিহত সুরযোদ্ধা নিজিত ॥

দোহা— রাবণ হৃদয়ে বিচার করিল নিশাচর হইল সংহার ।
 একা আমি কিন্তু কপি ঋক্ষ বহু মায়া এবে প্রকটি অপার ॥৮৮॥

মূল

চৌ—দেববল প্রভুহি পয়াদেঁ দেখা । উপজা উর অতি ছোস্ত বিসেয়া ॥
 সুরপতি নিজ রথ তুরত পঠাবা । হরষ সহিত মাতলি লৈ আবা ॥১

বাংলা অর্থ—প্রমথ—শিবগণ ; ঝাটিল—ঝুটধারীগণ ; ছীনি লৈ—ছিনাইয়া লইয়া ;
 ধাই—ধাইল ; ঐসিউ—এত ; সোধাঙ্গী—সত্তা ; খৈচহি—টানাতনি করিতেছে ;
 নাবরি খেলহি—নৌকাজীড়া চলিতেছে ; সঞ্চহি—সঞ্চয় করিতেছে ; কটুহি—কটুকটি
 শব্দ করিতেছে ; জু আহি—হয়া হয়া শব্দ করিতেছে ; অঘাহি—পূর্ণ তৃপ্ত হইতেছে ;
 দাপটহি—দাপট দেখাইতেছে ; জুজ্জ্বলি—মারামারি করিতেছে ; হএ—হত হইয়া ;
 সোবহি—নিজা বাইতেছে ; অকেল—একাধী ; ভোল্লহি—কাপিতেছে ; (দে—৮৮)

তেজ পুঞ্জ রথ দিব্য অম্পা । হরষি চড়ে কোসলপুর ভূপা ॥
 চঞ্চল ভুরগ মনোহর চারী । অজর অমর মন সম গতিকারী ॥২
 রথাক্রুত রঘুনাথহি দেবী । ধাএ কপি বলু পাই বিসেবী ॥
 সহী ন জাই কপিমহ কৈ মারী । তব রাবন মায়া বিস্তারী ॥৩
 সো মায়া রঘুবীরহি বাঁচী । লছিমন কপিমহ সো মারী সাঁচী ॥
 দেখা কপিমহ মিসাচর অনী । অনুজ সহিত বহু কোসলধমী ॥৪

ছন্দ— বহু রাগ লছিমন দেখি মর্কট ভালু মন অতি অপডরে ।
 অনু চিত্র লিখিন সমেত লছিমন জই সো তই চিতবহি' খরে ॥
 নিজ সেন চকিত বিলোকি হঁসি সর চাপ সজি কোসল ধনী ।
 মায়া হরী হরি নিমিষ মল্ল হরষী সকল মর্কট অনী ॥
 দোহা-- বহুরি রাম সব তন চিতই বোলে বচন গন্তীর ।
 দন্দজুহু দেখহ সকল শ্রমিত ভএ অতি বীর ॥৮৯॥

গভাম্বাবাদ

চৌ—দেবগণ পদ-চারী প্রভুরে হেরিল । মন-মাঝে সবিশেষ ক্ষোভ উপজিল ॥
 সুরেন্দ্র স্বরথ করে সুরিত প্রেরণ । সহর্ষে মাতলি ল'য়ে করে আগমন ॥১
 তেজ-পুঞ্জ রথ যাহা দিব্য অতুলিত । কোশল-নৃপতি তাহে চড়ে হরষিত ॥
 ভুরাগতি ভুরজম চার চার অতি । অজেয় অমর মন-সম ধরে গতি ॥২
 রঘুনাথে রথাক্রুত হইতে দেখিয়া । সবিশেষ বলী কপি চলিল ধাইয়া ॥
 মারিল রাবণ কপি-প্রহার সহিতে । তখন সে নিজ মায়া লাগে বিস্তারিতে ॥৩
 সেই মায়া রঘুবীরে নাহি পরশিল । লক্ষ্মণ ও কপিগণ সত্য মানি' নিজ ॥
 কপিগণ হেরে বহু রক্ষসেনা-মাঝে । সামুজ কোশল-নৃপ অনেক বিবাজে ॥৪

ছন্দ— রাম ও লক্ষ্মণ বহু সংখ্যা হেরি' কপি-ঋক্ষ-মানে ভয় উপজিল ।
 চিত্রাঙ্গিত-সম লক্ষ্মণ সহিত স্বস্থানে দাঁড়া'য়ে দেখিতে লাগিল ॥
 নিজ সেনা-দলে চকিত হেরিয়া হাসি' তীর-ধনু রঘুনাথ জন ।
 মায়া হরে হরি নিমেষ-মাঝারে হুষ্ট কপি সেনা সহিত লক্ষ্মণ ॥
 দোহা— পুন রঘুনাথ সবারে হেরিয়া কহিলেন বচন গন্তীর ।
 হের দন্দ-যুদ্ধে সবে অতি শ্রান্ত হইয়াছে যত সব বীর ॥৮৯॥

মূল

চৌ—অস কহি রথ রঘুনাথ চলাবা । বিপ্র চরন পঙ্কজ সিরু নাবা ॥
 তব লঙ্কেস ফোঁধ উর ছাবা । গর্জত ভর্জত সমুখ ছাবা ॥১
 জীতেহু জে ভট সংজুগ মাই' । স্মরু তাপস মৈ' তিনহ সন মাই' ॥
 রাবন রাম জগত জস জানা । লোকপ জাকৈ বন্দীখানা ॥২

খর দুখন বিরোধ তুমহ মায়া। বগেছ ব্যাধ ইব বালি বিচারী ॥
 মিসিচর নিকর স্তম্ভট সঁঝারেছ। কুস্তকরন খনমাছহি মারেছ ॥৩
 আজু বয়রু সব লেউঁ নিবাহী। জোঁ রন ভুপ ভাজি নহিঁ জাহী ॥
 আজু করউঁ খলু কাল হবালে। পরেছ কঠিন রাবন কে পালে ॥৪
 স্তনি দুবচন কালবস জান। বিহঁসি বচন কহ কুপানিধান ॥
 সত্য সত্য সব তব প্রভুভাঞি। জল্পসি জনি দেখাউ মনুসাজি ॥৫
 ছন্দ— জনি জল্পনা করি স্তজস্ত নাসহি নীতি স্তনহি করহি ছমা।
 সংসার মই পুরুষ ত্রিবিধ পাটল রসাল পনস সমা ॥
 এক স্তমনপ্রদ এক স্তমন ফল এক ফলই কেবল লাগহী ॥
 এক কহহিঁ কহহিঁ করহিঁ অপর এক করহিঁ কহত ন বাগহী ॥
 দোহা— রাম বচন স্তনি বিহঁসা মোহি সিখাবত গ্যান।
 বয়রু করত নহিঁ তব ডরে অব লগে প্রিয় প্রান ॥২০॥
 পঞ্চমুদ

স্ত্রীরাশের রথারোহিক্রমে রণক্ষেত্রে উপস্থিতি ও রাবণের দস্ত
 চৌ—হেন কহি' রাম নিজের রথারূঢ় হ'ন। বিপ্র-পাদ-পদ্ম শিরে করিয়া ধারণ ॥
 তখন লঙ্কেশ-হিয়া ক্রোধে আবরিল। উর্জনিয়া গজ্জনিয়া সন্মুখে ধাইল ॥১
 এ'যাবৎ বাহাদের জিনেছ সমরে। হে তাপস! তা'র সম গণিবে না মোরে ॥
 রাবণ আমার নাম জগতে বিদিত। যা'র বন্দীশালে ইন্দ্র রহে অবস্থিত ॥২
 দুষণ বিরোধ খরে হনন করিলে। ব্যাধ-সম ছল করি' বালিরে বধিলে ॥
 স্ত্রযোদ্ধা রাক্ষসগণে তুমি সংহারিলে। কুস্তকর্ণ মেঘনাদে আপনি হানিলে ॥৩
 সকল বৈরিভা আজি লব সমাপিয়া। যদি রণভূমি ভুপ! না যাও ত্যজিয়া ॥
 কালের কবলে তোমা' করিব প্রেরণ। কঠিন রাবণ-হস্তে পড়িলে এখন ॥৪
 কালবশ জানি তা'রে স্তনি' দুর্বচন। কুপার নিধান ক'ন বিহঁসি তখন ॥
 তোমার প্রভুভা সত্য মানিব তখন। বিক্রম দেখাবে যবে ত্যজিয়া বচন ॥৫
 ছন্দ— বৃথা বাক্য কহি' না নাশি' অশ শুন তুমি নীতি, এবে মোরে ক্ষম।
 সংসার-মাঝারে পুরুষ ত্রিবিধ গোলাপ, রসাল, কণ্টকীর সম ॥
 একে ফুলে দেয় আন ফুল ফল তৃতীয় কেবল করে ফল-দান।
 একে শুধু কয়, আন কহে, করে, তৃতীয় মাধিবে না কহি' বচন ॥

বাংলা অর্থ—পমাদেঁ—পদচারী; মারী—আঘাত; বঁচী—বাঁচাইল (স্পর্শ করিল না);
 সঁচী—নত্য; মানী—মানিলেন; অপডরে—বৃথা ভয় পাইলেন; চিতই—দেখিলেন;
 উর্জত—উর্জন করিলেন; বিচারী—বেচারী; লেউঁ নিবাহী—পরিশোধ করিয়া লইব;
 কাল হবালে—কালকালে দান; পায়ে পরেছ—পায়ের পড়িয়াছ; মনুসাজি—পুরুষার্থ;
 পাটল—গোলাপ; বাগহী' ন কহত—কথ্যে বলে না; রসাল—আম্র; দো—১২-২০)

দোহা— শুনি' রাম-বাণী হাসিয়া সে কহে আমারে কি শিখাইবে জান।
নৈরতা সাধিতে ভীত নাহি ছিলে এবে বুঝি প্রিয় লাগে প্রাণ ॥১০

মূল

চৌ—কহি দুবচন ক্রুদ্ধ দসকঙ্কর। কুলিস সমান লাগ ছাঁড়ে সয় ॥
নানাকার সিলীমুখ ধাএ। দ্বিগি লরু বিদ্বিগি গগন মহি ছাএ ॥১
পাবক সর ছাঁড়েউ রঘুবীর। ছন মহ' জরে নিশাচর তীর। ॥
ছাড়িস তীব্র সক্তি খিসিআই। বান সজ প্রভু ফেরি চলাই ॥২
কোটিমুহ চক্র ত্রিশূল পবারে। বিম্ব প্রয়াস প্রভু কাটি নিবারে ॥
নিফল হোহি' রাবন সর কৈসে'। খল কে সকল মনোরথ জৈসে' ॥৩
ভব সত বান সারথী মারেসি। পরেউ ভূমি জয় রাম পুকারেসি ॥
রাম কৃপা করি সূত উঠাব। ভব প্রভু পরম ক্রোধ কহ' পাবা ॥৪

ছন্দ— ভএ ক্রুদ্ধ জুজ্ব বিরুদ্ধ রঘুপতি জ্রোম সাযক কসমসে।
কোদণ্ড বৃনি অতি চণ্ড শুনি মনুজাদ সব মারুত গ্রসে ॥
মন্দোদরী উর কম্প কম্পতি কমঠ ভু ভুধর ত্রসে।
চিকরহি' দিগ্‌গজ দমন গহি মহি দেখি কোতুক সুর ইসে ॥

দোহা— ভানেউ চাপ শ্রবন লগি ছাঁড়ে বিসিখ করাল।
নভ মারগ সর গন চলে লহলহাত জমু ব্যাল ॥১১॥

পদ্যাবাদ

চৌ—পরম বচন কহি' ক্রুদ্ধ দশানন। বজ্র-সম তীক্ষ্ণ-বাণ ছাড়িল তখন ॥
বিবিধ প্রকারে বাণ রাবণ ছুড়িল। দিক্‌-বিদিক্‌ নভো-মার তহাতে ছাইল ॥১
নিক্ষেপ করেন অগ্নিবাণ রঘুবীর। ক্ষণ-মাঝে নিশাচর দহে সেই তীর ॥
ক্রুদ্ধ দশানন তীব্র শক্তি ছাড়ে যাহা। প্রভু-বাণ-সহ পুন ফিরে আসে তাহা ॥২
ত্রিশূল ও কোটি চক্র করিল প্রেরণ। বিনাপ্রমে প্রভু কাটি' করেন বারণ ॥
নিফল রাবণ-শর হইল কেমন। খল মনোরথ সব অসিদ্ধ যেমন ॥৩
শত বাণ রক্ষ: মারে সারথির ভরে। জয় রাম পুকারি' সে পড়ে ভূমি'পরে ॥
রাম কৃপা করি' সূতে নিলেদ উঠায়ে। তা'র পরে প্রভু র'ন ক্রোধিত হইয়ে ॥৪
ছন্দ— সমরে বিরোধী ক্রুদ্ধ রঘুনাথ তুণীর হইতে দ্বরা বাণ ল'ন।
কোদণ্ডের ধ্বনি অতি চণ্ড শুনি' নিশাচর সব বায়ুগুস্ত হ'ন ॥

বাংলা অর্থ—ছন মহ'—অসংখ্য মধো; জরে—ভস্ম হইল; খিসিআই—ক্রুদ্ধ হইয়া;
জ্রোম—তুণীর; কসমসে—দ্বরা বাহির হইবার দ্য বাস্ত হইল; মনুজাদ—রাক্ষস; মারুত
গ্রসে—ভয়গ্রস্ত; কমঠ—কচ্ছপ; ত্রসে—ত্রস্ত হইল; দমন গহি—দাঁতে ধরয়া; ভানেউ
—আকর্ষণ করিল; সরগন—শরণগ্রহ; লহলহাত—(জিহ্বা)লক্‌লক করিল; (দোহা—১১)

মনোমন্ত্রী-হিয়া জাসিত কাঁপিয়া কুণ-মহী-গিরি কল্পিত হইল।
 দিগ-গজ পুকারে দাঁতে ধরি' ধর। এ' কোতুক ছেরি' ঘেবতা হাজিল ॥
 দোহা— ধনু আকর্ষিয়া শ্রবণ অবধি ছাড়িলেন বাণ অতীব করাল।
 নভো-মার্গ-পরে শরগণ চলে কৌস কৌস করে যেম ব্যাল ॥১১॥

মূল

চৌ—চলে বান সপচ্ছ জন্ম উরগা। প্রথমহি হতেউ সারথী তুরগা ॥
 রথ বিভজ্জি হতি কেতু পতাকা। গর্জা অতি অন্তর বল থাকা ॥১
 তুরত আন রথ চট্টি খিসিআনা। অস্ত্র সস্ত্র ছাঁড়েসি বিধি নানা ॥
 বিফল হোহি' সব উত্তম তাকে। জিমি পরজোহ নিরত মনসা কে ॥২
 তব রাবন দস সুল চলাবা। বাজি চারি মহি মারি গিরাবা ॥
 তুরগ উঠাই কোপি রঘুনাথক। ঠেঁচি সরাসন ছাঁড়ে সায়ক ॥৩
 রাবন সির সরোজ বনচারী। চলি রঘুবীর সিলীমুখ ধারী ॥
 দস দস বান ভাল দস মায়ে। নিসরি গএ চলে রুধির পনারে ॥৪
 অবত রুধির ধায়উ বলবানা। প্রভু পুনি কৃত ধনু সর সজ্জানা ॥
 তীস তীর রঘুবীর পবারে। ভুজন্হি সমেত সীস মহি পারে ॥৫
 কাটতহী' পুনি ভএ নবীনে। রাম বহোরি ভুজা সির ছীনে ॥
 প্রভু বহু বার বাহু সির হএ। কটত ঝটিতি পুনি নুতন ভএ ॥৬
 পুনি পুনি প্রভু কাটত ভুজ সীস। অতি কোতুকী কোসলধীস ॥
 রহে ছাই নভ সির অরু বাহু। মানছ' অমিত কেতু অরু রাহু ॥৭

চন্দ— জন্ম রাহু কেতু অনেক নভ পথ অবত সোনিত ধাবহী'।
 রঘুবীর তীর প্রচণ্ড লাগহি' ভুমি গিরন ন পাবহী' ॥
 এক এক সর সির নিকর ছেদে নভ উড়ত ইমি সোহহী'।
 জন্ম কপি দিনকর কর নিকর জই তই বিধুজুদ পোহহী' ॥

দোহা— জিমি জিমি প্রভু হর তাস্ত সির তিমি তিমি হোহি' অপার।
 সেবত বিষয় বিবর্ধ জিমি নিত নিত নুতন মার ॥১২॥

পদ্মাহুবাধ

চৌ—পক্ষ-সহ চলে বাণ গতি সর্পে যথা। প্রথমে রথীরে হানে তুরঙ্গমে তথা ॥
 রথ টুটি' দণ্ড হানি' পতাকা নাশিল। রাবণ গর্জিল কিন্তু হৃদয়ে দমিল ॥১
 তর। অস্ত্র রথে চড়ি' ক্রোধিত হইয়া। অস্ত্র শস্ত্র নানাবিধ দিল নিক্ষেপিয়া ॥
 ব্যর্থ হ'তে চলে তা'র প্রচেষ্টা সকল। পরজোহ-রত মনে সকল নিফল ॥২
 দশটি জিশূল তথা রাবণ চালায়। চারিটি অশ্বেরে হানি' নিপাতে ধরায় ॥
 তুরগে উঠা'য়ে ক্রুদ্ধ রঘুর নাথক। সরাসন আকর্ষিয়া ছাড়েন সায়ক ॥৩

রাঘচরিতমানস

রাবণ-মন্তকরঙ্গী পগবনে রহে । রঘুবীর বাণ-আলি সংখ্যা কেবা কহে ॥
 এক এক ভালে বাণ দশটি বিঁধিল । নিঃসারিয়া গেল তাহা শোণিত করিল ॥৪
 রক্ত যবে বহে ধায় রক্তঃ বলবান । প্রভু পুনঃ করে তবে শরের সজ্জান ॥
 ত্রিশ তীর রঘুবীর সজ্জানি' অকস্মাৎ । ভুজ-সহ শির তা'র করেন নিপাত ॥৫
 কাটিলে তা' পুনর্বার হইল মৃতন । রাম পুন ভুজ-শির করেন ছেদন ॥
 প্রভু শির বাহু তা'র বহুশ হানিলা । হানিলে মৃতন তাহা পুনঃ প্রেকটিল ॥৬
 পুন পুন প্রভু কাটে তা'র ভুজ-শির । কোশল-অধীশ অতি কুতূহলী-বীর ॥
 সকল গগন-ময় শির আর বাহু । মানি' লও সংখ্যাহীন কেতু তথা রাহু ॥৭
 ছন্দ— রাহু কেতু বহু যেন নভ-পথে ক্ষরিত শোণিতে উড়িয়া চলিল ।
 রঘুবীর-তীর প্রচণ্ড লাগিয়া ধরাতে পড়িতে নাহিক পারিল ॥
 এক এক শরে ছিন্ন বাহু-শির আকাশে উড়তী এমনি শোভিল ।
 দিনকর-কর যেন কোপবশ যথা তথা পুন রাহুরে গ্রসিল ॥
 দোহা— যথা যথা প্রভু কাটে তা'র শির তথা তথা হইল অপার ।
 বিষয় ভুঞ্জিলে যথা নিত্য মব শেষ নাহি কভু কামনার ॥৯২॥

মৃগ

চো—দসমুখ দেখি সিরম্হ কৈ বাঢ়ী । বিসরা মরন ভই রিস গাঢ়ী ॥
 গর্জেউ মৃঢ় মহা অভিমানী । ধায়উ দসছ সরাসন তানী ॥১
 সমর ভূমি দসকঙ্কর কোপেয়া । বরষি বান রঘুপতি রথ ভোপেয়া ॥
 দণ্ড এক রথ দেখি ন পরেউ । জমু নিহার মছ' দিনকর তুরেউ ॥২
 হাহাকার স্রম্হ অব কীন্হা । তব প্রভু কোপি কারমুক লৌন্হা ॥
 সর নিবারি রিপু কে সির কাটে । তে দিসি বিদিসি গগন মহি পাটে ॥৩
 কাটে সির মন্ত আরগ ধাবহি' । জয় জয় ধুমি করি ভয় উপজাবহি' ॥
 কই লছিমন স্ত্রীকী বকসীয়া । কই রঘুবীর কোসলাধীয়া ॥৪

ছন্দ— কই রামু কহি সির মিকর ধাএ দেখি মর্কট ভজি চলে ।
 সজ্জানি ধনু রঘুবংশ মনি হঁসি সরম্হি সির বেধে তলে ॥
 সির আলিকা কর কালিকা গহি বৃন্দ বৃন্দম্হি বহু মিলী' ।
 করি রুধির সরি মজ্জনু মনছ' সংগ্রাম বট পূজন চলী' ॥

বাংলা অর্থ—হতেউ—মারিল; বিভজি—চুরগার করিয়া; থাকা—তুচ্ছ হইয়াছিল;
 খিসিআনা—ভুচ্ছ হইয়া; মনসা কে—মস্তৃষেব; থৈচি—আকর্ষণ করিয়া; সির সরোজ
 বনচারী—বন্তকরণ পগবনে বিচরণকারী; মিলীমুখধারী—বাণরঙ্গী সৈন্ত; পনারে—
 প্রণামী প্রবাহে; পবারে—গছান করিলেন; পারে—পাতিত করিলেন; ছীনে—হিন্ন
 করিলেন; ছেদে—ছিন্ন করিলে; বিধুধন—রাহু; পোহহী—লুকাই, আবৃত করে;
 ছর—কাটে; আর—কামভোগের ইচ্ছা; (দো—৯২)

দোহা— পুনি দসকণ্ঠ ক্রুদ্ধ হোই ছাঁড়ী সক্তি প্রচণ্ড।
চলী বিভীষন সম্মুখ মনহঁ কাল কর দণ্ড ॥১৩॥

পত্নাহবাহ

চৌ—শির-সংখ্য। বৃদ্ধি যবে হেরে দশানন। অতি বড় ক্রোধ-ভরে বিস্মরে মরণ ॥
গজ্জ'ম করিল ভারী মহা অভিমানী। ধাবিতে চাহিল দশ শরাসন টানি' ॥১
দশানন রণ-ভূমে কুপিত হইল। বাণ বর্ষি' রাম-রথ ঢাকিয়া ফেলিল ॥
দণ্ডকাল সেই রথ অদৃশ্য হইল। ভূষারেতে রবিকর যেন লুকাইল ॥২
স্বরগণ হাহাকার করেন যখন। প্রভু ক্রুদ্ধ তদা ধনু করেন গ্রহণ ॥
শর নিবারিয়া শির করেন ছেদিত। দিক-নভ-মহী তাহে হ'ল আবরিত ॥৩
কাটা-মুণ্ড নভ-পথে ধাবমান হয়। জয় জয় ধ্বনি করে ভয় উপজয় ॥
কোথায় লক্ষ্মণ আর স্নগ্ৰীব কপীশ। কোথা রঘুবীর রহে কোশল-অধীশ ॥৪
ছন্দ— কোথা রাম কহি' শিরপুঞ্জ ধায়। হেরি' কপিগণ হয় পলায়িত।
সন্ধানিয়া ধনু রঘুবংশ-মণি হাসি' শরাঘাতে করিল গ্রথিত ॥
মুণ্ড-মালা যত কালিকার। সব দলে দলে মিলি' করিল ধারণ।
রক্ত-সরে তা'রা করিয়া মজ্জন চলে রণ-বটে করিতে পুজন ॥
দোহা— পুন দশানন ক্রোধিত হইয়া। শক্তি-বাণ ছাড়ে অতি চণ্ড।
বিভীষণ-পানে তাহা দেখে চলে যেন এক মহা-কাল-দণ্ড ॥১৩॥

শ্ল

চৌ—আবত দেখি সক্তি অতি ঘোরা। প্রনতরতি ভঞ্জন পন ঘোরা ॥
ভুরত বিভীষন পাছে' মেল।। সম্মুখ রাম সহেউ সোই সেলা ॥১
লাগি সক্তি মুরছা কছু ভজি। প্রভু কৃত খেল সুরম্ব বিকলজি ॥
দেখি বিভীষন প্রভু শ্রম পায়ো। গহি কর গদা ক্রুদ্ধ হোই ধায়ো ॥২
রে কুভাগ্য সঠ মন্দ কুবুজি। তৈ' সুর নর মুনি নাগ বিকলজি ॥
সাদর সিব কছ' সীস চটাএ। এক এক কে কোটিন্হ পাএ ॥৩
ভেহি কারন খল অব লগি বাঁচ্যো। অব তব কালু সীস পর নাচ্যো ॥
রাম বিমুখ সঠ চহসি সম্পদা। অস কহি হনেসি মাঝ উর গদা ॥৪
ছন্দ— উর মাঝ গদা প্রহার ঘোর কঠোর লাগত মহি পরেয়া।
দস বদন সোনিত অবত পুনি সম্ভারি ধায়ো রিস ভরেয়া ॥

বাংলা অর্থ—বাড়ী—বৃদ্ধি; বিসরা ভই—বিস্মৃত হইল; গাড়ী—বদ্ধন হইল;
কোপোয়া—কুপিত হইল; দেখি ন পরেউ—দেখা গেল না; ভুরেউ—লুকাইল; পাটে
—বিক্ষিপ্ত হইল; বেধে—বদ্ধ করিলেন; শির মালিকা—মুণ্ডমালা; সরি—সরোবর;
কাল কর—বধরাজের; ভোপোয়া—ঢাকিয়া ফেলিল; (দো—১৩)

ধৌ ভিরে অভিবল মল্লভুজ বিরুদ্ধ একু একহি হইনে ।
 রঘুবীর বল দর্পিত বিভীষনু ঘালি নহিঁ তঁা কহঁ গঠৈ ॥
 দোহা— উমা বিভীষনু রাবনহি সন্মুখ চিতব কি কাউ ।
 সো অব ভিরত কাল জ্যোঁ ত্রীরঘুবীর প্রভাউ ॥৯৪॥

পত্নীমুবাদ

চৌ—আসিতে হেরিয়া রাম-শক্তি অতি ঘোর । ক'ন ভক্ত-দুখনাশ পণ হ'ল মোর
 হুয়া বিভীষণে পিছু দেন হটাইয়া । সন্মুখে আপনি শেল নিলেন সহিয়া ॥১
 শক্তি লাগি' রামে কিছু মুর্ছি উপজিল । প্রভুরূত-নীলা সুরে বিকল করিল ॥
 বিভীষণ হেরে যবে প্রভু দুখ পান । হাতে গদা ল'য়ে ত্রুজ্ব হ'ন ধাবমান ॥২
 ওরে হতভাগা শঠ ! মৃত নীচ-মতি ॥ সুর, নর, মুনি লাগি' ধরিল কুমতি ॥
 সাদরে শিবেরে তুই শিরে চড়াইলি । একের বদলে কোটি মস্তক লাভিলি ॥৩
 সে কারণ খল ! তোর রক্ষা এতক্ষণ । কাল কিন্তু তব শিরে করিছে নর্দন ॥
 রামেতে বিমুখ শঠ ! সম্পদে তোর মন । কহিয়া হৃদয়ে হানে গদা ততক্ষণ ॥৪

ছন্দ— হিয়া-মাঝে ঘোর গদার প্রহার কঠোর লাগি' সে ধরাতে পড়িল ।
 দশ মুখ হ'তে শোণিত আবিল পুন সামালিয়া ক্রোধেতে ধাইল ॥
 দুই অতি বলী মল্ল-যোদ্ধা যুঝে একে অগ্নাজনে হানিতে চাহিল ।
 রঘুবীর-বলে বলী বিভীষণ হানিলেও তাহে নাহিক গণিল ॥

দোহা— বিভীষণ কভু রাবণ-সন্মুখে পারে কি হে আঁখি উঠাইতে ?
 এবে যে মিলিছে কাল-সম যেন আছে রাম প্রভাব তাহাতে ॥৯৪॥

মৃগ

চৌ—দেখা শ্রমিত বিভীষনু ভারী । ধায়উ হনুমান গিরি ধারী ॥
 রথ তুরঙ্গ সারথী নিপাতা । হৃদয় মাঝ ভেহি মারেসি লাভা ॥১
 ঠাটু রহা অতি কম্পিত গাতা । গয়উ বিভীষনু জই জনত্রাতা ॥
 পুনি রাবন কপি হতেউ পচারী । চলেউ গগন কপি পূঁছ পসারী ॥২
 গহিসি পূঁছ কপি সহিত উড়ান । পুনি ফিরি ভিরেউ প্রবল হনুমান ॥
 লরত অকাস জুগল সম জোধা । একহি একু হনত করি ক্রোধা ॥৩
 লোহাইঁ নভ ছল বল বহু করহীঁ । কজ্জলগিরি স্রমেরু জন্ম লরহীঁ ॥
 বৃধি বল নিসিচর পরই ন পার্যো । তব মারুতস্তত প্রভু সস্তার্যো ॥৪

ছন্দ— সম্ভারি ত্রীরঘুবীর ধীর পচারি কপি রাবনু হছো ।
 মহি পরত পুনি উঠি লরত দেবমুহ জুগল কহঁ জয় জয় ভছো ॥
 হনুমন্ত সঙ্কট দেখি মর্কট ভালু ক্রোধাতুর চলে ।
 রন মত্ত রাবন লকল স্রুভট প্রচণ্ড ভুজ বল দলমলে ॥

দোহা— ভব রঘুবীর পচারে ধাএ কীস প্রচণ্ড ।

কপি বল প্রবল দেখি তেহি' কীম্হ প্রগট পামণ্ড ॥৯৫॥

পদ্মাবাদ

চৌ—বিশীষণে অভিমাত্র প্রমিত হেরিয়া । হনুমান ধায় তবে পর্বত লইয়া ॥

সারথি তুরজ রথ করিয়া নিপাত । রাবণের বক্ষঃস্থলে করে পদাঘাত ॥১

দাঁড়াইয়া দেহ তার কাঁপিতে লাগিল । ভক্ত-ত্রাতৃ-পার্শ্বে তবে বিশীষণ গেল ॥

ফুকরিয়া কপি পুন রাবণে হানিল । পুচ্ছ প্রসারিয়া কপি গগনে চলিল ॥২

রাবণ ধরিলে পুচ্ছ উড়ায় তাহারে । ফিরিয়া আসিয়া হনু পুন যুদ্ধ করে ॥

দুই যোদ্ধা মন্ত-মাঝে সমান যুঝিল । একে আনে ক্রোধ-ভরে হানিতে লাগিল ॥৩

নভে ছল বল রচি' এহেন শোভিল । কজ্জল স্রোমের যেন যুগলে যুঝিল ॥

বুদ্ধি-বলে নিশাচরে জিনিতে নারিল । পবন-তনয় তদা প্রভুরে স্মরিল ॥৪

ছন্দ— রঘুবীরে স্মরি' ধীর কপিরাজ ডাক দিয়া তবে রাবণে হানিল ।

ধরা-ধামে পড়ে পুন উঠি' লড়ে দেবগণ দৌঁধা' জয় উচ্চারিল ॥

হনুমাণে হেন সঙ্কট হেরিয়া কপি-স্বাক্ষ-দল ক্রোধাতুর চলে ।

রণে মন্ত হ'য়ে দশানন সব প্রচণ্ড যোদ্ধারে ভুজ-বলে দলে ॥

দোহা— তবে রঘুবীর রণে আবাহিলে কপিদল ধাইল প্রচণ্ড ।

কপি-সৈন্যদলে প্রবল হেরিয়া মায়া রচি রাবণ পামণ্ড ॥৯৫॥

মূল

চৌ—অম্বরধান ভয়উ ছন একা । পুনি প্রগটে খল রূপ অনেকা ॥

রঘপতি কটক ভালু কপি জেতে । জই তই প্রগট দসানন ভেতে ॥২

দেখে কপিন্হ অমিত দসসীসা । জই তই ভাগে বিকল ভট কীসা ॥

ভাগে বানর ধরহি' ন ধীরা । ত্রাহি ত্রাহি লছিমন রঘবীরা ॥২

দই দিসি ধাবহি' কোটিন্হ রাবন । গজ'হি' ঘোর কঠোর ভয়াবন ॥

ভরে সকল সুর চলে পরাঙ্গি । জয় কে আস তজ্জহ অব ভাঙ্গি ॥৩

সব সুর জিতে এক দসকঙ্কর । অব বহু ভএ তকছ গিরি কন্দর ॥

রহে বিরক্তি সমু যুনি গ্যানী । জিন্হ জিন্হ প্রভু মহিমা কছু জানী ॥৪

ছন্দ— জানা প্রতাপ তে রহে নিভয় কপিন্হ রিপু মানে ফুরে ।

চলে বিচলি মর্কট ভালু সকল কপাল পাহি ভয়াতুরে ॥

বাংলা অর্থ—সহেউ—সহ করিলেন ; সেলা—শেল ; বিকলই—বিকল করিল ;

বাঁচো—বাঁচল ; নাচো—নাচিল ; পরো—পড়িল ; ভরো—ভরিল ; ভিন্নত—

ভিড়িল ; ঠাট রহা—দণ্ডায়মান রহিল ; পচারী—যুদ্ধার্থ অ হ্বান করিয়া ; পসারী—

প্রসারিত করিয়া ; উড়ানা—উড়িয়া গেল ; পরই ন পারো—পারিয়া পারিল না ;

সম্ভারো—স্বরণ করিল ; দলমলে—দলিত করিল এবং মর্দিত করিল ; (দো—২৪-২৫)

হুমুসু অঙ্গদ নীল মল অতিবল লরত রন বাঁকুরে ।
 মর্দহিঁ দশানন কোটি কোটিম্‌হ কপটি ভু ভট অঁকুরে ॥
 দোহা— সুর বানর দেখে বিকল হৈতে কৌসল্যাসী ।
 সজি সারঙ্গ এক সর হতে সকল দসসী ॥১৬॥

পত্নাহবদ

চৌ—ক্ষণ-ভরে নিশাচর হ'ল অন্তর্হিত । বহুরূপে পুন খল হ'ল প্রকটিত ॥
 রঘুপতি-সেনা ছিল ক্ষক্ষ কপি যত । যেথা সেথা প্রকটিল দশানন তত ॥১
 অগণিত দশানন কপিগণ হেরে । যেথা-সেথা ক্ষক্ষ কপি পলায়ন করে ॥
 পলাইল কপি যত ধৈর্য্য না ধরিয়া । রক্ষ হে লক্ষ্মণ ! রাম ! কহিল ডাকিয়া ॥২
 দশদিকে থে'য়ে গেল কোটিশ রাবণ । ভীষণ কঠোর-ভাবে করিল গজর্জন ॥
 ভয়ে সব সুর যত পলাইয়া চলে । হে ভাই ! জয়ের আশা ত্যজহ সকলে ॥৩
 দশানন সব সুরে একক জিনিল । গিরি-গুহা সজ্জানিয়া বহু সে হইল ॥
 সেথা ব্রজা শিব তথা মুনি জ্ঞানী যাঁ'রা । প্রভুর মহিমা কিছু জানিভেন তাঁ'রা ॥৪
 ছন্দ— জানিয়া প্রতাপ তাঁহার। নির্ভয় কপিগণে কিন্তু রিপু সত্য মানৈ ।
 বিচলিত ধায় কপি-ক্ষক্ষদল রক্ষ হে রূপাল ! কহে ভীত মনে ॥
 অতি বলী নীল অঙ্গদ ও হুমু যুঝিল সকলে সমর-অঙ্গনে ।
 মর্দিয়া তাহার। কোটি দশাননে নাশিতে অঁকুরে ভুই-কৌড়গণে ॥
 দোহা— সুরে ও বানরে দেখিয়া বিকল হাসিয়া কৌশল-নৃপবর ।
 সব দশাননে ধবংসিলেন ল'য়ে শার্ঙ্গধনু 'পরে এক শর ॥১৬॥

মূল

চৌ—প্রভু ছন মছ' মায়া সব কাটা । জিমি রবি উএ' জাহি' তম কাটা ॥
 রাবনু একু দেখি সুর হরষে । ফিরে সুরম বহু প্রভু পর বরষে ॥১
 ভুজ উঠাই রঘুপতি কপি ফেরে । ফিরে এক একম্‌হ তব টেরে ॥
 প্রভু বলু পাই ভালু কপি ধাএ । তরল তমকি সংজুগ মহি আএ ॥২
 অস্ততি করত দেবতনু'হি দেখে । ভয়উ' এক মৈ' ইন'হ কে লেখে ॥
 সঠহ সদা তুম'হ মোর মরায়ল । অস কহি কোপি গগন পর ধায়ল ॥৩
 হাহাকার করত সুর ভাগে । খলছ জাহু কই মোরে' আগে ॥
 দেখি বিকল সুর অঙ্গদ ধায়ো । কুদি চরম গহি ভুগি গিরায়ো ॥৪

ছন্দ— গহি ভুমি পারো। লাভ মারো। বালিসুত প্রভু পহি' গমো ।
 সম্ভারি উঠি দসক' যোর কঠোর রব গজ'ত ভমো ॥
 করি দাপ চাপ চড়াই দস সজ্জানি সর বহু বরষই ।
 কিএ সকল ভট ঘায়ল ভয়াকুল দেখি নিজ বল হরষই ॥

দোহা— তবে রঘুপতি রাবন কে সীস ভুজা সর চাপ ।
কাটে বহুত বটে পুনি জিমি ভীরথ কর পাপ ॥৯৭॥

গভাঘুবাণ

স্রাবণ বধ

চৌ—প্রভু ক্ষণ-মাকে মায়া করেন হরণ । রবির উদয়ে যেম তমো-বিনাশন ॥
স্বর হরষিত হেরি' এক দশানন । প্রভু'পরে পুষ্প সুরে করে বরষণ ॥১
বাছ ভুলি' কপিগণে রাখব ফিরাম । একে অঙ্কে ফিরাইল করিয়া আছান ॥
প্রভু-বলে বসী হ'য়ে ঋক্ষ কপি ধায় । ভরা লক্ষি' রণক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছায় ॥২
রামে স্তম্ভিতপদে দেবে রাবণ হেরিল । সব-সনে যুঝিতে সে একক বুলিল ॥
কহে—শঠ ! তোমরা চাও আমার মরণ । কহি—ক্রুদ্ধ দশানন চড়িল গগন ॥৩
হাহাকার করি' স্বর পলাইতে চায় । কহে—হেথা হ'তে সব পালাবে কোথায় ?
দেবতা বিকল হেরি' অঙ্গদ ধাইল । দশাননে পদে ধরি' ভূমে নিপাতিল ॥৪
ছন্দ— ধরাশায়ী করি' পদাঘাতে মারি' বালি-স্রুত নিজে প্রভু-পাশে গেল ।
সামালিয়া উঠি' দশানন ঘোর কঠোর ধ্বনিতে গজ্জিতে লাগিল ॥
দর্প-ভরে চাপে দশ শর জুড়ি' যথা সন্ধানিয়া বহু বরষিল ।
সকল সেনারে ভয়াকুল দেখি' হেরি' নিজ বল মনে হরষিল ॥
দোহা— তবে রঘুপতি রাবণের শির কাটি' কাটিলেন বাছ শর-চাপ ।
কাটিলে বাড়িল অতি মাত্রা পুন যথা বাড়ে ভীর্থে ক্রুত-পাপ ॥৯৭॥

মূল

চৌ—সির ভুজ বাঢ়ি দেখি রিপু কেরী । ভালু কপিম্‌হ রিস ভট্টে ঘনেনরী ॥
মরত ন মৃঢ় কটেছ' ভুজ সীসা । ধাএ কোপি ভালু ভট কীসা ॥১
বালিভনয় মারুতি নল নীলা । বানররাজ দুবিদ বলসীলা ॥
বিটপ মহীধর করহি' প্রহার । সেই গিরি তরু গহি কপিম্‌হ সো মারা ॥২
এক নখম্‌হি রিপু বগুষ বিদারী । ভাগি চলহি' এক লাভম্‌হ মারী ॥
তব নল নীল সিরম্‌হি চড়ি গয়উ । নখম্‌হি লিলার বিদারত ভয়উ ॥৩
রুধির দেখি বিষাদ উর ভারী । ভিম্‌হি ধরন কহ' ভুজা পসারী ॥
গহে ন জাহি' করম্‌হি পর ফিরহী' । জমু জুগ মধুপ কমল বন চরহী' ॥৪
কোপি কুদি হৌ ধরেনি বহোরী । মহি পটকত ভঞ্জে ভুজা মরোরী ॥
পুনি সকেপ দস মধু কর লীম্‌হে । সরম্‌হি মারি ঘায়ল কপি কীম্‌হে ॥৫

বাংলা অর্থ—কটক—সেনা ; জেতে...তেতে—যত...তত ; দহ—দশ ; জয় কৈ
আস—জয়ের আশা ; তকছ—তাকাও, দেখ ; ফুরে—গত্য ; রন বীকুরে—বৃদ্ধি পূর্ণ ;
হস্তে—হাটিলেন ; হতে—হনন করিলেন ; ফেরে—ফিরাইলেন ; মরায়ল—আঘাতের
পাত্র ; ধায়ল—ধাইল ; পারোয়—পাতিত করিল ; ঘায়ল—আহত ; (দো—২৬ ৩৭)

হনুমদাদি মূৰ্ছিত করি বন্দর । পাই প্রদোষ হরষ দসকজর ॥
 মূৰ্ছিত দেখি সকল কপি বীরা । জামবন্ত ধায় উ রনধীরা ॥৬
 সজ্জা ভালু ভুধর তরু ধারী । মারন লগে পচারি পচারী ॥
 ভয়উ ক্রুদ্ধ রাবন বলবান । গহি পদ মহি পটকই ভট নান ॥৭
 দেখি ভালুপতি নিজ দল ঘাতা । কোপি মাঝ উর মারেসি লাভা ॥৮
 ছন্দ— উর লাভ ঘাত প্রচণ্ড লাগত বিকল রথ তে মহি পরা ।
 গহি ভালু বীসছ কর মনছ কমলনহি বসে নিসি মধুকরা ॥
 মূৰ্ছিত বিনোকি বহোরি পদ হতি ভালুপতি প্রভু পহি গম্বো ।
 নিসি জানি স্তম্ভন ঘালি তেহি তব সূত জতমু করত ভয়ো ॥
 দোহা— মূৰ্ছছা বিগত ভালু কপি সব আএ প্রভু পাস ।
 নিসিচর সকল রাবনহি ঘেরি রহে অতি ত্রাস ॥৯॥

পঞ্চাশতাব্দ

চৌ—রিপু-শির-বাহু-বৃদ্ধি করি' দরশন । অতি রোষে ভরি' উঠে ঋক্ষ-কপিগণ ॥
 কাটিলেও বাহু, শির মূঢ় না মরিল । ঋক্ষ-কপিগণ ক্রোধে ধাবিত হইল ॥১
 অঙ্গদ ও হনুমান তথা নল নীল । দ্বিবিদ ও কপিগণ ভারী বলশীল ॥
 বৃক্ষ ও পর্বত ল'য়ে তা'রা প্রহারিল । সেই গিরি তরু দিয়া রাবণ হানিল ॥২
 নখাঘাতে কেহ রিপু-দেহ বিদারিল । পদাঘাত করি' কেহ ক্ষত পলাইল ॥
 নল নীল রিপু-শিরে চাড়িয়া বসিল । নখরে ললাট তা'র চিরিতে লাগিল ॥৩
 রক্ত হেরি' চিত্ত তা'র বিষাদে ভরিল । তা' দৌহারে ধরিবারে হস্ত প্রসারিল ॥
 ধরিতে নারিল তা'রা চলে কর 'পরে । ভ্রমর-মুগল যেন পদ্ম-বনে চরে ॥৪
 ক্রুদ্ধ দৌঁহা ধ'রে তা'রে পুন লাফ দিয়া । মাটিতে আছাড়ি' হাত দিল মুচড়িয়া ॥
 পুন কোপে দশানন ধনু নিল করে । কপি-দলে লক্ষ্য করি' শরাহত করে ॥৫
 হনুমানাদি-কপিরে করিয়া মূৰ্ছিত । দশানন হৃষ্ট হ'লে সক্ষা উপনীত ॥
 সব কপি-বীরে যবে হেরিল মূৰ্ছিত । রণ-ধীর জাম্ববান্ হইল ধাবিত ॥৬
 সজ্জা ঋক্ষ যা'রা ছিল গিরি তরু ধ'রে । রাবণে মারিতে লাগে আবাহন ক'রে ॥
 বলবান্ দশানন কুপিত হইল । পদে ধরি' সেনা-দলে ভ্রমে আছাড়িল ॥৭
 ঋক্ষপতি নিজ দল আহত দেখিয়া । রাবণে হানিল বক্ষে পদাঘাত দিয়া ॥৮
 ছন্দ— বক্ষে পদাঘাতে অতীব বিকল রথ হ'তে রক্ষ ভুতলে পড়িল ।
 বিশ হস্তে তা'র ঋক্ষ-দল যেন রাতে পদ্মবনে ভ্রমর শোভিল ॥
 মূৰ্ছিত হেরিয়া পদাহত করি' ঋক্ষপতি পুন প্রভু-পার্শ্বে গেল ।
 রাত্রিতে রথেষ্টে রাখিয়া সারথি মূৰ্ছাভঙ্গ-তরে সচেষ্ট হইল ॥
 সমাপি' ছাব্বিশ দিন আস পারাহুণে ।
 এ দীন নামিতে চাহে স্বাম্য-চরণে ॥

দোহা— মূর্ছা-অপগমে ঋক্ কপি সব প্রভু-পাশে আসি' পছ'ছিল।
যত নিশাচর রাবণে ঘিরিয়া ত্রস্ত-ভীত সময় যাপিল ॥৯৮॥

মূল

চৌ—তেহী নিসি সীতা পহি' জাজে। ত্রিজটা কহি সব কথা স্নানজি ॥
সির ভুজ বাঢ়ি স্ননত রিপু কেরী। সীতা উর ভই ত্রাস ঘনৈরী ॥১
মুখ মলীন উপজী মন চিন্তা। ত্রিজটা সন বোলী তব সীতা ॥
হোইহি কহা কহসি কিন মাতা। কেহি বিধি মরিহি বিশ্ব দুখদাতা ॥২
রঘুপতি সর সির কটেছ' ন মরজে। বিধি বিপরীত চরিত সব করজে ॥
মোর অভাগ্য জিআবত ওহী। জেহি' হো' হরি পদ কমল বিছোহা ॥৩
জেহি' কৃত কপট কনক মুগ বঠা। অজছ' সো দৈব মোহি পর রুঠা ॥
জেহি' বিধি মোহি দুখ দুসহ সহাএ। লছিমন কছ' কটু বচন কহাএ ॥৪
রঘুপতি বিরহ সবিস সর ভারী। তকি তকি মার বার বহু মারী ॥
ঐসেছ' দুখ জো রাখ মম প্রানা। সোই বিধি তাহি জিআব ন আনা ॥৫
বহু বিধি কর বিলাপ জানকী। করি করি সুরতি রূপানিধান কী ॥
কহ ত্রিজটা স্ননু রাজকুমারী। উর সর লাগত মরই সুরারী ॥৬
প্রভু তাতে হতই ন তেহী। এহি কে হৃদয়' বসতি বৈদেহী ॥৭

ছন্দ— এহি কে হৃদয়' বস জানকী জানকী উহ মম বাস হৈ।
মম উদর ভুঅন অনেক লাগত বান সব কর নাস হৈ ॥
স্ননি বচন হরষ বিষাদ মন অতি দেখি পুনি ত্রিজটা' কহা।
অব মরিহি রিপু এহি বিধি স্ননহি স্নন্দরি তজহি সংসয় মহা ॥

দোহা— কাটত সির হোইহি বিকল ছুটি জাইহি তব ধ্যান।
তব রাবনহি হৃদয় মছ' মরিহি' রাগু স্নজান ॥৯৯॥

পত্ন্যস্বাদ

চৌ—সেই দিন নিশাকালে সীতা-পার্শ্বে গিয়া। ত্রিজটা সকল কথা শুনায়ে কহিয়া
শির-ভুজ-বৃদ্ধি-কথা পশিলে শ্রবণে। ভারী ত্রাস উপজিল জানকীর মনে ॥১
বদন মলিন মনে চিন্তা উপজিল। ত্রিজটার সনে সীতা বচন কহিল ॥
শেষ কিবা হবে কেন না কহিছ মাতা। কেমনে মরিবে বল বিশ্ব-দুঃখ-দাতা ॥২
রাম-শর শির কাটে তবু নাহি মরে। বিধি বিপরীত যত আচরণ করে ॥
ভাগ্যহীন আমি তাই জীবন রহিল। তাই হরি-পাদ-পদ্ম মোরে ভেয়াগিল ॥৩

বাংলা অর্থ—বাঢ়ি দেখি—বাড়িতে দেখিয়া; লিলার—লগাট; ধরন কছ'—ধরি-
বার জন্ত; পসারী—প্রসারিত করিলেন; ঘাতা—আঘাত; কহা—কি; জিআবত—
জীবিত; বিছোহী—পৃথক্ করিয়াছিলেন; রুঠা—রুট; সুরতি করি—স্বরণ করিয়া;
ছুটি জাইহি—চলিয়া বাইবে; মরিহি'—মারিবেন; (দো—৯৮-৯৯)

যেই বিধি স্বর্ণ-মৃগ কপট রচিত। আজো মম'পরে তাহা বাস রাহি' গেল ॥
 যে বিধি আমার দুখ দুঃসহ সহায়। লক্ষ্মণের প্রতি তাহা কুবাক্য কহায় ॥৪
 রাঘব-বিরহ-শর জুরি বিষধর। বহুবার হানে তাহা আমার উপর ॥
 হেন দুখ-মাবে সেই বিধি রাখে প্রাণ। যে বিধি রাবণে রাখে নহে কোন আন।
 হেনমতে বহুবিধী জীভা বিলপিল। করুণা-নিধানে পুন বহুশ স্মরিল ॥
 ত্রিজটা কহেন—শুন হে রাজ-কুমারী! হৃদয়ে বিঁধিলে শর মরিবে স্মরারি ॥৬
 জীভা বাস করে জানি' হৃদয়-মাঝারে। চিন্তি' প্রভু নাহি বিকে তাহার হিম্মারে ॥৭

হৃদ— “রাবণ-হৃদয়ে নিবসে জানকী জানকী-হৃদয়ে রহে মম বাস।
 আমার উদরে অনেক ভুবন বাণ লাগে যদি সবাকার নাশ ॥”
 শুনি' যে বচন হরষে বিষাদে মন-ভরা হেরি' আবার সে কয়।
 এখনি মরিবে রিপু হেনমতে শুন হে স্মরারি! ত্যজিয়া সংশয় ॥
 দোহা— বার বার শির কাটে যদি তা'র বিকলিত ত্যজে তব ধ্যান।
 তবে দশানন হৃদয়-মাঝারে স্ত্রানী রাম হানিবেন বাণ ॥৯৯

মৃগ

চৌ—অস কহি বহুত ভাঁতি সমুঝাই। পুনি ত্রিজটা নিজ ভবন সিধাই ॥
 রাম স্মভাউ স্মরিরি বৈদেহী। উপজী বিরহ বিধা অতি ভেদী ॥১
 নিসিহি সসিহি নিন্দতি বহু ভাঁতী। জুগ সম ভঞ্জে সিন্নাতি ন রাতী ॥
 করতি বিলাপ মনহি' মন ভারী। রাম বিরহে জানকী দুখারী ॥২
 জব অতি ভয়উ বিরহ উর দাহু। ফরকেউ বাম নয়ন অরু বাহু ॥
 সগুন বিচারি ধরী মন ধীর। অব মিলিহি' কৃপাল রঘুবীর ॥৩
 ইহঁ অধনিসি রাবনু জাগা। নিজ সারথি সন খীঝন লাগা ॥
 সঠ রনভুমি ছড়াইসি মোহী। ধিগ ধিগ অধম মন্দমতি ভোহী ॥৪
 ভেহি' পদ গহি বহু বিধি সমুঝাব। ভোরু ভএ' রথ চটি পুনি ধাব ॥
 সুন আগবনু দশানন কেরা। কপি দল খরভর ভয়উ ঘনেরা ॥৫
 জহঁ তহঁ ভুধর বিটপ উপারী। ধাএ কটকটাই ভট ভারী ॥৬

হৃদ— ধাএ জো মক'ট বিকট ভালু করাল কর ভুধর ধরা।
 অতি কোপ করহি' প্রহার মারত ভজি চলে রজনীচরা ॥
 বিচলাই দল বলবন্ত কীসম্ভ ঘেরি পুনি রাবনু লিমে।
 চহঁ দিসি চপেটম্ভি মারি নখম্ভি বিদারি ভনু ব্যাকুল কিমে ॥
 দোহা— দেখি মহা মক'ট প্রবল রাবন কীম্ভ বিচার।
 অন্তরহিত হোই নিমিষ মহঁ কৃত মায়া বিস্তার ॥১০০॥

বাংলা অর্থ—বধা—বাধা; সিন্নাতি ন—শেষ হয় না; ফরকেউ—স্পন্দিত হইল

চৌ—হেনমতে বহুবিধি তাঁ'রে বুঝাইয়া। ত্রিভুজটা আপন-গৃহে গেলেন চলিয়া ॥
 রামের স্বভাব মনে বৈদেহী স্মরিল। বিরহ-বেদনা ভারী ভাষে উপজিল ॥১
 নিশারে শব্দে নিদ্রে সীতা নানা ভাবে। শেষ নাহি তাঁ'র বুঝি রাজি না পোহাবে
 হেন চিন্তি' সীতা মনে বহু বিলপিল। রামের বিরহ তাঁ'রে দুখে ভরি' মিল ॥২
 বিরহ হিয়াতে দাহ যবে উপজিল। বাম আঁখি বাহু তাঁ'র স্পন্দিতে লাগিল ॥
 গ্রহ-ফল বিচারিয়া ধৈর্য্য ধরে মন। চিন্তেন কুপাল-সনে বুঝিবা মিলন ॥৩
 এদিকে অর্ধেক রাতে রাবণ জাগিল। নিজ সারথিরে হেন ছুষিতে লাগিল ॥
 ওরে শঠ! রণভূমি ছাড়াইলি মোরে। শিক্ রে অধম মুঢ়! শিক্ শিক্ ভোরে ॥৪
 সারথি চরণে ধরি' বহুধা বুঝায়। উষাকালে পুন নিজের রথে চড়ি' ধায় ॥
 দশানন সমাগত শুনিয়া সকলে। চঞ্চলতা জেগে উঠে কপি-সেনা-দলে ॥৫
 যেথা সেথা গিরি, বৃক্ষ ল'য়ে উপাড়িয়া। দস্তে দস্তে ঘষি' সেনা চলিল ধাইয়া ॥৬
 ছন্দ— বিকট বানর ঝঙ্ক ভয়ঙ্কর করে গিরি ধরি' যাহারা ধাইল।
 অতি ক্রোধ-ভরে প্রহার করিলে নিশাচর-সেনা পালা'য়ে চলিল ॥
 বলী কপিদল শত্রু-সেনাগণে করি' বিচলিত রাবণে ঘিরিল।
 চারিভিতে দেহে' চপেট-আঘাতে নখে দারি' তনু ব্যাকুল করিল ॥
 মোহা— কপিদের দল প্রবল হেরিয়া, দশানন করিল বিচার।
 হ'য়ে অস্তিত্ব নিমেষ-মাঝারে, মায়া-জাল করে সে বিস্তার ॥১০০॥

মৃগ

ছন্দ— জব কীল্হ তেহিঁ পামণ্ড। ভএ প্রগট জন্তু প্রচণ্ড ॥
 বেতাল ভূত পিসাচ। কর ধরে' ধনু নারাচ ॥১
 জোগিনী গহেঁ করবাল। এক হাথ মনুজ কপাল ॥
 করি সত্ত্ব সোনিতি পান। নাচহিঁ করহিঁ বহু গান ॥২
 ধরু মারু বোলহিঁ ঘোর। রহি পুরি ধুনি চহঁ ওর ॥
 মুখ বাই ধাবহিঁ খান। তব লগে কীস পরান ॥৩
 জহঁ জাহিঁ মরুট ভাগি। তহঁ বরত দেখহিঁ আগি ॥
 ভএ বিকল বানর ভানু। পুনি লাগ বরষে বানু ॥৪
 জহঁ তহঁ খকিত করি কীস। গর্জেউ বহুরি দসসীস ॥৫
 লছিমল কপীস সমেত। ভএ সকল বীর অচেত ॥৬
 হা রাম হা রঘুনাথ। কহি স্তম্ভট মীজহিঁ হাথ ॥
 এহি বিধি সকল বল ভোরি। তেহিঁ কিন্হ কপট বহোরি ॥৬

ধারা—ধৈর্য্য; ধীমান লাগা—রোষ করিল; ভোরু ভয়ে—প্রভাত হইলে; ধরুভর—
 চঞ্চল; ভজি ঢলে—পলাইয়া চলিল; বিচলাই—বিচলিত করিয়া; (মো—১০০)

প্রগট্টিসি বিপুল হুমুমান। ধাএ গছে পাখান ॥
 ভিম্‌হ রামু ঘেরে জাই। চহ্‌ দিসি বরুথ বনাই ॥৭
 মারহ ধরহ জনি জাই। কটকটহি পুঁছ উঠাই ॥
 দই দিসি ল'গুর বিরাজ। তেহি মধ্য কোসলরাজ ॥৮

ছন্দ—

তেহি মধ্য কোসলরাজ সুন্দর স্যাম তন সোভা লহী।
 জমু ইন্দ্রধনুষ অনেক কী বর বারি তুল্ল ভমালহী ॥
 প্রভু দেখি হরষ বিষাদ উর সুর বদত জয় জয় জয় করী।
 রঘুবীর একহি তীর কোপি নিমেষ মছ মায়া হরী ॥১
 মায়া বিগত কপি ভানু হরষে বিটপ গিরি গহি সব কিরে।
 সর নিকর ছাড়ে রাম রাবন বাছ সির পুনি মহি গিরে ॥
 শ্রীরাম রাবন সমর চরিত অনেক কল্প জো গাবহী।
 সত সেষ সারদ নিগম কবি তেউ তদপি পার ন পাবহী ॥২

দোহা—

তাকে গুন গন কছু কহে জড়মতি তুলসীদাস।
 জিমি নিজ বল অমুরূপ তে মাছী উড়ই অকাস ॥১০১ক॥
 কাটে সির ভুজ বার বহ মরত ন ভট লঙ্কেস।
 প্রভু ক্রৌড়ত সুর সিদ্ধ মুনি ব্যাকুল দেখি কলেস ॥১০১খ॥

পঞ্চানুবাদ

ছন্দ— যখন পাষণ্ড মায়া বিস্তারিল, ভয়ঙ্কর জীব প্রকট হইল ॥
 বেতাল ও ভূত পিষাচ জন্মিল, ধনু ও নারাচ করেতে ধরিল ॥১
 তরবারি করে যোগিনী আসিল, আন হাতে নর-কপাল ধরিল ॥
 সম্মুখ পান করি' শোণিত তখন, বহু গান গেয়ে করিল নর্তন ॥২
 'ধর' 'মার' ধ্বনি প্রচণ্ড হইল, চারিদিকে তা'রা ভুরি বিস্তারিল ॥
 মুখ ব্যাদানিয়া ভুঞ্জিতে ধাইল, বানর তখন পালা'তে লাগিল ॥৩
 পালায়ে বানর যেথা পছঁছিল, আগুণ সেথায় জলিতে দেখিল ॥
 লক্ষ ও বানর ব্যাকুল হইল, পুন বালিরাশি বর্ষিতে লাগিল ॥৪
 যেথা সেথা কপি শ্রমিত হইল, দশানন পুন গর্জন করিল ॥
 লক্ষ্মণ সহিত স্ত্রীবি মিলিল, বীরগণ সবে মূর্ছিত হইল ॥৫
 ধ্বনিল হা রাম! হায় রঘুনাথ! হেন কহি' যোদ্ধা মর্দে শুধু হাত ॥
 হেনমতে সবে শক্তি পাশরিল, অতঃপর আন মায়া বিরচিল ॥৬

বাংলা অর্থ—করবাল—করতাল; কপাল—মস্তকের খুরি; মুখ বাই—মুখ বাজাইয়া;
 পরাম লোকে—পলাইতে লাগিল; আগি বরুত—আগুণ জলিতে; থকিত—শ্রান্ত;
 নীজহি হাত—হাতে হাত ধসিল, পছতাইল; ভোরি—নষ্ট করিয়া; (দো—১০১ক, খ

প্রকটিল রূপ বহু হনুমান, তাহারা থাইল লইয়া পাষণ ॥
 তা'রা সবে মিলি' রাখবে বেড়িল, চতুর্ভিতে তা'রা মুখ বিরচিল ॥৭
 'মারো ধরো' ধ্বনি' পালা'য়ে না যায়, কট্ কট্ শব্দে অপুচ্ছ উঠায় ॥
 দশদিকে করে লাঙ্গুল বিরাজ, তা'র মাঝে রহে কোশলের রাজ ॥৮
 ছন্দ— তা'সবার মাঝে কোশলের রাজ চারু শ্যাম-তনু ভুরি শোভা দিলা ।
 যেন ইন্দ্র-ধনু বহু এক হ'য়ে তুল তমালের বেঠনী রচিলা ॥
 প্রভুরে দেখিয়া হরষে বিধাদে দেবগণে কহে—'জয় জয় জয়' ।
 রঘুবীর কোপে এক তীর মারি' নিমেষের-মাঝে মায়া করে জয় ॥১
 মায়া-অপগমে হৃষ্ট ঋক্ষ-কপি গিরি তরু ল'য়ে সকলে ফিরিল ।
 শর সংখ্যাভীত হানিলে রাখব রক্ষঃ-নাহ্ন-শির ধরাতে পড়িল ॥
 শ্রীরাম-রাবণ সমর-চরিত বহু কল্প ধরি' যদি কেহ গায় ।
 শত শেষ, বাণী, বেদ তথা কবি হ'লেও তাহারা পার নাহি পায় ॥২
 দোহা— তা'র গুণাবলী কিছুটা কহিবে জড়মতি যে তুলসীদাস ।
 মক্ষিকা যেমন নিজ-বল মত অভিমানে উড়িবে আকাশ ॥১০১ক
 কাটে শির-ভুজ অগণিত বার তথাপি না মরিল লক্ষ্যে ।
 প্রভু লীলা করে সুর সিদ্ধ মুনি আকুলিত হেরি' তাঁ'র ক্লেশ ॥১০১খ

মূল

চো—কাটত বঢ়ি' সীস সমুদায় । জিমি প্রতি লাভ লোভ অধিকায় ॥
 মর ই ন রিপু শ্রম ভয়উ বিসেয । রাম বিভীষন তন তব দেখা ॥১
 উমা কাল মর জাকী' ইছা । সো প্রভু জন কর প্রীতি পরীছা ॥
 স্নানু সরবগ্য চরাচর নায়ক । অনন্তপাল সুর মুন স্নানদায়ক ॥২
 নাভিকুণ্ড পিষুষ বস যাকৈ' । নাথ জিয়ত রাবনু বল তাকৈ' ॥
 স্নানত বিভীষন বচন কুপালা । হরষি গহে কর বাম করালা ॥৩
 অসুভ হোন লাগে তব নানা ॥ রোবহি' খর স্ককাল বহু স্থানা ॥
 বোলহি' খগ জগ আরতি হেতু । প্রগট ভএ নভ জই তই কেতু ॥৪
 দস দিসি দহ হোন অতি লাগা । ভয়উ পরব বিনু রবি উপরাগা ॥
 মন্দোদরি উর কম্পতি ভারী । প্রতিমা অবহি' নয়ন মগ বারী ॥৫

ছন্দ— প্রতিমা রুদহি' পবিপাত নভ অতি বাত বহ ডোলতি গহী ।
 বরষহি' বলাহক রুধির কচ রজ অসুভ অতি সক কো কহী ॥
 উভপাত অমিত বিলোকি নভ সুর বিকল বোলহি' জয় জএ ।
 সুর সম্ভয় জানি কুপাল রঘুপতি চাপ সর জোরত ভএ ॥

দোহা— ঐচি সরাসন শ্রবন লগি ছাড়ে সর একতীস ।
 রঘুনাথক সায়ক চলে গানছ' কাল ফনীস ॥১০২॥

চৌ—কাঠিলে বাড়িয়া যায় শির সমুদায় । যথা লাভ বেশী হ'লে লোভ বেশী হয় ॥
 অরি না মরিল শ্রম বিশেষ বাড়িল । রাম বিভীষণ-পানে তখন ছেরিল ॥১
 (শিব কন) হে উমা! কালের মৃত্যু ঘাঁহার ইচ্ছায় । রত তিনি সেবকের
 প্রীতি-পরীক্ষায় ॥

(বিভীষণ ক'ন) শুন হে সর্বজ্ঞ চর-অচরের নেতা! ভক্তের পাণ্ডক
 মুনি-স্বরে স্মৃতিদাতা ॥২

নাভিকুণ্ড তব দেয় অমৃত-সন্ধান । তব বলে দশানন রহে বলবান ॥
 'শুনি' বিভীষণ-কথা তখন কুপাল । হরষিত বাণ ল'ন স্ত্রীক্লিক করাল ॥৩
 অশুভ ইঙ্গিত বহু হয় সেই কালে । রব করে খর তথা কুকুর-শৃগালে ॥
 খগবর বুঝাইল ধরা-দ্বঃখ-হেতু । নভে যেথা সেথা দেখা দেয় ধুমকেতু ॥৪
 দশদিকে অগ্নিকাণ্ড ঘটিতে লাগিল । পর্ব বিনা হৃদ্যাগ্রাস সম্ভব হইল ॥
 মন্দোদরী-হিয়া তদা কাঁপে অতি ভারী । প্রতিমা ক্ষরিত করে আঁখি-পথে বারি ॥৫
 ছন্দ— প্রতিমা কাঁদিল নভে বজ্রপাত চণ্ড-বায়ু বহে পৃথিবী তুলিল ।
 বর্ণনা অতীত অতীব অশুভ রক্ত-কেশ-ধূলি মেঘ বরষিল ॥
 অমিত উৎপাত বিলোকিয়া নভে দেবতা ব্যাকুল জয় উচ্চারিল ।
 দেবগণে ভীত জানিয়া কুপাল রাম ধনু ল'য়ে শর জুড়ি' দিল ॥
 দোহা— শরাশন টানি' আকর্ণ-সন্ধানে রাম ছাড়ে একত্রিশ শর ।
 রঘুনাথ-বাণ চলিবে কেমন মানো তাহা কাল-কণিধর ॥১০২॥

মূল

চৌ—সারক এক নাভি সর সোযা । অগর লগে ভুজ সির করি রোযা ॥
 লৈ সির বাছ চলে নারাচা । সির ভুজ হীন রুণ্ড মহি নাচা ॥১
 ধরনি ধসই ধর ধাব প্রচণ্ডা । তব সর হতি' প্রভু কৃত দুই খণ্ডা ॥
 গর্জেউ মরত ঘোর রব ভারী । কহাঁ রামু রন হতো' পচারী ॥২
 ডোলা ভূমি গিরত দসকঙ্কর । ছুভিত সিঙ্গু সরি দিগগজ ভূধর ॥
 ধরনি পরেউ ছৌ খণ্ড বড়াই । চাপি ভালু মর্কট সমুদাই ॥৩
 মন্দোদরি আগে' ভুজ সীসা । ধরি সর চলে জহাঁ জগদীসা ॥
 প্রবিসে সব নিষঙ্গ মছ' জাই । দেখি সুরবহু দুন্দুভী' বজাই ॥৪
 ভাস্ব তেজ সমান প্রভু আনন । হরষে দেখি সজ্জু চতুরানন ॥
 জয় জয় ধুনি পুরী ব্রহ্মণ্ডা । জয় রঘুবীর প্রবল ভুজদণ্ডা ॥৫
 বরবাহি' স্তমন দেব মুনি বৃন্দা । জয় কুপাল জয় জয়তি মুকুন্দা ॥৬

বাংলা অর্থ—বস—বাগস্থান; স্থানা—কুকুর; আরতি—হৃৎ; কেতু—ধুমকেতু; পবি-
 পাত—বজ্রপাত; বলাহক—মেঘ; জোরত ভএ—জুড়িলেন; ফনীস—শর; (দে—১০২)

ছন্দ—

জয় কৃপা কন্দ মুকুন্দ দম্ভ হরন সরন সুখপ্রদ প্রেভো ।
 খল দল বিদারন পরম কারন কারুণীক সদা বিভো ॥
 সুর সুরন বরষাই হরষ সঙ্কল বাজ দুন্দুভি গহগহী ।
 সংগ্রাম অঙ্গন রাম অঙ্গ অনঙ্গ বহু সোভা লহী ॥
 শির জটা মুকুট প্রেসূন বিচ বিচ অতি মনোহর রাজহী ।
 জম্বু নীলগিরি পর তড়িত পটল সমেত উড়ুগন জাজহী ॥
 ভুজদণ্ড সর কোদণ্ড ফেরত রুধির কন তন অতি বনে ।
 জম্বু রায়মুনী তমাল পর বৈঠি বিপুল সুখ আপনে ॥

দোহা—

কৃপাদৃষ্টি করি বৃষ্টি প্রভু অভয় কিএ সুর বন্দা ।
 ভালু কীস সব হরষে জয় সুখ ধাম মুকুন্দা ॥১০৩॥

পদ্মান্বাদ

চৌ—এক বাণ নাভিকুণ্ড শোষণ করিল । অশ্রুগুলি শিরে ভুজে সরোষে লাগিল ॥
 শির বাহু দুই ল'য়ে নারাচ চলিল । শির-ভুজ-হীন দেহ ধরাতে নাচিল ॥১
 প্রেচণ্ড ধাবনে খড়্ধ ধরারে ধবসিল । রঘুপতি-শর তা'রে দু'খণ্ড করিল ॥
 ঘোর রব করি' তবে গর্জিয়া মরিল । মৃত্যু-কালে রামে ডাকি হানিতে চালিল ॥২
 দশানন পড়ে যবে পৃথিবী কাঁপিল । সিদ্ধ-নদী দিক্‌হন্তী পর্বত ক্ষোভিল ॥
 অক্ষ-কপি-সমুদ্রায়ে সবলে চাপিলে । ধরা'পরে পড়ে খড়্ধ দু'খণ্ড হইল ॥৩
 মন্দোদরী-পুরোভাগে রাখি' বাহু শির । শর চলে যেথা রহে রাম রঘুবীর ॥
 তুণীর-ভিতরে শর আসিয়া পৌঁছায় । সুরগণ হেরি' তাহা দুন্দুভি বাজায় ॥৪
 তা'র ভেজ প্রবেশিল প্রভু-মুখান্তর । হরষে হেরেন ব্রহ্মা আর মহেশ্বর ॥
 'জয় জয়' ধ্বনি-দ্বারা ভরিল ব্রহ্মাণ্ড । জয় রঘুবীর যাঁ'র বলী ভুজদণ্ড ॥৫
 দেব-মুনি-বৃন্দ করে পুষ্প বরিষণ । কৃপাল মুকুন্দ জয় করে উচ্চারণ ॥৬
 ছন্দ— জয় কৃপা-কন্দ শরণ মুকুন্দ দম্ভহারী তুমি সুখ-প্রদ প্রেভো !
 খল-দল-নাশী পরম কারণ করুণা-আধার সদা তরে বিভো ॥
 সুর পুষ্প বর্ষে হরষে ভরিয়া দুন্দুভি নিনাদে ধ্বনি দমাদম ।
 সমর অঙ্গনে রঘুনাথ-অঙ্গ বহু কাম-শোভা ধরেছে পরম ॥
 জটায় মুকুট শির'পরে রহে প্রেসূন-খচিত শোভে মনোহর ।
 নীল-গিরি'পরে দামিনী যেমন তারাগণ-সহ শোভিছে সুন্দর ॥

বাংলা অর্থ—নাভিসর—নাভিকুণ্ড ; ক্রুণ্ড—খড়্ধ ; সর হতি—বাণ মারিয়া ; হতো—
 —হত্যা করিব ; পচারি—যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া ; ডোলী—পলায়মান হইল ; সমান—
 সমতুল্য হইল ; পুরী—পূর্ণ হইল ; গহগহী—দমাদম ; রাজহী—বিরাজ করে ; উড়ুগন
 —নক্ষত্রগণ ; জাজহী—শোভা পায় ; ফেরত—লক্ষমান ছিল ; অতি বনে—অধিক
 মাত্রাতে প্রস্তুত হইয়াছিল ; বাজ—বাজিল ; কারুণীক—শদয় ; (দো—১০৩)

ভুজ-দণ্ডে তা'র শর-খন্ড দোলে রক্ত-কণে তমু অতি সুশোভন ।
 যথা রাম-অগ্নি তমালের 'পরে নিশ্চল আসনে সুখেতে মগন ॥
 দোহা— কৃপাদৃষ্টি বর্ষি' অভয়-প্রদানে প্রভু হরষিল সুর-বন্দ ।
 ঋক্ষ-কপি সবে হরষিত গাহে—'সুখ-নিলায় যুকুল' ॥১০৩॥

মূল

চৌ—পতি শির দেখত মন্দোদরী । মুরছিত বিকল ধরনি খসি পরী ॥
 জুবতি বন্দ রোবত উঠি ধাই । তেহি উঠাই রাবন পহি' আঁঠি ॥১
 পতি গতি দেখি তে করহি' পুকার । ছুটে কচ নহি' বপুষ সঁভারা ॥
 উর ভাড়া করহি' বিধি নানা । রোবত করহি' প্রতাপ বখানা ॥২
 তব বল নাথ ডোল নিত ধরনী । তেজ হীন পাবক সসি তরনী ॥
 সেস কমঠ সহি সকহি' ন ভারা । সো তমু ভুমি পরেউ ভরি ছারা ॥৩
 বরুন কুবের সুরেস সমীরা । রন সমুখ ধরি কাছ' ন ধীরা ॥
 ভুজবল জিতেছ কাল জগ সাজি । আজু পরেছ অনাথ কী নাজি ॥৪
 জগত বিদিত তুমহারি প্রভুতাজি । সূত পরিজন বল বরনি ন জাজি ॥
 রাম বিমুখ অস হাল তুমহার । রহা ন কোউ কুল রোবনিহার ॥৫
 তব বস বিধি প্রচণ্ড সব নাথা । সভয় দিসিপ নিত না'বহি' মাথা ॥
 অব তব সির ভুজ জম্বুক খাহী' । রাম বিমুখ যহ অশুচিত নাহী' ॥৬
 কাল বিবস পতি কথা ন মানা । অগ জগ নাথু' মমুজ করি জানা ॥৭

ছন্দ— জাণ্ডো মমুজ করি দমুজ কানন দহন পাবক হরি সয়ম ।
 জেহি নমত সিব ব্রহ্মাদি সুর পিয় ভজ্জেছ নহি' করুণাময়ম ॥
 আজন্ম তে পরজ্জোহ রত পাপৌঘময় তব তমু অয়ম ।
 ভুমহু দিয়ো নিজ ধাম রাম নগামি ব্রহ্ম নিরাময়ম ॥

দোহা— অহহ নাথ রঘুনাথ সম কৃপাসিদ্ধু নহি' আন ।
 জোগি বন্দ দুর্লভ গতি তোহি দীর্ঘি ভগবান ॥১০৪॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ—মন্দোদরী পতি-শির হেরিয়া পাতিত । ধরাতে খসি' পড়ে বিকল মুচ্ছিত
 কাঁদিয়া যুবতী-বন্দ উঠিয়া ধাইল । রাবণ-সমীপে তা'রে উঠায়ে আনিল ॥১
 পতি-গতি হেরি' তা'রা কাঁদিতে লাগিল । আলু থালু কেশ দেহ বিবশ হইল ॥
 নানা-ভাবে বক্ষ তা'রা ভাড়া করিল । কাঁদিয়া প্রতাপ তা'র বর্ণনা করিল ॥২
 তব বলে নাথ ! নিত্য কাঁপিত ধরনী । তেজ-বিবর্জিত ছিল রবি-শশী-অগ্নি ॥
 অমন্ত ও কুর্ন নাহি সহে যা'র ভার । সে তমু ধরাতে লুটে ধূলি-মাখা-সার ॥৩
 বরুণ, কুবের তথা সুরেশ, পবন । যুঝে নাহি বীর হেন রণে তা'র সম ॥
 হে স্বামী ! জিনিতে কালে, যমেরে সত্য । ধরাতে লুপ্তি এবে অনাথের মত ॥৪

জগতে বিদিত আছে প্রভুতা তোমার। স্তব পরিজন বল নাহি বর্ণিবার ॥
 রাখবে বিমুখ হ'য়ে এ'দশা তোমার। এ' কুলে কাঁদিতে কেহ না রহিল আর ॥৫
 বিবিধ প্রপঞ্চ নাথ! তব বশে রয়। শির নমে দিক্‌পাল তোমারে সন্তয় ॥
 এবে সেই শির-ভুজ অম্লক-ভক্ষিত। রামে পরাশুখে ইহা নহে অমুচিত ॥৬
 কালেতে বিবশ পতি কথা না শুনিলে। জগতের নাথে তুমি মনুষ্য গণিলে ॥৭
 ছন্দ— দম্ভুজ-কাননে যিনি দাব-সম, নর বুঝ সেই হরি ভগবানে।
 যাঁ'রে নমে শিব ব্রজা আদি সুর—না ভজিলে সেই করুণা-নিধানে ॥
 জন্ম হ'তে তুমি পরজোহে রত এই তব কায় পাপ-রাশি-ময়।
 এ'হেন তোমারে দেন নিজ-ধাম আমি নমি' সেই ব্রজ নিরাময় ॥
 দোহা— আহা হা হে নাথ! রঘুনাথ-সম কৃপাসিদ্ধ জানো নাহি আন ॥
 যোগী যা' না লভে হেন গতি তোমা' দিয়াছেন সেই ভগবান ॥১০৪॥

মূল

টো—মন্দোদরী বচন শ্রুনি কান। সুর মুনি সিদ্ধ সবনহি সুখ মান। ॥
 অজ মহেশ নারদ সনকাদী। জে মুনিবর পরমার্থবাদী ॥১
 ভরি লোচন রঘুপতিহি নিহারী। প্রেম মগন সব ভএ সুখারী ॥
 রুদন করত দেখী' সব নারী। গয়উ বিভীষন মন দুখ ভারী ॥২
 বজ্র দস বিলোকি দুখ কীম্‌হা। তব প্রভু অমুজহি আয়সু দীনহা ॥
 লছিমন তেহি বহুবিধি সমুঝায়ে। বহুরি বিভীষন প্রভু পহি' আয়ে ॥৩
 কৃপাদৃষ্টি প্রভু তাহি বিলোক। করহ ক্রিয়া পরিহারি সব সোকা ॥
 কীম্‌হি ক্রিয়া প্রভু আয়সু মানী। বিধিবত দেস কাল জিয়' জানী ॥৪
 দোহা— মন্দোদরী আদি সব দেই তিলাঞ্জলি তাহি।
 ভবন গজ' রঘুপতি গুন গন বরনত মন মাছি ॥১০৫॥

পঞ্চানন্দ

টো—মন্দোদরী হিত-বাণী শুনে যবে কানে। সুর-মুনি-সিদ্ধ সবে সুখ তাহে মানে
 মহেশ, নারদ তথা ব্রজা-সনকাদি। যাঁরা হন মুনিবর পরমার্থ-বাদী ॥১
 লোচন ভরিয়। যবে রামে নেহারিলা। প্রেম-মগ্ন হ'য়ে সবে সুখেতে ভরিলা ॥
 সব নারীগণে হেরি' করিতে রোদন। বিভীষণ যা'ন সেখা দুখ-ভারী মন ॥২
 জাত-দশা হেরি' তিনি বড় দুখ পান। প্রভু তাঁ'রে প্রবেধিতে ভা'য়ে আজ্ঞা দেন
 বহুধা তখন তাঁ'রে বুঝান লক্ষণ। বিভীষণ প্রভু-পাশে করে আগমন ॥৩

বাংলা অর্থ—খসী পরী—খসিয়া পড়িল; পুকারা—চীৎকার; ভোল মিত—কাঁপাইত;
 ভরনী—স্বর্ধ্য; সহিস কহি' ম—সহিতে পারিত না; ছারা—ভয়; রোবনিহারী—
 কাঁদিবার মত; দ্বিজপ—দিক্‌পাল; কহা—কথা; সবনহি—সকলেই; (দো—১০৪-১০৫)

কুপা-দৃষ্টি ল'য়ে প্রভু দিলেন দর্শন। শোক ভ্যজি' শেষকৃত্য সমাপিতে ক'ন ॥
 শেষকৃত্য হ'ল প্রভু-আজ্ঞা-অনুসার। যথাবিধি অনুসরি' দেশ-কালোচর ॥৪
 দোহা— মন্দেরী আদি সব নারী মিলি' করে তা'রে ভিলাঞ্জলি দান।
 গৃহে চলে পুন মনের মাঝারে করি' রঘুনাথ গুণগান ॥১০৫॥

মূল

চৌ—আই বিভীষন পুনি সিরু নায়ে। কুপাসিদ্ধু তব অনুজ বোলায়ে ॥
 তুমহ কপীশ অঙ্গদ নল নীল। জামবন্ত মারুতি নয়সীল ॥১
 সব মিলি জাহ্নু বিভীষন সাথ। সারেছ তিলক কহেউ রঘুনাথ ॥
 পিতা বচন মৈ' নগর ন আবউ'। আগু সরিস কপি অনুজ পঠাবউ' ॥২
 তুরত চলে কপি স্মৃতি প্রভু বচন। কীমহী জাই তিলক কী রচন ॥
 সাদর সিংহাসন বৈঠারী। তিলক সারি অস্ত্রতি অনুসারী ॥৩
 জোরি পানি সবহী' সির নাএ। সহিত বিভীষন প্রভু পহি' আএ ॥
 তব রঘুবীর বোলি কপি লীম্হে। কহি প্রিয় বচন স্মৃখী সব কীম্হে ॥৪

ছন্দ— কিএ স্মৃখী কহি বানী স্মৃখা সম বল তুমহারে' রিপু হরো।
 পায়ো বিভীষন রাজ ভিছ' পুর জসু তুমহারো নিত নয়ো ॥
 মোহি সহিত স্মৃভ কীরতি তুমহারী পরম প্রীতি জো গাইহেই।
 সংসার সিদ্ধু অপার পার প্রয়াস বিমু নর পাইহেই ॥

দোহা— প্রভু কে বচন শ্রবন স্মৃনি নহি' অঘা'হি' কপি পুঞ্জ।
 বার বার সির নাবহি' গহহি' সকল পদ কঞ্জ ॥১০৬॥

পঞ্চাশত

চৌ—মন্তক নমিল যবে আসি' বিভীষণ। কুপাসিদ্ধু অনুজেরে আবাহিয়া ক'ন ॥
 কপীশ অঙ্গদ তুমি তথা নল নীল। জাম্ববান ও মারুতি সবে নীতি-শীল ॥১
 সবে মিলি' যাবে এবে বিভীষণ-সাথ। রাজ্য-অভিষেক তরে ক'ন রঘুনাথ ॥
 পিতৃবাক্য অনুসরি' নগরে না যাই। আপন-সদৃশ কপি অনুজে পাঠাই ॥২
 কপি চলে সাধিবারে প্রভু-মত কাজ। রচিল সকলে মিলি' অভিষেক-সাজ ॥
 সমাদরে অর্পিলেন তাঁ'রে সিংহাসন। তিলকান্তে করিলেন স্ত্রুতি সম্পাদন ॥৩
 যুক্ত-করে সবে তাঁ'রে মন্তক নমিল। বিভীষণ-সহ তা'রা প্রভু-পার্শ্বে গেল ॥
 রঘুবীর কপিগণে তবে আবাহিল। গধুর বচন কহি' সবারে তুঘিলা ॥৪

ছন্দ— স্মৃখামাখা-বাগী প্রভু ক'ন—কপি! তোমা' বলে হ'ল রিপু-বিনাশন।
 বিভীষণে রাজ্য তোমা' যশোলাভ তিন-লোকে রবে মিডুই শূভন ॥
 আমার সহিত শুভ-কীর্তি তব প্রীতি-ভরে জেনো যেজন গাহিবে।
 সে ভব-সাগর অনায়াসে পার শ্রম নাহি করি' নিশ্চিত পৌ'হিবে ॥

দোহা— প্রভুর বচন কর্ণেশুনি' তুষ্টি নাহি শেব ল'ভে কপিগণ।
পুল পুল তাঁ'রে মন্তক নমিয়া ধরে তাঁ'র কমল-চরণ ॥১০৬॥

মূল

চৌ—পুনি প্রভু বোলি লিয়উ হনুমান। লক্ষা জাহ কহেউ ভগবান।
সমাচার জানকিহি স্নাবহ। তাসু কুসল লৈ তুমহ চলি আবহ ॥১
তব হনুমন্ত নগর মছ' আএ। স্ননি নিসিচরী নিসাচর ধাএ ॥
বহ প্রকার তিলহ পূজা কীম্বহী। জনকসুতা দেখাই পুনি দীম্বহী ॥২
দুরিহি তে প্রণাম কপি কীম্বহা। রঘুপতি দূত জানকী' চীম্বহা ॥
কহহ তাত প্রভু কৃপানিকেতা। কুসল অনুজ কপি সেন সমেতা ॥৩
সব বিধি কুসল কোসলাধীস। মাতু সময় জীভ্যো নসসীস।
অবিচল রাজু বিভীষণ পায়ে। স্ননি কপি বচন হরষ উর ছায়ে ॥৪

ছন্দ— অতি হরষ মন ভন পুলক লোচন সজল কহ পুনি পুনি রমা।
কা দেউ' তোহি ত্রৈলোক মছ' কপি কিমপি নহি' বানী সমা ॥
স্ননু মাতু মৈ' পায়ে অখিল জগ রাজু আজু ন সংসয়'।
রন জীতি রিপুদল বন্ধু জুত পশ্চামি রামমনাময়' ॥

দোহা— স্ননু স্নত সদগুন সকল তব হৃদয়' বসছ' হনুমন্ত।
সানুকুল কোসলপতি রহছ' সমেত অনন্ত ॥১০৭॥

পঞ্চমসর্গ

চৌ—পুন প্রভু ডাকাইয়া আনেন হনুরে। লক্ষা যাও এ'নির্দেশ দানিলেন তা'রে
সমাচার জানকীরে এস শুনাইয়া। চলিয়া আসিবে তা'র সংবাদ লইয়া ॥১
ভদ্রা হনু পুরী-মাঝে প্রবেশ করিল। রাক্ষস-রাক্ষসী শুনি' তথায় ধাইল ॥
বিবিধ প্রকারে তা'রে সংকার করিল। জনক-সুতারে পুন দেখাইয়া মিল ॥২
দূর হ'তে কপিবর প্রণাম করিল। রাম-দূত বলি' তা'রে জানকী চিনিল ॥
কহ তাত! কৃপাধার প্রভুর কুশল। কুশলী ত সলক্ষণ কপিসেনা-দল ॥৩
সর্বথা কুশলী এবে রঘুপতি র'ন। বিজয়ী হ'লেন রণে দশানন-জন ॥
অচঞ্চল-রাজ্য-মাতঃ! লভে বিভীষণ। হিয়া হর্ষে ভ'রে শুনি' কপির বচন ॥৪
ছন্দ— অতি দৃষ্ট মন তনুতে পুলক জল-ভরা আঁখি জীতা ক'ন তা'রে।
কি দিব তোমারে ত্রিলোক-মাকারে নাহি হেন ধন দানি এই বারে ॥

বাংলা অর্থ—ময়সীলা—নীতিনিপুণ; সারেছ ভিলক—রাজ্যাভিষেক সমাপ্ত কর;
রচনা—ব্যবস্থা; অনুসারী—পরে করিলেন; হয়ো—হত হইয়াছে; গাহিহৈ—গাহিবে;
নহি অর্থাহি—তুষ্টির শেব হিগ না; বানী—সংবাদ; অনাময়—নির্বিকার; সানুকুল
—প্রিয়; পায়ে—পাইলেন; পাইহৈ—পাইবে; (দো—১০৬-১০৭)

শুন মাতে! আজ নিখিল ধরার রাজত্ব লভিলু তাহে না সংশয় ।
 সময়ে জিনিয়া সব অরিগণে ত্রাতৃ-সহ হেরি রাম অনাময় ॥
 দোহা— সীতা ক'ন শুন শুভগুণ বহু কপিবর! তব হিয়া ধরে ।
 কোশলের পতি সদা তুষ্ট র'ন লক্ষ্মণ সহিত তব'পরে ॥১০৭॥

মৃগ

চৌ—অব সেই জতন করছ তুমি তাতা । দেখো' নয়ন শ্রাম হৃদু গাতা ॥
 তব হনুমান রাম পহি' জাগি । জনকসুতা কৈ কুসল স্নানাই ॥১
 স্ননি সন্দেহ ভানুকুলভুষন । বোলি লিএ জুবরাজ বিভীষন ॥
 মারুতসুত কে সঙ্গ সিধাবহু । সাদর জনকসুতহি লৈ আবহু ॥২
 তুরতহি' সকল গএ জই সীতা । সেবহি' সব নিসিচরী' বিনীতা ॥
 বেগি বিভীষন তিম্বহি সিখায়ো । তিম্বহ বহু বিধি মজ্জন করবায়ো ॥৩
 বহু প্রকার ভুষন পহিরাএ । সিবিকা রুচির সাজি পুনি ল্যাএ ॥
 তা পর হরষি চট্টা বৈদেহী । স্মিরি রাম স্নখধাম সনেহী ॥৪
 বেতপানি রুচ্ছক চছ পাশা । চলে সকল মন পরম ছলাসা ॥
 দেখন ভালু কীস সব আএ । রুচ্ছক কোপি নিবারন ধাএ ॥৫
 কহ রঘুবীর কহা মম মানছ । সীতহি সখা পয়াদেঁ আনছ ॥
 দেখছ' কপি জননী কী নাঞি । বিহসি কহা রঘুনাথ গোসাঞি ॥৬
 স্ননি প্রভু বচন ভালু কপি হরষে । নভ তে সুরনহ স্নমন বহু বরষে ॥
 সীতা প্রথম অমল গহ' রাখী । প্রগট কীম্বহি চহ অন্তর সাখী ॥৭

দোহা— তেহি কারন করুনানিধি কহে কছুক দুর্বাদ ।
 স্ননত জাতুধানী' সব লাগী' করৈ বিষাদ ॥১০৮॥

চৌ—এবে তুমি তাত! কর তেমনি যতন । যাহে হৃদু শ্রাম-তম্বু হেরে এ'নয়ন
 তবে রাম-পাদ-পার্শ্বে যা'ন হনুমান । জানকী-কুশল-কথা সকল শুনান ॥১
 স্ননি' এ'বারতা রবি-কুলের ভুষণ । যুবরাজ বিভীষণে করি আনয়ন ॥
 ক'ন—হনুমান-সহ গমন করিয়া । সমাদরে জানকীরে আসিবে লইয়া ॥২
 ত্বরায় সকলে যা'ন যেথা রহে সীতা । সেবিছে সেথায় সব রাক্ষসী বিনীতা ॥
 বিভীষণ ত্বর গিয়া তাদের শিখান । ভালরূপে জানকীরে করাইবে স্নান ॥৩
 স্নানান্তে তাঁহারে তা'রা ভুষণ পরায় । শিবিকা তাঁহার তরে উত্তম সাজায় ॥
 তার'পরে হরষিতা চড়েন বৈদেহী । স্মরি' রাম স্নখধাম যিনি অতি স্নেহী ॥৪
 বেত্রপাণি রক্ষিগণ রহে চারিপাশ । সব চলে মনে রাখি' পরম উল্লাস ॥
 'রক্ষ-কপি সবে মিলি' দেখিতে আসিল । রক্ষক কুপিত হ'মে নিষেধ করিল ॥৫

কহিলেন রঘুবীর—মম কথা মানো। ওহে সখা! জানকীরে পদপ্রজে আনো ॥
 কপির জননী-সম করুক দর্শন। প্রভু রঘুনাথ হাজি' এই কথা ক'ন ॥৬
 শুনি' প্রভু-বাণী শঙ্ক-কপি হরষিত। নভ হ'তে দেব করে পুষ্প বরষিত ॥
 সীতা পূর্ব হ'তে ছিল। অনলে আটক। অন্তর্যামী চা'ন হৌন স্বরূপে একট ॥৭
 দোহা— সেই হেতু চিন্তি' করুণা-নিধান অভিনয়ে ক'ন কটু-বাদ।
 শুনি' সেই কথা নিশাচরী যত মনে মনে গণিল বিষাদ ॥১০৮॥

মূল

চৌ—প্রভু কে বচন সীস ধরি সীতা। বোলী মন ক্রম বচন পুনীতা ॥
 লছিমন হোছ ধরম কে নেগী। পাবক প্রগট করছ তুমহ বেগী ॥১
 সুন লছিমন সীতা কৈ বানী। বিরহ বিবেক ধরম ন্তি সানী ॥
 লোচন সজল জোরি কর দোউ। প্রভু সন কছু কহি সকত ন ওউ ॥২
 দেখি রাম রুখ লছিমন ধাএ। পাবক প্রগটি কাঠ বহু লাএ ॥
 পাবক প্রবল দেখি বৈদেহী। হৃদয়' হরষ নহি' ভয় কছু তেহী ॥৩
 জৌ' মন বচ ক্রম মম উর মাহী'। তজি রঘুবীর আত গতি নাহী' ॥
 তৌ কুসামু সব কৈ গতি জানা। মো' কছ' হোউ শ্রীখণ্ড সমান ॥৪

ছন্দ— শ্রীখণ্ড সম পাবক প্রবেস কিয়ে। সুমিরি প্রভু মৈথিলী।
 জয় কোসলেস মহেস বন্দিত চরন রতি অতি নির্মলী ॥
 প্রতিবিম্ব অরু লৌকিক কলঙ্ক প্রচণ্ড পাবক মছ' জরে।
 প্রভু চরিত কাছ' ন লখে নভ সুর সিদ্ধ যুনি দেখছি' খরে ॥১
 ধরি রূপ পাবক পানি গহি শ্রী সত্য শ্রুতি জগ বিদিত জো।
 জিমি ছীরসাগর ইন্দিরা রামহি সমপী আনি সো ॥
 সো রাম বাম বিভাগ রাজতি রুচির অতি সোভা ভলী।
 নব নীল নীরজ নিকট মানছ' কনক পঙ্কজ কী কলী ॥২

দোহা— বরষহি' সুমন হরষি সুর বাজহি' গগন নিসান।
 গাবহি' কিম্বর সুরবধু নাচহি' চটী' বিমান ॥১০৯॥
 জনকসুতা সমেত প্রভু সোভা অমিত অপার।
 দেখি ভালু কপি হরষে জয় রঘুপতি স্নখ সার ॥১০৯খ॥

গতানুবাদ

সীতার অগ্নি-পরীক্ষা

চৌ—নিরে ধরি' সীতা তবে প্রভুর বচন। কায়-মনো-বাক্যে পূতা বলেন বচন ॥
 হে লক্ষ্মণ! হও মম ধর্ম-সহায়ক। দ্রুত তুমি প্রজ্জ্বলিত করহ পাবক ॥১
 লক্ষ্মণ শুনেন তবে সীতার বচন। বিরহ-বিবেক-ধর্ম-নীতি-পরায়ণ ॥
 ত্ব'হাত জুড়েন' সীতা সজল-নয়ন। কহিতে অক্ষম নিজে কিছু প্রভু-সন—৥২

রাম-অভিশ্রাম হুনি' লক্ষণ ধাইল। আশুন জালাতে কার্ত্ত প্রকৃত্ত আনিল ॥
 সীতা যবে অগ্নি-কুণ্ডে প্রবেশ হেরিলা। হরবে হৃদয় তরে, তরে না কাঁপিলা ॥৩
 হুন্— চন্দন-সমান স্নিগ্ধ অগ্নি-মারবে প্রবেশিলা সীতা প্রকৃত্তে স্মরিয়া।
 জয় কমলেশ ধাঁহার চরণ পূজিছে মহেশ পিরীতি ধরিয়া।
 ছায়া-সীতা তথা লৌকিক কলকে প্রচণ্ড-পাষকে দিল জালাইয়া।
 প্রভুর চরিত কেহ না জানিত সুর, সিদ্ধ, মুনি হেরে দাঁড়াইয়া ॥১
 অগ্নি দেহ ধরি' বেদে বিখে খ্যাত ত্রীকুণী সীতারে উঠামে সেখানে।
 আনি' সমর্পিলা। রামের করেছে যথা ক্ষীর-সিদ্ধ লক্ষ্মী ভগবানে ॥
 সে সীতা বিরাজে রাম-বাম-ভাগে অতি মনোহর রূপে উজলিয়া।
 নব মীল-পদ্ম- পার্শ্বেরে যেমন কনক-পঙ্কজ পুষ্প-কলি নিয়া ॥২
 দোহা— কুন্তুম বরষে হরষে দেবতা তিনাদিছে দাম্যমা গগনে।
 গাহিছে কিম্বদন্ত সুর-বধু যত নাচিতেছে চড়িয়া বিমানে ॥১০৯ক॥
 জনক-ভনয়া- সহ মিলি' প্রভু শোভা ধরে অমিত অপার।
 হেরি' ক্ষণ-কপি হরষিত কয় “জয় রঘুপতি সুরধসার ॥১০৯খ॥

মূল

চৌ— ভব রঘুপতি অনুসাসন পাঞ। মাতলি চলেউ চরন সিক্র নাঞ ॥
 আএ দেব সদা স্মারণী। বচন কহি' জমু পরমারণী ॥১
 দীন বজু দয়াল রঘুরায়। দেব কীর্নহি দেবন্হ পর দায়।
 বিম্ব জ্যোত রত য়হ খল কামী। নিজ অঘ গয়উ কুমারগগানী ॥২
 তুমহ সমরূপ ব্রহ্ম অবিনাসী। সদা একরস সহজ উদাসী ॥
 অকল অশুন অজ অনঘ অনাময়। অজিত অমোঘ সক্তি করুনাময় ॥৩
 মীন কমঠ সুকর নরহরী। বামন পরসুরাম বগু ধরী ॥
 জব জব নাথ সুরন্হ দুখু পায়ো। নানা তনু ধরি তুমহই' নসায়ো ॥৪
 য়হ খল মলিন সদা সুরজ্যোহী। কাম লোভ মদ রত অতি কোহী ॥
 অধম সিরোমনি তব পদ পাব। য়হ হমারে' মন বিসময় আবা ॥৫
 হম দেবতা পরম অধিকারী। স্মারথ রত প্রভু ভগতি বিসারী ॥
 ভব প্রবাই' সন্তত হম পরে। অব প্রভু পাহি সরন অনুসরে ॥৬

দোহা— করি বিনতী সুর সিদ্ধ সব রহে জই তই কর জোরি।
 অতি সপ্রেম ভন পুলকি বিধি অন্ততি করত বহোরি ॥১১০॥

বাংলা অর্থ—সিবিকা—শিবিকা, পাকী; বেতপানি—দণ্ডপানি; ছলাসা—উজান;
 কোপি—কুণ্ডিত হইয়া; পরাদেঁ—পায়ে হাটিয়া; অন্তর সাক্ষী—প্রকৃত অন্তরাত্মা;
 দুর্বাণ—কটুবাণ; মেদী—সহায়ক; ত্রীখণ্ড—চন্দন; জরে—জলিয়া গেল; ন লখে—
 দেখেন নাই; ধরে—খাড়া হইয়া; নীরজ—জলজ, পদ্ম; (দো—১০৮-১০৯)

দেবতাগণের শ্রীরাম-স্তুতি

চৌ—তদা রঘুপতি হ'তে আদেশ লভিয়া। মাভলি চলিল পদে মন্তক নমিয়া ॥
 তখন আসেন দেব সদা স্বার্থপর। কহিলেন বাক্য যেন পরমার্থপর ॥১
 হে দয়াল! দীন-বন্ধু ওহে রঘুনাথ! হে দেব! করিলে দেবে করুণা অপার ॥
 বিশ্বজ্যোহে রত এই খল পাপাশয়। নিজ-পাপ-বশে করে কুমারগ আশ্রয় ॥২
 তুমি সমরূপ ব্রহ্ম তথা অবিনাশী। নিরন্তর এক রস সহজ উদাসী ॥
 অখণ্ড নিশ্চল অজ পুত অনাময়। অজ্ঞেয় অমোঘ-শক্তি তুমি দয়াময় ॥৩
 কমঠ, শূকর, মীন তথা নরহরি। বামন-পরশুরাম-রূপে তুমু ধরি ॥৪
 যবে যবে দেবগণ দুঃখেতে হতাশ। নানা তমু ধরি' কর দুঃখের বিনাশ ॥৫
 এই যে অধম খল সুরজ্যোহকারী। লোভ, মদ, ক্রোধে রত অতি কামাচারী ॥
 অধমের শিরোমণি তব পদ পায়। ইথে মম মনে বড় বিশ্বাস জাগায় ॥৬
 দেবরূপে জন্মি মৌরা শ্রেষ্ঠ অধিকারী। স্বার্থে রত প্রভু-পাদে ভক্তি পাশরি।
 সংসার-প্রবাহ সদা আমাদের 'পরে। শরণ মাগিছু তোমা' আশ্ব-রক্ষা-তরে ॥৭
 দোহা— বিমতি করিয়া সুর-সিদ্ধ সবে যেথা সেথা রহে মুক্ত-করে।
 প্রেম-ভরে অতি পুলকিত তমু পুন পুন ব্রহ্ম স্তুতি করে ॥১১০॥

মৃগ

ছন্দ— জয় রাম সদা স্নেহধাম হরে। রঘুনায়ক সায়ক চাপ ধরে ॥
 ভব বারন দারন সিংহ প্রভো। গুন সাগর নাগর নাথ বিভো ॥
 তন কাম অনেক অনূপ ছবী। গুন গাবত সিদ্ধ মুনীন্দ্র কবী ॥
 জঙ্গু পাবন রাবন নাগ মহা। খগনাথ জথা করি কোপ গহা ॥
 জন রঞ্জন ভঞ্জন সোক ভয়ম্। গতক্রোধ সদা প্রভু বোধময়ম্ ॥
 অবতার উদার অপার গুনম্। মহি ভার বিভঞ্জন গ্যানঘনম্ ॥
 অজ ব্যাপকমেকমনাদি সদা। করুণাকর রাম নমামি মুদা ॥
 রঘুবংশ বিভূষন দুখন হা। কৃত ভূপ বিভীষন দীন রহা ॥
 গুন গ্যান নিধান অমান অজং। নিত রাম নমামি বিভূং বিরজং ॥
 ভূজদণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপ বলং। খল বৃন্দ নিকন্দ মহা কুসলং ॥
 বিমু কারন দীন দয়াল হিতং। ছবি ধাম নমামি রমা সহিতং ॥
 ভব তারন কারন কাজ পরং। মন সন্তব দারন দোষ হরং ॥
 সর চাপ মনোহর ত্রোন ধরং। জল জারন লোচন ভূপবরং ॥
 স্নেহ মন্দির সুন্দর শ্রীরমনং। মদ মার মুখা মমতা সমনং ॥
 অনবস্ত অখণ্ড ন গোচর গো। সবরূপ সদা সব হোই ন গো ॥
 ইতি বেদ বন্দিত ন দন্তকথা। রবি আতপ ভিন্নমভিন্ন জথা ॥

কৃতকৃত্য বিভো সব বানর এ । মিরখন্তি ভবানন্দ সানর এ ॥
 ধিগ জীবন দেব সন্নীর হরে । তব ভক্তি বিনা ভব ভুলি পরে ॥
 অব দীনদয়াল দয়া করিঞ । মতি মোরি বিভেদকরী হরিঞ ॥
 জেহি তে বিপরীত ক্রিয়া করিঞ । দুখ সো সুখ মানি সুখী চরিঞ ॥
 খল খণ্ডন মণ্ডন রম্য ছমা । পদ পঙ্কজ সেবিত সঙ্কু উমা ॥
 নৃপ নায়ক দে বরদানসিদ্ধং । চরনাম্বুজ প্রেম সদা স্তম্ভং ॥

দোহা— বিনয় কীর্নহি চতুরানন প্রেম পুলক অতি গাত ।
 সোভাসিদ্ধু বিলোকত লোচন নহী অঘাত ॥১১১॥

পঞ্চাশৎ

ব্রহ্মানন্দ শ্রীরাম-স্ততি

হৃন্দ—জয় রাম সুখধাম সদা দুখঃহর । রঘুর নায়ক তুমি ধর্ম্মরূপ-ধর ॥
 ভব-দুঃখ কর নাশ সিংহ-সম প্রভো ! গুণের সাগর তুমি সূচতুর বিভো !
 বহু-কাম-তমুধর অনুপম ছবি । গুণ গাহে যত সিদ্ধ মূনিবর কবি ॥
 সুপাবন যশ তব, নাগ-দশাননে । ক্রুদ্ধ খগনাথ-সম অসিদ্ধ ধ্বংসনে ॥
 জন-মন তুষ্ট করি' ! নাশ শোক ভয় । বীত-ক্রোধ সদা প্রভু তুমি বোধময় ॥
 শ্রেষ্ঠ অবতার তুমি বহু গুণধর । মহী-ভার নাশ তুমি জ্ঞানের-আকর ॥
 অজ ও ব্যাপক এক অনাদি সতত । করুণা-আকর রাম ! হই হর্ষে নত ॥
 রঘুবংশ-বিভূষণ ! দুষ্টে নাশিলে । বিভীষণে রাজ্য দিয়া দরিদ্র রহিলে ॥
 গুণ-জ্ঞানাদার তুমি অজ, মান-ত্যাগী ! নিত্য রামে নমি তোমা বিভু ও বিরাগী ॥
 চণ্ড-ভূজ-দণ্ড ষাঁর প্রতাপী ও বলী । খলবৃন্দ-মূলচ্ছেদী মহান্ কুশলী ॥
 অকারণ দীন-বন্ধু দীনে হিতকারী । শোভা-ধামে নমি যিনি জানকী-বিহারী ॥
 মনোহর শর-চাপ তুগীর-ধারক । অরুণ কমল-নেত্র ভূপের নায়ক ॥
 সুখধাম মনোহর জানকী-রমণ । মদ-কাম-ধ্বংসী বৃথা মমতা-নাশন ॥
 অনিন্দ্য অখণ্ড তুমি ইঞ্জিয়-অভীত । সর্বরূপে সদা রহ না হেরি সতত ॥
 বেদে ইহা কয় নহে মানস-জয়না । সূর্য্যে সূর্য্য-করে ভেদ-অভেদ কল্পনা ॥

বাংলা অর্থ—নাসয়ো—নাশ করিয়াছে ; কোহী—ক্রোধী ; বিসারী—বিস্মর,
 ভুলিয়া ; পরে—পতিত হই ; সন্নন—শরণ, আশ্রয় ; ভব বারন দারন—সংসার-দুঃখরূপ
 হস্তীর বিদীর্ণকারক ; নাগর—চতুর ; গহা—ধরিয়াছ ; দুষন হা—দুষণ রাক্ষসের হনন-
 কারী ; বিরজ—বিকার রহিত ; নিকম্মু—নিম্ন ; কারন—কারণরূপা প্রকৃতি ; কাজ
 —কার্যরূপ জগৎ ; পর—অতীত ; মন সম্ভব—মনোজাত ; জোন—তুগীর ; আর—কাম ;
 মুখা—বৃথা ; ন গোচর গো—ইঞ্জিয়াভীত ; হরিঞ—হরণ করণ ; ভুলি পরে—ভুলিয়া
 ছি ; দে—দিউন ; (দো—১১০-১১১)

বিভো ! মানি কৃতকৃত্য এ'সব বানরে । যা'রা হেরে মুখ তব আতি সমাদরে ॥
 হে হরে ! দিক্ জীবন দেব-তনু ধ'রে । ভক্তি বিনা ভুলে রহি বিষয়ের 'পরে ॥
 হে দীন-দয়াল ! তুমি মোরে দয়া কর । আমার বিভেদকারী মতি যেন হয় ॥
 যাহা হ'তে বিপরীত করম আচরি' । দুখে সুখ মানি' যেন দুঃখকে পাশরি ॥
 খল-নাশী তুমি চারু ধরার ভূষণ । শঙ্কু উমা সেবে তব কমল-চরণ ॥
 হে নৃপ-নায়ক ! মোরে কর বর-দান । পাদ-পদ্মে রহি সদা যেন ভক্তিমান ॥
 দোহা— বিনতি করিলে ব্রজা হেনমতে তমু তাঁ'র পুলকে ডুলিল ।
 শোভাসিদ্ধু হেরি' নয়ন তাঁহার প্রেম-ভৃগু শেষ না লভিল ॥১১১॥

মৃণ

চৌ—তেহি অবসর দসরথ তই আএ । তনয় বিলোকি' নয়ন জল ছাএ ॥
 অনুজ সহিত প্রভু বন্দন কীন্হা । আসিরবাদ পিতা' তব দীন্হা ॥ ১
 তাত সকল তব পুণ্য প্রভাউ । জীভো' অজয় নিসচর রাউ ॥
 স্ননি স্নত বচন প্রীতি বাঢ়ী । নয়ন সলিল রোমাঝি ঠাঢ়ী ॥ ২
 রঘুপতি প্রথম প্রেম অনুমান । চিতই পিতহি দীন্হেউ দৃঢ় গ্যামা ॥
 তাতে উমা মোচ্ছ নহি' পায়ো । দসরথ ভেদ ভগতি মন লায়ে ॥ ৩
 সগুনোপাসক মোচ্ছ ন লেহী' । তিন্হ কছ' রাম ভগতি নিজ দেহী' ॥
 বার বার করি প্রভু'হি প্রণাম । দসরথ হরষি গএ সুরধামা ॥ ৪
 দোহা— অনুজ জানকী সহিত প্রভু কুসল কোসলাধীস ।
 সোভা দেখি হরষি মন অস্ততি কর সুর ঈস ॥১১২॥

পতাম্বাদ

চৌ—সেথা তদা দশরথ দিলেন দর্শন । স্নতে হেরি' বারি ভরে তাঁ'র চু'নয়ন ॥
 সানুজ তাঁহারে প্রভু করেন বন্দন । কহিলেন পিতা তদা আশীষ-বচন ॥ ১
 তব পুণ্য-বলে তাত ! সকল ঘটিল । অজয় রাক্ষস-রাজ বিজিত হইল ॥
 স্ননি'স্নত-বাক্য মনে প্রীতি উপজিল । শরীরে রোমাঞ্চ, আঁখি বারিতে ভরিল ॥ ২
 দশরথ-প্রেমে রাম ক্রটি নিরখিয়া । সম্বন্ধ করিল তাঁ'রে ব্রজ-জ্ঞান দিয়া ॥
 ওহে উমা ! দশরথ মোক্ষ না লভিল । ভকতিতে ভেদ-জ্ঞান তাহার আছিল ॥ ৩
 সগুণের উপাসক মোক্ষ নাহি পান । রামেতে ভগতি তাঁ'রে রাম নিজে দেন ॥
 বার বার প্রভু-পদে করিয়া প্রণাম । দশরথ হরষিত যা'ন সুর-ধাম ॥ ৪
 দোহা— জানকী সহিত অনুজের সনে কুশলী প্রভু কোশলাধীশ ।
 চারু শোভা হেরি' হরষিত মন স্ততি'পর তাঁ'হে দেব-ঈশ ॥১১২॥

মূল

ছন্দ— জয় রাম সোভা ধাম । দায়ক প্রনত বিশ্রাম ॥
 মৃত জোন বর সর চাপ । ভুজদণ্ড প্রবল প্রভাপ ॥

জয় দূষণারি খরারি । মর্দন নিশাচর ধারি ॥
 যহ দুষ্টে মারেউ নাথ । ভএ দেব সকল সনাথ ॥
 জয় হরন ধরনী ভার । মহিমা উদার অপার ॥
 জয় রাবনারি কুপাল । কিএ জাতুধান-বিহাল ॥
 লঙ্কেস অতি বল গব । কিএ বশ্য সুর গন্ধর্ব ॥
 মুনি সিদ্ধ নর খগ নাগ । হঠি পন্থ সব কেঁ লাগ ॥
 পরজোহ রত অতি দুষ্ট । পায়ো সো ফলু পাপিষ্ট ॥
 অব সুনছ দীন দয়াল । রাজীব নয়ন বিসাল ॥
 মোহি রহা অতি অভিমান । নহিঁ কোউ মোহি সমান ॥
 অব দেখি প্রভু পদ কঙ্ক । গত মান প্রদ দুখ পুঙ্ক ॥
 কোউ ব্রহ্ম নিগুণ ধ্যাব । অব্যক্ত জেহি ঋতি গাব ॥
 মোহি ভাব কোসল ভূপ । শ্রীরাম সগুন সরূপ ॥
 বৈদেহী অনুজ সমেত । মম হৃদয় করছ নিকেত ॥
 মোহি জানিঞ নিজ দাস । দে ভক্তি রমানিবাস ॥
 দে ভক্তি রমানিবাস ত্রাস হরন সরন সুখদায়কং ।
 সুখ ধাম রাম নমামি কাম অনেক ছবি রঘুনায়কং ॥
 সুর বন্দ রঞ্জন বন্দ ভঞ্জন মনুজতনু অভুলিতবলং ।
 ব্রহ্মাদি সঙ্কর সেব্য রাম নমামি করুনা কোমলং ॥
 মোহা— অব করি কৃপা বিলোকি মোহি আয়সু দেছ কুপাল ।
 কাহ করৌ সুনি প্রিয় বচন বোলে দীনদয়াল ॥১১৩॥

পত্নাহ্বান

ছন্দ— জয় জয় রাম ওহে শোভাধাম । ভকতে সেবকে দিভেছ বিশ্রাম ॥
 ধরিছ তুণীর শ্রেষ্ঠ শর-চাপ । ভুজদণ্ডে ধর প্রবল প্রতাপ ॥
 জয় দূষণারি জয় হে খরারি ! হে দশকঙ্কর-বিমর্দনকারী ॥
 এহেন দুষ্টেরে মারি' তুমি নাথ । সকল দেবতা করেছ সনাথ ॥
 জয় প্রভো ! হরি' ধরণীর ভার । দেখালে মহিমা উদার অপার ॥
 জয় রাবণারি ! ওহে কুপাময় ! কর নিশাচরে কুল-সহ ক্ষয় ॥
 লঙ্কেশ্বর বলী ভরে অতি গর্বের । অবশে আনিলে সুর ও গন্ধর্বের ॥
 নাগ, বিহলম, মুনি, সিদ্ধ, নর । হঠতা সাধিয়া কুপথে বিচরে ॥
 পরজোহে রত কপটী হইয়া । তা'র ফলে লভে পাপমুত হিয়া ॥

বাংলা অর্থ—জীঠো—জয় করিয়াছি ; ঠাটী—খাড়া হইল ; চিতাই—দোখলেন ;
 দেহী—দেন ; সুর ঈস—দেবরাজ ইন্দ্র ; বিহাল—বিহ্বল, তহনহ ; হঠি পন্থ—পথভ্রষ্ট,
 পিছ গথে পতিত ; কাম অনেক ছবি—বহু কামদেবমূর্তি বিগ্রহ ; (দো—১১২-১১৫)

হে দীন-দয়াল ! করহ প্রবেশ । রাজীব-সদৃশ বিশাল-ময়ন ॥
 আমার আছিল অতি অভিমান । কা'রে নাহি গণি আমার সমান ॥
 প্রভু-পাদ-পদ্ম করি' দরশন । বহু দুখদায়ী মান সমাপন ॥
 কেহ বা নিগুণ-ব্রহ্ম ধ্যানে রত । অব্যক্ত কহিয়া তা'রে স্তম্ভিত ॥
 মম প্রিয় লাগে কোশলের ভূপ । নামেতে শ্রীরাম সগুণ-স্বরূপ ॥
 জনকের স্নাতা সহিত লক্ষ্মণ । আমার হিয়াতে কর নিকেতন ॥
 আমারে জানিয়া আপনার দাস । শুদ্ধা ভক্তি দাও হে রমা-নিবাস !
 ছন্দ— ভক্তি-দাতা তুমি হে রমা-নিবাস ভয়হা, শরণ হে স্নখ-দায়ক !
 স্নখদাম তুমি বহু-কামচ্ছবি তোমারে নমিসু হে রঘুনায়ক !
 অমর-রঞ্জন হে দম্ব-ভঞ্জন । নর-তনুধারী ভুরি শক্তিধর ।
 করুণা-কোমল সেই রামে নমি' পূজিছে বাঁহায়ে ব্রহ্মা মহেশ্বর ॥
 দোহা— এবে কৃপা করি' হেরিয়া আমারে আশ্রা দান কর হে কৃপাল !
 'কেমনে সেবিব' শুনি' প্রিয়-বাণী বলিলেন সে দীন-দয়াল ॥১১৩॥

মূল

চৌ—সুখ সুরগতি কপি ভালু হমারে । পরে ভূমি নিসি চরন'হি জে মায়ে ॥
 মম হিত লাগি তজে ইন্হ প্রান । সকল জিআউ সুরেস সজান ॥১
 সুনু খগেস প্রভু কৈ যহ বানী । অতি অগাধ জান'হি' মূনি গ্যানী ॥
 প্রভু সক জিভুঅন মারি জিআই । কেবল সক্রহি দীন্হি বড়াই ॥২
 স্নখা বরবি কপি ভালু জিআএ । হরষি উঠে সব প্রভু পহি' আএ ॥
 স্নখাব'ষ্টি ভৈ দুহু দল উপর । জিএ ভালু কপি নহি' রজনীচর ॥৩
 রামাকার ভএ তিন'হ কে মন । মুক্ত ভএ ছুটে ভব বন্ধন ॥
 সুর অংসিক সব কপি অরু রীছা । জিএ সকল রঘুপতি কী' জেছা ॥৪
 রাম সরিস কো দীন হিতকারী । কীন্হে মুকুত নিসাঁচর কারী ॥
 খল মল ধাম কাম রত রাবন । গতি পাই জো মূনিবর পাবন ॥৫

দোহা— সুনন বরবি সব সুর চলে চটি চটি রুচির বিমান ।
 দেখি স্নঅবসর প্রভু পহি' আয়উ সন্তু সজান ॥১৪ক॥
 পরম প্রীতি কর জোরি জুগ নলিন নয়ন ভরি বারি ।
 পূলকিত তন গদগদ গিরা' বিনয় করত ত্রিপুরারি ॥১৪খ॥

পত্নাহবদ

চৌ—সুখ সুরেন্দ্র ! এই কপি-ক্ষদলে । রক্ষো-নাশ-তরে এরা আসিল ভূতলে
 মম হিত-তরে এরা ভ্যজিল পরাণ । হে সুরেশ ! স্নচকুর সবারে বাঁচান ॥১
 শুন ওহে খগেশ্বর ! এই প্রভু-বাণী । অতীব অগম্য, জানে যা'রা মূনি জ্ঞানী ॥
 প্রভু ক্রম জিভুবনে মারিতে বাঁচা'তে । ইন্হে ভায় দেন শুধু তাঁহায়ে বাড়া'তে ॥২

রামচরিতমানস

১২৯

স্ত্রীয়া বরষিয়া কপি'ক্ষককে বাঁচান। হরষিত উঠি' সবে প্রভু-পার্শ্বে যা'ন ॥
 স্ত্রীয়ার বর্ষণ হয় দুই দল'পর। ক্ষক-কপি প্রাণ পায় নাহি নিশাচর ॥৩
 রামাকার হ'য়ে যায় তা'সবার মন। তা'রা মুক্তি পায় টুটে ভবের বন্ধন ॥
 দেব-অংশে জন্ম ল'ভে কপি-ক্ষকদলে। রামের ইচ্ছাতে প্রাণ লভিল সকলে ॥
 রামের সমান কেবা দীনে হিত-তরে। মুক্তি-দান করিলেন যত নিশাচরে ॥
 পাঁপাশয় কাম-রত খল যে রাবণ। পায় গতি হেন যা' না পা'ন মুনিজন ॥৫

মোহা-- পুষ্প বরষিয়া স্ত্রর সব চলে চড়িয়া বিমান মনোহর।
 স্ত্রযোগ হেরিয়া প্রভুর পার্শ্বেতে উপনীত হ'ন মহেশ্বর ॥১১৪ক॥
 অতি প্রীতি-ভরে হাত দুটি মুড়ি' কমল-নয়নে ভরি' বারি।
 পুলকিত তনু গদগদ ভাষি' মিনতি করেন ত্রিপুরারি ॥১১৪খ॥

মূল

হৃদয়— মামভিরক্ষয় রঘুকুল নায়ক। ধৃত বর চাপ রুচির কর সায়ক ॥
 মোহ মহা ঘন পটল প্রভঞ্জন। সংসয় বিপিন অনল স্ত্রর রঞ্জন ॥
 অগুন সগুন গুন মন্দির সুন্দর। ভ্রম ভ্রম প্রবল প্রতাপ দিবাকর ॥
 কাম ক্রোধ মদ গজ পঞ্চাননা বসন্ত নিরন্তর জন মন কামন ॥
 বিষয় মনোরথ পুঞ্জ কঙ্ক বন। প্রবল তুষার উদার পায় মন ॥
 ভব বারিধি মন্দর পর মন্দর। বায়র তায়র সংস্রতি দুস্তর ॥
 শ্রাম গাত রাজীব বিলোচন। দীন বন্ধু শ্রমভারতি মোচন ॥
 অমুজ জানকী সহিত নিরন্তর। বসন্ত রাম নৃপ মম উর অন্তর
 মুনি রঞ্জন মহি মণ্ডল মণ্ডন। তুলসিদাস প্রভু জ্ঞান বিখণ্ডন ॥

মোহা— নাথ জবহি' কোসলপুরী' হোইহি তিলক তুমহার।
 রূপাসিদ্ধু মৈ আউব দেখন চরিত উদার ॥১৫॥

পদ্মাবাদ

হৃদয়— মোরে রক্ষা কর তুমি হে রঘু-নায়ক! চারু-চাপ-ধর তথা রুচির-সায়ক
 মহা-মোহ-মেঘরাশি-নাশী প্রভঞ্জন সংশয়-দাবায়ি বনে, দেবতা-রঞ্জন।
 নিগুণ সগুণ চারু-গুণ-নিকেতন। ভ্রম-ভ্রমো নাশে চণ্ড রবির কিরণ
 কাম-ক্রোধ-মদ-গজ-মাশে যুগরাজ। ভক্ত-জন-মনো-বনে করহ বিরাজ
 বিষয়-কামনা-পুঞ্জ-কমল-শোভিত কাননে তুহিন-সম মানস-অভীত।
 মথিতে ভবাক্তি তুমি পর্বত মন্দর। ভয় দূর করি' নাশ সংসার দুস্তর
 হে শ্রাম-সুন্দর-কায়! কমল-লোচন। তুমি দীন-বন্ধু ভক্ত-আর্তি-বিনাশ
 অমুজ জানকী-সহ তুমি সদাতরে। নৃপ রাম! বস নিত্য আমার অং
 ধরার মণ্ডলকারী মুনি-মনোবাসী। তুলসী-দাসের প্রভু তুমি জ্ঞানশাসী ॥

দোহা— হে নাথ! যখন কোশল নগরে সম্ভবিলে রাজ-ভিলক ভোমার।
ওহে কৃপাসিদ্ধ! তখন আসিব দেখিবারে তব চরিত উদার ॥১১৫॥

মূল

চৌ—করি বিনতী জব সন্তু সিধাএ। তব প্রভু নিকট বিভীষণু আএ ॥
মাই চরন সিরু কহ যুগু বানী। বিনয় স্ননহু প্রভু সার'গপানী ॥১
সকুল সদল প্রভু রাবন মারোয়া। পাবন জস ত্রিভুবন বিস্তারোয়া ॥
দীন মলীন হীন মতি জাতী। মো পর কৃপা কীম'হি বহু ভা'তী ॥২
অব জন গৃহ পুনীত প্রভু কীজে। মজ্জনু করিঅ সমর শ্রম ছীজে ॥
দেখি কোস মন্দির সম্পদা। দেহু কৃপাল কপিন'হ কহ' যুদা ॥৩
সব বিধি নাথ মোহি অপনাইঅ। পুনি মোহি সহিত অবধপু'র জাইঅ ॥
স্ননত বচন যুগু দীনদয়াল। সজল ভএ দৌ নয়ন বিসালা ॥৪

দোহা— ভোর কোস গৃহ মোর সব সত্য বচন স্ননু জাত।
ভরত দস। স্নমিরত মোহি নিমিষ কল্প সম জাত ॥১১৬ক॥
ভাপস বেষ গাত কুস জপত নিরন্তর মোহি।
দেখৌ বেগি সো জতনু করু সখা নিছোরউ' তোহি ॥১১৬খ॥
বীঠে' অবধি জাউ' জৌ' জিঅত ন পাবউ' বীর।
স্নমিরত অমুজ প্রীতি প্রভু পুনি পুনি পুলক সরীর ॥১১৬গ॥
করেহু কল্প ভরি রাজু তুম'হ মোহি স্নমিরেহু মন মাহি'।
পুনি মম ধাম পাইহুছ জই' সন্তু সব জাই' ॥১১৬ঘ॥

পত্নাহুবাদ

চৌ—মিনতি করিয়া যবে মহেশ চলিলা। প্রভু-পার্শ্বে বিভীষণ আসি' পঁছলিলা
চরণে নমিয়া শির ক'ন যুগু বাণী। মিনতি শুন হে মম প্রভু শার্জ'পাণি! ১
সকুল সসৈন্ত প্রভু রাবণে মারিলে। ত্রিভুবনে পুত-যশ তুমি বিস্তারিলে ॥
দীন হীন জাতি মতি পাপিষ্ঠ আমারে। করুণা দেখালে তুমি বিবিধ প্রকারে ॥২
এবে গিয়া দাস-গৃহ পবিত্র করিবে। স্নান সাদি' যুদ্ধ শ্রান্তি বিনাশ করিবে ॥
হেরি' কোষ গৃহ ধন যত কিছু আন। আনন্দে করহ সব কপিগণে দান ॥৩
সর্বথা আমারে নাথ! করহ আপন। মোরে সাথে ল'য়ে কর অযোধ্যা-গমন ॥
দয়াল শুনেন যবে এ' যুগু বচন। সজল হইল তাঁ'র বিশাল নয়ন ॥৪

বাংলা অর্থ—জে মারে—যাহারা নিহত হইয়াছে; কারী—সমূহ; মলধাম—পাপা-
শয়; মণ্ডন—শোভারূপিকারক; আউব—আসিব; মারোয়া—মারিয়াছেন; ছীজে—
নাশ করুন; কোস—কোষ, ধনরাশি; নিছার'উ—প্রার্থনা করিতেছি; পাইহুছ—
পাইবে; জিআএ—বাচাইয়াছিলেন; (দে:—১১৪-১১৬ ক, খ, গ, ঘ)

দোহা— তব কোষ, গৃহ মম সব জামি সত্যকথা শুনাব তোমায় ।
 ভরভের দশা 'স্মরি' মনে মনে এক নিমেষ বক্স-সম যাম ॥১১৬ক॥
 তাপসের বেশে কৃশ তনু করি' সদা নাম জপিছে আমার ।
 ক্রেত দেখি তা'রে কর যত্ন হেম-অনুরোধ সমীপে তোমায় ॥১১৬খ॥
 কাল পার করি' যাব যদি আমি জীবিত না দেখিব সে বীরে ।
 অনুরোধের প্রীতি 'স্মরি' প্রভু-দেহ পুলকিত হয় বায়ে বায়ে ॥১১৬গ॥
 কল্প-কাল ভরি' রাজ্য তুমি কর 'স্মরি' মোরে আপনার মনে ॥
 পুন মম ধাম প্রাপ্ত হও যেথা প্রয়াণ করয়ে সাধুগণে ॥১১৬ঘ॥

মূল

চৌ—স্নানত বিভীষন বচন রাম কে । হরষি গৃহে পদ কুপাধাম কে ॥
 বানর ভাঙ্গু সকল হরষানে । গহি প্রভু পদ গুন বিমল বখানে ॥১
 বহুরি বিভীষন ভবন সিধায়ে । মনি গন বসন বিমান ভরায়ে ॥
 লৈ পুষ্পক প্রভু আগৈ রাখা । ইসি করি কুপাসিঙ্গু তব ভাষা ॥২
 চটি বিমান স্তম্ভ সখা বিভীষন । গগন জাই বরষল পট ভূষন ॥
 নভ পর জাই বিভীষন তবহী । বরষি দিএ মনি অম্বর সবহী ॥৩
 জোই জোই মন ভাবই সোই লেহী । মনি মুখ মেলি ডারি কপি দেহী ॥
 ইসে রামু শ্রী অনুর সমেতা । পরম কৌতুকী কুপা নিকেতা ॥৪

দোহা— মুনি জেহি ধ্যান ন পাবহি' নেতি নেতি কহ বেদ ।
 কুপাসিঙ্গু সোই কপিগন সন করত অনেক বিনোদ ॥১১৭ক॥
 উমা জোগ জপ দান তপ নানা মথ ব্রত নেম ।
 রাম কুপা নহি' করহি' তসি জসি নিক্বেল প্রেম ॥১১৭খ॥

গতানুবাদ

চৌ—শুনে যবে বিভীষণ রামের বচন । হরষিত ধরে তদা কুপাল-চরণ ॥
 বানর ঝঙ্কও সবে হরষে ডুবিল । প্রভু-গুণ বাখানিয়া চরণ ধরিল ॥১
 পুন বিভীষণ নিজ-ভবন চলিল । বসনে ও মণিগণে বিমান ভরিল ॥
 প্রভুর সম্মুখে করে পুষ্পক রক্ষণ । কুপাসিঙ্গু হস্ত করি' কহেন তখন ॥২
 বিমানে চড়িয়া শুন সখা বিভীষণ । নভ হ'তে বরষিবে বজ্র ও ভূষণ ॥
 নভ'পরে পঁছছিয়া তদা বিভীষণ । বজ্র-মণি সব কিছু করে বরিষণ ॥৩
 বা'র বাহা মনে লাগে সে তাহা লইল । মণি মুখে ল'য়ে কপি ভূমিতে ত্যজিল ॥
 হেচি' তা' জানকী-রাম-লক্ষ্মণ হাসিল । কুপা-নিকেতন তাহে কৌতুক ভুঞ্জিল ॥৪
 দোহা— মুনিগণে যা'রে ধ্যানে নাহি পায় 'নেতি নেতি' বেদে বিঘোষয় ॥
 সেই কুপাসিঙ্গু কপিগণ-সনে বিবিধ কৌতুক বিরচয় ॥১১৭ক॥

ওহে উমা ! যোগে, অপে-দানে, তপে নানা যাগ, ত্রুত ও নিয়মে ।
 রাম-রূপা নাহি মিলিবে ভেমন যাহা মিলে নিষ্কবল প্রেমে ॥১১৭খ

মূল

চৌ—ভালু কপিগুহ পট ভুসন পাঞ । পহিরি পহিরি রঘুপতি পহিঁ আঞ ॥
 নানা জিনস দেখি সব কীসা । পুনি পুনি হঁসত কোসলাধীসা ॥১
 চিত্তই সবনহি পর কীনহী দায়। বোলে মৃদুল বচন রঘুরায় ॥
 তুমহরেঁ বল মৈঁ রাবনু মারোয়া । তিলক বিভীষন কহ পুনি সারোয়া ॥২
 নিজ নিজ গৃহ অব তুমহ সব জাহু । স্মিরেছ মোহি উরপছ জনি কাহু ॥
 স্ননত বচন প্রেমাকুল বানর । জোরি পানি বোলে সব সাদর ॥৩
 প্রভু জোই কহছ তুমহহি সব সোহা । হমরেঁ হোত বচন স্মি মোহা ॥
 দীন জানি কপি কিএ সনাথা । তুমহ ত্রৈলোক ঈস রঘুনাথা ॥৪
 স্মি প্রভু বচন লাজ হম মরহী । মসক কহুঁ খগপতি হিত করহী ॥
 দেখি রাম রুখ বানর রীছা । প্রেম মগন নহিঁ গৃহ কৈ ঈছা ॥৫

দোহা— প্রভু প্রেরিত কপি ভালু সব রাম রূপ উর রাখি ।
 হরষ বিবাদ সহিত চলে বিনয় বিবিধ বিধি ভাষি ॥১৮॥
 কপিপতি নীল রীছপতি অঙ্গদ নল হনুমান ।
 সহিত বিভীষন অপর জে জুথপ কপি বলবান ॥১৮খ॥
 কহি ন সকহিঁ কহু প্রেম বস ভরি ভরি লোচন বারি ।
 সন্মুখ চিতবহিঁ রাম তন নয়ন নিমেষ নিবারি ॥১৮গ॥

পঞ্চাঙ্গবাদ

চৌ—অক্ষ-কপিগণ লভি বস্ত্র ও ভূষণ । পরি' পুনঃ পুনঃ পাঞ্জে' করে আগমন ॥
 বহু জাতি কপি যবে গোচর আসিলা । কোশল-অধীশ হেরি' হাসিতে লাগিলা ॥১
 ক্রপাদৃষ্টি করি' রাম সবারে হেরিলা । মধুর-বচন পুন তখন কহিলা ॥
 তব বলে বলীয়ান রাবণে মারিনু । রাজার তিলক পুন বিভীষণে দিমু ॥২
 নিজ নিজ গৃহে এবে সকলে যাইবে । আমারে স্মরিয়া কা'রে ভয় না করিবে ॥
 বচন শুনিয়া প্রেমে ভরিল বানর । যুক্ত-করে কহে তাঁ'রে করি' সমাদর ॥৩
 তুমি বাছা কহ প্রভু সব শোভা পায় । তব বাক্য শুনি' কিন্তু মোহ এলে যায় ॥
 দীন কপিগণে জানি' করেছ সনাথ । ত্রিলোকের প্রভু তোমা' জানি রঘুনাথ ॥৪

বাংলা অর্থ—বীতে অবধি—কালগীয়া উত্তীর্ণ হইলে; তোহি—তোমার কাছে;
 ভরাযো—পূর্ণ করিল; ভাবই—ভাল লাগে; স্মিরেছ—স্মরণ কর; উরপছ—ভয় কর;
 পাবউ—পাইবে; নিষ্কবল—অনন্ত; নিমেষ নিবারি—চন্দ্র পলক না ক্ষেদ্য;
 নেম—নিয়ম; সারোয়া—সারিয়াছ, শেষ করিয়াছ; (দো—১১৭-১১৮ ক, খ, গ)

প্রভু-বাক্য শুনি' মোরা মরে যাই লাজে । মশক কতু কি লাগে গরুড়ের কাজে ॥
 রাম-মনোভাব হেরি' ঋক্ষ-কপিগণ । গৃহ-মুখি-মনা-আজি প্রেমভেতে অগম ॥৫
 দোহা— প্রভু-আজ্ঞা লভি' ঋক্ষ কপি সবে রামরূপ হৃদয়ে রাখিয়া ।
 হরবে বিবাদে সবে গৃহে চলে বহুবিধ মিনতি করিয়া ॥১১৮ক॥
 সুর্য্যব ও নীল জাম্ববান, নল অঙ্গদ সহিত হুমুমান ।
 বিভীষণ-সহ অচ্যুত নলপতি কপি যা'রা ছিল বলবান ॥১১৮খ॥
 কিছু না কহিয়া প্রেমভেতে বিবশ অঁখি জলে পূরিত করিল ।
 অঁখির পলক নিবারি' পুরতঃ রাম-তনু দেখিতে লাগিল ॥১১৮গ॥

মূল

চো—অতিসয় প্রীতি দেখি রঘুরাজি । লীল্হে সকল বিমান চড়াই ॥
 মন মছ' বিপ্র চরন সিরু নায়ে । উত্তর দিসিহি বিমান চলায়ে ॥^১
 চলত বিমান কোলাহল হোই । জয় রঘুবীর কহই সবু কোই ॥
 সিংহাসন অতি উচ্চ মনোহর । শ্রী সমেত প্রভু বৈঠে তা পর ॥^২
 রাজত রামু সহিত ভামিনী । মেরুশৃঙ্গ জম্ব ঘন দামিনী ॥
 রুচির বিমানু চলেউ অতি আতুর । কীল্হী সূমন বৃষ্টি হরষে সুর ॥^৩
 পরম সুখদ চলি ত্রিবিধ বয়্যারী । সাগর সর সরি নির্মল বারী ॥
 সগুণ হোহি' সূন্দর চছ' পাশা । মন প্রসন্ন নির্মল নভ আসা ॥^৪
 কহ রঘুবীর দেখু রন সীতা । লছিমন ইহঁ হতেয়া ইল্লজীতা ॥
 হুমুমান অঙ্গদ কে মারে । রন মহি পরে নিসাঁচর ভারে ॥^৫
 কুস্তকরন রাবন ঘো ভাই । ইহঁ হতে সুর মনি দুখদাই ॥^৬

দোহা— ইহঁ সেতু বাঁধ্যো' অরু থাপেউ' সিব সুখ ধাম ।
 সীতা সহিত কুপানিধি সজ্জুহি কীল্হ প্রণাম ॥১১৯ব॥
 জই জই কুপাসিঙ্কু বন কীল্হ বাস বিশ্রাম ।
 সকল দেখাএ জামকিহি কহে সবল্হি কে নাম ॥১১৯খ॥

পঞ্চানুবাদ

চো—হেরি' রাম সবাকার প্রীতির ধরণ । সবারে বিমান'পরে চড়াইয়া ল'ন ॥
 মন-মাঝে বিপ্র-পদে মস্তক নমিয়া । বিমান উত্তর দিকে দেন চালাইয়া ॥^১
 কোলাহল উঠে যবে বিমান চলিল । 'জয় রঘুবীর' ধ্বনি সবে উচ্চারিল ॥
 সিংহাসন ছিল অতি উচ্চ মনোহর । সীতা-সহ রঘুনাথ বসে তার'পর ॥^২
 জানকী রামের সনে বিরাজিল হেম । মেরুশৃঙ্গে মেঘ-সনে সৌদামিনী যেম ॥
 অতি ভয়া করি' চারু বিমান চলিল । হরষিত সুর তদা পুষ্প বরষিল ॥^৩
 অতি সুখদায়ী বায়ু ত্রিবিধ বহিল । সিঙ্কু-সর-নদী-বারি নির্মল হইল ॥
 সূন্দর শকুনি সব চারিভিতে হয় । নভোদিক্ স্ননির্মল মন তুষ্ট রম ॥^৪

রণভূমি হেরি' ক'ন রাঘব সীতারে । হেথায় লক্ষ্মণ, শুন, ইন্দ্রজিতে মারে ॥
 অলদ ও হনু তথা বহু নিশাচর । পড়িয়া আছিল হেথা ভূমির উপর ৷৫
 দোহা— হেথা সেতু বীধি' স্থাপন করিলু মহেশ্বর যিনি সুখধাম ।
 জানকী সহিত কৃপানিধি প্রভু মহেশ্বরে করেন প্রণাম ॥১১৯ক॥
 যেথা সেথা বনে করুণা-সাগর করিলেন বাস ও বিশ্রাম ।
 সকল দেখায়ে জানকীরে ক'ন যা'র যথা নিজ নিজ ধাম ॥১১৯খ॥

মৃগ

চৌ—তুরন্ত বিমান তহাঁ চলি আব। দণ্ডক বন জই পরম সুহাবা ॥
 কুন্তজাদি মুনিমায়ক নানা । গএ রামু সব কেঁ অস্থানা ॥১
 সকল রিশিন্হ সন পাই অসীস। চিত্রকূট আএ জগদীস। ॥
 তই করি মুনিম্হ কের সন্তোষ। চলা বিমানু তহাঁ তে চোখা ॥২
 বহুরি রাম জানকিহি দেখাঞি । জমুনা কলি মল হরনি সুহাঞি ॥
 পুনি দেখী সুরসরী পুনোত। রাম কহা প্রনাগ করু সীতা ॥৩
 জীরথপতি পুনি দেখু প্রয়াগ। নিরখত জন্ম কোটি অঘ ভাগ। ॥
 দেখু পরম পাবনি পুনি বেনী । হরনি সোক হরি লোক নিসেনী ॥৪
 পুনি দেখু অবধপুরী অতি পাবনি । ত্রিবিধ তাপ ভব রোগ নসাবনি ॥৫

দোহা— সীতা সহিত অবধ কছ' কীম্হ কৃপাল প্রণাম ।
 সজল নয়ন তন পুলকিত পুনি পুনি হরষিত রাম ॥১২০ক॥
 পুনি প্রভু আই ত্রিবেনী হরষিত মজ্জনু কীম্হ ।
 কপিন্হ সহিত বিপ্রম্হ কছ' দান বিবিধ বিধী দীম্হ ॥১২০খ॥

পদ্মানুবাদ

চৌ—ভ্রায় বিমান সেথা চলিয়া আসিল । সুন্দর দণ্ডক বন যেথায় আছিল ॥
 কুন্তযোনি আদি মুনি যাঁ'রা আছিলেন । সবাকার সনে রাম নিজে মিলিলেন ॥১
 সব ঋষি-পাশ হ'তে লভিয়া আশিস । চিত্রকূটে উপনীত হ'ন জগদীশ ॥
 সেথা মুনিগণে করি' সন্তোষ-বিধান । ভ্রা করি' সেথা হ'তে ধাইল বিমান ॥২
 পুন রাম জানকীরে করে প্রদর্শন । যমুনা যাহাতে কলি-মলের হরণ ॥
 পুনর্ব্বার সুরধুনী করিয়া দর্শন । সীতারে নাগিতে সেথা রঘুনাথ ক'ন ॥৩
 পুন এই তীর্থরাজ প্রয়াগ হেরিলে । কোটি জন্ম পাপ নাশে দর্শন করিলে ॥
 দেখহ পরম-পুত নাগেতে ত্রিবেণী । শোক হরি' হরিলোক-প্রাপ্তি-বিধানী ॥৪
 পুন হের অযোধ্যা যা' অতীব পাবনী । ত্রিতাপ-নাশিনী ভব-রোগ-বিনাশিনী ॥৫
 দোহা— সীতার সহিত অযোধ্যার পানে করিলেন কৃপাল প্রণাম ।

সজল নয়ন তনু পুলকিত পুন পুন হরষিত রাম ॥১২০॥

পুন প্রভু আসি' জীবের তীরে হরষিত করিলেন স্নান ।
কপিগণ-সহ বিপ্রজন হেরি' বহুবিধ করিলেন দান ॥১২০খ॥

মূল

চৌ—প্রভু হনুমন্তুহি কহা বুঝাই । ধরি বটু রূপ অবধপূর জাই ॥
ভরতহি কুসল হমারি স্ননাএছ । সমাচার লৈ তুমহ চলি আএছ ॥১
তুরত পবনসুত গবনত ভয়উ । তব প্রভু ভরত্বাজ পাই' গয়উ ॥
নানা বিধি মুনি পূজা কীন্হী । অস্ততি করি পুনি আসিব দীন্হী ॥২
মুনি পদ বন্দি জুগল কর জোরী । চট্টি বিমান প্রভু চলে বহোরী ॥
ইহাঁ নিষাদ স্ননা প্রভু আএ । নাব নাব কই লোগ বোলাএ ॥৩
সুরসুর নাথি জান তব আয়ে । উত্তরেউ তট প্রভু আয়সু পায়ে ॥
তব সীতাঁ পূজী সুরসরী । বহু প্রকার পুনি চরননহি পরী ॥৪
দীন্হি অসীস হরষি মন গজা । স্তম্ভরি তব অহিবাড অভজা ॥
স্ননত গুহা ধায়উ প্রেমা কুল । আয়উ নিকট পরম স্নথ সঙ্কল ॥৫
প্রভুহি সহিত বিলোকি বৈদেহী । পরেউ অবনি তন স্নথি নহি' ভেহী ॥
প্রীতি পরম বিলোকি রঘুনাথ । হরষি উঠাই লিয়ে উর লাভে ॥৬

ছন্দ— লিয়ে হৃদয়' লাই কৃপা নিধান স্নজান রায়' রম্যপতি ।
বৈঠারি পরম সমীপ ব'ঝী কুসল সো কর বীনতী ॥
অব কুসল পদ পঙ্কজ বিলোকি বিরঞ্চি সঙ্কর সেব্য জে ।
স্নথ ধাম পুরনকাম রাম নমামি রাম নমামি তে ॥১
সব ভাঁতি অধম নিষাদ সো হরি ভরত জ্যে' উর লাইয়ে ।
মতিমন্দ তুলসীদাস সো প্রভু মোহ বস বিসরাইয়ে ॥
মহ রাবনারি চরিত্র পাবন রাম পদ রতিপ্রদ সদা ।
কামাদিহর বিগ্যানকর সুর সিদ্ধ মুনি গাবহি' মুদা ॥২

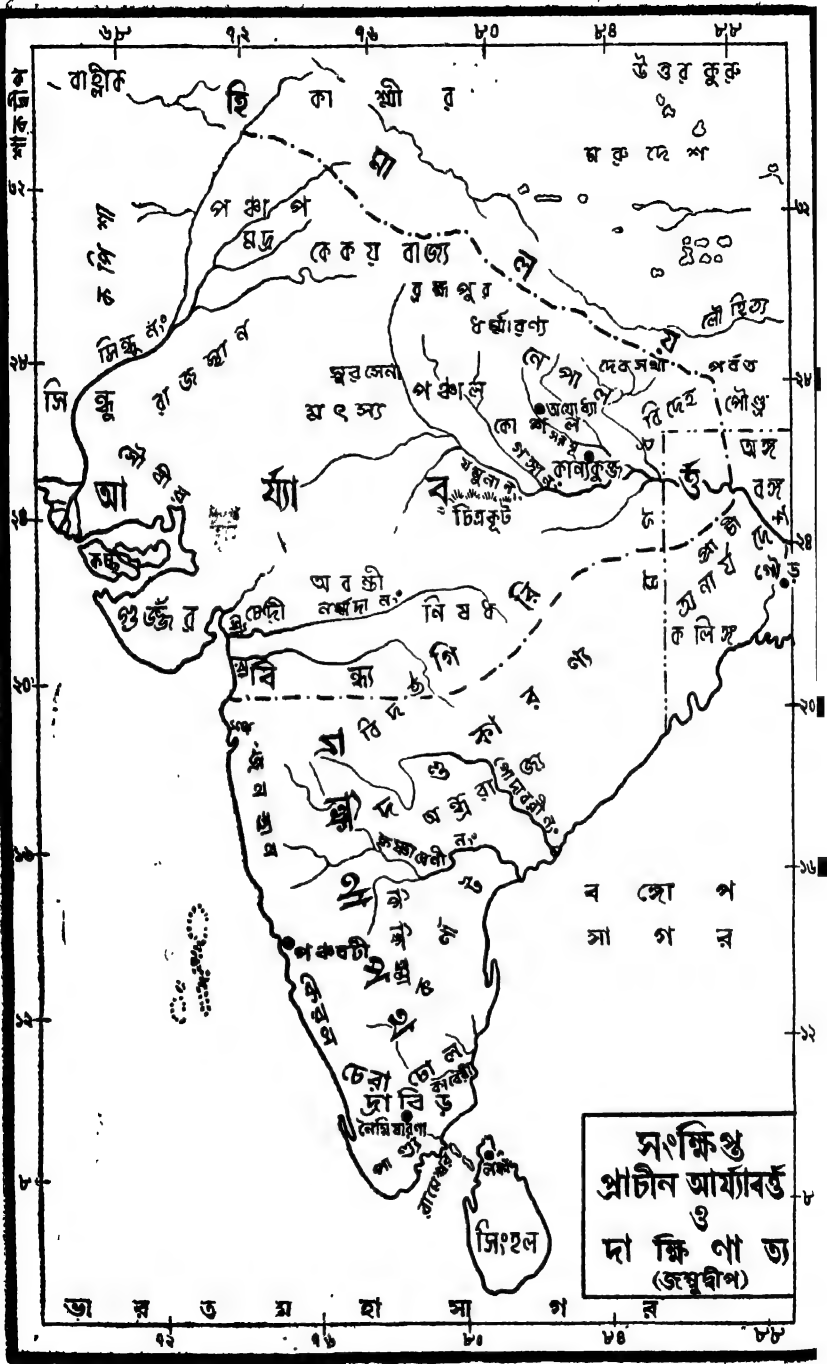
দোহা— সমর বিজয় রঘুবীর কে চরিত জে স্ননহি' স্নজান ।
বিজয় বিবেক বিভূতি নিত তিনহহি দেহি' ভগবান ॥১২১ক॥
মহ কলিকাল মলায়তন মন করি দেখু বিচার ।
শ্রীরঘুনাথ নাম তজি নাহিন আন অধার ॥১২১খ॥

পদ্মাবতী

চৌ—হনুমান প্রভু তবে ক'ন বুঝাইয়া । ব্রহ্মচারি-বেশ ধরি' অযোধ্যাতে গিয়া ॥
ভরতে কুশল মম দিবে শুনাইয়া । চলিয়া আসিবে পুন সংবাদ লইয়া ॥১

বাংলা অর্থ—বয়ারী—বায়; সুরি—সুরি নদী; নিসেনী—নিসান, চিহ্ন; অহি—
বাত—এয়েতি; অভজা—চিরস্থায়ী; বিসরাইয়ে—ভুলিয়া বান; (দো—:১২-১২১ক,খ)

ত্বরায় পবন-স্বত করিলে প্রয়াণ । প্রভু নিজে ভরদ্বাজ-সমীপে পৌঁছান ॥
 নানারূপে গুনি তাঁ'রে অর্চনা করিল।। স্ততিবাদ করি' পুন আশীর্ব্বাদ দিল।।২
 মুনি-পদ বন্দি' পুন যুক্ত-কর করি' । চলিলেন প্রভু পুন বিমানেন্দ্রে চড়ি' ॥
 যবে প্রভু-আগমন নিষাদ শুনেল । 'নৌকা আনো' কহি' সব মানিরে ডাকেন ॥৩
 গজাপার বদা যান আসিয়া পৌঁছিল । প্রভু-আজ্ঞা লাভি' তাহা তটে উত্তরিল ॥
 তদা সীতা পূজিলেন সুরধুনী-নীর । পরে নানা ভাবে নত করিলেন শির ॥৪
 গজা দেন আশীর্ব্বাদ হরষিত-মতি । অটুট রহিবে জেনো তোমার এয়োতি ॥
 উত্তরণ শুনি' গুহ প্রেমানুকুল ধায় । পরম আনন্দ-ভরে নিকটে পৌঁছায় ॥৫
 প্রভু-সহ দরশন করিয়া সীতারে । নিজ-ওষু বিশ্বরিয়া পড়ে ধরা'পরে ॥
 রঘুরাজ নিজে তা'র স্ত্রীতি বিলোকিল।। হর্ষ-ভরে তুলি' তা'রৈ হৃদয়ে ধরিল।।৬
 ছন্দ— হিয়া-মাঝে ল'য়ে কুপার নিধান জ্ঞানি-শিরোমণি যিনি রম্যাপতি ।
 অতীব নিকটে বসা'য়ে তাহারে কুশল পুছেন করিয়া বিনতি ॥
 কুশলী হ'য়েহি পাদ-পদ্ম হেরি' ব্রজা ও শঙ্কর যেই পদ পূজে ।
 ওহে সুখধাম ! পূর্ণকাম রাম ! তোমারে নমিসু যুক্ত করি' ভুজে ॥১
 সর্ব্বথা অধম নিষাদে যে প্রভু ভরত-সমান ধরেন হৃদয়ে ।
 মোহেতে বিবশ মুঢ়মতি দাস তুলসী তাঁহারে নহি ত স্মরণে ॥
 এই রাবণারি- পাবন-চরিত রাম-পদে শুদ্ধা ভক্তি আনি' দেয় ।
 কামাদি নাশয়ে বিজ্ঞান তা' দেয় সুর-সিদ্ধ-মুনি সুখে তাহা গায় ॥২
 দোহা— সমর-বিজয়ী রামের চরিত সন্তুষ্টি যে করয়ে শ্রবণ ।
 বিজয়-বিবেক বিভূতি দিবেন তা'র তরে প্রভু অমুক্তগ ॥১২১ক॥
 এই কলিকাল পাপ-নিকেতন করি' দেখ রে মন ! বিচার ।
 রঘুনাথ-নাম বিনা নাহি আন ধরা-মাঝে ধরিতে আধার ॥১২১খ॥
 সমাপি' সাতাশ দিন মাস পারান্বণে ।
 এ দীন নমিছে এবৈ শ্রীহাম-চরণে ॥
 ইতি মজাম-চরিত-মানসে সকল-কলি-কলুষ-বিধ্বংসনে
 ষষ্ঠ সোপান সমাপ্ত ।
 সপ্তম অঙ্ক সমাপ্ত



সান্ন্যাস—লক্ষ্যকাণ্ড

লক্ষ্যকাণ্ডের ভূমিকাতে গোবামী ভুলপীঠাস রামকে কামদেবের শত্রু শঙ্করদ্বারা পূজিত ভবভয়নাশকারী, কালরূপ মন্তহন্তার নিকট সিংহের ছায় পুরুষপূজব, বোগিগণ প্রংশসিত গুণনিধি, নিগুণ, নিরাকার, যাম্যাতীত, দেবতাপ্রাপ্ত, ছুটের বধে নিযুক্ত, ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র দেবতা, শ্রীমান, পদ্মনেত্র ও পৃথিবীর ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রলয়ভয় শিবকে ব্যাঘ্রচর্চ পরিহিত, কাশীধর, কলি-পাপনাশী, কল্যাণ-করতরু, বামারি, গিরিজাপতি ও গুণনিধিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

সুন্দরকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আহ্বান জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন রামচন্দ্রের নির্দেশে তিনি শুষ্ক হইয়া বাইবেন। সমুদ্রাধিষ্ঠাত্রী পুনরপি বলিয়াছিলেন নল ও নীল নামে দুইজন কপি ঋষির আশীর্বাদে বৃক্ষ ও পর্বতদ্বারা সমুদ্র বন্ধনে তাঁহার সহায় হইতে পারে। কপিগণ বৃক্ষাদি নল-নীলকে আনিয়া দিলে নল-নীল বৃক্ষ ও পর্বত দ্বারা সুন্দর সেতু রচিত করিলেন। সেই সেতুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া রাম মুগ্ধ হইলেন এবং সেখানে মুনিগণদ্বারা শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন এবং শিব যে রামের সর্কাপেক্ষা প্রিয় তাহাও ঘোষণা করিলেন এবং রাম শিবপূজা করিলেন। রামেশ্বর-শিব দর্শনে যে বৈকুণ্ঠ-লাভ হয় তাহা বলিলেন। রামেশ্বরের পূজা রামভক্তি তুল্য এবং এই সেতু দর্শনেও বিনাশ্রমে মুক্তিলাভ হয়। ভক্তের প্রতি প্রেম প্রদর্শন রামের রীতি। তিনি সর্বদা ভক্তপ্রেমিক। নল নীল রচিত সেতু দেখিয়া রাম সুখানুভব করিলেন। সেতুতে আরোহণ করিয়া সমুদ্রের বিস্তার এবং জলচর জন্তু, মকর সর্পাদি প্রত্যক্ষ করিলেন। বানরসেনাপতি সেই সেতু চড়িয়া রামচন্দ্র সাগর-পারে উত্তীর্ণ হইলেন। সেতুবন্ধের কথা শুনিয়া দশানন ব্যাকুল হইলেন। মন্দোদরীর নিকট বখন এই সংবাদ পৌঁছিল তখন তিনি অতি মিষ্ট কথায় রাবণকে রামের সহিত বিরোধ করিতে বিশেষ আপত্তি জানাইলেন এবং বলিলেন—বুদ্ধি ও বলে বাহাকে জয় করিত পারিবে না সেইরূপ লোকের সহিত শত্রুতাচারণ করিবে না। যিনি অতি বলশালী মধুকৈটভকে বধ করিয়াছেন, সুসিংহ অবতারে দৈত্যগণের সংহার করিয়াছিলেন, বামনরূপে বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন এবং পরশুরামরূপে মহেশ্বাজকে নধ করিয়াছেন, তিনিই পৃথিবীর ভাব হরণ করিতে নররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি তোমার উপর দয়া করিবার জন্ত আসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে ভজনা করিলেই তোমার সব দুঃখের অবসান হইবে।

লক্ষ্য প্রবেশ করিয়া বানরেন্দ্রা স্বেচ্ছামত বিচরণ ও ফল ভক্ষণ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা তাহাদের নিকট আসিলে তাহাদের নক ও কাণ দাঁত দিয়া কামড়াইয়া রামের গুণ বর্ণনা করিয়া কানে প্রবেশ করাইয়া দিতে লাগিল। মন্দোদরী এদিকে ক্রন্দনপূর্ণ হইয়া বামীকে বিশেষভাবে রামের অঙ্গুগত হইয়া গীতাকে সমর্পণ করিয়া পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রামের ভজনা করিয়া শেষ বয়স অতিবাহিত করিতে বলিলেন। মন্দোদরীর সনির্ভর অমুরোধের উত্তরে রাবণ তাঁহাকে বলিলেন যে বরুণ, কুবের, শিবন, যম, কাল ও

দিকপালগণকে যে বাহবলে জয় করিয়াছে, দেবতা, দৈত্য ও মানুষ—সকলে বাহার বশীভূত, তাহার ভয়ের কোন কারণ নাই। মন্দোদরী ভাবিলেন,—মৃত্যুর বশ হইয়াই রাবণের এই অহঙ্কার হইয়াছে। অতঃপর রাবণ সভায় উপস্থিত হইয়া মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার বলিল আমরা ত বানর মারিয়া খাই। সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নাই। রাবণপুত্র গ্রহস্ত কিন্তু সকলের কথা শুনিবার পরে বলিলেন হে প্রভু! নীতিবিরুদ্ধ বার্য্য করিবেন না মন্ত্রীদের বুদ্ধি বড় কম। মন্ত্রীরা প্রভুকে সুখী করিবার জন্ত তোষামোদের কথা বলিতেছে। এমন কাজ কখন ভাল হইবে না। সাগর লঙ্ঘন করিয়া মাত্র একটা বানর আনিয়াছিল তাহার ব্যাণারে সকলকে চমকিত করিয়াছে, তখন ত সকলের বুদ্ধি ছিল। সে বখন নগর জ্বলাইয়াছিল তখন ত কেহ তাহাকে ধরিয়া খায় নাই। সুতরাং মন্ত্রীদের পরামর্শ পরিণামে ছুঃখপ্রদ হইবেই। যে সমুদ্রকে হেলায় বাধিয়াছে, বর্ণিসৈন্যসহ স্বেচ্ছা পর্কতে অবতরণ করিয়াছে তাহাদিগকে খাইয়া ফেলা সহজ ব্যাপার নয়। সুতরাং এই কঠোর অষ্ট প্রায়শ্চর্য্যের অনুসরণ আপনার কর্তব্য। বরং নীতি অনুযায়ী ক্রমের নিবর্তন দূত পাঠান হউক এবং নীতাকে ফিরাইয়া দিয়া প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করা হউক। স্ত্রীকে পাইয়া রাম যদি মিরিয়া বান ভালই নতুবা সমুখ যুদ্ধ সাহস করিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতে নীতিধর্ম্য বজায় থাকিবে।

রাবণ এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না অধিকন্তু গ্রহস্তকে তিরস্কার করিলেন। গ্রহস্ত বাড়ী চলিল। রাবণ লক্ষার চূড়ার উপর অবস্থিত বিশাল ভবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কিরর ও গন্ধর্ব্বগণ রাবণের গুণগান করিতে লাগিল। অঙ্গরার নৃত্য ও পাখোয়াজ, বীণা প্রভৃতি বাজিতে লাগিল। এদিকে রামচন্দ্র সেনাসহ ধুমধাম করিয়া সবেল পর্কতে উপস্থিত হইলেন। স্বেচ্ছা পর্কতের উপর রামচন্দ্র আগীন এবং লক্ষ্মণ, বিভীষণ, অঙ্গদ, সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতি ভক্তগণ তাহার সেবায় রত। রামের এবং লক্ষ্মণের হস্তে ধনুর্কাণ এবং কটিদেশে তুগীর ছিল। সেখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য এমন মধুর ছিল যে, সেই প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলম্বন করিয়া যে সকল গুরু-শিষ্য সংবাদ আলোচিত হইয়াছিল তাহাও পরস্পরের চিত্তাকর্ষক, শিক্ষাপ্রদ এবং নীতিধর্মের পরিণাম। গোপালী মহোদয় ত্রিরাষ্ট্রচন্দ্রের আশ্রমে তাহার বহুমুখী কবিত্বশক্তির পরিচয়ও এখানে দিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ রামচন্দ্র চন্দ্রালোকে আলোকিত স্বেচ্ছা পর্কতে বসিয়া চন্দ্রের মধ্যে যে কক্ষবর্ণ চিহ্ন তাহা কি?—সকলকে স্ব স্ব বুদ্ধি মত বিচার করিয়া কহিতে বলিলেন, সুগ্রীব বলিল,—ঐ চিহ্ন পৃথিবীর ছায়া। কেহ বলিল—রাজ চাঁদকে আঘাত করিয়াছিল সেই শ্রামল চিহ্ন কক্ষবর্ণ দেখায়। কেহ বা বলিল,—দ্বিধাতা রত্নের মুখ সৃষ্টি করিবার সময় চন্দ্রের সারভাগ বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন সেই ক্ষত কক্ষবর্ণ চিহ্ন। রামচন্দ্র বলিলেন,—বিশ চাঁদের ভাই, সমুদ্র মানে উথিত হইয়াছিল। চাঁদ বিষকে ভিজের বৃকে আশ্রয় দিয়াছে। পেল্লত বিষযুক্ত কিরণ বিস্তার করিয়া চাঁদ বিরহী নরনারীকে জ্বালায়। রামচন্দ্রের বিরহী প্রাণে যেন চাঁদের জ্বালায় অতুভূতি প্রকট করিতেছে। হনুমান বলিল,—প্রভু চাঁদ তোমার সেবক। সেবক তোমার মূর্ত্তি তাহার স্বরূপে

বাস করে। তোমার রং শ্রামবর্ণ এই কৃষ্ণচিহ্ন সেই শ্রামবর্ণের আভাঙ্গমাত্র। হজুমানের কথায় রামচন্দ্র হালিলেন।

দক্ষিণ দিকের দৃশ্য দর্শন প্রসঙ্গে রামচন্দ্রকে বিভীষণ রাবণের প্রাসাদের অদ্ভুত উজ্জ্বল্য ও বিলাসের দৃশ্য ঘেঘের সহিত বিদ্যাতের মত পরিচয় দিলে রামচন্দ্রের একটি শব্দে রাবণের চতুর্মুখ ও মন্দোদরীর কানের ফুল খসিয়া পড়ে। মন্দোদরী ইহাতে অদ্ভুত চিহ্ন বুঝিলেন। রাবণ বলিলেন,—মাথা কাটিলে বাহার ভয় হয় না তাহার মুকুট খসি কিছু নয়। মন্দোদরী রাবণকে রামবিরোধ ত্যাগ করিতে অনিচ্ছা অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। রাবণ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া জীবুদ্ধির আট দোষ কি কি তাহার পরিচয় দিলেন। জীকোবের দোষ হইল হঠাৎ কাজ করিয়া বস। বা হঠকামিতা, মিথ্যাচরণ, চঞ্চলতা, মায়ী, ভয়, অজ্ঞান, অশুচিতা ও নির্ভুবতা। অপর পক্ষে মন্দোদরী বলিলেন,—রাম মায়াবনয় এবং সমগ্র বিশ্বরামের মধ্যে বিজ্ঞমান তাহার সহিত বিরোধের অর্থ হইল রাবণের মৃত্যু। নির্ভীক রাবণ অহ্বারে অন্ধ হইল। এই ব্যাপারে তুলসীদাস বলিতেছেন,—মেঘ অমৃতবৃষ্টি বহিলেও বেতগাছে ফুল হয় না, ব্রহ্মার মত গুণ লাভ করিলেও মূর্খের চিন্তে চেতনা হয় না।

এদিকে প্রত্যুষে রঘুনাথ জাগিয়া মন্ত্রীদিগকে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন তখন জাম্ববান রঘুনাথকে প্রণাম করিয়া বালিপুত্র অঙ্গদকে রাবণের নিকট দূত পাঠাইতে বলিলেন। তদনুসাবে অঙ্গদকে রাম বলিয়া দিলেন যে বাহাতে রাবণের হিত হয় এবং আমাদের কাজ হয় এইরূপ কথাবার্তা কহিয়া রাবণকে বুঝাইবে। নির্ভীক রণকুশল অঙ্গদরামের শক্তি স্মরণ করিয়া রামের আদেশ পালন করিতে চলিল অতরাং অপাঙ্গে আদর্শ নিরর্থক।

নগরে প্রবেশ করিয়া রাবণের এক পুত্রের সহিত অঙ্গদের দেখা হইল। বধ্য কথায় উভয়ের মধ্যে যে বচসা হইল তাহাতে অঙ্গদের দিকে লাথি উঠাইতেই অঙ্গদ তাহার পা ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। এদিকে সংবাদ রটিল সেই বাবর আসিয়াছে যে লক্ষ্মী পুড়িয়াছিল এবং রাবণপুত্রকে হত্যা করিয়াছিল। সকলে ভীত হইয়া অঙ্গদকে পথ বরিয়া দিল। অঙ্গদ রাবণের রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং রাবণের নিকট সমাচার পাঠাইলেন যে রামদূত আসিয়াছে। রাবণ তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। অঙ্গদ রাবণের ভীষণ রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইল। তবে অঙ্গদের মন তাহাতে ছলিল না। অঙ্গদকে দেখিয়া রাবণের সভাসদগণ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাতে রাবণের খুব রাগ হইল। অঙ্গদ সভাসদ সকলের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া সভাতে বসিল। রাবণ দূতের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে পরিচয় দিল যে তাহার পিতা রাবণের বন্ধু ছিল এবং সে রাবণের হিতৈষী জ্ঞাত আসিয়াছে। অঙ্গদ রাবণ-কুলের প্রাশংসা করিল এবং রাবণ যে মহাদেব ও ব্রহ্মার উপাসক তাহাও বলিল এবং অধিকন্তু লোকপাল ও ইন্দ্রকে রাবণ জয় করিয়াছে তাহাও বলিল, তাহাতে তাহার শক্তিবাহুর পরিচয় আছে। অতঃপর বহিঃ—তুমি মীতা হরণ করিয়া বড় অনায়াস কাজ করিয়াছ। তুমি দীতে তৃণ লইয়া গলায় বুঠার বাঁধিয়া নিজের জী ও পরিজনকে সঙ্গে লইয়া মীতাকে সম্মুখে করিয়া রামের নিকট চল। তুমি মীতাকে

ফিরাইয়া দিয়া শরণ প্রার্থনা করিলে রঘুনাথ ভোমার সকল দোষ ক্ষমা করিবেন। রাবণ তাহাতে অতি ক্রুদ্ধ হইল এবং বলিল,—বানরপুত্র তুমি মুখ সামলাইয়া কথা বল। ভোমার পিতৃ পরিচয় নাও। কোন ব্যাপারে সে আমার বন্ধু হইয়াছিল বল। অঙ্গদ বলিল,—আমি বালিপুত্র। তখন রাবণ তাহাকে ভিরঙ্কার ও উপহাস করিয়া নানা কথা প্রয়োগ করিল এবং তাহাকে স্বকুলঘাতক বলিয়া উদ্বেজিত করিল। অঙ্গদ উত্তবে বলিল,—আমি কুলঘাতক আর তুমি কুলরক্ষক? মহাদেব, ব্রহ্মা, দেবতা ও যুনিরা যাহার পদসেবা করিতে চান তাঁহার দূত হইয়া কুলঘাতক হইলাম একথা বলিতে ভোমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না। বানরের কঠোর বাক্য শুনিয়া রাবণ বলিল,—আমি নীতিধর্ম জানি বলিয়া ভোমার এই কথা সঙ্ক করিলাম। তখন অঙ্গদ বলিল,—ভোমার নীতিধর্ম হইল এই যে তুমি পরজ্ঞী চুরি কর। দূতকে কিভাবে রক্ষা কর তাহা আমার জানা আছে। রাবণের ভাই যুদ্ধ করিতে যে দূত পাঠাইয়াছিল সেই দূতদে রাবণ খাইয়া ফেলিয়াছিল। ভোমার ডগ্নির নাক কান কাটা দেখিয়া ধর্মবিচার করিয়া ক্ষমা করিয়াছে। ভোমার দর্শনলাভ আমার ভাগ্য বটে। রাবণ তখন আত্মস্তুতিভার পরিচয়স্বরূপ তাহার বিশাল বাহু, অমিত যুদ্ধ করিবার শক্তির পরিচয় দিল আর রামের নারীবিরহ জন্ত হর্ষলতা, দাম্পণ্যের হৃৎখজিত মনোমলিনতা, বিভীষণের কাপুরুষতা এবং মন্ত্রী জম্ববানের বার্কক্যজনিত যুদ্ধে অক্ষমতা তাহার জানা আছে—বলিল। নল, নীল ত শিল্পী মায় স্তভার রামের পক্ষে যুদ্ধশক্তি নাই বলিলে চলে। তবে একটা বলবান বানর আছে বটে যে নগর জালাইয়াছিল। অঙ্গদ বলিল—বাহার শক্তির পরিচয় দিলে সে সূত্রীবেব বাহক মাত্র সে সংবাদ লইতে আসিয়াছিল। নগর জালান ব্যাপারে প্রভুর নির্দেশ ছিল না। সেজন্ত প্রভুর নিকট না বাইয়া তাঁহার ভয়ে লুকাইয়া আছে। আমাদের যোদ্ধা এমন নাই যে ভোমার ছায়া বলশালীর সঙ্গে যুদ্ধ করে। কণাটা মন্দ নয় সিংহ ভেককে মারিলে কেহ ভাল বলে না। সমানের লহিত সমানের মিত্রতা বা যুদ্ধ হয়। রামচন্দ্রের পক্ষে ভোমার সঙ্গে যুদ্ধ নীচ কাজ, বড় দোষ বটে তবে ক্ষত্রিয় জাতির রোষ বড় কঠিন ও সে অত্যাশ সঙ্ক করে না। রাবণ ও অঙ্গদের মধ্যে নানা প্রকারে অনেক কথা-কাটাকাটি চলিল। রাবণ অঙ্গদকে উপহাসচ্ছলে রামের প্রভুধর্মের গুণ ব্যাখ্যা করিল। সে গুণ হইল প্রভুর কাজের জন্ত লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া যেখানে সেখানে সে নৃত্য করে। অঙ্গদও প্রত্যুত্তরে বলে,—ভোমার গুণগ্রাহিতার আত্মপরিচয় দিতেছ তাহাও হৃন্দর যেহেতু যে কপি ভোমার পুত্রকে মারিল ও নগর জালাইল তাহার বিক্রুদ্ধে ভোমার কোন ক্রোধ বা ভোমার অহঙ্কার নাই বটে। এই ভাবে পরস্পর ব্যাঙ্গোক্তি ও কটুক্তিধার অঙ্গদ যেমন রাবণকে পরিহাস বা বাজ করিল, রাবণও অঙ্গদকে করিল। রাবণ যেমন আত্মস্তুতিভা বা অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া বলিল,—সে চরাচর জয় করিয়াছে, নিজের হাতে নিজে মাথা কাটিয়া উপহার দিয়া শিবপূজা করিয়াছে। নিজের শক্তিতে কৈলাস পর্বত ভুগিয়াছে। অঙ্গদ বলিল,—বাজাকর শির কাটে, গর্দভ ভার বহে তাহাতে বীরত্ব হয় না। একলা পাইয়া যে পরজ্ঞী চুরি করে। উচিত ছিল—তোমাকে মাদ্রিয়া ধ্বংস করিয়া সেনা বিশ্বস্ত করিয়া মন্দোদরী

সম্মত নীতাকে ফিরাইয়া লইয়া বাই। কিন্তু মরা মানুষকে মাফিয়া লাভ নাই কারণ মদমত্ত, কামী, ক্রুপণ, মুঢ়, অতি দরিদ্র, যশোহীন বৃদ্ধ, চিরক্লম, সন্ধ্যাক্রোদী, রামবিমুখ, বেদ ও সাধুর শত্রু, নিজের ভরণপোষণেই ব্যস্ত, নিস্ক্রম ও পাপী এই চৌদ্দজন বাচিয়াও মৃতের মত। শেষে রাবণ রামের বিরুদ্ধে বহু কটুক্তি করিয়া অঙ্গদকে উত্তেজিত করিতে লাগিল রামের সেবক ও দূতরূপে প্রভুর কার্য্যসিদ্ধি করিতে আসিয়াছিল। অঙ্গদ রাবণের নিকট শক্তির পরীক্ষা দিল। অঙ্গদ মাটিতে দৃঢ় করিয়া পা রাখিয়া এই পণ করিল যদি কেহ তাহার পা হটাইতে পারে তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে এবং ফিরিয়া যাইবে এবং নীতাকে হারিবে। সব বলবান্ যোদ্ধা এমন কি ইন্দ্রজিৎও তাহাকে হটাইতে পারিল না। এই ব্যাপারে সকলের মাথা নত হইল। অঙ্গদ বার বার কুপাসিদ্ধ রামকে ভজনা করিয়া বিমল যশের অধিকারী হইতে সকলকে উপদেশ দিল, কিন্তু রাবণ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নিজের ক্রী মন্দোদরীর কথা বা অঙ্গদের বধাতে কোন কর্ণপাত করিল না।

এদিকে অঙ্গদ রামের কাছে ফিরিয়া প্রণামপূর্ব্বক সকল সর্গনা করিল। অঙ্গদ কিরূপে রাবণের চারিটি মুকুট লাভ করিয়া তাহা রামের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছে জানিতে চাহিলে অঙ্গদ অতি সুন্দরভাবে রাজধর্ম্মের প্রতীক যে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড তাহা এই চারিটি মুকুট। রামচন্দ্রকে বুঝাইবার জন্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে বলিল। দেশ যখন ধর্ম্মচ্যুত হইয়া আদর্শের সন্ধানে ফিরিতেছে তখন রামচন্দ্রকে পাইয়া ছুটি রাবণরাজার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিল। এইভাবে নীতিশিক্ষার সময়োচিত বর্ণনা অঙ্গদ দিল। তখন রাম মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া কিরূপে যুদ্ধ পরিচালিত হইবে তাহার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। সূগ্রীব, জাম্ববান, ও বিভীষণ হইলেন রাজা রামের মন্ত্রীসভার মুখ্য সদস্যবৃন্দ। তাঁহারা মুক্তি করিয়া চারিটি সেনাবাহু রচনার পরিকল্পনা করিলেন। উপযুক্ত সেনাপতি নির্বাচন পরবর্ত্তী কার্য্য। কপিগণের মধ্যে যাহারাই যোগ্য ছিলেন তাঁহারাই এই ভারপ্রাপ্ত হইলেন। বীর সেনাপতিগণ সন্তুষ্ট হইয়া রামচরণে প্রণত হইয়া পূর্ব্বতের শিখর লইয়া দৌড়াইয়া নিরাপিত স্থানে ১০ হ্রদল সহ সমাগত হইল। সিংহনাদ করিয়া রামের জয় হউক, লক্ষ্মণের জয় হউক, সূগ্রীবের জয় হউক ইত্যাদি শব্দে লক্ষা মুখরিত করিল। লক্ষ্য এই কোলাহল-মুখরতা দেখিয়া রাবণ মস্তব্য করিল,—রাক্ষসদের আহ্বার জুটাইবার জন্ত এই বানর ভল্লুকাদি সমবেত হইয়াছে এবং যোদ্ধগণকে আদেশ দিল,—এই সকল বানরসেনাকে ধরিয়া ধরিয়া থাও। রাবণের আদেশে রাক্ষসেরা বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত লক্ষ্যদুর্গের উপরে উঠিয়া শোভা পাইতেছিল। অপরপক্ষে কপিগণ-সেনাদল সেনা পরিচালনার পথ রচনা করিয়া চলিতেছিল। কোমলচিত্ত করণায় রাম কিন্তু সমগ্র যুদ্ধকে অস্থির দৃষ্টি দিয়া বিচার করিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন,—রাক্ষসেরা তাঁহাকে ত শত্রুভাবে স্বরণ করিয়াছে। স্তব্রাং তাহার পাও পরম গতি পাওয়ার অধিকার রাখে। জগতের ধর্ম্মানি লঘু করিতেই ত তাঁহার অবতারণা। দুই দলে বলবান্ যোদ্ধা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছিল। রাক্ষসসেনাদল কপিসেনাদলকে দেখিয়া বিচলিত হইয়াছে বুঝিল এবং মায়া স্রষ্ট করিল। তাহাতে ধূলিরূটি, ভস্মরূটি প্রভৃতি দ্বারা সেনাগণকে মোহগ্রস্ত

করিতে চেষ্টা হইতেছিল। রাক্ষসগণের কিছু আহত কিছু মৃত হইল। কপিগণ মৃত রাক্ষস-
দৈত্যগণকে সাগরে নিক্ষেপ করিল। শত্রুসৈন্যগণ বিচলিত হইলে কপিলেনা গর্জন করিয়া
যুদ্ধক্ষেত্র মুখরিত করিল। রাম বানরসেনাগণকে মধ্যে মধ্যে আসিয়া উৎসাহ ওদান করিতে-
ছিলেন এবং রাক্ষস-মায়ায় বিবরণ দানপূর্বক মধ্যে মধ্যে ধ্বংসকে বাণ প্রয়োগদ্বারা মায়ায়
প্রভাব নষ্ট করিতেছিলেন। বানরেরা যখন রাক্ষসসেনাগণের অর্দ্ধেক মারিয়া ফেলিয়াছে
তখন রাবণ মন্ত্রিগণকে ডাকিয়া তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিল।

মাল্যবন্ত নাকে এক বুদ্ধ রাক্ষস ছিল সে রাবণের মাতামহ এবং একজন শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী।
সে রাবণকে বুঝাইয়া বলিল যে, সীতাহরণ কাল হইতে নানা অন্তর্ভুক্তি দেখা যাইতেছে।
রামের বশ বেষপুরণে বিদিত। তাহার প্রতি বিমূৰ্ত্ত হইলে কেহ কখন স্তম্ভী হয় না। তিনি
ভগবানের অবতারস্বরূপ, তিনি হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যাকশিপু নামক দুই দৈত্যকে নিহত
করিয়াছিলেন। মধুকৈটভ দৈত্যকেও তিনি নিধন করিয়াছেন। দুইকে দমন করাই
তাঁহার কাজ, তিনি ভুগের আধার, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি জ্ঞানমূর্ত্তি দেবগণ তাঁহার সেবা করে
স্তুতরাজ্য তাঁহার সহিত বিরোধে সমূহ অনর্থ সাধিত হইবে। শঠতা ত্যাগ করিয়া সীতাকে
ফিরাইয়া দেওয়া হইল যথোচিত কার্য। ইহাতে রাবণ তাহাকে সবিশেষ তিরস্কার করিল
ও দূর হইয়া যাইতে বলিল। তারপর মেঘনাদ রাবণকে বলিল—আমি কাল এক কোতুক
করিব তোমার ভয় নাই। মেঘনাদের কথাতে রাবণ উৎসাহিত হইল। বানরসেনা লক্ষ্মীদুর্গ
পুনরায় ঘিরিয়া ফেলিল। মেঘনাদ রাম, সুগ্রীব ও বিভীষণের সংবাদ লইয়া তাঁহাদিগকে
মারিবার কার্যই প্রধানতঃ চিন্তা করিল এবং মায়া বিস্তার করিয়া কপিগণকে অভিজ্ঞত
করিতে চাহিল এবং বিষ্ঠা, রক্ত, পূব, ভস্ম ও ধূলিগুটি করিয়া আকাশ বাতাস অন্ধকারাচ্ছন্ন
করিয়া ফেলিতে লাগিল তাহাতে কপিগণের ভীত হইল। দুই গন্ধের দারণ যুদ্ধ
চলিতেছিল। ইতিমধ্যে মেঘনাদ নীতিবিরুদ্ধ ছল বল প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ জয়ের চেষ্টা
করিতেছিল। ইহাতে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া মেঘনাদের সারথিসহ রথ ধ্বংস করিল এবং
মেঘনাদকে অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত করিয়া প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রাখিল। মেঘনাদের জীবনাশঙ্কা
উপস্থিত হইল। তখন সে লক্ষ্মণের উদ্দেশে শক্তিশেল বাণ প্রয়োগ করিয়া লক্ষ্মণকে মূর্ছিত
করিল। তবে মূর্ছাপ্রাপ্ত লক্ষ্মণকে স্থানচ্যুত করা সম্ভব হইল না। মূর্ছিত লক্ষ্মণের কথা
শুনিয়া রামচন্দ্র দুঃখিত হইলেন। জাম্ববানের পরামর্শ অনুসারে লক্ষ্মী হইতে সুরেণ বৈদ্যকে
আনিবার জন্ত রাম হনুমানকে পাঠাইলেন। সুরেণ আসিয়া ঐবধের নাম বলিয়া হনুমানকে
তাঁহা আনিতে নির্দেশ দিলেন।

এদিকে রাবণ একথা জানিতে পারিয়া রাক্ষস কালনেমির নিকট উপস্থিত হইল এবং
লম্বত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া মায়াবিস্তার করিয়া ঐবধ আনয়নার্থ প্রেরিত বানরকে প্রতিরোধ
করিবার জন্ত অস্ত্রোৎসাহ জানাইল। কালনেমি রাবণকে সছপদেশ দান করিয়া রামের সঙ্গে
যুদ্ধ না করিয়া সীতাকে ফিরাইয়া দিতে বলিলেন কারণ এ যুদ্ধে রামের জয় অনিচ্ছিত
রাবণ কালনেমির কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন কালনেমি রাবণের হস্তে মৃত্যুস্বরূপ

করা অপেক্ষা রামের হস্তে মৃত্যু বরণ করা শ্রেয় জানে রাবণের অন্তর অমরোদে মায়ী
বিস্তার করিয়া কপির ঔষধানয়ন বিলম্বিত করিতে উদ্রত হইলেন। কপট মূনির বেশ ধারণ
করিয়া সে কপিকে মোহিত করিতে চাহিলে তাহার সে বড়বস্ত্র বর্খ্য করিল এক মকরী।
সে মকরী পরামর্শ দিল কপি যেন সে কপট মূনির মায়াতে মোহিত না হয়। মকরীর
পরামর্শক্রমে সে কালনেমিকে হত্যা করিয়া ঔষধসহ অযোধ্যা হইয়া লঙ্কার পথে আসিল।
পথে ভরতের সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ হইল। ভরত তাহাকে চিনিতে না পারিয়া লক্ষ
বি.বচনা করিয়া তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিলেন। ভরত-নিষ্কপ্ত বাণ তাহার গায়ে
লাগিতে সে রাম নাম লইয়া মুচ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িল। ভরত রাম নাম তাহার মুখে
উচ্চারিত হইতে শুনিয়া তাহার নিকট গিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং হৃৎকষাঘাত
মুচ্ছা দূর করিলেন। মুচ্ছা দূর হইলে 'জয় রঘুপতি' বলিয়া সে উঠিয়া বসিয়া আত্মো-
পাশ্ত বনবাস-কথা, নীতাহরণ বৃত্তান্ত এবং রাম-রাবণ যুদ্ধের কথা ও লক্ষণের শক্তিশেলে
মুচ্ছিত হওয়ার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিল। ভরত শ্রীত হইলেন এবং হনুমানের ক্রন্ত
গমনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। হনুমান মনে মনে ভরতের বাহুবল, শীল, গুণ ও রামের
প্রতি অগম্য ভক্তির প্রশংসা করিয়া লঙ্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

এদিকে রাম মুচ্ছিত লক্ষণকে দেখিয়া মামুষেরা হুঃখিত হইলে যে ভাবে বিলাপ করে সেই
ভাবে বিলাপ করিয়া কালান্তিপাত করিলেন ও বলিলেন,—শ্রীর জন্ত শ্রীর ভাইকে হারাইয়া
কোন মুখে অযোধ্যায় ফিরিবেন, শ্রীর উদ্ধার না করার অপযশ বৎ ভাল ছিল। আমি
লোকনিন্দা ও ভ্রাতৃবিরহহুঃখ সহ্য করিব কি প্রকারে? তোমাকে সকল স্বাচ্ছন্দ্যদান করিব
এই প্রতিশ্রুতি দান করিয়া তোমার মাতার নিকট হইতে তোমাকে আনিয়াছিলাম এখন
তাহাকে কি উত্তর দিব বুঝিয়া পাইতেছি না। শ্রী সকল দেশে গিলে, বন্ধুও গিলে কিন্তু
সহোদর ভ্রাতা কোথাও গিলে না। অতএব আমার হরবস্ত্রের কথা শুনিয়া তুমি জাগিয়া
উঠ; এইরূপ বিলাপকালে হনুমান ঔষধসহ আসিয়া উপস্থিত হইল। স্নেহেণ বৈভের
ব্যবস্থাত লক্ষণ প্রশস্ত ও স্নহ হইয়া উঠিলেন, তাহার পর হনুমান যে ভাবে স্নেহেণকে
আনিয়াছিলেন সেই ভাবে পছন্দাইয়া ছিলেন। রাবণ এই সংবাদে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া
কুস্তকর্ণের নিকট আসিলেন; নানাপ্রকার চেষ্টাতে কুস্তকর্ণ জাগিয়া উঠিল।

কুস্তকর্ণ রাবণকে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার মুখ ম্লান কেন? তখন রাবণ আত্মোপাশ্ত
নীতাহরণ বৃত্তান্ত বলিল। আরো বলিল,—বানরেরা রাক্ষসগণকে মারিতেছে এবং বড় বড়
যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতেছে। হর্গুখ, অতিকায়, অকম্পন, মহোদর, বীর সেনানী আদি
যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। তখন কুস্তকর্ণ বলিল,—জগদম্বাকে হরণ করিয়া তুমি নিজের কল্যাণ
চাহিতেছ। আমাকে জাগাইলে কোন ফল হইবে না। অহঙ্কার ভ্যাগ করিয়া রামের
ভজনা করিলে কল্যাণ হইবে। ব্রহ্মা, মহেশ্বর প্রভৃতি ষাঁহার সেবক তুমি সেই প্রভুর
বিরোধ করিয়া অন্তর করিয়াছ। নারদ মূনি এসম্বন্ধে আমাকে যে জ্ঞান দিয়াছিলেন
তাহা ত তোমাকে জানাবার সময় হইল না। বাহা হউক, আমি এখন তাপত্রয় মোচনকারী

প্রভু রামজের দর্শনলাভে চক্ষুকে সার্থক করিব। রাবণ তাহার জ্ঞাত প্রচুর মত্ত ও মহিষমাংস
 আনয়ন করিলে সে তাহা পাকান্তে ভোজন করিয়া মহাগর্জন করিয়া বিনা সৈন্য দ্রুগ ছাড়িয়া
 গেল। বিভীষণ কুম্ভকর্ণকে দেখিয়া নিজের নাম বলিয়া চরণে প্রণাম করিল এবং ভ্রাতা
 রাবণের বিশেষ দুর্ব্যবহারে এবং সত্বপদেশ দানের জ্ঞাত বিরক্তিতে ভ্রাতৃঙ্গ ত্যাগ করিয়া
 রামের আশ্রয় লইয়াছে বলিল—বিভীষণকে কুম্ভকর্ণ প্রাশংসা করিলেন এবং কুলের ভূষণ
 বলিয়া পরিচয় দিলেন। কুম্ভকর্ণ বিভীষণকে বলিলেন,—আমি কালবশে বোদ্ধারূপে উপস্থিত।
 তুমি কণ্ঠতা ত্যাগ করিয়া রামকে ভজনা কর। বিভীষণ অন্তঃপর রামচন্দ্রের নিকট
 আসিয়া কুম্ভকর্ণকে দুর্ব্যবহারে তাহার নিকট আসিতেছে তাহা জ্ঞাপন করিলেন। এবধা
 শুনিয়া বানরের দল কিলকিল শব্দে গাছপালা প্রস্তর প্রভৃতি কুম্ভকর্ণের উপর ছুড়িতে
 থাকিল। সে কোন আঘাতে বিচলিত হইল না। হনুমান কুম্ভকর্ণের আঘাতে ভূপাতিত
 হইল। এইরূপ নল ও নীলকেও সে ভূপাতিত করিল এবং স্ত্রীসমত অঙ্গাদি কপিগণকে
 মূর্ছিত করিয়া কপিরাজ স্ত্রীসমতকে বগলদাবা করিয়া চলিল। হনুমানের মূর্ছা ভাঙ্গিবার পর
 স্ত্রীসমতকে খুঁজিতে লাগিল, স্ত্রীসমতের মূর্ছা দূর হইল। স্ত্রীসমত গর্জন করিয়া পিছাইয়া পালাইল
 তবে দীপ্ত দিয়া কুম্ভকর্ণের নাক কান কাটিয়া গর্জন করিয়া আকাশে উঠিল। পরে কুম্ভকর্ণ
 জানিতে পারিল। পরে স্ত্রীসমত রামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। এসময় কপিরা ভয়
 পাইল। কুম্ভকর্ণ বিরক্ত হইয়া রণরঙ্গ মাতিয়া চলিল। বানর ধরিয়া ধরিয়া খাওয়া যেন
 তাহার প্রধান কর্ম হইল। বহু বানরকে নিজের অঙ্গে পিষিয়া মারিয়া ফেলিল, স্ত্রীসমত
 নাক ও কর্ণহস্ত দিয়া নিহত ভালুক ও কপি নাসারন্ধ্র পথে বাহির হইয়া গেল। বোদ্ধাগণ
 ভীষণভাবে রণে মত্ত হইল। অবশেষে তাহারা পালাইতেছিল। তাহারা চক্ষুতে দেখিতে
 পাইতেছিল না, কাণেও শুনিতে পাইতেছিল না। যুদ্ধে কুম্ভকর্ণকর্তৃক বানরসেনা ছিদাভিন্ন
 হইয়াছে দেখিয়া রাক্ষসদলও ছুটিল। রামচন্দ্র তীর-ধনুক হস্তে রাক্ষসগণকে কুম্ভকর্ণকে হত্যা
 করিবার জ্ঞাত অগ্রবর্তী হইলেন। শত্রুসেনার অধিক সৈন্যগণ দেখিয়া রামচন্দ্র, স্ত্রীসমত ও
 বিভীষণকে নিজের সৈন্য সামল্যাইতে বলিয়া ছুটির দলকে দমন করিতে প্রথম অগ্রবর্তী
 হইলেন। তাহার ণে বহু গিলাচ কাটা পড়িল। আর অনেক বীর বহুখণ্ডে খণ্ডিত
 হইল, মাথাকাটা ধড় ও বায়ুবেগে ছুটিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ‘ধর মার’ শব্দও চলিতে
 লাগিল। তখন কুম্ভকর্ণ ভাবিল,—স্বল্পসময়ের মধ্যে রাক্ষসগণ নিঃশেষে মারা পড়িবে। তখন
 সে বানরসেনার উদ্দেশ্যে বৃহৎ প্রস্তর নিক্ষেপ আরম্ভ করিল। প্রভু বাণেশ্বর তাহা চূর্ণ-
 বিচূর্ণ করিলেন। সেই বাণ শত্রুসৈন্যেরে প্রবেশ করিয়া বাহিরে আসিয়া পুনর্বার তুলীয়ে
 প্রবেশ করিতেছিল। অপর পক্ষকে লক্ষ্য করিয়া রামচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং শত
 শত রাক্ষসকে বাণবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করিলেও তাহারা উঠিয়া আবার যুদ্ধ করিতে লাগিল।
 অবধা দেখিয়া কুম্ভকর্ণ ভাবিলেন,—এবে স্বল্পসময় মধ্যে সমস্ত রাক্ষসসৈন্য নিহত করিতে
 হইবে। এক হাতে বৃহৎ প্রস্তর লইয়া ধাবমান হইলে রাম তাহাও বাণবিদ্ধ করিয়া সে হাত
 কাটিল। তখন ঘোর চীৎকার করিয়া উজ্জ্বল ছুটিতে থাকিলে দেবতার ভয় পাইলেন।

তখন প্রভু রামচন্দ্র বহু বাণে তাহার মুখ বিদ্ধ করিলেন পরে দেহ হইতে মাথা কাটরা তুপাভিত্ত করিলেন। সে মাথা গিয়া রাবণের সম্মুখে পড়িল। পরে বধও বিখ্যাত হইল। কুম্ভকর্ণের হত্যার পরে দেবর্ষি নারদ দেবলোক হইতে ভূতলে আসিলেন ও হরিশ্চন্দ্র গান করিতে লাগিলেন। রাবণ কুম্ভকর্ণ-বধে বিশেষ বিলাপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীর রমণীগণ তাহার বীরত্ব বর্ণনা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। সেই অবসরে মেঘনাদ আসিয়া তাহার নিজ বীরত্বের অনেক অভিমান করিয়া তাহার বীরত্বের পরিচয় পরের দিনে দেখাইবে বলিল। পরের দিনের যুদ্ধে মেঘনাদ মায়ানন্দল বিস্তারে আকাশ পাতাল ব্যাপিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং কে কাহারে মারিতেছে দেখা গেল না বটে 'মার ধর' শব্দ শুনা গেল। এমন কি হনুমান, নল, নীল ও অঙ্গদ ব্যাকুল হইল। অতঃপর রামচন্দ্রও বাণে বিদ্ধ হইলেন। যুদ্ধ জাহবান সে অবস্থা দেখিয়া নিজ হাতে ধনুক লইয়া মেঘনাদ-বধে উদ্ভূত হইয়া বাণনিষ্ক্ষেপ করিলেন, সেই বাণ বিদ্ধ হইবার পরে লক্ষ্মী তাহাকে ছুড়িয়া দিলেন। এদিকে দেবর্ষি নারদ ও গরুড়কে পাঠাইলেন। গরুড় আসিয়া মায়ানন্দলকে খাইয়া ফেলিলে আকাশ বাতাস মায়ামুক্ত হইল তখন রঘুগুণতির বাণে মেঘনাদ বধের ক্ষেত্র হইল। কিন্তু মেঘনাদ বধের ক্ষেত্র হইলেও মেঘনাদ অজেয় যজ্ঞ করিতে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। সেই শাপের দলকে গরুড় খাইয়া ফেলিলে এবং রঘুগুণতি-দেহ বাণমুক্ত হইলে তখন ব্যাকুল হইয়া রাক্ষসেরা দুর্গে উঠিয়া পালাইল। মেঘনাদ অবস্থা গুরুতর দেখিয়া অজেয় যজ্ঞ করিতে গেলেন। বিভীষণ এই তত্ত্ব রামের গোচর করিলে রামের অনুমতিক্রমে হনুমান লক্ষ্মণসহ কপিগণদলকে সেই যজ্ঞ ক্ষেত্র করিবার ব্যবস্থা বিভীষণের পরামর্শমত দিলেন। রঘুবীরের নির্দেশমত দেবতাগণের ভয় দূরীকরণার্থ লক্ষ্মণ সসজ্জ হইয়া মেঘনাদ বধের প্রতিক্ষা করিয়া যুদ্ধার্থ বাহির হইলেন।

কপিগণগণ যখন দেখিল মেঘনাদ বসিয়া যজ্ঞে রক্ত ও মহিষ আহুতি দিতেছে তখন তাহার যজ্ঞ নষ্ট করিল। তাহাতেও যখন মেঘনাদ উঠিল না তখন তাহার প্রশংসায় মুগ্ধ হইল যখন তাহাতেও উঠিল না তখন তাহার তাহার চুল ধরিয়া লাধি মারিয়া মারিয়া পলাইতে লাগিল এবং যেখানে ছিল সেইখানে আসিল। পরে লক্ষ্মণ যখন মেঘনাদকে মারিলেন তখন অস্ত্রাঘ্র কপির্যোগ দিল। লক্ষ্মণের উপর মেঘনাদ ত্রিশূল হানিলে লক্ষ্মণের বাণে তাহা বিখ্যাত হইল। হনুমান এবং অঙ্গদও মেঘনাদকে বাণ মারিতে লাগিল। কিন্তু মারিলেও মরিল না, মেঘনাদ চীৎকার করিয়া পলাইল। শত্রুকে অজেয় দেখিয়া কপিগণ ভয় পাইল। অবশেষে মেঘনাদের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মণ বাণ ছুড়িলেন। তাহাতে মেঘনাদের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্বে রাম ও লক্ষ্মণের নাম লইয়া সে প্রাণত্যাগ করিল। হনুমান মেঘনাদের দেহ তুলিয়া লক্ষ্মীর দরজায় রাখিয়া আসিল। মেঘনাদের মৃত্যুতে মন্দোদরী বিশেষ বিলাপ করিলেন এবং লোক দশাননকে বিকার দিতে লাগিল। রাবণ সতর্ককে এই প্রসঙ্গে জানের উপদেশ দান করিলেন।

মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণ রাক্ষস সৈন্যগণকে বিশেষ উৎসাহ দান করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ

হইতে বলিলেন। তখন রাবণ যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল। অশুভ চিহ্ন দেখা গেল, রাবণ তাহা গ্রাহ্য না করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আয়োজন করিতে লাগিল। চতুঃসেনা সম্বিষ্ট করিয়া রাবণ চলিল এবং সেনাদলকে উপদেশদান প্রদেয় বলিল সে মিজেরাম ও লক্ষ্মণকে মারিবে। অপর সৈন্য কপিধ্বজ-সেনাদলকে মারিবে। দুই পক্ষ জয় জয় ধ্বনি করিয়া প্রতিপক্ষ খুঁজিয়া এক দিকে রামের জয় দিয়া, অপরদিকে রাবণের জয় দিয়া সোৎসাহে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। রাবণ রথে চড়িয়া এবং রামচন্দ্র রথহীন যুদ্ধে অবতীর্ণ দেখিয়া বিভীষণ ভীত হইয়া যুদ্ধজয়ে সন্নিহান হইলেন। রামচন্দ্র উপদেশচ্ছলে বলিলেন,—যুদ্ধ জয় কেবল রথধারা হয় না। বে রথে যুদ্ধ জয় হয় সে রথের চাকা হইল শোঁধ্য; ধ্বজা ও পতাকা হইতেছে সত্য, সদাচার ও বলবান্ বিচারশক্তি; ইন্দ্রিয় সংযম ও পরহিত, তাহার অর্থ; ক্ষমা ও কৃপা তাহার লাগাম; উখর-ভজন সারথি, বৈরাগ্য ঢাল, সন্তোষ তরবারি, দান কুঠার, বুদ্ধি শেল, শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান কঠিন ধনুক, পবিত্র স্থির মন তৃণীর, শাস্তি, অন্তঃসিদ্ধির সংযম ও বাহিরিক্রিয় সংযম বাণ, ব্রাহ্মণ ও গুরু পূজা অভেদ্য বর্ম্ম। ইহাদের মত জয়ের আর বিতীয় উপায় নাই, বাহার এইরূপ ধর্ম্মময় রথ তাহাকে ভয় করিতে পারে এমন শত্রু নাই, যাহার এইরূপ দৃঢ় রথ আছে সে সংসার যুদ্ধেও অন্যায়সে জয়ী হইতে পারে। যুদ্ধ চলিতে থাকিলে উভয় পক্ষের প্রতিপক্ষ সমুখ সময়ে অবতীর্ণ হইয়া আক্রমণ চালাইল। রাবণের সেনাদল পরাজিত হইতেছে দেখিয়া রাবণ নিজে ধনুক হস্তে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধে সৈন্যগণকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অবশেষে ক্রুদ্ধ রাবণ রথ অচল করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়া বাণক্ষেপ করা অপেক্ষা বাহুবলে বোদ্ধাদিগকে নিষিতে লাগিল। রাবণের বাণে দম্বদিক ভরিয়া গেল। রামের দলও ব্যাকুল হইল দেখিয়া লক্ষ্মণও ধনুকবাণ লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। লক্ষ্মণ রাবণের উদ্দেশ্যে শত শত বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মদত্ত বাণ লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিলেন। সেই বাণের আঘাতে লক্ষ্মণ মুর্ছিত হইলেন কিন্তু তাহাকে রাবণ উঠাইতে পারিল না। হস্তগান কিন্তু লক্ষ্মণকে উঠাইয়া আনিল তাহাতে রাবণ আশ্চর্য্য হইল। রাম আসিয়া লক্ষ্মণের গুশ্রবা করিয়া লক্ষ্মণকে মুচ্ছামুক্ত করিলেন ও শক্তি প্রদান করিলেন। পুনরায় লক্ষ্মণ ধনুকবাণ হস্তে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এবার লক্ষ্মণ রাবণের রথ ভাঙ্গিয়া সারথিকে নিহত করিয়া রাবণকে ব্যাকুচিত করিলেন পরে বহু বাণবিক্র করিলে রাবণ ভূপাতিত হইল। রাবণের মুচ্ছাভঙ্গ হইলে সে পুনরায় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইল। সেই অজ্ঞেয় যজ্ঞ করিলে রাবণকে মারা দুঃসাধ্য হইবে একথা বিভীষণ রামকে কহিয়া দিলে রাম লক্ষ্মণকে কপিগৈল্য লইয়া সেই যজ্ঞ ধ্বংস করিতে উপদেশ দিলেন। লক্ষ্মণ কপিগৈল্য লইয়া সেই যজ্ঞ ধ্বংস করিলেন। এইবার রাবণের মৃত্যুর পথ প্রশস্ত হইল। দারুণ যুদ্ধ বাধিল, রাক্ষসসেনা নিঃশেষ প্রায় হইতে লাগিল, অবশেষে রাবণ মায়াজাল সৃষ্টি করিয়া যুদ্ধের জয় করিবে চিন্তা করিল কিন্তু তাহাও হইল না। ইতিমধ্যে ইন্দ্র নিজের রথ পাঠাইলেন। সেই রথে মাতলি ছিলেন সারথি। রাবণের মায়াজ্ঞ নুতন অবস্থায় সৃষ্টি করিল তাহাতে অনেক রাক্ষস লক্ষ্মণ কপিগৈল্যের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। রঘুনন্দন

এই মায়াতত্ত্ব বুঝিলেন আর কেহ বুঝিতে না পারাতে যুদ্ধ চালান অসম্ভব হইল। কারণ সকল পৈতৃক রামলক্ষণ মূর্তিতে আবির্ভূত হইল। রামচন্দ্র ঐশীশক্তি বাণে সেই মায়া দূর করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণ রামের সম্মুখীন হইলেন এবং তাহাকে হত্যা করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং রায়ণকে দর্পত্যাগ করিয়া কাজ করিতে উপদেশ দিলেন,—সংসারে তিন জাতীয় লোক আছে তাহারা গোলাপ, আম ও কাঁটালের মত। এক ফুল দেয়, অপর ফুল ও ফল দেয়, তৃতীয় কেবল ফল দেয়। অর্থাৎ একজন বলে, দ্বিতীয় বলে ও করে, আর একজন কেবল বলে, করে না সুতরাং কাজ করিয়া বীরদর্প প্রকাশ কর তাহার পূর্কে দাপা-দাপি ভাল নয়। যমুবারের অগ্নিবাণে রাবণের অগ্নিবাণ জ্বলিয়া গেল। এই ভাবে রাবণের বাণ নিষ্ফল হইতে লাগিল, রাবণ প্রথমে সারথি মাতলির উপর শর নিক্ষেপ করিলেন। রাম সারথিকে উঠাইলেন, অবশেষে রাম রাবণের বিরুদ্ধে বাণ নিক্ষেপ করিলেন। রামের বাণে রাবণের মাথা কাটা গেলেও নূতন মাথা দেখা গেল, পরে দুই রাবণ বহু রূপ লইয়া প্রত্যক্ষ হইল। বানরেরা দেখিল অসংখ্য রাবণ দেখা যাইতেছে। তাহা দেখিয়া ভালুক ও বানর বোকা ব্যাকুল হইয়া পলাইতে লাগিল এবং হে ক্রুপাল! রক্ষা কর বলিয়া পলাইয়া যাইতে লাগিল তখন রামচন্দ্র যুদ্ধের মধ্যে মায়াজাল দূর করিলেন, একটি মাত্র রাবণ দেখা গেল। অবশেষে রাম রাবণের মাথা, হাত ও শরীর সকল কাটিয়া ফেলিলে তাহাও ভীর্বে আচরিত পাণের ছায়া বাড়িতে লাগিল। রাবণের মাথা ও হাত বাড়িতে দেখিয়া ভালুক ও কপিদল অতি ক্রুদ্ধ হইল। কিছুতেই মরিতেছে না দেখিয়া গাছপাড়া দিয়া প্রহার করিতে লাগিল ও নানা প্রকারে ক্ষতবিক্ষত হইল, রাবণও হাতদ্বারা প্রতিশোধ লইতে লাগিল, এইরূপে ক্রমে ক্রমে রাবণের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল, অবশেষে অক্ষপতি রাবণের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া লাথি মারিয়া প্রভুর নিকট গেল। এদিকে রাবণ মূচ্ছিত হইল, মূচ্ছা কাটিয়া গেলে ভালুক ও কপিরা প্রভুর নিকট গেল, যাইবার পূর্বে আর একবার লাথি মারিল। রাত্রিকালে সারথি রাবণকে রণে রাখিয়া অনেক যত্ন করিতে লাগিল। সেই রাত্রিতে সীতার নিকট ত্রিভুজা রাক্ষসী গিয়া রাবণবৃত্তান্ত অবগত করাইল। শত্রুর মাথা ও হাত কাটিলেও নূতন গজাইতেছে শুনিয়া সীতার মনে বড় ভয় হইল এবং সন্দেহ হইল রাবণের কি বিশেষ হইবে? বিশ্বের দুঃখ কি শেষ হইবে না? রামের শর মাথা কাটে তবু রাবণ মরে না এ আবার রামের কি লীলা? আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ বেশ হয় রাবণ এখনও বাঁচিয়া আছে। যে বিধাতা গিয়া লোণার সুগ রচনা করিয়াছিলেন সেই দৈব এখনও আমার উপর অগ্রসর, যে বিধাতা আমাকে দুঃসহ দুঃখ সহাইয়াছে, যে বিধাতা আমাকে দিয়া লক্ষণকে কটু কথা বলিয়াছেন, বহু দুঃখের মধ্যে, যে বিধাতা আমার প্রাণ রাখিয়াছেন, সেই বিধি রাবণকে বাঁচাইতেছেন আর পেছন নয়। সীতা রামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া বহু দুঃখ করিলেন। তখন ত্রিভুজা বলিল,—রাবণের বৃকে বাণ মারিতেছেন না। আমি মনে করি প্রভু ভাবিতেছেন,—

রাবণ হৃদয়ে জানকীর বাস, আর জানকীর হৃদয়ে আমার বাস, আমার পেটের ভিতর

অনেক ভুবন সেখানে বাণ লাগিলে সকলের নাশ ।” ইহাতে মীতা আনন্দিত হইলেন তখন জিজ্ঞাটা বলিল,—শুন, এমনি ভাবে শত্রু মরিবে। মাথা কাটায় ও অস্ত্র আঘাতে যখন ব্যাকুল হইয়া তাহার মোহ-খ্যান ভাঙ্গিয়া যাইবে তখন বিজ্ঞ রাম রাবণের যুদ্ধে শেল বিদ্ধ করিবেন। বাস্তবিক কার্যতঃ তাহাই ঘটিল। রাবণ মধ্যরাত্রে জাগিয়া সারথির উপর রাগ করিয়া কেন তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনা হইয়াছে বলিল। ভোরে রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে চলিল তখন বাণের ঝঙ্কার তাহার উপর পুনরায় নানাপ্রকার গুণ্ডাচার আরম্ভ করিল। নখাঘাতে ও অস্ত্র প্রকারে বিব্রত হইয়া রাবণ পুনরায় মায়াবিস্তার করিল। তখন নানাপ্রকার ভূত পিশাচের নৃত্য চলিল, লক্ষণ স্বর্গীষ প্রভৃতি বীরও অচেতন হইল, যোদ্ধারা হা রঘুনাথ! বলিয়া হায় হায় করিল, এইভাবে রাবণের মায়াতে কপিদল যথা সেথা গেল এবং তাহার মধ্যে দেখা গেল কোশলরাজ শ্রীরাম। এই ভাবে মায়ার রূপ পরিবর্তিত হইলে রাম এক বাণে সকল মায়ার হরণ করিলেন। মায়ার অবসানে কপিঋক্ষদল আনন্দিত হইল। গোদামী রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রসঙ্গে মায়ার সুবিস্তারী রূপ এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মাথা ও হাত অনেকবার কাটিলে বীর লক্ষ্যপতি মরে না। মায়ার এই সুবিস্তারী রূপ মায়ামূর্তিতে মমুষ্যের মধ্যে মূর্তিমান হইয়া থাকে। প্রভুর খেলা অণুচ ইহাতে মুনি, সিদ্ধ দেবতারাও ব্যাকুল হন। ভক্ত প্রভুর এই মায়ার আনন্দের সহিত পর্যবেক্ষণ করেন। লাভ পাওয়াতে যেমন লোভ বাড়ে তেমনি কাটিলেও রাবণের মাথা বাড়ে, শত্রুর আর নিপাত হয় না। এই অবস্থাতে রামচন্দ্র শ্রান্ত হইয়া বিভীষণের দিকে দেখিলেন। বিভীষণ রামচন্দ্রের এই দৃষ্টির ব্যাখ্যা করিতে বিভীষণ বলিতেছেন,—রাবণের নাভিতে অমৃত আছে যার বলে সে বাঁচিয়া আছে। এই কথা শুনি রামচন্দ্র এক বাণ নিলেন তখন নানাপ্রকার অশুভ চিহ্ন দেখা গেল তাহাতে দেবতা ও মুনি ব্যাকুল হইলেন। রাম তখন একজিজ্ঞাসা বাণ ছাড়িলেন, তাহার এক বাণে নাভিকুণ্ডের অমৃত যেন শুকাইল বাকী বাণে মাথা ও হাত লইয়া চলিল, খড় ও দ্বিখণ্ডিত করিল, তখন খড় রামের লক্ষ্য করিতেছে, বলিতেছে—সে রামকে নিপাত করিবে। যে বাণ রাবণের হাত ও মাথা কাটিল সেই রামবাণ রাবণের মাথা মন্দোদরীর সামনে রাখিয়া রামচন্দ্রের নিকট ফিরিয়া আসিল, প্রভুর মুখে রাবণের বেজ প্রবেশ করিল, ইহা দেখিয়া শিব, ব্রহ্মা আনন্দিত হইলেন। মন্দোদরী স্বামীর মাথা দেখিয়া ব্যাকুল ও মূচ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। পতির দশা দেখিয়া তাহার চুল ও পরিহিত বস্ত্র আলুধালু হইল, তিনি বুক চাপড়াইয়া রাবণের অপার প্রতাপের কথা বলিতে লাগিলেন, রামের শত্রু হইয়া তোমার এই পরিণাম। আমি তোমাকে নিরুত্তর করিতে বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিলাম, কিন্তু প্রতিবার আমি ব্যর্থকাম হইয়াছি। তুমি বরণাময়কে ভজনা বর নাই অণুচ তিনি তোমাকে বৈকুণ্ঠে স্থান দিয়াছেন। বিভীষণ অতি দুঃখিত হইয়া বাদিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকগণকে রোরুদ্রমান দেখিয়া বিভীষণ বিশেষ পরিতাপ বহিলেন। তখন রামচন্দ্র রাবণের দেহের লংকারের ব্যবস্থা এবং তাহার উদ্দেশ্যে তিলাঞ্জলি দানের ব্যবস্থাও করিলেন। বিভীষণ লংকার সমাপনান্তে ফিরিয়া আসিলে বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যের রাজ-

ভিলক দানের ব্যবস্থা করিলেন। লক্ষণ, হুম্মান, নল, নীল প্রভৃতি সকলকে সেই অমু-
ঠানে যোগদান করিতে বলিলেন। নিজে পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থ নগরে যাইবেন না বলিয়া
এই ব্যবস্থা করিলেন। রামচন্দ্র সকলকে মিষ্ট বথায় তৃপ্ত করিলেন এবং বলিলেন—
তোমাদের বলেই শত্রু বধ করিয়াছি এবং বিভীষণ রাজ্য পাইয়াছি। সকলে রামচন্দ্রের
পদে প্রণত হইলে রামচন্দ্র এই সংবাদ শীতাকে প্রেরণার্থ হুম্মানকে ডাকাইলেন এবং
তাহার কুশল জানিয়া আসিতে কহিলেন। হুম্মান নগরে গেলে রাক্ষস রাক্ষসীরা শীতাকে
দেখাইয়া দিল। হুম্মান প্রণাম করিতে শীতা তাহাকে রামের দূত বলিয়া চিনিতে পারি-
লেন। শীতা সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর রাক্ষসীরা শীতাকে কাপড় ও
অলঙ্কারাদি সজ্জিত করিয়া পাকীতে চড়াইয়া দিল। শীতা প্রেমময় রামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া
পাকীতে উঠিলেন। রাক্ষসবেষ্টিত হইয়া শীতা যখন আসিতেছিলেন তখন রাম বলিলেন,—
শীতাকে হাঁটাইয়া আনা হউক বাহাতে ভালুক কপি প্রভৃতি সবলে তাহার দর্শন লাভ
করিতে পারে। শীতাকে পূর্বেই রামচন্দ্র অগ্নিতে রাখিয়াছিলেন এবার আগুন লাগাইয়া
সেই বাহিরের অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। শীতার অন্তরাব্দা অগ্নিপরীক্ষার পূর্বেই
পবিত্র ছিল এবার বাহ্য অগ্নিপরীক্ষা মাত্র করা হইল। একজ্ঞ কিছু ছুরীকায় রামচন্দ্র শীতার
উদ্দেশ্যে বলিলেন,—সে কথা শুনিয়া রাক্ষস-নারীরা খেদ করিতে লাগিল।

শীতা লক্ষণকে আগুন জ্বলাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন সেই অগ্নিতে আত্মত্যাগ
ভাবে শীতা প্রবেশ করিয়া আত্মপরীক্ষা প্রদান করিলেন। লক্ষণ শীতার বিবহ, জ্ঞান,
ধর্ম ও নীতিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া অরুপূর্ণ লোচনে রহিলেন, কিন্তু রামচন্দ্রের কথার কোন
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেন না। লৌকিক বলস্ব ও তাহার ছায়া পর্যন্ত আগুনে ভস্মীভূত
হইল। প্রভুর এই আত্মত্যাগ কার্যতত্ত্ব সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি
করিলেন, জানকী সহিত রামের অতুল শোভা দেখিয়া ঋক ও কণিগণ প্রসন্ন হইল এবং
‘রঘুপতি জয়’ উচ্চারণ করিল।

তার পর মাতঙ্গি সারথি রঘুনাত্তের আজ্ঞা লইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। স্বার্থ-
পরায়ণ দেবতার আশিয়া এমন ভাবের কথা বলিল যেন তাহার পরমার্থী। দেবতার
রঘুনাত্তের দয়ার প্রশংসা করিল। ব্রহ্মা স্তুতি করিলেন,—“তুমি অবিনাশী ব্রহ্ম, সদা একরস
(শান্ত), অখণ্ড, অগুণ, জন্ম, পাণ ও রোগ রহিত, ভয়হীন, তোমার শক্তি অস্বার্থ।” তুমি
করুণাময়, তুমি মংস, কুর্গ, বরাহাদি অবতারে শরীর ধারণ করিয়াছিলে। দেবতাদের
হুংখনাশার্থ ভিন্ন শরীর ধারণপূর্বক তাহা করিয়াছ। রাবণ পাণের মূল, দেবজ্রোহী.
কামী, লোভী, অহঙ্কারী, ক্রোধী রাবণকেও তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়াছ ইহাতে আমরা বিস্মিত।
আমরা উত্তম অধিকারী হইয়াও সংসার প্রভাবে মত্ত। শরণাগতকে রক্ষা করা তোমার
কাজ। দেবতা ও সিদ্ধগণ দণ্ডায়মান হইয়া রামচন্দ্রের স্তুতি করিতে লাগিলেন,—“রামা তুমি
গুণসাগর, বিজ্ঞ, তোমার বশ পবিত্র ও অনন্ত, ভক্তের আনন্দদাতা, ভয় দূরকারী, ক্রোধ-
হীন, অসীম গুণশালী, উদার, রঘুবংশের ভূষণ, দীন বিভীষণকে রাজা করিয়াছ, তোমার

বাহর বল প্রচণ্ড, ছুট দমনে তুমি অধিতীয়, সংসার হইতে মুক্তি দিবার জন্ত তুমি লড়া
 লটে, কামনা জাত দোষ নাশ করিতে কেবল তুমিই পার। দেবতা জীবনেও ঠিক একারণ
 তোমার প্রতি ভক্তি ছাড়িয়া তাহারাও সংসারস্থে মত্ত থাকে। তুমি আমাদেরিকে ভেদ
 বুদ্ধি দাও বাহাতে হুংকে সুখময় মনে করিয়া মত্ত না থাকি, সেই বুদ্ধিকে জাগ্রত রাখ।
 তুমি ছুটদমনকারী পৃথিবীর শোভা-স্বরূপ। শিব-ভবানীও তোমার পাদপদ্ম সেবা করে।
 বাহাতে তোমার পাদপদ্মে অহেতুক প্রেম থাকে তাহার ব্যবস্থা তুমি কর। রামের মুখ
 দেখিয়া তাঁহাদের তৃপ্তির আর শেষ হইল না, তাঁহার নিকট ভেদ ভক্তি প্রার্থনা করিলেন।
 বাহাতে হুংকে সুখ মনে করিয়া সংসারে না লিপ্ত হই—সেকথা বলিলেন।

সেই অবসরে দশরথ সেখানে আসিলেন। প্রভু লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করি-
 লেন, পিতা আশীর্বাদ দিলেন। পিতার আশীর্বাদের ফলে তিনি যে রাক্ষসরাজকে জয়
 করিয়াছেন তাহাও বলিলেন। পুত্রের কথা শুনিয়া দশরথের আনন্দ হইল ও তাঁহার চোখে
 জল আসিল তিনি রোমাঞ্চিত হইলেন। তখন রঘুপতি পিতার প্রেমপিপাসা মিটাইয়া
 স্থায়ী জ্ঞান দান করিলেন। কেন না পূর্বে দশরথের রামের প্রতি ভেদভক্তি ছিল না।
 ঈশ্বরকে নিজ হইতে পৃথক্ জ্ঞানে ভজনা করার নাম ভেদভক্তি। লঙ্কণের উপাসক বাহার
 মোক্ষকামী নন, রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে ভেদভক্তি দেন, (ইহাই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব)।
 প্রভুকে প্রণাম করিয়া দশরথ আনন্দিত মনে দেবলোকে গেলেন। তখন ইন্দ্র রাম, লক্ষ্মণ
 ও নীতাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন—শোভার আলয় রামচন্দ্র। তোমার জয় হউক, তোমার
 কার্যে দেবতার কৃত্য হইয়াছে, তোমার মহিমা অপার ও উদার, লক্ষ্যপতি বিশেষ গর্ভিত
 ছিল। সে মুনি, সিদ্ধ, পক্ষী, মাছুষ সকলের সহিত শত্রুতা সাধিয়াছে। তাহার ফল সে
 পাইয়াছে, আমার অভিমান ছিল আমার গমান কেহ নাই। তোমার পাদপদ্ম দেখিয়া
 আমার অভিমান চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে। কেহ নিশ্চুর্ণ ব্রহ্মার উপাসক কিন্তু আমার কাছে
 লঙ্কণ রামচন্দ্র সর্বোত্তম। লক্ষ্মণ ও নীতাসহ আমার হৃদয় আকাশে তুমি উড্ডীন হও।
 আমাকে তোমার প্রতি ভক্তি দাও। তোমাকে প্রণাম, তুমি দেবগণের আনন্দের দাতা,
 তুমি মানব দেহ ধারণ করিয়াছ বটে কিন্তু ব্রহ্মা শঙ্করাদি তোমাতে স্তুতিপার। এখন
 আদেশ কর আমার কি কর্তব্য।

রামচন্দ্র বলিলেন—বাহারা আমার উপকার জন্ত প্রাণ দিয়াছে সেই কপিগণকে
 বাঁচাইয়া দাও। ইন্দ্র অমৃতবৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বাঁচাইয়া দিলেন। রাক্ষসেরা কিন্তু
 বাঁচিল না কারণ তাহাদের মন রামময় হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের সংসার বন্ধন ছিল না।
 অতঃপর শঙ্কর রামচন্দ্রকে স্তুতি করিলেন—তুমি লঙ্কণ ও নিশ্চুর্ণ, ভ্রমরুণ তম নাশ করিতে
 তুমি স্বর্গাস্বরূপ, কামক্রোধাদি রিপুহস্তি-নাশে তুমি সিংহস্বরূপ, ভক্তের মানসকাননে তোমার-
 বাস। বিষয়-বাসনা কমলবনে তুমি তুষার, তুমি উদার ও মনের অতীত. মন দিয়া
 তোমাকে বোঝা যায় না। তুমি সংসার সমুদ্রের আশ্রয়, হেদীনবন্ধ। তুমি স্রবণগতের হুং দূর
 করিয়া তাহাকে রাজাকর। মুনিগণের সজ্জাব্যবস্থা, পৃথিবীর শোভা ও ভয়হারা ও তুলসীদাসের

প্রভু কোশলপুরে রাজ্যভিষেকের সময় তোমার চরিত্র দেখিতে পুনঃ আসিব। অন্তঃপরি
 বিভীষণ আসিয়া রামকে বিনীত প্রার্থনা জানাইলেন,—হে প্রভু! তুমি আমার উপর অশেষ
 করুণা করিয়াছ। আমি নীচজাতি, আমার গৃহে একবার পদার্পণ কর। ধনভাগ্যাদি সম্পদ
 কপি ও ঋক্ষগণকে বধেছ—পরিমাণে দান কর। আমাকে তোমার নিজের করিয়া লও,
 আমাকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যাতে চল। ইহাতে রামচন্দ্রের দুই বিশাল চক্ষু ভরিয়া উঠিল।
 তখন রামচন্দ্র বিভীষণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—ভাই বিভীষণ! তোমার ধন গৃহ সব
 আমার বটে কিন্তু ভরতের কথা স্মরণ করিয়া আমার এক নিমেষ এক কল্পের মত মনে
 হইতেছে। সে তপস্বীর বেগে কৃশ-শরীর হইয়া নিরন্তর আমাকে জপ করিতেছে, আমাকে
 তাড়াতাড়ি পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা কর। ১৪ বৎসর পূর্ণ হইবার পর বাইলে আমি আর
 তাহাকে জীবিত দেখিতে পাইব না। ভরত-প্রেম স্মরণ করিয়া প্রভু রামচন্দ্র পুলকিত হইলেন
 ও বলিলেন,—তুমি কল্পকাল লক্ষ্য রাজত্ব কর্তার পর সাধুবা বৈশ্যানে স্থান পান, তোমার স্থান
 সেখানে হইবে। তখন বিভীষণ প্রভুর পাদপদ্ম ধারণ করিলেন। বাড়ী হইতে পুষ্পক রথে মণি
 বস্ত্রাদি লইয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। বিভীষণকে প্রভু বলিলেন—তুমি বিমানে
 চড়িয়া এই সকল মণিবস্ত্রাদি প্রজাগণের মধ্যে বিতরণ কর। বহার যাহা ভাল লাগিল
 সে তাহা লইল। ঋক্ষ-কপিরা বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া রামচন্দ্রের নিকট আসিলে রামচন্দ্র
 হাসিতে লাগিলেন ও বলিলেন,—তোমাদের বলেই সকল কার্য সিদ্ধ হইয়াছে, চুট হত হই-
 য়াছে, বিভীষণ রাজ্য পাইয়াছে, এখন তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও। প্রভুর কথাতে সকলে
 প্রেমমগ্ন হইল। নিম্পলকনেজে রামের দিকে চাহিয়া রহিল কোন কথা বলিতে পারিল
 না। সকলকে তিনি বিমানে চড়াইলেন এবং ব্রাহ্মণ্যবর্ণে প্রণতি জানাইয়া উত্তম দিকে
 বিমান চালাইলেন। 'রঘুবীর জয়' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুগ্ধরিত হইল। রামচন্দ্র
 সীতাসহ বিমানযাত্রা কালে যেখানে যে সকল ঘটনা যুগ্মকালে ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিতে
 করিতে চলিলেন; সীতাকে কুন্তকর্ণ ও রাবণের মৃত্যুক্ষেত্র ও প্রদর্শন করাইলেন। ত্রিবেণী ও
 অযোধ্যাকে প্রণাম করিয়া সেখানে পশ্চিমধ্যে দৃষ্ট দেখাইতে দেখাইতে চলিতে লাগিলেন।
 অন্তঃপরি হনুমানকে বলিলেন,—অযোধ্যাতে ভরতকে পূর্ণ সংবাদ দাও ও তাহার সংবাদ
 লইয়া আইস। হনুমান চলিয়া গেল। প্রভু পশ্চিমধ্যে অগস্ত্যের আশ্রম, চিত্রকূটের আশ্রম,
 ত্রিবেণী ও ভরত-আশ্রম অতীত দর্শন করিয়া নিষাদ নদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। নিষাদ প্রভুর
 সংবাদ পাইয়া প্রোম্বল হইয়া দৌড়াইয়া আসিল। সে নৌকা আনিয়া প্রভুকে পার করিবার
 ব্যবস্থা করিল। সীতা গঙ্গার পূজা করিলেন এবং গঙ্গাতীরে গুহক নৌকা লইয়া উপস্থিত
 হইল। সীতার সহিত প্রভুকে দেখিয়া নিষাদের আনন্দ আর ঘরে না। তাহাব্যদেহবুদ্ধি
 যেন বিলুপ্ত হইল, সে মাটিতে পড়িয়া গেল। রামচন্দ্র নিষাদকে উঠাইয়া গাত আগলন করিয়া
 কুশল প্রশ্ন করিলে নিষাদ তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণামপূর্বক বলিল যে আপনার দর্শনই
 আমার সকল কুশলতা।

পারিভাষিক

স্বাভাবিক মানস-ভাষাপ্রবেশ

অবিদ্যুৎ, বর্তমান ও অতীতকাল সমাপিকা ক্রিয়াবিশেষত্ব (স্বরাস্ত ক্রিয়া)

চতুশ্চন্দ্রী ছন্দ রচনাকালে গোবামী মহোদয় যেখানে ভাবাবেগ অধিবত্তর ভাবে প্রকট করিয়াছেন সেখানে স্বরাস্ত ক্রিয়াপদের বিশেষত্ব নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।
 রহো—রহিল; বচো—বাড়িল; কহো—কহিল; ক্রিয়ো—করিল; লহো—লইল;
 করো—করিল; মারো—মারিল; লিয়ো—লইল; দই—দিল; নই—নিল; গয়ে—
 গেল; নিব—নিবিল; ভয়ে—ভইল; কিয়ে—করিল; গয়ে—গেল; রহে—রহিল;
 কহে—কহিল; পড়ে—পড়িল; পায়ে—পাইল; উপভয়ে—ভুগিল; অণ্ডরে—ভয় পাইল;
 কটর—করিল; ভটর—ভরিল; লটহ—লইল; বটহ—কহিল; হটন—আঘাত করিল;
 ভনী—বলিল; লহী—লইল; হরী—হরণ করিল; গ্রসে—গ্রাস করিল; ত্রসে—ভয় পাইল;
 হঁসে—হাসিল; কসমসে—বাহিরে আসিল; কহা—বলিল; কহী—কহিল; নেবারই—
 নিবারণ করিল; নিহারই—দেখিল; লেখই—লিখিল; দেখই—দেখিল; সোহই—শোভা
 পাইল; মোহই—মোহিত হইল; ডারই—ফেলিল; হারই—হারিল; ভরে—পূর্ণ হয়;

চহো—চাহিতেছি; কহো—কহিতেছি; বহে—বহিলেন; লহে—লইলেন;

কহহি—কহিবে; স্নহহি—স্নহিবে; গাবহী—গাহিবে; উভারহী—পার বরাইষ;
 পথারহী—দুইষ; সিধাবহী—সোজা যাইবে; মাগহী—প্রার্থনা করিল; চোরহী—চুরি
 করিল; স্নাবহী—স্নাইল; পাবহী—পাইল; গাবহী—গাইল; ডারহী—ফেলিল;
 পচারহী—প্রচার করিল; বোলহী—ডাকিল; আনিহী—আনিবে; বয়োনিহী—ব্যথান
 করিবে; গাইহী—গাহিবে; পাইহী—পাইবে; অনুরাগহী—স্রীতি সম্পাদন করিল; বনী—
 রচনা করিল; গিরে—পড়িল; ফিরে—ফিরিল; হনে—হত্যা করিল; তরী—মুক্তি পাইল;
 ভায়উ—ভাল লাগিল; গায়উ—গাহিল; ভাগহী—পলাইল; খেলহী—খেলিল; মেহহি
 —মিলিল; ছীজহী—নষ্ট হইল; রাজহী—বিবাজ করিল; গাজহী—গজ্ঞন করিল; পুকা-
 রহী—চীৎকার করিল; পোহহী—ঢাকিল; খচী—খচিত ছিল; রুছহী—রক্ষা করিলেন;
 গুঞ্জরহী—গুঞ্জরণ করিল; হুফারহী—হুফার করিয়া ডাকিল; তোবহী—ভাজিল; ধারী
 —ধরিলেন; রহী—রহিলেন; ভুছহী—ভক্ষণ করিলেন; দিয়ো—দিলেন; লিয়ো—
 লইলেন; হয়ো—হত্যা করিল; পাইহো—পাইলেন; আইহো—আলিলেন; লটহে—লই-
 লেন; কটহে—শিক্ষা দিলেন; ভনে—বলে; গাবা—গায়; নগাবা—নাশ করে;

কহো—কহিল; লহো—লইল; পয়ো—পড়িল; ভরো—ভরিল; ভতো—বলিল;
 হতো—হত্যা করিল; সজে—সাজিল; নিরখন্তি—দেখিল; জয়ে—জলিল; জয় জএ—
 জয় জয় উচ্চারণ করিল; পাই—পাইলেন; পিআএ—পাম করিলেন;

ଓଝ ଶବ୍ଦ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ

ପୃଷ୍ଠା	ପଂକ୍ତି	ଅସ୍ତକ୍ଷ	ସ୍ତକ୍ଷ
୧୧୧	୮	ଦୁଃଖ:	ଦୁଃଖ
୧୧୨	୧୦	ମରସ୍ତ୍ର	ମରସ୍ତ୍ର
୧୩୬	୨୨	ତୃଣୀ	ତୃଣୀ
୧୪୦	୧୧	କତ୍ତ	କତ୍ତ
୧୪୧	୧୪	ପ୍ରଭୂ	ପ୍ରଭୂ
୧୪୭	୧	ଓଢ଼ି	ଓଢ଼ି
୧୪୮	୩୦	ସୁ.ଖ୍ୟେ	ସୁ.ଖ୍ୟେ
୧୪୯	୨୦	ପ୍ରଭୁ ପରବଶ	ପ୍ରଭୁ ପରବଶ
୧୪୯	୨୦	କରି' କରେ	କରି' କରେ
୧୫	୨୧	ହତ ମୁନିଗଣେ	ତଥା ମୁନିଗଣେ
୧୫୧	୧୨	ଲୋକଲୋହେ କରେ	ଲୋକଲୋହେ ସେନ କରେ
୧୫୨	୨୨	ନା ହ. ବ. ଭୁବନେ	ନା ହବେ ଭୁବନେ
୧୫୩	୨୦	ପ୍ରଭୁ ଗତି	ପ୍ରଭୁ-ଗତି
୧୫୧	୨୬	ପ୍ରଭୁ	ପ୍ରଭୁ
୧୫୦	୨୧	ମକ୍ତଲେ	ମକ୍ତଲେ
୧୫୨	୨	ଓଢ଼ି	ଓଢ଼ି
୧୫୧	୩୬	ମୟୋଚିତ	ମୟୋଚିତ
୧୬୦	୧୦	ଭୁଞ୍ଜେ	ଭୁଞ୍ଜେ
୧୫	୩୦	ବିଗିତେ	ବିଗିତେ
୧୬୧	୨୪	ଦୁଃଖ	ଦୁଃଖୀ
୧୬୩	୨୩	ମୟୋଚିତ	ମୟୋଚିତ
୧୫	୨୧	ଶୈଳ	ଶୈଳ
୧୬୪	୧୨	ସ୍ଵର୍ଗ	ସ୍ଵର୍ଗ
୧୬୨	୨୦	ଅଗନ୍ତ୍ୟ	ଅଗନ୍ତ୍ୟ
୧୬୧	୧୨	ଆମି	ଆମି
୧୬୧	୨୩	କହିତେ	କହିତେ
୧୬୦	୨୪	ମାନ	ମାନ
୧୫୦	୨୬	ସନ୍ଦି	ସନ୍ଦି

৬ষ্ঠ অংশ অক্ষরশোষণ

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অক্ষর	শব্দ
৬৬৭	১০	কহিতে	কহিতে
৬৭৯	২৬	তুগীর	তুগীর
৬৭১	১০	ধর্ম, ব্রত, নিয়ম ও একই সাধন	ধর্ম, ব্রত ও নিয়ম একই নাতীর
,,	,,	পতির চরণ	চরণ পতির
৬৭৩	২৬	হেরি সে রামে করে অগিপাত	হেরিলে রাম করেন নিপাত
৬৭৮	১১	তীব্রতর্কবদ্ধ	তীব্রতর্কবদ্ধশমে
৬৮১	৮	স্মিত	স্মিত
৬৮২	১২	স্বখী	স্বখী
৬৮৩	১৫	ঈশ নাহি গণে	ঈশে নাহি জানে
৬৯৪	৬	প্রভু করে	প্রভু-করে
৬৯৫	২৪	আদিয়া	আদিয়া
৭০১	৮	গুপ্তরাজ	গুপ্তরাজ
৭০৭	৩	হরি	হেবি
,,	৩০	ভক্তিহীন নর	ভক্তিহীন নরে
৭০৮	২৭	সঠকমে শীলে কথ্যে বলশ বিপতি	দমে শীলে স্ত্রীতি বহু করমে বিরতি
,,	,,	নিরন্তর সাধুজল	সঠকমা সাধুচিত
৭০৯	৩	নবমে সরল	নমে সরলতা
,,	১৫	হরিপদে লীন হও যেথা হ'তে	হরিলীন হও যেথা হ'তে কেহ
৭১০	১৩	মম পিছু নিতে	মম পিছু পুন নিতে
৭১২	৮	কামুক জনেব এই দেখান দীনতা	কামি-জনে স্ত্রী দেন দেখা'লে দীনতা
৭২৭	২২	ধরিল	ধরিল
৭২৫	১৪	আমি	আজব
৭৩৬	৪	যে	যেই
,,	,,	পরগতি	পর্য গতি
৭৪১	২	লজ্জ	কুসজ্জ
,,	২৮	করম বার আশ্রমী চারি	কশ্য চতুর্থাশ্রমীচারী
৭৪৭	২০	কথা নিজ কলেবর	নিজ কলেবর-কথা
৭৪৯-৭৫২	২৫	দোহা—২৯ দোহা	(বিবাস বিপরীত হইয়াছে)
৭৬২	২৮	কম	কহিল
৭৬৯	৯	শুনিবে রাবণ বাণী	রাবণ বাণী শুনে
৭৭৪	২৭	তোর	তারে
৭৯৩	২৮	বস্	বল্
৭৯৫	২৩	জি জন	যে জন
৭৯৬	১১	নি,ল	নিশ্চল
৭৯৮	১৪	মাৎসরতা	মৎসরতা

সচিত্র রামচরিতমানস অষ্টম খণ্ড

শ্রী

রামচরিতমানস প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

আমি ২১ টাকা। ভি, পি, খরচসহ ২৫ টাকা দিয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া
সাত খণ্ড পুস্তক লইয়াছি। ঐ টাকার রসিদসহ এই পুস্তকের শেষাংশে সংশ্লিষ্ট
পরিচয় জ্ঞাপকপত্রও পাঠাইলাম। অষ্টম খণ্ড বিনা ব্যয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায়
পাঠাইয়া বাণিত করিবেন। আমার গ্রাহক নং

ইতি গ্রাহক

নাম—

ঠিকানা

পোঃ

জেলা

প্রকাশকের ঠিকানা—

কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য

১৭০১, বিপিনবিহারী গঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২

অথবা

২০, বৈষ্ণবঘাটা লেন (গড়িয়া), কলিকাতা-৪৭

রামদাস কুটীর, প্রাকৃতিক আয়ুর্বেদ মন্দির

রামচরিতমানস—৮ম খণ্ড

সমগ্র উত্তরকাণ্ড

প্রণেতা ও প্রকাশক

কবিরাজ

শ্রীবিজয়কল্যাণী ভট্টশালী

গোষাঙ্গী ভুলসাদান-বিরচিত রামচরিতমানস মূল, (বঙ্গাক্ষরে), শব্দার্থ,
সারমর্ম, ছন্দে বঙ্গানুবাদ, ভূমিকা ও টীকা-টিপ্পনী-সহ
প্রকাশিত ও সর্বস্ব সংরক্ষিত

চিত্রঞ্জীব স্মৃতি-মন্দির

‘রামদাসকুটীর’ ২০, বৈষ্ণবঘাটা লেন (গাড়িয়া),

কলিকাতা-৪৭

৪১১, হিদারাম ব্যানার্জী লেনস্থ

লিখন প্রিটিং ওয়াকস হটতে মুদ্রিত

১৩৭০ বঙ্গাব্দে পৌষ সংক্রান্তি দিবসে সমাপ্ত

বিনম্র নিবেদন

ভগবৎকৃপায় অষ্টম খণ্ড রামচরিতমানস প্রকাশিত হইয়া পুস্তক সমাপ্ত হইল। বার্ষিক বার্ষিক মিটাইতে ও পিতৃপীতৃপুত্র পুস্তক 'অধ্যয়ন ও প্রণয়ন আরম্ভ করি প্রায় দশবৎসর পূর্বে তাহার তৃপ্তি অনুভব করিলে পরিবেশনের প্ররতিবশতঃ প্রকাশন-প্রচেষ্টা বহিঃ রামনারায়ণ মহাশয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি এবং কতিপয় সঙ্কল্পের রূপাণাই হইবার সুদ্রব্যকায় বিলাদিত হইলেও সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে ভগবানের নিকট এবং অন্তঃপ্রাণিক সঙ্কল্পগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। পুস্তক সমাপনান্তে পরিবেশনের যে ক্রটি কিছু হইয়াছে তজ্জন্ত পাঠকগণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। বিপিকর প্রমাদ কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। ভ্রমসংশোধন পল পুস্তকের শেষে সংযোজিত করিয়া তাহার জন্ত ক্রটি ক্ষালনে প্রয়াসী হইয়াছি। কিন্তু মূল্য ক্রটির সংশোধন হয় নাই। গোস্বামীর তায় অকিঞ্চন ভক্তের প্রদত্ত দানকে গোপাশে ভোজন জন্ত পরিণাম মদারীতি হয় নাই। তাহা বোমহন করিয়া তাহাব নিস্পীড়িত পরিণাম ভক্তিরস হইতে দ্রব উৎপন্ন না হইলে সে ভক্তের স্বাদ কখনও সুমধুর হয় না। সুতরাং ভক্তি দৃষ্টি লাঞ্চিত হইলে যে ক্রটি হয় তাহা হইয়াছে। একজন সাধারণ গৃহীত অনুবাদে এ অনুবাদ থাকিবেই। সুতরাং পাঠকগণ অনুবাদের যে ক্রটি ক্ষমা করিবেন। ভক্ত বা সঙ্গীতগণ এক্ষণ ক্রটি জানাইলে তাঁহাদের নিম্ন কৃত জ্ঞাপনাশে বদ্ধ থাকিব। যে সকল সঙ্গী ও ভক্তগণ বিভিন্নভাবে আমার একান্ত সাহায্য হইয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বাগস্থান—	প্রাপ্তিস্থান—	ইতি বিনীত
চিরঞ্জীব স্মৃতিমন্দির	মহেশ লাইব্রেরী	প্রকাশক
রামদাস কুটীর	'৭	ত্রিবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য
২০, বৈষ্ণবঘাটা লেন,	কলিকাতার	১৭০১, বিপিনবিহারী গঙ্গুলী ষ্ট্রট,
গড়িয়া, কলি-৩১	প্রধান প্রধান পুস্তকালয়	বল্লাভজীব, বালিকাতা-১০

গুরু ব্রহ্ম। গুরু বিষ্ণু গুরু দেবে। মহেশ্বরঃ ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥



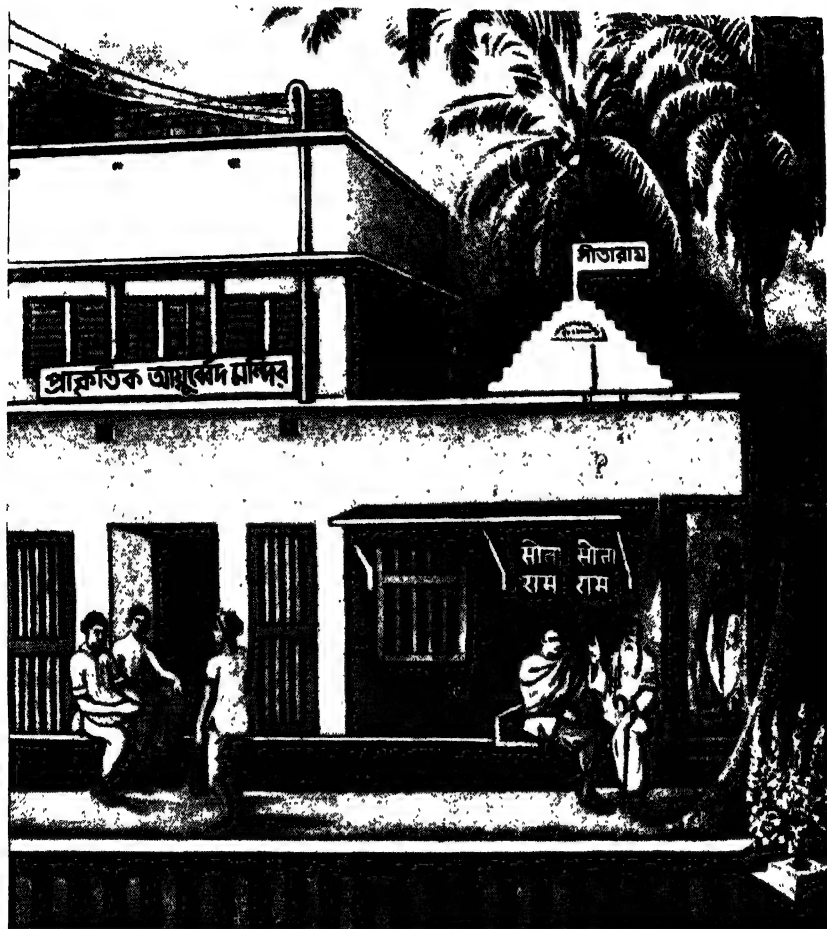
পিতা। স্বর্গঃ পিতা। ধর্মঃ পিতা। হি পরমশুভঃ ।
পিতার প্রীতিমা। পদ্মে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥

একনিষ্ঠ স্বামভক্ত-
মামবকল্যাণ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথের
করকমলে অর্পিত হইল



শ্রীশ্রীরামজয়ন্তী উপহার।

—করকমলে অর্পিত হইল।



শ্রীচিন্ময় ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা) শ্রীহিরণ্য ভট্টাচার্য্য (গুণন)

শ্রীরামজয় ভট্টাচার্য্য (আলানগোজ) শ্রীকরণজয় ভট্টাচার্য্য (গুণন)

২০, বৈষ্ণবঘাট। লেন গাড়িয়া, কলিকাতা—৪৭।

রামনবমী ৭ই বৈশাখ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

ভূমিকা

রামায়ণের শিক্ষা

বনাম

উমা-মহেশ্বর ও কাকভুষণী-গরুড় উপাখ্যান

তুলসীরামায়ণের বক্তা শিব শ্রোতা উমা বা পার্শ্বতী । এই রামায়ণ শিবের নিকট হইতে লোমশাদ মুনি শুনিয়াছিলেন তাঁহার নিকট হইতে কাকভুষণী শুনিয়াছিলেন । তাঁহার নিকট হইতে গরুড় শুনিয়াছিলেন । সেই কথা বাজবল্লী ভবদ্বাজকে শুনান ; সেই কথা গোস্বামী তুলসীদাস তাঁহার গুরুর নিকট বাল্যকালে শুনিয়াছিলেন । সুতরাং এই রামায়ণ নামে মাত্র বাজবল্লী-ভরদ্বাজ-সংবাদ বাস্তবিক ইহা উমা-মহেশ্বর-সংবাদ তথা ভুষণী-গরুড়-সংবাদ । পুস্তকের যেখানে সেখানে ‘পার্বতী শোন’ বলিয়া শিব আরম্ভ করিতেছেন আবার ‘গরুড় শোন’ বলিয়া ভুষণী আরম্ভ করিতেছেন । অর্থাৎ একই উপাখ্যান দুই বক্তা কখন শিব কখন ভুষণী আর হরন কুতূহলী প্রদ্বকর্তা বথাক্রমে উমা ও গরুড় । বাম্বীকি রামায়ণের উপাখ্যান মূলতঃ এখানে বিবৃত হইলেও আত্মপূর্বিক ঘটনা একরূপ নহে। অধ্যাত্ম রামায়ণে উমা মহেশ্বরের প্রমোত্তর প্রশ্নে একই মূল ঘটনা রামায়ণতত্ত্বসহ বিবৃত হইয়াছে আবার যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে নির্কণে প্রকরণ পূর্বভাগ ছোড়শাদি কতিপয় সর্গে বশিষ্ঠ-ভুষণী-সংবাদে রামায়ণ তত্ত্ব ও বিবৃত হইয়াছে । সুতরাং মূল বাম্বীকি রামায়ণ আশ্রয় করিয়া পৌরাণিক উপাখ্যান-বিশেষ হইতে এই রামচরিত মানসের উপাদান সংগৃহীত হইলেও তৎসংশ্লিষ্ট পার্থক্য আছে । কিন্তু অধ্যাত্মরামায়ণে বা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে মুখ্যতঃ জ্ঞানতত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে । তুলসীরামায়ণে ভক্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে । ভুষণী কাকের বিবরণ উভয় পুস্তকে একরূপ বলা চলে । আবার আলোচ্য বস্তু তত্ত্বতঃ পৃথক্ বলা চলে । কারণ যোগবাশিষ্ঠে জ্ঞানতত্ত্ব আর তুলসী রামায়ণে ভক্তিতত্ত্ব উপসংহার ।

তুলসী রামায়ণে ভুষণী কাকের বর্ণনা-ক্ষেত্র অনেক পরে । উমামহেশ্বর সংবাদেই তুলসী রামায়ণ ভরপুর । শিবের নামভক্তি দেবিয়া শিবের সহধর্ম্মিণী উমার পূর্বজন্মে সতী নামে স্বামীর বাক্যে সংশয়, পরে সতীর সীতাবেশে রামকে ছলনা বরিবার অপচেষ্টা এবং সেই অপচেষ্টাকে বা সত্যব্যাপারকে স্বামীর নিকট গোপন করার ফলে শিবের পত্নীর সঙ্গত্যাগ ও তপোমগ্নতা পরে শিবের অনিচ্ছাক্রমে সতীর দক্ষযজ্ঞ যোগদান ; সেখানে শিবের অপমানে যোগান্তিতে সতীর দেহত্যাগ পরে হিমালয়-মেনকার কথাক্রমে পার্শ্বতী বা উমা নামে জন্ম, শিবকে স্বামিক্রমে লাভের জন্য পার্শ্বতীর ভগ্নতা, শিবের হিত উমার বিবাহব্যাপারে গুণাভীত শিবের ধ্যানভঙ্গ প্রচেষ্টা, মদনভঙ্গ অবশেষে নানারূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ গরিবেশে হরপার্বতী বিবাহের কলাকৌশল, বরষাত্রীর এক বৈচিত্র্যপূর্ণ বিবৃতি সহ সমগ্র বিবাহ ব্যাপার, বরকনে-বিদায় প্রভৃতি উপাখ্যানে বালকাণ্ডের বহুলাংশ পূর্ণ । পার্শ্বতীকে বহুপ্রকারে বহু অগ্নিপরীক্ষার পরে ও পুনর্জন্ম লাভের পরে শিবের সহধর্ম্মিণী হইতে হইয়াছে । স্বামীর

অস্বাভাবিকরূপে উপেক্ষা করিয়া শিবের ধর্মকে নিজধর্ম মনে করিয়া বামীর সহধর্মিণী হইয়া বামি-সাহচর্য্যকে বরণ করিতে হইয়াছে। কামনা-চরিতার্থতা অপেক্ষা ধর্মজ্ঞানে বামীর সৎকল্পরূপ-ওষুই শিবপার্কর্তীতত্ত্বে তুলনী রামায়ণের বালকাণ্ডের শুকদ্বকে বুদ্ধি করিয়াছে। উপযুক্ত প্রশ্ন করিবার অধিকারিণী হইবার জন্ত পার্কর্তীকেও তপস্তা করিতে হইয়াছে। রামতত্ত্বে প্রবেশ করিবার অধিকার বেকবল বাহুদৃষ্টিদ্বারা বিচার করিলে হইবেনা তাহার জন্ত চাই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বা পরমার্থদৃষ্টি—তাহা বুঝান হইয়াছে।

পরমার্থদৃষ্টি: শিব পার্কর্তীকে মহাপুরুষের এই পরমার্থদৃষ্টিকে দেখাইতে বা বুঝাইতে রামতত্ত্ব বিচার চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্বজন্মে সতী পুণ্যবতী শাখী ছিলেন। বামীর প্রতি প্রীতি ও তাঁহার সৎথে ছিল অর্থাৎ ধর্মজ্ঞানে সম্পূর্ণরূপে বামীর অনুবর্তন না করার জন্ত তাঁহারে ছেড়ে গও ভুগিতে হইয়াছিল যথেষ্ট স্মরণ্য ধর্মতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে কেবল বামীর সহিত আচরণ-মোষ্টব্য, বাহুদৃষ্টি বা মাহুয়ের বাহু প্রীতিপূর্ণ আচরণ সব কথা নয়। বিশেষতঃ ধর্মতত্ত্বে ভগবানের অপার বিভূতি অনুভব করিতে কেবল বাহুদৃষ্টিদ্বারা বিচারে তত্ত্বের গহন্যংশ প্রবেশ করা যায়না। সতীর অন্তরে বামীর প্রতি প্রীতির যে বীজ ছিল তাহা ফুট হইয়াছিল পিণ্ডা দক্ষের বজ্রহলে দাবিদ্রাব্রতী বামীর প্রতি পিতার অবমাননা দেখিয়া। যখন সতী দেখিলেন পিতার বজ্রে শিবের বজ্রভাগ নাই তখন বামীর গুণের অবমাননা দেখিয়া তাঁহার অন্তরে দিকার উপস্থিত হইল। জগতের আত্মা মহেশ্বর, তিনি জগৎপিতা, বিশ্বের হিতাধন তাঁহার ব্রত। তাঁহার প্রতি অবমাননাতে সতীর অন্তর বিদ্রোহী হইলে তিনি যোগাঘাতে আত্মবিসর্জন দিলেন। সতীর ধর্মতত্ত্বের বীজ তখন অনুরিত হইল। পরবর্তী জন্মে পতিধর্মী হইয়া রামতত্ত্বে বসবস গহনে প্রবেশ করিবার অধিকার পান। পূর্বে ক্ষুদ্র বীজরূপে তিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পূর্বজীবনের বৈজ্ঞানিক গভীরতা ছিলনা পরজন্মে তাহাও অনুভব করিয়াছিলেন। বাহু আচরণ অপেক্ষা অন্তরাত্মার যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি শিবের মধ্যে ছিল তাহাতে যখন তিনি বুঝিলেন যে শিব যোগী, অজ, অনবজ, অকাম ও অভোগী তখন তিনি কায়মনোবাক্যে প্রীতির সহিত শিবের সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। মদনভাস্বব রূপক ছিল বামীর সৎকল্প বিচারে বাহু রূপের বা কামের ক্ষেত্র অপেক্ষা মনোর ক্ষেত্র যে আরো মহান তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়া শিব পার্কর্তীর জ্ঞানচকু খুলিয়া দিলেন। অনুভব বৃক্ষের রূপ গ্রহণ করিল। এই জন্ত ভারতের আদর্শ স্ত্রী পার্কর্তী। এই আদর্শক্ষাধারা বামী ও স্ত্রীর সৎকল্পের মধুরতার পূর্ণতা আসে তাহা গোবামী মহোদয় হর ও পার্কর্তীর বিবাহচ্ছলে প্রকট করিয়াছেন। তাই এদেশে শিবের মত বামী লাভের জন্ত ব্রতাহুষ্ঠান বা শিবপূজা নিত্য কর্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। পার্কর্তী প্রকৃত সহধর্মিণী হইয়া রামতত্ত্বের গহনে প্রবেশ করিতে পুনঃ পুনঃ শিবকে প্রশ্ন করিতেছেন এবং শিব তাহার উত্তর দিতেছেন। গোবামী মহোদয়ের ভূবত্তী-সংকল্প-সংবাদ ও যোগবিশিষ্ট রামায়ণের ভূবত্তী-বিশিষ্ট-সংবাদে কিছু মিল থাকিলেও কালোশযোগী ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে এখানে সংকল্প-কাকভূবত্তীর প্রমোত্তর-অবতারণা করা হইয়াছে।

গরুড়ের রামভঞ্জন দক্ষবক্ষে গভীর দেহভ্যাগের পর পার্শ্বভীষণে জয়গ্ৰহণ করিয়া
গুচু রহস্য উদ্ঘা- শিবকে স্বামি-স্বরূপে পাইবার যে কঠোর তপস্শাক্ষিয়াদ্বিগ্ৰহণ তাহা
টনের প্রচেষ্টা শিবেব অজানা ছিল না। পূর্ববধা স্মরণ করাইয়া শিব পার্শ্বভীকে
বলিতেছেন,—দক্ষবক্ষে তোমার দেহভ্যাগের পরে আমিও ক্ষম্যে শোক হইল। তোমার
বিরোগে বড় দুঃখ অনুভব করিলাম। বিরাগবশে তন্দ্রা, বন, গিরি, নদী ও ভূত বিচিত্র
লাগিলাম। সেই সময় চমেক পর্কত হইতে দুবে এক নীল পর্কতে এক কাবভূষণ্ডী
সন্ধান পাই। সে পর্কতের উপর গছেব তলায় ধ্যান করে। জপ যন্ত্র কবে, হৃদয়জন
ব্যতীত তাহার অস্ত্র শাস্ত্র নাই। সে গ'ড়ের নীচে বসিয়া হবি প্রসঙ্গে আলোচনা করে। চিত্র
রামচরিত সে গান করে আর বহু মরাল তাহা শুনে। অমি তখন মরাল দেহ ধারণ করিয়া
সেই কাণের নিকট হঠতে বামতন্ত বৃক্ষা পুনরায় কৈলাসে আশ্রিত ছিলাম, পণে গরুড়ের
সঙ্গে সাফাৎ। রামতন্ত সখকে গরুড়ের মোহ ও সংশয় ছিল। প্রসঙ্গক্রমে শিব উমা'কে
বলিলেন—তুমি রামের সখকে যে জাতীয় সংশয় পোষণ কর কল্পরূপ সংশয় গরুড়ের
ছিল। গরুড় কাকভূষণ্ডীর নিকট রামসখকে বহু প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এইবার কাণ-
ভূষণ্ডী ও গরুড়ের কথা বলিওঁছি শুন,—যখন বসুনাথ ইক্ষজিতের সঙ্গে যুদ্ধের বেলা
খেলিতেছিলেন সে সময় তিনি ইক্ষজিতের হাতে বঁধা পড়েন। সেই দিনেই পাট্টাবর
জ্ঞান নারদ গরুড়কে পাঠান। সপ্তভক্ষ গরুড় আগামীর বন্ধন কাটিবার পদ চক্রিৎসা
কিন্তু তাহার মনে বিচাৰ উপস্থিত হইল,—শুক ব্রহ্ম, মায়ামে হাতীক পবিত্র মিনি জবাব
হইয়াছেন তাহার নিজের কিছু শক্তি নাই, তুচ্ছ বাক্ষস তাহাকে বধন করিল, এই
বিষয়ে মনে বহু তর্ক উঠিয়া পর গরুড় নারদ বিনিট সংশয়ের পদ বসল। তখন
সে কাণা শ্রুতিয়া নারদ ত গাব প্রতি দয়াদয়বণ হইয়া বলিলেন,—রামের পদ পবল,
সে মায়া জ্ঞানিগণেব চিত্ত চুরি কবে। সে মায়া আমাকে অনেক বাধন চাইয়া ছে সেই তা
তোমাকেও পাইবা বলিয়াছে। তখন গরুড় ব্রহ্মা বিনিট নিজ সংশয়ের পদ জানাইল।
ব্রহ্মাও নারদের মত হবি-মায়া'র অসামান্য প্রভাবের কথা জানাইয়া বলিল,—উহা
আমাকেও অনেকবাধ নাচাইয়াছে। তবে আবো বলিলেন,—মহেশ্বর রামের শক্তি বধা
জানেন। তখন কাতব হইয়া গরুড় যখন শিবেব নিকট যাইতেছিল তখন বৈলাসের পথে
শিব যাইতেছিলেন। শিব বলিলেন,—দীর্ঘদিন সাধুসঙ্গ বব তাহার পর বাস-বধা শ্রুতলে
ব্যাপার ঠিক বুঝিতে পারিবে। এই সাধুসঙ্গ প্রসঙ্গে কাবভূষণ্ডীর বিচয় প্রদান করিয়া শিব
তাহার নিকট গরুড়কে যাইতে বলিলেন। সংস্র মোহনাশের ওরুই উপায়। সেইসাথে
রামশব্দে ভক্তি হয়। ভক্তি না হইলে সোঁগ, জপ জ্ঞান, বৈরাগ্য-বোনা চর্চা-বৃত্তি-
তত্ত্ব জানা যায় না। গরুড়ের নিশ্চয় অভিমান হইয়াছিল; বরগাধিন তাহা চূর্ণনা
করিলে ভক্তির উদয় হইবে না, তাহা শিব তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন। যেহেতু গরুড়
পক্ষিরাঙ্গ সেজ্ঞ পক্ষীর ভাষা বুঝিতে কাকভূষণ্ডীর কাছে ব্যাপারটি বুঝাই হইবে।
তখন শিব তাহাকে কাবভূষণ্ডীর নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা জানিতে বাতচেন।

গরুড় কাকভূষণীঃ কাছে শিবের কথা মত উপস্থিত হইলেন এবং রামকথা শুনিতে উৎসুক হইলেন।

রামানন্দের শিকারে কাকভূষণী সবিত্তারে আভোপান্ত রামের জন্ম হইতে রাবণবধ পর্যন্ত গরুড়ের সংশয়নাশ সকল বর্ণনা করিল। যেমনটি রামায়ণে বর্ণিত আছে তাহা বুঝাইলে তাহের অকৃত চরিতকথা গরুড়কে মুগ্ধ করিল এবং গরুড়ের রামচরণে ভক্তি হইল এবং নিজের মোহজন্য কুর্গা বোধ করিল। মোহের প্রক্ষেপে কাকভূষণী বলিল কে না মোহের অধীন? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্যগ্য সকলই মায়ার পরিবার। শিব-ব্রহ্মাও ইহার হাত হইতে মুক্তি পান না। এই মায়ার পরিবারের সহায়ক হইতেছে দম্ভ, কপটতা ও ভণ্ডামি। একমাত্র রামরূপেতে এই মায়ার পরিবারের হাত হইতে মুক্ত হওয়া যায়। প্রভু রাম নিঃশব্দ, নির্দম্ভ, নিঃশল, মোহশূন্য, নিরঞ্জন ও করুণাধার। ভক্তের জন্ত তাঁহার রাজ্য দেহ ধারণ। সাধারণ মানুষের মত থাকিয়া পবিত্র জীবনধারণই তাঁহার কর্ম। সকলই তাঁহার নটের বেশ। কোনটাই তাঁহার নিজের নয়। মায়ার বশীভূত ব্যক্তি নিজের অজ্ঞতা রামের উপর আরোপ করে। তখন কাকভূষণী রামচন্দ্রের বাণশীলাতে তাঁহার সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহার পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলিল,—এক সময় আমি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত উড়িয়া গেলেও বালক রামকে আমার পিছু পিছু চলিতে দেখিয়াছি। প্রত্যেক ভূবনে ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মুনি, দিকপাল ও পশুপক্ষী থাকিলেও এবং সৃষ্টিবৈচিত্র্য ভিন্ন হইলেও রাম প্রভু এক ও অনন্ত। অনেক ব্রহ্মাও শত কল্প ধরিয়া সুরিয়া তাঁহার মথোই অনন্ত ভূবন আছে প্রত্যক্ষ করিয়া আমি অভিজ্ঞ হইলাম। একবার বর দিতে চাহিলে কাকভূষণী ভক্তিবর প্রার্থনা করিয়াছে বলিল। ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এসকলের মূল হইল ভক্তি। ব্রহ্মা যতই ভক্তিহীন হইলে সাধারণ জীবের মত রামের প্রিয় হন। অর অতি নীচ প্রাণীও ভক্তিমান হইলে সে রামের প্রাণপ্রিয় হয়। কাকভূষণীর সার কথা হইল—ভগবান ভাবের বশীভূত, তিনি স্রষ্টার আশ্রয় ও রূপাধার। মদ, মান ভ্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভজন করিলেই সর্কার সিদ্ধি হয়। তখন গরুড় কাকভূষণীর ইতি-কথা জানিতে চাহিয়া বিজ্ঞাণা করিল,—কিনের বলে কাল তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইরাছি। তখন কাকভূষণী গরুড়কে তাহার প্রথম কল্পের জীবনকথা পরিচয় দিল এবং বর্তমান যুগের ধর্মতত্ত্বের যে পরিচয় দিল তাহাতে কলিকালের এক বিকৃত কালের পরিচয়ে কহিল,—এসুগে সর্কপ্রকারে ধর্ম বিগর্হিত কাজ অচ্যুতি হইতেছে। চারি বর্ষব্যর্থ ও চারি আশ্রয় লুপ্তপ্রায়। হরিভক্তি লুপ্তপ্রায়, এখন যোগী ও সন্ন্যাসী ধনী, গৃহী দরিদ্র, দুর্নীতিতে দেশ ভরিয়া গিয়াছে। সকল স্তরের লোক কল্যাচারী। কলিযুগে কপটতা, ভেদ, দম্ভ, ঘেব ও ভণ্ডামির প্রভাবই খুব বেশী। রামচরণে প্রীতি এই সকল দুর্নীতি হইতে রক্ষার উপায়।

অধিকার-ভেদে জ্ঞান অবশেষে গরুড় জ্ঞান ও ভক্তির প্রভেদ গোণায় এ প্রস্ত করিল।
ও ভক্তি-ভেদ রহস্য উত্তরে ভূষণী বলিল,—মূলতঃ দুইটির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

জ্ঞান ও ভক্তি— দুইই মলারজনিত দুঃখ দূর করে। তবে কি জ্ঞান—নারী হইল বিজ্ঞান। তাহার হাত হইতে মহাজ্ঞানীও মুক্তি পায় না। নারী ও ভক্তি দুইই ত্রীযুগমধ্যে গণ্য। রঘুপতি ভক্তির প্রতি অহুঙ্কার তার অস্ত্র মারা তাঁহা হ'তে ভয় পায়। ভক্তির নিকট নারী লক্ষ্যেই হয়। মারার বন্ধন বড় কঠিন। এই মারার একনেই জ্ঞানী জীবও সংসারী হয়। জ্ঞানের বিষয় বুঝা কঠিন, বশ্য কঠিন, উহার সাধনাও কঠিন। হরিভক্তিতে-মোক্ষ সুখ ত থাকেই মারাও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। একমাত্র ভক্তিতে সংসার বন্ধনের মূল অজ্ঞানের নাশ বত সহজে সাধারণ অধিকারীর পক্ষে হয় জ্ঞানপথে ভেদন হয় না। রঘুবীরের প্রতি দেব-সেবক ভাবেই সকল দুঃখের অবসান হয়। অতঃপর গরুড় ভূযত্তীর নিকট আর লাটটি ভটিল প্রেমের উত্তর জানিতে চাহিল। এইভাবে সকল সংশয়ের নিরসন করিয়া কাকের নিকট নাস্ত্র অঙ্গীকার করিয়া স্বয়ং রঘুবীরের নিকট রাখিয়া গরুড় বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল। শিব উমাকে কাকভূষণী গরুড়ের সকল বৃত্তান্ত বলিয়া কহিলেন,—‘উমা! সেই কুল ধন্য, অগণপুত্র্য ও পবিত্র যে কূলে বিনীত ও রঘুবীরভক্ত অন্নগ্রহণ করে।’

গোবামী তুলসীদাসের রামায়ণ-ব্যাখ্যান কালাগোবামী ভক্তিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। রামচরিত আশ্রয় করিয়া তিনি ভক্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার এই তত্ত্বের উপাত্ত। হইয়াছেন শিব ও কাকভূষণী এবং বিশ্লেষণাত্মক প্রশ্ন করিয়াছেন উমা ও গরুড়। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতীয়তা, ও মানবতাকে শিক্ষাদান জন্য এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ রামায়ণ আশ্রয় করা হইয়াছে। বাস্তবিকরামায়ণ, বোগবাসিন্ধুরামায়ণ ও অধ্যাত্মরামায়ণ স্ব স্ব কালের উপযোগী তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই কালের উপযোগী ব্যাখ্যান এই তুলসীরামায়ণে উমা-মহেশ্বর ও ভূষণী-গরুড় উপাখ্যানের মাধ্যমে গোবামী ভক্তিতত্ত্ববিশ্লেষণ দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন। বোগবাসিন্ধু রামায়ণের ভূষণী জ্ঞানতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। রাম-বন্দি-সংবাদে সেখানে ভূযত্তীর উপাখ্যান বিবৃত করা হইয়াছে। এখানে শিব-উমা-সংবাদে ভূষণীকাকের কথা বলা হইয়াছে এবং ভূষণী স্বয়ং আত্মজীবনী পরিচয় প্রসঙ্গে ভক্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মধুর পরিবেশে জীবনকে মাধুর্যমণ্ডিত করিতে এই শিক্ষার প্রয়োজন কলিযুগে অপরিহার্য বলিয়া গোবামী মহোদয় এই উপাখ্যান দুইটির আশ্রয়ে রামায়ণের উত্তরকাণ্ড বিশ্লেষণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক রামায়ণের উত্তর-কাণ্ডের সহিত ইহার মিল নাই।

আধুনিক সাহিত্যে ভারতের ঐতিহ্য বলিতে কালজয়ী সংস্কৃতি—বেদাশ্রমী ধর্ম ও সভ্যতা। রামায়ণের নিজস্ব ভারতের এই প্রধান অবদান স্বর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ এবং বহুবংশের উপাখ্যান—বেদাশ্রমী খ্যানরামায়ণ ও মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম দুই মহাকাব্যের ঐতিহাসিক অংশ কত, আর রূপকাংশ কত তাহা লইয়া ওর্ক বিতর্কের অন্ত নাই। এমন কি সভ্য কতটুকু আর রক্তনা কতটুকু তাহার মাপকাটি বাচুলচেরাভাগ করিতে সমালোচকের অভাব নাই। বর্ণশ্রমসমাজের গূঢ় রসত এই মহাকাব্য চোখে পড়িত। আদর্শ সমাজ গঠনে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও মানবতার ধারার মধ্যে বৈশাঙ্কভৌমিকতা।

আছে তাহার কালোপযোগী জীবন বা সমাজতত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। যুগভেদ করিয়া এই দুই মহাকাব্যে সকল যুগের শিক্ষা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। চারিটি যুগ বর্ণনা—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগের বিশ্লেষণ করিতেই যেন ইহাদের কার্যকারিতা। ত্রেতাযুগের অবতার রামচন্দ্র, দ্বাপরের যজুবংশী শ্রীকৃষ্ণ, মহাপ্রবৃত্ত মহাসমুদ্র; তাহার ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণের মধ্যে ত্রেতাযুগের রামায়ণের স্থান আছে। তাৎকালিক মহাসমুদ্রের বাল্যযোগী বিশ্লেষণ সেই সেই কালের বস্তুরাই করিয়াছেন। এ যুগেও সাহিত্যরূপে তাহার সার্বভৌম স্থান বিশ্বের সর্বত্র হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণের কালোপযোগী ব্যাখ্যা তাৎকালিক হইয়াছে। মহাভারতের কেবল শ্রীমদ্ভগবৎগীতাই যেন তাহার স্থান করিয়া মহাভারত-সাহিত্যের উজ্জ্বলতম মণিরূপে পৃথিবীতে সমাদর লাভ করিতেছে। আর বাস্তবিক বাস্তব আশ্রয় বহিরা মুখ্যতঃ যোগবাস্তব রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ ও রামচরিতম্নামক বিভিন্ন কালের বার্তা বহন করিতেছে। এই যুগের বার্তা বহন করিতে রামচরিতম্নামক স্থান ভরবত্ত। অধ্যাত্মরামায়ণে বাসীশত আছে।

জীবনের দুর্ভেদ্য বস্তুকে উদ্ভেদন বহিরা তাহার আনন্দময় সত্য উপলব্ধি—পরিবর্তন বা সমাজে তাহা বিতরণ বহিরা য পবিত্রেশ্বর্য্যের সামাজিক জীবন ধরু হয় তাহাই এই মহাকাব্যের কালোপযোগী ব্যাখ্যাতে প্রকট করা হয়। বস্তুতঃ বস্তুবাদ মূলক নীতিতে ভারতবর্ষের এই মহান ঐতিহ্যকে আজ বিসর্জন করিতেই যেন অতি বাস্তব হইয়াছে। সমাজে ও ব্যক্তির উচ্চতর পথে অভিযানের যে দিক তাহা সে বস্তুতঃ বিজ্ঞানের দিক। আনন্দময়, ব্রহ্মতত্ত্বের দার্শনিক বিশ্লেষণ হইতেও মানুষ গ্রহণ করবে না। বিশেষতঃ এই যুগের বস্তুবাদী বা বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানবাদী সমালোচনাতেই তাহা পবিত্রমাশ্রিত কবে; কোন এক আদর্শবাদী ভগবৎসাম্প্রদায় মহাপুরুষকে আশ্রয় করিয়া তাহা পালন করিতে চাচে না। সাহিত্যের ভগবৎদৃষ্টিভঙ্গি চৈতন্য মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ পবনহংস, শ্রীঅবিনন্দ প্রভৃতি তাহাদের জীবন বেদের মধ্য দিয়া বর্তমানযুগে প্রচার করিলেও তাহা পালন করিতে চাচে না। সাহিত্যের ভগবৎদৃষ্টিভঙ্গি চৈতন্য মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ পবনহংস, শ্রীঅবিনন্দ প্রভৃতি তাহাদের জীবন বেদের মধ্য দিয়া বর্তমানযুগে প্রচার করিলেও তাহা পালন করিতে চাচে না। সাহিত্যের ভগবৎদৃষ্টিভঙ্গি চৈতন্য মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ পবনহংস, শ্রীঅবিনন্দ প্রভৃতি তাহাদের জীবন বেদের মধ্য দিয়া বর্তমানযুগে প্রচার করিলেও তাহা পালন করিতে চাচে না।

রামায়ণের এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে দৈনন্দিন জীবনে বা সমাজজীবনে প্রতিফলিত করিবার ধারাবাহিক ক্রম বস্তুতঃ পহজ, সবল, সুখবোধ্য এবং চিত্তাবর্ষকরূপে মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এমন কোন গ্রন্থ করে কি না সন্দেহ। কালোপযোগী বিশ্লেষণ এই ব্যাপারটিকে আরো সজ্ঞ করিয়া তোলে। রামায়ণ বর্ণনা করিতে কলিযুগের প্রভাব বা বস্তুতাত্ত্বিকতার সাময়িক জয়েব ও ব্যাখ্যাতার মুখ দিয়া প্রকাশ করা হয় বাহ্যিক জগৎ উদ্যম-মহেশ্বর বা কাকভূষণ-গন্ধের আবশ্যকতা। প্রাচীন ঐতিহ্যকে কালোপযোগী সাহিত্যে রূপান্তরিত করিয়া মনকে উন্নততর স্তরে উন্নীত, করিয়া ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বিভিন্ন যুগের পৌরাণিকগণ বিবেচনা করেন। সাহিত্যের বস্তুতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ও সাহিত্য হইতে আত্মরক্ষাও প্রয়োজন ইহাও প্রয়োজন ভারতে সর্বযুগে থাকিবে। আজ বস্তুতাত্ত্বিক

আকাশচুম্বী প্রাণাধোপরি বা তদুর্দ্ধে অধিষোহণের পথে যে জনসাধারণকে উন্নীত করা বাকি নাই তাহা বর্তমান যুগের নেতৃগণ নিশ্চয় অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছেন। তাহাদের হস্ত মানস সম্পৎ উন্নত রাখিতে এই সাধারণের মত সাহিত্যসম্বল হইবে। বিশেষশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গরূপে ইহার সার্বভৌমিকতা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন। বস্তু-তত্ত্ববাদ ত ॥ নব্যবিজ্ঞ ॥ বৈজ্ঞানিক চুষ্টির উপরে সামগ্রিক ক্ষুদ্র আরোপে শিক্ষাক্ষেত্রে জাহাজডুবির স্থায়ী এক উৎকট সমস্তা আজ আসিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে আরো আসিবে। তাহা হইতে আত্মরক্ষার পথ—শিক্ষায় ও দীক্ষায় ভারতীয় ঐতিহ্যগত প্রগতির অবর্তনমূলক প্রচেষ্টা। তাহার প্রথম স্তরে এটি—উন্নয়ন-সংবাদ ও কাকভূবত্তী-গুরুত্ব-সংবাদের মাধ্যমে যেতাত্ত্বিক ১। যোগ্য ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণ। কে উন্নয়ন-সংবাদ আর কে কাকভূবত্তী কে বা গুরুত্ব হইবে বা ন পাঠ্যবর্গ করিবেন। আজও তাহাদের প্রয়োজন সমভাবে আছে। আমাদের মধ্যে অদর্শবাদী সত্যপ্রিয় ব্যাখ্যাভূষণে আবর্তিত যুগে যুগে ঘটিবে।

চমকপ্রদ ভ্রমসংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৮৭	২৬	বিহ্বা	বহুধা
১০০২	২১	অথ হয় লভে	অথী হয়, লভে
১০১২	১৯	ম অভিমানা	মন অভিরামা
১০২৩	৯	কামার	কামারি
১০২৫	৩২	তিনি শুনি'	তিনি শুনি
১০৬৬	১২	মায়া-বস	মায়া-বশ
"	১৫	মানস হরস	মানস হরস
১০৬৭	১০	করিনু গমন	করিনু গমন
"	১৪	নীতির আধার	নীতির আধার
১০৮০	১৭	তথাপি হেরিয়া	(শিব ক'ন—) তথাপি হেরিয়া
"	২১	কোন জন্মে	(বিপ্র ক'ন—) কোন জন্মে
১০৮২	২	ত্রিজগতে	(কাক ক'ন—) ত্রিজগতে
"	২	তমু ধরি'	তমু ধরি
১০৮৪	২	নিগুণ স্থাপন	নিগুণ স্থাপন
১০৮৫	৯	হানি' কিছু	হানি কিছু
১০৮৬	৯	তা'রে	তাহে
১০৮৮	২	মনের-মাঝার	মনের মাঝার
১০৮৯	১০	জানি'	জানি
১০৯২	৫	সম্বরণভাস	সম্বরণভাস:
১১০৪	৪	কহিনু	এই যে কহিনু
১১০৮	৩০	সাধুতা	সাধুতা

সূচীপত্র

রামচরিতমানস উত্তরকাণ্ড অষ্টম খণ্ড

ভূমিকাংশ—

পৃষ্ঠা

রামায়ণের শিকা বনাম কাকভূষণী-গরুড় এবং উমা-মহেশ্বরতত্ত্ব ক-২৬—ক-২৯

অনুসংশোধন—অষ্টম খণ্ড ক-২৯

সূচীপত্র ক-১০০

মঙ্গলাচরণ—সংস্কৃতশ্লোক ২৫১—২৫২

রামের অধোধ্য প্রত্যাগমন দোহা

রাম-ভরত-মিলন ও দেবলমাগম ১—১১ ২৬২—২৭৩

রামের রাজ্যাভিষেক এবং নারদের রামস্ততি ১২—১১ ২৭৫—১০১০

কাকভূষণী-চরিত এবং গরুড়ের নিকট রামায়ণ বর্ণনা ৫২—১২ ১০১১—১০১৩

১০২২—১০২৪

কাকভূষণীর মোহতত্ত্ব বর্ণনা এবং রামলীলা বর্ণনা ৭০—২২ ১০২৫—১০৫৫

কাকভূষণীর পূর্ণজন্ম কথা এবং কলিকাল বর্ণনা ৩৩—১০৪ ১০৫৫—১০৬৭

কাকভূষণীর অভিষাপ-বরণাভ এবং ১০৫—১১৫ ১০৬৬—১০৬৭

রামের লঙ্কণ-নির্গুণরূপ বিশ্লেষণ ১০৭৫—১০৮৮

কাকভূষণীবাণে গরুড়ের জ্ঞানোদয় ও বিষ্ণুমায়াবিশ্লেষণ ১১৫—১১৮ ১০৮৮—১০৯৪

জ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্বের পার্থক্য বিশ্লেষণ ১১৯—১২০ ১০৯৪—১০৯৯

গরুড়ের প্রসঙ্গগুণ ও কাকভূষণীর প্রত্যাশ্রয় ১২১—১২৩ ১০৯৯—১১০১

গরুড়ের গংশর-নিরাগাতে বৈকুণ্ঠগমন ১২৪—১২৫ ১১০১—১১০১

হরণার্শ্বভী-সংবাদ বনাম গরুড়-ভূষণী-সংবাদ ১২৬—১৩০ ১১০৫—১১০৮

গ্রহকার বংশ পরিচয় ১১১০—১১১৪

প্রাচীন আধ্যাত্ম ও দাক্ষিণাত্যের মানচিত্র ১১১৫

অনুসংশোধন সপ্তম খণ্ড, নবাক্ষপারায়ণ খণ্ড ও দ্বৌকসংখ্যাপরিচয় ১১১৬

তথা রামচরিতমানসের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণাত্মক পরিচয় ১১১৬

সারসংক্ষেপ—প্রথমোংশ ১—৫৪ দোহা পর্যন্ত ১০১৪—১০২২ পৃষ্ঠা

মধ্যমাংশ ৫৫—১০৮ ,, ১০৬৭—১০৭৫ ,,

উত্তরোংশ ১০৯—১৩০ ,, ১১০৮—১১১৬ ,,

বি, অ, — ১১০০ পৃষ্ঠা হইতে ১১১০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রণস্থলে অক্ষত ২০০০ পৃষ্ঠা ২০১০ পৃষ্ঠা
পর পর ছাপা হইয়াছে।

ঐগণেশায় নমঃ
 জ্ঞানকীবল্লভো বিজয়তে
শ্রীরামচরিতমানস—৮ম অঙ্ক
 সপ্তম সোপান—উত্তর কাণ্ড

শ্লোক

কেকীকণ্ঠানীলং সুরবরবিলসমিপ্রপাদাজ্জিহ্বং
 শোভাভ্যং পীতবস্ত্রং সরসিজনয়নং সৰ্বদা স্ত্রপ্রসন্নম্ ।
 পাণৌ নারাচচাপং কপিনিকরযুতং বজ্রনা সেব্যমানং
 নৌমীড্যং জানকীশং রঘুবরমনিশং পুষ্পকারুটরামম্ ॥১
 কোসলেস্ত্রপদকঞ্জমঞ্জুলৌ কোমলাবজমহেশবল্লভৌ ।
 জানকীকরসরোজলালিতৌ চিন্তকশ্চ মনভূজসঙ্গিনৌ ॥২
 কুন্দইন্দুরগোরসুন্দরং অম্বিকাপতিমভীষ্টসিদ্ধিমম্ ।
 কারুণীককলকঞ্জলোচনং নৌমি শঙ্করমনজমোচনম্ ॥৩
 রহা এক দিন অবধি কর অতি আরত পুর লোগ ।
 জই তই সোচহি' নারি নর কুস তন রাম বিয়োগ ॥
 সগুন হোহি' স্তন্দর সকল মন প্রসন্ন সব কের ।
 প্রভু আগবন জনাব জন্ম নগর রম্য চহ' ফের ॥
 কোসল্যাদি মাতু সব মন অনন্দ অস হোই ।
 আরউ প্রভু শ্রী অনুজ জুত কহন চহুত অব কোই ॥
 ভরত নয়ন ভুজ দক্ষিণ ফরকত বারাই' বান্ন ।
 জানি সগুন মন হরষ অতি লাগে করন বিচার ॥

পদ্মান্বাদ

কেকিকণ্ঠ-সম নীলতমুধর ভৃগুপদচিহ্ন-ধারী সুরবর ।
 চারুভামণ্ডিত পীতবস্ত্রধর কমলনয়ন সদা ভোষপর ॥

বাংলা অর্থ—বিপ্রপাদাজ্জিহ্বম্—ভৃগুপাদপদ্ম চিহ্নধারা শোভিত (দেহ) ; ইড্যং—
 পূজনীয় ; পদকঞ্জমঞ্জুলৌ—সুন্দর পাদপদ্ম দুইটি ; করসরোজলালিতৌ—করপদ্মধারা
 সমাদৃত (দুই পদ) ; মনোভূজসঙ্গিনৌ—মানসকণ্ঠী ভ্রমরের সহচর ; কারুণীককমলকঙ্-
 লোচন—করণাপূর্ণ সুন্দর নয়নপদ্ম (ঘোঁসার) ; অনজমোচন—কামরূপে হইতে মুক্তিদান-
 কারী ; অবধি কর—নির্দিষ্ট নীতি-দিনের ; জনাব—জানাইয়া দেয় ; ফের—দিক ;
 ফরকত—স্পন্দিত হইল ; অধারা—প্রাণধার ; কিথৌ—না কি ; বিসরায়াউ—ভুলিলেন ;
 কোরী—কোটি ; জন—সেবকজন ; কাউ—কহু ; সগুন—শকুনি, চিহ্ন ; জলজাত—
 পদ্ম ; সব কের—সবাকার ; হোত—হইল ; চহ—চারি ; (হো—১ ক, খ)

নারাচ-ধনুক-রোপণে মিশুণ কপিতে যেষ্টিত জাতু-সহচর ।
 পুষ্পকাধিরূঢ় রঘুকুলমেনতা আনকীবল্লভে হই' জুতিপর ॥১
 কোশলমুপতি পাদপদ্মযুগ যুদ্ধমনোহর শিবব্রজা-পূজে ।
 সীতাকরণায় লালিছে বাহারে চিত্তাশীল-চিত্ত-অলি যেথা গুঞ্জে ॥২
 কুলশশিশিখ-সমগৌরবর্ণ অম্বিকার পতি অতীষ্টসিদ্ধিদ ।
 দীনে দয়াপর চারুপদ্মনেত্র শঙ্করে নগিনু অনঙ্গমুক্তিদ ॥৩

মোহা— অবধিকালের আর এক দিন বিরহার্ন্ত পুরবাসী জন ।
 যেথা সেথা শোকী কশনরনারী রামভরে ব্যাকুলিত মন ॥
 স্মরণলচিহ্ন সব দেখা গেল চিত্ত তুষ্ট রহে সবাংকার ।
 প্রভু-আগমন জানাইছে যেন চতুর্ভিতে চারুভাষার ॥
 কোশল্যাঙ্গি মাভা সনাকার মনে এহেন আনন্দ উপজিল ।
 আসিছেন প্রভু সসীতালক্ষণ কেহ কেহ কহিতে চাহিল ॥
 ভরত-নয়নে দক্ষিণ-বাহুতে স্পন্দন হইল বার বার ।
 স্মরণল জানি' হরষিত মনে লাগিলেন করিতে বিচার ॥

মূল

চৌ—রহেউ এক দিন অবধি অধারা । সমুদ্রত মন দুখ ভয়উ অপারা ॥
 কারন কবন নাথ নহি' আয়উ । জানি কুটিল কিধো' মোহি বিসরায়উ ॥১
 অহহ ধনু লহিমন বড়ভাগী । রাম পদারবিন্দু অমুরাগী ॥
 কপটী কুটিল মোহি প্রভু চীনহা । তাতে নাথ সঙ্গ নহি' লীনহা ॥২
 জো' করনী সমুঝে প্রভু মোরী । নহি' নিস্তার কলপ সত কোরী ॥
 জন অবগুন প্রভু মান ন কাউ । দীন বন্ধু অতি মৃদুল স্নভাউ ॥৩
 মোরে জির' ভরোস দৃঢ় সোজি । মিলিহহি' রাম সগুন স্নত হোজি ॥
 বীঠে অবধি রহহি' জো' প্রানা । অধম কবন জগ মোহি সমানা ॥৪

মোহা— রাম বিরহ সাগর মই ভরত মগন মন হোত ।
 বিপ্র রূপ ধরি পবনস্নত আই গয়উ জম্বু পোত ॥১ক॥
 বৈঠে দেখি কুসাসন জটা মুকুট কুস গাত ।
 রাম রাম রঘুপতি জপত অবত নয়ন জলজাত ॥১খ॥

পত্নাহ্বান

চৌ—নিরূপিত কাল হ'তে বাকী এক দিন । ইহা চিন্তি' মন ভারী দুঃখেতে মলিন
 আজিও কি হেতু প্রভু নাহি আসিলেন । কুটিল জানিয়া বুঝি মোরে ভুলিলেন ॥১
 অহো! সে লক্ষণ ধনু বড় ভাগ্যধর । রামপাদপদ্মে নিত্য অমুরাগপর ॥
 কপটী কুটিল বলি' মোরে চিনিলেন । সেই হেতু প্রভু নাহি সঙ্গে লইলেন ॥২

প্রভু যদি ক্রটি হেরে করমে আমার । শতকোটি করে মম নাহিক বিচার ॥
 সেবকের অপগুণ প্রভু নাহি মানে । তবে তাঁ'রে দীনবন্ধু যুগ বলি' জ্ঞানে ॥৩॥
 মম হিয়া করে দৃঢ় আশার পোষণ । বুকাইছে চির শুভ রামের মিলন ॥
 কাল পার হ'লে যদি রহিবে পরাণ । ধরা-মাঝে অধমকে আমার সমান ? ৪
 দোহা— রাঘব-বিরহ সাগর-মাঝারে মগ হ'ল ভরভের মন ।

নৌকা-সম সেথা আসি' উপনীত বিপ্রের গী পবন-মনন ॥১ক॥

আসীন হেরিল কুশের আসনে জটা শিরে কৃশ তরু তার ।

রঘুপতি রাম জপে অবিরাম আঁখি-পদ্ম ভরা অশ্রুভার ॥১খ॥

মূল

চৌ—দেখত হনুমান অতি হরষেউ । পুলক গাত লোচন জল বরষেউ ॥

মন মই বহুত ভাঁতি স্মৃথ মানী । বোলেউ শ্রবন সুধা সম বানী ॥১

জানু বিরই সোচছ দিন রাভী । রটছ নিরন্তর গুন গন পাঁতী ॥

রঘুকুল তিলক সজ্জন স্মৃথদাতা । আয়উ কুসল দেব মুনি জাতা ॥২

রিপু রন জীতি সজ্জন স্মর গাবত । সীতা সহিত অনুজ প্রেতু আবত ॥

স্ননত বচন বিসরে সব দুখা । তুষাবন্তু জিহ্মি পাই পিযুষা ॥৩

কো তুমহ তাত কহী তে আএ । মোহি পরম প্রেম বচন স্মনাএ ॥

মারুত স্মৃত মৈ' কপি হনুমান । নাযু মোর স্মৃথ কৃপানিধানা ॥৪

দীনবন্ধু রঘুপতি কর কিঙ্কর । স্ননত ভরত ভেঁটেউ উঠি সান্নর ॥

মিলত প্রেম নহি' হৃদয়' সমাতা । নয়ন অবত জল পুলকিত গাতা ॥৫

কপি তব দরস সকল দুখ বীতে । মিলে আজু মোহি রাম শিরীতে ॥

বার বার বুকী কুসলতা । ভো কহ' দেউ' কাহ স্মৃথ জাতা ॥৬

এহি সন্দেস সরিস জগ মাহী' । করি বিচার দেখেউ' কহু নাহী' ॥৭

নাহিন তাত উরিন মৈ' তোহী । অব প্রেতু চরিত স্মনাবহ মোহী ॥৮

তব হনুমন্ত নাই পদ মাথা । কহে সকল রঘুপতি গুন গাথা ॥

কহু কপি কবছ' কৃপাল গোসাঞি । স্মিরহি' মোহি দাস কী নাই ॥৯

ছন্দ— নিজ দাস জ্যো' রঘুবংশভূবন কংছ' মম স্মিরন করয়ো ।

স্মনি ভরত বচন বিনীত অতি কপি পুলকি তন চরননহি পরয়ো ॥

রঘুবীর নিজ মুখ জানু গুন গন কহত অগ জগ নাথ জো' ।

কাহে ন হোই বিনীত পরম পুনীত সদগুন সিদ্ধু সো' ॥

দোহা— রাম প্রান প্রিয় নাথ তুমহ সত্য বচন মম তাত ।

পুনি পুনি মিলত ভরত স্মনি হরষ ন হৃদয়' সমাত ॥২ক॥

সোরঠা— ভরত চরন সিরু নাই তুরিত গয়উ কপি রাম পহি' ।

কহী কুসল সব জাই হরষি চলেউ প্রেতু জান চটি ॥২খ॥

চৌ—হুসুমানের হেরি' হ'ল অঙ্গি হরষিত। পুলকিত দেহ আঁধি বারিতে পুরিত ॥
 মন-নাথের বহুবিধি সুখ মানি' গয়। অমৃত সমান বাণী তখন সে কয়— ১
 বিপ্লব বাহার চিত্তি' রহ অধিরাম। সত্ত ৩টিছ যা'র সব গুণগ্রাম ॥
 রঘুকুলমণি সাধু-জনে সুখদাতা। কুশলী ফিরেন এবে দেব-মুক্তিপ্রদাতা ॥২
 জি মিলেন স্নিগ্ধ, দেবে কল্পি যশোগান। সমকক্ষ জীভাসহ আসিয়া পৌঁছান ॥
 ভরত বিন্মরে দুঃখ শুনি' সে বচন। ভূষিত লভিল যেন অমৃত তখন ॥৩
 কে তুমি হে ভাত! কোথা হ'তে আগমন? আমারে শুনাও হেন মধুর বচন ॥
 পশন-মন্দম নাম কপি হুসুমান। এ' বারতা জানি' লও হে কৃপানিধান! ৪
 কীমবন্ধু রঘুপতি-বাস জানো মোরে। শুনিয়া ভরত উঠি' মিলেন সাদরে ॥
 মিলিলে দৌহার প্রেম উথলি' উঠিল। আঁধি-ভরা বারি দেহ পুলকে ভরিল ॥৫
 সব দুঃখ নাশ কপি! তব দরশনে। মিলিলু এখন বটে রামপ্রিয়-সনে ॥
 কুশলী আছ ত তুমি পুছে বারে বারে। শুন জাতঃ! এবে বল কি দিব ভোমারে ॥৬
 এ' বারতা-সম জানো ধরার মাঝার। কিছু নাহি তুল্য আমি করিষু বিচার ॥
 হেন কিছু নাহি বাহে এ'ক্ষণ শোধিবে। প্রভুর চরিত ভাত! এবে শুনাইবে ॥৭
 তবে হুসু তা'র পদে নত করি শিরে। কহে সব গুণ যত আছে রঘুবীরে ॥
 কহ কপি! কৃপাময় প্রভু কি কখন। দাস বলি' আমারে কি কহেন মুরগ ৮
 ছন্দ— নিজ দাস-সম রঘুকুলমণি করিলা স্মরণ মোরে কি কখন।
 পুলকিত কপি পড়িল চরণে শুনি' স্তুবিনীত ভরত-বচন ॥
 চরাচর-নাথ রাম নিজ-মুখে যা'র গুণগানে রহেন মুখর।
 কেন না হবেন তিনি স্তুবিনীত অতি বড় পুত গুণের সাগর ॥
 দোহা— রাম প্রাণপ্রিয় ওহে নাথ! তুমি ভাত! মম সত্য এ বচন।
 শুনিয়া ভরত পুন পুন মিলে হিয়া তা'র হরষে মগন ॥২ক।
 সোরঠা— ভরত-চরণে শির নমি' কপি রাম-পাশে চলেন দ্বিগতে।
 কহিলে কুশল, প্রভু-যানে চড়ি' চলিলেন হরষিত চিতে ॥২খ॥

মূল

চৌ—হরষি ভরত কোসলপুর আএ। সমাচার সব গুরহি সুনাই ॥
 পুনি মন্দির মই বাত জনাই। আবত নগর কুসল রঘুরাই ॥১

বাংলা অর্থ—সোচছ—চিঠা করিতেছে; পাঁভী—পাখি; রটছ—ভ্রমণ করিতেছে;
 বিসরা—হুলিলেন; ভূষাবস্ত—তৃষ্ণার্ত; নহি সমাত—ধরে নাই; বীতে—শেষ হইল;
 গিরীতে—প্রিয়; বুঝী—গ্রন্থ করিলেন; দেউ—দেব; উরিন—অঙ্গী; পরো—
 গড়ন; অগ জগ নাথ—চরাচর প্রভু; স্তুবীরন করো—স্তুত করিলেন। (দো—২ক, খ)

স্মৃত সকল জননী উঠি ধাই । কহি প্রভু কুল ভরত সমুদাই ॥
 সমাচার পুরবাসিন্ধ পাঞ । নর অরু নারি হরষি সব ধাঞ ॥২
 দধি দুর্বা রোচন ফল ফুলা । বর তুলসী দল মঙ্গল মূলা ॥
 ভরি ভরি হেম খার ভামিনী । গাবত চলি' সিদ্ধুরগামিনী ॥৩
 জে জৈসেহি' উঠি ধাবহি' । বাল বৃদ্ধ কই সজ ম লাবহি' ॥
 এক একমুহ কই বুঝহি' ভাই । তুমহ দেখে দয়াল রত্নদাজে ॥৪
 অবধপুরী প্রভু আবত জানী । ভট্টে সবল সোতা কৈ খানী ॥
 বহই স্নহাবন ত্রিবিধ সমীর । ভই সরজু অতি নির্মল নীর ॥৫

দোহা— হরষিত গুর পরিজন অমুজ ভুসুর বন্দ সহেত ।
 চলে ভরত মন প্রেম অতি সন্মুখ কৃপানিকেত ॥৭ক॥
 বহুতক চটী' অটারিগহ নিরখাহি' গগন বিমান ।
 দেখি মধুর সুর হরষিত করহি' স্নমজল গান ॥৩খ॥
 রাব । সসি রঘুপতি পুর সিদ্ধু দেখি হঃসান ।
 বচ্যো কোলাহল করত অমু নারি ভরজ সমান ॥৩গ॥

পঞ্চাশ্রবাদ

চৌ—ভরত কোশলপুরে আসে হরষিত । গুরুরে সকল কথা করে নিবেদিত ॥
 পুত্র রাজ-অন্তঃপুরে জানা'য়ে দিলেন । বুশলী রাঘব এবে নগরে আসেন ॥১
 শুনি' এ'বারতা উঠি' ধায় মাতৃগণ । ভরত প্রভুর বার্তা করে নিবেদন ॥
 এ সংবাদ পুরবাসী যখন লভিল । নরনারী হরষিত সকলে ধাইল ॥২
 দধি দুর্বা গোরোচনা ফল তথা ফুল । মৃতন তুলসীদল মঙ্গলের মূল ॥
 অর্ঘ্যধালে ভরি' সব চলিল ভামিনী । গভেষ্ট-গমনে তাঁ'রা গান আগমনী ॥৩
 চলেন ভেগনি সবে ছিলেন যেমন । বাল বৃদ্ধ কাহাবেও সজে নাহি ল'ন ॥
 এক অমুজনে ডাকি' লাগেন পুছিতে । কৃপাল রামে কি কেহ পেয়েছ দেখিতে ॥৪
 প্রভু-আগমন জানি' অযোধ্যানগর । হইল সকল শুধু শোভার আকর ॥
 বহে সেখা স্নপাবন ত্রিবিধ সমীর । অতীব নির্মল হ'ল সরযুর নীর ॥৫

দোহা— পরিজন তথা অমুজ ও গুরু বিপ্র-সহ ল'য়ে সবা'কারে ।
 চলেন ভরত প্রেম-ভরা মনে কৃপানিধি-সহ মিলিবারে ॥৭ক॥
 বহু নারী চড়ি' অট্টালিকা'পরে নভোমার্গে হেরিল বিমান ।
 হেরি' হরষিত স্নমধুর সুরে করে তা'রা স্নমজল গান ॥৩খ॥
 রাম পূর্ণ শশী পুর সিদ্ধু-সম—হেরি' সিদ্ধু শশী হরষিত ।
 কোলাহল করে সেখা যত নারী করি তা'রে ভরজে তুলিত ॥৩গ॥

মূল

চৌ—ইহাঁ ভানুহুল কল্লম দিযাকর। কপিলহু দেখাবত নগর মনোহর ॥
 স্নান কপিল অঙ্গন লঙ্কেশ। পাবন পুরী রুচির যহ দেশ ॥১
 জগন্নি সব বৈকুণ্ঠ বখানা। বেদ পুরান বিদিত জগু জানা ॥
 অবধপুরী সম প্রিয় মহিঁ সোউ। যহ প্রসঙ্গ জানই কোউ কোউ ॥২
 জগন্মুমি মম পুরী সুহাবনি। উত্তর দিসি বহ সরজু পাবনি ॥
 জা মজ্জন তে বিনহিঁ প্রয়াস। মম সমীপ নর পাবহিঁ বাস ॥৩
 অতি প্রিয় মোহি ইহাঁ কে বাসী। মম ধামদা পুরী সুখ রাঙ্গী ॥
 হরবে সব কপি স্তনি প্রভু বানী। ধন্য অবধ জো রাম বখানী ॥৪

দোহা— আবত দেখি লোগ সব রূপাসিদ্ধ ভগবান।
 নগর মিকট প্রভু প্রেরেউ উতরেউ ভূমি বিমান ॥৪ক॥
 উত্তরি কহেউ প্রভু পুষ্পকহি তুমহ কুবের পহিঁ জাহ।
 প্রেরিত রাম চলেউ সো হরমু বিরহ অতি তাহ ॥৪খ॥

পঞ্চাশত

চৌ—রথ হ'তে রবিকুলগন-দিযাকর। দেখালেন কপিগণে পুরী মনোহর ॥
 শুন কপিলর। তথা অঙ্গন! লঙ্কেশ! পবিত্র এ পুরী অতি রুচির এ দেশ ॥১
 যজ্ঞি সকলে জানি বৈকুণ্ঠে বাখানো। বেদে ও পুরাণে লেখা জগতে তা' জানে ॥
 অবোধ্যাপুরীর সম তাও প্রিয় নয়। এ' প্রসঙ্গ জানে শুধু নর কতিপয় ॥২
 এই জগন্মুমি মম পুরী সুশোভনী। উত্তর দিকেতে রহে সরমু পাবনী ॥
 নিমজ্জন করি' যাছে না করি প্রয়াস। নরগণ লভে মম সমীপে নিবাস ॥৩
 অতি প্রিয় সেই মম যার হেথা বাস। সুখরাশি-ভরা পুরী কল্যাণ-নিবাস ॥৩
 কপি হরষিত স্তনি' প্রভুর বারতা। ধন্য সে অবোধ্য রাম বাহার ব্যাখ্যাতা ॥৪
 দোহা— আসিতে হেরিল জনগণ তাঁ'রে যিনি বৈশ রূপার সাগর।
 নগর-সমীপে বিমান রাখিয়া উত্তরেন নিজে ভূমি'পর ॥৪ক॥
 উত্তরিয়া প্রভু ক'ন পুষ্পকরে যাও ভূমি কুবের-সকাশে।
 প্রভুর সমীপে হরবে চলিল তাহে কিন্তু বিরহ প্রকাশে ॥৪খ॥

মূল

চৌ—আশ্রয়ত সঙ্গ সব লোগা। কুস ভন শ্রীঘুবীর বিযোগা ॥
 বামদেব বসিষ্ট মুনিনায়ক। দেখে প্রভু মহি ধরি ধনু সায়ক ॥১

বাংলা অর্থ—রোচন—গোরোচনা; সিদ্ধুরগামিনী—গণেশগমনা; অটরিন্দ—
 ঝোলা বারাতা; রাকা—পুণিমা; বড়ো—বাড়িল; সোউ—তাহাও; সমীপ পাবহিঁ—
 সামীপ্য মুক্তি লাভ করে; ধামদা—পরমধাম দানকারী; বখানী—ব্যাখ্যান করেন;
 তাহু—তাহার; উতরেউ—নাহাও; প্রেরেউ—আদেশ দিলেন; (দো—৩, ৪ ক, খ)

ধাই ধরে গুর চরন সরোবর । অমুজ সহিত অতি পুলক তনোর ॥
 ভেঁটি কুসল বুঝি মূনিরায় । হমারে কুসল ভুগ্ধারিহি দায় ॥২
 সকল দ্বিজনাথ মিলি নায়উ মাথা । ধর্ম ধুরন্ধর রঘুকুলনাথ ॥
 গহে ভরত পুনি প্রভু পদ পঙ্কজ । নয়ত জিনহি সুর মুনি সত্তর অজ ॥৩
 পরে ভূমি নহি উঠত উঠাএ । বর করি কৃপাসিদ্ধ উর লাএ ॥
 শ্রামল গাত রোম ভএ ঠাড়ে । নব রাজীব নয়ন জল বাড়ে ॥৪
 চন্দ্র— রাজীব লোচন স্রবত জল তন ললিত পুলকাবলি বনী ।
 অতি প্রেম হৃদয় লগাই অমুজহি মিলে প্রভু জিহুবন ধনী ॥
 প্রভু মিলত অমুজহি সোহ মো পহি জাতি নহি উপমা কহী ।
 জমু প্রেম অরু সিজার তনু ধরি মিলে বর সুবমা লহী ॥১
 বুঝত কৃপানিধি কুসল ভরতহি বচন বেগি ন আবজৈ ।
 তুমু সিবা সো সুখ বচন মন তে ভিন্ন জান জো পাবজৈ ॥
 অব কুসল কৌসলনাথ আরত জানি জন দরসন দিমো ।
 বুড়ত বিরহ বারীস কৃপানিধান মোহি কর গহি লিমো ॥২
 দোহা— পুনি প্রভু হরষি সক্রহন ভেঁটে হৃদয় লগাই ।
 লহিমন ভরত গিলে তব পরম প্রেম ধোউ ভাই ॥৫॥

পত্নাহ্বান

চৌ—ভরতের সনে আসে সেথা জনগণ । কৃশতনু তা'রা প্রভু-বিরহ কারণ ॥
 বামদেব ও বশিষ্ঠ মূনির নায়কে । ছেরি প্রভু রাখি দেন ধনু ও সাংকে ॥১
 গুরু-পাদ-পদ্ম যবে সহিত লক্ষণ । ধরিলেন রোম-হর্ষে তাঁহার মগন ॥
 মূনিরাজ মিলি' রামে পুছেন কুশল । ক'ন—তব দয়া রাখে কুশলী সকল ॥২
 সব দ্বিজগণে ডাকি' নমিলেন শির । ধর্ম ধুরন্ধর যিনি প্রভু রঘুবীর ॥
 প্রভু-পাদ-পদ্ম পুন ধরিল ভরত । সুর, মুনি, শিব, ব্রহ্মা যাহে হ'ন নত ॥৩
 উঠালে না উঠে পড়ি' র'ন ভূমি'পরে । কৃপাসিদ্ধ জোর করি' ধরে বক্ষ'পরে ॥
 প্রভু-শ্রাম-তনু তদা রোমাঞ্চে ভরিল । নয়ন-নবীন-পদ্মে বস্মা প্রবাহিল ॥৪
 চন্দ্র— কমল-লোচনে আঁখিজল ফরে ললিত শরীর পুলকিত অতি ।
 অতি প্রেম-ভরে নিজ হৃদে ধরি' ভাই সনে মিলে জিহুবন-পতি ॥
 অমুজের সনে প্রভুর মিলনে তুলি নাই হেন উপমা আশার ।
 প্রেম ও শ্রদ্ধার তনু ধরি' বুঝি অতি শোভা যেন করিছে বিস্তার ॥

বাংলা অর্থ—তনোরূহ—শোণকূপ; অজ—ব্রহ্ম; বর করি—ভোর করিয়া; ঠাড়ে
 ভয়ে—খাড়া হইল; বাড়ে—বৃদ্ধা রহিল; কহী জাতী নহী—কহা যায় না; সিজার—
 শ্রদ্ধার, লাভলক্ষ্য; সুবমা—গৌরব; সিবা—পার্বতী; বুড়ত—মজমান; বারীস—
 লম্বা; গহি লিমো—গ্রহণ করিলেন; বুঝি—প্রশ্ন করিলেন; দো—৫

কুপাল পুছিলে ভরতে কুশল সহসা না হ'ল বচন ক্ষুণ্ণ।
 শুন হে পার্শ্বভি ! মন ব্যাক্যাতীত সে সুখ সে জানে হেরিল যে জন ॥
 হে কোশল-নাথ ! কুশল দাসের আর্তেরে যেহেতু দিলে দরশন।
 বিরহ-সাগরে মজ্জমান ঘোরে হে কুপাল ! তুলি' উঠালে এখন ॥
 দোহা— প্রভু হরষিত পুন শক্রঘনে মিলিলেন হৃদে আলিঙ্গিয়া।
 লক্ষণ-ভরত মিলেন তখন দু'টি ভাই প্রেমভেতে ভরিয়া ॥

মূল

চৌ—ভরতানুজ লহিমন পুনি ভেঁটে। দুসহ বিরহ সম্ভব দুখ মেটে ॥
 সীতা চরন ভরত সির নাবা। অনুজ সমেত পরম সুখ পাবা ॥১
 প্রভু বিলোকি হরষে পুরবাসী। জনিত বিয়োগ বিপতি সব নাসী ॥
 প্রোমাতুর সব লোগ নিহারী। কোতুক কীম্ব কুপাল খরারী ॥২
 অমিত রূপ প্রগটে তেহি কালা। জখাজোগ মিলে সবহি কুপালা ॥
 কুপাদৃষ্টি রঘুবীর বিলোকী। কিএ সকল নর নারি বিসোকী ॥৩
 ছন মহি' সবহি মিলে ভগবান। উমা মরম মহ কাছ ন জানা ॥
 এহি বিধি সবহি সুখী করি রাম। আগের্ চলে সীল শুন ধামা ॥৪
 কোসল্যাদি মাতু সব ধাজে। নিরখি বহু জমু ধেনু লবাজে ॥৫

ছন্দ— জমু ধেনু বালক বহু তজি গৃহ চরন বন পরবস গজি।
 দিম অন্ত পুর রুখ অবত খন ছকার করি ধাবত ভজি ॥
 অতি প্রেম প্রভু সব মাতু ভেজী বচন মৃত্ত বহুবিধি কহে।
 গই বিষম বিপতি বিয়োগভব ভিন্ধ হরষ সুখ অগনিত লহে ॥

দোহা— ভেটেউ তময় সুমিত্রা' রাম চরন রতি জানি।
 রামহি মিলত কৈকজে হৃদয় বহুত সকুচানি ॥৬ক॥
 লহিমন সব মাতন্থ মিলি হরষে আসিষ পাই।
 কৈকহি কই পুনি পুনি মিলে মন কর ছোভু ন জাই ॥৬খ॥

পত্ন্যাবদ

চৌ—লক্ষণের সনে পুন শক্রম মিলিল। দুঃসহ বিরহ-জ্বালা তখন মিটিল ॥
 ভরত জানকী-পদে শির নত করে। অনুজ সহিত তারা অতি সুখে ভরে ॥১
 প্রভুরে বিলোকি' হর্ষে পুরবাসী যত। বিয়োগ-জনিত দুখ হ'ল অপগত ॥
 প্রোমাতুর পুরবাসী সবারে মেহারি'। কোতুক দেখান এক কুপাল খরারি ॥২
 বরিয়া অসংখ্য রূপ হ'লেন একট। যখাযোগ্য সর্বসনে মিলি' অকপট ॥
 রঘুবীর কুপাদৃষ্টি যবে সর্ষ'পরে। নরনারী সবাকারে শোকহীন করে ॥৩
 কণ্ঠধারক সর্বসনে মিলে ভগবান্। হে উমা ! এ মর্শে কারো নাহি ছিল জ্ঞান ॥
 হেনমতে সবাকারে সুখী করি' রাম। পুরোভাগে চলিলেন শীল-গুণধাম ॥৪

কোশল্যাদি ভাতা ছুটি' তাঁ'র পানে ব'শ। নব-বৎসে হেরি' যথা দেখু ধাবমান ॥৫
 ছন্দ— দেখু ভাজি' বৎস গৃহ হ'তে বনে চন্নিবারে যায় বাধ্যতা-বিধায়।
 দিন অস্তে পুরে অব্যয়মান শুনে ছকারিয়া যথা লক্ষ্য করি' ধায়।
 অতি প্রেমে প্রেভু মাতৃগণে মিলি' যুগল বচন ক'ন লক্ষ্যলনে।
 বিয়োগ-সম্মত বিপদ বিগত মুখ সীমাকত না যায় বর্ণনে।
 দোহা— মিলে পুত্র-সনে স্মিত্রা আপনি জানি' রাম-পদে স্তব-রতি।
 রামে নেহারিতে হইল কৈকেয়ী মনে মনে সঙ্কচিত অতি ॥৬ক॥
 লক্ষ্মণ আপনি মাতৃগণে মিলি' হর্ষভরে আশিস লভিল।
 কৈকেয়ী সহিত পুনঃ পুনঃ মিলে মনে কিন্তু ক্ষোভ না মিটিল ॥৬ক॥

মূল

চৌ—সাস্নান হ'বনি মিলী বৈদেহী। চরনম্হি লাগি হরষু অতি ভেদী ॥
 দেহি' অসীস বুঝি কুসলাতা। হোই অচল তুমহার অহিবাভা ॥১
 সব রঘুপতি মুখ কমল বিলোকহি'। মঙ্গল জানি নয়ন জল রোকেহি' ॥
 কনক ধার আরতী উভারহি'। বার বার প্রেভু গাত নিহারহি' ॥২
 নানা ভাঁতি নিছাবরি করহী'। পরমানন্দ হরষ উর ভরহী' ॥
 কোসল্যা পুনি পুনি রঘুবীরহি। চিতবতি কুপাসিদ্ধ রনধীরহি ॥৩
 হৃদয়' বিচারতি বারহি' বারা। কবন ভাঁতি লক্ষাপতি মারা ॥
 অতি স্নকুমার জুগল মেরে বারে। নিসিচর স্তবত মহাবল ভারে ॥৪
 দোহা— লছিমন অরু সীতা সহিত প্রেভুহি বিলোকতি মাতু ॥
 পরমানন্দ মগন মন পুনি পুনি পুলকিত গাতু ॥৫॥

গজাযুগল

চৌ—খন্ডসনে জানকীর মিলন হইল। পদে নয়ে সীতা হর্ষে হৃদয় ভরিল ॥
 কুশল পুছিয়া খন্ড আশিস দানিলা। এয়োতি অক্ষয় হোক মুখে উল্লারিলা ॥১
 রঘুপতি মুখ-পদ্ম সবে বিলোকিল। শুভকালে আঁখি-জল নিরোধ করিল ॥
 অর্ণথালে জব্য রাখি' আরতি সাধিল। বার বার প্রেভু-ভনু সবে বিলোকিল ॥২
 বিবিধ প্রকারে সবে আরতি করিল। মহানন্দে সবাকার হৃদয় ভরিল ॥
 রঘুবীরে পুনঃ পুনঃ কোশল্যা হেরিল। কুপাসিদ্ধ-রগধীরমুর্ত্তি দেখি' নিল ॥৩
 হিয়া-মাঝে পুনঃ পুনঃ ছেন বিচারিল। বুঝি না বে মনে এ'রা লক্ষ্যে মারিল ॥
 স্নকুমার অতি মম তনয়-যুগল। অচ্য পক্ষে ভারী যোদ্ধা রক্ষঃ মহাবল ॥৪

বাংলা অর্থ—কোতুক কীন্দ—মজা দেখাওন; ভেটী—সাক্ষ্য করিলেন; লবাই
 —নইলেন; লহে—নইলেন; ছোভু—ক্ষোভ; অহিবাভা—এঘোতি; রোকেহি'—
 রুদ্ধ করিলেন; নিছাবর—আরাজিক; ভারে—ভারী; (দে:—৬, ৭)

রামচরিতমানস

১৬২

দোহা— লক্ষ্য ও সীতা সহিত প্রভুরে জমনী বহুধা বিনোদিত।

পরম আনন্দে মানস মগন তবু তাঁ'র পুলকে ভরিল ॥৭॥

মূল

চৌ—লক্ষ্যপতি কঙ্গীস মল নীলা। জামবন্ত অঙ্গদ সুভসীলা ॥

হনুমানাদি সব বানর বীর। ধরে মনোহর মনুজ সরীর ॥১

ভরত সমেহ সীল যুত নেমা। সাদর সব বরমহি' অতি প্রেমা ॥

দেখি মগরবাসিনহ কৈ রীতী। সকল সরাহি' প্রভু পদ প্রীতি ॥২

পুনি রঘুপতি সব সখা বোলাএ। মুনি পদ লাগছ সকল সিখাএ ॥

শুর বসিষ্ঠ কুলপূজ্য হমারে। ইন্হ কী কুর্পা দমুজ রম মারে ॥৩

এ সব সখা স্নানহ মুনি মেরে। ভএ সমর সাগর কই বেরে ॥

মম হিত লাগি অম্ব ইন্হ হারে। ভরতছ তে মোহি অধিক পিতারে ॥৪

শুনি প্রভু বচন মগন সব ভএ। নিমিষ নিমিষ উপজত সুখ নএ ॥৫

দোহা— কৌশল্যা কে চরননহি পুনি ভিমহ নায়উ মাথ।

আসিব নীলহে হরষি তুমহ প্রিয় মম জিমি রঘুনাথ ॥৮ক॥

সুমন বৃষ্টি নত সঙ্কল ভবন চলে সুখকন্দ।

চটী অটোরিনহ দেখছি' নগর নারি নর বন্দ ॥৮খ॥

পত্নাহবাৎ

চৌ—বিভীষণ ও সুগ্রীব মল তথা নীল। জামবান ও অঙ্গদ সব সুভসীল ॥

হনুমান আদি কপি আর যত বীর। সবাকার মনোহর মানব-শরীর ॥১

ভরতের স্নেহশীল ব্রত ও আচার। সাদরে সপ্রেমে সবে কহে বার বার ॥

পুরবাসী গতিবিধি করিয়া দর্শন। প্রভু-প্রীতি সবাপরে করে প্রশংসন ॥২

পুন রঘুপতি সব সখারে ডাকিল। মুনি-পদে নমিবারে শিখাইয়া দিল ॥

কুলগুরু পূজনীয় বসিষ্ঠ আমার। এ'র কৃপাবলে করি রাক্ষস সংহার ॥৩

শুন মুনি হের মম বাক্যবগণেরে। জলযান সম এরা সমর-সাগরে ॥

মম হিত তরে পারে ত্যজিতে পরাণ। ভরতের চেয়ে এরা বেশী প্রিয়জন ॥৪

প্রভু-বাক্য শুনি' ল'তে আনন্দ পরম। নিমেষে নিমেষে নব সুখের জনম ॥৫

দোহা— কৌশল্যা-চরণে তাহার। সকলে পুন পুন করে প্রণিপাত।

আশিস্ দানিয়া কহেন—তোমরা প্রিয় মম যথা রঘুনাথ ॥৮ক॥

হ'ল পুষ্পবরিষণ আকাশ হইতে সুখধাম ভবনে চলিলা।

পুর-নর-সারী প্রাসাদ-উপরি চড়ি' তাঁ'রে দেখিতে লাগিল ॥৮খ॥

মূল

চৌ—কঙ্কন কলস বিচিত্র সঁবারে। লবহি' ধরে সজি নিজ নিজ হারে ॥

বন্দনবার পতাকা কেতু। সবহি' বলাএ মলল ছেতু ॥১

বীণী^১ সকল স্তম্ভক সিঁকাই । গজমনি রচি বহু চৌক পুরাই ॥
 নানা ভাঁতি স্তম্ভল সাজে । হরষি নগর নিসান বহু বাজে ॥২
 জই তই নারি নিহাবরি করহী^২ । দেহি^৩ অসীল হরষ উর ভরহী^৩ ॥
 কঞ্চন ধার আরতী^৪ নানা । জুবতী^৫ সজে^৬ করহি^৭ স্তম্ভ গানা ॥৩
 করহি^৮ আরতী আরতিহর কেঁ । রঘুকুল কমল বিপিন দিমকর কেঁ ॥
 পুর সোভা সম্পতি কল্যাণ । নিগম শেষ সারদা বখান ॥৪
 ভেউ রহ চরিত দেখি ঠগি রহহী^৯ । উমা তাস্ত গুন নর কিমি বহহী^{১০} ॥৫
 দোহা— নারি কুমুদিনী^{১১} অবধ সর রঘুপতি বিরহ দিনেস ।
 অন্ত ভএ^{১২} বিগসত ভজি^{১৩} নিরখি রাম রােকেস ॥৬ক
 হোহি^{১৪} সগুন স্তম্ভ বিবিধি বিধি বাজহি^{১৫} গগন নিসান ।
 পুর নর নারি সনাথ করি ভবন চলে ভগবান ॥৬খ

পঞ্চাহ্বাদ

চৌ—সোনার কলসে ভরা বারি স্তম্ভজিত । নিজ নিজ দ্বারে সবে করিল রক্ষিত ॥
 পতাকা, তোরণ, মালা আর যত কেতু । সকলি রচিত সেখা মঙ্গলের হেতু ॥১
 স্তম্ভজি-সম্ভারে পথ হইল সিঁকিত । গজমতি দিয়া করে আল্পনা পুরিত ॥
 বহুদা মঙ্গল-সাজ তথায় শোভিল । হরষিত পুর-মারে দামামা বাজিল ॥২
 যেখা সেখা নারীদল আরতি করিল । হরষে আশিস বর্ষি^{১৬} হিয়া ভরাইল ॥
 স্বর্ণমালা সাজাইয়ে করিছে আরতি । করে স্তম্ভ-গান যত সজ্জিতা যুবতী ॥৩
 আর্তিহর। রামে তা'রা আরাট্রিক করে । রঘুকুল-পদে তথা করে রবি-করে ॥
 পুর-শোভা সেখাকার সম্পদ কল্যাণ । নিগম সারদা শেষ করেন বখান ॥৪
 যে কথা বর্ণিতে তাঁ'রা গণেন বিন্ময় । সামান্য মানুষ উমা ! কেমনে বর্ণয় ॥৫
 দোহা— পুর-সরোবরে রমণী কুমুদ রঘুপতি-বিরহ উপন ।
 অন্তমিত হ'লে লভিল বিকাশ রাম-শশী করি^{১৭} দরশন ॥৬ক
 মঙ্গল-শকুনি বিবিধ হইল নভো-মাঝে দামামা বাজিল ।
 পুর-নর-নারী চরিতার্থ করি^{১৮} ভগবান ভবনে চলিল ॥৬খ

মূল

চৌ—প্রভু জানী কৈকজি লজানী । প্রথম তাস্ত গৃহ গএ ভবানী ॥
 তাহি প্রবোধি বহুত স্তম্ভ দীম্ভা । পুনি নিজ ভবন গবন হরি কীম্ভা ॥১

বাংলা অর্থ—নেমা—নিগম ; দ্বারে—হত চইয়াছে ; বেরে—জাহাজ ; দ্বারে—
 উপহার দিয়াছে ; স'বারে—সজ্জিত হইল ; বন্দনবার—অভিনন্দনপ্রাপক ; সিঁকাই—
 সিঁকিত করিলেন ; চৌক পুরাই—আলিপনা দিলেন ; নিসান—চাঁদা ; ঠগি রহহী^{১৯}
 —স্তম্ভিত হইল ; বিগসত ভজি—উদিত হইল ; (দে.—৮, ২ ক, খ)

কৃপাসিদ্ধ জব সন্দিগ্ধ গএ ॥ পুর মন মারী সুখী সব শুএ ॥

গুর বসিষ্ট দ্বিজ লিএ বুলাই ॥ আজু অধরী সুদিন সমুদাই ॥২

সব দ্বিজ বেহু হরষি অনুসাসন ॥ রামচন্দ্র বৈঠহি সিংহাসন ॥

মুনি বসিষ্ট কে বচন সুহাএ ॥ সুনত সকল বিপ্রমহ অতি ভাএ ॥৩

কহহি বচন যুগু বিপ্র অনেকা ॥ জগ অভিরাম রাম অভিষেকা ॥

অব মুনিবর বিলম্ব নহি কীজৈ ॥ মহারাজ কই তিলক করীজৈ ॥৪

দোহা— ভব মুনি কহেউ স্মরণ সন সুনত চলেউ হরষাই ॥

রথ অনেক বহু বাজি গজ তুরত সঁবারে জাই ॥১০ক॥

জই তই ধাবন পঠই পুনি মঙ্গল জব্য মগাই ॥

হরষ সমেত বসিষ্ট পদ পুনি সিরু নামউ আই ॥১০খ॥

পঞ্চাঙ্গবাচ

চৌ—কৈকেয়ী লজ্জিতা উমা ! প্রভু জানি ল'ন ॥ প্রথমে সেথায় তাই উপনীত হ'ন

তাঁ'রে প্রবোধিয়া করি' ভূরি সুখদান ॥ পুন নিজ গৃহে তবে যা'ন ভগবান ॥১

কৃপাসিদ্ধ হবে যা'ন আপন ভবন ॥ পুর-নর-নারী সবে ভারী সুখী হ'ন ॥

বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণে কহেন সেথায় ॥ স্মরণ সুদিন আজ শুভ সমুদায় ॥২

দ্বিজগণ ! আশ্রা দাও এবে ছুটিমনে ॥ রামচন্দ্র বসিবেন নিজ সিংহাসনে ॥

বশিষ্ঠ মুনির সেই বচন শোভন ॥ শুনিয়া সকল বিপ্র আনন্দিত হ'ন ॥৩

কহে বিপ্রগণ যুগু বচন অনেক ॥ বিশ্ব-অনুমত হবে রাম-অভিষেক ॥

বিলম্ব না কর এবে ওহে মুনিবর ॥ রামের তিলক-দানে হও দ্বরাপর ॥৪

দোহা— বশিষ্ঠ তখন স্মরণে কহিল স্মরণ চলেন হরষিত ॥

রথ, বাজি, গজ সাথে ল'য়ে দ্বরা সবাকারে ক'রে সজ্জিত ॥১০ক॥

যেথা সেথা দূত পাঠাইয়া পুন মাজলিক-জব্য আনি' লম ॥

সহর্ষে আসিয়া বশিষ্ঠের পদে পুন তাঁ'রা নতশির হ'ন ॥১০খ॥

মূল

চৌ—অবগপুরী অতি রুচির বনাই ॥ দেবমহ স্মরণ বৃষ্টি বরি লাজি ॥

রাম কহা সেবকমহ বুলাই ॥ প্রথম সখমহ অমহাবাহু জাই ॥১

সুনত বচন জই তই জন ধাএ ॥ স্ত্রীবাতি তুরত অমহবাএ ॥

পুনি করুনানিধি ভরতু ইকারে ॥ নিজ কর রাম জটা নিরুআরে ॥২

অমহবাএ প্রভু তীনিউ ভাজি ॥ ভগত বহল কৃপাল রঘুরাজি ॥

ভরত ভাগ্য প্রভু কোমলভাজি ॥ সেষ কোটি সত সকহি' ন গাজি ॥৩

পুনি নিজ জটা রাম বিবরাএ ॥ গুর অনুসাসন মাগি নহাএ ॥

করি মজ্জন প্রভু ভুবন সাঁজৈ ॥ অঙ্গ অনঙ্গ দেখি সত লাজৈ ॥৪

দোহা— সাঙ্গুহ সাধর জানকিহি মজ্জম তুরত করাই ।
 দিব্য বসন বর ভূষন অঙ্গ অঙ্গ সজে বনাই ॥১১ক॥
 রাম বাম দিসি সোভতি রমা রূপ গুন থানি ।
 দেখি মাতু সব হরষী জন্ম সুখল নিজ জানি ॥১১খ॥
 স্নানু খগেস তেহি অবসর ব্রজা শিব মুনি বৃন্দ ।
 চড়ি বিমান আএ সব সুর দেখন সুখকন্দ ॥১১গ॥

পঞ্চাশত

চৌ—অযোধ্যা নগরী সাজে অতি মনোহর । দেবতার পুষ্পবৃষ্টি আনে যেন বড় ॥
 ডাকিয়া সেবকগণে রঘুনাথ ক'ন । সখাগণ স্নান আগে কর সমাপন ॥১
 শুনি' বাণী যেথা সেথা সেবক ধাইল । স্ত্রীবাচি ভঁরা করি' স্নান সমাপিল ॥
 দয়ানিধি ভরতেরে পুন আনাইল । অকরে ভরত-জটা মুণ্ডিত করিলা ॥২
 তিনটি ভায়ের স্নান রাম সমাপিলা । রঘুনাথ হস্তপ্রিয় ইথে একটিল ॥
 ভরতের ভাগ্য আর প্রভু-কোমলতা । শত কোটি শেখারে বর্ণিতে সেবা ॥৩
 পুন নিজ জটা রাম মোচন করিলা । গুরুর আদেশ লভি' স্নান সমাপিলা ॥
 মজ্জনান্তে প্রসাধন করে নিজে রাম । তা'র অঙ্গ হেরি' লাজ পায় শত কাম ॥৪

দোহা— যতন করিয়া জানকীর স্নান স্বেদগণ করি' সমাপিত ।
 দিব্য বস্ত্রে তথা উত্তম ভূষণে প্রতি অঙ্গ করে সুসজ্জিত ॥১১ক॥
 রাম-বামদিকে শোভিছে জানকী রূপ তথা গুণের আধার ।
 দেখি মাতৃগণ সবে হরষিত জন্ম দৃষ্ট করিছে বিচার ॥১১খ॥
 শুন হে খগেশ ! সেই অবসরে ব্রজা, শিব, সুর, মুনিগণ ।
 চড়িয়া বিমানে আসিলেন সেথা সুখধামে করিতে দর্শন ॥১১গ॥

মূল

চৌ—প্রভু বিলোকি মুনি মন অমুরাগী । তুরত দিব্য সিংহাসন মাগা ॥
 রবি সম ভেজ সো বরনি ন জাঞি । বৈঠে রাম দ্বিজম্হ সিক্ত নাজে ॥১
 জনকসুতা সগেত রঘুরাজে । পেখি প্রহরমে মুনি সমুদাজে ॥
 বেদ মন্ত্র তব দ্বিজম্হ উচারে । নত সুর মুনি জয় জয়তি পুকারে ॥২
 প্রথম তিলক বসিষ্টে মুনি কীম্হা । পুনি সব বিপ্রম্হ আয়সু দীম্হা ॥
 স্নত বিলোকি হরষী মহতারা । বার বার আরতী উত্তারা ॥৩

বাংলা অর্থ—সুঘরী—সুন্দর সঙ্গ; ভায়ে—ভাল লাগিল; করীজৈ—করন;
 সঁবারে—সাজাইলেন; মগাই—চাহিয়া; ঝরি লাই—বহিত হইল; অম্হবাব্হ—
 নাম বরাও; অম্হবায়ৈ—মান বরাইলেন; সিক্ত আরে—গোছাইয়া দিতেন; বিবরাএ
 —খুলিলেন; লাজে—লজিত হয়; সাঙ্গুহ—শাওড়ীগণ; সুখকন্দ—আনন্দমূল; বহল
 —বহুল; ইঁকারে—জোরে ডাকিলেন; (দো—‘০, ১১ ক, খ, গ)

বিশ্রম্হ দান বিবিধি বিধি কীম্হে। জাচক সকল অজাচক কীম্হে ॥
সিংহাসন পর জিত্তঅন সারি। দেখি সুরম্হ দুন্দুভী বজারি ॥৪

মূল

ছন্দ— নভ দুন্দুভী বজারি বিপুল গন্ধর্ব্ব কিম্বল গাঁবহী।
নাচহি অপছরা বন্দ পরমানন্দ সুর মুনি পাবহী ॥
ভরতাদি অমুজ বিভাবনাঙ্গদ হনুমদাদি সমেত তে।
গর্হে ছত্র চামর ব্যজন ধনু অসি চর্ম্ম সক্তি বিরাজতে ॥১
শ্রী সহিত তিনকর বংস ভুযন কাম বহু ছবি সোহর্দে।
নব অম্বুধর বর গাত অম্ববর পীত সুর মন মোহর্দে ॥
মুকুটাজাদি বিচিত্র ভুযন অঙ্গ অঙ্গম্হি প্রেতি সজে।
অস্তোজ নয়ন বিসাল উর ভুজ ধনু নর নিরখন্তি জে ॥২

দোহা— বহ সোভা সমাজ স্মখ কহত ন বনই খগেস।
বনরহি সাদর সেষ প্রতি সো রস জাম মহেস ॥১২ক॥
ভিন্ন ভিন্ন অস্ততি করি গএ সুর নিজ নিজ ধাম।
বন্দী খেব বেদ তব আএ জই শ্রীরাম ॥১২খ॥
প্রভু সর্গ্য কীম্হ অতি আদর রূপানিধান।
লখেউ ন কাছু মরম কছু লগে করন গুন গান ॥১২গ॥

পদ্যস্বাদ

চো—বশিষ্ঠ প্রভুরে হেরি অমুরাগে ভরি'। আনিলেন সিংহাসন অতি দ্বরা করি'
রবি-সম তেজ তাঁ'র নারি বর্ণিবারে। বিশ্রগণে নমি' রাম বসে তাঁ'র'পরে ॥১
সীতা-সহ রঘুরাজ যবে সেখা র'ন। হেরি' হরষিত হ'ন যত মুনিগণ ॥
বেদ-মন্ত্র উচ্চারিলা ব্রাহ্মণে তখন। নভে সুর মুনি করে জয় উচ্চারণ ॥২
বশিষ্ঠ তিলক আগে প্রেদান করিলা। বিশ্রগণ পরে দিতে আদিষ্ট হইলা ॥
মাতৃগণ হরষিত স্নতেরে হেরিয়া। আরতি করিল সবে পুনঃ পুনঃ গিয়া ॥৩
বিশ্রগণে দানিলেন বিবিধ প্রকারে। যাচকেরে অযাচক করি' চিরতরে ॥
সিংহাসনে ভুবনেশ বসেন যখন। দুন্দুভি বাদন করে তদা সুরগণ ॥৪

ছন্দ— বাজিছে আকাশে দুন্দুভি বিপুল গন্ধর্ব্ব কিম্বল সজীতে নিরত।
মর্জন করিছে অপসরার দল সুর মুনি ভুঞ্জে আনন্দ সতত ॥
ভরতাদি জাভা বিভীষণ আদি হনু ও অঙ্গদে সজেতে লইয়া।
ছত্র ও চামর ব্যজন ও ধনু অসি, চর্ম্ম, শক্তি রহেম ধরিয়া ॥

বাংলা অর্থ—অমুরাগা—অমুরাগে ভরিল; তিলক কীম্হা—রাজ-তিলক পুরাইলেন;
সজে—সজ্জিত হইলেন; কহত ন বনই—কহিরা বর্ণনা করা যায় না; কাছু—কেহ;
লখেউ—লক্ষ্য করিলেন; নিরখন্তি—দেখে; (দো—১২ ক, খ, গ)

জানকী সহিত সূর্য্যবংশমণি বহু কাম-ছবি- শোভাতে শোভন ।
 নব বারিধর- সম কলেবরে গীতবজ্র পরি' মানসমোহন ॥
 মুকুট ও বাজু আদি বিভূষণ প্রতি অঙ্গে ধরি' সুসজ্জিত হ'ন ।
 কমল-নয়ন বাহু বক্ষস্থল বিশাল ধন্য সে যে করে দর্শন ॥

দোহা— এ'শোভা সমাজে অপার এ'স্থখে বর্ণি বল কেমনে খগেশ !
 বর্ণিবে সারদা অনন্ত ও প্রকৃতি আর নিজে জানেন মহেশ ॥১২ক॥
 হেন ভিন্নভাবে শুবন্ততি করি' সুর নরে যা'ন নিজ ধাম ।
 স্তাবকের বেশে চতুর্বেদ আসে যথা প্রভু ছিলেন ত্রীরাম ॥১২খ॥
 সর্ব্বজ্ঞ যে প্রভু কুপার নিধান করিলেন সবারে আদর ॥
 কেহ না জানিত ইহার মরম গাহিলেন তাঁহার সুন্দর ॥১২গ॥

মৃগ

ছন্দ— জয় সগুন নিগু'ন রূপ রূপ অমূপ ভূপ সিরোমণে ।
 দাসকঙ্করাদি প্রচণ্ড নিসিচর প্রবল বল ভুজ বল হনে ॥
 অবতার নর সংসার ভার বিভঞ্জি দারুণ দুখ দহে ।
 জয় প্রনতপাল দয়াল প্রভু সংজুস্ত সক্তি নমামহে ॥১
 ভব বিষম মায়া বস সুরাসুর নাগ নর অগ জগ হরে ।
 ভব পঙ্খ ভ্রমত অমিত দিবস নিসি কাল কর্ম গুণনি ভরে ॥
 জে নাথ করি করুণা বিলোকে ত্রিবিধি দুঃখ তে নিবহে ।
 ভব খেদ ছেদন দচ্ছ হম কহ' রচ্ছ রাম নমামহে ॥২
 জে গ্যান মান বিমত্ত তব ভব হরনি ভক্তি ন আদরী ।
 তে পাই সুর দুর্লভ পদাদপি পরত হম দেখত হরী ॥
 বিশ্বাস করি সব আস পরিহারি দাস তব জে ছোঁই রহে ।
 জপি নাম তব বিষ্ণু শ্রম তরহি' ভব নাথ সো সগরামহে ॥৩
 জে চরন সিব অজ পূজ্য রজ স্রুভ পরসি মুনিপতিনী তরী ।
 নথ নির্গতা মুনি বন্দিতা ত্রৈলোক পাবনি সুরসরী ॥
 ধবজ কুলিস অঙ্কুস কঞ্জ জুত বন ফিরত কণ্টক কিন লহে ।
 পদ কঞ্জ দ্বন্দ্ব মুকুন্দ রাম রমেশ নিত্য ভজামহে ॥৪
 অব্যক্তমূলমনাডি ভরু হুচ চারি নিগমাগম ভনে ।
 যট কঙ্ক সাখা পঞ্চ বীস অনেক পন' সুমন ঘনে ॥
 ফল জুগল বিধি কটু মধুর বেলি অকেলি জেছি আশ্রিত রহে ।
 পল্লবত ফুলত নবল নিত সংসার বিটপ নমামহে ॥৫
 জে বুঝা অজমধৈতমশুভবগম্য মনপর ধ্যাবহী' ।
 তে কহহ' জানহ' নাথ হম তব সগুন জস নিত গাবহী' ॥

করুনায়তন প্রভু সদগুণাকর দেব মহা বর মাগহী ।
 মন বচন কর্ম বিকার তজি তব হয় অনুরাগহী ॥৬॥
 দোহা— সব কে দেখত বেদনহ বিনতী কীলহি উদার ।
 অসুখানি ভাএ পুনি গএ বুদ্ধ আগার ॥১৩ক॥
 বৈনভের স্নান সজ্জ তব আএ জই রঘুবীর ।
 বিনত করত গদগদ গিরা পুরিত পুলক সরীর ॥১৩খ॥

পঞ্চাশতাব্দ

ছন্দ— সত্ত্ব নিগুণ রূপে যুগ্মিমান্ ওহে নৃপবর ! তুমি অভুলন ।
 দশানন আদি প্রচণ্ড রাক্ষসে খলে ভুজবলে করিলে হনন ॥
 নর অবতারে সংসারের ভার টুটি' নিদারুণ দুখ তুমি হর ।
 জয় ভক্তপাল ! হে দয়াল প্রভু ! সশক্তি তোমাতে হই নতি'পর ॥
 হে হরে ! তোমার মায়াবশ নর সুরাসুর নাগ তথা চরাচরে ।
 ভব-পথ ভ্রমে অসুস্থীন কাল অহর্নিশ গুণ- কর্ম অনুসারে ॥
 কৃপাচুষ্টি করি' যাহারে হে নাথ ! হের তা'র তিন ষাভনা পাসরে ।
 ভব দুখ-ছেদে দক্ষ রাম ! ওহে রক্ষ মোরে, এবে নমিসু তোমাতে ॥
 জ্ঞান-মদে মত্ত ভব-ভয়হারী তোমাতে ভকতি যাহারা পাসরে ।
 দেবতা দুর্লভ পদ লভি' তা'রা পুন নিজে পড়ে হেরিনু হে হরে !
 তোমাতে বিশ্বাসী আশা সব ত্যজি' যা'রা তব দাস হইতে চাহিবে
 স্মরিনু সে তোমা যা'র নাম জপি' বিনা শ্রমে ভব- যাতনা তরিবে ॥
 যাহার চরণ শিব ব্রহ্মা পূজে পাদ-রজ স্পর্শে মুনি-নারী তরে ।
 মুনিগণ পূজ্য ত্রৈলোক্য-পাবনী সুরধুনী যা'র নথ হ'তে ক্ষরে ॥
 কুলিশ অঙ্কণ ধ্বজ পশুঘাত যে পদে কণ্টক বিদ্ধ হ'ল বনে ।
 নিত্য হে মুকুন্দ ! হে রাম রমেশ ! পূজি যেন তব সে যুগ্ম চরণে ॥
 অব্যক্তই মূল অনাদি যে তরু ত্বচ্ চারি বেদ সর্ব ভঞ্জে কয় ।
 ছয় স্কন্ধ তাহে শাখা পঞ্চবিংশ বহু পর্ণপুষ্প তাহে ভরি' রয় ॥
 ভিক্ত মিষ্ট ফল পাপ পুণ্য রূপে অবিভার লভা যাহে রচে ধাম ।
 পত্র-পুষ্প যুত নিত্য নবীভূত ভব-বৃক্ষাশ্রয় নমিসু সে রাম ॥
 অজ ও অর্ঘ্যেত অনুভবগম্য ব্রহ্ম যা'রা ভজে মনের অতীত ।
 বুকু তাহার কহুক সে কথা আমি ত সত্ত্বগে পূজি গাহি গীত ॥

বাংলা অর্থ—হমে—হত্যা করিল ; বিভক্তি—নষ্ট করিয়া ; প্রভু সংযুক্ত সক্তি—
 সীতা সহ রামচন্দ্রকে ; গুননি—গুণধারা ; দুখ তে নির্বাহে—দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছে ;
 হনন কর্হ—আমাকেও ; ম আদরী—সমাদর করে নাই ; হোই রহে—হইয়া ৭১.৬ ;
 সমরামহে—(সরামহে) স্মরণ করি ; কিজ—কেন না ; বেলী—বলী ; (দো—১৩ ক,খ,গ)

করণার ধাম সদগুণ-আকর হে প্রভু! হে দেব! দাঁও এই বর।
মন-কর্ম-বাক্য- দুঃখ ত্যজি' যেন তব পদে হই অনুরাগপর ॥

দোহা— সবার সম্মুখে বেদমূর্ত্তিগণ করে হেন বিনতি উদার।

অন্তর্হিত হ'য়ে পুন চলি' গেলা যথা ছিল ব্রজার আগার ॥১৩ক॥

হে খগেশ! শুম শিব তবে আসি' আছিলেন যেথা রঘুবীর ॥

সবিনয়ে ক'ন গদগদ স্বরে ভরে তাঁ'র পুলকে শরীর ॥১৩খ॥

মূল

ছন্দ— জয় রাম রমারমনং সমনং। ভব তাপ ভয়াকুল পাহি জনং ॥
অবদেস সুরেশ রমেশ বিভো। সরনাগত মাগত' পাহি প্রভো ॥১
দসসীস বিনাগন বীস ভুজ। কৃত দুর্গি মহা মহি ভূরি রুজা ॥
রজনীচর বন্দ পতঙ্গ রহে। সর পাবক তেজ প্রচণ্ড দহে ॥২
মহি মণ্ডল মণ্ডন চারুতরং। ধৃত সায়ক চাপ নিমজ বরং ॥
মদ মোহ মহা মমতা রজনী। তম পুঞ্জ দিবাকর তেজ অনী ॥৩
মনজাত কিরাত নিপাত কিএ। মৃগ লোগ কুভোগ সরেন হিএ ॥
হতি নাথ অনাথনি পাহি হরে। বিষয়া বন পার্বীর ভুলি পরে ॥৪
বহু রোগ বিয়োগ ন্হি লোগ হএ। ভবদণ্ড ছি নিরাদর কে ফল এ ॥
ভব সিদ্ধু অগাধ পরে নর তে। পদ পঙ্কজ প্রেম ন জে করতে ॥৫
অতি দীন মলীন দুখী নিতহী'। জিন্হ কেঁ পদ পঙ্কজ শ্রীতি নহী' ॥
অবলম্ব ভবন্ত কথা জিন্হ কেঁ। প্রিয় সন্ত অনন্ত সদা তিন্হ কেঁ ॥৬
নহি রাগ ন লোভ ন মান মদা। তিন্হ কেঁ সম বৈভব বা বিপদা ॥
এহি তেঁ তব সেবক হোত মুদা। মুনি ভাগত জোগ ভরোস সদা ॥৭
করি প্রেম নিরন্তর নেম লিএ'। পদ পঙ্কজ সেবত স্নহ হিএ' ॥
সম মানি নিরাদর আদরহী। সব সন্ত সুখী বিচরন্তি মহী ॥৮
মুনি মানস পঙ্কজ ভুজ ভজে। রঘুবীর মহা রনধীর অজে ॥
তব নাম জপামি নমামি হরী। ভব রোগ মহাগদ মান অরী ॥৯
গুন সীল রূপা পরমায়তনং। প্রেমামি নিরন্তর শ্রীরমনং ॥
রঘুন্দ নিকন্দয় দ্বন্দ্বখনং। মহিপাল বিলোকয় দীন জনং ॥১০

দোহা— বার বার বর মাগত' হরষি দেহ শ্রীরজ।

পদ সরোজ অনপায়নী ভগতি সদা সন্তসজ ॥১৪ক॥

বরনি উমাপতি রাম গুন হরষি গএ কৈলাস।

তব প্রভু কপি ন্হ দিবাএ সব বিধি সুখপ্রদ বাস ॥১৪খ॥

বাংলা অর্থ—তেজ অনী—তেজসবুহ; মনজাত—কাদেশ; হয়ে—হত হইয়াছে;

হীন—জয় রাম! লক্ষ্মীকান্ত! তুমি শাস্তিদাতা। ভব-তাপ-ভয়াকুল-জনে তুমি জ্ঞাত।
 সুরেশ! অবোধ্যাপতি! রমা-পতি বিভো! শরণ্য আশারে তুমি রক্ষা কর প্রেতো ॥১
 দশানন-বিশং-ভুজ-ধারীরে নাশিয়া। বিশ্বের বেদনা বহু দিলে নিবারিয়া ॥
 রাক্ষস-রূপেতে যা'রা শকুনি আছিল। শরাগ্নি প্রচণ্ড তব তা'সবে দছিল ॥২
 ভূমণ্ডলে তুমি এক ভূষণ পরম। ধরিছ সায়ক-চাপ-তুণীর উত্তম ॥
 মদ, মোহ ও মমতা-রূপী নিশা-তম। তেজঃপুঞ্জ দ্বারা নাশি' রহ সূর্য-সম ॥৩
 কামরূপী ব্যাধ হানে ভোগরূপী শর। নররূপি-মৃগ-জন-হৃদয়ের 'পর ॥
 হে নাথ! হে হরে! তুমি উন্মোচিয়া শরে। রক্ষিছ বিষয়-বনে উদ্ভ্রান্ত পাগরে ॥৪
 বেদনাতে রোগ-শোক ভোগে বহুজন। তব পদে অনাদর ইহার কারণ ॥
 তব পাদ-পদ্মে প্রেম না করে যে জন। সংসার-সাগর-গর্ভে তাহার মজ্জন ॥৫
 দীন পাণী হ'য়ে ভুঞ্জে নিত্য দুঃখ-ভার। তব পাদ-পদ্মে শ্রীতি কভু নাহি যা'র ॥
 তব কথাষ্মত যা'র সতত আশ্রয়। সাধু, ভগবান তা'র সদা প্রিয় হয় ॥৬
 অনাসক্ত, নাই লোভ, মান তথা মদ। তা'র কাছে সম-জ্ঞান সম্পদ বিপদ ॥
 হইয়া সেবক তাই মুনি তোমা' ভজে। হঠযোগ-আশা মুনি সনাতরে ত্যজে ॥৭
 করে প্রেম নিরন্তর নিয়ম আশ্রমে। তব পাদ-পদ্ম সেবে শুদ্ধ হিয়া ল'য়ে ॥
 মান অপমানে করি' সমান গণন। জগতে সৃজন স্রুখে করে বিচরণ ॥৮
 মুনি-মন-পদ্ম-ভূঙ্গ ভজি ওহে প্রিয়! রণধীর রাম! তোমা সেবি হে অজ্ঞেয়! ॥
 তব নাম জপি আর নমি ওহে হরি! ভব-রোগ, গর্ব, মান নাশ হ'য়ে অরি ॥৯
 শুণ, শীল, করুণাতে তুমি পরধাম। নমি নিরন্তর তোমা' ত্রীরমণ রাম! ॥
 হে রঘুনন্দন! নাশ মম দ্বন্দ্ব যত। দীন বলি' মহীপাল! গণিবে সতত ॥১০
 দোহা— বার বার বর মাগি রমাপতি! কষ্ট হ'য়ে দাও তুমি মোরে।
 পাদ-পদ্মে যেন অচলা ভকতি সাধুসঙ্গ লভি সদাতরে ॥১৪ক॥
 বর্নি' উমাপতি রামগুণগ্রাম হরষিত গেলেন কৈলাস।
 দানিলেন প্রভু তবে কপিগণে সর্বরূপে সুখদ-নিবাস ॥১৪খ॥

মূল

চৌ—সুখ খগপতি মহা কথা পাবনী। ত্রিবিধ তাপ ভব ভয় দাবনী ॥
 মহারাজ কর স্রুত অভিবেকা। স্নানত লহি' নর বিরতি বিবেকা ॥১
 জে সকাম নর স্নানি' জে গাবহি'। স্রুত সম্পতি নানা বিধি পাবহি' ॥
 স্রুত তুল'ভ স্রুত করি জগ মাহী'। অন্তকাল রঘুপতি পুর জাহী' ॥২

মান অরী—অভিমানের শত্রু; ত্রিরাজ—লক্ষ্মীর আনন্দদাতা; অনপায়নী—অনপায়িনী,
 অচলা; দিব্যপ্র—দেওয়াইলেন; ভবদুঃখি—আপনার চরণ; (দো। - ১৪ ক, খ)

সুখি' বিমুক্ত বিরত অরু বিবর্জ। লহি' ভগতি গতি সম্পত্তি মই ॥
 খগপতি রাম কথা মৈ' বরনী। সমতি বিলাস ত্রাস দুখ হরনী ॥৩
 বিরতি বিবেক ভগতি দৃঢ় করনী। মোহ নদী কই সুন্দর ভরনী ॥
 নিত নব মঙ্গল কোসলপুরী। হরষিত রহহি' লোগ সব কুরী ॥৪
 মিত মই শ্রীতি রাম পদ পঙ্কজ। সব কেঁ জিম্‌হহি নমত সিব মুনি অজ ॥
 মজন বহু প্রকার পহিরাএ। বিজম্‌হ দান নানা বিধি পাএ ॥৫

দোহা— বুজানন্দ মগন কপি সব কেঁ প্রভু পদ শ্রীতি।

জাত ন জানে দিবস তিন্‌হ গএ মাস ষট বীতি ॥১৫॥

পত্নাহ্বান

রা সন্ন্যাস

চৌ—শুন খগপতি ! এই কথা সুপাবনী। ত্রিতাপ-সংসার-জালা-ভয়-বিনাশিনী ॥
 রঘুপতি রাঘবের শুভ অভিষেক। শুনিলে মানব লভে বিরতি বিবেক ॥১
 সকাম মনুষ্য যদি শুনে আর গায়। মানাবিধ সম্পদ ও সুখ সেই পায় ॥
 দেবতা তুল্য শুখ লভিয়া ধরায়। অন্তকালে রঘুপতি-পুরে চলি' যায় ॥২'
 শুনে যদি জীবমুগ্ধ বিরাগী সংসারী। ভক্তি, গতি বৈভবের হয় অধিকারী ॥
 হে খগেশ ! রাম-কথা করিমু বর্ণন। তাহে সুখ ভুক্তি' হবে ত্রাস-বিনাশন ॥৩
 বিরতি বিবেক ভক্তি তাহে দৃঢ় করে। চারু নৌকা হ'য়ে ল'বে মোহ-নদী-পারে ॥
 মুখরিত নিত্য নব উৎসবে কোশল। হরষিত সবে সেথা সর্বথা মঙ্গল ॥৪
 স্বী'র পদে মুনি, ব্রহ্মা, শিব সদা নমে। সে পদ-কমলে শ্রীত সবে নবোত্তমে ॥
 ভিক্ষুকেরা পায় সজ্জা বিবিধ প্রকার। বিপ্রগণে দান পায় অনেক আকার ॥৫
 দোহা— ব্রহ্মানন্দে মগ্ন কপি সবে রহে প্রভু-পদে শ্রীতি সবে দেয়।
 কাল চলে কোথা কেহ নাহি জানে ছয় মাস হেনমতে যায় ॥১৫॥

মূল

চৌ--বিসরে গৃহ সপক্ষে' সুখি নাহী'। জগি পরজোহ সন্ত মন নাহী' ॥
 তব রঘুপতি সব সখা বোলাএ। আই সবম্‌হি সাদর সিরু নাএ ॥১
 পরম শ্রীতি সমীপ বৈঠারে। ভগত সুখদ মৃদু বচন উচারে ॥
 তুমহ অতি কীলহি মোরি সেবকাই। মুখ পর কেহি বিধি করৌ বড়াই ॥২
 তাতে মোহি তুমহ অতি প্রিয় লাগে। মম হিত লাগি ভবন সুখ ত্যাগে ॥
 অনুজ রাজ সম্পত্তি বৈদেহী। দেহ গেহ পরিবার সনেহী ॥৩

বাংলা অর্থ—ভয় দাবনী—ভয়নাশকারী ; বিবর্জ—বিঃ দী, সম্প্রদায়গী ; সব কুরী
 —সকল কুলের বা সম্প্রদায়ের ; মজন—ভিক্ষুক ; পহিরায়ে—(বস্ত্রাদি) পরাইলেন ;
 জাত—চলিয়া বাইতেছে ; বীতি গএ—অতীত হইল ; কুরী—বর্গ, দল ; (দো—১৫)

সব মম প্রিয় নহিঁ তুমহি সমান। যুবা ন কহউঁ মোর যহ বান।

সব কেঁ প্রিয় সেবক যহ নীতি। মোরৈঁ অধিক দাস পর প্রীতি ॥৪

দোহা— অব গৃহ জাহ সখা সব ভজৈছ মোহি দৃঢ় নেম।

সদা সব গত সব হিত জানি করেছ অতি প্রেম ॥১৬

পত্ন্যুবাচ

চৌ—বিস্ময়িত গৃহ ভাছ। স্বপ্নে নাহি স্মরে। সাধু পরজোহ যথা স্বপ্নে না আচরে
তবে রঘুপতি সব সখারে ভাকা'ন। সবে আসি' সমাদরে প্রণাম জানা'ন ॥১
অতি প্রীতি-ভরে পার্থে সবারে বসান। ভক্ত-সুখপ্রদ-বাক্য সবারে শুনা'ন ॥
সেবা-কার্যে কা'রো। কোন ক্রটি হেরি নাই। কেমনে মুখের'পরে প্রশংসা জানাই ২
হে ভাত ! ভোমরা অতি মম প্রিয়জন। মম হিত-তরে সবে ত্যজিলে ভবন ॥
অনুজ ও রাজ্য তথা সম্পত্তি, বৈদেহী। দেহ, গেহ, পরিবার, বন্ধু তথা স্নেহী ॥৩
ভোমাদের সম কিছু প্রিয় নাই মম। মিথ্যা নাহি কহি আমি এ'মোর মরম ॥
সেবক সবার প্রিয় এই মূল-নীতি। আমি কিন্তু ভক্ত'পরে ধরি বৈদী প্রীতি ॥৪
দোহা— এবে গৃহে যাও সখা মোরে ভজ যথাবিধি নিয়ম পালিয়া।

মোরে সর্বগত সর্বতরে জানি' চল প্রীতি আশাতে রাখিয়া ॥১৬

মূল

চৌ—সুনি প্রভু বচন মগন সব ভএ। কো হম কহাঁ বিসরি তন গএ ॥
একটক রহে জোরি কর আগে। সকাহিঁ ম কছু কহি অতি অনুরাগে ॥১
পরম প্রেম তিলক কর প্রভু দেখা। কহা বিবিধি বিধি গ্যান বিসেবা ॥
প্রভু সনমুখ কছু কহনন পাবহিঁ। পুনি পুনি চরন সরোজ নিহারহিঁ ॥২
তব প্রভু ভূষন বসন মগাএ। নানা রত্ন অমূপ স্নহাএ ॥
সুগ্রীবহি প্রথমহিঁ পহিরাএ। বসন ভরত নিজ হাথ বনাএ ॥৩
প্রভু প্রেরিত লছিমন পহিরাএ। লক্ষ্যপতি রঘুপতি মন ভাএ ॥
অঙ্গদ বৈঠ রহা নহি ডোলা। প্রীতি দেখি প্রভু তাহি ন বোলা ॥৪

দোহা— জামবন্ত নীলাদি সব পহিরাএ রঘুনাথ।

হিয়ঁ ধরি রাম রূপ সব চলে নাই পদ মাথ ॥১৭ক

তব অঙ্গদ উঠি নাই সিরু সজল নয়ন কর জোরি।

অতি বিলীত বোলেউ বচন মনছ' প্রেম রস বোরি ॥১৭খ

বাংলা অর্থ—বিসরে—বিস্মরে, ভুলিল; সুখি নহাঁ—স্বপ্নে আসে না; মোরি—
আমার; বড়াই করোঁ—মহত্ব বর্ণনা করিব; বানা—বভাব; নেম—নিয়ম; বিসরি
গএ—হুসিয়া গেল; একটক—একদৃষ্টে; বসন বনায়ে—কাপড় পরাইলেন; নহি
ডোলা—পড়িল না; বোরি—ডুবাইয়া; ত্যাগে—ত্যাগ পরিয়াছ; (দো—১৬, : ৭ ক, খ)

চৌ—শুনি' প্রভু-বাণী সবে প্রেমতে ডুবিল। কে আমি কোথায় তুমি সব বিশ্বাসি
এক দৃষ্টে রহে সবে যুক্ত করে আগে। কহিতে না পারে কিছু ভরে অঙ্গুরাগে ॥১
প্রভু হেরি' তাহাদের পরম গিরীতি। বিবিধ প্রকারে ক'ন জ্ঞানগর্ভ নীতি ॥
প্রভুর সন্মুখে কিছু কহিতে না পারে। পুন পুন তাঁ'র পদ-কমল নিহারে ॥২
আনাহীয়া ল'ন প্রভু বসন-ভূষণ। নানাবর্ণে বিচিত্রিত ভূরি স্রোতোধন ॥
সুগ্রীবেরে প্রথমেতে বসন পরা'ন। ভরত নিজের হাতে তাহারে সাজা'ন ॥৩
লক্ষণ আদেশ লভি' লঙ্কেশে পরা'ন। সুসজ্জিত হেরি' তা'রে প্রভু স্বথ পা'ন ॥
না নড়ে অঙ্গদ সেথা বসি' র'ন স্থির। শ্রীতি হেরি' কিছু নাহি ক'ন রঘুবীর ॥৪
দোহা— জাম্ববান নাল আদি সবাকারে রঘুনাতক করে আত্মবরণ।
হৃদে রাম রূপ ধরিয়া সকলে চলে নমি' প্রভুর চরণ ॥১৭ক॥
তখন অঙ্গদ উঠি' নমি' শির আঁখি ভরা বারি যুক্ত করে।
বিনয় করিয়া কহেন বচন পরিপূর্ণ অতি প্রেম-ধরে ॥১৭খ॥

হুল

চৌ—সুস্থ সব'গ্য রূপা সুখ সিক্তো। দীন দয়াপর আরত বক্কো ॥
মরতী বের নাথ মোহি বালী। গয়উ তুম্বহারেহি কোঁছে ঘালী ॥১
অসরন সরন বিরহু সস্তারী। মোহি জনি তজ্জ ভগত হিতকারী ॥
মোরে' তুম্বহ প্রভু গুর পিতা মাতা। জাউ' কহাঁ তজি পদ জলজাতা ॥২
তুম্বহি বিচারি কহসু নরনাহা। প্রভু তজি ভবন কাজ অম কাহা ॥
বালক গ্যান বুদ্ধি বল হীনা। রাখছ সরন নাথ জন দীনা ॥৩
নীচি টহল গৃহ কৈ সব করিহউ'। পদ পঙ্কজ বিলোকি ভব ভরিহউ' ॥
অস কহি চরন পরেউ প্রভু পাহী। অব জনি নাথ কহছ গৃহ জাহী ॥৪
দোহা— অঙ্গদ বচন বিনীত সুনি রঘুপতি করুনা সী'ব।
প্রভু উঠাই উর লায়উ সজল নয়ন রাজীব ॥১৮ক॥
নিজ উর মাল বসন মনি বালিতনয় পহিরাই।
বিদা কীলছি ভগবান তব বহ প্রকার সমুদাই ॥১৮খ॥

পঞ্চানন

চৌ—শুন হে সর্বজ্ঞ! তুমি রূপা-সুখ-সিক্তো! দীনে দয়াপর তুমি ওহে আর্তবক্কো!
মরণের কালে নাথ! অম পিতা বালি। তব স্নেহময়-ক্রোড়ে দিলা মোরে ডালি' ॥১

বাংলা অর্থ—মরতী বের—মরণের বেলায়; কোঁছে—ক্রোড়ে; ঘালী—গয়উ—
ফেলিয়া দিয়াছে; বিরহু—বভাব; সস্তারী—সামলাইয়া; জাউ'—বাইব; নীচি টহল—
নীচ কাজ; সী'ব—সীমা; মাল—মালা; বিদা—বিদায়; (দো—১৮ ক, খ)।

অনাথ-শরণ তুমি এ কথা বুঝিবে। ভক্ত-হিতকারী তুমি মোরে না ভ্যজিবে।
 তুমি শিতা-মাড়া প্রভু তথা গুরুজন। কোথা যাব ভ্যজি' তব কমল-চরণ ॥২
 তুমি বিচারিয়া মোরে কহ রঘুনাথ। ভবনে কি কাজ মম ভ্যজি' প্রভু-সাপ ॥
 আমি যে বালক জ্ঞান-বুদ্ধি-বলহীন। আমারে আশ্রয় দাও আমি বড় দীন ॥৪
 ঘরে বত নীচ কাজ আমি তা' সাধিব। পাদ-পদ্ম হেরি' তব তরিয়া সাইব ॥
 হেন কহি' প্রভু-পাশে চরণে পড়িল। গৃহে যেতে নাহি কহ প্রভুরে বলিল ॥৫
 দোহা— অঙ্গদ মিনতি শ্রবণে শুনিয়া রঘুপতি করুণা-আধার।

উঠা'য়ে তাহারে ধরেন হৃদয়ে আঁখি-পদ্মে ভরে জল-ভার ॥১৮ক॥

নিজ কর্ণ-মাল্য বস্ত্র তথা মণি পরা'লেন বালির কুমারে।

বিদায় দিলেন ভগবান তা'রে বুঝাইয়া বিবিধ প্রকারে ॥১৮খ॥

মূল

চৌ—ভরত অনুজ সৌমিত্রি সমেতা। পঠবন চলে ভগত কৃত চেতা ॥
 অঙ্গদ হৃদয়' প্রেম নহি' খোরা। ফিরি ফিরি চিতব রাম কী' ওরা ॥১
 বার বার কর দণ্ড প্রণাম। মন অস রহন কহি' মোহি রামা ॥
 রাম বিলোকনি বোলনি চলনী। স্মরি স্মরি সোচত ইঁসি মিলনী ॥২
 প্রভু রুখ দেখি বিনয় বহু ভাবী। চলেউ হৃদয়' পদ পঙ্কজ রাখী ॥
 অতি আদর সব কপি পছ'চাএ। ভাইনহ সহিত ভরত পুনি আএ ॥৩
 তব স্মরী বচন গহি মান। ভা'তি বিনয় কীনহে হসুমান ॥
 দিন দস করি রঘুপতি পদ সেবা। পুনি তব চরন দেখিইউ' দেবা ॥৪
 পুণ্য পুণ্য তুমহ পবনকুমার। সেবহ জাই কৃপা আগার।
 অস কহি কপি সব চলে তুরন্ত। অঙ্গদ কহই স্নানহ হসুমন্ত ॥৫

দোহা— কহেহু দণ্ডবত প্রভু সৈ' তুমহহি কহউ' কর জোরি।

বার বার রঘুনাথকহি স্মরতি করাএহু মোরি ॥১৯ক॥

অস কহি চলেউ বালিসুত ফিরি আয়উ হসুমন্ত।

তাসু গ্রীতি প্রভু সন কহী মগন ভএ ভগবন্ত ॥১৯খ॥

কুলিসহু চাহি কঠোর অতি কোমল কুসুমহু চাহি।

চিন্ত খগেস রাম কর সম্মুখি পরই কহু কাহি ॥১৯গ॥

পঞ্চান্নবাদ

চৌ—রাম সাথে ল'য়ে তদা শঙ্কর-সৌমিত্রি। চলেন বিদায় দিতে ভক্তকৃত্য স্মরি'
 অঙ্গদ-হৃদয়ে প্রেম অঙ্গ নাহি ছিল। ফিরি' ফিরি' রাম-পানে চাহিতে লাগিল ॥১

বাংলা অর্থ—পঠবন চলে—পাঠাইতে চলিলেন; রহন কহি—রহিতে বসুন;
 ইঁসি মিলনী—হাতবুল মিলনের মনোভাব; রুখ—অভিপ্রায়; স্মরতি করাএহু—স্মরণ
 করাইবে; সম্মুখি পরই—বুঝিতে পারিবে; কাহি—কে; (দো—১৯ ক, খ, গ)

বার বার দণ্ডবৎ করিল প্রণাম । মনে চিন্তে 'রহ তুমি' ক'ন প্রভু রাধি ॥
 রাগের চাহনি, কথা ওথা মতি-গতি । সহাস্ত মিলন-স্মরি' বিবাদিত-মতি ॥২
 প্রভু পানে ছেরি' বহু কহি' সবিনয়ে । চলিল চরণ-পদ্ম রাখিয়া হৃদয়ে ॥
 সমাদরে কপিগণে আগাহিয়া দিয়া । জাতৃগণ-সহ রাম আসেন ফিরিয়া ॥৩
 হনুমান ধরে তদা স্তম্ভী-চরণ । বহুধা মিনতি করি' কহিল বচন ॥
 দিন দশ সেবি' আগে রাখব-চরণ । আসিব লভিতে দেব-চরণ দর্শন ॥৪
 পুণ্য-পুঞ্জ তুমি ওহে পবন-কুমার ! এবে গিয়া সেব তুমি রাম কৃপাধার ॥
 ইহা কহি' কপি সব ছরিত চলিল । শুন হনুমান ! তুমি অজদ কহিল ॥৫

দোহা— প্রণাম আমার জানাবে প্রভুরে তোমা' কহি আমি যুক্ত-করে ।
 কহ বার বার রঘুর নায়ক প্রভু যেন মোরে না বিষ্মরে ॥১৯ক॥
 হেন কহি' যায় বালির কুমার ফিরিয়া আসিল হনুমান ।
 তা'সবার প্রীতি প্রভু শুনি' তদা প্রেম-মগ্ন হ'ন ভগবান ॥১৯খ॥
 কুলিশ অপেক্ষা অতীব কঠোর কোমলতর কুসুম হ'তে ।
 হে খগেশ ! বুঝ হেন রাম-চিত বল কেবা পারিবে বুঝিতে ? ১৯গ॥

মৃণ

চৌ—পুনি কৃপাল লিয়ো বোলি নিষাদ । দীর্ঘহে ভুযন বসন প্রসাদ ॥
 জাহ ভবন মম স্মিরন করেহু । মন ক্রম বচন ধর্ম অমুসরেহু ॥১
 তুমহ মম সখা ভরত সম ভ্রাতা । সদা রহেছ পুর আবত জাতি ॥
 বচন সুনত উপজা সখ ভারী । পরেউ চরন ভরি লোচন বারী ॥২
 চরন নলিন উর ধরি গৃহ আবা । প্রভু স্তম্ভাউ পরিজননহি সুনাবা ॥
 রঘুপতি চরিত দেখি পুরবাসী । পুনি পুনি কহি' ধনু সখরাসী ॥৩
 রাম রাজ বৈঠে ত্রৈলোক্য । হরষিত ভএ গএ সব সোক্য ॥
 বয়র ন কর কাঁহু সন কোঈ । রাম প্রতাপ বিষমতা খোঈ ॥৪

দোহা— বরনাশ্রম নিজ নিজ ধরম নিরত বেদ পণ লোগ ।
 চলি' সদা পাবহি' সখহি নহি' ভয় সোক ন রোগ ॥২০॥

পদ্মাসুন্দর

চৌ—কৃপাল ডাকিয়া পুন আনেন নিষাদে । তাহারে তুষেন বজ্রে, ভুষণে, প্রসাদে
 গৃহে গিয়া মোরে তুমি করিবে স্মরণ । কাম-মনো-বাক্যে করি' ধর্ম আচরণ ॥১
 হে সখা ! ভরত-সম তুমি মম ভাই । সদা হেথা জেনো তব যাওয়াত চাই ॥
 বাক্য শুনি' তা'র মন সখে ভরে ভারী । চরণে নমিল তা'র লোচনেতে বারি ॥২
 হিয়া ধরি' পাদ-পদ্ম ভবনে পৌঁছিল । প্রভু-কথা পরিজনে সব শুনাইল ॥
 রঘুনাথ স্মরিত ছেরি' পুরবাসী । পুন পুন কহে,—রাম ধনু সখরাসি ॥৩

রাম-রাজ্য ত্রিভুবনে হ'ল প্রতিষ্ঠিত । সর্বশোক দূর হ'ল সবে হরষিত ॥
 কেহ কারো মনে নাহি খৈরভা সাধিল । সকল বৈষম্য রাম-প্রভাপে নাশিল ॥৪
 দোহা— চারি বর্ণাশ্রম আপন ধরম বেদমার্গ সবে-ধরি' চলে ।
 রোগ-শোক-ভোগ না রহিল কিছু সুখ ভুঞ্জে সতত সকলে ॥২০॥

মূল

চৌ—দৈহিক দৈবিক ভৌতিক তাপা । রাম রাজ নহি' কাছহি ব্যাপা ॥
 সব মর করহি' পরম্পর প্রীতি । চলহি' স্বধর্ম নিরত শ্রুতি নীতি ॥১
 চারিউ চরম ধর্ম জগ মাহী' । পূরি রহা সপনেছ' অব নাহী' ॥
 রাম ভগতি রত মর অরু নারী । সকল পরম গতি কে অধিকারী ॥২
 অন্নমৃত্যু নহি' কবনিউ পীরা । সব সুন্দর সব বিরজ সরীরা ॥
 নহি' দরিজ কোউ দুখী ন দীন । নহি' কোউ অবুধ ন লচ্ছনহীনা ॥৩
 সব নির্দুঃখ ধর্ম রত পুনী । মর অরু নারি চতুর সব গুণী ॥
 সব গুণগ্য পণ্ডিত সব গয়ানী । সব কৃতগ্য নহি' কপট সমানী ॥৪
 দোহা— রাম রাজ মত্তগেস সুখ সচরাচর জগ মাহি' ।
 কাম কর্ম সুভাব গুণ কৃত দুখ কাছহি নাহি' ॥২১॥

পদ্মানুবাদ

আজ্ঞিক, দৈবিক, আধিভৌতিকাদি তাপে । রামরাজ্যে কারো মন নাহি কভু ব্যাপে
 সবে করে পরম্পর প্রীতির আশ্রয় । শ্রুতি-নীতি মানি' সবে ধর্মের রত রয় ॥১
 সত্য, শৌচ, দয়া-দানে ধরা পূর্ণ হয় । অপনেও পাপ কোথা কভু নাহি রয় ॥
 রাম-ভক্তি-রত হয় যত মর-নারী । সবে মিলি হয় পরাগতি-অধিকারী ॥২
 নিশ্চ-মৃত্যু নাহি ছিল, না গীড়া তখন । রোগহীন দেহে ছিল সকলি শোভন ॥
 না দরিজ, নাহি দুঃখী, কেহ নহে হীন । নাহি মূর্খ, নাহি কেহ স্নানক্ষণ-হীন ॥৩
 দস্ত্যহীন ছিল সব ধর্ম রত মর । মর-নারী সূচতুর সবে গুণধর ॥
 গুণজ পণ্ডিত সবে তথা জ্ঞানবান । সকলে কৃতজ্ঞ, নহে কপট অজ্ঞান ॥৪
 দোহা— স্তন খগরাজ ! রাম যেথা রাজা চরাচর জীবে ধরা-মাঝে ।
 কাল-কর্ম-গুণ- স্তাব হইতে দুঃখ নাহি কারো'পরে সাজে ॥২১॥

মূল

চৌ—ভূমি সপ্ত সাগর মেখলা । এক ভূপ রঘুপতি কোসলা ॥
 ভুঅন অনেক রোম প্রতি জাসু । যহ প্রভুতা কহু বহুত ন তাসু ॥১

বাংলা অর্থ—খোজি—নষ্ট হইল; বরনাত্মম—বর্ণাশ্রম; দৈবিক—আধিদৈবিক;
 ভৌতিক—আধিভৌতিক; চারিউ চরম—চারি চরণ (সত্য, শৌচ, দয়া, দান); কপট
 সমানী—চতুর ধর্ম; মত্তগেস—মরত; বিরজ—নিরোগ; (দো—২০, ২১)

সো মহিমা সমুত্ত প্রভু কেরী । রহ বরমত্ত হীনতা ঘনেকী ॥
 সোউ মহিমা খগেস জিম্হ জানী । ফিরি এহিঁ চরিত ভিম্হহঁ রতি মানী ॥২
 সোউ জানে কর ফল রহ লীলা । কহহিঁ মহা মুনিবর দমলীলা ॥
 রাম রাজ কর সুখ সম্পদা । বরনি ন সকই ফনৌস সারদা ॥৩
 সব উদার সব পর উপকারী । বিপ্র চরন সেবক মর নারী ॥
 একনারী বৃত রত সব ঝারী । তে মম বচ ক্রম পতি হিতকারী ॥৪
 দোহা— দণ্ড জতিম্হ কর ভেদ জই নতক নৃত্য সমাজ ।

জীতছ মনহি সুনিত অস রাগচন্দ্র কেঁ রাজ ॥২২॥

পদ্মাবাদ

চৌ—সিন্ধু-মেখলিতা সপ্ত-দ্বীপা বসুমতী । একমাত্র রাজা রাম কোশলাধিপতি ॥
 প্রতি রোমে ষাঁ'র বহু ভুবন বিরাজে । এহেন প্রভুতা নহে বেনী তাঁ'র কাছে ॥১
 প্রভুর সে মহিমাতে রহে যদি জ্ঞান । এ' বর্ণনা অতি মুন হইবে প্রমাণ ॥
 সে মহিমা হে খগেশ! যা'রা ভাল জানে । এ'চরিতে অতি ভক্তি তা'রা শুধু মানে ॥২
 মহিমা বুঝিলে লীলা অশুভব হবে । কহে ইহা জিতেন্দ্রিয় মহামুনি সবে ॥
 কত সুখ সমৃদ্ধি যে রামের শাসনে । অনন্ত ও বাণী তাহা বর্ণিবে কেমনে ॥৩
 সকলে উদার সেখা পর-উপকারী । ব্রাহ্মণ-চরণ-সেবী সব মর নারী ॥
 এক-নারী-প্রতীকারী ছিল যত মর । কায়-মমো-বাক্যে নারী পতিহিতপর ॥৪
 দোহা— *যতি দণ্ড ধরে নৃপ তরে নহে ভেদ ছিল সুর-তাল-স্থলে ।

মনোজয় শুধু, নহে রাজ্য-জয়, এই ছিল রাম-রাজ্য হ'লে ॥২২॥

মূল

চৌ—ফুলহিঁ ফর সদা তরু কামন । রহহিঁ এক সংজ গজ পঞ্চানন ॥
 খগ মৃগ সহজ বয়স্ক বিসরাই । সবম্হি পরম্পর প্রীতি বঢ়াই ॥১
 কুজহিঁ খগ মৃগ নানা বৃন্দা । অভয় চরহিঁ বন করহিঁ অমন্দা ॥
 সীতল সুরতি পবন বহু মন্দা । গুঞ্জত অলি লৈ চলি মকরন্দা ॥২
 লতা বিটপ মাগেঁ মধু চবহীঁ । মনস্তাবতো খেচু পয় অবহীঁ ॥
 সসি সম্পন্ন সদা রহ ধরনী । ত্রেতা ভই কৃতজ্ঞগ কৈ করনী ॥৩
 প্রগটাঁ গিরিম্হ বিবিধি মনি খানী । জগদাত্মা ভূপ জগ জানী ॥
 সন্নিতা সকল বহহিঁ বর বারী । সীতল অমল স্বাদ সুখকারী ॥৪

বাংলা অর্থ—সপ্ত সাগর মেখলা ভূমি—সপ্তদ্বীপা সাগর বেষ্টিত ভারতভূমি; ঘনেকী—
 অত্যধিক; ফিরি—পুনঃ; মানী—মান দেন; জানে কর—জানিবার; সব কারী—
 সকল প্রকার; জতিম্হ—যতিগণের; নতক—নতক; জীতছ—জয় কর; (দো—২২)

* রাজ্যের উপাদান দুইটি ভেদ ও বণ্ড রামরাজ্যে ভিন্নার্থক ।

সাগর নিজ মরজাদাঁ রহহী । ভারহি রত্ন তটনহি নর লহহী ॥

সরসিজ সঙ্কল সকল তড়াগা । অতি প্রসন্ন দশ দিশা বিভাগা ॥৫

দোহা— বিধু মহি পুর ময়খনহি রবি তপ জেতনেহি কাজ ।

মার্গে বারিদ দেহি জল রামচন্দ্র কেঁ রাজ ॥২৩॥

পদ্মাহ্বাদ

চৌ—কাননের তরু শোভে সদা ফুল-ফলে । সিংহ হস্তী বিরাজিছে সেথা এক স্থলে
সহজ বৈরিতা ভুলি' খগ-মৃগদলে । শ্রীতি-ভরে মেলাবেশা করিছে সকলে ॥১

মৃগ পক্ষিগণ সেথা করিয়া কুজন । সানন্দে অভয়ে বনে করে বিচরণ ॥

শীতল সুরভি বায়ু বহে মন্দ মন্দ । অলিদল ছুটে সেথা লভি' মকরন্দ ॥২

লতাবৃক্ষে মাগ যদি মধু তাহে ক্ষরে । যত দুধ প্রয়োজন খেনু তা'বিতরে ॥

শস্ত্র-ভারে পরিপূর্ণা ধরনী রহিছে । ত্রোতা যেন সত্য-মৃগ-ধর্ম আচরিছে ॥৩

গিরিগণে প্রকটিল বহু অগ্নি-খনি । জগন্মাতা জগতের অধিপতি গণি' ॥

স্রোতস্থিনী বহে সেথা স্নমধুর বারি । নির্মল শীতল তাহা স্বাস্থ স্নখকারী ॥৪

আপন মর্যাদা রক্ষা করিতে সাগর । তটে রত্ন নিক্ষেপিত লভিত তা' নর ॥

পদ্মে পরিপূর্ণ ছিল সকল তড়াগ । অতীব প্রসন্ন দশ-দিকের বিভাগ ॥৫

দোহা— চাঁদের কিরণে ধরা ত'রে যায় রবি-তাপে সাধে সব কাজ ।

প্রয়োজনমত মেঘ দিত জল যবে ছিল হেথা রাম-রাজ ॥২৬॥

মূল

চৌ—কোটিনহ বাজিমেধ প্রভু কীন্হে । দান অনেক দ্বিজনহ কই দীনহে ॥

শ্রুতি পথ পালক ধর্ম ধুরঞ্জন । গুনাভীত অরু ভোগ পুরন্দর ॥১

পতি অনুকূল সদা রহ সীতা । সোভা খানি স্তসীল বিনীতা ॥

জানতি কৃপাসিদ্ধ প্রভুতাজি । সেবতি চরন কহল মন লাজি ॥২

জন্তপি গৃহঁ সেবক সেবকিনী । বিপুল সদা সেবা বিধি গুণী ॥

নিজ কর গৃহ পরিচরজা করজি । রামচন্দ্র আয়স্ব অনুসরজি ॥৩

জেহি বিধি কৃপাসিদ্ধ স্নখ মানই । সোই কর ত্রী সেবা বিধি জানই ॥

কৌসল্যা দি সাস্ত্র গৃহ মাহী । সেবই সবনহি মান মদ নাহী ॥৪

উমা রমা ব্রহ্মাদি বন্দিতা । জগদম্বা সন্ততমনিন্দিতা ॥৫

দোহা— জাস্ত্র কৃপা কটাক্ষ সুর চাহত চিত্তবন সোই ।

রাম পদারবিন্দ রতি করতি স্তভাবহি খোই ॥২৪

বাংলা অর্থ—ফরহি—কলব্যন্ত হয় ; বিসরাজি—ছলিয়া যায় ; চবহী—করণ করে ;
মরজাবতো—মনোমত ; সসি—শস্ত্র ; প্রগটী—প্রকট করিলেন ; মরজাদাঁ—গীমা ;
বিধু ময়খনহি পুর—চক্রকিরণে পূর্ণ ; মার্গে—চাহিলে ; ভোগ পুরন্দর—ভোগে ইন্দ্র-

চৌ—কোটি অশ্বমেধ প্রভু নিজে সমাপিলা। বহু দাম তাহে বিপ্র-গণে বিতরিল।
বেদ মাগে চলে রাম ধর্ম-ধুরজর। গুণের অতীত তথা ভোগে পুরন্দর ॥১
পতি-অনুকূল হ'য়ে সদা র'ন জীতা। শোভার আকর তথা সুশীলা বিনীতা ॥
জীতা জানে কৃপা-সিদ্ধ-প্রভাব অপার। প্রভু-পাদ-পদ্ম সেবা-রত মন তাঁ'র ॥২
সেবক-সেবিকা-ভরা যত্নপি ভবন। সেবাতে তৎপর তা'রা করিতে যতন ॥
নিজ-করে গৃহচর্যা জানকী আচরি'। চলেন সর্বদা রাম-আজ্ঞা অনুসরি' ॥৩
যাহে' কৃপাসিদ্ধ-চিত্তে সুখ উপজয়। সেই সেবাবিধি জীতা করেন আশ্রয় ॥
কৌশল্যা-দি-ঋজু যাঁ'রা গৃহ-মাবে র'ন। তাজি' মান সবা'পরে সেবাত্রী হ'ন ॥৪
হে উমা! জানকী জানো ব্রজা-দি-বন্দিতা। জগতের মাতা তিনি সদা আমন্দিতা ॥৫
দোহা— যাঁ'র কৃপাদৃষ্টি চা'ন দেবগণ তাঁ'র কিন্তু ক্রক্ষেপ না তা'র।
সে রাম-চরণ- পদ্ম জীতা সেবে ইথে নিজ নিজ বিলাস ॥২৪॥

মূল

চৌ—সেবহি' সানকুল সব ভাই। রাম চরন রতি অতি অধিকাই ॥
প্রভু মুখ কমল বিলোকত রহাই'। কবছ' কৃপাল হমহি মূঢ় কহাই' ॥১
রাম করহি' ভ্রাতৃনহ পর প্রীতি। নানা ভা'তি সিখাবহি' নীতি ॥
হরষিত রহহি' নগর কে লোগা। করহি' সকল সুর তুল'ভ ভোগা ॥২
অহনিশি বিধিহি মনাবত রহাই'। ত্রীমুখীর চরন রতি চহাই' ॥
তুই স্নত স্তম্ভর জীতা জাএ। লব কুস বেদ পুরানমহ গাএ ॥৩
দোউ বিজ্ঞে বিনে গুন মন্দির। হরি প্রতিবিম্ব মনছ' অতি স্তম্ভর ॥
তুই তুই স্নত সব ভ্রাতৃনহ করে। ভএ রূপ গুন জীল ঘনরে ॥৪
দোহা— গ্যান গিরা গোতীত অজ মায়া মন গুন পার।
সেই সচ্চিদানন্দ ঘন কর নর চরিত উদার ॥২৫॥

পড়াহুবা

চৌ—অনুকূল সব ভাই সেবিছে জীতারে। রাম-পদে রতি কিন্তু সবা'কার বাড়ে ॥
প্রভু-মুখ-পদ্মে দৃষ্টি সবার মানসে। কখন কৃপালু রাম কা'রে কি নির্দেশে ॥১
ভ্রাতৃগণ'পরে রাম রাখিয়া পিরীতি। বিহ্বা সবারে নিজে শিখাতেন নীতি ॥
নগরের লোক সব রহে হরষিত। দেবের তুল'ভ ভোগ সকলে ভুঞ্জিত ॥২
অহনিশি বিধি-পার্শ্বে তা'রা বর চায়। রঘুবীর-পদে যেন সদা রতি পায় ॥
লব-কুশ নামে দু'টি স্তম্ভর নন্দন। লভে জীতা—ইহা বেদ পুরাণ-বচন ॥৩

সম; পরিচরজা—পরিচর্যা; সন্ততমন্দিরিতা—সর্বদা গুণী; স্তোত্রাবহি—বড়াব;
খোই—ভ্যাগ করিয়া; চিতব ন—দেখিতেন না; (দো—২৩, ২৪)

বিজয়ী বিনয়ী দু'টি স্তম্ভ গুণাকর । হস্তি-প্রতিবিম্ব দৌহা সতীত্ব স্মরণ ॥
 দুই দুই পুত্র হয় সকল জাতার । রূপ-গুণ-শীলে কেহ তুল্য নহে যা'র ॥৪
 দোহা— জ্ঞান ও বচন ইন্দ্রিয়-অতীত অজ মায়া-মন-গুণাতীত ।

সচ্চিৎ-আনন্দ নিজে ভগবান পালিলা উদার মূচরিত ॥২৫॥

মূল

চৌ—প্রাতেকাল সরউ করি মজ্জন । বৈঠিহি সভা' সজ্জি সজ্জন ॥
 বেদ পুরান বসিষ্ট বখানহি' । স্মরি' রাম জ্ঞাপি সব জানহি' । ১
 অনুজন্মহ সংস্কৃত ভোজন করহী' । দেখি সকল জননী' সুখ ভরহী' ॥
 ভরত সক্রোধন দোনউ ভাই । সহিত পবনসুত উপবন জাই ॥২
 বুঝি' বৈঠি রাম গুন গাহা । কহ হুম্মান স্মৃতি অবগাহা ॥
 সুনত বিমল গুন অতি সুখ পাবহি' । বহুরি বহুরি করি বিনয় কহাবহি' ও
 সব কেঁ গৃহ গৃহ হোহি' পুরান । রাম চরিত পাবন বিধি নানা ॥
 মর অরু মারি রাম গুন গানহি' । করহি' দিবস মিসি জাত ম জানহি' ॥৪
 দোহা— অবধপুরী বাসি,ম্হ কর সুখ সম্পদা সমাজ ।
 সহস সেব নহি' কহি সকহি' জই মূপ রাম বিরাজ ॥২৬॥

পদ্মাবতার

চৌ—প্রাতে সরোবরে রাম করিয়া মজ্জন । সভাসীন হ'ন সহ ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥
 বসিষ্ট পুরাণ, বেদ করেন ব্যাখ্যান । যদিও সর্বজ্ঞ রাম করেন শ্রবণ ॥১
 অনুজন্ম সাথি রাম করেন ভোজন । হেরি' তাহা স্মৃতি ভরি' যা'ন মাতৃগণ ॥
 ভরত ও শক্রঘন ভাই দুই জন । পবন-তনয়-সহ গিয়া উপবন ॥২
 বসিয়া কহেন—কহ রাম গুণ-গান । হুম্মান যথাস্মৃতি করেন ব্যাখ্যান ॥
 তাঁহার্য নির্মল গুণ শুনি' সুখ পান । পুন পুন সবিনয়ে কহাইতে চা'ন ॥৩
 সর্ব গৃহে চলে সেথা পৌরাণিকী কথা । নানাবিধ চলে পুণ্য রাম-গুণ-গাথা ॥
 মর-নারী সদা সেথা রাম-গুণ গায় । জানে না কেমনে দিন রাত্তি চ'লে যায় ॥৪
 দোহা— অযোধ্যা নগরে যে জন নিবসে তা'র সুখ সম্পৎ সমাজ ।
 সহস্র অনন্ত বর্ণিতে নারিবে যেথা রাম করিছে বিরাজ ॥২৬॥

মূল

চৌ—নারদাদি সনকাদি মুনীশ । দরসন লাগি কোসলাধীশ ॥
 দিন প্রতি সকল অজোধ্যা আবহি' । দেখি নগরু বিরাগু বিসরাবহি' ॥১
 বাংলা অর্থ—সানকুল—সামূল, অমূল হইয়া; সনাবত রহহী—মানসিক ইচ্ছা
 প্রকাশ করে; বিজই—বিজয়ী; যেনরে—অধিক ভাবে; গোতীত—ইন্দ্রিয় গুণের
 অতীত; বুঝি—প্রশ্ন করে; গুন গাহা—গুণগাথা; অবগাহা কহ—গভীরভাবে চিন্তা
 করিয়া কহে; কহাবহি'—কহায়; জাত—চণিয়া যায়; সহস—সহস্র; (দো—২৫, ২৬)

জাতরূপ মনি রচিত অটারী'। নানা রঙ্গ রুচির গচ টারী' ॥
 পুর চহ' পাস কোট অতি স্তম্বর। রচে কঁগুরা রঙ্গ রঙ্গ বঙ্গ ॥২
 নব গ্রহ নিকর অনীক বনাই। জম্বু ঘেরী অমরাবতি আই ॥
 মহি বহু রঙ্গ রচিত গচ কাঁচা। জে। বিলোকি মুনবর মন নাচা ॥৩
 ধবল ধাম উপর মন্ত চুম্বত। কলস মনছ' রবি সসি দুতি হিন্দত ॥
 জহু মনি রচিত ঝরোখা ভ্রাজ'হ'। গৃহ গৃহ প্রতি মনি দীপ বিরাজহি' ॥৪

ছন্দ— মনি দীপ রাজহি' ভবন ভ্রাজহি' দেহরী' বিজ্ঞম রচী।
 মনি খন্ত ভীতি বিরঞ্চি বিরচী কনক মনি মরকত খচী ॥
 স্তম্বর মনোহর মন্দিরায়ত অজির রুচির ফটিক রচে।
 প্রতি দ্বার দ্বার কপাট পুরট বনাই বহু বজ্রমুহি খচে ॥

দোহা— চারু চিত্রসাল। গৃহ গৃহ প্রতি লিখে বনাই।
 রাম চরিত জে নিরখ মুনি তে মন লেহি' চোরাই ॥২৭॥

পদ্মাবতী

চৌ—নারদ ও সনকাদি মুনি যত জম। দেখিতে কোশল-রাজে উপনীত হ'ব ॥
 প্রতিদিন অযোধ্যাতে করি' আগমন। পুর হেরি' বৈরাগ্যের হয় বিন্মরণ ॥১
 অট্টালিকা স্বর্ণ তথা মণিতে খচিত। বহু বর্ণ ঢালু ছাদ রুচির শোভিত ॥
 পুর-চতুর্ভিতে দুর্গ অতি মনোহর। বিরচিত চূড়া সেখা বহু বর্ণধর ॥২
 নবগ্রহ-দল সব বাহিনী রচিয়া। ইন্দ্রপুরী বেড়িয়াছে বুঝি বা আলিয়া ॥
 মহী যেন সাজে বহু বর্ণে রঙে ছন্দে। বিলোকিয়া মুন-মন ভরয়ে আনন্দে ॥৩
 ধবল-ভবন উর্দ্ধে আকাশ চুম্বছে। কলস ভাস্কর-শশি-দ্যুতির নিম্নিছে ॥
 খচিত মণিতে সব গবাঙ্ক শোভিছে। গৃহে গৃহে মণি-দীপ সেখা বিরাজিছে ॥৪

ছন্দ— মণি-দীপ জ্বালি' ভবন দীপিছে দেউড়ি তাহার বিজ্ঞমে রচিত।
 মণিস্তম্ভ ভিত্তি বিরঞ্চি বিরচে মণি মরকত কনক খচিত ॥
 মানস-মোহন মন্দির আয়ত অঙ্গন রুচির ফটিক-রচিত।
 প্রতি দ্বার দ্বার সোনার কপাট বিবিধ হীরকে আছিল খচিত ॥

দোহা— চারু চিত্র-শালা। প্রতি গৃহে রহে তাহে রাম-চরিত চিত্রিত।
 সে চিত্রে চিত্রণ যে মুনি হেরিত চিত্ত তার হক্টত চোরিত ॥২৭॥

বাংলা অর্থ—বিসরাবহি'—ভুলিয়া যায়; ঘেরী—ঘিরিয়াছেন; টারী গচ—ঢালু ছাদ; মন্ত চুম্বত—আকাশচুম্বী; দুতি—দ্ব্যতি, দ্বিগুণ; ঝরোখা—সজ্জিত জানালা; দেহরী—দেউড়ি; খন্ত ভীতি—খায়ে ভিত; পুরট কপাট—স্বর্ণনির্মিত কপাট; কোট—গড়; কঁগুরা—চূড়া; অজির—চকর, উঠান; (দো—২৭)

চৌ—সুমন বাটিকা সবহি লগাঈ । বিবিধ ভাতি কান্ন জতন বনাই ॥
 লতা ললিত বহু জাতি সুহাই । ফুলহি সদা বসন্ত কি নাই ॥১
 গুঞ্জত মধুর মুখর মনোহর । মারুত ত্রিবিধ সদা বহু সুন্দর ॥
 নানা খণ্ড বালকমুহি জিজ্ঞাএ । বোলত মধুর উড়াত সুহাই ॥২
 মোর হংস সারস পারাবত । ভবননি পর সোভা অতি পাবত ॥
 জই তই দেখহি নিজ পরিছাই ॥ বহু বিধি কুজহি মৃত্যু করাই ॥
 স্নক সারিকা পটাবহি বালক । কহহু রাম রঘুপতি জন পালক ॥
 রাজ দুআর সকল বিধি চারু । বীথী চৌহট রুচির বজার ॥৪

ছন্দ— বাজার রুচির ন বনই বরনত বস্তু বিস্ম গধ পাইএ ।
 জই জুপ রমানিবাস তই কী সম্পদা কিমি গাইএ ॥
 বৈঠে বজাজ সরাফ বনিক অনেক মনহু কুবের তে ।
 সব সুখী সব সচ্চরিত সুন্দর নারি নর সিসু জঠর জে ॥

দোহা— উত্তর দিসি সরজু বহু নির্মল জন গম্ভীর ।
 বাধে ঘাট মনোহর স্নক পঙ্ক নহি তীর ॥২৮॥
 পঞ্চানুবাদ

চৌ—পুষ্পের বাগিচা সবে যতনে লাগায় । বিবিধ প্রকারে তা'র ফুলের সাজায়
 বিবিধ ললিত লতা জাতি মনোরম । সর্বকালে ফুল দেয় বসন্তের সম ॥১
 মধুর মনোহর গুঞ্জরে মুখর । ত্রিবিধ পবন সদা বহিছে সুন্দর ॥
 বালকেরা নানা পক্ষী রক্ষণ করিছে । সুমধুর সুরে তা'রা সুন্দর গাইছে ॥২
 ময়ূর, সারস, হংস তথা কবুতর । গৃহ'পরে শোভা পায় অতি মনোহর ॥
 যেথা সেথা প্রতিবিম্ব করি' দরশন । করে তা'রা নানারূপে নর্তন কুজন ॥৩
 স্নক সারিকারে পুঁথি শিখায় বালক । কহ—‘রাম রঘুপতি জনতা-পালক’ ॥
 দেখিতে অতীব চারু রাজার দুয়ার । মনোহর সব গলি চৌরাস্তা বাজার ॥৪
 ছন্দ— সুন্দর বাজার বর্ণনে না যায় অর্থ বিনা বস্তু মিলিত সেখানে ।
 যেথায় নৃপতি নিজে লক্ষ্মীপতি তাঁহার সম্পদ বর্ণিব কেমনে ॥
 কাপড়-বিক্রেতা । পোদ্দার, বনিক অনেক এমন কুবের সমান ।
 সুখী সর্বজন সদাচারী চারু নর, নারী, শিশু তথা বর্ষীয়ান ॥
 দোহা— উত্তর দিকেতে সরযু বহিছে স্নক বারি নদী স্নগম্ভীর ।
 বাঁধা ঘাট চারু শোভিছে সেথায় পঙ্কলেশ-হীন তা'র তীর ॥২৮॥

বাংলা অর্থ—কুজহি কি নাই—বসন্তকালের মত ; জিজ্ঞাএ—গোবে ; পরিছাই—
 প্রতিবিম্ব ; বীথী—গলি ; চৌহট—চৌরাস্তা ; গধ—শ্রমদ্বারা ; বজাজ—বস্ত্রব্যবসায়ী ;
 সরাফ—অর্থ লেনদেনকারী ; জঠর—বৃদ্ধ ; পঙ্ক—পাক কাদা ; (দো—২৮)

চৌ—দূরির ফরাক কুচির সো ঘাটা। জই জল পিঅহি বাজি গজ ঠাটা ॥
 পনিঘট পরম মনোহর নানা। তহাঁ ন পুরুষ করহি অস্মানা ॥১
 রাজঘাট সব বিধি স্তদর বর। মজ্জহি তহাঁ বরন চারিউ নর ॥
 তীর তীর দেবম্হ কে মন্দির। চহঁ দিসি তিম্হ কে উপবন স্তম্হর ॥২
 কহঁ কহঁ সরিতা তীর উদাসী। বসহি গ্যান রত মুনি সন্ন্যাসী ॥৩
 তীর তীর তুলসিকা স্তহাজি। বন্দ বন্দ বহু মুনিম্হ লগাজি ॥৩
 পুর সোভা কছু বরনি ন জাজি। বাহের নগর পরম কুচিরাজি ॥
 দেখত পুরী অখিল অঘ ভাগা। বন উপবন বাপিকা তড়াগা ॥৪

ছন্দ— বাপী তড়াগ অনুপ কুপ মনোহরায়ত সোহহী।
 সোপান স্তম্হর নীর নির্মল দেখি স্তর মুনি মোহহী ॥
 বহু রজ কঞ্জ অনেক খগ কুজহি মধুপ গুজারহী ॥
 আরাম রম্য পিকাদি খগ রব জমু পথিক হকারহী ॥
 দোহা— রমানাথ জই রাজা সো পুর বরনি কি জাই।
 অনিমান্দিক স্তখ সম্পদা রহী অবধ সব ছাই ॥২৯॥

পদ্মাহবান

চৌ—পৃথক্ স্তম্হর এক ঘাট রহে দূরে। বাজি গজযুথ সেধা জলপান করে ॥
 ভরিতে পানীয় অগ্ণ ঘাট স্তশোভন। স্তান না করিবে সেধা কভু কোন জন ॥১
 রাজঘাট সর্ববিধি চারু বর্ষিয়ান। চারি বর্গ নর সেধা ক'রে থাকে স্তান ॥
 তীরে তীরে দেব-গৃহ রহে স্তশোভন। তা'র চতুর্ভিতে রহে চারু উপবন ॥২
 কোথা' বা উত্তীর্ণ-তীরে নিবসে উদাসী। কোথা' স্তান-রত মুনি নিবসে সন্ন্যাসী ॥৩
 তীরে তীরে তুলসীর গাছ শোভা পায়। বহু মুনিবন্দ সেধা সে সব লাগায় ॥৩
 পরম নগর-শোভা বর্ণনা-অতীত। নগরের বহির্ভাগ অতি স্তশোভিত ॥
 বন উপবন বাপী তড়াগ শোভন। পুরী-দরশনে হয় পাণ-বিনাশন ॥৪

ছন্দ— বাপী ও তড়াগ কুপ অনুপম স্তম্হর আয়ত শোভয়ে স্তম্হর।
 সোপান স্তচারু নীর স্তনির্মল তাহা স্তর-মুনি- মনোমোহকর ॥
 বহুবর্গ চারু অনেক বিহগ কুজিছে মধুর মধুপ গুজরে।
 রম্য উপবনে যেন সজ্জিগণ করে আমন্ত্রণ পথিক বিচরে ॥
 দোহা— রমানাথ রাজা যেথা সেই পুর বর্ণিবারে বলো সাধ্য কার ॥

অনিমান্দিক স্তখ ও সম্পদ অযোধ্যাতে ব্যাপ্ত চারিখার ॥২৯॥

বাংলা অর্থ—দূরির ফরাক—কিছু তফাতে; ঠাটা—দল; পনিঘট—জল ভরিবার
 ঘাট; বন্দ কে বন্দ—গুজবন; অঘ—পাণ; ভাগা—পলায়; কঞ্জ—পদ্ম; হকারহী—
 চাঁকর করিয়া ডাকিয়া আনে; আরাম—উপবন; অনুপ—অমৃণম; (দো—১৯)

চৌ—জই তই নর রঘুপতি গুণ গাবহি । বৈঠি পরসপর ইহাই সিখাবহি ॥
 ভজহু প্রনত প্রতিপালক রামহি । সোভা শীল রূপ গুণ ধামহি ॥১
 জলজ বিলোচন শ্রামল গাভহি । পলক নয়ন ইব সেবক জাভহি ॥
 শ্রুত সর রুচির চাপ তুনিরহি । সন্ত কজ বন রবি রমধীরহি ॥২
 কাল করাল ব্যাল খগরাজহি । নমত রাম অকাম মমতা জহি ॥
 লোভ মোহ যুগজুথ কিরাভহি । মনসিজ করি হরি জন সুখদাতহি ॥৩
 সংসয় সোক নিবিড় ভয় ভানুহি । দমুজ গহন ঘন দহন কুশানুহি ॥
 জনকমুতা সমেত রঘুবীরহি । কস ন ভজহু ভঞ্জন ভব ভীরহি ॥৪
 বহু বাসনা মসক হিম রাসিহি । সদা একরস অজ অবিনাসিহি ॥
 মুনি রঞ্জন ভঞ্জন মহি ভারহি । তুলসিদাস কে প্রভুহি উদারহি ॥৫

দোহা— এহি বিধি নগর নারি নর করহি রাম গুণ গান ।
 সানুকুল সব পর রহহি সন্তত কুপানিধান ॥৩০॥

পড়ানুবাদ

চৌ—রঘুপতি-গুণ নর যেথা সেথা গায় । পরস্পর আলোচিয়া ইহাই নিখায় ॥
 ভকত-পালক যিনি ভজ সেই রাম । তিনি শোভা, শীল তথা রূপ, গুণধাম ॥১
 ভজ সব পদ্ম-নেত্র শ্রাম-তমুধারী । নয়নে পলক-সম ভক্ত-রক্ষাকারী ॥
 তুনির-ধনুক-বাণধারী ভজ বীর । সন্ত-পদ্ম ফোটেইতে রবি-সম ধীর ॥২
 কাল-রূপী মহা ব্যালে সম খগরাজ । অকামী রামেরে নমি' মায়া জিনোঁ আজ ॥
 লোভ, মোহ, যুগযুথ-ব্যাধরূপী রাম । কাম-গজে সিংহ-সম ভক্ত প্রাণারাম ॥৩
 নিবিড়-সংসয় শোক-ভয়ে যেন ভানু । দমুজ-কানন ঘন-দহনে কুশানু ॥
 সীতা-সহ রঘুবীরে ভজনা করিয়া । ভব-ভয়-দুখ কেন না দাঁও নাশিয়া ॥৪
 বাসনা-মসক-কুলে রাম হিম-রাসি । সদা একরস তিনি অজ অবিনাসী ॥
 মুনির মানস রঞ্জে, নাশে মহীভার । তুলসীদাসের প্রভু পরম উদার ॥৫
 দোহা— হেনমতে পুরে নর-নারী যত করে সবে রাম-গুণ-গান ।
 সবার উপরে রহেন প্রসন্ন সদাভরে করুণা-নিধান ॥৩০॥

বাংলা অর্থ—শ্রামল গাভহি—শ্রামল গাভ (রাম) কে ; শ্রুত সর চাপ তুনিরহি—শ্রুত সর-ধনুক-তুনিরধারীকে ; মমতা জহি—মমতা জয় কর ; লোভ মোহ যুগজুথ কিরাভহি—লোভ মোহরূপ হরিণগন্ধের নাশকারী রামরূপ ব্যাধকে ; মনসিজ করি হরি—কামদেব-রূপী হস্তীর সিংহরূপ (রামচক্র) ; ভঞ্জন ভব ভীরহি—পৃথিবীর স্বত্বহঃখ আদি বৈত নাশকারী (রামচক্র) কে ; সন্ত কজ বন রবি—নাথুরূপী পদ্মপ্রফুল্ল স্বর্ঘ্য ; (১০—৩০)

মূল

চৌ—সব তে রাম প্রতাপ খগেসা। উদ্ভিত ভয়উ অতি প্রবল দিনেসা ॥
 পূরি প্রকাশ রহেউ তিহঁ লোকা। বহুতেম্হ সুখ বহুতন মন সোকা ॥১
 জিন্হহিঁ সোক তে কহউ বখানী। প্রথম অবিত্তা নিসা নমানী ॥
 অঘ উলুক জই তহঁ লুকানে। কাম ক্রোধ কৈরব সকুচানে ॥২
 বিবিধ কর্ম গুন কাল সুভাউ। এ চকোর সুখ লহহিঁ ন কাউ ॥
 মৎসর মান মোহ মদ চোরা। ইন্হ কর ছনর ন কবনিহঁ ওরা ॥৩
 ধর্মম তড়াগ গ্যান বিগ্যান। এ পঙ্কজ বিকসে বিধি নানা ॥
 সুখ সম্ভাব বিরাগ বিবেকা। বিগত সোক এ কোক অনেক। ৪
 দোহা— যহ প্রতাপ রবি জাকৈঁ উর জব করই প্রকাশ।
 পছিলে বাঢ়হিঁ প্রথম জে কহে তে পাবহিঁ নাস ॥৩১॥

পঞ্চান্নবাদ

চৌ—যে দিন হইতে রাম-প্রতাপ ভাঙিল। হে খগেশ! তাহে যেন ভাঙ্কর উদিল
 তাহে পূর্ণ প্রকাশিত হয় তিন লোক। অনেকের সুখ হ'লো কারো হ'ল শোক ॥১
 যা'রা শোকাবুল হ'ল করিব বাখান। প্রথমে অবিত্তা-নিশা হয় অবসান ॥
 যেথা সেথা পাপরূপী পেচক লুকায়। কাম-ক্রোধ-কুমুদিনী সঙ্কোচন পায় ॥২
 নানাবিধ কর্ম, গুণ, কাল ও প্রকৃতি- বিবশ এ চকোর না ল'ভে সুখগতি ॥
 ঈর্ষ্যা-মান-মোহ-মদ চোর হ'য়ে রয়। কোন দিকে ইহাদের সুখ নাহি হয় ॥৩
 ধর্ম-রূপ বিজ্ঞান ও জ্ঞান-সরোবর। ভয়িল শোভিল সেথা কমল-নিকর ॥
 ভাঙিল সম্ভাব সুখ বৈরাগ্য বিবেক। বীত-শোক হ'ল যেন চকোর অনেক ॥৪
 দোহা— এ প্রতাপ-রবি যাহার মানসে নিজে যবে লভিবে প্রকাশ।
 পূর্বোক্ত জ্ঞানাদি বহিবে তাহার কামাদি পরে পাবে নাশ ॥৩১॥

মূল

চৌ—জাতম্হ সহিত রামু এক বার। সঙ্গ পরম প্রিয় পবনকুমার ॥
 স্তম্ভর উপবন দেখন গএ। সব তরু কুসুমিত পল্লব নএ ॥১
 জানি সময় সনকাদিক আএ। ভেজ পুঞ্জ গুন লীল সুহাএ ॥
 ব্রজানন্দ সদা লয়লীনা। দেখত বালক বহুকালীনা ॥২
 রূপ ধরেঁ জমু চারিউ বেদা। সমদরসী মূনি বিগত বিভেদা ॥
 আসা বসন ব্যসন যহ তিন্হহী। রঘুপতি চরিত হে,ই তহঁ স্তম্ভহী ॥৩

বাংলা অর্থ—বহুতেম্হ—বহু লোকের; কৈরব—গয়; কাউ—কহ; ছনর—
 কলাকোশল; কবনিহঁ ওরা—কোনদিকে; কোক—চখাচকী; পছিলে—পরে উক্ত;
 বাঢ়হিঁ—বড়া আদিল; প্রথম জে কহে—পূর্বে বাহা বলা হইয়াছে; (দো—৩১)

তহাঁ রহে সনকাদি ভবানী । জই ঘটসম্ভব মুনিবর গ্যানী ॥

রাম কথা মুনিবর বহু বরনী । গ্যান জোনি পাবক জিমি অরনী ॥৪

দোহা— দেখি রাম মুনি আবত হরষি দণ্ডবত কীন্হ ।

সাগত পুঁছি পীত পট প্রভু বৈঠন কই দীন্হ ॥৩২॥

পত্নাহ্বাদ

চৌ—ভাতৃগণ-সহ রাম যা'ন একবার । সঙ্গেতে পরম প্রিয় পবন-কুমার ॥

মনোরম উপবন করিতে দর্শন । সব তরু কুসুমিত পল্লব মূতন ॥১

কাল বুঝি' সনকাদি আসিয়া পোঁ ছা'ন । তেজঃপুঞ্জ-গুণ-শীলে তাঁ'রা শোভমান ॥

ব্রহ্মানন্দে সদা-তরে র'ন লয়-লীন । দেখিতে নবীন বটে বয়সে প্রবীণ ॥২

তাঁ'রা যেম নররূপ-ধারী চারি বেদ । সমদর্শী মুনি সব অতীত বিভেদ ॥

পরিধানে দিক্‌বস্ত্র একই বসন । রাম-কথা হয় যেথা করেন শ্রবণ ॥৩

হে ভবানি ! সনকাদি চলি' যা'ন সেথা । মুনিশ অগস্ত্য জ্ঞানী আছিলেম যেথা ॥

রাম-কথা মুনিবর করেন বাখান । অরগিতে অগ্নি-সম জ্ঞানের নিধান ॥৪

দোহা— আসিতে নেহারি' মুনিগণে রাম দণ্ডবৎ সানন্দে নমিয়া ।

সাগত কহিয়া বসিবারে প্রভু দেন পীতপট বিছাইয়া ॥৩২॥

মূল

চৌ—কীন্হ দণ্ডবত ভীনিউ' ভাঙ্গি । সহিত পবনসুত স্মৃথ অধিকাষ্ট ॥

মুনি রঘুপতি ছবি অতুল বিলোকী । ভএ মগন মন সকে ন রোকী ॥১

শ্রামল গাত সরোরুহ লোচন । সুন্দরতা মন্দির ভব সোচন ॥

একটক রহে নিগেষ ন লাবহি' । প্রভু কর জোরে' সীস নবাবহি' ॥২

তিন্হ কৈ দস। দেখি রঘুবীর। । অবত নয়ন জল পুলক সরীর। ॥

কর গহি প্রভু মুনিবর বৈঠারে । পরম মনোহর বচন উচারে ॥৩

আজু ধন্য মৈ' স্ননজ মুনীস। । তুম্বহরে দরগ জাহি' অঘ খীস। ॥

ষড়ে ভাগ পাইব সতসঙ্গ। । বিনহি' প্রয়াস হোহি' ভব ভঙ্গ। ॥৪

দোহা— সমস্ত সঙ্গ অপবর্গ কর কামী ভব কর পন্থ ।

কহহি' সমস্ত কবি কোবিদ শ্রুতি পুরান সদগ্রন্থ ॥৩৩॥

বাংলা অর্থ—বহুকালীনা—বহু বয়সবিশিষ্ট; আসা বসন—দিগধর, নয়; ঘটসম্ভব মুনিবর—ঘটঘোষি মুনি অগস্ত্য; পাবক জিমি অরনী—অরগিকাষ্টগত অগ্নিতুল্য (প্রজ্ঞ); বৈঠন কই—বসিবার জায়; বিগত বিভেদ—ভেদবুদ্ধির অতীত; (দো—৩২)

বাংলা অর্থ—রোকী ন সকে—রোধিতে পারিলেন না; সুন্দরতা মন্দির—সৌন্দর্য-ধাম; একটক—একদৃষ্টে; নবাবহি'—নত করিলেন; খীস। জাহি—নষ্ট হয়; ভব ভঙ্গ।—সংসারজনিত হুঃখ নাশকারী; ভব-কর পন্থ—সংসারবন্ধনে পড়িবার পথ; (দো—৩৩)

চৌ—তিন ভাই সঙ্গে ল'য়ে পবন-মন্দম। মুনি-পদে মত্ত হ'য়ে স্নেহে মগ্ন হ'ন ॥
 মুনি রঘুপতি ছবি অভুল হেরিয়া। একচিন্ত হ'ন মনে বিকল হইয়া ॥১
 শ্যামবর্ণ তনু-ধর কমল-লোচন। শোভা-নিকেতন ভব-ভয়-বিমোচন ॥
 এক দৃষ্টে নির্নিমেষে র'ন মুনিবর। মতশির হ'ন প্রভু হ'য়ে যুক্ত কর ॥২
 তাহাদের দশা হেন হেরি' রঘুবীর। নয়ন ভরিল জলে, পুলকে শরীর ॥
 প্রভু করে ধরি' সব মুনিরে বসান। ক'ন চারু বাণী করি' আসন প্রদান ॥৩
 আমি ধন্য! মুনিগণ! করুন শ্রবণ। পাপহারী মুনিগণে করি দরশন ॥
 বড় ভাগ্য-খলে ঘটে সজ্জন-মিলন। ভব-দুঃখ নাশ তাহে না করি' যতন ॥৪
 দোহা— সাধুজন-সঙ্গ মোক্ষদান করে কামি-সঙ্গ ভব-দুঃখ দেয়।
 সাধু কবিগণে আর সুধীজনে বেদ পুরাণাদি গ্রন্থে কয় ॥৩৫॥

মূল

চৌ—সুনি প্রভু বচন-হরষি মুনি চারী। পুলকিত তনু অস্ত্রতি অনুসারী ॥
 জয় ভগবন্ত অনন্ত অনাময়। অনঘ অনেক এক করুণাময় ॥১
 জয় নিগুন জয় জয় গুণ সাগর। স্নেহ মন্দির সুন্দর অতি নাগর ॥
 জয় ইন্দ্রির রমন জয় ভুধর। অনুপম অজ অনাদি সোভাকর ॥২
 গ্যাম নিধান অমান মানপ্রদ। পাবন সুজস পুরান বেদ বদ ॥
 তগ্য কৃতগ্য অগ্যতা ভঞ্জন। নাম অনেক অনাম তিরঞ্জন ॥৩
 সর্ব সর্বগত সর্ব উরালয়। বসতি সদা হম কহু' পরিপালয় ॥
 দ্বন্দ্ব বিপতি ভব ফন্দ বিভঞ্জন। হৃদি বসি রাম কাম মদ গঞ্জয় ॥৪
 দোহা— পরমানন্দ রূপায়তন মন পরিপূরন কাম।
 প্রেম ভগতি অনপায়নী দেহ ইমহি ত্রীরাম ॥৩৬॥

পদ্মাবতী

চৌ—প্রভু-বাক্য শুনি' চারি মুনি হরষিত। স্ততি-বাক্য কহিলেন তনু পুলকিত ॥
 জয় ভগবান! অন্তহীন অনাময়। নিষ্পাপ ও বহুরূপী তুমি দয়াময় ॥১
 জয় গুণাভীত জয় গুণ-পারাবার। স্নেহ-নিকেতন চারু বুদ্ধির আধার ॥
 জয় জয় লক্ষ্মীপতি জয় পৃথীধর। অনুপম আদিহীন অজ গুণাকর ॥২
 জ্ঞানাদার মানহীন তুমি মানদাতা। বেদে ও পুরাণে গাহে তব যশোগাঁথা ॥
 তব্রজ কৃতজ্ঞ তুমি অজ্ঞতা-ভঞ্জন। অনন্ত অনাম তুমি ওহে নিরঞ্জন ॥৩

বাংলা অর্থ—অস্ত্রতি অনুসারী—স্ততি করিলেন; ভুধর—পৃথবীর ধারক; তগ্য—
 তব্রজ; অগ্যতা ভঞ্জন—অজ্ঞতানাশকারী; উরালয়—হৃদয়বাণী, হৃদয়রূপ গৃহ; ভব
 ফন্দ—পৃথিবীর স্বভঃধরূপী ফাঁদ বা জাল; গঞ্জয়—নাশ কর; অনপায়নী—অনপায়িনী,
 অবিচল; মন পরিপূরন কাম—মনের কামনা পরিপূর্ণকারী; (দো—৩৬)

সর্বরূপ সর্বগত সর্বহিয়াবাসী । রক্ষা কর মো'সবারে তুমি এবে আজি' ॥
 ভবের বিপত্তি, দ্বন্দ্ব সন বিনাশিয়া । কাম, মদ নাশ কর হৃদয়ে বসিয়া ॥৪'
 দোহা— ওহে পরানন্দ ! রূপা-নিকেতন তুমি পূর্ণ কর মনস্কাম ।

প্রেম ও ভক্তি যাহা অচঞ্চল । আমাদের দাও হে জীৱাম ! ৭৪॥

মূল

চৌ—দেহ ভগতি রঘুপতি অতি পাবনি । ত্রিবিধি ভাপ ভব দাপ নসাবনি ॥
 প্রনত কাম সুরধেনু কলপতরু । হোই প্রসন্ন দীজৈ প্রভু য়হ বরু ॥১
 ভব বারিধি কুন্তজ রঘুনাথক । সেবত সুলভ সকল সুখ দায়ক ॥
 মন সম্ভব দারুণ দুখ দারয় । দীনবন্ধু সমতা বিস্তারয় ॥২
 আস জ্রাস ইরিষাদি নিবারক । বিনয় বিবেক বিরতি বিস্তারক ॥
 ভূপ মৌলি মনি মণ্ডন ধরনী । দেহি ভগতি সমুত্তি সরি তরনী ॥৩
 মুনি মন মানস হংস নিরন্তর । চরন কমল বখিত অজ সঙ্কর ॥
 রঘুকুল কেতু সেতু শ্রুতি রক্ষক । কাল করম স্নভাউ গুন ত্রক্ষক ॥৪
 তারন তরন হরন সব দূষন । তুলসীদাস প্রভু ত্রিভুবন ভূষণ ॥৫

দোহা— বার বার অন্ততি করি প্রেম সহিত সিরু নাই ।

ব্রহ্ম ভবন সনকাদি গে অতি অতীষ্ট বর পাই ॥৩৫॥

পঞ্চাহবাদ

চৌ—ভক্তি দাও রঘুপতি অতীব পাবনী । ত্রিভাপ-নাশিনী ভব-ক্লেশ-নিবাহনী ।
 ভক্তে কাম-ধেনু তুমি কলপতরুবর । প্রসন্ন হইয়া প্রভু দাও এই বর ॥১
 ভবসিদ্ধি শুকাইতে অগন্ত্য হে রাম ! সেবকে সুলভ তুমি সর্ব-সুখধাম ॥
 দারুণ কামনা-দুঃখ তুমি কর নাশ । দীন-বন্ধো ! সমদৃষ্টি করহ বিকাশ ॥২
 জ্রাস, ঈর্ষ্যা, বাসনাদি পার নিবারিতে । বিনয় বৈরাগ্য জ্ঞান পার বিস্তারিতে ।
 ধরনী-ভূষণ তুমি ভূপ-শিরোমণি । দাও ভক্তি যাহা ভব-তটিনী-তরনী ॥৩
 মুনির মানস-সরে হংস নিরন্তর । পাদ-পদ্ম পূজে তব ব্রহ্মা ও শঙ্কর ॥
 রঘুকুল-কেতু তুমি বেদের রক্ষক । তুমি বাল-কর্ক-গুণ-বন্ধ-বিনাশক ॥৪
 নিজে তরি' আনে তরাও দূষণ-হরণ । তুলসীদাসের প্রভু বিশ্বের ভূষণ ॥৫

বাংলা অর্থ—ভব দাপ—জন্মমরণরূপী ক্লেশ ; নসাবনি—নাশক ; কাম সুর ধেনু—
 কামধেনু ; কুন্তজ—অগন্ত্য (জলশোষণকারী মুনি) ; দারয়—বিদীর্ণ বর, নাশ কর
 ইরিষাদি—ঈর্ষ্যা; মৌলি—মণ্ডক ; মনি মণ্ডন ধরনী—মণিরূপ অক্ষরধারণকারী
 সমুত্তি সরি তরনী—সংসাররূপ সরিতের নৌকাধরুণ ; মুনি মন মানস হংস—মুনি
 মনোরূপী মানসসরোবরের হংস ; তরন তারন—সংযুক্ত এবং অস্তের মোক্ষদাতা কাহী
 ব্রহ্ম ভবন—ব্রহ্মলোক ; আস—আশা ; মানস—মানস স্রোবর ; (দো—৩৫)

দোহা।— বার বার স্তুতি সপ্রেমে করিয়া সবে মিলি' মন্তক মমিয়া।
ব্রজার ভবনে সনকাদি যা'ন তাঁহাদের অতীষ্ট লাভিয়া ॥৩৫॥

মূল

চৌ—সনকাদিক বিধি লোক সিধাঞ। জাতম্হ রাম চরন সিক্ত নাঞ।
পুছত প্রভুহি সকল সকুচাহী। চিত্তবহি সব মার ৭ মৃত পাহী ॥১
সুনী চহহি' প্রভু মুখ কৈ বানী। জো সুনি হোই সকল ভ্রম হানী ॥
অন্তরঙ্গামী প্রভু সম জানা। বৃত্তত কহহু কাহ হনুমান ॥২
জোরি পানি কহ তব হনুমন্ত। সুনহু দীনদয়াল ভগবন্ত ॥
নাথ ভরত কহু পুঁছন চহহী। প্রসন্ন করত মন সকুচত অহহী ॥৩
তুমহ জানহু কপি মোর স্তভাউ। ভরতহি মোহি কহু অন্তর কাউ ॥
সুনি প্রভু বচন ভরত গহে চরন। সুনহু নাথ প্রনতারাতি হরন ॥৪

দোহা— নাথ ন মোহি সন্দেহ কহু সপনেহ' সোক ন মোহ।
কেবল কৃপা তুমহারিহি কৃপানন্দ সন্দেহ ॥৩৬॥

পদ্মাহ্বান

চৌ—সনকাদি ব্রজালোকে করিলে গমন। রাম-পদে শির মত করে জাতগণ ॥
প্রভুরে পুছিও সবে সঙ্কোচ করিল। পবন-ভনয় প্রতি দৃষ্টি নিবেশিল ॥১
প্রভু-মুখ-বাণী সবে শুনিবারে চায়। যে বাণী শুনিলে সব প্রাপ্তি লয় পায় ॥
অন্তর্যামী প্রভু সব পারেন বুঝিতে। হনুমানে ক'ন নিজে কি চাহ জানিতে ॥২
যুক্ত-করে হনুমান কহিলা তখন। ভগবন্! হে কৃপাল! করুন প্রবণ ॥
হে নাথ! ভরত কিছু পুছিতে চাহিছে। জিজ্ঞাসা করিতে তা'র সঙ্কোচ আসিছে ॥৩
আমার স্বভাব তব অবিন্দিত নয়। ভরতে আমাতে বল ভেদ কি বা রয় ॥
ভরত সে-কথা শুনি' ধরিলা চরণ। শুন ওহে নাথ! ভক্ত-আর্তি-নিবারণ ॥৪
দোহা— ওহে নাথ! মম নাহিক সংশয় স্বপ্নেও না শোক-মোহ রয় ॥
ইহা শুধু তব করুণা-প্রভাবে কৃপাধাম! আনন্দ-নিজয় ॥৩৬॥

মূল

চৌ—করউ' কৃপানিধি এক চিঠাঞি। মৈ' সেবক তুমহ জন সুখদাঞি ॥
সন্তনহ কৈ মহিমা রঘুরাঞি। বহু বিধি বেদ পুরানম্হ গাঞি ॥১
ত্রীমুখ তুমহ পুনি কীম্হি বড়াঞি। তিম্হ পর প্রভুহি প্রীতি অধিকাঞি ॥
সুনা চহউ' প্রভু তিম্হ কর লছন। কৃপাসিদ্ধি গুন গ্যান বিচছন ॥২
সন্ত অসন্ত ভেদ বিলগাঞি। প্রনতপাল মোহি কহহু বুকাঞি ॥
সন্তম্হ কে লছন স্নানু জাভা। অগনিত অর্গত পুরান বিখ্যাতা ॥৩
সন্ত অসন্তম্হি কৈ অসি করনী। জিমি কুঠার চন্দন আচরনী ॥
কাটই পরস্ন মলয় স্নানু ভাঞি। নিজ গুন দেই স্নগজ বসঞি ॥৪

দোহা— তাতে স্নহ সীমহ চক্ৰত জগ বসন্ত শ্রীখণ্ড ।

অনল দাহি পীটত ঘনহি পরশু বদন যহ দণ্ড ॥৩৭॥

পদ্মাবতী

চৌ—হে কৃপাল ! করিবারে চাই প্রগল্ভতা । আমি ত সেবক তুমি ভক্ত-সুখদাতা
রাজন্ ! মহিমা বহু সাধুগণে ধরে । বেদ ও পুরাণ তাহা তুরি গান করে ॥১
করিলে সাধুর নিজে তুরি প্রশংসন । সাধু 'পরে তব শ্রীতি বুঝি পুরম ॥
শ্রুতিতে চাহি যে প্রভু সাধুর লক্ষণ । কৃপাসিঞ্জে ! তুমি গুণ-জ্ঞানে বিচক্ষণ ॥২
সাধু ও অসাধু-ভেদ পৃথক করিয়া । হে ভক্ত-পালক ! কহ মোরে বুঝাইয়া ॥
শ্রুত জ্ঞাতা ! সাধুজন ধরে কি লক্ষণ । আগম নিগম যাহা বাখানিয়া ক'ন ॥৩
সাধু ও অসাধু-কার্য জানিবে তেমন । পরশু-চন্দনে যথা স্থির আচরণ ॥
শ্রুত তাই । পরশু ত চন্দনে কাটিছে । স্বগুণ হস্তারে দিয়া গন্ধ বিতরিছে ॥৪
দোহা— চন্দন চড়িছে সর্ব শির'পরে ইথে সাধু-অসাধু-প্রমাণ ।

অগ্নি-দাহ-অশ্ব পরশু-বদনে হাতুড়ি হানিয়া করে শাস্তি-দান ॥৩৭॥

মল

চৌ—বিষয় অলম্পট সীল গুনাকর । পর দুখ দুখ সুখ সুখ দেখে পর ॥
সম অভূতরিপু বিমদ বিরাগী । লোভামরষ হরষ ভয় ত্যাগী ॥১
কোমলচিত দীনমহ পর দায়ী । মন বচ ক্রম মম ভগতি অমায়ী ॥
সবহি মানপ্রদ আপু অমানী । ভরত প্রান সম মম তে প্রানী ॥২
বিগত কাম মম নাম পরায়ন । সান্তি বিরতি বিনতী মুদিতায়ন ॥
সীতলতা সরলতা ময়তী । দ্বিজ পদ শ্রীতি ধর্ম জনয়তী ॥৩
এসব লক্ষন বসহি' জাসু উর । জানেছ তাত সন্ত সন্তত কুর ॥
সম দম নিয়ম নীতি নহি' ডোলহি' । পরুষ বচন কবহু' নহি' বোলহি' ॥৪

দোহা— নিন্দা অন্ততি উভয় সম মমতা মম পদ কঞ্জ ।

তে সজ্জন মম প্রানপ্রিয় গুন মন্দির সুখ পুঞ্জ ॥৩৮॥

বাংলা অর্থ—বিধিলোক—ব্রহ্মলোক ; বনাত—প্রসন্ন করিলেন ; অহহী—হইতেছেন ;
কাউ—কি ; প্রনতরতি হরনা—শরণাগতের হৃৎখনাশকারী ; চিঠাই—হুঁত ; বড়াই
কীমহি—বাড়াইয়া দিয়াহ ; বিচক্ষন—বিচক্ষণ ; বিলগই—পৃথক করিয়া ; মলয়—চন্দন ;
বসাই—বিস্তার করিয়া ; শ্রীখণ্ড—চন্দন ; পীটত—আঘাত করে ; (গো—৩৬, ৩৭)

বাংলা অর্থ—অলম্পট—অসম ; অভূতরিপু—শত্রুহীন ; লোভামরষ—লোভ ও
ক্রোধ ; মুদিতায়ন—প্রমত্ততার আশ্রয় ; ময়তী—মৈতী ; কুর—সত্য সত্যই ; ডোলহি'—
বিচলিত হয় ; বসহি'—বাগ করে ; মুদিতায়ন—প্রমত্ততার ধাম ; (গো—৩৮)

চৌ—বিষয়ে আসক্তি নাই শীল-গুণাকর। পরদুঃখে দুঃখ, সুখে সুখচিন্তাপন্ন ॥
 সম-দৃষ্টি শত্রুহীন বিষদ বিরাগী। লোভ-ক্রোধ-হর্ষ-ভয়-আদি সর্বভ্যাগী ॥১
 চিন্তে কোমলতা দয়া রাখে দীন'পরে। কাম-মনো-বাক্যে ভক্তি আমার উপরে
 সবে মান দিয়া নিজে মানহীন র'ন। হে ভরত ! প্রাণ-প্রিয় মম সেই জন ॥২
 কাম তেয়াগিয়া মম নাম-পরায়ণ। বিরতি-বিনয়-শাস্তি-সন্তোষ-অন্ন ॥
 সরলতা কোমলতা-ভরা মৈত্রী'পর। দ্বিজ-পদে প্রীতি রাখে ধান্নিক-প্রবর ॥৩
 এসব লক্ষণ হের বাহার অন্তরে। তা'রে সত্য সাধু বলি' বুঝ সদাতরে ॥
 শম-দম রীতি-নীতি তাহে স্থির রহে। পরুষ-বচন কভু কাহারে না কহে ॥৪
 দোহা— নিন্দা স্তুতি তা'র উভয় সমান মম পাদ-পদ্মে শ্রদ্ধাবান।
 হেন সাধু-জন মম প্রাণ-প্রিয় গুণধাম সুখের নিধান ॥৫॥

মূল

চৌ—সুনহু অসন্তনহ কের সুভাউ। ভুলেছ সজ্জতি করিয় ন কাউ ॥
 তিনহু কর সজ্জ সদা দুখদাই। জিমি কপিলহি ঘালই হরহাজে ॥১
 খলনহু হৃদয়' অতি তাপ বিসেবী। জরহি' সদা পর সম্পতি দেখা ॥
 জই কহ' নিন্দা সুনহি' পরাজে। হরবহি' মনহু' পরী নিধি পাজে ॥২
 কাম ক্রোধ মদ লোভ পরায়ন। নিদ'য় কপটী কুটিল মলায়ন ॥
 বয়রু অকারন সব কাহু সো'। জো কর হিত অনহিত তাহু সো' ॥৩
 বুঠই লেনা বুঠই দেনা। বুঠই ভোজন বুঠ চবেনা ॥
 বোলহি' মধুর বচন জিমি মোরা। খাই মহা অহি হৃদয় কঠোরা ॥৪
 দোহা— পর জোহী পর দার রত পর ধন পর অপবাদ।
 তে নর পাঁবর পাপগয় দেহ ধরে' মনুজাদ ॥৫॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ—অসাধু স্বভাব এবে করহ শ্রবণ। হেন জন-সজ্জ ভ্রমে না কর কখন ॥
 তা'র সজ্জ কর যদি সদা দুঃখ দেয়। দুষ্ট গাভী নষ্ট করে যথা কপিলায় ॥১
 অতি বড় তাপে জানানো খল-হিয়া ভরে। পরের সম্পদ হেরি' জলিয়া সে মরে ॥
 যেথা সেথা পর-নিন্দা করিলে শ্রবণ। হুষ্ট আর লভে যেন প'ড়ে পাওয়া ধন ॥২
 কাম, ক্রোধ, মদ তথা লোভ-পরায়ণ। নিদ'য় কপটী ক্রুর গোপের সদন ॥
 অকারণে বৈর সাধে সকলের সনে। অহিত সাধন করে হিতকারী ভনে ॥৩

বাংলা অর্থ—ভুলেছ—ভ্রমক্রমে; সংগতি—গণ; হরহাজে—দুষ্টকাতীয় গাভী;
 ঘালই—নষ্ট করে; কপিলহি—বপীলা গাইকে; জরহী—জলিয়া যায়; পরাজে—
 পরকীয়; পরী নিধি—পড়িয়া পাওয়া রত্ন; মলায়ন—পাপাশ্রয়ী; বুঠই—মিথ্যানুচক;
 মনুজাদ দেহ—মহাশয় ভক্ষণকারী রাক্ষসের দেহ; পাঁবর—পাশর, মূর্থ; (দে:—৫২)

আদ্যানে প্রদ্যানে সব মিথ্যা-ভরা তা'র । ভুঞ্জে এক, কহে আন শুধু মিথ্যাচার ।
 ময়ূর সমান কহে মধুর বচন । হৃদয়ে ত্রুরাচার করে অহিরে ভক্ষণ ॥৪
 দোহা— পরজোহ চরে রত পরদারে নিন্দাকারী কামী পর-ধনে ।
 এহেন পামর পাণী নর-দেহে রাক্ষস-সমান আচরণে ॥৩৯॥

মূল

চৌ—লোভই ওড়ন লোভই ভাসন । শিল্পোদর পর জমপুর জাসন ॥
 কাছ কী জোঁ সুনহিঁ বড়াই । আস লেহিঁ অনু জুড়ী আঙ্গি ॥১
 জব কাছ কৈ দেখহিঁ বিপত্তী । সুখী ভএ মানহিঁ জগ নুপত্তী ॥
 স্বার্থ রত পরিবার বিরোধী । লম্পট কাম লোভ অতি ক্রোধী ॥২
 মাতৃ পিতা গুরু বিপ্র ন মানহিঁ । আপু গএ অরু ঘালহিঁ আনহিঁ ॥
 করহিঁ মোহ বস জোহ পরাবা । সন্ত সঙ্গ হরি কথান ভাবা ॥৩
 অগুন লিঙ্গু মন্দমতি কামী । বেদ বিদুষক পরধন স্বামী ॥
 বিপ্র জোহ পর জোহ বিসেবা । দস্ত কপট জিয় ধরেঁ সুবেবা ॥
 দোহা— এঁসে অধম মনুজ খল কুতজুগ জেঠা নাহিঁ ।
 ছাপর কছুক বন্দ বহু হোইহহিঁ কলিজুগ নাহিঁ ॥৪০॥

পট্টাহ্বাদ

চৌ—লোভ উত্তরীয় তা'র লোভ শয্যাসন । নাহি যম-ভয় শিল্পোদর-পরায়ণ ॥
 কাহারো সম্বন্ধি যদি করে সে শ্রবণ । দীর্ঘশ্বাস লয়, হয় কল্পজরোগম ॥১
 যদি দেখে কাহারও হয়েছে বিপদ । সুখী হয় লভে যেম নৃপের সম্পদ ॥
 স্বার্থরত পরিজন-মঙ্গল-বিরোধী । কাম-লোভ-বশ হয় লম্পট ও ক্রোধী ॥২
 মাতা-পিতা-গুরু-বিপ্র নাহি মান দেয় । নিজ নাশ ক্রব জানি' অপরে নাশয় ॥
 মোহ-বশে পরজোহ সতত আচরে । সাধু-সঙ্গ হরি-কথা কছু নাহি স্মরে ॥৩
 অগুন-বারিষি তথা মন্দমতি কামী । বেদ-নিন্দাকারী তৎ পরধন-স্বামী ॥
 সদা বিপ্রজোহী পরজোহী সবিশেষ । হৃদয়ে ত্রুরতা দস্ত বাহিরে সুবেশ ॥৪
 দোহা— এহেন অধম কপট মানুষ সত্য জেতা যুগে নাহি হ'বে ।
 ছাপরেতে কিছু, দলে দলে হ'বে কলিযুগ প্রকটিবে যবে ॥৪০॥

মূল

চৌ—পর হিত সরিস ধর্ম নাহিঁ ভাঙ্গি । পর পীড়া সম নাহিঁ অধমাই ॥
 মিনয় সকল পুরান বেদ কর । কহেউঁ তাত জানহিঁ কোবিদ চর ॥১

বাংলা অর্থ—ওড়ন—গাত্রবস্ত্র; ভাসন—শয্যাভূত বস্ত্র; আস—খাস; জুড়ী—নীত-
 কল্প; পরাবা জোহ—অভ্যেয় প্রতি বিদগ্ধ আচরণ; জিয়—হৃদয়ে; ন ভাবা—ভাল
 লাগে না; ঘালহি—নষ্ট করে; বিদুষক—নিন্দাকারী জন; (দো—৪০)

চৌ—হের মোর পানে ওহে পঞ্চ-লোচন ! কৃপাদৃষ্টি তব সর্বশোক-বিনোদন ॥
 নীল-পদ্ম-সম-শ্রাম ওহে ভগবান ! শিবহিয়া-পদ্ম-আবে মধুপ সমান ॥১
 হে রাক্ষস-সেনাদল-শক্তি-ভঞ্জন । মুনি-সামু-চিন্ততোষী পাপ-বিনোদন ॥
 বিপ্ররূপি-শস্ত্রে নব বারিষ বর্ষক । অশরৎ-আশ্রয়দ দীনের রক্ষক ২
 ভুজবলে মহীভার করিলে নগণ্য । দুষণ-বিরোধ-ধ্বংস-বধে অগ্রগণ্য ॥
 রাবণারি চিদানন্দী জয় ভূপবর । তুমি দশরথ-কুল-পদ্ম সুধাকর ৩
 পুরাণে বিদিত যশ আগমে নিগমে । গায় যশ সুর-মুনি-সামু-সমাগমে ॥
 মিথ্যা-গদ-বিনাশন কৃপা-নিকেতন । সর্বথা কুশলী তুমি কোশল-ভূষণ ৪
 কলি-পাপ-নাশকারী মায়ার নাশক । তুলসীদাসের প্রভু ভক্তের রক্ষক ৫
 দোহা— পিরীতি সহিত মূলীশ নারদ আলোচিয়া রাম-গুণগ্রাম ।
 রূপ-পারাবার হৃদয়ে ধরিয়া চলি' যা'ন যেথা ব্রহ্মধাম ॥৫১॥

মূল

চৌ—গিরিজা স্নান ছাড়া বিসদ যহ কথা । মৈ' সব কহী মোরি মতি জখা ॥
 রাম চরিত সত কোটি অপার । শ্রুতি সারস ন বরমৈ পান্না ॥১
 রাম অনন্ত অনন্ত গুনানী । জগৎ কর্ম অনন্ত নামানী ॥
 জল সীকর মাহ রজ গনি জাহী' । রঘুপতি চরিত ন বরনি সিরাহী' ॥২
 বিমল কথা হরি পদ দায়নী । ভগতি হোই স্নানি অনপায়নী ॥
 উমা কহিউ' সব কথা স্নানি ॥ জো ভুজুতি খগপতিহি স্নানি ॥৩
 কছুক রাম গুন কহেউ' বখানী । অব কা কহো' সো কহে ছ ভবানী ॥
 স্নানি স্নান কথা উমা হরযানী । বোলী অতি বিনীত হুত বানী ৪
 ধন্য ধন্য মৈ' ধন্য পুরানী । স্নানেউ' রাম গুন তব ভয় হারী ॥

দোহা— তুমহরী কুপা' কৃপায়তন অব কৃতকৃত্য ন মোহ ।
 জানেউ' রাম প্রতাপ প্রভু চিদানন্দ সন্দোহ ॥৫২ক॥
 নাথ তবানন সসি অবত কথা স্নানি রঘুবীর ।
 শ্রবন পুটনহি মন পান করি নহি' অঘাত অভিধীর ॥৫২খ॥

সসি—শত ; বলাহক বৃন্দ—মেঘগম্বুহ, গাহক—গ্রাহক, সমর্থক ; খণ্ডিত—চটকারী ;
 বালীক মদ—বুখা অহঙ্কার ; মমতাহন—মমতানিশকারী ; ভামরাস—পদ্ম ; (দো ৫১)
 বাংলা অর্থ—বিসদ—উজ্জল ; জলসীকর—জলবিদু ; ন সিরাহী'—শেষ হয় না ;
 হরিপদ দায়নী—গরম পদদাতা ; বোলী—বলিলেন ; চিদানন্দ সন্দোহ—চিদানন্দ
 ঘন ; নহি অঘাত—শেষ হয় না ; অনপায়নী—অবিচলিত ; (দো—৫২)

চৌ—হে গিরিজা! শুন মম মনোহর কথা। কহিনু সকল এবে মম মতি যথা ॥
 রামের চরিত শত কোটি ও অপার। প্রভি বাণী নাহি ধরে শক্তি বর্ণিবার ॥১
 রাম অন্তহীন গুণ অন্তহীন তাঁ'র। জন্ম-কর্ম-নাম সংখ্যা শেষ নাহি যা'র ॥
 জলবিন্দু ধূলি-কণা তবু গোণা যায়। রাম-কথা কহি' কেহ শেষ নাহি পায় ॥২
 সবারে এ পুত-কথা হরি পদ দেয়। শুনে যদি কেহ তবে শ্রিত ভক্তি পায় ॥
 হে উমা! কহিনু সব কথা মনোহর। ভুযুগু হইতে যাহা শুনে খগবর ॥৩
 কিছু রাম-গুণ আমি কহিনু বাখানি'। এবে কি কহিব তাহা কহ হে ভুবানি!
 শুনি' শুভ কথা উমা হরষিত হ'ন। কহেন গিনতি-ভরা মধুর বচন ॥৪
 আমার জীবন ধন্য ওহে ত্রিপুরারি! শুনলাম রাম-গুণ ভব-ভয়হারী ॥৫

দোহা— তব কৃপাবলে কৃপা-আমতন কৃতকৃত্য বীত-মোহ মন।
 জানিলাম এবে রামের প্রতাপ প্রভু যিনি চিদানন্দঘন ॥৫২ক॥
 ওহে নাথ! তব মুখচন্দ্র হ'তে রঘুবীর-কথাসুধা ক্ষরে।
 ওহে দীরমতি! কর্ণে তাহা শুনি' মম মন যেন নাহি ভগ্নে ॥৫২খ॥

মূল

চৌ—রাম চরিত জে শুনত অসাহী'। রস বিসেষ জানা তিনহ নাহী' ॥
 জীবনমুক্ত মহামুনি জেউ। হরি গুন শুনহি' মিরস্তর তেউ ॥১
 ভব সাগর চহ পার জো পাবা। রাম কথা তা কই দৃঢ় নাবা ॥
 বিষইনহ কই পুনি হরি গুন গ্রাম। শ্রবন সুখদ অরু মন অভিমানা ॥২
 শ্রবনবস্ত্র অস কো জগ সাহী'। জাহি ন রঘুপতি চরিত সোহাহী' ॥
 তে জড় জীব নিজাক্ষকষাভী। জিনহহি রঘুপতি কথা সোহাভী ॥৩
 হরিচরিত্র মানস তুমহ গাবা। শুনি মৈ' নাথ অমিতি সুখ পাবা ॥
 তুমহ জো কহী যহ সুহাঈ। কাগডসুগু গরুড় প্রতি গাঈ ॥৪

দোহা— বিরতি গ্যান বিগ্যান দৃঢ় রাম চরন অতি বেহ।
 বায়স তন রঘুপতি ভগতি মোহি পরম সন্দেহ ॥৫৩॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ—রামের চরিত শুনি' তৃপ্তি শেষ যার। রসবোধে পূর্ণজ্ঞান নাহিক তাহার
 জীবনমুক্ত মহামুনিগণ নিরস্তর। তাঁহারাও হরিগুণ-শ্রবণে তৎপর ॥১
 ভব-পারাবার যা'রা পার হ'তে চা'ন। রাম-কথা তাঁহাদের তরলী-সমান ॥
 বিষন্নীর কাছে পুন হরিগুণ-গ্রাম। শ্রবণ-সুখদ তথা মনঃ-অস্তিরাম ॥২
 শ্রবণ শক্তি-যুত কে আছে এমন। রঘুপতি-কথা যা'র না লাগে শোভন ॥
 তা'রে জানি জড় জীব আত্মাভী নয়। রঘুপতি-কথা যা'র নহে প্রীতিকর ॥৩

করিলে যা' গান রাম-চরিত-মানস। শুনি' নাথ! লভি বহু মানস-হরষ ॥
 তুমি যা' কহিলে এই কথা মনোহর। বায়স-ভুযুগি গরুড়ে কহে সুন্দর ॥৪
 দোহা— বৈরাগ্য ও জ্ঞানে বিজ্ঞানে দৃঢ়তা রাম-পদে স্নেহ অতিশয়।
 রামে ভক্তি' তবু বায়সের তনু ইথে জাগে অরল সংশয়াৎ ॥

মূল

চো—নর সহস্র মই স্নমছ পুরানী। কোউ এক হোই ধর্ম ব্রতধারী ॥
 ধর্ম সীল কোটিক মই কোউ। বিষয় বিমুখ বিরাগ রত হোই ॥১
 কোটি বিরক্ত মধ্যশ্রুতি কহই। সম্যক গ্যান সক্রুত কোউ লহই ॥
 গ্যানবন্ত কোটিক মই কোউ। জীবনমুক্ত সক্রুত জগ সোউ ॥২
 তিনহ সহস্র মই সব স্নুখ খানী। দুর্লভ ব্রহ্ম লীন বিগ্যানী ॥
 ধর্ম সীল বিরক্ত অরু জ্ঞানী। জীবনমুক্ত ব্রহ্মপর প্রানী ॥৩
 সব তে সো দুর্লভ সুররায়। রাম ভগতি রত গত মদ মায়া ॥
 সো হরিভগতি কাগ কিমি পাই। বিশ্বনাথ মোহি কহছ বুঝাই ॥৪

দোহা— রাম পরায়ন গ্যান রত গুনাগার মতি দীর।
 নাথ কহছ কেহি কারন পায়উ কাগ সরীর ॥৫৪॥

পদ্মাবাদ

চো—শুন ত্রিপুরারি! নর-সহস্র-মাঝারে। কদাচিত্ কেহ কছু ধর্ম-ব্রত ধরে ॥
 কোটি ধর্মশীল-মাঝে কোন এক জন। বিষয়-বিমুখা, করে বৈরাগ্য-ধারণ ॥১
 শ্রুতি কহে কোটি-জন-বিরক্ত-মাঝারে। কোন এক জনে জ্ঞান যথার্থ সঞ্চারে ॥
 জ্ঞানবান্ কোটি-জনে কোন এক জন। ধরা-মাঝে জীবনমুক্ত বিবেচিত হ'ন ॥২
 সেই সহস্রের মাঝে সর্ব-সুখাকর। সুদুর্লভ জ্ঞানবান্ যিনি ব্রহ্মপর ॥
 ধর্মশীল ও বিরক্ত তিনি জ্ঞানবান্। জীবনমুক্ত ব্রহ্মপর হেন মহাপ্রাণ ॥৩
 দুর্লভ সে সব হ'তে ওহে মহেশ্বর! বীত-মদ-মায়া যিনি রামে ভক্তিপর ॥
 সেই হরিভক্তি কাক কেমনে লভয়ে। বিশ্বনাথ! মোরে তাহা কহিবে বুঝ'য়ে ॥৪

দোহা— রাম-পরায়ণ জ্ঞানেতে নিরত গুণ-নিকেতন মতি-দীর।
 ওহে নাথ! কহ কিসের কারণ লাভ করে বায়স-সরীর ॥৫৪॥

বাংলা অর্থ—তা কই—তাহাদের পক্ষে; ন মোহাই—ভাল লাগে না; সক্রুত
 কোউ—কোন একজন; গত মদ মায়া—অশ্রদ্ধা ও মায়াবজ্রিত; অঘাষী—দৃষ্টি
 শেষ হয়; মোহাতি—ভাল লাগে; বিরতি—বৈরাগ্য; নেহ—সেই; সুররায়—
 দেবদেব মহাদেব; (দো—৫১-৫৫)

সান্নিধ্য—(উত্তরকাণ্ড প্রথমোঃ) ১-৩৪ দোহা পর্য্যন্ত

ময়ূরের কণ্ঠের মত মীলবর্ণ, দেবশ্রেষ্ঠ, পরম রূপবান্ সর্দাশ্রম ধনুর্কাণধারী, লক্ষণহচর, পুন্সকাক্ষ গীতাংগতি রত্ননাথকে প্রণাম জানাই। ব্রজা ও মহেশ্বর যে পাদপদ্ম বন্দনা করেন, জানকীর করণায় যে চরণ সেবাতে সর্দা নিরত, তত্ত্ব মন বাহাকে আশ্রয় করিতে সর্দার আনন্দ অসুভব করে সেই রাম-পাদপদ্মে প্রণাম জানাই।

যিনি কুলপুন্স, চক্রে কিংবা শঙ্খের মত গৌরবর্ণ ও স্নান, যিনি উদ্যোগতি ও অভীষ্টসিদ্ধি-দাতা, যিনি রূপামর ও কামদেবের মুক্তিদাতা সেই শঙ্করকে প্রণাম জানাই।

চৌদ্বৎসর শেষ হইবার মাত্র এক দিন বাকী। পুরবাসিগণ কাতরতা অসুভব করিতেছে, নগরের জীপুত্র রামবিরহে ক্রশশরীর হইয়াছে, যেখানে সেখানে তাহার শোক প্রকাশ করিতেছে। এমন সময় শুভচিহ্ন একট হইতে দেখা গেল তাহাতে রামের আগমন আসন্ন বলিয়া সকলে মনে করিলেন। কোশল্যাদি মাতৃগণ আনন্দে ভরপুর হইতেছেন। ভরতের দক্ষিণ চক্ষু ও দক্ষিণ হস্তের স্পন্দন হইতে লাগিল। তবুও ভরত ভাবিতেছেন—“প্রভু বৃদ্ধি বা আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। শঙ্করের কি পরম সৌভাগ্য সে সর্দা ও ভরত চরণসেবায়, আমাকে কণ্ট বলিয়া আমার প্রতি প্রভু নির্দিয় হইতেছেন, আমাকে সন্তেও লন নাই। যদি তিনি আমার কার্য্য যথাযথ বিচার করিতেন তাহা হইলে শত বরকালেও আমার নিস্তার ছিল না কিন্তু তিনি যে আর্জবজ্ঞ তাই আমার ভরসা। তবে হিঁ বৎস শুভ, মিলন অবশ্যস্বাভাবী। শেষ দিনের পর যদি প্রাণ থাকে তবে বুদ্ধি আমি নবায়ম।” ভরতের মন বধন এইরূপ চিন্তায় লংঘ্যকুল তখন হনুমান উপস্থিত হইয়া কুশাসনে উপবিষ্ট তপঃকীর্ণ রঘুপতি রামনাম জপে রত বিগলিতাক্র ভরতকে দেখিতে পাইলেন। পুণ্ডিত হইয়া তাহার গণ্ড ও অক্ষসিক্ত হইল। তখন সানন্দে জানাইলেন য়ার জ্ঞাত তুমি শোক মুক্‌মান এবং ষাঁহার শ্রুণের কথাতে তোমার মন ভরপুর হইয়া আছে, যিনি যুনি ও ভক্তগণের মুখদারী সেই রঘুকুলভিলক কুশলী ক্রিয়াম সমাগত। তিনি, শত্রুভয়পূর্বক গীতা ও লক্ষণহ নগরে সমাগত শুনিয়া ভরত সকল দুঃখ ভুলিলেন। ভরত তাহার পরিচয় চিজ্ঞাসা করিলে সে হনুমান বলিয়া আশ্বপরিচয় দিল, শুনিবামাত্র ভরত তাহাকে আশ্রয়ন বহিলেন এবং তাহাকে কিছু দিয়া সন্তুষ্ট করার মত কিছু নাই বহিলেন তবে এসংবাদে মত প্রিয় সংবাদ আমার কাছে জগতের আর কিছু নাই। তোমার কাছ আমার স্বর্ণ অপরিশোধ্য। অতঃপর ভরত হনুমানের নিকট রামচরিত আনুপূর্বিক শুনিতে চাহিলেন এবং চিজ্ঞাসা করিলেন—রঘুপতি রাম কি দাস বলিয়া আমার কথা শ্রবণ করেন? তখন হনুমান বলিল—রঘুবীর নিজ মুখে তোমার অশেষ গুণ কীর্তন করেন। তুমি তাহার প্রণপ্রিয়। হনুমান কিরিয়া রামচন্দ্রসহ বিমানে চড়িয়া অযোধ্যায়ুখী হইলেন। অযোধ্যাপুরী আনন্দে ভরপুর, পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া সমুদ্র বেগন উথলিয়া উঠে ভরত সেইরূপ আনন্দে আত্মহারা হইলেন। নগরের অধিবাসীরা কলরব করিয়া উঠিল।

এদিকে রামচন্দ্র বানরগণকে অযোধ্যাপুরীর দৃষ্ট দেখাইতে গেলেন ও বর্ণনা করিলেন—

সুগ্রীব, অঙ্গদ ও বিভীষণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—এই আমার জন্মভূমি, ইহার মত
 প্রিয় জগতে আমার আর কিছু নাই। ইহার মধ্যবর্তী সরসুও অতি পবিত্র। এখানকার
 অনিবাগিগণও আমার অত্যন্ত প্রিয়। রামচন্দ্র বিমান হইতে উত্তরণ করিয়া পুষ্করতট
 কুলেবর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। একিকে ভরতসহ বাসদেব ও বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের সহিত
 মিলিতে আসিলেন। রামচন্দ্র ধনুর্কীর্ণ মাটিতে রাখিয়া বাসদেব ও বশিষ্ঠের চরণে প্রণত
 হইলেন এবং অস্ত্রাস্ত্র ব্রাহ্মণগণকেও প্রণাম জানাইলেন। অতঃপর ভরত প্রভু চরণে প্রণত
 হইলেন। ভরত মাটিতে পড়িয়া রহিলেন, উঠাইলেও আর উঠেন না। রামচন্দ্র তাহাকে
 উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর শক্রয়কে আহ্বিত করিলেন। ধনুর্কীর্ণ ও
 ভরতের মিলন হইল। ধনুর্কীর্ণ মিলিয়া পরস্পরের বিরহ দুঃখ দূর করিলেন। ভরত
 ও শক্রয় সীতাকে প্রণাম করিলেন। প্রভু সকলের সহিত মিলিলেন ও সকল নয়নারীর
 শোক দূর করিলেন। মাতৃগণ ছুটিয়া আসিলে প্রভু তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলে
 আনন্দের উৎস বহিয়া গেল। সুমিত্রা লক্ষ্মণের সহিত দেখা করিলেন। রামের সহিত
 দেখা করিতে কৈকেয়ী সঙ্কোচ বোধ করিলেন। কৈকেয়ীর সহিত লক্ষ্মণ পুনঃ পুনঃ মিলি-
 লেন কিন্তু মানসিক ক্ষেদের অবসান হইল না। গীতা শ্রবণের সহিত সামান্যপূর্ণক
 প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ লইলেন। সকলের দৃষ্টি রামচন্দ্রের দিকে নিবদ্ধ হইল। রামচন্দ্র
 বশিষ্ঠের দিকে লক্ষ্য করিয়া সকলকে বুঝাইলেন কুলগুরু বশিষ্ঠের কৃপাতে দৈত্যগণ হত
 হইয়াছে। বশিষ্ঠকে বলিলেন—হে মুনি! এই আমার মিত্রগণ আমার জাহাজ হইয়া
 আমার সমুদ্রে উত্তরণে পাড়ি দিবার সহায় হইয়াছে। আমার ভাল করার জন্য ইহাদের
 জীবন আমার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিয়াছে তাহাতেই যুদ্ধ জয় সম্ভব হইয়াছে। অতঃপর
 সকলে কোণল্যাকে প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্র গৃহাভিভূখী হইলেন, চারিদিকে পুষ্পদৃষ্টি
 হইল, সোণার কলে জল ভরিয়া বাড়ীর দরজাতে রাখিয়া স্নসজ্জিত গৃহে মাদনিক আচার
 অনুষ্ঠান ব্যবস্থা করিয়াছিল। তোরণ-বন্ধনীমালা, পতাকা ধ্বজাদিশোভিত, দামামাধ্বজিতে
 মুখর ভবনে প্রবেশে উত্তত হইলে জীলোকেরা আরতি সাজাইয়া সঙ্গ গান করিতে লাগিল।
 অযোধ্যাপুরীর সে শোভা বর্ণনাভীত। রামচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে
 ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের নিকট রামচন্দ্রের অভিষেকের অমুখিত প্রার্থনা করিলেন।
 তদনুরূপ প্রস্তুতি আরম্ভ হইল। বশিষ্ঠ অমুখকে অভিষেকের কথা বলিলে তাহার জন্ম হস্তী
 অশ্ব ও রথাদি স্নসজ্জিত হইল। তিনি চতুর্দিকে দূত পাঠাইয়া মাজলিক্রব্য আনাইবার
 ব্যবস্থা করিলেন। অযোধ্যাপুরী স্নসজ্জিত হইল। সুগ্রীবাদিকে শিষ্য ভ্রাতা করান হইল।
 করুণাময় রামচন্দ্র ভরতকে ডাকিয়া নিজহস্তে তাহার জটাছূট মন্তক মুণ্ডিত করিলেন।
 কৃপাল রামচন্দ্র তিন ভাইকেই নিজে উপস্থিত থাকিয়া স্নান করাইলেন। ভরতের আনন্দ
 আর ধরেনা। রামচন্দ্র জটা ফেলিয়া মুণ্ডিত মন্তক হইলেন। মন্তক মুণ্ডনাতে বস্ত্রাদিতে
 প্রভু সজ্জিত হইলেন। শাণ্ডীয়া জানকীকে স্নান করাইয়া বস্ত্রালঙ্কারে স্নসজ্জিত করিলেন
 এবং এই ব্যাপারে সকলে সুখী হইলেন এবং সকলেই জন্ম সার্থক হইয়াছে বিবেচনা

করিল। সীতাও রামচন্দ্রের অস্ত্র সিংহাসন আনার ব্যবস্থা হইল। রামচন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া সিংহাসনে বসিলেন। সুনিরা সীতাসহ রামচন্দ্রকে দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন। বশিষ্ঠ প্রথমে রাজভিলক প্রদান করিলে অত্যাচার ব্রাহ্মণও ভিলকদানে আদিষ্ট হইলেন। মায়েরা পুত্রকে আরতি করিলেন। বিপ্রগণকে ও অত্যাচার বাচকগণকে মনোমত্ত দানে ভুট্ট করিলেন। দেবতা, গন্ধৰ্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরা সকলে আনন্দে যোগদান করিল। তখন ভয়ভাদি ভ্রাতা বিভীষণ, অঙ্গদ, হনুমান ইত্যাদি চামর, পাখা, ধনুক, ঢাল শেখ ও ভূতিহারী স্তম্ভোদ্ভিত হইলেন। সেই সমাজ ও সেই সৌন্দর্য্য বর্ণনার অতীত। দেবতারা দেখিয়া আনন্দে পূর্ণ হইলেন পরে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন বেদ বঙ্গনাকারী ডাটরপে আসিয়া ভথার উপস্থিত হইলেন। এ রহস্য কেহ বুঝিল না। বেদমুর্খি রামচন্দ্রের নানা প্রকারে স্তবস্ততি করিল,—“সংসারের ভার দূর করিয়া বিধের দ্বখে নশ বহিতেই তোমার অবতার, তোমাকে আমরা প্রণাম জানাই। বাহারা জ্ঞানোদ্ভিমে মত্ত হইয়া সভক্তি তোমাকে সমাদর করে না তাহারা অধোমার্গে পতিত হয়। বাহারা সকল আশা ত্যাগ করিয়া তোমার দাস হয় তাহারা তোমার নাম জপ করিয়া বিনাশ্রমে ভবসাগর পার হয়। হে ভবনাথ! তোমার শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। শিব, ব্রহ্মা যে চরণে আশ্রিত, যে চরণধূলি স্পর্শে মুনিপত্নী উদ্ধার হইয়াছে, যে চরণ-নখ হইতে সুবিস্মৃতি ত্রিলোকপাখনী গঙ্গা বহিতেছে, যে চরণ বনের কণ্টকে বহু কণ্টকিত হইয়াছে সেই পাদপদ্ম আমাদের ভজন্য যোগ্য। রামচন্দ্র হইলেন সংসারবৃক্ষ তাহার মূল অব্যক্ত। এই বৃক্ষে চারিপ্রকার বহল তাহা চতুর্ধেদ ও তদনুকূল শাস্ত্র কিংবা ঐক্য ও সংসহ সত্য, রজঃ ও তমোগুণ। এই বৃক্ষের ছয় অবস্থা—১) অস্তিত্ব ২) বুদ্ধি ৩) হ্রাস ৪) বিশেষ্য ৫) জন্ম ৬) মৃত্যু ইহার পঁচিশ শাখা তাহা দার্শনিক ভাবার পঞ্চবিধে তত্ত্ব—প্রকৃতি অব্যক্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রা, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন ও পঞ্চ মহাত্ম এই চতুর্বিংশতিতত্ত্ব ও তৎসহ জীবাত্মা মিলিয়া ২৫টি শাখা ইহার অসংখ্যপাতা ফুলহইতেছে বালনা। তিস্ত ও মধুরূপী দুই ফল পাপ ও পুণ্য, ইহার এক অজ্ঞান লতা মায়া বা অবিজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এই মহাসংসারের বৃক্ষরূপী হে রাম! তোমাকে প্রণাম জানাই। বাহারা অষ্টৈত ব্রহ্মের উপাসক এক ব্রহ্মে সকল অবস্থিত তাঁহারা তাঁহাকে জানেন। একরূপে আমি তোমার সত্ত্ব রূপেরই গান করিমা তোমার এই বিরাট রূপে যেন মন বাক্য ও বস্তুজ বিকার ত্যাগ করিয়া মতি রাখিতে পারি।” এইভাবে বেদ উদার রামের স্তুতি করিয়া ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন।

কাকভুজী গরুড়কে বলিতেছেন—যেখানে রামচন্দ্র ছিলেন সেখানে শিব আসিয়া সবিনয়ে তাঁহাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন,—“রাম তুমি লক্ষ্মীগতি, ভবদুঃখ দূরকারী ও পরণাগত রক্ষক, তুমি দেবগণের প্রভু। আমাদেরও পালন করা তোমারই কাজ। তুমি স্বাবলম্বকে নশ করিয়া পৃথিবীর ভার ও বৈশ্বনাগমুহ দূর করিয়াছ। তুমি ধনুর্কাণ্ডধারী, পৃথিবীর সৌন্দর্য্যরূপ। কামদেব মাহুরূপে যুগের বৃকে ভোগের বাণ নিক্ষেপ করে তুমি

সেই কামদেবকে নাশ করিয়া বিষয় ভোগহুই মানুষকে রক্ষা করিয়া থাক। তোমার চরণে ভক্তি না রাখাতে মানুষ রোগ ও বিয়োগ দুঃখ ভোগ করে, ভবসাগরে নিমজ্জন তাহার প্রধান কারণ। তোমাতে শ্রীতি না রাখিলেই মানুষ দীন দুঃখী থাকে। অনুরাগ, লোভ, মান, অহঙ্কার ভাগ করিতে পারিলেই সম্পদবিপন্ন সমান। তোমার সেবক হইলে তাহা সম্ভব। তোমাতে ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তির মান অপমান সমান। দীন ভক্তের প্রতি তোমার সর্পদা রূপা থাকে। তোমার পাদপদ্মে অখণ্ড ভক্তি ও সন্যাসাশ্রয় এই দুই বর দাও।” শঙ্কর এইভাবে রামগুণ বর্ণনা করিয়াছিলেন। শঙ্কর রামগুণ গান করিয়া কৈলাসে গেলেন। শঙ্কর চলিয়া গেলে প্রভু রামচন্দ্র বানরদিগকে সুখদায়ক বাগস্থান দান করিলেন।

কাকভূষণী গরুড়কে বলিতেছেন—হে গরুড়! বিবিধ তাপনাশকারী এবং ভবভয় হরণকারী এই পবিত্র কথা শুন। মহারাজ রামচন্দ্রের শুভ অভিষেকের কথা শুনিলে মানুষ বৈরাগ্য ও জ্ঞান লাভ করে। যে কামনা করিয়া এই কথা শোনে তাহার ইহলোকে সুখভোগ হয়, সে দেহান্তে বৈকুণ্ঠে যায়। রামকথা মুক্ত বিরাগী ও বিষয়াসক্ত শুনিলে ভক্তি ও নূতন সম্পদ পাইবে। আমি বর্ণনা করিলে আমার বুদ্ধির প্রসন্নতা হইবে এবং দুঃখ ও ভয়-নাশক হইবে। জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিকে দৃঢ় করিতে মোহনদ্বীপারের পক্ষে ইহা নৌকা-স্বরূপ। ইহাতে অযোধ্যাতে নিত্য নূতন মঙ্গল দৃষ্টি করে ও স্থানীয় লোক প্রিয়মমতা থাকে। যে চরণ মুনিগণ, শঙ্কর ও ব্রহ্মা পূজা করেন সে চরণে ভক্তি লোকের মনে নিত্য বাঞ্ছিতে লাগিল। অভিধেয়ান্তে বাচক ও ব্রাহ্মণ বিদ্যায় হইল। বানরেরা ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইল। সকলের প্রভু-চরণে শ্রীতি বাড়িল। ছয় মাস কি ভাবে কাটিল কেহ বুঝিতে পারিল না। বাড়ীর কথা সকলে ভুলিয়া গেল। রঘুপতি এক দিন সকলকে ডাকাইয়া বলিলেন—তোমরা আমার জন্ম সকল প্রকার গৃহস্বাস্থ্য ত্যাগ করিয়া এখানে আছ। তোমরা সকলে আমার নিকট তেমনি প্রিয় বৈদ্য সীতা ও অম্বা প্রভৃতি ডাই, কুটুম্ব পরিজনাদি। নীতি হিসাবে সেবকই প্রভুর প্রিয়, আমার আবার দাসের উপর শ্রীতি বেশী, সুতরাং আমার প্রতি অস্তরে শ্রীতি রাখিলে সকল সুখ হইবে। প্রভুর কথায় সকলে মুগ্ধ হইল এবং দেহবুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। অনুরাগবশতঃ কিছু বলিতে পারিল না। সকলের জন্ম বস্ত্রাদি আনাইয়া পরাইবার ব্যবস্থা হইল। ভরত স্বহস্তে স্ত্রীকে কাপড় পরাইলেন। রামের আদেশমত লক্ষণ বিভীষণকে বস্ত্রাদি পরাইলেন। অঙ্গদ বস্ত্রা রহিল, নড়িল না। প্রভুও তাহাকে ডাকিলেন না। জাম্ববান নীল আদিকে প্রভু নিজে বস্ত্র পরাইলেন। সকলে শির নত করিয়া রহিল, অঙ্গদের চক্ষু জলে ভরিল, প্রেমবশে মন পরিপূর্ণ হইল, হাত জোড় করিয়া প্রভুকে বলিলেন,—পিতা মৃত্যুকালে আপনার হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন আমাদের যেন আপনি ত্যাগ করিবেন না। আপনি আমার গুরু, পিতা ও মাতা, আপনার পরে ভৃত্যের কাজ করিব, বাহা বলিবেন তাহাই করিব। আপনি আমাকে গৃহে বাইতে করিবেন না। অঙ্গদের বিনয়পূর্ণ কথাতে প্রভুর হৃদয় বিগলিত হইল, তিনি তাহাকে গাঢ় আনিদান করিলেন। তখন বালিপুত্র অঙ্গদকে নিজের গলার বস্ত্র, মণি প্রভৃতি পরাইয়া সমস্ত বিষয়

দিলেন। অঙ্গদ বার বার প্রণাম করিতে লাগিল, উঠিতে অস্বীকৃত, তাহার ইচ্ছাই যেন
 প্রভু তাহাকে থাকিতে বলেন। অতঃপর সকলে স্বর্গহাভিমুখে চলিল। রামচন্দ্র সকলকে
 আলিঙ্গন দিয়া ভাইদের সহিত ফিরিলেন। হুম্মান আরো দশ দিন থাকিয়া সেবার
 অহুমতি প্রার্থনা করিল। অঙ্গদ চলিয়া গেল, হুম্মান ফিরিয়া আসিয়া অঙ্গদের ভক্তি-
 প্রাবল্যের পরিচয় শ্রীযামকে প্রদান করিল।

গরুড়কে ভূযুক্তি বলিতেছেন—রামচন্দ্রের হৃদয় বজ্র হইতেও কঠোর আবার পুষ্প
 হইতেও মৃদু। ইহা বুঝা দুঃসাধ্য। অতঃপর রামচন্দ্র নিষাদকে বিদায় দিলেন। মধ্যে মধ্যে
 তাহাকে আশিবার কথাও বলিলেন। অতঃপর দুঃখভরা মনে নিষাদও চলিল। গুহক ঘরে
 ফিরিয়া প্রভুর চরিতকথা পরিজনগণকে অপূর্বভাবে বর্ণনা করিল। রামচন্দ্র রাজসিংহাসনে
 অভিষিক্ত হইলে ছোট বড় সকলের মধ্যে ভেদভাব দূর হইল। সকলে বেদান্তমত বর্ণশ্রম-
 ধর্ম পালনে রত হইল। সকলে দন্তশূণ্য ধর্মরত। কাহারও চাতুরী করার ইচ্ছা ছিল না।
 সকলে গুণগ্রাহী পণ্ডিত ও জ্ঞানী ফলে দুঃখ কাহারও ছিল না। সকলে উদার পরোপকারী,
 সকল নারী এক পুরুষ ব্রতধারী ও পতির প্রতি ভক্তিমতী। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই
 চারিটি রাজনীতির বৈশিষ্ট্য নূতন রূপ লইল। দণ্ড ব্যতিগণের হস্তের ভরণ হইল, ভেদতত্ত্ব
 তাতে স্নেহে নিবদ্ধ ছিল। রাজনীতির কুটিল আবর্তে রামচন্দ্রকে কখনও পদক্ষেপ করিতে
 হয় নাই। বন কল ফুলে ভরা, এমন কি বৈয়ভাবাপন্ন পক্ষীরিও বন বন্যের ভুলিয়া গিয়া-
 ছিল। ভূমি শস্ত্রাশ্রয়, গাভী দুগ্ধবহলা, চন্দ্রের কিরণও যেন মাধুর্যভরা, সূর্য্যের তাপও
 আভিষ্য বিহীন, ফলে স্নেহের শেষ ছিল না।

শীতার পরিচারিকা থাকি সবেও সকল কার্যে নিপুণা ও উৎসাহশীলা এবং ভ্রাতৃগণ
 পরস্পর সৌহার্দ্যসম্পন্ন। রামচন্দ্র বিশেষ ভ্রাতৃবৎসল, ভ্রাতৃগণও তদনুরূপ। ভ্রাতৃগণকে
 রামচন্দ্র নীতি শিক্ষা দিতেন। নগরবাণী আনন্দে স্বকর্মনিরত ছিল। শীতার লব কুশ
 নামে দুই পুত্র, অত্র ভাইদের প্রত্যেকের দুই দুই গুণশালী পুত্র জন্ম। প্রাতে সন্ধ্যাতে রত্নস্নান
 সন্ধ্যাবন্দনাদি, নিরমিত পুরাণাদি পাঠ শ্রবণনিরত রামচন্দ্র সর্বপ্রকারে আদর্শ গৃহভীবনের
 মূর্ত্ত পরিগ্রহ হইলেন। নারদ সনকাদি মুনিরা কোশলরাজকে দেখিবার ভ্রাতৃ নিত্য অযো-
 ধ্যাতে উপনীত হইতেন এবং সংসারের প্রাতি বৈরাগ্যবুদ্ধি ভুলিয়া যাইতেন। এইভাবে
 ইন্দ্রপুরী তুলা সঙ্গজিত অযোধ্যাতে প্রত্যেক গৃহ যেন এক একটি চিত্রশালা। প্রত্যেক
 বাড়ীর বাগিচা লতাগুল ফলফুলে সজ্জিত, পুরুষিণী নির্মল জলে ভরা পদ্মপুষ্পে শোভিত, বৃক্ষ
 পক্ষীর কলরবে মুগ্ধ, যেখানে সেখানে রঘুপতির নাম কীর্ত্তন, সেবকগণের রক্ষার
 ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল রকমে সর্বত্র সুন্দর ছিল অযোধ্যায় রামরাজ্য। রামের প্রতাপ
 সূর্য্যে ত্রিলোক যেন মুগ্ধহইয়া গেল। দীর্ঘা, অভিমান, মোহ, অহঙ্কার যেন চোরের মত
 হইল। নিত্য সনকাদি মুনির আগমনে রাজসভা সুশোভন থাকিত। তাহার ব্রহ্মানন্দমগ্ন
 হইয়াও এই পরিবেশে মধুর ও পবিত্র কাল উপভোগে আনন্দলাভ করিতেন। সনকাদি
 মুনিগণ সমদর্শী, সুখ দুঃখ, শত্রু মিত্রে সমান জ্ঞান করিতেন, স্ত্রী-পুরুষে ভেদজ্ঞান ছিল না।

সকলের রত্নপুতি চরিত-কথাপ্রসঙ্গভরে শুনিতেম। বৈখানৈ মগন্তা মূনি ছিলেন সেইখানে
সনক, সনাতন, সনন্দন, ও সনৎকুমার মূনি রহিলেন, রামের কথা অর্গস্ত্যমূনি নানাভাবে
বলিতেন।

• মুনীগণকে পাইয়া রামচন্দ্র পরম আনন্দ ভোগ করিতেন এবং তাঁহাদের আগমনে সভা
এবং সভাস্থ সকলে এবং তিনি নিজে ধৃত হইতেছেন জানাইলে তাঁহারা বলিতে আরম্ভ
করিলেন,—হে ভগবান, অন্তহীন, নীরোগ ও নিষ্পাপ আপনি বহু হইয়া এক ও কল্পণাময়,
আপনি সুখনিবাস, পৃথিবী-রক্ষক অজ ও অনাদি শোভাময় রামচন্দ্র—আপনার জয় হউক,
আপনি জ্ঞানধনি, নিরপ্ৰিয়মান, মানদাতা, তত্ত্বজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও ঋণানাক্ষকারনাশী, ইত্যাদি আপনার
বিশেষণ থাকিলেও আপনি নামহীন ও নিরঞ্জন, আপনি সকল, সকলের ভিতর থাকেন ও
আমাদিগকে পালন করেন। সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ সবল দ্বন্দ্বের মুক্তিদাতা, সকলের মন-
স্কামনা পূর্ণকারী ও পরমানন্দময় দীনবন্ধু, সমবুদ্ধিসম্পন্ন, দীর্ঘা-ভয়াদিনিবারণকারী, বিনয়
জ্ঞান ও বৈরাগ্যবর্দ্ধনকারী রাজশিরোমণি, মূনিমানসংসারোবরের হংসস্বরূপ ব্রহ্মশঙ্করাধিষ্ঠারী
বন্দিত ও ত্রিভুবনের ভূষণ, বেদের রক্ষক, রত্নবংশের কেতু, যাঁহারা অত্যন্ত উদ্ধার করে
তাঁহাদেরও উদ্ধার করিতে আপনি নিপুণ ও ত্রিভুবনের ভূষণ। এইভাবে স্তুতি করিয়া
ভক্তিবর পাইয়া তাঁহারা ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন। সনকাদি মুনীগণ চলিয়া গেলে
ব্রাহ্মগণ রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সম্মুখিত হইতেছিলেন
আর তখন তাঁহারা হুম্মানের নিকে তাকাইয়া রাহলেন। যে কথা শুনিতে সকল ভ্রম দূর
হয় এই কথা তাঁহারা প্রভুর মুখ হইতে শুনিতে চাহিতেছিলেন—একথা অস্বাভাব্য রামচন্দ্র
জানিলেন এবং হুম্মানকে প্রশ্ন করিলেন,—কি জানিতে চাও? তখন হুম্মান ঘুস্তকরে
কহিল,—হে দীনবন্ধু ভগবান! ভরত কিছু জানিতে চায় কিন্তু প্রশ্ন করিতে ও লজ্জাচোধ
করিতেছে। তদুত্তরে রামচন্দ্র বলিলেন,—ভরত ও আমার মধ্যে কোন পাথক্য নাই।
প্রভুর কথাতে ভরত তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিল,—হে প্রণতাত্তিহারী নাথ! সংশয় শোক
ও মোহ আমার নাই। হে আনন্দময়! তাঁহা তোমার রূপাতে সম্ভব হইয়াছে। তুমি
ভক্তকে সুখ দান করিতে অভ্যস্ত। গাধুগণের মহিমার কথা বহু ও পুরাণে বহুবা বর্ণিত
আছে। তুমিও তাঁহাদের প্রশংসা করিলেও তাঁহাদের উপর তোমার প্রীতিও অসীম।
তোমার মুখে সেই গাধু ও অগাধুর লক্ষণ শুনিতে চাই, তাহা বুঝাইয়া বল, তদুত্তরে রামচন্দ্র
বলিলেন,—গাধু ও অগাধুর ভেদ চন্দন ও কুঠারের মত। কুঠার যখন চন্দন গাছকে কাটে
চন্দন নিজগুণে কুঠারকে স্বেদিত দিতে রূপগতা করে না। এজন্ত চন্দন জগতের প্রিয় এবং
দেবতার মন্তকে তাহার স্থান। আর কুঠারের মুখ আগুণে পুড়ে আর লোহিতোত্তপ্ত
অবস্থায় হাড়ুড়ি তাহাতে আঘাত হানে—ইহাই কুঠারের দণ্ড। হে ভরত! আমার প্রাণপ্রিয়
লোক তাহারা বাহারা বিষয়ে লিপ্ত হয় না। শীল ও গুণের আকর, পরের দুঃখে দুঃখী,
পরের সুখে সুখী, শত্রু ও মিত্রে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তাহারা অজাতশত্রু, নিরংকারী ও বৈরাগ্য-
বতাব, লোভ জ্ঞেয়, হর্ষ ও ভয় তাহারা ত্যাগ করে। কোমলচিত্ত, মোহহীন এবং মনে

বাঁকো ও কর্ণে আঘাতে ভক্তি রাখে, অপরকে তাহার মান দেয়, নিজে নিরাভিমানী একজন লোক আমার প্রাণপ্রিয়। নিকামভাবে আমার নাম রটমাণর, প্রসন্নতা, বিনয় ও বৈরাগ্যে তাহাদের হৃদয় ভরা, তাহার স্বভাব-সরল, মৈত্রীপূর, বিপ্রচরণে ভক্তি রাখে। এই ভক্তি তাহাদের ধর্মহৃদ, শম, দম ও নীতিপথ তাহারী ভাগ করে না, এমন কি কখনও কটুবাক্য বলে না, নিন্দাত্বভিতে লমান, আমার পানপায়ে বাহার আকর্ষণ অথচ গুণময় ও সুখময় তাহারাই আমার প্রিয়।

অপরপক্ষে অসন্তের স্বভাব শোণ। তাহাদের সঙ্গ সর্বদা পরিত্যক্ত, তাহাদের বৃকে বড় জালা, পরের ঐর্ষ্য তাহারী দেখিতে পারে না। পরদিন্দা শুনিলে ঐর্ষ্য পাইয়াছে মনে করে। কাম, ক্রোধ, লোভ ও অহংকারপরায়ণ, কুটিল, কপটী ও পাপী হইয়া অকারণে পরের শত্রুতাচরণ ও হিতকারীর অহিত সাধন করে। তাহাদের সকলি মিথ্যা, আদান প্রদান মিথ্যা, ভোজন মিথ্যা, খায় এক, বলে আর এক, মদ্যের রূপের মত বাক্যে মদ্যহতা-ভরা কিন্তু হৃদয় এমন কঠোর যে ক্রুর সর্পকেও যেন খাইতে চায়। পরের সহিতশত্রুতাচরণ, পরজী, পরধন ও পরাপবাদ মুখরতা ব্যাপারে ও আসক্তিতে তাহারী রাক্ষস বটে, কেহে মনুষ্যমাত্র। লোভ তার দেহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আর শিল্পোদয়পরায়ণ। পরের প্রশংসা শুনিলে অন্তরে দীর্ঘশ্বাস লয় যেন কম্পজরে আক্রান্ত হইয়াছে। পরের বিপদে রাজ্য লাভের মত সুখবোধ, স্বার্থপ্রিয়তা, ইজ্জিমাশক্তি, বিশেষতঃ কাম, ক্রোধ, লোভপরায়ণতা মাতা, পিতা গুরু, ব্রাহ্মণে অশ্রদ্ধাবান, সংসঙ্গ ও জীষ্মেরে গুণগান শ্রবণে পরাশ্রুততা, দোষের লাগর, মনের ভিতর লম্ভভরা ও কপটচরী অথচ সুবেশধারী। সত্য, ত্রেতা ও ষাণ্মের এমন লোকের প্রভাব থাকে না কলিতে ইহাদের প্রভাব বেশী। হে ভ্রাতঃ ভরত! পরহিত লমাম ধর্ম নাই, পরকে হুংখ দেওয়ার মত নীচতা নাই ইহা শাশ্বত সত্য। মনুষ্য দেহ পাইয়া বাহারী পরহুংখ দেয় সংসারের ভয় বাস্তবিক তাহাদের প্রাণ্য। মোহবশে এই জাতীয় পাপাচারীর পরকাল নষ্ট হয়। সাধু ও অসাধু তাহাদের কর্মজনিত ফল ভোগ করিবেই। আমি এই শুভ অন্তর্ভ ফললাভ। বুদ্ধিমানেরা ইহা বিচার করিয়া আমাকে ভজন করে। এই গুণবিচারে লক্ষ্য রাখিলে ভববাগরে পড়িয়া হাবুডুপ খাইতে হয় না। এই দোষগুণ মায়াদ্বারা বিধে সৃষ্ট হইতেছে। রামচন্দ্রের মুখে এই ব্যাখ্যান শুনিয়া সকলে আনন্দে ভরপুর হইল। হনুমানের আনন্দ আর ধরে না, এইভাবে নিত্য নূতন আলোচনাতে অবোধ্যার দিনগুলি কাটিতে লাগিল। নারদমুনি বারবার অবোধ্যাতে আদিয়া নিত্য নূতন রামচরিত্র দেখিয়া যান এবং ব্রহ্মলোকে সকল কথা শুনান। নারদের কথাতে ব্রহ্মা বিশেষ আনন্দ পান এবং নারদকে রামগুণ গান করিতে বলেন। নারদের নিকট রামগুণ শুনিয়া লনকাধি মুনিগণ সমাধিতে মা বসিয়া রামগুণকথা শুনিতে বেশী পছন্দ করেন।

আর একবার রঘুনাথের আস্থানে গুরু, বিজ ও পুরবাসিগণ সমবেত হন। রামচন্দ্র তাহার নীতিকথা ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে বলেন আমার অভিমান বা বড়াই দেখাইয়া একথা বলিতেছি না, তোমাদের যদি আমার একথা ভাল লাগে তবে তদনুসারে আচরণ করিবে।

আমার কথা অত্যাশ্চর্য হইলে নির্ভয়ে আমাকে ত্যাগ করিবে।—বড় ভাগ্যবলে মানুষ নরদেহ পায়। এ দেহ দেহত্যাগের কারণ এ দেহে সাধনা করা সম্ভব হয় আর এই দেহ আশ্রয়েই মোক্ষ আসে। এই দেহ লাভ করিয়াও বাহারা পরলোক লক্ষ্যে অবস্থিত না হয় তাহাদের পরকালে হুংস নিশ্চিত। কাল, কর্ম ও জীবনের উপর দোষারোপই তাহার কর্ম। এই দেহ ও ইঞ্জির আদৌ ভোগের বিষয় নয়। স্বর্গলাভও অস্বামী সূত্র দেয় স্তবরাং স্বর্গপ্রাপ্তিও নরদেহের কাম্য নয়। ভোগাসক্তির অর্থই হইতেছে অমৃতের পরিবর্তে বিষপান। অবিনাশী জীব জরায়ুজ, বেদজ, অণুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চুরাশি লক্ষ বোনি ভ্রমণ অবিরাম করিতেছে। মায়া ও গুণের প্রভাবে এই বোনিপরিক্রমা অনন্তকাল ধরিয়া প্রবাহরূপে চলে এই ভ্রমণপ্রসঙ্গে অহেতুক জেহপরায়ণ জিহ্বার কখনও বা নরদেহ নেন। সংসার পারে বাইতে এই নরদেহ হইল জাহাজ, তাহার অল্পগ্রহ সেই জাহাজের অচঞ্চল বায়ু আর জাহাজের কর্ণধার সদৃশ। তাহার মাধ্যমে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়, মনুষ্য দেহ পাইয়াও যে সংসার-সাগর পার হইতে পারে না সে নিম্ননীয় এবং আত্মঘাতীর গতি লাভ করে। আমাতে ভক্তি ইহকালে ও পরকালে সূত্র দেয়। বেদ ও পুরাণে এই কথাই বলে, জ্ঞানের পথ দুর্গম, তাহার উপায়সমূহ যোগ, বাগ মনকে স্থির অবলম্বন দিতে পারে না। কেহ কেহ অনেক কষ্টে এই পথে সিদ্ধি পায়। ভক্তির পথই নিজের উপর নির্ভরশীল ও সকল স্তরের আকর, ভক্তি সংসদ ছাড়া হয় না, পুণ্যবল না থাকিলে সংসদ হয় না, সংসদই সংসার ভোগ শেষ করে। সংসারের একমাত্র পুণ্য হইতেছে কপটতা ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানসেবা। কামনোন্মোহকে বিপ্রলোভাই সংসারের একটা দিক। শক্তির ভজনা না করিলে আমার প্রতি ভক্তি আসে না ইহাই হইল গুহ রহস্য। স্বভাবতঃ প্রজ্ঞা ভাগে কেবল ভক্তিতে যোগ, তপস্বী ও উপবাস নাই। বাস্তবিক ভক্ত মনে কোন কুটিলতা রাখে না, সে যাহা পার তাহাতে সমস্ত থাকে যে বলে আমার দাস অথচ মানুষের সাহায্য বা শক্তির আশা রাখে তাহার বিশ্বাসের পরিচয় শিথিল, আমার প্রতি একান্ত বিশ্বাস রাখিলে আমি তাহার বশীভূত হই। বাহার শক্ততা নাই, বিবাদ নাই, আশা নাই, ভয় নাই তাহার লক্ষ্য দিক সূত্রে ভরসা। বাহার ফল অপেক্ষা কাজের আসক্তি বেশী—গৃহ নাই, ক্রোধ নাই, পাণ নাই অভিমান নাই সে আমার প্রিয়। সজ্জন সংসর্গে বাহার প্রীতি, সে বিষয় ভোগ স্বর্গ বা মোক্ষকে তুণের স্তায় তুচ্ছ করে সেই ভক্তিমান। বাহার ভেদবুদ্ধি নাই, যে ছুঁতাব বা ছুঁত তর্ক মনে আনে না এবং মোহমদ বর্জিত হইয়া আমার নাম রটনা করে ভজনে সূত্র তাহারই প্রাণ্য, পরম আনন্দ সেই পায়। রামের এই অমৃতময় বাণীতে সবলে পরম প্রীত হইয়া তাহাতে স্তুতিপূর্ণ হইল এবং কহিল,—তুমি কিংবা তোমার সেবক এই জগতের অচেতন উপকারকারী রত। জগতে বাহারা মিত্র বলিয়া পরিচয় দেয় তাহার ষাণ্ডে চিন্তাতে বিভোর থাকে পরমার্থ চিন্তা তাহাদের নাই। মাভাপিতারাও স্বার্থীক হইয়া থাকেন, হে রাম! তুমি কিন্তু সকল রকমে ভক্তের হুংস দূর কর। তোমার মত শিক্ষা আর কে দিবে? একবার বশিষ্ঠমুনি স্বামচন্দ্রের নিকট আসিলেন এবং রামের অপার মহিমা কীর্তন করিলেন প্রসন্ন ভাৱে:

বলিলেন,—পুরোহিতের কাজ ভাল নয় বলিয়া বৈদ্য, পুরাণ ও শ্রুতি মিলা করিয়াছেন। আমি এই কার্য লইতে অস্বীকার করিলে ব্রহ্মা আমাকে বলিলেন,—বৎস! ভবিষ্যতে তোমার লাভ হইবে। যখন পরমাত্মা ব্রহ্মা নররূপ ধারণ করিয়া রঘুকুলে রাজ্য হইবেন তখন বৃন্দাশ্রম বাহার জন্ত ব্রহ্ম, ব্রত, দান ইত্যাদি করা হয় তাঁহাকে যখন এই কার্যমাধ্যমে মিলিবে তখন ইহার সমান ধর্ম নাই। সকল ব্রত, দান, শাস্ত্রপাঠ ও শ্রবণাদির ফল তোমার চরণে ভক্তি। ভক্তি ও প্রেমবারিতে ভিতরের ময়লা পরিষ্কার করা যায় সুতরাং তোমার চরণে ভক্তিতেই সবল মিলিবে। এই কথা বলিয়া বশিষ্ঠ ঘরে ফিরিলেন।

সেবকসুখদাতা রামচন্দ্র হস্তমাল ভরতাদিসহ বাহিরে যাত্রাকালে হস্তী, অশ্ব রথাদিসহ গেলে সকলে তাঁহাকে সেবা করিতেন। নারদ ও বীণাহতে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রের গুণগান করিতেন। পৃথিবীর বিপুলভার দূরকারী, খর-দুষণ-বিরোধ-বধ-কুশলী, রাবণারি, কোমল-শোভা বর্জনকারী রামচন্দ্র তুমি কলিযুগেব পাণি নাশ কর, আসক্তি দূর কর ও ভক্তকে রক্ষা কর, তোমার জয় হউক। শঙ্কর পার্শ্বতীও নিবট এই ভাবে রামের গুণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন,—রামচন্দ্র অনন্ত তাঁহার গুণ, ভগ্ন, বর্ষ ও বাসে অনন্ত সর্বপ্রকারে বর্ণনাভীত শঙ্কর উদ্ভাসে পরিচয় দিতেছেন,—যে কথা কাক ভূষণী গরুড়কে শুনাইয়াছিলেন সেই কথাই তোমাকে বলিলাম। পার্শ্বতী বলিলেন,—রামায় তোমার ক্রপাতে আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে। রামগুণ শুনিয়া আমি ধন্ত হইয়াছি। তোমার ক্রপাতে আমি চরিতার্থ হইয়াছি। জগতে এমন কে আছে যে বাহার কাণ থাকিতেও রঘুপতিচরিত ভাল নাগে না, বাহাদের ভাল লাগে না তাহার মুখ জীব ও আত্মঘাতী। কাবভূষণী গরুড়কে রাম-গুণকথা বলিয়াছিলেন ইহাতে সংশয়ের ক্ষেত্র হইল কাকের দেহ অধচতাহার রঘুপতির প্রতি ভক্তি ইহাতে আমার সংশয় হইতেছে। হাজার মানুষের মধ্যে একজন ধর্মব্রতী। কোটি ধর্মব্রতীর মধ্যে একজন বিশ্ববিশুদ্ধ ও বৈরাগ্যবান; বহু বৈরাগ্যবানের মধ্যে একজন জ্ঞান পায়। বহু বহু জ্ঞানবানের মধ্যে একজন ভীষ্মযুজ। ধার্মিক, বৈরাগ্যবান, জ্ঞানী ও ভীষ্মযুজ এবং ব্রহ্মলীন,—ইহাদের মধ্যে এমন লোক দুর্লভ যে রামভক্তিরত বাহার অহঙ্কার ও মোহ চলিয়া গিয়াছে। এমন দুর্লভ হরিভক্তি কাক কি করিয়া পাইল, তাহা আমাকে বুঝাইবেন। গরুড় ও মহাজ্ঞানী, গুণময় ও বিষ্ণুর সেবক ও তাঁহার সমীপবাসী। সে মুনিদের নিকট না বাইয়া কাকের কাছেই বা গেল কেন? কাব ও গরুড় এই দুই হরিভক্ত সংলাপ বলিয়া আমার সন্দেহ নিরসন কর।

মূল

চৌ—মহ শ্রেষ্ঠ চরিত পবিত্র সুহাবা। কহছ কৃপাল কাগ কিমি পাবা॥

তুমহ কেহি ভাঁতি স্নান মদনারী। কহছ মোহি অতি কৌতুক ভারী॥১

গরুড় মহাগ্যানী গুন রাসী। হরি সেবক অতি নিকট নিবাসী॥

তেহিঁ কেহি হেতু কাগ সন জাজি। স্নানী কথা মূল নিকর বিহাজি॥২

কহহু কথম বিধি ভা সৎবাদ। মোউ হরিভগত কাগ উত্তরগাথা ॥
 গৌরি গিরা সুনি সরল স্তম্ভাই। বোলে শিব সাদর স্তম্ভ পাই ॥৩
 ধন্য সতী পাবন মতি ভোরী। রঘুপতি চরন শ্রীতি নহি' খোরী ॥
 স্তম্ভ পরম পুনীত ইতিহাস। জো সুনি সবল লোক ভ্রম নাসা ॥৪
 উপজাই রাম চরন বিশ্বাস। ভব নিধি তর নর বিনহি' প্রয়াসা ॥৫
 দোহা— এইসেই প্রসন্ন বিহঙ্গপতি কীন্হি কাগ সন জাই।
 সো সব সাদর কহিহউ' স্তম্ভ উমা মন লাই ॥৫৫॥

পঞ্চান্বাদ

চৌ—প্রভুর চরিত হেন পুত স্তম্ভহান। কহ হে কৃপাল : কাক কোথা হ'তে পান
 ভূমি বা কেমনে তাহা শুনিলে কামার। শুনিতে এ কথা মম কোঁড়ুল ভারী ॥১
 খগপতি মহাজ্ঞানী গুণের আধান। হরির বাহন হরি-সহ অবস্থান ॥
 কোন্ হেতু কহ তিনি কাক-পার্শ্ব গিয়া। শুনিলেন কথা মূনি-ব্রজ তেয়াগিয়া ॥২
 কহ প্রমোত্তর সব হইল কেমনে। কাক-খগপতি দুই হরি-ভক্ত-জনে ॥
 গৌরী-বাক্য শুনি' শিব সরল স্তম্ভর। সমাদরে দেন তা'র যথা প্রভুত্তর ॥৩
 ধন্য সতী! তুমি অতি ভক্তি-পুত-মনে। বহু শ্রীতি রাখিতেছ রামের চরণে ॥
 প্রবণ করহ এবে পুত ইতিহাস। যাহে হয় সর্বজনে সর্বভ্রম-নাশ ॥৪
 রাম-পদে উপজিলে পরম বিশ্বাস। ভব-সিদ্ধ তরে নরে না করি' প্রয়াস ॥৫
 দোহা— এমনি জিজ্ঞাসা খগপতি করে কাকের সমীপে পঁছছিয়া।
 সে সকল কথা সাদরে কহিব শুনি উমা! তুমি মন দিয়া ॥৫৫॥

মূল

চৌ—মৈ' জিনি কথা সুনী ভব মোচনি। সো প্রসন্ন স্তম্ভ স্তম্ভখি স্তম্ভোচনি ॥
 প্রথম দচ্ছ গৃহ তব-অবতার। সতী নাম তব রহা ভূমহার। ॥১
 দচ্ছ জগ্য জব ভা অপমান। তুমহ অতি ক্রোধ ভজেউ তুম প্রাণ ॥
 মম অনুরক্ত কীন্হি মখ ভজ। জামছ তুমহ সো সকল প্রসঙ্গ ॥২
 তব অতি সোচ ভয়উ মন মোরে'। দুখী ভয়উ' বিরোগ প্রিয় তোরে' ॥
 স্তম্ভর বন গিরি সরিত ওড়াগা। কোঁড়ুক দেখত ফিরউ' বেরাগা ॥৩
 গিরি স্তম্ভের উত্তর দিসি দূরী। নীল সৈল এক স্তম্ভর দূরী ॥
 তাসু কনকময় সিংহর স্তম্ভাএ। চারি চারু মোরে মন ভাএ ॥৪
 তিনহ পর এক এক বিটপ বিসাল। বট পীপর পাকরী রসাল ॥
 সৈলোপরি সর স্তম্ভর সোহা। মনি সোপান দেখি মন মোহা ॥৫

বাংলা অর্থ—মদনারী—ফারি, মহাদেব; সৎবাদ—প্রমোত্তর আলোচনা;
 উত্তরগাথা—খগপতি গরুড়; নাসা—নাশ গায়ে; তর—উত্তীর্ণ হয়; (দো—৫৫)

দোহা— শীতল অমল মধুর জল জলজ পিপুল বহরস।
কুজত কল রব হংস গন শুভ্রত মল্ল-ভুল ॥৫৬॥

পত্নাহ্বান

চৌ—ভব-ভয়-হর-বাণী শুনিবু যেমনি। ডেমনি সে কথা কহি ওহে সুলোচনি
প্রথমে মন্দের গৃহে ভব আগমন। সতী নাম ছিল ভব করহ প্রবণ ॥১
নক্ষ-বজ্রে হ'য়েছিল ভব অপমান। অতি ক্রোধে তেয়াগিলে তখন পরাণ ॥
যজ্ঞ পণ্ড করে যত মম অনুচর। সে প্রসঙ্গ নহে জানি ভব অগোচর ॥২
তখন চিন্তিষু বহু মনের ভিতরে। প্রিয়ার বিয়োগ-হেতু মন দুখে ভরে ॥
সুন্দর কানন গিরি ভটিনী তড়াগে। কুতূহলী ফিরিলাম মনের দিরাগে ॥৩
সুন্দর পর্বত হ'তে সুদূর উত্তরে। অতীব সুন্দর এক নীল শৈলো'পরে ॥
চারিটি কনকময় সুন্দর শিখরে। সজ্জিত রয়েছে হেন মনে যুদ্ধ করে ॥৪
তার পর এক এক বিটপ বিশাল। শ্রুগোধ অশ্বখ তথা পাকুড় রসাল ॥
শৈলোপরি সরোবর চারু স্নশোভন। মণিময় তীর্থ হেরি' মোহপ্রসু-মন ॥৫
দোহা— শীতল নির্মল সুমধুর জলে বহুবর্ণ বিকশে কমল।

কলরব করে রাজহংসগণ সুন্দর শুভ্রে ভুল-দল ॥৫৬॥

যল

চৌ—তেহি' গিরি রুচির বসই খগ সোই। জামু নাস কল্লাস্তন হোই ॥
মায়া কৃত শুন দোষ অনেক। মোহ মনোজ আদি অবিবেক্য ॥১
রহে ব্যাপি সমস্ত জগ মাহী'। তেহি গিরি নিকট কবছ' নহি' জাহী' ॥
তই বসি হরিহি ভজই জিমি কাগা। সো সুনু উমা সহিত অনুরাগা ॥২
পীপর তরু তর ধ্যান সো ধরই। জাপ জগ্য পাকরি তর করই ॥
আঁব ছাঁহ কর মানস পূজা। তজি হরি ভজসু কাজু নহি' দুজা ॥৩
বট তর কহ হরি কথা প্রসঙ্গ। আবহি' সুনহি' অনেক বিহঙ্গা ॥
রাম চরিত বিচিত্র বিধি নানা। প্রেম সহিত কর সাধর গানা ॥৪
সুনহি' সকল মতি বিমল মরাল। বসহি' নিরন্তর জে তেহি' তাল। ॥৫
জব মৈ জাই সো কোতুক দেখা। উর উপজা আনন্দ বিসেবা ॥৬

দোহা— ভব কছু কাল মরাল তনু ধরি তই কালহ নিবাস।
সাধর স্ননি রঘুপতি শুম পুনি আদর্শ কৈলাস ॥৫৭॥

বাংলা অর্থ—ভা—হইয়াছিল; ভজা কীম্ব—ভাসিয়া দিয়াছিল; জামছ—জান; মোরে মন-ভাঞ—আমার মনে ভাল লাগিল; পীপর—অশ্বখ; পাকরী—পাকুড়; জাপ জগ্য—জপবল; বট তর—বটরূক্ষের নীচে; তাল—পুত্রিণী; (দো—৫৬-৫৭)

চৌ—সেই চারু গিরি'পরে সে বায়স-বাস। বহু কল্প কালো নাহি হুমে তাঁ'র মাখ ॥
 মাল্যাকৃত দোষ-গুণ সংখ্যাতে অনেক । মোহ-কাম-আদি রহে যত্বে অবিবেক ॥১
 বিশ্বব্যাপী রহে বাহা সর্বত্র ধরায় । সে গিরি-সমীপে তাহা কখন না যায় ॥
 সেখা বসি' হরি ভজে যেমনে সে কাক । তাহা এবে শুন উমা । লহ অঙ্কুরাগ ॥২
 অশ্বখ-পাদপ-তলে ধ্যানেন্তে নিরত । পাকুড় বৃক্ষের তলে জপ-যাগ-রত ॥
 আজ-ছায়া-তলে করে মানস-পূজন । আন কাজ নাই বিনা হরির ভজনে ॥৩
 বটবৃক্ষ-তলে করে হরির প্রসঙ্গ । সেখা আসে শুনে বুকে অনেক বিহঙ্গ ॥
 রামের বিচিত্র-কথা বিবিধ প্রকারে । সশ্রমে সাদরে গায় বিবিধ আকারে ॥৪
 সুবুদ্ধি মরাল-দল প্রবণে নিরত । সেই সরোবরে তাঁ'রা নিবসে সন্তত ॥
 কোতুহল-তরে সেখা করিলু গমন । হিয়া হয় সবিশেষ আনন্দে মগন ॥৫
 দোহা— তদা কিছু কাল হংস তনু ধরি' সেই স্থানে করিলু নিবাস ।
 সাদরে শুনিয়া রঘুপতি গুণ আসি' পুন করিয়া কৈলাস ॥৫৭॥

মূল

চৌ—গিরিজা কহেউ' সো সব ইতিহাস । মৈ জেহি সময় গয়উ' কৈলাস ॥
 অব সো কথা সুনহু জেহি হেতু । গয়উ কাগ পহি' খগ কুল কেতু ॥১
 জব রঘুনাথ কীন্দি রন ক্রীড়া । সমুঝত চরিত হোতি মোহি ব্রীড়া ॥
 ইন্দ্রজীত কর আপু ব'ধায়ে । তব নারদ মুনি গরুড় পঠায়ে ॥২
 বন্ধন কাটি গয়ো উরগাদা । উপজা হৃদয়' প্রচণ্ড বিষাদা ॥
 প্রভু বন্ধন সমুঝত বহু ভা'তী । করত বিচার উরগ আরাভী ॥৩
 ব্যাপক বৃক্ষ বিরজ'বাগীসা । মায় মোহ পার পরমীসা ॥
 সো অবতার সুনেনউ' জগ মাহী' । দেখেউ' সো প্রভাব কহু নাহী' ॥৪
 দোহা— ভব বন্ধন তে ছুটহি' নর জপি জা কর নাম ।
 সব' নিসারচর বা'ধেউ নাগপাস সোই রাম ॥৫৮॥

পট্টাভ্যাস

চৌ—গিরিজা কহিব এবে সব ইতিহাস । যে সময় যাই আমি ভুধর কৈলাস ॥
 এবে সেই কথা শুন ধরি' যে কারণ । কাক-পার্শ্বে খগপতি করেন গমন ॥১
 রাম যবে করে রণ সাজি' রণ-সাজে । চরিত বৃক্ষমা তাঁ'র আমি মরি সাজে ॥
 ইন্দ্রজিৎ-নাগপাশে নিজে বন্ধ হ'ম । নারদ গরুড়ে তদা করেন প্রেরণ ॥২
 খগপতি যবে সেখা কাটেন বন্ধন । প্রচণ্ড বিষাদে তাঁ'র ভরি' গেল মন ॥
 প্রভুর বন্ধন স্মরি' বিবিধ প্রকার । উরগারি করে মনে কত না বিচার ॥৩
 বাগীপতি সর্বব্যাপী ব্রহ্ম নিৰ্বিকার । পরম লেখর যিনি মায়-মোহ-পার ॥
 তিনি শুনি' অবতার মিলেন ধরাম । প্রভাব এমন কিছু না হেরিলু তাঁ'র ॥৪

দোহা— ভবের বন্ধন বাইবে টুটিয়া নর শুকুনি' বা'র মাঝ ।

অধম রাক্ষস বাঁধে লাগ-পাশে কেননে হবেন তিনি রাম ॥৫৮॥

মূল

চৌ—মানা ভাঁতি মনহি সমুঝাবা । অগট ন গ্যা'ন ছন্ন' জন্ম ছাবা ॥

খেদ খিন্ন মন তর্ক বড়াই । ভয়উ মোহবস তুম্‌হরিহি' নাই ॥১

ব্যাকুল গয়উ দেবরিষি পাহাঁ । কহেসি জো সংসর নিজ মন মাহী' ॥

শুনি নারদহি লাগি অতি দায় । শুনু খগ অবল রাম কৈ মায়া ॥২

জো গ্যানিন্‌হ কর চিত অপহরজৈ । বরিআজৈ বিশোহ মন করজৈ ॥

জোহি' বহ বার নচাবা মোহী । সোই ব্যাপী বিহঙ্গপতি তোহী ॥৩

মহামোহ উপজা উর ভোরৈ । মিটিহি ন বেগি কহৈ খগ মোরৈ' ॥

চতুরানন পহি' জাহ খগেসা । সোই করেছ জোহি হোই নিদেসা ॥৪

দোহা— অস কহি চলে দেবরিষি করত রাম গুন গান ।

হরি মায়া বল বরনত পুনি পুনি পরম সজ্ঞান ॥৫৯॥

চৌ—বহুধা খগেশ তবে মানসে চিন্তিলা । জন্মে ভরে হিয়া নাহি জ্ঞান উপজিল ॥

খেদ-খিন্ন-মনে শুধু তর্ক বেড়ে যায় । তোমার সমান মোহে তা'র মন ছায় ॥১

খগেশ ব্যাকুল হ'য়ে দেবর্ষির পাশে । কহেন সংশয় যত নিজ মনে আসে ॥

শুনিয়া নারদ তাহে দয়াপর হ'ন । রামের অবল মায়া শুন,—খগ ক'ন ॥২

সদা জ্ঞানি-চিন্তা যিনি করেন হরণ । জন-চিন্তে সদা যিনি মোহের কারণ ॥

বহুবার যে মায়াতে নাচা'লেন মোরে । হে খগেশ ! সেই মায়া ঘিরেছে তোমারে ॥৩

হে খগেশ ! মহা মোহ বেড়িছে তোমারে । মিটিবে না দুরা তাহা কহি সবিস্তারে

জ্ঞান-পার্শ্বে চলি' যাও তুমি হে খগেশ ! পালিবে তেমনি যথা দিবেন নির্দেশ ॥৪

দোহা— ইহা কহি' চলে দেবর্ষি নারদ করি' তদা রাম-গুন-গান ।

হরি-মায়া-বল বহুধা বর্ণিয়া জ্ঞানিবর চলেন অস্থান ॥৫৯॥

মূল

চৌ—তব খগপতি বিরক্তি পহি' গয়উ । নিজ সন্দেহ সুনাবত ভয়উ ॥

শুনি বিরক্তি রামহি সিরু নাবা । সমুঝি প্রতাপ প্রেম অতি ছাবা ॥১

মন মছ' করই বিচার বিধাতা । মায়া বস কবি কোবিদ গ্যাতা ॥

হরি মায়া কর অনিতি প্রভাবা । বিপুল বার জোহি' মোহি নচাবা ॥২

বাংলা অর্থ—সমুজ্ঞত—বিবেচনা করিয়া; ছোভি—হইল; বঁধায়ো—বদ্ধ হইলেন;

পঠায়ো—পাঠাইলেন; উন্নগ আরাভী—গরুড়; ছুটহি—যুক্তি পায়; অগট ম—

প্রকাশ পাইল না; ছাবা—হাইল; তুম্‌হরিহি' নাই—তোমার মত; বরি আজৈ—জোর

করিয়া; ব্যাপী—ব্যাপিয়াছে; মোরৈ' করই—আমার কথাতে; (দো—৫৮-৫৯)

অগ্নি জগন্ময় অগ্নি ময় উপরাজ। নহিঁ আচরজ মোহ খগরাজ।
 ভব বোলে বিধি গিরা সুহাজি। জান মহেস রাম প্রভুতাজি ॥৩
 বৈনভেয় সঙ্গর পহিঁ জাহ্নু। ভাত অনত পুছছ জনি কাহ্নু ॥
 তহিঁ হোইহি ভব সংসয় হানী। চলৈউ বিহঙ্গ স্ননত বিধি বানী ॥৪
 দোহা— পরমাত্মর বিহঙ্গপতি আয়উ ভব মো পাশ।

জাত রহেউ কুণ্ডের গৃহ রহিছ উমা কৈলাস ॥৬০॥

পত্নাহুবাণ

চৌ—তদা খগপতি নিজে ব্রহ্মা-পার্শ্বে যা'ন। আপন সংশয় সব তাঁহারে শুনা'ন
 শুনিয়া বিরিঞ্চি রামে শির নত করে। বুঝিয়া প্রতাপ তাঁ'র রাম-প্রেমে ভরে ॥১
 মন-মাঝে করিলেন বিচার বিাতি। ক'ন-সবে মায়া-বশ কবি, সুধী, জ্ঞাতা ॥
 অনন্ত প্রভাব জানি হরি মায়া-ধরে। বহুবার বিস্তারিলা আমার উপরে ॥২
 চরাচর বিশ্ব স্বজি জড়িত মায়াতে। খগরাজে মায়া—নাহি আশ্চর্য্য তাহাতে ॥
 তদা ব্রহ্মা কহিলেন সুন্দর বচন। রামের প্রভুতা শিব অবগত হ'ন ॥৩
 হে খগেশ! শিব-পার্শ্বে চলিয়া যাইবে। আম জনে ওহে তাত! কিছু না পুছিবে
 সেখায় হইবে ভব সংশয়-নিরাশ। ব্রহ্মামতে বিহঙ্গেশ চলে শিব-পাশ ॥৪
 দোহা— পরম উত্তম। বিহঙ্গম-পতি আসিলেন যদা মম পাশ।

কুণ্ডের ভবনে যেতেছিষু আমি উমা! তুমি আছিলে কৈলাস ॥৬০॥

মূল

চৌ—তেহিঁ মম পদ সাদর সিরু নাবা। পুনি আপন সন্দেহ স্ননাবা ॥
 স্ননি তা করি বিনতী মুছ বানো। প্রেম সহিত মৈ' কহেউ ভবানী ॥১
 মিলেছ গুরুড় মারগ মই মোহী ॥ কবন ভাঁতি সমুঝাবৌ' তোহী ॥
 তবহিঁ হোই সব সংসয় ভঙ্গ। জব বহু কাল করিঅ সতসঙ্গ ॥২
 স্ননিঅ তহিঁ হরিকথা সুহাজি। নানা ভাঁতি মুনিহু জোগাজি ॥
 জেহি মছ' আদি মধ্য অবসান। প্রভু প্রতিপাত্ত রাম ভগবান ॥৩
 নিত হরি কথা হোত জই ভাজি। পঠবউ' তহিঁ স্নমহ তুমহ জাজি ॥
 জাইহি স্ননত সকল সন্দেহ। রাম চরন হোইহি আতি নেহা ॥৪

দোহা— বিনু সতসঙ্গ ন হরি কথা তেহি বিমু মোহ ন ভাগ।

মোহ গএ' বিনু রাম পদ হোই ন দৃঢ় অনুরাগ ॥৬১॥

বাংলা অর্থ—স্ননাবত ভয়উ—স্ননাইলেন; ছাবা—আচ্ছন্ন করিল; অগ্নি জগন্ময়—
 স্বাবরজঙ্গমময়; উপরাজ—বিস্তৃত রাজ্য; জান—জানেন; অনত—অন্তত; পরমাত্মর—
 অত্যন্ত জন্তব্যন্ত; জাত রহেউ—যাইতেছিলাম; রহিছ—ছিলে; (দো—৬০)

বাংলা অর্থ—তা করি—তাহার; সমুঝাবৌ—বুঝাইব; গাজি—গাহিয়াছেন;
 পঠবউ—পাঠাইব; ন ভাগ—বায় না; জাইহি—চলিয়া যাইবে; (দো—৬১)

চৌ—অম-পদে শির নমি' অতি সমাদরে । খগেশ সংশয়-কথা শুনা'লেন মোরে ॥
 শুনিয়া মিনতি তা'র তথা মৃদু-বাণী । সপ্রেমে কহিলু আমি তাহারে ভবানি ! ১
 গরুড় ! মিলিলে পথে এবে মোর সনে ? বুঝাব তোমারে এবে কহত কেমনে ?
 তখন হইবে তব সংশয় ভঞ্জন । বহুকাল সাধুসঙ্গে করিলে যাপন ॥২
 মনোহর হরি-কথা শুন তুমি সেথা । বিবিধ প্রকারে গাহে মূলিগণ সেথা ॥
 আদি-মধ্য-অন্তে শ্রু চূড়ান্ত বুঝিয়া । রাম-ভগবান-তত্ত্ব লইবে মানিয়া ॥৩
 নিত্য হরি-কথা ভাই ! সেথায় হইবে । পাঠাব তোমারে সেথা, যাইয়া শুনিবে ॥
 শুনি' নিরসিত হ'বে সকল সন্দেহ । রামের চরণে হ'বে অতি বড় স্নেহ ॥৪
 দোহা— সাধুসঙ্গ বিনা বৃথা হরি-কথা তাহা বিনা মোহ র'য়ে যায় ।
 নাহি গেলে মোহ রাম-পদে শ্রীতি দৃঢ় কছু না হ'বে কোথায় ॥৬১

মূল

চৌ—মিলি' ন রঘুপতি বিম্ব অমুরাগ । কিএ' জোগ তপ গ্যান বিরাগ ॥
 উত্তর দিসি স্নানর গিরি নীলা । তই রহ কাকভুষণি স্নানীলা ॥১
 রাম ভগতি পথ পরম প্রবীন ॥ গ্যানী গুন গৃহ বহু কালীনা ॥
 রাম কথা সো কহই নিরন্তর । সাদর স্নানহি' বিবিধ বিহঙ্গবর ॥২
 জাই স্নানহু তই হরি গুন ভূরী । হোইহি মোহ জনিত দুখ দুরী ॥
 মৈ' অব তেহি সব কহা বুঝি । চলেউ হরষি মগ পদ সিক্ত নাই ॥৩
 তাতে উমা ন মৈ' সমুঝাবা । রঘুপতি কুপা' মরমু মৈ' পাবা ॥
 হোইহি কীন্দ্র কবল' অভিমান । সো খোবৈ চহ কুপানিধানা ॥৪
 কছু তেহি তে পুনি মৈ' নহি রাখা । সমুঝই খগ খগহী কৈ ভাষা ॥
 শ্রু মায়া বলবন্ত ভবানী । জাহি ন মোহ কবন অস গ্যানী ॥৫
 দোহা— গ্যানী ভগত সিরোমনি ত্রিভুবনপতি কর জ্ঞান ।
 তাহি মোহ মায়া নর পার্বর করহি' গুমান ॥৬২ক॥
 সিব বিরক্তি কহ' মোহই কে হৈ বপুরা আন ।
 অস জিয়' জামি ভজহি' মূনি মায়া পতি ভগবান ॥৬২খ॥

পঞ্চানন্দ

চৌ—মিলিবে না রঘুপতি বিনা অমুরাগ । কর যদি যোগ, তপ, জ্ঞান ও বিরাগ ॥
 উত্তর দিকেতে রহে চারু গিরি নীল । সেথায় ভুষণি কাক রহিছে স্নানীল ॥১

বাংলা অর্থ—কিএ'—করিলেও; দুরী হোইহি—দূর হইবে; খোবৈ চহা—নষ্ট
 করিতে চাহিয়াছিলেন; তেহি তে—এই কারণে; সমুঝই—বুঝে; ন মোহ—মোহিত
 করে না; জ্ঞান—জান, বাহন; গুমান—অভিমান; বপুরা—বেচারা ॥(দো—৬২ ক, খ)

রাম-ভক্তি-পথে সেই পন্নম প্রবীণ । জানী, গুণ-নিকেতন অতীত ঐশীল ॥
 রাম-কথা কহিতেছে সেই নিরন্তর । সাধরে শুনিছে বহু বিহঙ্গম-ধর ॥২
 সেথা গিয়া হরিগুণ ভূরিশ শুনিবে । মোহ-ভক্ত মুখ তুমি তাহে পাশস্থিবে ॥
 বুঝা'য়ে তাহারে দেব ! কহিলু যখন । মম-পদে নমি' হৃষ্ট চিহ্না তখন ॥৩
 সেই হেতু উমা ! তা'রে নাহি জানালাম । রাম-কৃপা-মর্মে মম বাহা ছিল জ্ঞান ॥
 কৃপা পেয়ে তবু যদি রয়ে অভিমান । তাহা নাশিবারে চা'ন কৃপার চিহ্নান ॥৪
 আরো হেতু ছিল ব'লে তাহারে এড়াই । খগ-ভাবা অগ্নি খগে ভাল বুঝে ভাই ॥
 প্রভু-মায়া বলবতী ভারী হে ভবানি ! যা'রে নাহি মুগ্ধ করে হেন নাহি জানি ॥৫
 দোহা— ভক্ত শিরোমণি অতি বড় স্তানী ত্রিভুবন-পুতির বাহন ।

হেন বীর-বরে মায়া মুগ্ধ করে মৃঢ় নর-কথা বুঝা আলোচন ॥৬২ক॥

সমাপি' আঠাশ দিন নাস পারাহরণে ।

এ দিন নমিছে এবে কীদ্বাম-চরণে ॥

ত্রিঙ্গা-মহেশও মোহগ্রস্ত হ'ন বলি বলো কার কথা আন ।

বুঝিয়া ভজেন মুনিগণ তাঁরে যিনি মায়াপতি ভগবান ॥৬২খ॥

মূল

চো—গয়উ গরুড় জই বসই ভুসুণ্ডা । মতি অকুণ্ঠ হরি ভগতি অখণ্ডা ॥
 দেখি সৈল প্রসন্ন মন ভয়উ । মায়া-মোহ সোচ সব গয়উ ॥১
 করি তড়াগ মজ্জন জলপান । বট তর গয়উ হৃদয়' হরবান ॥
 বৃদ্ধ বৃদ্ধ বিহঙ্গ তই আএ । স্তনৈ রাম কে চরিত শুহাএ ॥২
 কথা অরন্ত ব'রৈ সোই চাহা । তেহি সময় গয়উ খগনাহা ॥
 আবত দেখি সকল খগরাজ । হরষেউ বায়স সহিত সমাজ ॥৩
 অতি আদর খগপতি কর কীন্হা । আগত পুছি স্ত্রআসন কীন্হা ॥
 করি পূজা সমেত অনুরাগা । মধুর বচন তব বোলেউ বাগা ॥৪

দোহা— নাথ কৃতারথ ভয়উ' মৈ' তব দরসন খগরাজ ।

আয়সু দেহু সো করৌ' অব প্রভু আয়ছ কেহি কাজ ॥৬৩ক॥

সদা কৃতারথ রূপ তুমহ কহ মুখ বচন খগেস ।

জেহি কৈ অন্ততি সাদর নিজ মুখ কীন্হি মহেস ॥৬৩খ॥

পদ্মাসুন্দর

চো—গরুড় গেলেন যেথা ভুসুণ্ড নিবসে । দৃঢ়-মতি হরিভক্ত অকুণ্ঠ মানসে ॥
 মন হরষিত হ'ল পর্বত হেরিয়া । মায়া-মোহ-শ্রো সব হেল বিদ্যাসি ॥১

বাংলা অর্থ—স্ত্রনৈ আসে—স্ত্রাতে আগিতেন ; ক'রৈ চাহা—ক'রিতে উত্তর হইতে-
 ছিনেন ; আগত পুছি—ভালভাবে আসিয়াছেন কি না তিজ্ঞাসা কবিসা ; জেহি কৈ
 অন্ততি—বাহার প্রশংসা ; কৃতারথ—কৃতার্থ ; (দো—৬৩ ক, খ)

তড়াগে সমাপি' জ্ঞান করি' জলপান । বট-তরু-তলে বসি' মনে হর্ষ পা'ম ॥
 বৃদ্ধ বিহীনম বত সেথায় আসিল । চারু রাম-কথা সবে শুভিতে লাগিল ॥২
 কথারক্ত করিবারে ভুযুগু উজ্জত—হইলেন খগেশ' সেথা হ'ন সমাগত ॥
 সবে খগরাজে যবে আসিতে হেছিল । বায়স সমাজ-সহ প্রেমন হইল ॥৩
 খগনাথে সমাদরে করি' আবাহন । স্বাগত করিয়া দেন সুন্দর আসন ॥
 অনুরাগ-সহ তাঁ'রে করিয়া পূজন । বায়স তখন ক'ন মধুর বচন ॥৪

দোহা— কৃতকৃত্য এবে আমরা সকলে দরশনে খগরাজ ! তব ।
 আঞ্জা দাও এবে সাধিব এখনি কোন্ কাজ-তরে ত্রীতী হব ॥৬৩ক॥
 কৃতকৃত্য রূপ সদা তুমি ধর যুগ-বাণী কহিল খগেশ ।
 বার শুভি করে অতি সমাদরে নিজ মুখে আপনি মহেশ ॥৬৩খ॥

মূল

চৌ—শুনছ তাত জেহি কারন আঃউ' । সো সব ভয়উ দরস তব পাঃউ' ॥
 দোখ পরম পাবন তব আশ্রম । গয়উ মোহ সংসর নানা ভ্রম ॥১
 অব শ্রীরাম কথা অতি পাবনি । সদা সুখদ দুখ পুঞ্জ নসাবনি ॥
 সাদর তাত সুনাবছ মোহী । বার বার বিনবউ' প্রেভু তোহী ॥২
 শুনত গরুড় কৈ গিরা বিনীতা । সরল সুপ্রেম সুখদ সুপুনীতা ॥
 ভয়উ তাসু মন পরম উছাহা । লাগ কহৈ রঘুপতি গুন গাহা ॥৩
 প্রথমহি' অতি অনুরাগ ভবানী । রামচরিত সর কহেসি বখানী ॥
 পুনি নারদ কর মোহ অপার । কহেসি বছরি রাবন অবতার ॥৪
 প্রেভু অবতার কথা পুনি গাঞি । তব সিন্ধু চরিত কহেসি মন লাঞি ॥৫

দোহা— বালচরিত কহি বিবিধি বিধি মন হই পরম উছাহ ।
 রিষি আগবন কহেসি পুনি শ্রীরঘুবীর বিবাহ ॥৬৪॥

পঞ্চান্বাদ

চৌ—শুন তাত ! যে কারণে হেথা উপনীত । তব দরশনে তাহা হ'ল উদ্বাপিত ॥
 আশ্রম হেরিয়া তব অতি সুপাবন । দ্বিধা ভ্রম তথা মোহ হ'ল নিরসন ॥১
 এবে কহ রাম-কথা অতি সুপাবন । সদা সুখদানকারী দুঃখ-বিনাশন ॥
 সাদরে হে তাত! প্রেভু শুনো আমাংরে । বার বার এ মিনতি করিমু তোমাংরে ॥২
 শুনি' খগপতি-বাণী অতি সুবিনীত । সরল সুখদ পূত পিরীতি-পূরিত ॥
 পরম উৎসাহ তার হিয়াতে জাগিল । রঘুপতি-গুণগাথা গাহিতে লাগিল ॥৩
 প্রথমত অনুরাগ-ভরে হে ভবানি ! শ্রীরাম-চরিত-কথা কহিল বাখানি ॥
 পুন কহে নারদের মোহ যা' অপার । রাবণের অবতার কহে পুনর্বীর ॥৪
 প্রেভু-অবতার কথা গাহে অতঃপর । বালক রামের কথা বর্ণনে তৎপর ॥৫

দোহা— বালক-চরিত বহুবিধি কহি' মনে আগে পরম উৎসাহ ।

ঋষি-আগমন অতঃপর কহে তথা কহে রামের বিবাহ ॥৬৪॥

মূল

চৌ—বহুরি রাম অভিষেক প্রসঙ্গ। পুনি নৃপ বচন রাজ রস ভঙ্গ।

পুরবাসিন্হ কর বিরহ বিষাদ। কহেসি রাম লছিম সৎবাদ ॥১

বিপিন গবন কেবট অনুরাগ। সুরসরি উত্তরি নিবাস প্রয়াগ ॥

বালমীকি প্রভু গিলন বখানা। চিত্রকূট জিমি বসে ভগবান ॥২

সচিবাগবন নগর নৃপ মরনা। ভরতাগবন প্রেম বহু বরনা ॥

করি নৃপ ক্রিয়া সঙ্গ পুরবাসী। ভরত গএ জই প্রভু স্মৃথ রাসী ॥৩

পুনি রঘুপতি বহু বিধি সম্বাদ। লৈ পাটুকা অংকুর আএ ॥

ভরত রহনি সুরপতি স্মৃত করনী। প্রভু অরু অত্রি ভেট পুনি বরনী ॥৪

দোহা— কহি বিরাদ বধ জেহি বিধি দেহ তজী সরভঙ্গ ।

বরনি স্মৃতিছন প্রীতি পুনি প্রভু অগস্তি সতসঙ্গ ॥৬৫॥

গজানুবাদ

চৌ—পুন রাম-অভিষেক প্রসঙ্গ কহিল। নৃপ-বাক্যে যথা রসভঙ্গ উপজিল ॥

পুরবাসিগণ ভুঞ্জে বিরহ-বিষাদ। কহিতে লাগিল রাম-সংবাদ ॥১

অরণ্যে গমন তথা কহে গুহে রতি। গঙ্গাপার-কথা তথা প্রয়াগে বসতি ॥

বাল্মীকির প্রভু সনে গিলন কহিল। চিত্রকূটে প্রভু রাম বেন অছিল ॥২

মঞ্জী ফিরে এলে পুরে নৃপের মরণ। ভরতের প্রত্যাগম প্রেমভরে ক'ন ॥

কহে—নৃপ-প্রোক্ত তন্ত্বে সহ পুরবাসী। ভরত গেছেন বধ প্রভু স্মৃথ রাসী ॥৩

পুন রঘুপতি তাঁ'রে দুখাতে লাগেন। ভরত পাটুকা লয়ে অযোধ্যা ফিরেন ॥

ভরতের স্মৃতি ইন্দ্রসুত কথা আর। অত্রি-রাম-বধ ক'ন সজ্জার ॥৪

দোহা— বিরাদে বধ কহি' কহে বধা শরভঙ্গ ত্যজিল জীবন।

স্মৃতিছের সনে পিরীতি বর্ণিয়া ক'ন—প্রভু-অগস্তি-গিলন ॥৬৫॥

মূল

চৌ—কহি দণ্ডক বন পাবনভাঙ্গি। গীধ মইত্রী পুনি তেহি' গাজি ॥

পুনি প্রভু পঞ্চবটী কৃত বাসা। ভঞ্জী সকল মূনিহ কী ত্রাসা ॥১

পুনি লছিম উপদেশ অনূপা। সূপনখা জিমি কীহি কুরপা ॥

খর দুখন বধ বহুরি বখানা। জিমি সব মরগু দসানন জানা ॥২

বাংলা অর্থ—বিনবটী—বিনয়পূর্ণক কহিতেছি; উছাহা—উৎসাহ; মন লাজি—
একাগ্রচিত্তে; রাজ রস ভঙ্গ—রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে আনন্দ ভঙ্গ; কেবট—কৈবর্ত,
নিষাদ; বসে—বাস করিয়াছিলেন; রহনি—রহিবার ব্যৱস্থা; অত্রি ভেট—অত্রিশহ
গিলন; ভজী—ভাষ্য করিছেন; স্মৃতিছন প্রীতি—স্মৃতিহীন মূনির প্রীতি; (দে.—৬৫-৬৬)

দসকঙ্কর মারীচ বড়কহী। জেহি বিধি ভই সো সখ তেহি' কহী।
 পুনি মায়া সীতা কর হরনা। শ্রীরঘুবীর বিরহ কছু বরনা। ৩
 পুনি প্রভু গীধ ক্রিয়া জিগি কীন্হী। বধি কবন্ধ সবরিহি গতি দীন্হী।
 বহুরি বিরহ বরনত রঘুবীর। জেহি বিধি শ্রী সরোবর তীর। ৪

দোহা— প্রভু নারদ সংবাদ কহি মারুতি মিলন প্রসঙ্গ।
 পুনি স্ত্রীর মিতাই বালি প্রাণ কর ভঙ্গ। ৬৬ক।
 কপিহি তিলক করি প্রভু কৃত সৈল প্রবরষন বাস।
 বরনন বর্ষা সরদ অরু রাম রোষ কপি ত্রাস। ৬৬খ।

পত্নাহ্বান

চৌ—দণ্ডক কাননে দিলা প্রভু পাবনতা। কহি' কহে—গৃধ্রসনে মৈত্রীর বারতা। ১
 পঞ্চবটী বনে প্রভু স্থাপিয়া নিবাস। যথা নিরাসিলা সেথা মূনিগণ-ত্রাস। ২
 পুন যথা লক্ষ্মণেরে নীতি শিক্ষা দেন। সূৰ্পনখা রাক্ষসীর কুরুঙ্গী-করণ।
 বাখানে যেমনে হত খর ও দুষণ। কহে দশাননে যথা একথা জ্ঞাপন। ২
 দশানন মারীচের কথা-উপকথা। সে সব ভুসুণ্ডি কহে যাহা ঘটে যথা।
 পুন মায়া-সীতা হত যেমনে হইল। শ্রীরাম-বিরহ-কথা কিছুটা বর্ণিল।
 গৃধ্রের অন্ত্যেষ্টিক্রি প্রভু যেমন সাধিলা। কবন্ধ শবরী যথা সদগতি লভিলা।
 বর্ণিল বিরহ ভুঞ্জে যথা রঘুবীর। প্রকটিল নিজে প্রভু সরোবর-তীর। ৪

দোহা— নারদের সনে প্রভু বার্তা কহি' কহিল সে মারুতি-মিলন।
 স্ত্রীরেবর সনে মিত্রতা বর্ণিয়া কহে বালি-প্রাণ-বিনাশন। ৬৬ক।
 কপিরে রাজত্ব দান কহি' কহে প্রভুর প্রবর্ধ-শৈলবাস।
 বর্ণি বর্ষাশ্রু বর্ণিয়া শরৎ কহে রামরোষ-কপিত্রাস। ৬৬খ।

হুল

চৌ—জেহি বিধি কপিপতি কীস পঠাএ। সীতা খোজ সকল দ্বিসি শাএ।
 বিবর প্রবেস জীন্হ জেহি ভা'তী। কপিন্হ বহোরি গিলা সন্ধ্যাতী। ১
 সুন সব কথা সমীরকুমার। নাঘত ভয়উ পমোদি অপার।
 লক্ষা' কপি প্রবেস জিগি কীন্হ। পুনি সীতাহি ধীরজু জিগি দীন্হ। ২
 বন উজারি রাবনহি প্রবোধী। পুর দহি নাঘেউ বহুরি পমোদী।
 আএ কপি সব জই রঘুরাজে। বৈদেহী কী কুসল সুনাই। ৩
 সেন সগতি জথা রঘুবীর। উত্তরে জাই বারিনিমি তীর।
 মিলি বিভীষন জেহি বিধি আ'ই। সাগর নিগ্রহ কথা সুনাই। ৪

দোহা— সেতু বা'ধি কপি সেন জিগি উত্তরী সাগর পার।
 গয়উ বসীঠা বীরবর জেহি বিধি বালিকুমার। ৬৭ক।

নিসিচর কীস লরাজ বরনিসি বিবিধ প্রকার ।

কুন্তকরন ঘননাদ কর বল পৌরুষ সংহার ॥৬৭খ॥

পঞ্চাঙ্গবাদ

চৌ—যথা কপিপতি করে বানর প্রেরণ । সীতা-তরে চারিভিতে সজ্জান-বাংগ ॥
যেমনে স্ত্রীবি তদা গর্ভে অবৈশিল । যে প্রকারে কপিগণে সম্প্রতি মিলিল ॥১
তা'র মুখে শুনি' যথা পরন-কুমার । লক্ষ্য দিয়া পার হ'ল বারিধি অপার ॥
কপির প্রবেশ যথা লঙ্কাতে হইল । সীতারে ধীরতা যথা রাখিতে কহিল ॥২
যথা বন উজাড়িয়া রাবণে বুঝায় । পুর দহি' পুন যথা সিদ্ধু পারে ধায় ॥
যেথা রঘুরাজ—আসে কপি সব সেথা । প্রভুরে শুনায় সীতা-কুশল-বারতা ॥৩
কহে—সেনাসহ যথা নিজে রঘুবীর । উত্তরিয়া পছ' ছেন বারিনিধি-তীর ॥
যথা বিভীষণ-সহ মিলন হইল । সাগর-নিগ্রহ-কথা সব শুনাইল ॥৪
দোহা— কহে—সেতু বাঁধি' কপিসেনা যথা উত্তরিল সাগরের পার ।
দূতরূপে যথা বীরবর যায় লঙ্কাপুরে বালির কুমার ॥৬৭ক॥
নিসিচর সনে কপির সংগ্রাম যথা যথা ঘটে বিবিধ প্রকার ।
কুন্তকর তথা মেঘনাদ-বল কহে আর তার পৌরুষ-সংহার ॥৬৭খ॥

মৃগ

চৌ—নিসিচর নিকর মরন বিধি মানা । রঘুপতি রাবন সময় বখানা ॥
রাবন বধ সম্প্রদরী সোকা । রাজ বিভীষন দেব অসোকা ॥১
সীতা রঘুপতি মিলন বহোরী । সুরনহ কীল্হি অন্ততি কর জোরী ॥
পুনি পুষ্পক চড়ি কপিহ সমেতা । অবধ চলে প্রভু রূপা নিকেতা ॥২
জেহি বিধি রাম নগর নিজ আএ । বায়স বিসদ চরিত সব গাএ ॥
কহেহি বহোরি রাম অভিষেক । পুর বরনত নৃপনীতি অনেক ॥৩
কথা সমস্ত ভুসুগু বখানী । জো মৈ' তুমহ সন কহী ভবানী ॥
সুনি সব রাম কথা খগনাহা । কহত বচন মন পরম উছাহা ॥৪
সোরঠা— গয়উ মোর সন্দেহ স্ননেউ' সকল রঘুপতি চরিত ।
ভয়উ রাম পদ নেহ তব প্রসাদ বায়স তিলক ॥৬৮ক॥
মোহি ভয়উ অতি মোহ প্রভু বন্ধন রন মছ' নিরখি ।
চিদানন্দ সন্দোহ রাম বিকল কারন কবন ॥৬৮খ॥

বাংলা অর্থ—ভঞ্জী—নাগ করিলেন; বতকহী—বখাব তাঁ; গীধ ক্রিয়া—গৃহের
অস্ত্রাঙ্ক ক্রিয়া; কপিপতি—কপিগণের প্রভু (স্বগ্রী); কীস—বানর; নাগত ভয়উ—
উদ্ভীর্ণ হইলেন; ধীরজু কীল্হা—ঐর্ধ্য ধারণের কথা বলিলেন; প্রবোধী—প্রবাহিতেন;
নাগেউ—নগ্ন করিলেন; সাগর নিগ্রহ—শয়ন বন্ধন; উত্তরী—উদ্ভীর্ণ হইলেন; বসীঠি
—বৃত; ঘননাদ কর—মেঘনাদের; সমেতি—সহিত; (দো—৬৬-৬৭, ক, খ)

চৌ—রাক্ষস-নিধন যথা বহুধা ঘটিল। রাম ও রাবণ যুদ্ধ বাখানি' কহিল ॥
 রাবণের বধ তথা মন্দোদরী শোক। বিতীৰ্ণে রাজ্য-লাভে দেব বীতশোক ॥১
 সীতা-সহ রঘুপতি মিলন কহিল। যুক্ত করে যথা দেব বন্দনা গাহিল ॥
 কহিল--কপির। যথা চড়ি' পুষ্পদান। কৃপাধার প্রভু-সহ অবোধ্যতে যা'ন ॥২
 যেমনে রাঘব নিজ নগর পৌ'ছিল। বায়স সকল কথা বিস্তারি' গাহিল ॥
 বিস্তারি' কহিল পুন রাম-অভিষেক। শিব কন-নৃপমতি কহিয়া অনেক ॥৩
 ভুযুগু সকল কথা গুরুড়ে বাখানে। হে ভবানি! যে চরিত কহি তব স্থানে ॥
 শুনে যথা খগনাথ রামের চরিত। কহেন বচন মনে অতি উৎসাহিত ॥৪
 দোহা— শুনিমু সকল টুটিল সন্দেহ রাম-কথা যথা করিলে বাখান।
 ১তোমার প্রসাদে রাম-পদে স্নেহ হে বায়স! নিল দৃঢ় স্থান ॥৬৮ক॥
 অভিভূত হই অতি বড় মোহে প্রভুর বন্ধন রণ-মাঝে হেরি'।
 চিদানন্দঘন রাম বন্ধ রহে কারণ তাহার নির্গীবারে নারি ॥৬৮খ ॥

মূল

চৌ—দেখি চরিত অতি নর অনুসারী। ভয়উ হৃদয়' মম সংসয় ভারী ॥
 সেই ভ্রম অব হিত করি মৈ' মানা। কীন্হ অনুগ্রহ কৃপানিধান ॥১
 জো অতি আতপ ব্যাকুল হোজি। তরু ছায়া সুখ-জ্ঞানই সোজি ॥
 জো' নহি' হোত মোহ অতি মোহী। মিলতেউ' তাত কবন বিধি তোহী ॥২
 সুনতেউ' কিম্ব হরি কথা সুহাজি। অতি বিচিত্র বহু বিধি তুমহ গাজি ॥
 নিগমাগম পুরান মত এহা। কহহি সিদ্ধ মুনি নহি' সন্দেহ ॥৩
 সম্ভ বিস্ময় মিলহি' পরি তেহী। চিতবহি' রাম কৃপা করি জেহী ॥
 রাম কৃপা' তব দরসন ভয়উ। তব প্রসাদ সব সংসয় গয়উ ॥৪
 দোহা— সুনি বিহঙ্গপতি বানী সহিত বিনয় অনুরাগ ॥
 পুলক গাত লোচন সজল মন হরষেউ অতি কাগ ॥৬৯ক॥
 শ্রোতা সুমতি সুসীল সুচি কথা রসিক হরি দাস।
 পাই উমা অতি গোপ্যমপি সজ্জন করহি' প্রকাশ ॥৬৯খ॥

পড়াহুবা

চৌ—হেরিয়া চরিত তাঁ'র নর অনুসারী। সংশয় জাগিল মম হিয়া-মাঝে ভারী
 সেই ভ্রম এবে করি হিতকারী জ্ঞান। করুণা করেন মোরে কৃপার নিধান ॥১
 ভারী তাপে জাগে মনে ব্যাকুলতা যা'র। তরুছায়ে সুখবোধ মিলিবে তাহার ॥
 যদি না হইত মোহ আমার হিয়াতে। মিলন সম্ভব হ'ত কেমনে তোমাতে ॥২
 কেমনে বা শুনিতাম চারু হরি-কথা। অতীব বিচিত্র তাহা—কহ সে বারতা ॥
 নিগম পুরাণ বেদ এই কথা কয়। সিদ্ধ-মুনি কহে ই'থে নাহিক সংশয় ॥৩

শুভ সাধুদল মিলে নে-সনার ভরে। রঘুনাথ-কৃপাপাত্রি বা'র'পরে পড়ে ॥
 রামের কৃপাতে ভব দর্শন ঘটিল। তোমার প্রসাদে সব সংশয় টুটিল ॥৪
 দোহা— শুনি' সে বিদায় শ্রীভিষরাবারি নিজেরা যা। খগবর ক'ন।
 তনুতে পুলক আঁখি-ভরা-বারি বায়সের হ'ল ছট মন ॥৬৯ক॥
 শ্রোতা যদি শুচি স্মৃতি স্মরণীল হরি-কথা-প্রেমী হরিদাস।
 হেন জনে উমা! গোপন রহন্ত সাধুজন করিবে প্রকাশ ॥৬৯খ॥

মূল

চৌ—বোলেউ কাকভুগু বহোরী। নভগ নাথ পর শ্রীতি ন থোরী ॥
 সব বিধি নাথ পূজ্য তুমহ মেরে। কৃপাপাত্র রঘুনাথক কেরে ॥১
 তুমহি ন সংসয় মোহ ন মায়। মো পর নাথ কীন্হি তুমহ দায়। ॥
 পঠই মোহ মিস খগপতি তোহী। রঘুপতি দীন্হি বড়াই মোহী ॥২
 তুমহ নিজ মোহ কহী খগ সাই। মো নহি' কহু আচরজ গো সাই ॥
 নারদ ভব বিরক্তি সনকানী। জে মুনিদায়ক আত্মবাদী ॥৩
 মোহ ন অন্ধ কীন্হি কেহি কেহী। কো জগ কাম নচাব ন জেহী ॥
 তুম্না' কেহি ন কীন্হি বোরাহ। কেহি কর হৃদয় ক্রোধ নহি' দাহ। ॥৪

দোহা— গ্যানী তাপস সুর কবি কোবিদ শুন আগার ॥
 কেহি কৈ লোভ বিড়ম্বনা কীন্হি ন এহি' সংসার ৭০ক॥
 শ্রী মদ বক্র ন কীন্হি কেহি প্রভুতা বধির ন কাহি।
 মুগলোচনি কে নৈন সর কো অস লাগ ন জাহি ৭০খ॥

পত্নাভূবাদ

চৌ—বায়স ভুগু পুন কহেন বচন। খগনাথ'পরে হ'য়ে ভুরি শ্রীত-মন ॥
 সকল প্রকারে নাথ! তুমি পূজ্য মম। রঘুনাথ-কৃপাপাত্র তুমি অগুতম ॥১
 না রাখ মনেতে মোহ, মায় ও সংশয়। আমা'পরে তুমি নাথ! হইলে সদয় ॥
 মোহের পরীক্ষা ছলে তোমা'রে পাঠায়ে। দিয়াছেন রঘুনাথ আমা'রে বাড়'য়ে ॥২

বাংলা অর্থ—অসোকা—শোকহীন; খগনাথ—খগনাথ; গকড়; বায়স ভিলক
 —বায়সশিবোদয়; চিহ্নানন্দ সন্দোহ—শক্তিমানন্দ ঘন; তেহীপরি—তারপক্ষে;
 গোপ্যমপি—গোপনীয় হইলেও; জানই—জানে; কাগ—কাগ; (দো—৬০-৬১ ক, খ)
 বাংলা অর্থ—নভগ নাথ—খগপতি গকড়; মোহ মিস—মোহছলে; বড়াই দীন্হি
 —বাড়াইয়া দিয়াছেন; খগ সাই—পক্ষিবাহী গকড়; আত্মবাদী—আত্মতত্ত্ব; নচাব
 —নাচায়; তুম্না'—তুম্মা; বোরাহ—পাগল; বিড়ম্বা—গাহনা; শ্রীমদ—মথের
 অহঙ্কার; বক্র—কুটল; মুগলোচনি—মৃগনয়না (যুবতী জী); নৈন সর—নয়ন শয়;
 কোবিদ—পণ্ডিত; শুন আগার—শুণধাম, মহাশুণী; (দো—৭০)

কুনি নির নোহ-কথা খণেখ। কহিলে। আশ্চর্য্য তাহা ত মছে মরম জানিলে।
 মরম-মহেশ-ব্রজা তথা সনকাদি। তাঁহার্য্য ত মুনিবর্ষ্য তথা আশ্রবাবী ॥৩
 নোহ নাহি অক্ষ করে হেন কে কোথায়? কে বলো ধরাতে যা'রে কাম না নাচার?
 বলো ছুকা কছু মত্ত কা'রে না করিল? কাহার হৃদয় বলো ক্রোধে না দহিল? ৪
 নোহা— জ্ঞানী ও তাপস তথা সুর, কবি, সুধীজন গুণ-নিকেতন।

লোভ কা'রে নাহি বিড়ম্বনা দেয় এ'সংসারে কেবা হেন জন? ॥৭০ক
 ধন-মদে মত্ত না করিল কা'রে প্রভুতা না বধির করিল?
 দুগ-নয়নার নয়নের-শরে বলো কে বা অবিক্র রহিল? ॥৭০খ॥

মূল

চৌ—গুন কৃত সন্ন্যপাত নহি' কেহী। কোউ ন মান মদ তজেউ নিবেহী ॥
 জোবন অর কেহি নহি' বলকাবা। মমতা কেহি কর জস ন নসাবা ॥১
 মচ্ছর কাহি কলঙ্ক ন লাবা। কাহি ন সোক সমীর ডোলাবা ॥
 চিন্তা সা'পিনি কো নহি' খায়া। কো জগ জাহি ন ব্যাপী মায়া ॥২
 কীট মনোরথ দারু সরীর। জেহি ন লাগ ঘুন কো অস ধীর ॥
 স্নুত বিত লোক লৈষনা ভীনী। কেহি কৈ মতি ইন্হ কৃত ন মলানী ॥৩
 মহ সব মায়া কর পরিবার। প্রবল অমিতি কো বরনৈ পায়া ॥
 জিব চতুরানন জাহি ডেরাহী। অপর জীব কেহি লেখে মাহী' ॥৪

নোহা— ব্যাপি রহেউ সংসার মহ' মায়া কঠক প্রচণ্ড।
 সেনাপতি কামাদি ভট দস্ত কপট পাবণ্ড ॥৭১ক॥
 সো দাসী রঘুবীর কৈ সমুঝে' মিথ্যা সোপি।
 ছুট ন রাম কৃপা বিমু নাথ কহউ' পদ রোপি ॥৭১খ॥

চৌ—ত্রিগুণের সন্ন্যপাত না রহে কোথায়? মান-মদ ত্যজি কেবা সংসার চালাম?
 যৌবন-অর না কা'রে সন্তপ্ত করায়? মমতা কা'র না যশ নষ্ট করি' দেয় ॥১
 মাৎসর্য্য কা'র তরে কলঙ্ক না দেয়? শোক-সমীরণ কা'রে কছু না দোলায়?
 চিন্তা-সর্প কা'রে নাহি কখনও গ্রাসে? কে হেন জগতে যে না বন্ধ মায়া-পাশে ॥২
 কামনা যে কীট মনো-দারু যে শরীর। এ কীট না দংশে যা'রে হেন কেবা ধীর?
 স্নুত-বিত্ত-বশোলাভ এষণা এ ভিন। হেন মতি কোথা যাহা ইথে না মলিন? ৩

বাংলা অর্থ—সন্ন্যপাত—একজ মিলন (সমিগাত); নিবেহী—অস্পৃষ্ট; জোবন—
 যৌবন; বলকায়া—সন্তপ্ত করিয়াছে; মচ্ছর—মাৎসর্য্য; ডোলাবা—দোলাইয়াছে;
 ব্যাপী—ব্যাপিয়াছে; ঘুন লাগ—কষ করিয়াছে; লোক লৈষনা—লোটে বণা, বশের ইচ্ছা;
 ডেরাহী—ভয় পায়; লেখে মাহী'—গণনার মধ্যে; ভট—সৈন্য; রঘুবীর কৈ সমুঝে'
 —রঘুবীরের বিবেচনায়; ছুট ন—নষ্ট হয় না; পদ রোপি—হৃদপদে; (নো—৭১ ক, খ)

এ'রা সব মিলি' রচে মায়া-পরিবার। প্রবল অমিত—নাহি সাধ্য বর্জিবান্ন।
 শিব-ব্রহ্মা বাহা হ'তে সদা ভয় পান। গগনীর মধ্যে আসে হেম কেবা আন ? ৪
 দোহা— ব্যাপিয়া রহিছে সংসার-মাঝারে মায়া-সেমাধল কুতূর্ধ্বার।
 সেনানী—কামাদি, সেনাধল—দন্ত, কপটতা, তিষ্ঠুর-আচার ॥৭১ক
 মায়াতে জামো রঘুবীর-দাসী জ্ঞান-লাভে মিথ্যা তাহা হয়।
 ভ্যজিবে না তোমা' রাম-রূপা বিনা কহিনু হে মাখ ! অসংশয় ॥৭১খ
 ধূল

চৌ—জো মায়া সব জগহি নচাবা। জামু চরিত লখি কাহ' ন পাবা ॥
 সোই প্রভু জ্ঞ বিলাস খগরাজা। নাচ নটী ইব সহিত সমাজা ॥১
 সোই সচ্চিদানন্দ ঘন রামা। অজ বিগ্যান রূপ বল ধামা ॥
 ব্যাপক ব্যাপ্য অখণ্ড অনন্তা। অখিল অমোঘসক্তি ভগবন্তা ॥২
 অণ্ডম অদভ্র গিরা গোভীতা। সবদরসী অনবন্ত অজীতা ॥
 নির্মম নিরাকার নিরমোহা। নিত্য নিরঞ্জন স্নাত সন্দোহা ॥৩
 প্রকৃতি পার প্রভু সব উর বাসী। ব্রহ্ম নিরীহ বিরজ অবিনাসী ॥
 ইহাঁ মোহ কর কারন নহী। রবি সন্মুখ তম কবছ' কি জাহী ॥৪

দোহা— ভগত হেতু ভগবান প্রভু রাম ধরেউ তনু ভূপ।
 কিএ চরিত পাবন পরম প্রাকৃত নর অনুরূপ ॥৭২ক॥
 জথা অনেক বেস ধরি মৃত্য করই নট কোই।
 সোই সোই ভাব দেখাবই আপুন হোই ন সোই ॥৭২খ॥

পত্নাহ্বাদ

চৌ—জগতের সবাকারে সে মায়া নাচায়। যাহার স্বভাব কেহ দেখিতে না পায়
 প্রভুর ক্রভজি মানো তা'রে খগরাজ ! নাচায় তা' নটী-সম সহিত সমাজ ॥১
 সচ্চিদানন্দ ঘন সেই জানো রাম। অজ ও বিজ্ঞান-রূপী তথা বলধাম ॥
 ব্যাপ্য ও ব্যাপকে এক নহে অন্তবান্। অখিল অনন্ত-শক্তি তিনি ভগবান্ ॥২
 নিগুণ ও ভূমি তিনি বাগিপ্রিয়াভীত। সর্বদর্শী অনবন্ত জয়ের অভীত ॥
 নির্মম ও নিরাকার বিবর্জিত-মোহ। নিত্য নিরঞ্জন তিনি আনন্দ-সন্দোহ ॥৩
 প্রকৃতি অভীত প্রভু সর্বহিয়াবাসী। নিরীহ ও নির্বিকার ব্রহ্ম অবিনাসী ॥
 হেথা না নিবসে কোন মোহের কারণ। রবির সমীপে তম রহে কি কখন ॥৪
 দোহা— ভকতের হেতু প্রভু ভগবান্ রামরূপে ভূপেচু ল'য়ে।
 পালেন চরিত পরম পাবন নর-অনুরূপ হ'য়ে ॥৭২ক॥

বাংলা অর্থ—অদভ্র—মহান্; অনবন্ত—নির্দোষ; নিরমোহা—নির্দোহ; নিরঞ্জন
 —মায়া-রহিত; স্নাত সন্দোহ—সুশ্রামি; বিরজ—বিকার রহিত; দেখাবই—দেখায়;
 আপুন—নিজে; গিরা গোভীতা—বাক্য ও ইচ্ছার অভীত; দো—১২ ক, খ)

যখা বহু বেশ ধারণ করিয়া। মৃত্যু করে কোম চটকর।
সেই সেই ভাব দেখাবে লে মট না রহিয়া তাহার অন্তর। ৭২খ।

মূল

চৌ—অসি রঘুপতি লীলা উরগারী। দমুজ বিমোহনি জন সুখকারী ॥
জে মতি মলিন বিষয়বস কামী। প্রভু পর মোহ ধরহিঁ ইমি স্বামী ॥১
মনন দোষ জা কই জব হোই। পীত বরন সসি কহঁ কহ সোই ॥
জব জেহি দিসি জগ হোই খগেসা। সো কহ পচ্ছিম উয়উ দিনেসা ॥২
নৌকারু চলত জগ দেখা। অচল মোহ বস আপুহি লেখা ॥
বালক ভ্রমহিঁ ন ভ্রমহিঁ গৃহাদী। কহহিঁ পঃস্পর মিথ্যাবাদী ॥৩
হরি বিষইক অস মোহ বিহজ। স্বপনেছঁ নহিঁ অগ্যান প্রসজ ॥
মায়াবস মতিমন্দ অভাগী। হৃদয় জমনি। বহুবিধ লাগী ॥৪
তে সঠ হঠ বস সংসয় করহী। নিজ অগ্যান রাম পর ধরহী ॥৫

দোহা— কাম ক্রোধ মদ লোভ রত গৃহাসক্ত দুঃখরূপ।
তে কিমি জানহিঁ রঘুপতিহি মৃত পরে তম কূপ ॥৭৩ক॥
নিগুণ রূপ সুলভ অতি সন্তান জান নহিঁ কোই।
সুগম অগম নানা চরিত সুনি মনি মন জগ হোই ॥৭৩খ॥

পদ সুবাদ

চৌ—রঘুপতি-লীলা হেন ওহে উরগারি। দমুজেতে মোহ আনে ভক্ত-সুখকারী ॥
মানসে মলিন যা'রা বিষয়ী ও কামী। প্রভু'পরে মোহ হেন আরোপে হে স্বামী ॥১
মননের রোগ যা'র হইবে যখন। শরীরে পীতভ কহে সে জেনো তখন ॥
যখন দিগ্ভ্রম যা'র হবে হে খগেশ! সে কহে—পশ্চিম দিকে উদ্বিছে দিনেশ ॥২
নৌকারু জন হেরে জগৎ চলেছে। মোহ-বশ আপনারে অচল বুঝেছে ॥
বালক ঘুরিয়া বলে গৃহাদি ঘুরিছে। একে আনে মিথ্যাবাদী কহিতে চাহিছে ॥৩
হরির বিষয়ে হেন মোহ হে বিহজ! স্বপ্নে নাহি রহে—ইহা অজ্ঞান-প্রসজ ॥
মায়া-যবনিকাচ্ছন্ন অস্ত্র ছীন-জন। বহুধা হিয়াতে পোষে এ'হেন চিস্তন ॥৪
যা'রা শঠ হঠতাতে এ সংশয় করে। স্ব-মূঢ়তা আরোপিত করে রাম'পরে ॥৫
দোহা— মায়া-কাম-ক্রোধ- মদ-লোভ-রত দুঃখরূপ গৃহে বাস করে।

তাহারা কেমনে জানিবে রামেরে অধকূপে হেন মৃত পড়ে ॥৭৩ক॥
নিগুণের রূপ সহজ চিস্তনে, সন্তানে নিগুণ কে বলে বুঝিবে।
সুগম্য অগম্য বিবিধ চরিত সুনিয়া বিজ্ঞান্ত মনিরা হইবে ॥৭৩খ॥

বাংলা অর্থ—ইমি—এই প্রণব; জা কই—বাহার; উয়উ—উদিত হইয়াছে;
লেখা—গণ্য করে; জগহিঁ—ঘুরিতে থাকে; জমনি—যবনিকা, পঃস্পর; নিগুণ
সন্তান—(গুণাতীত হইয়া) গুণযুক্ত; হরি বিষয়িক—হরির বিষয়ে; (দো—৭৩ ক, খ)

চৌ—স্বল্প খগেন রঘুপতি প্রভুভাঈ । কহউঁ জখামতি কথা স্নহাঈ ।
 জেহি বিধি মোহ ভয়উ প্রভু মোহী । সোউ সব কথা স্নহাবউঁ তোহী ॥১
 রাম কৃপা ভাজন ভুমহ তাতা । হরি গুন শ্রীতি মোহি স্নহদাতা ॥
 তাতে নহিঁ কছু তুমহহি দুরাবউঁ । পরম রহস্য মনোহর গাবউঁ ॥২
 স্নহ রাম কর সহজ স্নহাউ । জন অভিমান ন রাখহিঁ কাউ ॥
 সংসৃত গুল সুলপ্রদ নানা । সকল সোক দায়ক অভিমানা ॥৩
 তাতে করহিঁ কৃপানিধি দুরী । সেবক পর মমতা অতি ভুরী ॥
 জিমি সিসু তন ব্রন হোই গোসাঈ । মাতু চিরাব কঠিন কী নাঈ ॥৪

দোহা— জদপি প্রথম দুখ পাবই রোবই বাল অধীর ।
 ব্যাধি নাস হিত জননী গনতি ন সো সিসু পীর ॥৭৪ক॥
 তিমি রঘুপতি নিজ দাস কর হরহিঁ মান হিত লাগি ।
 তুলসিদাস ঐসে প্রভুহি কস ন ভজছ ভ্রম ত্যাগি ॥৭৪খ॥

পত্নাসুবাদ

চৌ—শুন হে খগেশ ! রাম-প্রভুতা অপার । কহি যখামতি যাহা চারুতা-আমার ,
 যেমনে হে প্রভু-মোহ বেড়িল আমারে । সেই সব কথা আমি শুনাব তোমারে
 তাত ! তোমা' হ'তে কিছু নাহি লুকাই ।। পরম রহস্য চারু তোমারে কহিব ॥
 হে তাত ! তুমি ত রাম-করুণা-ভাজন । হরি-গুণে শ্রীতি মম স্নহের কারণ ॥২
 সহজ স্নহাবে রামে এখন জাগিবে । ভক্ত-অভিমান রাম কভু না সহিবে ॥
 যত শোক দেয় জীব এহি অভিমান । সংসার সজয়ে, করে যত ব্যথাদান ॥৩
 সেই হেতু কৃপানিধি তাহা বিনাশেন । ভক্ত'পরে কৃপা তাঁ'র ভুরি রাখিবেন ॥
 শিশু-দেহে যদি কভু ব্রণ পক হয় । বিদারয়ে মাতা হ'য়ে নির্দয়-হৃদয় ॥৪
 দোহা— যতপি প্রথমে দুঃখ পায় শিশু ধৈর্যাহীন করয়ে চীৎকার ।
 ব্যাধি-নাশে হিত গণয়ে জননী নাহি গণে বেদনা তাহার ॥৭৪ক॥
 তথা রঘুপতি ভক্ত-অভিমান হরিবেন নিজে ভক্ত-হিত লাগি' ।
 তুলসী কহিছে এহেন প্রভুরে কেন না ভজিবে বিজ্ঞানি তেয়াগি' ॥৭৪খ

মূল

চৌ—রাম কৃপা আপনি জড়ভাঈ । কহউঁ খগেন স্নহ হন লাজি ॥
 জব জব রাম মনুজ তনু ধরহী' । ভক্ত হেতু লীলা বহু করহী' ॥১

বাংলা অর্থ—মোহী—আমার ; তোহী—তোমাকে ; দুরাবউঁ—লুকাইব ; স্নহপ্রদ
 —বেদনাদায়ক ; দুরী করহিঁ—দূর করে ; চিরাব—চিরিমা দেয় ; রোবই—জন্মন করে ;
 পীড়—পীড়া ; কস ন—কেন না ; কঠিন কী নাহি—কঠোর হৃদয় যত ; (দো—৭৪ ক,খ)

তব তব অবধপুৰী মৈଁ জাউଁ । বালচরিত বিলোকি হরষাউଁ ।
 জন্ম মହোৎসব দেখউଁ জাঈ । বরষ পাঁচ তই রহউଁ লোভ্যঈ ॥২
 ইষ্টদেব মম বালক রামা । সোভা বপুষ কোটি সত কামা ॥
 নিজ প্রভু বদন নিহারি নিহারী । লোচন দুফল করউଁ উরগারী ॥৩
 লঘু বায়স বপু ধরি হরি সজা । দেখউଁ বালচরিত বহু রঙ্গা ॥৪

দোহা— লরিকাজি জইঁ জইঁ ফিরহিঁ তইঁ তইঁ সঙ্গ উড়াউଁ ।-

জুঠনি পরইঁ অজির মইঁ সো উঠাইঁ করি খাউଁ ॥৭৫ক॥

এক বার অতিসয় সব চরিত কিএ রঘুবীর ।

স্মরিত প্রভু লীলা সোই পুলাকিত ভঃউ সন্নীর ॥৭৫খ॥

পঞ্চানুবাদ

চো—রঘুনাথ-কৃপা তথা মৃত্যু আ'পন । কহি খগপতি ! তুমি শুন দিয়া মম ॥
 যখন যখন রাম নর-ভক্ষু ধরি' । সাধিবেন কার্য্য তিনি ভক্ত-হিত স্মরি' ॥১
 তখন অযোধ্যাপুরে হই উপনীত । বালক-চরিত হেরি' হই হরষিত ।
 জন্ম-উৎসব তথা দেখিবারে যাই । লুকা-চিতে পঞ্চবর্ষ রহিবারে চাই ॥২
 ইষ্টদেব মম জানো যে রাম-বালক । শত কোটি কাম-তনু-শোভার ধারক ॥
 আপন প্রভুর মুখ নেহারি' নেহারি' । ময়ন সার্থক করি ৫হে উরগারি ! ৩
 হরি-সঙ্গে লঘু-দেহে কাক-তনু ধরি' । বিবিধ প্রকারে তাঁ'র বাল-লীলা হেরি ॥৪

দোহা— বালরূপে রাম যেথা ফিরে সেথা সাথ সাথ করি উভয়ন ।

উচ্ছিষ্ট পড়িলে অঙ্গন-মাঝারে তাহা তুলি' করি মু ভক্ষণ ॥৭৫ক॥

একদা চরিত বিশেষ প্রকারে আচরেন নিজে রঘুবীর ।

প্রভু-লীলা তাহা স্মরি' মনে মনে পুলাকিত হইল শরীর ॥৭৫খ॥

মূল

চো—কহই ভগ্নুও সুনহু খগনায়ক । রাম চরিত সেবক স্মৃদায়ক ॥
 নৃপ মন্দির স্তম্ভর সব ভা'তী । খচিত কনক মনি নানা জাতী ॥১
 বরনি ন জাই রুচির অঁগনাঈ । জইঁ খেলহিঁ নিত চারিউ ভাঈ ॥
 বালবিনোদ করত রঘুরাঈ । বিচরিত অজির জননি স্মৃদাঈ ॥২
 মরকত মৃদুল কলেবর স্রামা । অঙ্গ অঙ্গ প্রতি ছবি বহু কামা ॥
 নব রাজীব অরুণ মৃদু চরনা । পদজ রুচির নখ সসি দ্বিতি হরনা ॥৩
 ললিত অঙ্গ কুলিসাদিক চারী । নুপুর চারু মধুর রবকারী ॥
 চারু পুরট মনি রচিত বনাঈ । কটি কিছিনি বল মুখর সুহাঈ ॥৪

দোহা— রেখা ত্রয় স্তম্ভর-উদর নাভী রুচির গঁভীর ।

উর আয়ত ভ্রাজন্ত বিবিধ বাল বিদুষন চীর ॥৭৬॥

চৌ—কহিছে ভুয়ু—শুন, হে খগ-নায়ক ! রামের চরিত-সেবা আনন্দদায়ক ॥
 কৃপানিকেতন চারু সকল প্রকারে । স্বর্ণমণি শোভে সেথা বিবিধ আকারে ॥১
 বর্ণিতে না পারি' সেই রুচির-অঙ্গন । যেথা নিত্য লীলা-পন্ন ভাই চারিজন ॥
 বাল-লীলা করি' সাজ রাখব ফিরেন । জননীরে সুখ দিয়া অঙ্গনে চলেন ॥২
 মরকত-সম মৃদু স্তম্ভ কলেবর । প্রতি অঙ্গ তাঁ'র বহু-কাম-শোভাধর ॥
 নব-পদ্ম-পত্র-সম মৃদুল-চরণ । চারু-মখদ্যুতি জিনে শরীর কিরণ ॥৩
 ললিত পদাঙ্গে চিহ্ন কুলিঙ্গাদি চারি । চরণে নৃপুংস চারু চারু-ধ্বনিকারী ॥
 চারু স্বর্ণমণি-যুত কটির কিকিণী । চারু কলধ্বনি দ্বার-মুখর-কারিণী ॥৪
 দোহা— চারু-রেখা-ত্রয়ে শোভিছে উদর নাভি তাঁ'র রুচির-গম্ভীর ।
 অমৃত বক্ষেতে শোভিছে বিবিধ বালকের শোভা-বর্জী চীর ॥৭৬॥

মূল

চৌ—অরুণ পানি নখ করজ মনোহর । বাহু বিসাল বিভূষণ স্তম্ভর ॥
 কঙ্ক বাল কেহরি দর গ্রীবা । চারু চিবুক আনন ছবি সী'বা ॥১
 কলবল বচন অধর অরুনারে । দুই দুই দমন বিসদ বর বারে ॥
 ললিত কপোল মনোহর নাসা । সকল সুখদ সসি কর সম হাসা ॥২
 নীল কঙ্ক লোচন ভব মোচন । ভ্রাজত ভাল তিলক গোবোরোচন ॥
 বিকট ভুকুটি সম শ্রবন সুহাএ । কুক্ষিত কচ মেচক ছবি ছাএ ॥৩
 পীত বানি ঝগুণী তন মোহী । কিলকনি চিতবনি ভাবতি মোহী ॥
 রূপ রাসি নৃপ অজির বিহারী । নাচহি' নিজ প্রতিবিম্ব নিহারী ॥৪
 মোহি সন করহি' বিবিধি বিধি ক্রীড়া । বরনত মোহি হোতি অতি ক্রীড়া ॥
 কিলকত মোহি ধরন জব ধাবহি' । চলউ' ভাগি তব পূপ দেখাবহি' ॥৫
 দোহা— আবত নিকট হঁসহি' প্রভু ভাজত রুদন করাহি' ।
 জাউ' সমীপ গহন পদ ফিরি ফিরি চিতই পরাহি' ॥৭৭ক॥
 প্রাকৃত সিন্ধুইব লীলা দেখি শুয়উ মোহি মোহ ।
 কবন চরিত্র করত প্রভু চিদানন্দ সন্দোহ ॥৭৭খ॥

বাংলা অর্থ—হরবাউ—দৃষ্ট হই; স্তম্ভর—গম্ভীর, সার্থক; জুঠনি—উজ্জিষ্ট অঙ্গ;
 খাউ'—খাই; অঙ্গনাই, অজির—উঠান, চত্বর; পদজ নখ—পায়ের নখ; সসি দুতি
 হরনা—চঞ্জের রূপকে হারাইবার (যোগ); কুলিঙ্গাদিক চারী—বজ্র, অক্ষুশ, ধ্বজা ও কঙ্কণ
 এই চারি চিহ্নবিশিষ্ট; রেখাত্রয়—ত্রিভুজ, তিনটি খাঁজ; চীর—বস্ত্র; (দো—৭৫, ৭৬)

বাংলা অর্থ—বাল কেহরি—শিশু হস্তী; দর—স্তম্ভর; কলবল বচন—আধ অং
 কধা; অরুনারে—লাগ রং; বিকট ভুকুটি—বক্ষ জরায়ু; বানি ঝগুণী—পাতলা
 কাপড়ে প্রস্তুত অঙ্গরাখা; কিলকনি—অক্ষুট আনন্দধ্বনি; চিতবনি—দৃষ্টি; কিলকত—

চৌ—পানি-মখাভুলি শোভে অরুণ-বরণ। বিশাল বাহুতে শোভে স্তম্ভর ভূষণ ॥
 বাল-সিংহ-সম চারু স্বক গ্রীবা তাঁ'র। চিবুক আনন শোভা-সীমা চারু তাঁ'র ॥১
 আধ আধ কথা তাঁ'র অরুণ অধর। দুইটি দশন-পংক্তি শুভ্র শোভাকর ॥
 ললিত-কপোল তাঁ'র নাসা মনোহর। সর্ব-সুখদাতা হাস্ত সম-শশি-কর ॥২
 নীল-পদ্ম-সম নেত্রে সংসার-মোচন। রোচনা-ভিলকে ভাল করিছে শোভন ॥
 আকর্ষণীকৃত কর্ণ-সম মনোহর। ভ্রমর-নির্মিত কেশ কুঞ্চিত স্তম্ভর ॥৩
 সূক্ষ্ম পীত অঙ্গরাথে শরীর শোভিছে। চাহনি অক্ষুট-ধ্বনি আগারে মোহিছে ॥
 রূপে ভরা দশরথ অজির-বিহারী। নাচে নিজ প্রতিবিম্ব নেহারি' মেহারি' ॥৪
 বিবিধ প্রকারে মম মনে ক্রীড়া করে। বর্ণিতে সে কথা মনে লজ্জা যায় ভ'রে ॥
 আধ আধ স্বরে যদা ধরিবারে যায়। আমি গেলে পালাইয়ে পিষ্টক দেখায় ॥৫
 দোহা— নিকষা আসিলে হাস্ত-পর প্রভু পালাইলে করিছে রোদন।
 পাশে যাই যদি চরণ ধরিতে ফিরি দেখি' করে পলায়ন ॥৭৭ক॥
 প্রাকৃত শিশুর হেন লীলা হেরি' মনে মনে মোহ উপজিল।
 এহেন চরিত কেন প্রভু পালে চিদানন্দঘন যে আছিল ॥৭৭খ॥

মূল

চৌ—এতনা মন আনত খগরায়। রঘুপতি প্রেরিত ব্যাপী মায়া ॥
 সো মায়া ন দুখদ মোহি কাহী'। আন জীব ইব সংসৃত নাহী' ॥১
 নাথ ইহী' কছু কারন আনা। স্ননছ সো সাবধান হরিজানা ॥
 গ্যান অখণ্ড এক সীতাবর। মায়া বস্তু জীব সচরাচর ॥২
 জো' সব কেঁ রহ গ্যান একরস। ঈশ্বর জীবহি ভেদ কহছ কস ॥
 মায়া বস্তু জীব অভিমানী। ঈশ বস্তু মায়া গুন থানী ॥৩
 পরবস জীব স্ববস ভগবন্ত। জীব অনেক এক শ্রীকৃষ্ণ ॥
 মুখা ভেদ জ্ঞাপি কৃত মায়া। বিনু হরি জাই ন কোটি উপায়া ॥৪

দোহা— রামচন্দ্র কে ভজন বিনু জো চহ পদ নির্বান।
 গ্যানবস্তু অপি সো নর পস্তু বিনু পুঁছ বিষান ॥৭৮ক॥
 রাকাপতি ষোড়শ উজাই' তারাগন সমুদাই।
 সকল গিরিন্হ দব লাইঅ বিনু রবি রাতি ন জাই ॥৭৮খ॥

[খল | খল হাসে; পুষ্প—পাটক; ভাজত—চলিয়া গেলে; গহন পদ—পা ছুঁইতে; চিদা-
 নন্দ সন্দোহ—চিদানন্দ ঘন; পরাই—পলাইয়া যায়; (দো—৭৭ ক, খ)

বাংলা অর্থ—সংসৃত—সংসার; হরিজানা—হরির বাহন (গরুড়); সীতাবর—
 সীতাপতি (রামচন্দ্র); গুন থানী—গুণের আকর; মুখা—মিথ্যা; পুঁছ—পুছ, দেহ;
 রাকাপতি ষোড়শ—ষোলকলা পূর্ণচন্দ্র; উজাই—উদয় হয়; (দো—৭৮ ক, খ)

চৌ—হে খগেশ ! হেন চিত্ত। ভরে যবে মনে। রত্নপতি-মায়া ব্যাপে জগৎ-গহনে ॥
সেই মায়া অম মনে দুঃখ না স্বপ্নিল। জীবে মায়া-সম নাহি সংসারে জামিল ॥১
হে নাথ ! ইহার কিছু আছিল কারণ। সাবধানে শুন তাহা হে হরি-বাহন !
রাখব অখণ্ড এক তিনি জ্ঞান-রাশি। মায়া-বশ চরাচর ধরাধাম-বাসী ॥২
যদি একরস হ'ত জ্ঞান সবাকার। ঈশ্বর ও জীবে ভেদ না রহিত আর ॥
অভিমানী জীব যত মায়াতে বিবশ। গুণ-খনি মায়া কিন্তু ঈশ্বরের বশ ॥৩
জীব পর-বশে নিজ-বশে ভগবান্। জীব বহু, সীতাপতি এক, নাহি আন ॥
বুধ। ভেদ স্বষ্ট হয় মায়ার কারণ। না টুটবে কভু বিনা হরির-ভজন ॥৪
দোহা— রঘুর নামকে 'ভজন না করি' কর যদি মোক্ষের সন্ধান।
যদি জ্ঞানবান্ সেও পশু-তুল না ধরিলে পুচ্ছ ও বিষাগ ॥৭৮ক॥
ষোল-কলা-সহ চন্দ্রমা-উদয়ে তারাগণ যদি যোগ দেয়।।
গিরিতে দাবাগি জলিবে তবুও বিনা রবি রাত্রি নাহি যায় ॥৭৮খ॥

মূল

চৌ—ঐসেহি হরি বিমু ভজন খগেশ। মিটই ন জীবনহ কের কলেশ।।
হরি সেবকহি ন ব্যাপ অবিজ্ঞা। প্রভু প্রেরিত ব্যাপই তেহি বিজ্ঞা ॥১
তাতে নাস ন হোই দাস কর ॥ ভেদ ভগতি বাঢ়ই বিহঙ্গবর ॥
অম তেঁ চকিত রাম মোহি দেখা। বিহঁসে সো স্নু চরিত বিসেসা ॥২
তেহি কোতুক কর মরমু ন কাহুঁ। জানা অমুজ ন মাতু পিতাহুঁ ॥
জানু পানি ধাএ মোহি ধরনা। শ্রামল গাত অরুন কর চরনা ॥৩
তব মৈ ভাগি চলেউ উরগারী। রাম গহন কই ভুজা পসারী ॥
জিমি জিমি দূর উড়াউঁ অকাস। তই ভুজ হরি দেখউঁ নিজ পাঙ্গা ॥৪
দোহা— ব্রহ্মলোক লগ্নি গয়উঁ মৈ চিতয়উঁ পাছ উড়াউঁ।
জুগ অংগুল কর বীচ সব রাম ভুজহি মোহি ভাত ॥৭৯ক॥
সপ্তাবরন ভেদ করি জই। লগৈ গতি মোরি।
গয়উঁ তই। প্রভু ভুজ নিরখি ব্যাকুল ভয়উঁ বহোরি ॥৭৯খ॥

১ পত্নীহারা

চৌ—ভেদনি হরিরে নাহি ভজিলে খগেশ ! না মিটিবে জীবনের যত কিছু ক্লেশ ॥
অবিজ্ঞা-বিবশ নহে হরিভক্ত হয়। প্রভুর প্রেরণা করে বিজ্ঞার উদয় ॥১

বাংলা অর্থ—ভেদ ভগতি—ভেদ ভক্তি, ঈশ্বর হইতে জীবের ভেদজনিত ভক্তি ;
জানু পানি ধাএ—হাথাগুড়ি ধিয়া চলিতে ; গহন কই—ধরিবার মত ; পসারী—
প্রসারিত করিলেন ; বীচ—মধ্যবর্তী স্থান ; জই। লগৈ—বে পধ্যত ; (দো—৭৯ ক, খ)

সেই হেতু ভক্ত নাশ করু নাহি হয়। হে খগেশ! ভেদ-ভক্তি তাহাতে বর্জ্য।
 হেরি' মোরে রাম হ'ল অমে চমকিত। শুন, তাহে হাসি' করে অকৃত চরিত ॥২
 সে কৌতুক-মৰ্ম কারো বিদিত না ছিল। অমুজ, মাতা ও পিতা তাহা না জানিল ॥
 হানাতুড়ি দিয়ে চলে ধরিবারে মোরে। শ্রাম-ভঙ্গ হস্তে পদে আরক্ততা-ভরে ॥৩
 হে খগেশ! যবে আমি আসি পলাইয়া। ধরিতে আমারে দিল বাহু প্রসারিয়া ॥
 ক্রমে যত দূর আমি উড়িছু আকাশে। তখন দেখিছু মোরে হরি-ভুজ-পাশে ॥৪
 দোহা— ব্রহ্মলোক-তরে ধেম্বে ছুটিলাম উড়ি' হেরি তারে পিছু পিছু।
 ওহে তাত! সেখা রহে রাম-বাহু দু'আঙ্গুল পরিমাণ নিচু ॥৭৯ক॥
 সপ্ত আবরণ ভেদ করি' আমি গেলাম যেখায় পহঁ ছিয়া।
 সেখায় চলিল প্রভু-ভুজ-যুগ ব্যাকুল হইলু নিরখিয়া ॥৭৯খ॥

মূল

চৌ—মুদেউ নয়ন ত্রিসিত জব ভয়উ। পুনি চিতবত কোসলপুর গয়উ ॥
 মোহি বিলোকি রাম মুখকাহী। বিইসত তুরত গয়উ মুখ মাহী ॥১
 উদর মাঝ স্নু অণুজ রায়। দেখেউ বহু ব্রহ্মাণ্ড নিকায় ॥
 অতি বিচিত্র তই লোক অনেক। রচনা অধিক এক তে এক ॥২
 কোটিন্হ চতুরানন গোৱীস। অগনিত উড়গম রবি রজনীস ॥
 অগনিত লোকপাল জম কালা। অগনিত ভুধর ভূমি বিসাল ॥৩
 সাগর সরি সর বিপিন অপার। নানা ভাঁতি সৃষ্টি বিস্তার ॥
 স্নুর মূনি সিদ্ধ নাগ নর কিন্নর। চারি প্রকার জীব সচরাচর ॥৪
 দোহা— জো নহিঁ দেখা নহিঁ স্ননা জো মনহঁ ন সমাই।
 সো সব অকৃত দেখেউ বরনি কবনি বিধি জাই ॥৮০ক॥
 এক এক ব্রহ্মাণ্ড মহঁ রহউ বরষ সত এক।
 এহি বিধি দেখত কিরউ মৈ অণু কটাহ অনেক ॥৮০খ॥

পত্নাহবাব

চৌ—আসিত হইয়া যবে আঁখি মুদিলাম। পুন হেরি' অবোধ্যাত্তে পহঁছি গেলাম
 স্নিতহাস্ত করে শিশু আমারে হেরিয়া। হাসিবার কালে মুখে প্রবেশিছু গিয়া ॥১
 ওহে পক্ষিরাজ! শুন উদরের মাঝে। হেরিলাম অগনিত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে ॥
 অতীব বিচিত্র সেখা অনেক ভুবন। রচনা অনেক সব নুতন নুতন ॥২
 কোটি কোটি শিব তথা কোটি কোটি ব্রহ্মা। অগনিত তারা আর রবি ও চন্দ্রমা ॥
 কাল-সম বম আর বহু লোকপাল। অগনিত মহীধর পৃথিবী বিশাল ॥৩

বাংলা অর্থ—অণুজ রায়—পক্ষিরাজ (গরুড়); উড়গম—তারাগণ; রজনীস—
 চন্দ্র; সমাই ন—ধারণা করিতে পারি না; বরনি—বর্ণনা করি; (দো-৮০ ক, খ)

সাগর তটিনী আর উজান অপার। বহুবিধ ছিল সেথা শ্রুতির বিস্তার ॥
 সুর-মুনি-সিদ্ধ-নাগ-নর ও কিম্বর। চতুর্ধা যোনিতে ছিল জীব চরাচর ॥৪
 দোহা— যে নাহি হেরেছে, যে নাহি শুনেছে, যে নাহি এনেছে কল্পনায়।
 সে সব অকুত অচক্ষে হেরিছু কেমনে কহিব বর্ণনায় ॥৮০ক॥
 প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে সময় যাপিছু এক শত বরষ ব্যাপিয়া।
 হেন-মতে হেরি' ফিরি আর ঘুরি অগণিত ব্রহ্মাণ্ডে যাইয়া ॥৮০খ॥

মূল

চৌ—লোক লোক প্রতি ভিন্ন বিশাভা। ভিন্ন বিষ্ণু শিব মনু দিসিজাতা ॥
 নর গন্ধর্ব ভূত বেতাল। কিম্বর নিসিচর পশু খগ ব্যালা ॥১
 দেব দমুজ গন নানা জাতি। সকল জীব তই আনহি ভা'তি ॥
 মহি সরি সাগর সর গিরি নানা। সব প্রচণ্ড তই আনহি আনা ॥২
 অণ্ডকোস প্রতি প্রতি নিজ রূপা। দেখেউ' জিনস অনেক অমুপা ॥
 অবধ। রী প্রতি ভুবন নিনারী। সরজু ভিন্ন ভিন্ন নর নারী ॥৩
 দসর। কৌসল্যা স্নমু তাত। বিবিধ রূপ শরতাদিক আভা ॥
 প্রতি ব্রহ্মাণ্ড রাম অবতার। দেখেউ' বালবিনোদ অপারা ॥৪
 দোহা— ভিন্ন ভিন্ন মৈ' দীখ সব অতি বিচিত্র হরিজান।
 অগণিত ভুবন ফিরেউ' প্রভু রাম ন দেখেউ' আন ॥৮১ক॥
 সেই সিনুপন সেই সোভা সেই রূপাল রঘুবীর।
 ন : ৫ ফরউ' প্রেরিত মোহ সনীর ॥৮১খ॥

পদ্মায়বাদ

চৌ—প্রত্যেক ভুবনে ভিন্ন শ্রজান-কারক। ভিন্ন বিষ্ণু, শিব, মনু, দিকের রক্ষক ॥
 মনুষ্য, গন্ধর্ব তথা ভূত ও বেতাল। কিম্বর, রাক্ষস, পশু, খগ তথা ব্যালা ॥১
 সেথা ছিল নানা জাতি দেব দৈত্যগণ। সব জীব করে ভিন্ন প্রকৃতি ধারণ ॥
 সরিৎ-সাগর-মহী-গিরি-সরোবর। পৃথক্ প্রকৃৎ সেথা বচেন মনোহর ॥২
 প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে সেথা বিহীন রূপম। হেরিছু ভিতিষ সেথা বহু অমুপম ॥
 অযোধ্যা সর্বত্র রহে অকুত প্রকার। সরযু ও নরনারী পৃথক্ আকার ॥৩
 শুন তাত। দশরথ কৌশল্যাদিগণ। শরতাদি ভিন্নরূপ করিছে ধারণ ॥
 প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে হেরি রাম-অবতার। হেরিলাম বাল-লীলা সেথায় অপার ॥৪
 দোহা— হে হরি-বাহন! ভিন্ন হেরি সব সেই স্থান বিচিত্র অপার।
 অসংখ্য ভুবনে ফিরিছেন প্রভু তিনি এক দুই নাহি আর ॥৮১ক॥

বাংলা অর্থ—দিসিজাতা—দিকপাল; আনহি ভা'তি—ভিন্ন প্রকার; নিনারী—
 পৃথক্; অণ্ডকোস প্রতি—প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড; সিনুপন—ব.স.বভাব; (দে.—৮১ ক, খ)

সেই শিশু-ভাব সেই চান্দ-শোভা সেই রঘুবীর কৃপাময়।

বান্ধু-প্রেরণায় কিরিয়া দেখিছু মোহ-জাত ভুবন-নিচর। ৮১খ

মূল

চৌ—জন্মত মোহি ব্রজাণ্ড অনেক। বীতে মনছ' কল্প সত এক।

কিরত কিরত নিজ আশ্রম আরউ'। তই পুনি রহি কছু কাল গবীরউ' ॥১

নিজ প্রভু জন্ম অবধ তুনি পায়উ। নির্ভর প্রেম হরষি উঠি ধায়উ' ॥

দেখউ' জন্ম মহোৎসব জাই। জেহি বিধি প্রথম কহা মৈ গাই ॥২

রাম উদর দেখেউ' জগ নানা। দেখত বনই ন জাই বখানা ॥

তই পুনি দেখেউ' রাম স্নজানা। মায়া পতি কৃপাল ভগবান ॥৩

করউ' বিচার বহোরি বহোরী। মোহ কলিল ব্যাপিত হতি মোরী ॥

উভয় ঘরী মই মৈ সব দেখা। ভয়উ' ভ্রমিত মন মোহ বিসেবা ॥৪

দোহা— দেখি কৃপাল বিকল মোহি বিহঁসে তব রঘুবীর।

বিহঁসতহী' মুখ বাহের আরউ' তুমু মতিধীর ॥৮২ক

সোই লরিকাঞি মো সন করন লগে পুনি রাম।

কোটি ভাঁতি সমুঝাবউ' মনু ন লহই বিশ্রাম ॥৮২খ

পঞ্চাবাদ

চৌ—হেনমতে ভ্রমি যবে ব্রজাণ্ড অনেক। অতীত হইল মম কল্প শত এক ॥

ঘুরিয়া কিরিয়া নিজ আশ্রমে পৌঁছাই। কিছুকাল সেথা রহি সময় কাটাই ॥১

প্রভু-জন্ম শুনিলাম যবে অযোধ্যায়। হরষিত গাঢ় প্রেমে ধাইছু তথায় ॥

জন্মোৎসব সেথা গিয়া হেরিছু তেমন। প্রথমে হেরিয়া যথা করেছি বর্ণন ॥২

রামের উদরে হেরি অনেক ভুবন। দেখিলাম কিন্তু নারি করিতে বর্ণন ॥

সেথা পুন হেরি রাম মহা স্নানবান্। মায়াপতি কৃপাময় তিনি ভগবান্ ॥৩

পুনঃ পুনঃ মন-মাঝে করিছু বিচার। মোহের বহুশ ব্যাপে মানসে আভার ॥

তুই দণ্ড-মাঝে সব করিছু দর্শন। সবিশেষ মোহে হ'ল অবসন্ন মন ॥৪

দোহা— কৃপাময় মোরে হেরেন বিকল তখন হাসেন রঘুবীর।

হাসিবার কালে মুখের বাহিরে আসিলাম স্তন ধীর-মতি ॥৮২ক

সেই শিশু-ভাব আমার সহিত পালিতে লাগেন পুন রাম।

কোটিশ প্রকারে দুখাই মনেরে মানস না লভিল বিশ্রাম ॥৮২খ

মূল

চৌ—দেখি চরিত যহ সো প্রভুতাই। সমুত্ত দেহ দসা বিসরাই ॥

ধরনি পরেউ' মুখ আব ন বাতা। জাহি জাহি আরত জন জাতা ॥১

প্রোমকুল প্রভু-মোহি বিলোকী। নিজ মায়া প্রভুতা তব রোকা ॥

কর সরোজ প্রভু মঙ্গলির ধরেউ। দীনদয়াল সকল দুখ হরেউ ॥২

কীল্হ রাম মোহি বিগত বিমোহা। সেবক স্তম্ভন কৃপা সন্দোহা॥
 প্রভুতা প্রথম বিচারি বিচারী। মন মই হোই হরব অতি ভারী ॥৩
 ভগত বহলতা প্রভু কৈ দেখী। উপজী মম উর প্রীতি বিসেধী ॥
 সজল নয়ন পুলকিত কর জোরী। কীল্হিউ বহু বিধি বিনয় বহোরী ॥৪
 দোহা— স্তনি সপ্রেম মম বানী দেখি দীন নিজ দাস।
 বচন স্তম্ভন গস্তীর মৃত্ত বোলে রমানিবাস ॥৮৩ক॥
 কাকভুসুগি মাগু বর অতি প্রসন্ন মোহি জামি।
 অনিমানিক সিধি অপর সিধি মোচ্ছ সকল স্তম্ভন খানি ॥৮৩খ॥

পত্নাহুবাদ

চৌ—হেরিয়া চরিত করি' প্রভুতা-বিচার। বিশ্বাসিহু সব দেহ-কথা আপনায় ॥
 ধরা আসি' নাহি হয় বাক্যের ক্ষুরণ। 'ত্রাহি ত্রাহি' আর্জতাতঃ! উচ্চারে বচন ॥১
 প্রভু মোরে প্রেমাকুল নিজে বিলোকিয়া। দেখাম গায়ার বল সকল ভ্যজিয়া ॥
 কর-পদ্য প্রভু মম শির'পরে ধরে। দীনেতে দয়াল প্রভু মম দুঃখ হরে ॥২
 রাম মোরে করিলেন মোহ-বিবর্জিত। ভক্ত-স্তম্ভন-দাতা করি' কল্পণা-বর্ষিত ॥
 প্রথমে প্রভুতা তাঁ'র যথা বিচারিয়া। অতীব হরষে গেল মানস ভরিয়া ॥৩
 ভকতে পিরীতি ভারী প্রভুতে হেরিয়া। সবিশেষ প্রেমে ওদা ভ'রে মম হিরা ॥
 পুলকিত যুক্ত-করে সজল নয়ন। বিবিধ প্রকারে কহি বিনীত-বচন ॥৪

দোহা— প্রেম-যুত-বাণী স্তনি' মম মুখে প্রভু যবে হেরে নিজ-দাস।
 বচন স্তম্ভন গস্তীর মৃত্তল কহিলেন জানকী-নিবাস— ॥৮৩ক॥
 হে কাকভুসুগি! বর মাগ তুমি তোমা' প্রতি অতি প্রীতিপর।
 অনিমানি সিদ্ধি তথা সিদ্ধি মোক্ষ যাহা সব স্তম্ভনের আকর ॥৮৩খ॥

মূল

চৌ—গ্যান বিবেক বিরতি বিগ্যান। স্তনি দুর্লভ স্তন জে জগ নানা ॥
 আজু মেউ সব সংসর নাহী। মাগু জো তোহি ভাব মন মাহী ॥১
 স্তনি প্রভু বচন অধিক অনুরাগেউ। মন অনুমান করন তব লাগেউ ॥২
 প্রভু কহ দেন সবল স্তম্ভন সহী। ভগতি আপনি দেন ন কহী ॥৩
 ভগতি হীন স্তম্ভন সব স্তম্ভন এসে। লবন বিনা বহু বিজ্ঞান জৈসে ॥৪
 ভজন হীন স্তম্ভন কবনে কাজ। অস বিচারি বোলেউৎ ৭গরাজা ॥৫
 জোঁ প্রভু হোই প্রসন্ন বর দেহু। মো পর করহ কৃপা অরু দেহু ॥৬
 মন ভাবত বর মাগেউ আমি। তুমহ উদার উর তস্তরজামী ॥৭

বাংলা অর্থ—বীভে—চলিয়া গেল; কাল গর্বায়েউ—কাল কাটাইগাম; বনই—
 রচনা; উস্তয় ঘরী মই—হই ঘণ্টার মধ্যে; কৃপা সন্দোহা—বৃণায়; উপজী—জন্মিল;
 রমানিবাস—২.স্নীকে যিনি, হৃদয়ে ধারণ করেন (১১২৫); (৮৩—১২৮৩ ব. খ)

দোহা— অবিরল ভগতি বিহীন তব শ্রুতি পুরান জো গাব ।
 জেহি খোজত জোগীস মুনি প্রভু প্রসাদ কোউ পাব । ৮৪ক।
 ভগত কল্পতরু প্রনত হিত কৃপা সিদ্ধি সুখ ধাম ।
 সেই নিজ ভগতি মোহি প্রভু দেখে দয়া করি রাম । ৮৪খ।

পত্নাহ্বাদ

চৌ—জ্ঞান ও বতি তথা বিবেক-বিজ্ঞান । মুনি-জন যাহে সদা দেন বহু মান ॥
 আজি সব বিবোমা' নাহিক সংশয় । সব তুমি মাগ যাহা ভাল তনে হয় । ১
 প্রভুর বচনী 'হয়ে অনুযোগী । মনে মনে তোলা-পাড়া করিবারে লাগি ॥
 ১ মায়ে সুখ দিতে চান । নাহি কিন্তু কহিলেন নিজ ভক্তি-দান ॥২
 শুদ্ধিহীন গুণ তথা সুখের সন্ধান । লবণ-বর্জিত বহু ব্যঞ্জন সমান ॥
 ভক্তি বিলা সুখে মম কিবা হবে কাজ । হেন বিচারিয়া কহি ওহে ধন্যরাজ ! ৩
 যদি তুমি প্রীত হ'য়ে দাঁও মোরে বর । কৃপা তথা জেহ যদি থাকে মম'পর ॥
 মনে ভাল লাগে যাহা মাগিব তা' অগী । তোমার উদার-হিয়া জানি অনুরাগী ॥৪
 দোহা— প্রগাঢ় ভক্তি অনন্ত তোমাতে শ্রুতি ও পুরাণ যাহা গায় ।
 যাহারে খুজিছে যোগেশ্বর মুনি প্রভু-রূপা' বহু ভব পায় । ৮৫ক।
 ভক্ত-কল্প-তরু ভক্তে শুভ-দাতা ওহে কৃপাসিদ্ধি-সুখ-ধাম !
 সেই নিজ-ভক্তি মোরে প্রভু দাঁও দয়াপর হ'য়ে তুমি রাম ! ৮৫খ

মূল

চৌ—এবমন্ত কহি রঘুকুলনায়ক । বোলে বচন পরম সুখদায়ক ॥
 স্নান বায়স তৈঁ সহজ সয়ানা । কাহে ন মাগত্রা' অস বরদানা ॥১
 সব সুখ খানি ভগতি তৈঁ ভাগী । নহি' জগ কোউ তোহি সম বড় ভাগী ॥
 জো মুনি কোটি জতন নহি' লহহী' । জে জপ জোগ অচল তন দহহী' ॥২
 রীবেউ' দেখি তোরি চতুরাঈ । মাগেছ ভগতি মোহি অতি ভাগী ॥
 স্নান বিহীন প্রসাদ অধ মোরে' । সব সুখ গুন বসিহি' উর তোরে' ॥৩
 ভগতি গ্যান বিগ্যান বিরাগা । জোগ চরিত্র বহু বিরাগা ॥
 জানব তৈঁ সবহী কর ভেদা । মম প্রসাদ নহি' সাধন খেদা ॥৪

দোহা— মায়া সন্তব ভ্রম সব অবন ব্যাপিহি' তোহি ।
 জানেন্সু ব্রহ্ম অনাদি অজ অন্তন গুনাকর মোহি । ৮৫ক।
 মোহি ভগত প্রিয় সন্তত অস বিচারি স্নান কাগ ।
 কায়' বচন মন মম পদ করেসু অচল অনুরাগ ॥৮৫খ॥

বাংলা অর্থ—বিগ্যান—তত্ত্বজ্ঞান ; ভাব—ভাল লাগে ; অনুরাগেউ'—প্রীতি, রহইলাম ; দেন কহ—দিয়েন কহিয়াছেন ; বিজ্ঞান—বাজন ; কবনে কাজা—কি কাজ ; মন ভাবত বর—মনোগত বর ; অবিরল—প্রগাঢ় ; (দো—৮৪ ক, খ)

চৌ—তথাশ্চ কহিয়া তবে রঘুর নাগক। কহেন বচন অতি আনন্দ-দায়ক ॥
 শুন হে বায়স! তুমি স্বভাব-দীমান্। কেন না মাগিবে তুমি হেন বরদান ॥১
 ভকতি মাগিহ তুমি সর্বসুখাকর। তোমা'-সম ধরা-মাঝে কেবা ভাগ্যধর ॥
 মুনীরা যা' কোটি যত্নে নাহি কছু পায়। যা'রা জগ যোগাগ্নিতে দেহ দিয়া দেয় ॥২
 তুই এবে হেরি বৃদ্ধ-ভীক্ষুতা তোমার। মাগিলে ভকত তুমি সমীপে আমার ॥
 শুন হে বিহঙ্গ! এবে আমার কৃপাতে। সর্ব-শুভ-শুণ রবে তোমার হিয়াতে ॥৩
 ভকতি ও জ্ঞান তথা বিজ্ঞান বিরাগ। যোগের বৈশিষ্ট্য তথা রহস্য-বিভাগ ॥
 জানিবে সকল তুমি তত্ত্বের বিশেষ। মম কৃপা না রাখিবে সাধনের খেদ ॥৪
 দোহা— মায়াহ'তে জাত ভ্রম যত এবে নাহি কছু তোমাতে ব্যাপিবে।
 পরব্রহ্ম অজ অনাদি নিগুণ গুণাকর আমাকে জানিবে ॥৮৫ক॥
 ওহে কাক! শুন আমার ভকতে জানো মম প্রিয় নিরন্তর।
 হেন বিচারিয়া রাখ দৃঢ় প্রেম কায়মনোবাক্যে মম'পর ॥৮৫খ॥

মূল

চৌ—অব স্নু পুরম বিমল মম বাণী। সত্য স্নুগম নিগমাঙ্গি বখানী ॥
 নিজ সিদ্ধান্ত সুনাবউ' তোহী। স্নু মন ধরু সব তজি ভজু মোহী ॥১
 মম মায়া সম্ভব সংসার। জীব চরাচর বিবিধি প্রকার। ॥
 সব মম প্রিয় সব মম উপজাএ। সব তে অধিক মনুজ মোহি ভাএ ॥২
 তিন্হ মই দ্বিজ দ্বিজ মই ঐতিধারী। তিন্হ মছ' নিগম ধরম অনুসারী ॥
 তিন্হ মই প্রিয় বিরক্ত পুনি গ্যানী। গ্যানিছ তে অতি প্রিয় বিগ্যানী ॥৩
 তিন্হ তে পুনি মোহি প্রিয় নিজ দাস। জেহি গতি মোরি ন দূসরি আস।
 পুনি পুনি সত্য কহউ' তোহি পাহী'। মোহি সেবক মম প্রিয় কোউ নাই' ॥৪
 ভগতি হীন বিরক্তি কিন হোই। সব জীবছ মম প্রিয় মোহি সোই ॥
 ভগতিবন্ত অতি নীচে প্রানী। মোহি প্রানপ্রিয় অসি মম বানী ॥৫
 দোহা— স্তুতি স্নুসীল সেবক স্নুমতি প্রিয় কছ কাহি ন লাগ।
 ঐতি পুরান কহ নীতি অসি সাবধান স্নু কাগ ॥৮৬॥

পট্টাঙ্গবাদ

চৌ—শুনহ এখন মম অতি শুদ্ধ বাণী। সত্য ও স্নুগম বেদে কহে যা' বাখানি' ॥
 আপন সিদ্ধান্ত তোমা' শুনাব এখন। দৈর্ঘ্য ধরি' সব ত্যজি' করহ ভজন ॥১

বাংলা অর্থ—রীষেউ'—সমুদ্র হইয়াছি; বসিহি'—বাগ করিবে; ১.উঁ—তুমি;
 জানব—জানিবে; খেদা—ছঃখ; জানেনু—জানিবে; মম উপজাএ—আমি হইতে
 উৎপন্ন; মনুজ—মানুষ; ভাএ—ভাল লাগে; কিন—কেন না; ৭০—৮১-৮৩)

ধর্ম মায়া হ'তে জাত সকল সংসার । জীব চরাচর যত বিবিধ প্রকার ॥
 মম মায়া হ'তে জাত সবে প্রিয় মম । তা'র মাঝে নটের জানো মম প্রিয়ভম ॥২
 তা'র মাঝে দ্বিজ, দ্বিজ-মাঝে শ্রুতিধারী । তা'র মাঝে যা'রা বেদ-ধর্ম-অনুসারী ॥
 তা'র মাঝে প্রিয় হয় বিরাগী ও জ্ঞানী । জ্ঞানী হ'তে আরো প্রিয় যে জন বিজ্ঞানী ॥
 তাহা হ'তে পুন প্রিয় যা'রা মম দাস । আমাতে যা'দের মতি নাহি অশ্রু আশ ॥
 তব-পার্শ্বে এই সত্য কহি বার বার । মম দাস-সম প্রিয় কেহ নাই আর ॥৪
 ভক্তির অভাব যদি রহিবে ত্রকার । সব জীব-সম প্রিয় তিনিও আমার ॥
 ভক্তিমান্ হয় যদি অতি নীচ-প্রাণী । সেও মম প্রাণপ্রিয়—এই মম বাণী ॥৫
 দোহা— শুচি ও স্নানীল সুবুদ্ধি-সেবক বলো প্রিয় কা'র না হইবে ।
 শ্রুতি ও পুরাণ এই নীতি কয় সাবধানে হে কাক ! মানিবে ॥৮৬॥

মূল

চো—এক পিতা কে বিপুল কুমার । হোহি' পৃথক গুণ সৌল অচার ।
 কোউ পণ্ডিত কোউ তাপস গ্যাত । কোউ ধনবন্ত সূর কোউ দাতা ॥১
 কোউ সর্ব গ্য ধর্মরত কোউ । সব পর পিতাহি প্রীতি সম হোউ ॥
 কোউ পিতৃ ভগত বচন মন কর্ম । সপনেছ' জান ন দূসর ধর্ম ॥২
 সো স্মৃত প্রিয় পিতৃ প্রাণ সমান । জন্তপি সো সব ভা'তি অয়ান ।
 এহি বিধি জীব চরাচর জেতে । ত্রিজগ দেব নর অশুর সমেতে ॥৩
 অখিল বিশ্ব যহ মোর উপায় । সব পর মোহি বরাবরি দায় ।
 তিনহ নই জো পরিহরি মদ মায়া । ভজৈ মোহি মন বচ অরু কায় ॥৪

দোহা— পুরুষ নপুংসক নারি বা জীব চরাচর কোই ।
 সর্ব ভাব ভজ কপট তজ্জি মোহি পরম প্রিয় সোই ॥৮৭ক॥
 সো— সত্য কহউ' খগ তোহি স্মৃতি সেবক মম প্রাণপ্রিয় ।
 অস বিচারি ভজু মোহি পরিহরি আস ভরোস সব ॥৮৭খ॥

পদ্মাবাদ

চো—পিতার ঔরসে জন্মে অনেক কুমার । ভিন্ন গুণ ধরে তা'রা ভিন্ন শীলাচার ॥
 কেহ স্নানী, কেহ হয় তাপস ও জ্ঞাত । কেহ ধনবান্ সূর, কেহ হয় দাতা ॥১
 কেহ বা ধর্মজ্ঞ হয়, কেহ ধর্মরত । সর্ব'পরে পিতৃ-প্রীতি সগান সতত ॥
 কেহ বা পিতার ভক্ত বা ক্য-কায়-মনে । আন ধর্ম নাহি জানে কভু বা স্বপনে ॥২
 সেই স্মৃত পিতৃপ্রিয় প্রাণের সমান । যন্তপি সে হয় জানো সর্বথা অজান ॥
 হেনমতে যত জীব চরাচর-মাঝে । ত্রিজগতে দেব-নর-অশুরে বিরাজে ॥৩
 আশি স্মৃতি করি এই বিশ্ব চরাচর । সবান উপরে স্মারি রাখি নিরন্তর ।
 যে জন তাহার মাঝে মায়া মদ ভ্যজে । কায়-মনো-বাক্যে মোরে অধিরাম ভজে ॥৪

মোহা— পুরুষ কি মারী কিংবা নপুংসক চর বা অচর জীব হ'ল যিনি ।
 সর্বথা ভজেন কপটতা ত্যজি নিজ প্রিয়তম বনি' তা'রে গনি ॥৮৭ক
 সত্যই কহিলু হে খগ! তোমা'রে শুচি-ভক্ত মম প্রাণের সমান ।
 হেন বিচারিমা ভজিবে আমা'রে পরিহরি' আশা ও ভরসা আন ॥৮৭খ

মূল

চৌ—কবছ' কাল ন ব্যাপিহি ভোহী । সুমিরেন্ন ভজেন্ন নিরন্তর মোহী ॥
 প্রভু বচনামৃত স্নান ন অঘাউ' । তনু পুলকিত মন অতি হরষাউ' ॥১
 সো সুখ জানই মন অরু কানা । নহি' রসনা পহি জাই বখানা ॥
 প্রভু সোভা সুখ জানহি' নয়না । কহি কিমি সকহি' তিন্হহি নহি' বয়না ॥২
 বহু বিধি মোহি প্রবোধি সুখ দেজি । লগে করন সিন্হ কৌতুক তেজি ॥
 সজল নয়ন কছু মুখ করি রুখা । চিতই মাতু লাগী অতি ভুখা ॥৩
 দেখি মাতু আতুর উঠি ধাজি । কহি যুগ্ন বচন লিএ উর লাজি ॥
 গোদ রাখি করা'ব পয় পানা । রঘুপতি চরিত ললিত কর গানা ॥৪

মোহা— জেহি সুখ লাগি পুরারি অসুখ বেষ কৃত সিব সুখদ ।
 অবধপুরী নর নারি তেহি সুখ মহ' সন্তত মগন ॥৮৮ক
 সোই সুখ লবলেস জিন্হ বারক সপনেছ' লহেউ ।
 তে নহি' গনহি' খগেস ব্রহ্মসুখহি সজ্জন সুমতি ॥৮৮খ

পঞ্চানুবাদ

চৌ—কাল কছু তোমা'-তরে ব্যাপিতে নারিবে। নিরন্তর মোরে যদি স্মরিবে ভজিবে
 প্রভু-কথামতে তৃপ্তি নাহি কছু শেষ । তনুতে পুলক ভরে মনে হর্ষাবেশ ॥১
 সে সুখ জানিতে পারে মন আর কাণ । রসনা না পারে তা'র করিতে বাখান ॥
 প্রভু-শোভা-সুখ পারে জানিতে নয়ন । কেমনে কহিবে তা'র নাহিক বদন ॥২
 বহুধা প্রবোধি' মোরে বহু সুখ দেন । শিশুর কৌতুকে পুন তিনি মগ্ন হ'ন ॥
 সজল নয়নে মুখে রুক্ষতা দেখান । ক্ষুধাতুর-দৃষ্টি ল'য়ে মাতৃ-পানে চা'ন ॥৩
 মাতা তা'র দশা ছেরি' স্বরা উঠি ধা'ন । যুগ্ন-বাক্য কহি' তা'রে স্বদয়ে লাগান ॥
 ক্রোড়ে করি' করালেন তা'রে দুগ্ধ-পান । রঘুপতি-চরিতের করি' গুণগান ॥৪
 সো— যে সুখের লাগি' শিব জিপু'রারি অমজল-বেশ সুখদ গণিলা ।
 অযোধ্যাপুরীর যত নর-নারী সেই সুখ-মানে সদা নিমজ্জিলা ॥৮৮ক
 সেই সুখলেশ বা'র একবার লাভ কছু হয় জীবনে স্বপনে ।
 ওহে খগপতি ! না গণিবে ব্রহ্ম-সুখ লভে বাহা সুমতি সজ্জনে ॥৮৮খ

বাংলা অর্থ—মুখ রুখা করি—মুখ শুক করিয়া; ভুখা—দুঃখ; লবলেস—
 বনখা; বারক—এক বার; করা'ব—করাইলেন; অঘানা—অজান; (দো—৮৭৮৮)

চৌ—মৈ পুনি অবধ রহেউ' কহু কালা। দেখেউ' বালবিমোদ রসাল।
 রাম প্রসাদ ভগতি বর পায়উ'। ঐভু পদ বন্দি নিজাশ্রম আরউ' ॥১
 ভব তে মোহি ন ব্যাপী মায়া। অব তে রঘুনাথক অপনাম।
 যহ সব গুণ্ড চরিত মৈ গাব। হরি মায়া জিমি মোহি নচাব। ॥২।
 নিজ অনুভব অব কহউ' খগেস। বিলু হরি ভজন ন জাহি' কলেস।
 রাম কৃপা বিলু সুলু খগরাই। জানিন জাই রাম ঐভুতাই ॥৩
 জানে বিলু ন হোই পরতীতী। বিলু পরতীতী হোই নহি' প্রীতী।
 প্রীতি বিনা নহি' ভগতি দিটাই। জিমি খগপতি জল কৈ চিকনাই ॥৪
 সো— বিলু গুর হোই কি গ্যাম গ্যান কি হোই বিরাগ বিলু।
 গাবহি' বেদ পুরান সুলু কি লহিঅ হরি ভগতি বিলু ॥৮৯ক॥
 কোউ বিশ্রাম কি পাব তাত সহজ সন্তোষ বিলু।
 চলে কি জল বিলু নাব কোটি জতন পচি পচি মরিঅ ॥৮৯খ॥

পত্নাহুবা

চৌ—আমি পুন অযোধ্যাতে রহি' সে সময়। হেরিলাম বাল-লীলা মধুরতাময় ॥
 রাম-কৃপা-বলে লভি' ভক্তি-লাভ বর। ঐভু-পদ বন্দি' ফিরি নিজাশ্রম'পর ॥১
 সে সময় হ'তে মায়া আমা' না ব্যাপিল। যবে হ'তে মোরে রাম আপন মানিল
 এই সব গুণ্ড-কথা কহিলু বর্ণিয়া। হরি-মায়া যথা মোরে দেয় নাচাইয়া ॥২
 নিজ অনুভব এবে কহিলু খগেশ! হরির ভজন বিনা নাহি যা'বে ক্রেশ ॥
 হে খগেশ! রাম-কৃপা যদি না লভিবে। রামের ঐভুতা কভু জানিতে নারিবে ॥৩
 ঐভুতা না জান যদি না হবে প্রীতী। প্রীতী বজ্জিয়া কভু না হ'বে পিরীতি ॥
 প্রীতি বিনা নাহি হ'বে ভক্তির দৃঢ়তা। খগেশ! জল কি রহে ত্যজি' চিকণতা ॥৪
 সো— কোথায় কখন গুরু বিনা জ্ঞান কেমনে বৈরাগ্য বিনা তা'র স্থান
 হরি-ভক্তি বিনা। কেবা সুলু পান এই কথা গায় বেদ ও পুরাণ ॥৮৯ক
 কেহ কি লাভি লভিবে হে তাত! সহজ সন্তোষ কভু বাদ দিয়া?
 কোটি যত্ন কর কিংবা পচি' মর চলে কি তরলী জল-বিবর্জিয়া ॥৮৯খ

সুল

চৌ—বিলু সন্তোষ ন কাম মসাহী'। কাম অহত সুলু সপনেহ' নাই' ॥
 রাম ভজন বিলু মিটহি' কি কাম। থল বিকীল ভরু কবহ' কি জানা ॥১

বাংলা অর্থ—বালবিমোদ—বাল্যলীলা; রসাল—কৌতুকপূর্ণ; অপনামা—
 আপনার করিয়া লইলেন; নচাবা—নাচাইয়াছিল; জানি ন জাই—জানা যায় না;
 পরতীতী—প্রীতী; দিটাই—দৃঢ়তা; চিকনাই—চিকণতা; (৮৯—৮৯)

বিষু বিগ্যাম কি সমতা আবহি । কোউ অবকাস কি মন্ত বিষু পাবহি ॥
 প্রজ্ঞা বিনা ধর্ম নহি হোই । বিষু মহি গন্ধ কি পাবহি কোই ॥২
 বিষু তপ তেজ কি বর বিস্তার । জল বিষু রস কি হোই সংসার ॥
 সীল কি মিল বিষু বুধ সেবকাই । জিমি বিষু তেজ ন রূপ গোসাঁই ॥৩
 নিজ সুখ বিষু মন হোই কি ধার । পরস কি হোই বিহীন সমীর ॥
 কবনিউ সিদ্ধি কি বিষু বিশ্বাস । বিষু হরি ভজম ম ভব ভয় মাস ॥৪

দোহা— বিষু বিশ্বাস ভগতি মহি তেহি বিষু জেবহি ন রাহু ।

রাম কৃপা বিষু সপনেছ জীব ম লহ বিপ্রাম ॥১০ক॥

অস বিচারি মতিধীর তজি কুতর্ক সংসয় সকল ।

ভজহ রাম রঘুবীর করুনাকর স্তম্ভর সুখম ॥১০খ॥

পত্নাহবাহ

চৌ—সন্তোষ বজ্জিয়া কাম-নাশ নাহি হয় । কাম যদি রহে সুখ অগ্নেও না রয়
 রাগে যদি না ভজিবে কাম কি মিটিবে ? স্থল নাহি রহে যদি গাঁহ কি জন্মিবে ? ১
 তত্ত্বজ্ঞান বিনা কভু সমতা কোথায় ? মন্ত বিনা শূন্যস্থান কে পাবে কোথায় ?
 প্রজ্ঞা বিনা কারো কভু ধর্ম নাহি হয় । মহী বিনা গন্ধ কভু নাহি উপজয় ॥২
 বিনা তপ তেজ বলে কোথায় বিস্তার ? জল-তত্ত্ব বিনা রস কোথা এ'সংসারে ?
 পণ্ডিতের সেবা বিনা সীল কি মিলিবে ? তেজ-তত্ত্ব বিনা রূপ প্রভো ! না হইবে ॥৩
 আত্মানন্দ বিনা মন কভু নহে স্থির । স্পর্শ-বোধ হয় কভু বজ্জিয়া সমীর ?
 সিদ্ধি কভু হয় কারো বজ্জিয়া বিশ্বাস ? হরিরে না ভজি কবে ভব-ভয়-নাশ ॥৪
 দোহা— বিশ্বাস বজ্জিয়া ভকতি কোথায় ভক্তি বিনা নাহি গলে রাম ।

রাম-কৃপা বিনা স্বপনেও জীব নাহি ল'তে আমস-বিপ্রাম ॥১০ক॥

সোং— হেন বিচারিয়া ষাঁ'রা ধীর-মতি ত্যজে ম কুৎর্ক সবল সংসার ।

ভজহ সকলে রাম-রঘুপতি স্তম্ভর সুখম কৃপার আলয় ॥১০খ॥

মূল

চৌ—নিজ মতি সরিস নাথ মৈ' গাঁই । প্রভু প্রতাপ মহিমা খগরাই ॥

কহেউ ন কছ করি জুগতি বিসেধী । যহ সব মৈ' নিজ নয়নম্হি দেখা ॥১

মহিমা নাম রূপ গুন গাথা । সকল অমিত অনন্ত রঘুনাথ ॥

নিজ নিজ মতি মুনি হরি গুন গাবহি' । নিগম সেব সব পার ম'পাবহি' ॥২

তুমহি আদি খগ মসক প্রজ্ঞতা । নত উড়াহি' মহি' পাবহি' অন্তা ॥

তিমি রঘুপতি মহিমা অবগাহা । তাত কবছ' কোউ পাব কি থাখা ॥৩

বাংলা অর্থ—নসাহী—নাশ হয় ; অছত—ধাকিতে ; জামা—জমে ; অবকাস—
 কাক ; কি কর—করে কি ? কি মিল—মিলে কি ? ধীরা—স্থির ; 'ন জেবহি'—গলে না ;
 বিপ্রামু—শান্তি ; কবনিউ—কখনও ; তপ—তপত্না ; (দো—১০ ক, খ)

ରାମୁ କାମ ସତ କୋଟି ହୁଅନ୍ତୁ ଗୁଣ । ଦୁର୍ଗା କୋଟି ଅମିତ ଅରି ସର୍ବନ ।

ମନ୍ତ୍ର କୋଟି ସତ ସରିସ ବିଳାସ । ମନ୍ତ୍ର ସତ କୋଟି ଅମିତ ଅବକାଶ । ୮

ଦୋହା— ସକଳ କୋଟି ସତ ବିପୁଳ ବଳ ସରି ସତ କୋଟି ପ୍ରକାଶ ।

ସମି ସତ କୋଟି ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସକଳ ଭବ ଶ୍ରୀ । ୯କ

କାଳ କୋଟି ସତ ସରିସ ଅତି ଦୁର୍ଗତ ଦୁର୍ଗ ଦୁର୍ଗତ ।

ସକଳେ ସତ କୋଟି ସମ ଦୁର୍ଗାଧର୍ୟ୍ୟ ଶ୍ରୀଗୁଣ । ୧୦କ

ପଞ୍ଚାମ୍ରାସ

ଚୋ—ମିତ୍ର ମତି ଅନୁସରି' ହେ ଧନେଶ ! ଗାଁ । ପ୍ରଭୁର ପ୍ରତାପ-ଶ୍ରୀମା କେମିତି ଜାଣି

କହିବି ମା କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଆଶ୍ରୟ । ଅଚଳେ ହେଉଛି ଆମିକଲ ବିଷୟ । ୧

ନାମ-ରୂପ-ଗୁଣ-ଗାଥା-ମହିମା ତାହାର । ସବୁ ଲିଖିତ ଜାଣେ ତୀର୍ଥ ଅପାର । ୨

ମିତ୍ର ମତି-ସତ ମୁନି-ହରି-ଗୁଣ ଗାୟ । ଶେଷ, ଶିବ, ବେଦ ପାର ନାହିଁ ପାୟ । ୩

ତୋମା' ଆଦି ହ'ତେ ଧନ ! ସମସ୍ତ ପର୍ୟ୍ୟାୟ । ନନ୍ଦେ ଉଡ଼େ କେହି ନାହିଁ ପାୟ ତା'ର ଅନ୍ତ

ତଥା ରାମ ମହିମାରେ କରିବା ଯଜ୍ଞନ । ତାତ ! କେ କରିବେ ତା'ର ଶେଷ ଗିରିନାଥ । ୪

ସତ କୋଟି କାମ-ସମ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରେ । କୋଟି ଦୁର୍ଗା-ଶକ୍ତି ଧ'ରେ ମନ୍ଦିତେ ଅରିରେ । ୫

ପ୍ରାଣୀ ତାହାର କୋଟି ହେଉଛି ସମାନ । ମନ୍ତ୍ର ସତ କୋଟି-ସମ ତା'ର ଶୃଙ୍ଖଳାନ । ୬

ଦୋହା— ସତ-କୋଟି-ବାୟୁ- ସମ ତା'ର ବଳ ରବି-ସତ-କୋଟିର କିରଣ ।

ଶଶି-ସତ-କୋଟି- ସମ ସ୍ପନ୍ଦନର ସର୍ବ ଭବ-ଶ୍ରୀମତୀର ଶୟନ । ୭କ

କାଳ କୋଟି ସତ ସମାନ ଦୁର୍ଗତ ଅତିବ ଦୁର୍ଗମ ଦୁର୍ଗାବେଶ ।

ସକଳ ସତ କୋଟି ସୁମେଧ-ସମ ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଗାଧର୍ୟ୍ୟ ପରମେଶ । ୮କ

ସୁନ

ଚୋ—ପ୍ରଭୁ ଅଗାଧ ସତ କୋଟି ପତାଳା । ସମସ୍ତ କୋଟି ସତ ସରିସ କରାଳା । ୧

ତୀର୍ଥ ଅମିତ କୋଟି ସମ ପାବନ । ନାମ ଅଖିଳ ଅସ୍ତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ନିବାସନ । ୨

ହିମାଗିରି କୋଟି ଅଚଳ ରଘୁବୀରା । ଶିଖୁ କୋଟି ସତ ସମ ଶକ୍ତିରା । ୩

କାମଧେନୁ ସତ କୋଟି ସମାନ । ସକଳ କାମ ଦାୟକ ଶ୍ରୀଗୁଣାନ । ୪

ସାରଦ କୋଟି ଅମିତ ଚତୁରାଜି । ବିଧି ସତ କୋଟି ଶକ୍ତି ନିମୁନାଜି । ୫

ବିଷ୍ଣୁ କୋଟି ସମ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା । ବ୍ରହ୍ମ କୋଟି ସତ ସମ ସହେତା । ୬

ଧନନ କୋଟି ସତ ସମ ସମବାନ । ସାରା କୋଟି ପ୍ରାଣୀ ନିବାସନ । ୭

ଭାର ସମସ୍ତ ସତ କୋଟି ଅହୀନ । ନିରବଧି ନିରୁପମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନୀନ । ୮

ଛନ୍ଦ— ନିରୁପମ ନ ଉପମା ଆନ ରାମ ସମାନ ରାମୁ ନିଗମ କହି ।

ଜିମି କୋଟି ସତ ଧନ୍ୟୋତ ସମ ସରି କହତ ଅତି ଲହୁତା ଲହି ।

ଏହି ଧା'ତି ମିତ୍ର ମିତ୍ର ମତି ବିଳାସ ଯୁକ୍ତି ହରିହର ବ୍ୟାସନ ।

ପ୍ରଭୁ ଧା'ତ ଗାହକ ଅତି କୃପାଳ ମନ୍ତ୍ରେୟ ମୁନି ସୁଧ ମାନବୀ ।

দোহা— রামু অমিত গুণ সাগর থাই কি পাবই কোই ।
 সমুদ্র হ'ল জন কিসে তুনেউ' তুমহাই সুনায়উ' সোই ॥৯২ক॥
 সো— ভাব বস্তু ভগবান স্তব্ধ নিধান করুণা ভবন ।
 ভজি মমতা মদ মান ভজিঅ সদা সীতা রবন ॥৯২খ॥

পত্নাহবান

চৌ—অতল সমান যেন কোটিশ পাভাল । শত কোটি যম-সম অতীব করাল ॥
 কোটি কোটি ভীর্ণ-সম তাহা সুপাবন । সর্বপাপরাশি হয় নামে বিনাশন ॥১
 কোটি হিমগিরি-সম শ্রবণ রঘুবীর । সিন্ধু শত কোটি-সম অতীব ৭ ভীর ॥
 শত কোটি কামদেব-সম রূপাবান । সর্ব-কাম-দাতা তিনি রাম ভগবান ॥২
 অমল শারদ-সম ধরে চতুরতা । শত কোটি ব্রহ্মাসম সৃষ্টি-নিপুণতা ॥
 বহু কোটি বিষ্ণু-সম লালিছে পালিছে । রুজ কোটি শত সম নিজে সংহারিছে ॥৩
 শত কোটি কুবেরের তুল্য ধনবান । কোটি কোটি মায়া তথা প্রেক্ষ-নিধান ॥
 ভূভার ধারণে যেন কোটিশ অহীশ । নিরুপম নিরবধি প্রভু জগদীশ ॥৪
 ছন্দ— তিনি নিরুপম নাহিক উপমা রাম-সম রাম বেদে ইহা ভাষে ।
 যথা শত কোটি খজোতিকা-সম রবি যদি কহ দীনতা প্রকাশে ॥
 হেন মতে যদি নিজ মতি-মত প্রভুর ঐশ্বর্য কেহ বাখানিবে ।
 ভাবগ্রাহী-প্রভু অতীব দয়াল প্রেম-ভরে শুনি' আনন্দ গণিবে ॥
 দোহা— রাম পার-হীন গুণের সাগর হেন সাধ্য কা'র তল পায় ॥
 সাধুগণ পাশে যাহা কিছু শুনি' শুনায়েছি তাহাই ভোমায় ॥৯২ক॥
 ভাবের অধীন নিজে ভগবান সুখাধার দয়া-নিকেতন ।
 ভজিয়া মমতা মদ তথা মান ভজ সদা জানকী-রমণ ॥৯২খ॥

মূল

চৌ—শুনি ভুসুণ্ডি কে বচন সুহাএ । হরষিত ধগপতি পথ ফুলাএ ॥
 নয়ন নীর মন অতি হরষান । শ্রীরঘুপতি প্রভাপ উর আনা ॥১
 পাছিল মোহ সমুখি পছিতানা । ব্রহ্ম তনাদি মনুজ করি মানা ॥
 পুনি পুনি কাগ চরন সিন্ধু নাবা । জানি রাম সম প্রেম বচাবা ॥২
 গুরু বিমু ভব মিথি তরই ন কোই । জৌ বিরঞ্চি সঙ্কর সম হোই ।
 সংসর সর্প এসেউ মোহি ভাতা । দুখদ লহরি কুতর্ক বহু বাতা ॥৩
 তব সরূপ গারুড়ি রঘুনায়ক । মোহি জিআয়উ জন সুখদায়ক ॥
 তা প্রসাদ মম মোহ নলানা । রাম রহস্য অমূল্য জানা ॥৪

বাংলা অর্থ—প্রজ্ঞা—পর্যন্ত ; অবগাহা—অতল ; থা—থৈ, সীমা ; দুর্গ—
 দুর্গম ; অমূল্য—নাগণ্য ; সীতারবন—সীতারাগ শ্রীমত ; (দো—১-৯২ ক, খ)

দোহা— তাহি প্রসংসি বিবিধি বিধি সীস নাই কর জোরি ।
 বচন বিনীত সপ্রেম যুত বোলোউ গরুড় বহোরি ॥৯৭ক॥
 প্রভু অপনে অবিবেক তে বুকুউঁ স্বামী তোহি ।
 কুপাসিজু সাদর কহছ জানি দাস-মিজ মোহি ॥৯৭খ॥

পদ্মাবতী

চৌ—ভুবত্তীর বাণী শুনে খগেশ যখন ।
 জট্ট হ'য়ে করে তা'র পক্ষ প্রসারণ ॥
 আঁখি-ভরে নীর মন অতি হরষিত ।
 রামের প্রতাপ করে হিয়াতে রক্ষিত ॥১
 পিছুকার মোহ টুটে পশ্চাত্তাপ করে ।
 নর-ভাব দিল কি না অজ ব্রহ্মপরে ॥
 পুনঃ পুনঃ কাক-পদে শির মত করে ।
 জামি' রাম-সম তা'রে প্রেমে যায় ভ'রে ॥২
 গুরু বিনা ভবমিজু কেহ না তরিবে ।
 যদি কেহ ব্রহ্মা শিব সমান হইবে ॥
 সংশয়-সর্প হে তাত ! আসিল আমারে ।
 দুখদ কুতর্ক-বিষ যে হেতু বিস্তারে ॥৩
 ওঝা-রূপে তোমা' প্রেয়ে রঘুবংশ-কেতু ।
 আমারে বাঁচাতে তিন মজলের সেতু ॥
 তোমার প্রসাদে মম মোহ-নাশ পায় ।
 অনুপম রাম-তত্ত্ব ইথে বুঝা যায় ॥৪
 দোহা— প্রসংসিয়া তা'রে বিবিধ প্রকারে
 শির নমি', যুক্ত করি' কর ।
 বিনীত বচন প্রেম-ভরা যুত বলিলেন পুন খগবর ॥৯৭ক॥
 অবিবেক বশ প্রভো! তোমা' পুছি
 আমি রূপে লইবু মানিয়া ।
 কুপাসিজু তুমি সমাদরে কহ দাসরূপে
 আমারে জানিয়া ॥৯৭খ॥

মূল

চৌ—তুমহ সব'গ্য তগ্য ভম পারা ।
 স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি আচারা ॥
 গ্যান বিরতি বিগ্যান নিবাসা ।
 রঘুনায়ক কে তুমহ প্রিয় দাসা ॥১
 কারন কবন দেহ যহ পাই ।
 তাত সকল মোহি কহছ ব'কাই ॥
 রাম চরিত সন স্মৃতির স্বামী ।
 পায়ছ কহাঁ কহছ নভগামী ॥২
 নাথ সুন্য মৈ' অস সিব পাহী' ।
 মহা প্রলয়ছ' নাস তব নাই' ॥
 মুখা বচন নহি' লৈঅর কহই ।
 সোউ মোরে' মন সংসয় অহই ॥৩
 অগ জগ জীব নাগ নর দেবা ।
 নাথ সকল জগু কাল কলেবা ॥
 অগু কটাই অমিত লয় কারী ।
 কাল সদা দুর্ভাগ্যের ভারী ॥৪

সো— তুমহা'হ ন ব্যাপত কাল অতি করাল
 কারন কবন ।
 মোহি সো কহছ কুপাল গ্যান প্রভাব
 কি জোগ বল ॥৯৭ক॥

দোহা— প্রভু ভব আশ্রম আঁ' মোর মোহ ভ্রম ভাগ ।
 কারন কবন সো নাথ সব কহছ সহিত
 অনুরাগ ॥৯৭খ॥

বাংলা অর্থ—পাছিল—পিছন দিকের; কুতর্ক লহরি—কুতর্করূপী বিব; বীড়া—
 ব্যাঘ্র রহিল; সরূপ গারুড়ি—বাস্তব ওঝা; জিআয়উ—বাঁচাইয়াছেন; তে বুকুউঁ

চৌ—সর্বজ্ঞ তব্ব কুমি মায়া-তমঃ-পার। স্মৃতি স্মৃতি পালো সরল আচার ॥

জানী ও বৈরাগ্যাবান্ বিজ্ঞান-নিবাস। রম্য নায়ক যিনি তাঁ'র প্রিয়-দাস ॥১

কোন হেতু কহ তব এ দেহ ধারণ। ওহে তাত! সব মোরে বুঝাবে এখন ॥

চরিতম-মসে রাম-চারু-কথা আমি। কোথায় লভেছ তুমি কহ মন্তোগামী ॥২

ওহে নাথ! শুনি' আমি ইহা শিব-পাশ। স্মহান্ প্রলয়েও নাহি তা'র নাশ ॥

ঈশ্বর না ক'ন কছু অসত্য বচন। তা'ও মম মনে করে দ্বিধা আনয়ন ॥৩

চরাচর-জীব-নাগ-নর-দেবগণ। কালের কবলে নাথ! সবার পতন ॥

ব্রহ্মাণ্ড-কটাহে হেথা মহা ধ্বংস আনে। কাল-পারে কে বা যাবে সকলে তা' জানে

সো— তোমারে না ব্যাপে এ' কাল করাল ইহার কারণ করহ বর্ণন।

তুমি হে কুপাল! আমারে কহিবে—জ্ঞান-বল কিংবা যোগের সাধন ॥৪ক

হে প্রভু! তোমার আশ্রমে আসিতে মোহভ্রম হ'ল নিরসন।

তাহার কারণ কিবা বল নাথ! সানুরাগ করহ বর্ণন ॥৪খ

মূল

চৌ—গুরুড় গিরা স্মি হরষেউ কাগ। বোলেউ উমা পরম অনুরাগ ॥

ধন্য ধন্য তব মতি উরগারী। প্রসন্ন তুমহারি মোহি অতি প্যারী ॥১

স্মি তব প্রসন্ন সপ্রেম স্নহাই। বহুত জনম কৈ স্মি মোহি আদি ॥

সব নিজ কথা কহউ' মৈ' গাই। তাত স্নহু সাধর মন লাই ॥২

জপ তপ মথ সম দম ব্রত দান। বিরতি বিবেক জোগ বিগ্যান ॥

সব কর ফল রঘুপতি পদ প্রেম। তেহি বিমু কোউ ন পাবই ছেম ॥৩

এহি' তন রাম ভগতি মৈ' পাই। তাতে মোহি মমতা অধিকাই ॥

জেহি তেঁ কছু নিজ স্বরথ হোই। তেহি পর মমতা কর সব কোই ॥৪

সো— পদ্মগারি অসি নীতি শ্রুতি সন্মত সজ্জন কহাই'।

অতি নীচছ' সন শ্রীতি করিঅ জানি নিজ পরম হিত ॥৫ক

পাট কীট তেঁ হোই তেহি তেঁ পাটম্বর রুচির।

কুমি পালই সবু কোই পরম অপানন প্রান সম ॥৫খ

পঞ্চানন্দ

চৌ—গুরুড়ের বাক্য শুনি' হরষিত কাক। কহে কথা ওহে উমা! সহ অনুরাগ ॥

ধন্য ধন্য তব মতি ওহে উরগারি! মম অতি প্রিয় লাগে এ প্রসন্ন তোমারি ॥১

শুনিয়া তোমার প্রসন্ন সপ্রেম স্নহর। পূর্বজন্ম-কথা বহু আসে স্মৃতি'পর ॥

নিজ-কথা সব তোমা' কহিব গাহিয়া। সমাদর করি' তাহা শুন মন দিয়া ॥২

—তোমাকে নিজাঙ্গা ক'রতেছি; তদ্য—ওঙ্কর; মুখা—মিথ্যা; অহঙ্ক—রাহিয়া গিয়াছে;

কাল কলেবা—কালের প্রান্তরশ; ভাগ—নষ্ট হইয়াছে; (চৌ—১০-১৪ ক, খ)

ঐশ তপ বজ্র শব্দ দম ত্রয় দান। বিরতি বিবেক-বোগ কিংবা ব্রহ্মজ্ঞান ॥
 রাম-পদে প্রেম জেনো সবার কল। তাহা বিনা কেহ নাহি লভিবে মঙ্গল ॥৩
 এই দেহে রাম-ভক্তি লভি গাঢ়তর। অধিক মমতা তাহে এই দেহ'পর ॥
 বাহা হ'তে নিজ স্বার্থ-মাত্রা বেশী যা'র। মমতা তাহার' পরে অধিক তাহার ॥৪
 ঘোষা— ওহে পরগারি! এই মূল-নীতি বেদ-অনুমত কহিছে সজ্জন।
 অতি নীচ-সনে পিরীতি করিবে জানি' তাহে নিজ মঙ্গল সাধন ॥১৫ক
 রেশম জনমে কীটে সবে জানে তাহে জানি' দেয় রুচির-বসন ॥
 প্রাণ-সম যত্নে পালে সেই কীটে তা'রা কিন্তু অতি অপাবন ॥১৫খ

মূল

চৌ—স্বার্থ সাঁচ জীব কহ' এহ। মন ক্রম বচন রাম পদ নেহা ॥
 সেই পাবন সেই সুভগ শরীর। জো তনু পাই ভজিঅ রঘুবীর ॥১
 রাম বিমুখ লহি বিধি সম দেহী। কবি কোবিদ ন প্রসংসহি' তেহী ॥
 রাম ভগতি এহি' তন উর জামী। তাতে মোহি পরম প্রিয় স্বামী ॥২
 তজউ' ন তন নিজ ইচ্ছা মরনা। তন বিমু বেদ ভজন নহি' বরনা ॥
 প্রথম মোহি মোহি বহুত বিগোবা। রাম বিমুখ সুখ কবহ' ন লোবা ॥৩
 নানা জনম কর্ম পুনি নানা। কিএ জোগ জপ তপ মথ দানা ॥
 কবন জোনি জনমেউ' জই নাহী'। মৈ' খগেস ভ্রমি ভ্রমি জগ মাহী' ॥৪
 দেখেউ' করি সব করম গোসাজি। সুখী ন ভয়উ' অবহি' কী নাজি ॥
 সুখি মোহি নাথ জগ্ন বহু কেরী। সিব প্রসাদ মতি মোহী' ন ঘেরী ॥৫
 ঘোষা— প্রথম জন্ম কে চরিত অব কহউ' সুনহ বিহগেল।
 সুনি প্রভু পদ রতি উপজই জাউ' মিটহি' কলেস ॥১৬ক
 পুরুষ কয় এক প্রভু যুগ কলিযুগ মল মূল।
 নর অরু নারি অদম' রত সকল নিগম প্রতিকুল ॥১৬খ

পড়াগুণ

চৌ—এই স্বার্থ সত্য জানো সর্বজীব-তরে। কাম-মনোবাচ্যে যা'রা রাম-পদ স্মরে
 তা'রা সুপাবন ধরে সুলন্দ শরীর। যে তনু লভিয়া জীব ভজে রঘুবীর ॥১
 রামে বাস পায় যদি ব্রহ্মা-সম কাম। কবি ও কোবিদ নাহি প্রশংসিবে তা'য় ॥
 এই দেহে রাম-ভক্তি উপজে হিয়াতে। তাই জানি-প্রীতি মম এ মোর কামাতে ॥২

বাংলা অর্থ—সুখি আজি—স্মরণে আশ্রিত; ছেয়া—ক্ষেম, মঙ্গল; কর—করে;
 পাউ—পটবস্ত্র; পাটবস্ত্র—পটবস্ত্র; কুমি—কীট; সাঁচ—সত্য; বিগোবা—হৃদশা-
 প্রস্ত করিয়াছিল; ন লোবা—নিজা বাস নাই; বহু জন্ম কেরী—বহু জন্মে; ন ঘেরী—
 ঘিরে নাই; উপজই—সম্মিল; জাউ'—জন্মিলে; (দো—১৫-০৫ ক, খ)

করণার ধাম সঙ্গ-আকর হে প্রভু! হে দেব! দাঁও এই বর।
মন-কর্ম-বাক্য- হুঃখ ত্যজি' যেন তব পদে হই অমুরাগপর ॥

দোহা— সবার সম্মুখে বেদমুর্ত্তিগণ করে হেন বিনতি উদার।

অন্তর্হিত হ'য়ে পুন চলি' গেলা যথা ছিল ব্রজার আগার ॥১৩ক॥

হে খগেন! শুম শিব তবে আসি' আছিলেন যেথা রঘুবীর ॥

সবিনয়ে ক'ন গদগদ স্বরে ভরে তাঁ'র পুলকে শরীর ॥১৩খ॥

মূল

ছন্দ— জয় রাম রমারমনং সমনং। ভব তাপ ভয়াকুল পাহি জনং ॥

অবধেস সুরেশ রমেস বিভো। সরনাগত মাগত পাহি প্রভো ॥১

দসসীস বিনাশন বীস ভুজা। কৃত দুরি মহা মহি ভুরি কুজা ॥

রজনীচর বন্দ পতজ রহে। সর পাবক তেজ প্রচণ্ড দহে ॥২

মহি মণ্ডল মণ্ডন চারুতরং। ধৃত সায়ক চাপ নিষজ বরং ॥

মদ মোহ মহা মমতা রজনী। তম পুঞ্জ দিবাকর তেজ অনী ॥৩

মমজাত কিরাত নিপাত কিএ। মৃগ লোগ কুভোগ সরেন হিএ ॥

হতি নাথ অনাথনি পাহি হরে। বিযয়া বন পার্বীর ভুলি পরে ॥৪

বহু রোগ বিয়োগনুহি লোগ হএ। ভবদণ্ড ঘ্রি নিরাদর কে ফল এ ॥

ভব সিদ্ধি অগাধ পরে নর তে। পদ পঙ্কজ প্রেম ন জে করতে ॥৫

অতি দীন মলীন দুখী নিতহী'। জিন্হ কেঁ পদ পঙ্কজ প্রীতি নহী' ॥

অবলম্ব ভবন্তু কথা জিন্হ কেঁ। প্রিয় সন্ত অনন্ত সদা তিন্হ কেঁ ॥৬

নহি রাগ ন লোভ ন মান মদা। তিন্হ কেঁ সম বৈভব বা বিপদা ॥

এহি তেঁ ভব সেবক হোত মুদা। মুনি ত্যাগত জোগ ভরোস সদা ॥৭

করি প্রেম নিরন্তর নেম লিএ'। পদ পঙ্কজ সেবত স্নহ হিএ' ॥

সম মানি নিরাদর আদরহী। সব সন্ত সুখী বিচরন্তি মহী ॥৮

মুনি মানস পঙ্কজ ভুজ ভজে। রঘুবীর মহা রনধীর অজে ॥

ভব নাম জপামি নমামি হরী। ভব রোগ মহাগদ মান অরী ॥৯

গুন সীল কৃপা পরমায়তনং। প্রনমামি নিরন্তর ত্রীরমনং ॥

রঘুনন্দ নিকন্দয় দ্বন্দ্বঘনং। মহিপাল বিলোকয় দীন জনং ॥১০

দোহা— বার বার বর মাগউ' হরষি দেখ ত্রীরজ।

পদ সরোজ অনপায়নী ভগতি সদা সতসজ ॥১৪ক॥

বরনি উমাপতি রাম গুন হরষি গএ কৈলাস।

ভব প্রভু কপিন্হ দিবাএ সব বিধি স্নখপ্রদ বাস ॥১৪খ॥

বাংলা অর্থ—তেজ অনী—তেজস্বী; মনজাত—কামদেব; হমে—হত হইয়াছে;

হৃদ—জয় রাম! লক্ষ্মীকান্ত! তুমি শাস্তিদাতা। ভব-তাপ-ভয়াকুল-জনে তুমি ত্রা
 স্বরেশ। অযোধ্যাপতি। রমা-পতি বিভো।। শরণ্য আহারে তুমি রক্ষা কর প্রবে
 দশানন-বিংশ-ভূজ-ধারীয়ে নাশিয়া। বিধেয় বেদনা বহু দিলে নিবারিয়া।।
 রাক্ষস-রূপেতে যা'রা শকুনি আছিল। শরাগ্নি প্রচণ্ড তব তা'সবে দহিল।।২
 ভূমণ্ডলে তুমি এক ভূষণ পরম। ধরিছ সামক-চাপ-ভূণীর উত্তম।।
 মদ, মোহ ও মমতা-রূপী নিশা-তম। ভেজঃপুঞ্জ দ্বারা নাশি' রহ সূর্য্য-সম।।৩
 কামরূপী ব্যাধ হানে ভোগরূপী শর। নররূপি-মৃগ-জন-হৃদয়ের 'পর।।
 হে নাথ! হে হরে! তুমি উন্মোচিয়া শরে। রক্ষিছ বিষয়-বনে উদ্ভ্রান্ত পামরে।
 বেদনাতে রোগ-শোকে ভোগে বহুজন। তব পদে অনাদর ইহার কারণ।।
 তব পাদ-পদ্মে প্রেম না করে যে জন। সংসার-সাগর-গর্ভে তাহার মজ্জন।।৫
 দীন পাণী হ'য়ে ভুঞ্জে নিত্য দুঃখ-ভার। তব পাদ-পদ্মে প্রীতি কভু নাহি যা'রা।
 তব কথাশ্রুত যা'র সতত আশ্রয়। সাধু, ভগবান্ ত'র সদা প্রিয় হয়।।৬
 অনাসক্ত, নাই লোভ, মান তথা মদ। তা'র কাছে সম-জ্ঞান সম্পদ-বিপদ।।
 হইয়া সেবক তাই যুনি ভোমা' ভজে। হঠবোগ-আশা যুনি সদাতরে ত্যজে।
 করে প্রেম নিরন্তর মিয়ম আশ্রয়ে। তব পাদ-পদ্ম সেবে শুদ্ধ হিয়া ল'য়ে।।
 মান অপমানে করি' সমান গণন। জগতে সৃজন সূত্রে করে বিচরণ।।৮
 যুনি-মন-পদ্ম-ভূজ ভজি ওহে প্রিয়! রণধীর রাম! ভোমা সেবি হে অজ্ঞেয়!
 তব নাম জপি আর নমি ওহে হরি! ভব-রোগ, গর্ব্ব, মান নাশ হ'য়ে অরি।।৯
 গুণ, শীল, করুণাতে তুমি পরধাম। নমি নিরন্তর ভোমা' ত্রীরগণ রাম!
 হে রঘুনন্দন! নাশ মম দ্বন্দ্ব যত। দীন বলি' মহীপাল! গণিবে সতত।।১০
 দোহা— বার বার বর মাগি রমাপতি! হৃষ্ট হ'য়ে দাও তুমি মোরে।
 পাদ-পদ্মে যেন অচলা ভক্তি সাধুসঙ্গ লভি সদাতরে।।১৪ক।
 বনি' উমাপতি রামগুণগ্রাম হরষিত গেলেন কৈলাস।
 দানিলেন প্রভু তবে কপিগণে সর্ব্বরূপে সুখদ-নিবাস।।১৫খ।

মূল

চৌ—সুখ খগপতি য়হ কথা পাবনী। ত্রিবিধ তাপ ভব ভয় দাবনী।।
 মহারাজ কর সূত অভিষেক।। সুনত লহি' নর বিরতি বিবেক।।১
 জে সকাম নর সুনহি' জে গাবহি'। সুখ সম্পতি মানা বিধি পাবহি'
 সুর দুর্লভ সুখ করি জগ মাহী। অন্তকাল রঘুপতি পুর জাহী'।।২

রাম অরী—মতিমানের শত্রু; ত্রীরজ—দশরথ আনন্দদাতা; অমপায়নী—অনপাণি
 অচলা; দিবাএ—দেওয়াইলেন; ভবদত্তা—আপনার চরণ; (দো। - ১৪ ক, খ)

সুসহি' বিমুক্ত বিরত অরু বিষজি । লহহি' ভগতি গতি সম্পত্তি নহি' ॥
 খগপতি রাম কথা সৈ' বয়নী । অমতি বিলাস জাশ দুখ হরনী ॥৩
 বিরতি বিবেক ভগতি দৃঢ় করনী । মোহ নদী কই স্তম্ভর তরনী ॥
 নিত নব মজল কৌসলপূরী । হরষিত রহহি' লোগ সব কুরী ॥৪
 নিত নই শ্রীতি রাম পদ পঙ্কজ । সব কেঁ জিম্‌হহি নমত শিব মুনি অজ ॥
 মজল বহু প্রকার পহিরাএ । দ্বিজম্‌হ দাম নানা বিধি পাএ ॥৫

দাহা— ব্রজানন্দ মগন কপি সব কেঁ প্রভু পদ শ্রীতি ।

জাত ন জানে দিবস ভিম্‌হ গএ মাস ষট বীতি ॥১৫॥

পত্নাহবাহ

স্বা মন্ত্রাজ্য

গী—শুভ খগপতি ! এই কথা সুপাবনী । জিতাপ-সংসার-জালা-ভয়-বিমোক্ষিনী ॥
 ঘুপতি রাঘবের শুভ অভিষেক । শুনিলে মানব লভে বিরতি বিবেক ॥১
 কাম অনুমুখ যদি শুনে আর গায় । নানাবিধ সম্পদ ও সুখ সেই পায় ॥
 নবতা তুলন্ত সুখ লভিয়া ধরায় । অন্তকালে রঘুপতি-পুরে চলি' যায় ॥২'
 মনে যদি জীবন্তু বিরাগী সংসারী । ভক্তি, গতি বৈভবের হয় অধিকারী ॥
 হ খগেশ ! রাম-কথা করিমু বর্ণন । তাহে সুখ ভূজি' হবে জাশ-দিনাশন ॥৩
 বিরতি বিবেক ভক্তি তাহে দৃঢ় করে । চারু নৌকা হ'য়ে ল'বে মোহ-নদী-পায়ে ॥
 খরিত নিত্য নব উৎসবে কোশল । হরষিত সবে সেখা সর্বথা মজল ॥৪
 'র পদে মুনি, ব্রজা, শিব সদা নমে । সে পদ-কমলে শ্রীত সবে নবোন্মাদে ॥
 ভক্তকেরা পায় সজ্জা বিবিধ প্রকার । বিপ্রগণে দান পায় অনেক আকার ॥৫
 দাহা— ব্রজানন্দে মগ্ন কপি সবে রহে প্রভু-পদে শ্রীতি সবে দেয় ।

কাল চলে কোথা কেহ নাহি জানে ছয় মাস হেনমতে যায় ॥১৫॥

মূল

চি—বিসরে গৃহ সপ্নেছ' সুমি নাহী' । জিম পরজোহ সন্ত মন মাহী' ॥
 তব রঘুপতি সব সখা বোলাএ । আই সবম্‌হি সাদর সিরু নাএ ॥১
 পরম শ্রীতি সমীপ বৈঠারে । ভগত সুখদ যুত্ব বচন উচারে ॥
 তুম্‌হ অতি কীম্‌হি মোরি সেবকাই । মুখ পর কেহি বিধি করোঁ বড়াই ॥২
 তাতে মোহি তুম্‌হ অতি প্রিয় লাগে । মম হিত লাগি ভবন সুখ ত্যাগে ॥
 অনুজ রাজ সম্পত্তি বৈদেহী । দেহ গেহ পরিবার সনেহী ॥৩

বাংলা অর্থ—ভয় দাবনী—ভয়নাশকারী ; বিষজি—বিষজী, সম্প্রদায়ী ; সব কুরী

সকল কুলের বা সম্প্রদায়ের ; মজল—ভিক্ষুক ; পহিরায়ে—(বস্ত্রাদি) পরাইলেন ;

শ্রীত—চলিয়া বাইতেছে ; বীতি গএ—মতীত হইল ; কুরী—বর্ণ, দল ; (দো—১৫)

বিচরিতমানন

সব মম প্রিয় মছিঁ তুমহি সজান। যুঝা ম কহউঁ মোর রহ বানা।
 সব কেঁ প্রিয় সেবক রহ নীতি। মোরোঁ অধিক দাস পর প্রীতি ॥৪
 দোহা— অব গৃহ জাহ সখা সব ভজ্জেহ মোহি দৃঢ় নেম।
 লদা সব গুণত সব হিত জানি করৈছ অতি প্রেম ॥১৬॥

পত্ন্যম্বাদ

চৌ—বিস্ময়িল গৃহ তাহা অগ্নে মাছি স্মরে। সাধু পরজোহ যথা অগ্নে না আচরে
 তবে রঘুপতি সব সখারে ডাকা'ন। সবে আসি' সমাদরে প্রণাম জানা'ম ॥১
 অতি প্রীতি-ভরে পার্শ্বে সবারে বসা'ন। ভক্ত-সুখপ্রদ-বাক্য সবারে শুনা'ম ॥
 সেবা-কার্যে কা'রো কোন ক্রটি হেরি মাই। কেমনে মুখের'পরে প্রেমংসা জানাই
 হে ভাত! তোমরা অতি মম প্রিয়জন। মম হিত-ভরে সবে ভ্যজিলে ভবন ॥
 অনুজ ও রাজ্য তথা সম্পত্তি, বৈদেহী। দেহ, গেহ, পরিবার, বন্ধু তথা স্নেহী ॥
 ভোমাদের সম কিছু প্রিয় নাই মম। মিথ্যা নাহি কহি আমি এ'মোর মরম ॥
 সেবক সবার প্রিয় এই মূল-নীতি। আমি কিন্তু ভক্ত'পরে ধরি বৈশী প্রীতি ॥৪
 দোহা— এবে গৃহে যাও সখা মোরে ভজ যথাবিধি নিয়ম পালিয়া।
 মোরে সর্বগত সর্বতরে জানি' চল প্রীতি আমাতে রাখিয়া ॥১৬॥

মূল

চৌ—অনি প্রভু বচন মগন সব ভএ। কো হম কহাঁ বিসরি তন গএ ॥
 একটক রহে জোরি কর আগে। সকাহঁ ম কহু কহি অতি অনুরাগে ॥১
 পরম প্রেম ভিন্নহ কর প্রভু দেখা। কহা বিবিধি বিধি গ্যান বিসেবা ॥
 প্রভু সমুখ কহু কহমন পাবহিঁ। পুনি পুনি চরন সরোজ নিহারহিঁ ॥২
 তব প্রভু ভূষন বসন মগাএ। নানা রঙ্গ অনুপ সূহাএ ॥
 স্ত্রীবিহি প্রথমহিঁ পছিয়াএ। বসন ভরত নিজ হাথ বনাএ ॥৩
 প্রভু প্রেরিত লছিমন পছিয়াএ। লক্ষ্যপতি রঘুপতি মন ভাএ ॥
 অঙ্গদ বৈঠ রহা নহি ডোলা। প্রীতি দেখি প্রভু তাহি ন বোলা ॥৪
 দোহা— জামবন্ত নীলাদি সব পছিয়াএ রঘুনাথ।
 হিরঁ ধরি রাম রূপ সব চলে নাই পদ মাথ ॥১৭ক॥
 তব অঙ্গদ উঠি নাই সিরু সজল নয়ন কর জোরি।
 অতি বিনীত বোলেউ বচন মনজঁ প্রেম রস বোরি ॥১৭খ॥

বাংলা অর্থ—বিসরে—বিস্ময়ে, তুলিল; অদি নহাঁ—অরণে আসে না; মোরি-
 আমার; বড়াই করোঁ—মহত্ব বর্ণনা করিব; বানা—অভ্যাব; মেম—নিয়ম; বিসর্গ
 গএ—ভুলিয়া গেল; একটক—একদৃষ্টে; বসন বনায়ে—কাপড় পরাইলেন; না
 ডোলা—পড়িল না; বোরি—ডুবাইয়া; ভ্যাগে—ভ্যাগ ১ বিয়াছ; (দো—১৬, ১৭ ক, খ

চৌ—শুনি' প্রভু-বাণী সবে প্রেমতে ডুবিল। কে আমি কোথায় তুমু সব বিন্ময়িল
এক দৃষ্টে রহে সবে যুক্ত করে আগে। কহিতে না পারে কিছু ভয়ে অজুরাগে ॥১
প্রভু হেরি' তাহাদের পরম পিরীতি। বিবিধ প্রকারে ক'ম জ্ঞানগর্ভ নীতি ॥
প্রভুর সম্মুখে কিছু কহিতে না পারে। পুন পুন তাঁ'র পদ-কমল মিহারে ॥২
আনাহীয়া ল'ন প্রভু বসন-ভূষণ। নানাবর্ণে বিচিত্রিত ভূরি স্মরণোত্তম ॥
সুগ্রীবেরে প্রথমেতে বসন পরা'ন। ভরত নিজের হাতে তাহারে সাজা'ন ॥৩
লক্ষ্মণ আদেশ লভি' লঙ্কেশে পরা'ন। সুসজ্জিত হেরি' তাঁ'রে প্রভু স্বখ পা'ন ॥
না মড়ে অঙ্গদ সেথা বসি' র'ন স্থির। প্রীতি হেরি' কিছু নাহি ক'ম রঘুবীর ॥৪
দোহা— জাম্ববান মাল আদিসবাকারে রঘুনথ করে আত্মবণ।
হৃদে রাম রূপ ধরিয়া সকলে চলে নমি' প্রভুর চরণ ॥১৭ক॥
তখন অঙ্গদ উঠি' নমি' শির আঁখি ভরা বারি যুক্ত করে।
বিনয় করিয়া কহেন বচন পরিপূর্ণ অতি প্রেম-ভরে ॥১৭খ॥

হুল

চৌ—সুসু সর্বগ্য কৃপা সুখ সিকো। দীন দয়াকর আরত বকো ॥
মরতী বের নাথ মোহি বালী। গয়উ তুমহারেহি কোঁছে ঘালী ॥১
অসরন সরন বিরহু সস্তারী। মোহি জনি তজ্জ ভগত হিতকারী ॥
মোরে' তুমহ প্রভু গুর পিতা মাতা। জাউ' কহাঁ তজি পদ জলজাতা ॥২
তুমহহি বিচারি কহসু নরনাহা। প্রভু তজি ভবন কাজ মম কাহা ॥
বালক গয়ান বুদ্ধি বল হীনা। রাখছ সরন নাথ জন দীনা ॥৩
নীচি টহল গৃহ কৈ সব করিহউ'। পদ পঙ্কজ বিলোকি ভব তরিহউ' ॥
অস কহি চরন পরেউ প্রভু পাহী। অব জনি নাথ কহছ গৃহ জাহী ॥৪
দোহা— অঙ্গদ বচন বিনীত স্থনি রঘুপতি করুনা সী'ব।
প্রভু উঠাই উর লায়উ সজল নয়ন রাজীব ॥১৮ক॥
নিজ উর মাল বসন মনি বালিভনয় পহিরাই।
বিদা কীন্হি ভগবান তব বহু প্রকার সমুঝাই ॥১৮খ॥

পঞ্চানন্দ

চৌ—শুন হে সর্বজ্ঞ! তুমি কৃপা-সুখ-সিকো! দীনে দয়াপর তুমি ওহে আর্জবকো!
মরণের কালে নাথ! মম পিতা বালি। ভব স্নেহময়-ক্রোড়ে দিলা মোরে ডালি' ॥১

বাংলা অর্থ—মরতী বের—মরণের বেলায়; কোঁছে—ক্রোড়ে; ঘালী গয়উ—
ফেলিয়া দিয়াছে; বিরহু—বৈরাগ্য; সস্তারী—সামলাইয়া; জাউ'—যাইব; নীচি টহল—
নীচ কাজ; সী'ব—সীমা; মাল—মালা; বিদা—বিদায়; (দো—১৮ ক, খ)

অনাথ-শরণ তুমি এ কথা বুঝিবে। ভক্ত-হিতকারী তুমি মোরে না ভ্যজিবে।
 তুমি পিতা-মাতা প্রভু তথা গুরুজন। কোথা যাব ভ্যজি' তব কমল-চরণ ॥২॥
 তুমি বিচারিয়া মোরে কহ রঘুনাথ। ভবনে কি কাজ মম ভ্যজি' প্রভু-সাথ ॥
 আমি যে বালক জ্ঞান-বুদ্ধি-বলহীন। আমারে আশ্রয় দাও আমি বড় দীন ॥৪॥
 যারে মত নীচ কাজ আমি তা' সাধিব। পাদ-পদ্ম হেরি' তব তরিয়া যাইব ॥
 হেন কহি' প্রভু-পাশে চরণে পড়িল। গৃহে যেতে নাহি কহ প্রভুরে বলিল ॥৫॥
 দোহা— অজদ মিনতি শ্রবণে শুনিয়া রঘুপতি করুণা-আধার।

উঠা'য়ে তাহারে ধরেন হৃদয়ে আঁখি-পদ্মে ভরে জল-ভার ॥১৮ক॥
 নিজ কণ্ঠ-মাল্য বস্ত্র তথা মণি পরা'লেন বালির কুমারে।
 বিদায় দিলেন ভগবান তা'রে বুঝাইয়া বিবিধ প্রকারে ॥১৮খ॥

মূল

চৌ—ভরত অম্বুজ সৌমিত্রি সমেতা। পঠিবন চলে ভগত কৃত চেতা।
 অজদ হৃদয় প্রেম নহি' খোরা। ফিরি ফিরি চিতব রাম কী' ওরা ॥১॥
 বার বার কর দণ্ড প্রণাম। মন অস রহন কহি' মোহি রামা ॥
 রাম বিলোকনি বোলনি চলনী। স্মরি স্মরি সোচত হঁসি মিলনী ॥২॥
 প্রভু রূপ দেখি বিনয় বহু ভাষী। চলেউ হৃদয় পদ পঙ্কজ রাখী ॥
 অতি আদর সব কপি পছ'চাএ। ভাইনহ সহিত ভরত পুনি আএ ॥৩॥
 তব স্মরীষ চরন গহি নানা। ভা'তি বিনয় কীম্বে হমুমানা ॥
 দিম দল করি রঘুপতি পদ সেবা। পুনি তব চরন দেখিহউ' মেবা ॥৪॥
 পুণ্ড পুণ্ড ভুমহ পবনকুমার। সেবছ জাই কৃপা আগারা ॥
 অস কহি কপি সব চলে তুরস্ত। অজদ কহই স্নহ হমুমস্তা ॥৫॥

দোহা— কহেছ দণ্ডবত প্রভু সৈ' ভুমহহি কহউ' কর জোরি।
 বার বার রঘুনাথকহি স্মরতি করাএছ মোরি ॥১২ক॥
 অস কহি চলেউ বালিস্ত ফিরি আয়উ হমুমস্ত।
 তাসু শ্রীতি প্রভু সন কহী মগন ভএ ভগবন্ত ॥১২খ॥
 কুলিসহ চাহি কঠোর অতি কোমল কুসুমছ চাহি।
 চিত্ত খগেস রাম কর সমুঝি পরই কছ কাহি ॥১২গ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রাম সাথে ল'য়ে তদা শত্রু-সৌমিত্রি। চলেন বিদায় দিতে ভক্তকৃত্য স্মরি'
 অজদ-হৃদয়ে প্রেম অল্প নাহি ছিল। ফিরি' ফিরি' রাম-পানে চাহিতে লাগিল ॥১॥

বালাে অর্থ—পঠিবন চলে—পঠাইতে চলিলেন; রহন কহি—রহিতে বসুন;
 হঁসি মিলনী—হাতবৃত্ত মিলনের মনোভাব; রূখ—অভিপ্রায়; স্মরতি করাএছ—স্মরণ
 করাইবে; সমুঝি পরই—বুঝিতে পারিবে; কাহি—কে; (দো—১২ ক, খ, গ)

বার বার দণ্ডবৎ করিল প্রণাম । মনে চিন্তে 'রহ তুমি' ক'ন প্রভু রাঁধি ॥
 রামের চাহনি, কথা তথা মতি-গতি । সহাস্ত মিলন স্মরি' বিবাদিত-মতি ॥২
 প্রভু পানে হেরি' বহু কহি' সবিনয়ে । চলিল চরণ-পদ্ম রাখিয়া হৃদয়ে ॥
 সমাদরে কপিগণে আগাহিয়া দিয়া । ভ্রাতৃগণ-সহ রাম আসেন ফিরিয়া ॥৩
 হমুমান ধরে তদা স্তম্ভী-চরণ । বহুখা মিনতি করি' কহিল বচন ॥
 দিন দশ সেবি' আগে রাখব-চরণ । আসিব লভিতে দেব-চরণ দর্শন ॥৪
 পুণ্য-পুঞ্জ তুমি ওহে পবন-কুমার ! এবে গিয়া সেব তুমি রাম কৃপাধার ॥
 ইহা কহি' কপি সব হরিত চলিল । শুন হমুমান ! তুমি অজদ কহিল ॥৫

দোহা— প্রণাম আমার জানাবে প্রভুরে তোমা' কহি আমি যুক্ত-করে ।
 কহ বার বার রঘুর নায়ক প্রভু যেন মোরে না বিশ্বরে ॥১৯ক॥
 হেন কহি' যায় বালির কুমার ফিরিয়া আসিল হমুমান ।
 তা'সবার প্রীতি প্রভু শুনি' তদা প্রেম-মগ্ন হ'ন ভগবান ॥১৯খ॥
 কুলিণ অপেক্ষা অতীব কঠোর কোমলতর কুসুম হ'তে ।
 হে খগেশ ! বুঝ হেন রাম-চিত বল কেবা পারিবে বুঝিতে ? ১৯গ॥

মৃণ

চৌ—পুনি কৃপাল লিয়ো বোলি নিষাদ । দীনহে ভুযন বসন প্রসাদ ॥
 জাহ্ন ভবন মম স্মিরন করেছ । মন ক্রম বচন ধর্ম অনুসরেছ ॥১
 তুমি মম সখা ভরত সম ভ্রাতা । সদা রহেছ পুর আবত জাহ্ন ॥
 বচন স্নত উপজা সুখ ভারী । পরেউ চরন ভরি লোচন বারী ॥২
 চরন নলিন উর ধরি গৃহ আবা । প্রভু স্তম্ভাউ পরিজননহি সুনাবা ॥
 রঘুপতি চরিত দেখি পুরবাসী । পুনি পুনি কহি' ধন্য সখরাসী ॥৩
 রাম রাজ বৈঠে ত্রৈলোকা । হরষিত ভএ গএ সব সোকা ॥
 বয়স ন কর কষ্ট সন কোঙ্গি । রাম প্রতাপ বিষমভা-খোঙ্গি ॥৪

দোহা— বরনাশ্রম নিজ নিজ ধরম নিরত বেদ পণ লোগ ।
 চলি' সদা পাবহি' সুখহি নহি' ভয় সোক ন রোগ ॥২০॥

পদ্মাবাদ

চৌ—কৃপাল ডাকিয়া পুন আনেন নিষাদে । তাহারে ভুযেন বজ্জ, ভুযণে, প্রসাদে
 গৃহে গিয়া মোরে তুমি করিবে স্মরণ । কায়-মদন-বাক্য করি' ধর্ম আচরণ ॥১
 হে সখা ! ভরত-সম তুমি মম ভাই । সদা হেথা জেনো তব যাওয়াত চাই ॥
 বাক্য শুনি' তা'র মন সুখে ভরে ভারী । চরণে নমিল তা'র লোচনেতে বারি ॥২
 হিয়া ধরি' পাদ-পদ্ম ভবনে পৌঁছিল । প্রভু-কথা পরিজনে সব সুনাইল ॥
 রঘুনাথ স্তচরিত হেরি' পুরবাসী । পুন পুন কহে,—রাম ধন্য সখরাসি ॥৩

রাম-রাজ্য জিত্বনে হ'ল প্রতিষ্ঠিত । সর্বশোক দূর হ'ল সবে হরষিত †
 কেহ কারো মনে নাহি যেরতা সাধিল । সকল বৈষম্য রাম-প্রাধাণে নাশিল ॥৪
 দোহা— চারি বর্ণাশ্রম আপন ধরম বেদমার্গ সবে ধরি' চলে ।

রোগ-শোক-ভোগ না রহিল কিছু স্তম্ভ ভুঞ্জে সতত সকলে ॥২০॥

মূল

চৌ—দৈহিক দৈবিক ভৌতিক তাপা । রাম রাজ নহি' কাছছি ব্যাপা ॥
 সব নর করহি' পরম্পর প্রীতী । চলহি' স্বধর্ম নিরত শ্রুতি নীতী ॥১
 চারিউ চরম ধর্ম জগ মাহী' । পুরি রহা সপনেছ' অথ নাহী' ॥
 রাম ভগতি রত নর অরু নারী । সকল পরম গতি কে অধিকারী ॥২
 অক্লম্ব্য নহি' কবনিউ পীরা । সব স্তম্ভ সব বিরজ সরীরা ॥
 নহি' দরিজ কোউ দুখী ন দীন । নহি' কোউ অবুধ ন লচ্ছনহীন ॥৩
 সব নির্দম্ব্য ধর্ম রত পুনী । নর অরু নারি চতুর সব গুনী ॥
 সব গুণগ্য পণ্ডিত সব গয়ানী । সব কৃতগ্য নহি' কপট সমানী ॥৪

দোহা— রাম রাজ মত্তগেস স্তম্ভ সচরাচর জগ মাহি' ।

কাম কর্ম স্তম্ভাব গুন কৃত দুখ কাছছি নাহি' ॥২১॥

পড়ানুবাদ

আত্মিক, দৈবিক, আধিভৌতিকাদি তাপে । রামরাজ্যে কারো মন নাহি কভু ব্যাপে
 সবে করে পরম্পর প্রীতির আশ্রয় । শ্রুতি-নীতি মানি' সবে ধর্মের রত রয় ॥১
 সত্য, শৌচ, দয়া-দানে ধরা পূর্ণ হয় । অপনেও পাপ কোথা কভু নাহি রয় ॥
 রাম-ভক্তি-রত হয় যত নর-নারী । সবে মিলি হয় পরাগতি-অধিকারী ॥২
 নিশ্চ-মৃত্যু নাহি ছিল, না গীড়া তখন । রোগহীন দেহে ছিল সকল শোভন ॥
 না দরিজ, নাহি দুঃখী, কেহ নহে হীন । নাহি মূর্খ, নাহি কেহ স্নানক্ষণ-হীন ॥৩
 দম্ব্যহীন ছিল সব ধর্মরত নর । নর-নারী সচতুর সবে গুণধর ॥
 গুণজ পণ্ডিত সবে তথা জ্ঞানবান । সকলে কৃতজ্ঞ, নহে কপট অজ্ঞান ॥৪
 দোহা— স্তম্ভ খগরাজ ! রাম যেথা রাজা চরাচর জীবে ধরা-মাঝে ।
 কাল-কর্ম-স্তম্ভ-স্তম্ভাব হইতে দুঃখ নাহি কারো'পরে সাজে ॥২১॥

মূল

চৌ—ভূমি সপ্ত সাগর মেখলা । এক ভূপ রঘুপতি কোসলা ॥

ভূঅন অনেক রোম প্রতি জাসু । মহ প্রভুতা কহু বহুত ন তাসু ॥১

বাংলা অর্থ—খোজী—নষ্ট হইল ; বরমাত্রম—বর্ণাশ্রম ; দৈবিক—আধিদৈবিক ;
 ভৌতিক—আধিভৌতিক ; চারিউ চরম—চারি চরম (সত্য, শৌচ, দয়া, দান) ; কপট
 সরাসী—চতুর পুঁজি ; মত্তগেস—গরুড় ; বিরজ—নীরোগ ; (দো—২০, ২১)

করণার ধাম সঙ্গুণ-আকর হে প্রভু! হে দেব! দাঁও এই বর।
মন-কর্ষ-বাক্য- দুঃখ ত্যজি'যেন তব পদে হই অমুরাগপর ॥

দোহা— সবার সম্মুখে বেদমুর্ত্তিগণ করে হেন বিনতি উদার।
অন্তর্হিত হ'য়ে পুন চনি' গেলা যথা ছিল ব্রজার আগার ॥১৩ক॥
হে খগেশ! শুন শিব তবে আসি' আছিলেম যেথা রঘুবীর ॥
সবিনয়ে ক'ন গদগদ স্বরে ভরে তাঁ'র পুলকে শরীর ॥১৩খ॥

মূল

হৃদ— জয় রাম রমারমনং সমনং। ভব তাপ ভয়াকুল পাহি জনং ॥
অবশেষ সুরেশ রমেশ বিভো। সরনাগত মাগত পাহি প্রভো ॥১
দসসীস বিনাদন বীস ভূজ। কৃত দুরি মহা মহি ভুরি কুজা ॥
রজনীচর বন্দ পতঙ্গ রহে। সর পাবক তেজ প্রচণ্ড দহে ॥২
মহি মণ্ডল মণ্ডন চারুতরং। ধৃত সায়ক চাপ নিযজ বরং ॥
মদ মোহ মহা মমতা রজনী। তম পুঞ্জ দিবাকর তেজ অনী ॥৩
মনজাত কিরাত নিপাত কিএ। যুগ লোগ কুভোগ সরেন হিএ ॥
হতি নাথ অনাথনি পাহি হরে। বিষয়া বন পার্বীর ভুলি পয়ে ॥৪
বহু রোগ বিয়োগনহি লোগ হএ। ভবদণ্ড ঘ্রি নিরাদর কে ফল এ ॥
ভব সিঙ্খ অগাধ পরে নর তে। পদ পঙ্কজ প্রেম ন জে করতে ॥৫
অতি দীন মলীন দুখী নিতহী। জিনহ কেঁ পদ পঙ্কজ প্রীতি নহী ॥
অবলম্ব ভবন্ত কথা জিনহ কেঁ। প্রিয় সন্ত অনন্ত সদা তিনহ কেঁ ॥৬
নহি রাগ ন লোভ ন মান মদ। তিনহ কেঁ সম বৈভব বা বিপদ ॥
এহি তেঁ তব সেবক হোত মুদ। মুনি ত্যাগত জোগ ভরোশ সদা ॥৭
করি প্রেম নিরন্তর নেম লিএ। পদ পঙ্কজ সেবত স্নেহ হিএ ॥
সম মানি নিরাদর আদরহী। সব সন্ত সুখী বিচরন্তি মহী ॥৮
মুনি মানস পঙ্কজ ভূজ ভজে। রঘুবীর মহা রনধীর অজে ॥
তব নাম জপামি নমামি হরী। ভব রোগ মহাগদ মান অরী ॥৯
শুন সৌল কৃপা পরমায়তনং। প্রেমমামি নিরন্তর ত্রীরমনং ॥
রঘুনন্দ নিকন্দম স্বন্দনং। মহিপাল বিলোকয় দীন জনং ॥১০

দোহা— বার বার বর মাগউ হরষি দেছ ত্রীরজ।
পদ সরোজ অনপায়নী ভগতি সদা সতসঙ্গ ॥১৪ক॥
বরনি উমাপতি রাম শুন হরষি গএ কৈলাস।
তব প্রভু কপিহ দিবাএ সব বিধি স্নেহপ্রদ বাস ॥১৪খ॥

বাংলা অর্থ—তেজ অনী—তেজস্বী; মনজাত—কামদেব; হয়ে—হত হইগাছে;

হৃদ—জয় রাম! লক্ষীকান্ত! তুমি শাস্তিদাতা। ভব-তাপ-ভয়াতুল-জনে তুমি।
 সুরেশ! অযোধ্যাপতি! রমা-পতি বিভো! শরণ্য আমারে তুমি রক্ষা কর প্রবে
 দশানন-বংশ-ভুজ-ধারীনে নাশিয়া। বিধেয় বেদনা বহু দিলে নিবারিয়া ॥
 রাক্ষস-রূপেতে যা'রা শকুনি আছিল। শরায়ি এচও তব তা'সবে দছিল ॥২
 ভূমণ্ডলে তুমি এক ভূষণ পরম। ধরিছ সায়ক-চাপ-ভূণীর উত্তম ॥
 মদ, মোহ ও মমতা-রূপী নিশা-ভয়। তেজঃপুঞ্জ দ্বারা নাশি' রহ সূর্য্য-সম ॥৩
 কামরূপী ব্যাধ হানে ভোগরূপী শর। নররূপি-মৃগ-জন-হৃদয়ের 'পর ॥
 হে নাথ! হে হরে! তুমি উন্মোচিয়া শরে। রক্ষিহ বিষয়-বনে উদ্ভ্রান্ত পামরে।
 বেদনাতে রোগ-শোকে ভোগে বহুজন। তব পদে অনাদর ইহার কারণ ॥
 তব পাদ-পদ্মে প্রেম না করে যে জন। সংসার-সাগর-গর্ভে তাহার মজ্জন ॥৫
 দীন পাণী হ'য়ে ভুঞ্জে নিত্য দুঃখ-ভার। তব পাদ-পদ্মে প্রীতি কহু নাহি যা'র।
 তব কথাযুত যা'র সতত আশ্রয়। সাধু, ভগবান্ তা'র সদা প্রিয় হয় ॥৬
 অমাসক্ত, মাই লোভ, মান তথা মদ। তা'র কাছে সম-জ্ঞান সম্পদ-বিপদ ॥
 হইয়া সেবক তাই মুনি তোমা' ভজে। হঠযোগ-আশা মুনি সদাতরে ত্যজে ॥৭
 করে প্রেম নিরন্তর নিয়ম আশ্রয়ে। তব পাদ-পদ্মে সেবে শুদ্ধ হিয়া ল'য়ে ॥
 মান অপমানে করি' সমান গণন। জগতে সৃজন সৃখে করে বিচরণ ॥৮
 মুনি-মন-পদ্ম-ভূষ ভজি ওহে প্রিয়! রণধীর রাম! তোমা সেবি হে অজেয়!
 তব নাম জপি আর নমি ওহে হরি! ভব-রোগ, গর্ব্ব, মান নাশ হ'য়ে অরি ॥৯
 গুণ, শীল, করুণাতে তুমি পরধাম। নমি নিরন্তর তোমা' শ্রীরমণ রাম!
 হে রঘুনন্দন! নাশ মম দ্বন্দ্ব যত। দীন বলি' মহীপাল! গণিবে সতত ॥১০
 দোহা— বার বার বর মাগি রমাপতি! হৃষ্ট হ'য়ে দাও তুমি মোরে।
 পাদ-পদ্মে যেন অচলা ভকতি সাধুসঙ্গ লভি সদাতরে ॥১৪ক॥
 বর্গি' উমাপতি রামগুণগ্রাম হরষিত গেলেন কৈলাস।
 দানিলেন প্রভু তবে কপিগণে সর্ব্বরূপে স্নেহদ-নিবাস ॥১৫খ॥

মূল

চৌ—সুহৃৎ খগপতি মহা কথা পাবনী। ত্রিবিধ তাপ ভব ভয় দাবনী ॥
 মহারাজ কর স্তম্ভ অভিবেক। স্তম্ভ লহহি' নর বিরতি-বিবেক ॥১
 জে সকাম নর স্তম্ভ হি' জে গাবহি'। স্তম্ভ সম্পতি নানা বিধি পাবহি' ॥
 স্তম্ভ তুল'ভ স্তম্ভ করি জগ মাহী। অন্তকাল রঘুপতি পুর জাহী ॥২

মান অরী—অভিমানের শত্রু; শ্রীরাম—লক্ষীর আনন্দদাতা; অনপায়নী—অনপাতি
 অচলা; দ্বিবাএ—দেওয়াইলেন; ভবদত্তা—আপনার চরণ; দোহা - ১৪ ক, খ

সুদর্শি' বিমুক্ত বিরত অরু বিষজি । লহহি' ভগতি গতি সম্পত্তি নই ॥
 খগপতি রাম কথা মৈ' বরনী । স্বয়তি বিলাস ত্রাস দুখ হরনী ॥৩
 বিরতি বিবেক ভগতি দৃঢ় করনী । মোহ মদী কই স্তম্ভন তরনী ॥
 নিত নব মজল কোসলপুরী । হরষিত রহহি' লোগ সব কুরী ॥৪
 নিত নই প্রীতি রাম পদ পঙ্কজ । সব কেঁ জিম্হহি নমত শিব মুনি অজ ॥
 মজল বহু প্রকার পহিরাএ । দ্বিজম্হ দান মানা বিধি পাএ ॥৫

দ্বা— ব্রজানন্দ মগন কপি সব কেঁ প্রভু পদ প্রীতি ।

জাত ন জানে দিবস ভিন্হ গএ মাস ঘট বীতি ॥১৫॥

পদ্মাবাদ

স্বাসব্রাজ্য

দ্বা—শুভ খগপতি ! এই কথা সুপাবনী । ত্রিতাপ-সংসার-জ্বালা-ভয়-বিমোক্ষিনী ॥
 ঘৃণতি রাঘবের শুভ অভিষেক । শুনিলে মানব লভে বিরতি বিবেক ॥১
 কাম মনুষ্য যদি শুনে আর গায় । নানাবিধ সম্পদ ও সুখ সেই পায় ॥
 দবতা দুর্লভ সুখ লভিয়া ধরায় । অন্তকালে রঘুপতি-পুরে চলি' যায় ॥২'
 শুনে যদি জীবন্তু বিরাগী সংসারী । ভক্তি, গতি বৈভবের হয় অধিকারী ॥
 হ খগেশ ! রাম-কথা করি' বর্ণন । তাহে সুখ ভুঞ্জি' হবে ত্রাস-বিমোক্ষন ॥৩
 বিরতি বিবেক ভক্তি তাহে দৃঢ় করে । চারু নৌকা হ'য়ে ল'বে মোহ-মদী-পারে ॥
 খরিত নিত্য নব উৎসবে কোশল । হরষিত সবে সেধা সর্বধা মজল ॥৪
 'র পদে মুনি, ব্রজা, শিব সদা নমে । সে পদ-কমলে প্রীত সবে নবোত্তমে ॥
 ভিক্ষুকেরা পায় সজ্জা বিবিধ প্রকার । বিপ্রগণে দান পায় অনেক আকার ॥৫
 দ্বা— ব্রজানন্দে মগ্ন কপি সবে রহে প্রভু-পদে প্রীতি সবে দেয় ।

কাল চলে কোথা কেহ নাহি জানে ছয় মাস হেনমতে যায় ॥১৫॥

মূল

দ্বা—বিসরে গৃহ সপতেহ' সুমি নাহী' । জিমি পরজোহ সন্ত গন নাহী' ॥
 ভব রঘুপতি সব সখা বোলাএ । আই সবহি সাদর সিকু নাএ ॥১
 পরম প্রীতি সমীপ বৈঠারে । ভগত সুখদ মৃদু বচন উচারে ॥
 তুমহ অতি কীম্হি মোরি সেবকাই । মুখ পর কেহি বিধি করো' বড়াই ॥২
 তাতে মোহি তুমহ অতি প্রিয় লাগে । মম হিত লাগি ভবন সুখ ত্যাগে ॥
 অমুজ রাজ সম্পত্তি বৈদেহী । দেহ গেহ পরিবার সনেহী ॥৩

বাংলা অর্থ—ভয় দাবনী—ভয়নাশকারী ; বিষজি—বিঃসী, সম্প্রদায়ী ; সব কুরী

—লকল কুলের বা সম্প্রদায়ের ; মজল—ভিক্ষু ; পহিরায়ে—(বস্ত্রাদি) পরাইলেন ;

জাত—চলিয়া বাইতেছে ; বীতি গএ—অতীত হইল ; কুরী—বর্গ, দল ; (দো—১৫)

সব মম প্রিয় নাই ভুলহি সমাধা। যুবা ন কহট' মোর সহ বাসা।
 সব কেঁ প্রিয় সেবক সহ নীতি। মোর' অধিক দাস পর প্রীতি ॥৪
 মোহা— অব গৃহ জাহ সখা সব ভজ্জেছ মোহি দৃঢ় নেম।
 সদা সব গতি সব হিত জানি করেন্ত অতি প্রেম ॥১৬॥

পত্নানুবাদ

চৌ—বিস্ময়িল গৃহ তাহা অগ্নে নাহি স্মরে। সাধু পরজোহ যথা অগ্নে না আচরে
 তবে রঘুপতি সব সখারে ডাকা'ন। সবে আসি' সমাদরে প্রণাম জানা'ন ॥১
 অতি প্রীতি-ভরে পার্শ্বে সবারে বসা'ন। ভক্ত-সুখপ্রদ-বাক্য সবারে শুনা'ন ॥
 সেবা-কার্য্যে কা'রো কোন ক্রটি হেরি নাই। কেমনে মুখের'পরে প্রণত্যা জানাই
 হে ভাত! তোমরা অতি মম প্রিয়জন। মম হিত-তরে সবে ত্যজিলে ভবন ॥
 অনুজ ও রাজ্য তথা সম্পত্তি, বৈদেহী। দেহ, গেহ, পরিবার, বন্ধু তথা স্নেহী
 তোমাদের সম কিছু প্রিয় নাই মম। মিথ্যা নাহি কহি আমি এ'মোর মরম ॥
 সেবক সবার প্রিয় এই মূল-নীতি। আমি কিন্তু ভক্ত'পরে ধরি বৈশী প্রীতি ॥৪
 মোহা— এবে গৃহে যাও সখা মোরে ভজ যথাবিধি নিয়ম পালিয়া।
 মোরে সর্বগত সর্বতরে জানি' চল প্রীতি আশাতে রাখিয়া ॥১৬॥

মূল

চৌ—সুখি প্রভু বচন মগন সব ভএ। কো হম কহাঁ বিসরি তন গএ ॥
 একটক রহে জোরি কর আগে। সকহি' ন কছ কহি অতি অনুরাগে ॥১
 পরম প্রেম ভিম্ব কর প্রভু দেখা। কহা বিবিধি বিধি গ্যান বিসেসা ॥
 প্রভু সম্মুখ কছ কহন ন পাবহি'। পুনি পুনি চরন সরোজ নিহারহি' ॥২
 ভব প্রভু ভুবন বসন মগাএ। নানা রঙ্গ অমূপ স্নহাএ ॥
 স্ত্রীবিহি প্রথমহি' পহিরাএ। বসন ভরত নিজ হাথ বনাএ ॥৩
 প্রভু প্রেরিত লহিমন পহিরাএ। লক্ষ্যপতি রঘুপতি মন ভাএ ॥
 অঙ্গদ বৈঠ রহা নহি ডোলা। প্রীতি দেখি প্রভু তাহি ন বোলা ॥৪
 মোহা— জামবন্ত নীলাদি সব পহিরাএ রঘুনাথ।
 হিয়' ধরি রাম রূপ সব চলে নাই পদ মাথ ॥১৭ক॥
 ভব অঙ্গদ উঠি নাই সিরু সজল নয়ন কর জোরি।
 অতি বিনীত বোলেউ বচন মনছ' প্রেম রস বোরি ॥১৭খ॥

বাংলা অর্থ—বিসরে—বিস্ময়ে, ভুলিল; সুখি নহী—স্বপ্নে আসে না; মোরি—
 আমার; বড়াই করোঁ—মহত্ব বর্ণনা করিব; বাসা—বসাব; মেম—নিয়ম; বিসরি
 গএ—হুসিয়া গেল; একটক—একটুটে; বসন বনায়ে—কাপড় পরাইলেন; নহি
 ডোলা—পড়িল না; বোরি—ভুয়াইয়া; ত্যাগে—ত্যাগ করিয়াছ; (মো—১৬, ১৭ ক, খ)

চৌ—শুনি' প্রভু-বাণী সবে প্রেমিতে ডুবিল। কে আমি কোথায় তবু সব বিশ্বাসিল
এক দৃষ্টে রহে সবে যুক্ত করে আগে। কহিতে না পারে কিছু ভরে অজ্ঞানাগে ॥১
প্রভু হেরি' তাহাদের পরম পিরীতি। বিবিধ প্রকারে ক'ন জ্ঞানগর্ভ নীতি ॥
প্রভুর সম্মুখে কিছু কহিতে না পারে। পুন পুন তাঁ'র পদ-কমল নিহারে ॥২
আনাইয়া ল'ন প্রভু বসন-ভূষণ। নানাবর্ণে বিচিত্রিত ভূরি স্রোতোদল ॥
সুগ্ৰীবেরে প্রথমেতে বসন পরা'ন। ভরত নিজের হাতে তাহারে সাজা'ন ॥৩
লক্ষ্মণ আদেশ লভি' লঙ্কেশে পরা'ন। সুসজ্জিত হেরি' তা'রে প্রভু সুখ পা'ন ॥
না মড়ে অঙ্গদ সেথা বসি' র'ন স্থির। প্রীতি হেরি' কিছু নাহি ক'ন রঘুবীর ॥৪
দোহা— জাম্ববান মাল আদিসবাকারে রঘুনাতক করে আভূষণ।

হৃদে রাম রূপ ধরিয়া সকলে চলে নমি' প্রভুর চরণ ॥১৭ক॥
তখন অঙ্গদ উঠি' নমি' শির আঁখি ভরা বারি যুক্ত করে।
বিনয় করিয়া কহেন বচন পরিপূর্ণ অতি প্রেম-ভরে ॥১৭খ॥

হুল

চৌ—সুস্থ সর্বগ্য কৃপা অথ সিজো। দীন দয়াকর আরত বজো ॥
মরতী বের নাথ মোহি বালী। গয়উ তুমহারেহি কোঁছে ঘালী ॥১
অসরন সরন বিরহু সস্তারী। মোহি জনি তজ্জ হগত হিতকারী ॥
মোরে' তুমহ প্রভু গুর পিতা মাতা। জাউ' কহী তজি পদ জলজাতা ॥২
তুমহহি বিচারি কহসু নরনাহা। প্রভু তজি ভবন কাজ মম কাহা ॥
বালক গ্যান বুদ্ধি বল হীনা। রাখছ সরন নাথ জন দীনা ॥৩
নীচি টহল গৃহ কৈ সব করিহউ'। পদ পঙ্কজ বিলোকি ভব তরিহউ' ॥
অস কহি চরন পরেউ প্রভু পাহী। অব জনি নাথ কহছ গৃহ জাহী ॥৪

দোহা— অঙ্গদ বচন বিনীত স্মৃনি রঘুপতি করুনা জীব।
প্রভু উঠাই উর লায়উ সজল নয়ন রাজীব ॥১৮ক॥
নিজ উর মাল বসন মনি বালিভনয় পহিরাই।
বিদা কীন্হি ভগবান তব বহু প্রকার সমুদাই ॥১৮খ॥

পঞ্চাঙ্গবাণ

চৌ—শুন হে সর্বজ্ঞ! তুমি কৃপা-সুখ-সিজো! দীনে দয়াপর তুমি ওহে আর্জবজো!
মরণের কালে নাথ! মম পিতা বালি। তব স্নেহময়-ক্রোড়ে দিলা মোরে ডালি' ॥১

বাংলা অর্থ—মরতী বের—মরণের বেলায়; কোঁছে—ক্রোড়ে; ঘালী গয়উ—
ফেলিয়া দিয়াছে; বিরহু—বভাব; সস্তারী—সামলাইয়া; জাউ'—বাইব; নীচি টহল—
নীচ কাজ; জীব—সীমা; মাল—মালা; বিদা—বিদায়; (দো—১৮ ক, খ)

অনাথ-শরণ তুমি এ কথা বুঝিবে। ভক্ত-হিতকারী তুমি মোরে না ভয়িবে।
 তুমি পিতা-মাভা প্রভু তথা গুরুজন। কোথা যাব ভ্যজি' তব কমল-চরণ ॥৫
 তুমি বিচারিয়া মোরে কহ রঘুনাথ। ভবনে কি কাজ মম ভ্যজি' প্রভু-সাম ॥
 আমি যে বালক আন-বুদ্ধি-বলহীন। আমারে আশ্রয় দাও আমি বড় দীন ॥৪
 যারে যত নীচ কাজ আমি তা' সাধিব। পাদ-পদ্ম হেরি' তব তরিয়া যাইব ॥
 হেন কহি' প্রভু-পাশে চরণে পড়িল। গৃহে যেতে নাহি কহ প্রভুরে বলিল ॥৫
 দোহা— অঙ্গদ মিনতি প্রবণে শুনিয়া রঘুপতি করুণা-আধার।

উঠা'য়ে তাহারে ধরেন হৃদয়ে আঁখি-পদ্মে ভরে জল-ভার ॥১৮ক॥
 নিজ কণ্ঠ-মাল্য বস্ত্র তথা মণি পরা'লেন বালির কুমারে।
 বিদায় দিলেন ভগবান তা'রে বুঝাইয়া বিবিধ প্রকারে ॥১৮খ॥

মূল

চৌ—ভরত অনুজ সৌমিত্রি সমেতা। পঠিবন চলে ভগত কৃত চেতা ॥
 অঙ্গদ হৃদয়' প্রেম নহি' খোরা। ফিরি ফিরি চিতব রাম কী' ওরা ॥১
 বার বার কর দণ্ড প্রণাম। মন অস রহন কহি' মোহি রামা ॥
 রাম বিলোকনি বোলনি চলনী। স্মরি স্মরি সোচত হাঁসি মিলনী ॥২
 প্রভু ক্লথ দেখি বিনয় বহু ভাবী। চলেউ হৃদয়' পদ পঙ্কজ রাখী ॥
 অতি আদর সব কপি পছ'চাএ। ভাইনহ সহিত ভরত পুনি আএ ॥৩
 তব স্মৃতিব চরন গহি নানা। ভা'তি বিনয় কীম্বে হনুমান ॥
 দিন দস করি রঘুপতি পদ সেবা। পুনি তব চরন দেখিহউ' দেবা ॥৪
 পুঞ্জ পুঞ্জ ভুমহ পবনকুমার। সেবহ জাই কৃপা আগার।
 অস কহি কপি সব চলে তুরন্ত। অঙ্গদ কহই স্নানহ হনুমন্ত ॥৫

দোহা— কহেহ দণ্ডবত প্রভু সৈ' ভুমহহি কহউ' কর জোরি।
 বার বার রঘুনাথকহি স্মরতি করাএছ মোরি ॥১৯ক॥
 অস কহি চলেউ বালিসুত ফিরি আয়উ হনুমন্ত।
 তাস্ম গীতি প্রভু সন কহী মগন ভএ ভগবন্ত ॥১৯খ॥
 কুলিসহ চাহি কঠোর অতি কোমল কুসুমহ চাহি।
 চিত্ত খগেস রাম কর সম্মুখি পরই কহ কাহি ॥১৯গ॥

পদ্মান্বাদ

চৌ—রাম সাথে ল'য়ে তদা শত্রুস্র-সৌমিত্রি। চলেন বিদায় দিতে ভক্তকৃত্য স্মরি'
 অঙ্গদ-হৃদয়ে প্রেম অঙ্গ নাহি ছিল। ফিরি' ফিরি' রাম-পানে চাহিতে লাগিল ॥১

বাংলা অর্থ—পঠিবন চলে—পঠাইতে চলিলেন; রহন কহি—রহিতে বসুন;
 হাঁসি মিলনী—হাস্তবৃত্ত মিলনের মনোভাব; ক্লথ—অভিপ্রায়; স্মরতি করাএছ—স্মরণ
 করাইবে; সম্মুখি পরই—বুঝিতে পারিবে; কাহি—কে; (দো—১৯ ক, খ, গ)

বার বার দণ্ডবৎ করিল প্রণাম । মনে চিন্তে 'রহ তুমি' ক'ন প্রভু রাম ॥
 রামের চাহনি, কথা তথা মতি-গতি । সহানু মিলন শ্রমি' বিবাদিত-মতি ॥২
 প্রভু পানে হেরি' বহু কহি' সবিনয়ে । চলিল চরণ-পদ্ম রাখিয়া ক্ষময়ে ॥
 সমাদরে কপিগণে আগাইয়া দিয়া । জাতুগণ-সহ রাম আসেন ফিরিয়া ॥৩
 হনুমান ধরে তদা স্ত্রী-ব-চরণ । বহুধা মিনতি করি' কহিল বচন ॥
 মিন দশ সেবি' আগে রাখব-চরণ । আসিব লভিতে দেব-চরণ দশ'ম ॥৪
 পুণ্য-পুঞ্জ তুমি ওহে পবন-কুমার ! এবে গিয়া সেব তুমি রাম কৃপাধার ॥
 ইহা কহি' কপি সব ত্বরিত চলিল । শুন হনুমান ! তুমি অঙ্গদ কহিল ॥৫

দোহা— প্রণাম আমার জানাবে প্রভুরে তোমা' কহি আমি যুক্ত-করে ।
 কহ বার বার রঘুর নায়ক প্রভু যেন মোরে না বিন্মরে ॥১৯ক॥
 হেন কহি' যায় বালির কুমার ফিরিয়া আসিল হনুমান ।
 তা'সবার প্রীতি প্রভু শুনি' তদা প্রেম-মগ্ন হ'ন ভগবান ॥১৯খ॥
 কুলিণ অপেক্ষা অতীব কঠোর কোমলতর কুন্তল হ'তে ।
 হে খগেশ ! বুঝ হেন রাম-চিত বল কেবা পারিবে বুঝিতে ? ॥১৯গ॥

মৃগ

চৌ—পুনি কৃপাল লিয়ো বোলি নিষাদ । দাঁহে ভুষন বসন প্রসাদ ॥
 জাহ্ন ভবন মম সুমিরন করেছ । মন ক্রম বচন ধর্ম অনুসরেছ ॥১
 তুমহ মম সখা ভরত সম ভ্রাতা । সদা রহেছ পুর আবত জাতি ॥
 বচন স্ননত উপজা সখ ভারী । পরেউ চরন ভরি লোচন বারী ॥২
 চরন নলিন উর ধরি গৃহ আব । প্রভু স্তম্ভাউ পরিজননহি স্নানবা ॥
 রঘুপতি চরিত দেখি পুরবাসী । পুনি পুনি কহহি' ধন্ত সখরাসী ॥৩
 রাম রাজ বৈঠে' ত্রৈলোকা । হরষিত ভএ গএ সব সোকা ॥
 বয়স ন কর কাঁছ সন কোঈ । রাম প্রতাপ বিষমতা-খোঈ ॥৪

দোহা— বরনাশ্রম নিজ নিজ ধরম নিরত বেদ পথ লোগ ।

চলহি' সদা পাবহি' সুখহি নহি' ভয় সোক ন রোগ ॥২০॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ—কৃপাল ডাকিয়া পুন আনেন নিষাদে । তাহারে তুষেন বজ্রে, ভুষণে, প্রসাদে
 গৃহে গিয়া মোরে তুমি করিবে স্মরণ । কায়-মনো-বাক্যে করি' ধর্ম আচরণ ॥১
 হে সখা ! ভরত-সম তুমি মম ভাই । সদা হেথা জেনো তব যাভায়াত চাই ॥
 বাক্য শুনি' তা'র মন স্নখে ভরে ভারী । চরণে নমিল তা'র লোচনেতে বারি ॥২
 হিয়া ধরি' পাদ-পদ্ম ভবনে পৌ'ছিল । প্রভু-কথা পরিজনে সব শুনাইল ॥
 রঘুনাথ স্মরণিত হেরি' পুরবাসী । পুন পুন কহে—রাম ধন্ত সখরাসি ॥৩

রাম-রাজ্য ত্রিভুবনে হ'ল প্রতিষ্ঠিত । সর্বশোক দূর হ'ল সবে হরষিত ।
 কেহ কারো মনে নাহি বৈরভা সাধিল । সকল বৈষম্য রাম-প্রাধানে নাশিল ॥৪
 দোহা— চারি বর্ণাশ্রম আপন ধরম বেদমার্গ সবে ধরি' চলে ।

রোগ-শোক-ভোগ না রহিল কিছু । সুখ ভুঞ্জে সত্ত সকলে ॥২০॥

মূল

চৌ—দৈহিক দৈবিক ভৌতিক তাপা । রাম রাজ নহি' কাছহি ব্যাপা ॥
 সব নর করহি' পরম্পর প্রীতী । চলহি' অধর্ম নিরত শ্রুতি নীতী ॥১
 চারিউ চরন ধর্ম জগ মাহী' । পূরি রহা সপনেহ' অথ নাহী' ॥
 রাম ভগতি রত নর অরু নারী । সকল পরম গতি কে অধিকারী ॥২
 অন্নমৃত্যু নহি' কবনিউ পীর । সব সুন্দর সব বিরজ সরীর ॥
 নহি' দরিজ কোউ দুখী ন দীন । নহি' কোউ অবুধ ন লচ্ছনহীন ॥৩
 সব নির্দত্ত ধর্ম রত পুনী । নর অরু নারি চতুর সব গুনী ॥
 সব গুণগ্য পণ্ডিত সব গ্যানী । সব কৃত্য নহি' কপট সন্নী ॥৪

দোহা— রাম রাজ নভগেস স্নান চরাচর জগ মাহি' ।

কাম কর্ম স্তব গুণ কৃত দুখ কাছহি নাহি' ॥২১॥

গভাস্বাদ

আজ্ঞিক, দৈবিক, আধিভৌতিকাদি তাপে । রামরাজ্যে কারো মন নাহি কভু ব্যাপে
 সবে করে পরম্পর প্রীতির আশ্রয় । শ্রুতি-নীতি মানি' সবে ধর্ম রত রয় ॥১
 সভ্য, শৌচ, দয়া-দানে ধরা পূর্ণ হয় । অপনেও পাপ কোথা কভু নাহি রয় ॥
 রাম-ভক্তি-রত হয় যত নর-নারী । সবে মিলি হয় পরাগতি-অধিকারী ॥২
 নিশ-মৃত্যু নাহি ছিল, না গীড়া তখন । রোগহীন দেহে ছিল সকল শোভন ॥
 না দরিজ, নাহি দুঃখী, কেহ নহে হীন । নাহি মূর্থ, নাহি কেহ স্নান-হীন ॥৩
 দস্ত-হীন ছিল সব ধর্ম রত নর । নর-নারী সূচতুর সবে গুণধর ॥
 গুণজ পণ্ডিত সবে তথা জ্ঞানবান । সকলে কৃতজ্ঞ, নহে কপট অজ্ঞান ॥৪
 দোহা— স্নান খগরাজ ! রাম যেথা রাজ । চরাচর জীবে ধরা-মাঝে ।
 কাল-কর্ম-গুণ- স্তব হইতে দুঃখ নাহি কারো'পরে সাজে ॥২১॥

মূল

চৌ—ভূমি সপ্ত সাগর মেখলা । এক ভূপ রঘুপতি কোসলা ॥
 ভুজান অনেক রোম প্রীতি জাসু । যহ প্রভুতা কহু বহুত ন তাসু ॥১

বাংলা অর্থ—খোজি—নষ্ট হইল; বরনাত্মক—বর্ণাশ্রম; দৈবিক—আধিদৈবিক;
 ভৌতিক—আধিভৌতিক; চারিউ চরন—চারি চরণ (গভ্য, শৌচ, দয়া, দান); কপট
 সন্নী—চতুর পুত্র; নভগেস—গরুড়; বিরজ—নীরোগ; (দো—২০, ২১)

কেহি সেবেউ মৈ কপট সবেডা। হির দয়াস অতি নীতি নিকেডা ॥
 বাহিজ লজ দেখি মোহি সাই। বিপ্র পড়াব পুজ কী নাই ॥৩
 সজু মন্ত্র বাহি হিরার দীন্দু। শুভ উপদেশ বিবিধ বিধি কীন্দু ॥
 জপউ মন্ত্র সিব মন্দির আই। হরম দস্ত অহমিতি অধিকাই ॥৪

দোহা— মৈ খল মল সজু মতি নাচ জাতি বস মোহ।
 হরি জন হির মেথৈ জরউ' করউ' বিফু কর জোহ ॥১০৫৥
 গুর নিত মোহি প্রবোধ দুখিত দেখি আচরন মম।
 মোহি উপরই অতি ক্রোধ দস্তিহি নীতি কি ভাবই ॥১০৫৥

পদ্মাবাদ

চৌ—হে ঋগেণ। উজ্জয়িনী করিহু গমন। উদাস দরিত্র দীন দুঃখ-ভরা মন ॥
 কাল ক্রমে গেবা কিহু লভিলাম ধন। সেখা পুন করিলাম শিবের অর্চন ॥১
 বিপ্র এক পুত্র শিব বেন-বিধি ধরে। সেই কাজে সেখা রত আন না আচরে।
 পরমার্থ-প্রয়াসী সে আচারী ভ্রাঙ্কণ। হরি-নিন্দা নাহি করে, করে শিবার্চন ॥২
 তাঁহারে সেবিতে দরি কপট আচার। দয়াস ভ্রাঙ্কণ তিনি নাতির আচার ॥
 বাহিরে লজ্জা হেরি' আমারে শিবান। জানি' বিপ্র আচরেন পুত্রের সমান ॥৩
 হিরবর করিলেন শজু-মন্ত্র দান। শুভ উপদেশ বহু করিয়া প্রদান ॥
 শিব-মন্ত্র জপিলাম শিব-নিকেতনে। অতি দস্ত অহমিকা ভরে মম মনে ॥৪
 দোহা— খল পাণ-মতি নীচ জাতি হেতু গ্রাসিল আমারে ঘোর মোহ।
 হরি-ভক্ত বিপ্র হেরি' জলে যাই করিলাম বিফু প্রতি জোহ ॥১০৫ক
 গুরু নিত্য মোরে শিক্ষা দেন বটে দুঃখ পান মম আচরণে।
 মম মন কিন্তু ক্রোধে যায় ভরি' নীতি নহে প্রিয় দস্তি-জনে ॥১০৫খ

বাংলা অর্থ—উজ্জয়িনী—উজ্জয়িনী; মলান—উদাসীন মানস; পরমার্থ বিন্দক—
 পরমার্থভক্ত; নীতি নিকেডা—নীতিমান; বাহিজ—বাহত; সাই—বাবা; পড়াব—
 পড়ংগন; অহমিতি—অহঙ্কারীত্ব; মল সজু মতি—পাপী মন; জরউ'—জলিয়া
 বাইতাম; জোহ—নিন্দা; প্রবোধ—বুঝাইওন; দস্তিহি নীতি—দস্তিকের নীতি;
 ভাবই—ভাল লাগে; মল সজু ম—পাপপূর্ণ; দো—১০৫)

সান্ন্যাস—(উত্তরকাণ্ড অধ্যায়ঃ) ৩৩-১০৮ দোহা পর্যন্ত

উমা শিবকে বলিতেছেন,—হে নাথ! পবিত্র ও সুন্দর এই প্রভুচরিত্র কাক কোথায়
 পাইল। আগনি বা কোথায় তুলিলেন? তাহা শুনিতে আমার কৌতুহল চাইতেছে। গরুড়
 মহাজানী ও শুণ্ডময়; সে বিষ্ণুর সেবক, সে মূনিগণের নিকট না। গঙ্গা কাবের কাছে গেল
 কেন? কাক ও গরুড় এই দুই হরিতকের মধ্যে কেমনে কথাবার্তা হইল। উমার এই প্রশ্নের

বায়দিত্যবাস

১০৬৭

উত্তরে শিব বলিলেন,—যে কাহিনী শুনিলে সকল শোক ও জ্বল নষ্ট হয়, যে কথার রাম-চরণে বিশ্বাস হয় এবং বাহ্যতে মাহুয অক্লেণে ভবনংগর পার হইতে পারে সেই পবিত্র কাহিনী তুমি। এ ব্যাপারে গোড়ার কথা হইল,—প্রথমে তুমি যেকোন ঘরে আশ্রয়ার্থে তোমার নাম ছিল গভী। দক্ষ-জ্ঞ তুমি অপর্যায়িত হইলে তুমি রাগ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলে। আমার অজ্ঞচরণে সেই বজ্র ভঙ্গ করে। তখন শোকাক্ত হইয়া চারিদিকে ভ্রমণকালে সুমেরু পর্বত হইতে দূরে চারিটি শিখর-বিন্দি নীল পর্বতে অবস্থান করি। সেই পর্বতে এক পবন সুন্দর সরোবর হংস-কলরবে সুখর এবং অমর-জ্ঞাত ছিল, যেখানে এক করালস্বরী এক কাক বাস করিত। মায়া হইতে উৎপন্ন মোহ, কাম প্রভৃতি বিবেকবিনষ্ট বৃত্তি সে পর্বতের জিগীষা ছিল না। সেখানে কাক কেমন করিয়া হরি ভজনা করে তাহার পারচর শুনি। হারের ভজন ছাড়া তাহার কোন কাজ নাই। সেখানে অনেক পাখী আগিয়া গেলে আর কাক রামচরিত গান করে। আমি হাঁসের নৈহাষণ করিয়া সেখানে যোগদান করি। গরুড় কেন কাকের নিকট গেল তাহা শুনি। রঘুনাথ বখন লঙ্কাতে যুগে যোগে ওখন তিনি ইন্দ্রজিতের হাতে বঁধা পড়েন। সেই নাগপাশ ছেদ করিতে নারি গরুড়ের পাঠান। গরুড় বন্ধন কাটিয়া চাপিয়া গেল কিন্তু তাহার মনে সংশয় জাগল। বাহ্য নাম স্বীকারিয়া নাহি বৎসরকন বৃত্ত হর তুহ রক্ষণ সেই রামকে নাগপাশে বঁধে ইহা বড় আশ্চর্য। গরুড় নারদকে এই সংশয়ের কথা জানাইলে নারদ বলেন,—এ ব্যাপারটি জটিল। তবে রামের মায়াও বড় জটিল। এ মায়া বুঝা যায়। তুমি বরং ত্র্যক্ষর নিকট যাও। গরুড় ত্র্যক্ষর নিকট নিজ গন্ধেহের কথা বর্ণনা করিলে ত্র্যক্ষর রামের উদ্দেশ্যে মায়া নও করিয়া মনে ভাবিলেন,—নিজে ত্র্যক্ষর ভগবানের মায়ার অধীন। চরাচর জগৎজটাই হইয়াও তাহার এই দশা, গরুড়ের তাই হইবে। তিনি গরুড়কে বলিলেন,—মহেশ্বর রামের শাক্তর কথা জানেন তুমি সেখানে যাও। গরুড় আত্ম হইয়া আমার নিকট আগিল। আমি কুবেরের নিকট তখন বাহঁতেছিলাম। পথে আমি রামতত্ত্ব কেমনে বুঝাইব, সংশয়ে দীর্ঘকাল আলোচনা করিলে তাহা বুঝা যায়। বাল্যে গরুড়কে বিদায় দিলুম। যেখানে নিত্য হরিকথা হয় তাহা শুনিতে তোমার রামচরণে ভক্তি হইবে। হরিকথা শুনিতে শুনিতে মোহ দূর হয় তখন রামচরণে ভক্তি হয় জানিবে। ভক্তি না হইলে যোগ, জপ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কোন মূল্য নাই।

উত্তরে নালাগরি পর্বতে কাকভূষুতি বাস করে। সে গর্ভদা রামভগগান করে আর সকল পাখী তাহা শুনে। তুমিও সেখানে গিয়া রামকথা শুনিলে সকল বৃত্তিবে। গরুড়ের অভিমান ছিল, সেই অভিমান রাম-কথা ভাঙ্গিয়া দিবে ইহাই বোধ হয় মূলকথা। তা'ছাড়া গরুড় পক্ষীর ভাষা ভাগই বুঝিবে। ত্রিভুবনপতির বাহন হইয়াও লে মোহ ও মায়ার অধীন। গরুড় ভূষুতির নিকট গেল। পর্বতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া গরুড় মজ্ঞ আনন্দ পাইল। বহু পক্ষীর সমাগমে বখন ভূষুতি রামকথা আরম্ভ করিতে নাইরে তখন গরুড় উপস্থিত হইল। কাক গরুড়কে বাগত করিয়া তাহার আগমনের উদ্দেশ্য কি জানিতে চাহিল এবং বলিল তোমার শেষ করিয়া কৃতার্থ হইবা। তখন গরুড় বলিল,—তুমি চিরকৃতার্থ,

দ্বয় শিখণ্ড ভোমার জন্ম করেন। যে কাজে আদিয়াহিলাম ভাষা ভোমার দর্পনেই
 হইয়াছে, ভোমার আশ্রম দেবিধা কৃতার্থ হইয়াছি। ভোমার কাছে আমি রামকথা
 শুনিতে চাই। কাক ধারাবাহিকভাবে রামচরিত বর্ণনা আরম্ভ করিল। কৃতিকাতে
 রামচরিতমানস-সংসারবের বর্ণনান্তে নারদের অসীমমোহের কথা, রাবণ অবতারের কথা
 এবং প্রভুরামের অবতারের কথা বর্ণনা করিল। অতঃপর রামের শিশুচরিত, বিষ্ণুজের
 দশরথগৃহে উপস্থিতি, রঘুবীরের বিবাহ, রামের অভিষেক-জটিলতা, রাজার প্রতিজ্ঞাপালন,
 রাজ্যাভিষেকের রসভঙ্গ, পুরবাসীর বিরহ ও বিবাদ, রামলক্ষ্মণের কথোপকথন, রামচন্দ্রের
 বনগমন, নিবনের অহরাস, গঙ্গা পার হইয়া প্রয়াগে বাস, প্রভুর সহিত বান্দীকির মিলন,
 চিরকূটে প্রভুর বাসের পরিচয় দিলা মন্ত্রী রামকে বিদায় দিরাং পরে প্রত্যাবর্তন, রাজ্য-মুখ্য,
 ভরতের আগমন, ভরতের প্রগাঢ় জাতৃ-প্রেম, ভরতের পিতৃশ্রদ্ধা-পূর্ণে শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে
 পূরজনসংগমন, অতঃপর ভরতের পাছকানহ অধোখ্যায় প্রত্যাবর্তন, ভরতের দৈ-মিন
 জীবনধারণ, জয়ন্তের কীর্তি, প্রভুর ও অত্রির সাক্ষাৎ, বিরাধবধ, শরভঙ্গমূর্খির দেহভাগ,
 অগশাশিবা স্ত্রী-জ্বর প্রভু-স্রীতি ও অগস্ত্যমূর্খির সঙ্গে সাক্ষাৎকার, অতঃপর দণ্ডকবনের
 পবিত্রতা বর্ণন, জটাসুর-হিংস্র-মৈত্রী, প্রভুর একবটী বাস, সকল মূর্খির জ্ঞান-নাশ, লক্ষ্মণের প্রতি
 রামচন্দ্রের উপদেশ, লক্ষ্মণধারা দুর্গমখার কুরুণীকরণ, অমৃত্যুযব-সম্মানন-সংবাদ
 অংগতি, অতঃপর রাবণ-মারীচ-সংবাদ, মায়ানীতচরণ ও রঘুবীর-বিরহ পরিচয় দিলা।
 প্রভুরা গৃহের সংকার, কবকের সশবীক মোক্ষদান, রঘুবীরের গম্পাতীরে উপস্থিতি, প্রভু-
 নারদ-সংবাদ, হস্তমান ও স্ত্রীপের সহিত মিত্রতা-সংবাদ ও বানিবধ, স্ত্রীপের রাজ্য-
 ভিষেকান্তে প্রবেশে বাস, বর্ষা ও শরৎ প্রভুর বর্ণনা, রামের রোষ ও কপিগণের ভয়,
 কপিপতি স্ত্রীপ-সর্গ-সীতার অঙ্গসন্ধানার্থ বানর প্রেরণ, গম্পাতীর সহিত বানরের মিলন,
 অতঃপর কপির সমুদ্র উত্তরণ ও লঙ্কায় প্রবেশ ও সীতার সহিত সাক্ষাৎকার, লঙ্কাদহ-পূর্বক
 রামের নিকট বৈদেহীর কুশল সংবাদ-জ্ঞাপন, রঘুবীরের সমুদ্রতীরে উত্তরণ, বিভীষণসহ প্রভুর
 মিলন, বানর সৈন্তের সেতুবন্ধন ও সমুদ্র উত্তরণ এবং বাণীকুমারকে দূতরূপে প্রেরণ কথা
 বলিল।

রাজস ও কপির যুদ্ধ, কুস্তকর্ণ ও মেঘনাদের বল ও পৌরষসংহার পরিচয়, রামসংগের
 মরণ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাবণ-বধ, মন্দোদরীর শোক ও বিভীষণকে নিষ্কণ্টক রাজ্য দান
 সীতা-রঘুপতি-মিলন, দেবগণের রামজন্ম, পুষ্পকে চড়িয়া বানরসেনাসংহ অধোখ্যাত্তে রামের
 উপস্থিতি, স্বভবান প্রত্যাগমনে রাজ্যাভিষেক ও রাজনীতিতত্ত্ব বিশ্লেষণ সকলই কাবচুয়ুগে
 আনোপাশ্রয় বর্ণনা করিল। সকল শুনিয়া গরুড়ের রামায়ণে ভক্তি হইল। মায়ুষেও মত
 চরিত্র দেখিয়া গরুড়ের যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল সে ভুল তাহার হিতসাধন করিয়াছে।
 গরুড়-মোহ হইয়াছিল বলিয়াই কাকভূগুণ্ডের সহিত সাক্ষাতের ক্ষেত্র হয়। এখন বাণ-
 ভূগুণ্ডের নিকট সকল পরিচয় শুনিয়া গরুড়ের সকল সংশয় দূর হইল।

অপরাজের কাকের প্রতি বিনয়পূর্ণ ও সজ্ঞ বাক্য শুনিয়া কাকভূগুণ্ড বলিল,—তুমি আমার

পূজ্য ও বসুনাথেরও প্রিয়পাত্র বটে। তিনি তোমাকে এখানে পাঠাইয়া আমাকে মৌর্য
 দিয়াছেন। আর তুমি যে নিজের মোহের কথা বলিলে তাহাতে আশ্চর্য্য কিছ্‌ নাই। নারদ
 ব্রহ্মসনকাদি অধ্যাত্মাদী মুনিগণও এই মোহেই অতীত নহেন। কাম কাহাকে নাচার নাই ?
 তুষা কাহাকে পাগল করে নাই ? ক্রোধে বাহ্যিক ক্ষয় হৃদয় হয় নাই ? পণ্ডিত গুণী জ্ঞানী
 তপস্বী কে আছে বহার লোভ নাই ? ধনের অহঙ্কার নাই এমন কে আছে ? অধিকারীতে
 বহির ভয় নাই এমন কে আছে ? ব্যবসায়ীর অপারদ্রুতিতে ভোলে নাই এমন কে আছে ?
 যৌবন জ্ঞের ওলপ বকার নাই এমন কোক কোথায় ? আসক্ত কাহার হৃদয় নাই বহিরাছে।
 তত্ত্বের ভাঙ্গা ছেঁওয়া কোন পন্থার ভ্রমের ফল নাই এমন কহজন আছে ? হারার অধীন ভয় এমন
 কে একগলে আছে ? পূজ্যের মনোহা বসুনাথ কাহার মনকে না বলিল কবে ? এসবই
 মায়ার পবিবাব। শিব ব্রহ্ম ও মায়ার নিটভর পান। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ সকলই
 মায়ার সমাপত্তি। মদ, কণ্টক ও ভক্তিমি বোকা। এই মায়ার বসুনাথের দায়ী। জ্ঞানের
 পূর্ণতা হুটলে মায়াকে তিখা বলিয়া প্রণীত হইবে। এই যে মায়ার বাচা ভগৎক নাচার
 সেই মায়ার প্রভুর ভ্রুটিবিলালে নটীর মত নাচে। প্রাকাময় জ্ঞান ও আনন্দধন রামস্ব
 বাক্য ও ইন্দ্রিয় শীত, নিশ্চরণ ও নিরন্তর। তিনি ব্রহ্ম-ইচ্ছাশূন্য, শুদ্ধ ও শাস্ত, তাঁহার সম্মুখে মোহ
 ভয় নাই। ভক্তের ভক্ত প্রভু রাম রাক্ষস দেহ ধারণ করেন। সাধারণ মানুষের মত করিয়া
 অতি পবিত্র জীবন যাপন করেন। তাঁহার বিাকর বেশ ধারণ নিপুণ নবীর মত, কোঠাই
 তাঁহার নিজের নয়। বসুপতিলা দৈত্যদের মোহকারক, ভক্তের সুখদায়ক। বিষংহোগে
 লিপ্ত লোক তাঁহার উপর মোহলোভ আবেগ করে। কামলা রোগী চক্ষে পীতবর্ণতা দেখে,
 নৌাষাকীর নিকট পৃথিবী ঘূর্ণমান হয়। ভগৎপতি রামের সঙ্ঘকে মোহও এমনি। তাঁহার
 ভিতরে কেহ বন্ধেও অজ্ঞানের কথা থাকিতে পারেন। তাঁহার শিষ্টের প বসুনাথের দৃষ্ট
 নিম্ন সকল রূপ এত বৈচিত্র্যপূর্ণ বাহ্য আদৌ সহজবোধ্য নয়। বসুপতির অনীয় মস্তি
 পত্রের শুন। তাঁহার সঙ্ঘকে আমারও মোহ চইয়াছিল। সে এক রহস্যময় ব্যাপার।
 তাঁহার সহজ বড়াব যে তিনি ভক্তের দিতর অভিমান থাকিতে দেন না। অভিমানই বাবতীর
 শোক হুংখের কারণ। রূপানিধি ভক্তের অভিমান নিঃশেষে দূর করেন। সেবকের প্রতি
 তাঁহার অীয় মমতা। রামের রূপার কথা ও আমার মৃত্যুর কথা বলি, যে খগগতি। শুন।
 যখন তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করেন তখন আমি অবোধাধ্যায় বাই। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয় ও
 তাঁহার উচ্ছিন্ন থাকি। বালক বয়সে অপূর্ণ রূপবান এই কুমার দশরথের অভিমানে মন
 খেলাতে সদা ব্যস্ত থাকিতেন। পেটে হিড়িবন, পায়ে পদ্ম, ধ্বজ, বস্ত্র ও তুঙ্গ, নানি গভীর,
 স্বক শিশুনিঃসঙ্গ, স্তম্ভর দম্ব কপাল ও নাক, কুণ্ডিত কেশদাম, আকর্ণ জ্ঞ. তার উপর নানা
 বসনে ভূষণে সমলঙ্কৃত, ও কপালে তিলক। নিজের প্রতিবিম্ব দেখিরা নাচিতে থাকেন ও আমার
 সহিত খেলা করেন ; তাঁহার চরিত্রের কথা বলিতে আমার লজ্জা হয় ; আমাকে ধরিতে
 আলিঙ্গন আমি পলাই। তখন আমাকে শিষ্টক দেখা'ম। মিকটে আদিলে হুংসেন
 পলাইলে কী করেন। সাধারণ বালকের মত বাল্য লীলা দেখিয়া আমার মোহ হইল। জাম

ও আনন্দবরণ প্রভৃতি এ কেমন জীলা। এই পর্য্যন্ত ভক্তিতেই যুগুপ্তি প্রেরিত যারা আনতে ব্যাপিল তবে তাহা আমাকে ছুঁখ দিল না। অথও জানবান নীতাপতি আর তাহ'ড়া সমস্ত জীব মায়ার বশীভূত, সকলের জ্ঞান একপ্রকার হইলে জীবের ও জীবের ভেদ পশিত না। জীব পরবশ, ভগবান স্ববশ, জীব অনেক, ভগবান এক। যদিও মায়ার ভেদ মিথ্যা। হরিকৃপা বিনা গোটি উপায়ে তাহা যায় না। মায়াপতির উত্থান না করিয়া মোক্ষ হয় না, করি ভজন করিলে অবিত্যা তাহাকে ছাইয়া ফেলে না। জীবের প্রেরিত জানেই জীবের বিস্তার। ভগবানের দাসের নাশ নাই। ভেদবুদ্ধি বড় প্রাণট হইয় ভক্তিও ভক্ত বাড়ে।

তাঁহার অকুত বাললীলা আমি সবক্ষে দেখিয়াছি। আমাকে ধরার ভক্ত তিনি হাত ব'ড়াইয়াছেন আমি আকাশে উড়িয়া দূরে চলিয়াছি। যেখানে সিঁহাচি তাঁহার চাত দেখিতে পাউয়াছি। তাঁহার ও আমার মধ্যে ছুট অজুলের দূরত্বমাত্র। যখন ভয় পাইয়াছি তখন চোখ বুঁকিয়াছি। চোখ খুলিলে দেখি অবোধ্যাতে উপস্থিত। তাঁহার মধ্যে অমন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত সৃষ্টি; ব্রহ্মা, মহেশ্বর, সৃগা, চন্দ্র তারা, পৃথিবী, পর্বত ও সকল প্রকার জীব তাঁহার মধ্যে দেখিয়াছি। যেখানে বহু ব্রহ্মাণ্ড আর তাহাতে অখ্যা ত্রীপুরুষ। দশরথ, কোশল্যা ও ভরতাদির রূপ পর্বর আছে বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে রাম একক তাঁহার বিতীর নাই। বহু বর কাটিয়াছে বহু পথ ভ্রমণ করিয়াছি শেষ এই আশ্রমে উপস্থিত। যখন শুনিয়াছি প্রভু অবোধ্যাতে প্রস্মিতাছেন তখন সেখানে তাঁহার জন্মমহোৎসব দেখিয়াছি। তাঁহার উপরে যেমন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তেমনি তিনিও আছেন। সকল দেখিয়া বিমোহিত হইলাম। আমাকে ব্যাকুল দেখিয়া তিনি হাসিলেন। তাঁহার চরিত্র ও প্রভুত্ব দেখিয়া দেহের দশা ভুলিলাম। মাটিতে পড়িয়া গেলাম। মুখে কথা বাহির হইতেছিল না। তাঁহার হৃৎস্পর্শে আমার সকল ছুঁখ দূর হইল, তাঁহার ভক্তবৎসলতাতে আমি বিশেষ প্রীত হইলাম, তিনি আমাকে বর চাহিলে বলিলেন। আমার তাহা ভাল লাগিল না কারণ তিনি ত তাঁহার প্রতি ভক্তি দিবার প্রস্তাব করিলেন না। ভক্তিত্বের মোক্ষই বা কি? আর অষ্টসিদ্ধি বা কি? আমি বলি,—তোমার প্রতি অথও বিস্তৃত ভক্তিতেই আমার কাম্য। ভগবান সেই ভক্তি আমাকে দান করিলেন আর এই ভক্তিবলে সকল শুভশুণ্য আমার হৃদয়ে বাস করিবে বলিলেন, বাহার ফলে ভক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈরাগ্যযোগ ও জীবচরিত্রহস্ত সহজবোধ্য হইবে এবং মায়ার নিবৃত্তি ও মায়ার থাকিবে না। হে কাক! ভক্তেরা আমার প্রিয়। আমাতে অচলা ভক্তি রাখিবে। সকল জীব আমার মায়ার হইতে উৎপন্ন এনটি পরিবারবিশেষ। তাহার মধ্যে মায়ার সর্বপেক্ষাপ্রিয়, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ অধিক প্রিয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ প্রিয়, আবার বেদজ্ঞের মধ্যে বেদের বন্দ অল্প-সরপণ্যী, তাহার মধ্যে বিরাগী ও জ্ঞানী আবার জ্ঞানীর মধ্যে অল্পভবে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। আমার নিকট আমার ভক্তের মত কেহ প্রিয় নহে। স্বয়ং বিধাতা ভক্তিহীন হইলে তিনি আমার নিকট সাধারণ জীবের মত প্রিয়—ইহা ক্রম জানিবে। যেমন পিতার বহুপুত্রের মধ্যে ভক্ত পুত্রই তাঁহার সন্মতিক প্রিয়। পিতার প্রীতি—জ্ঞানী, ধনী ও ভণ্ডবী পুত্রের প্রতি থাকিলেও মন, বাধ্য ও করে নিহৃত্তক পুত্রের প্রতি পিতার প্রীতি সন্মতিক, তিনি পিতার প্রাণপ্রিয়। যে

কপটতা ভোগ করিয়া ভগবানকে ভজন করে সেই তাঁহার সর্বাংশকে প্রিয়। তুমি সকল
মহা ভোগ করিয়া আশ্রমে ভজন করিলে কাল তো ঐ উপর প্রভাব বিস্তার করিতে
পারিবে না। শিশু রোগের প্রবেশবাক্যে আমার শরীর পুসকে ভরিয়া গেল। এই ভাবে
ভক্তির পাইয়া আশ্রমে আনিয়া প্রভুগণ বন্দনা করিয়া এইভাবে দিন যাপন করিতেছি।
তাঁহার ভূশা ত্রিহ তাঁহার প্রভুত্ব জানা যায় না। তাহা না জানিলে বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস না
হইলে জীতি হয় না, জীতি ছাড়া ভক্তি হয় না। ভক্তির দৃঢ়তা থাকে।

সহজ সন্তোষ না হইলে শান্তি হয় না। সন্তোষ না হইলে কাম মট হয় না। কাম
থাকিতে অশ্রদ্ধেয় হয় নাই। রাম ভজন বিনা কাম দূর হয় না। যেমন পৃথিবী ছাড়া গছ
নাই তেমনি শ্রদ্ধাযুক্তিত ধর্ম নাই। যেমন জল বিনা রস নাই তেমনি ভাগ বিনা
ভোজ নাই। যেমন ভোজ বিনা রূপ নাই তেমনি জ্ঞান বিনা ছাড়া জীল নাই। বিশ্বাস
বিনা নিদ্রা হয় না, হরিভজন বিনা ভবভর নাশ হয় না। বিশ্বাস বিনা ভক্তি হয় না। ভক্তি
না হইলে রামভূগা হয় না। নিজের বুদ্ধি অনুসারে কাক পক্ষিরাজের নিকট নিজের
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলেন। রামচন্দ্র শতকোটি বাবুর জ্ঞান বিপুল বলশা- তিনি
শতকোটি কৃষ্ণের জ্ঞান প্রকাশমান, শতকোটি চাঁদের জ্ঞান শীতল ও সকল ভবভয়ের শান্তি
দায়ক। আবার তিনি কোটি পাতালের মত গভীর, কোটি সমুদ্রের জ্ঞান ভাষ্য, কোটি
জীর্ণের জ্ঞান পবিত্র। তাঁহার কোণল শতকোটি ব্রহ্মের জ্ঞান, তিনি শতকোটি বিষ্ণুর
সমান পাগলকর্তা, তিনি শতকোটি রক্তের সমান সংহর্তা, শতকোটি কুবেরের জ্ঞান ধনধান,
তাঁহার শেষ নাই, উপমা নাই, রামচন্দ্র অশেষ গুণসাগর, ভগবান ভাবের বসীভূত, তিনি
জ্ঞানের আশ্রয়স্থান ও করুণাময়; মহা মান ভোগ করিয়া তাহাকে ভজন। এরিবে ভূতৃতীর
কথা শুনিয়া খগরাজ জানন্দে বিভোর হইল। রত্নবীরের প্রভাব স্মরণ করিল। পূর্বেও হার
যে মোহ হইরাছিল তাহা বুঝিয়া অনুভূত করিল। ভক্তস্বভাব্যক রত্ননাথ তোমার মত
সাধের ওবা পাঠাইয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। গরুড় কাকভূতৃতিকে ত্বরিতপ্রাণে
করিয়া মস্তক মত কবিতা পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি সর্পজ, তরুজ, জানাতীত সরলস্বভাব
জানকিজ্ঞান ও বৈরাগ্যের আশ্রয় ও রত্ননাথের লাল হইয়া কিরূপে এই কাকদেহ পাইলে?
আর ভাসচরিতরূপী মানসরোহর বা কোথার পাইলে? শিবের নিবট তনিত্রাহি মহাপ্রভুসেও
তোমার নাম হয় না। করাল কালও তোমার উপর প্রভূতা বিস্তার করিতে পারে না—
ইহার কারণ কি? আর তোমার আশ্রমে আনিবামাত্র আমার মোহ ও ক্রম দূর হইরাছে।
তাঁহার বা কারণ কি? তখন ভূতৃতী নিজের কথা কহিতে আরম্ভ করিল,—জপ, গুপ্তা
জপ, বজ্র, অস্ত্রবিদ্রি ও বহির্বিদ্রি সংযম, দান, বৈরাগ্য, যোগ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকলের
ফল হইতেছে রত্নগুণিপদে প্রেম, এই দোহে আমি ভাষা পাইরাছি তাই ইহাতে আমার
মনতা, রত্নবীরের ভজন। যে শরীরে করা যায় সেই শরীরই পবিত্র, সেই শরীরই সুন্দর।
এই শরীরে আমার রামভক্তি অধ্বনিত হইরাছিল সেজন্য ইহা আমার ভিত্তি প্রিয়। আমার
স্বভূত ইচ্ছাবোধ হইলেও আমি এবেই ভোগ করিয়া কারণ খের বলে,—কহে ছাড়া ভজন

হয় না। আঁচি বেগ, বজ্র, তব্জিবি বহু দেখে করিয়াছি। অল্প বেহুপরিচয় জানিবার
 হইরাছে কিন্তু এখনকার মত কখন জুখী হই নাই। আমার প্রথম জন্মের চরিত্র কণ্ঠ বসি।
 প্রথম কর কলিগুণ পাণের মূল ছিল তখন মাদ্রাস অধ্যয়পরায়ণ ও বেকারিহীন ছিল।
 সে সময় শূঁয় হইয়া জন্মি ও শিবের দেবক ছিল। অল্প দেবতার নিম্না করিয়া ও
 অভিবাদী ছিলাম। অবোধ্যাত্তে বাস করিয়াও তদুপভিত্তির মহিমা জানিতাম না। রাম-
 পরায়ণ না হইলে অবোধ্যাত্ত প্রভাব জানা যায় না। কলিকালে তাহা হইয়া বহু কষ্টের
 কারণ লকল দ্রো-পুত্ব পাথে গিষ্ঠ। কলির মলিনতা লকল বর্ষ গ্রাস করে, লগ্গহ
 লোণ হয়। দান্তিকরা মান্য শখ প্রচার করে, সমস্ত লোক মোহগ্রস্ত হয়, কলির
 বৈচিত্র্য কিছু বর্ণিতছি,—বর্ণধর্ম ও ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বাগব্রহ্ম ও লগ্গাঙ্গল চারি আশ্রম বর্ণ
 নাই। নরনারী বেদবিরোধী, ব্রাহ্মণেরা বেকবিক্রমী, রাজা প্রজাকে মানে না আর কেহ বেদের
 আজ্ঞা মানে না। বাহার বাহা ভাল লাগে তাহা পথ, ব্যাক্যবীর বেশী পণ্ডিত; মিথ্যাচারী ও
 দান্তিক শাধুনায়ে পরিচিত। পরোপকারী চতুর, মিথ্যাবাদী ব্যাকপ্রিয় গুণবান্ হয়। বেদ-পথ-
 ভ্রষ্ট বনাঙ্গারী জানী বলিয়া খ্যাত। অল্পত বেদভাষ্যকারী, তকাতকো বিচর মাই—তাছাড়াই
 পুত্রাশ্রম, পুত্রব্রতীর বর্ণিত; দ্বারা যেমন মাদ্রাস পুত্রব ও তেমনি নাচে। শূত্রাচারী জাম-
 উৎপত্তি; উপরীতধারণে ব্রাহ্মণের পরিচর। পুত্রবদ্য কামুক, লোভী ও ক্রোধী। বেদ
 ব্রাহ্মণ, শাধু ও গুরুবিরোধী হইয়া সমাজে বিচরণ নিত্যকার্য। স্বামী ত্যাগ করিয়া পর
 পুত্র তলনাতে অত্যাগ। স্বামী-সোভাগ্যবতী অত্যাগ, বিধবা সুবেশা, গুরু শিষ্যকে
 লন্ত বেদ দেয়, শিষ্য গুরুকে মানে না। মুখে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা অথচ এক কড়া কড়ির তল
 বিদ্রো ও গুরুহত্যাত্তে লোকে কুণ্ঠিত হয় না। ধর্মজ্ঞানী পরদ্রোহ আসক্ত, লম্পট, কপটী ও চতুর;
 আর বাহারি মোহ, ধর্ম ও আসক্তিতে মগ্ন তাহারি লাম্যবাদী ও জানী। বাহারি
 অধ্যয়বর্ণের লোক তাহারি বিনা বৈরাগ্যে দ্রোহ মৃত্যুতে লগ্গাগ গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণেরা
 লোভী, কামী, আচারহীন; শূত্রেরা লণতণ করে ও পুরাণ পাঠের অভিনয় করে, লকলে
 নিজের মন গড়া আচার পালন করে। লকলে বর্ণগতর হইতে চলিয়াছে ও সীমাহীন
 পাপাচারে অভ্যস্ত; হরিতকির পথ লকলে ত্যাগ করিতেছে। ধোণী ও বতিগণ গৃহের
 মালক; বিবর তাছাদের বৈরাগ্য গ্রহণ করিতেছে, তপস্বী চাইতেছে ধনী আর গৃহী
 হইতেছে দরিদ্র ইহাই হইল কলির কোতুক। গৃহী লসীকে ঘরে আনিয়া লভী জীকে ঘরের
 বাহির করে। পুত্র শিচামাতাকে ততনিম মানে মতদিন না সে দ্রোহ মুখ দেখে; লন্তবাতী
 ভাল লগিলে আত্মকুটুম্ব শক্ত হয়। রাজা পাণপরায়ণ হয়, বর্ষ লোণ পর অকারণ লন্তগান
 রাজার প্রধান কাজ হয়। ধনে কুলীনতা, দারিত্র্যে লগিনতা, বজ্রোপবীণে ব্রাহ্মণ পাচর
 আর তাছার ত্যাগে তপবিত্ত। যে বেদ মানে না, পুরাণ মানে না কলিকালে সেই শাধু,
 সেই হরিলেবক। বিদ্রোনের শেব নাই; উদার ব্যক্তির লক্ষ্য নাই। কলিযুগে কণ্ঠভা,
 গুরু, বজ্র, বজ্র, তব্জিবি, অভিমাম ও কামরপূর মোহই ল্যাপকভাবে চলে। দেবতা
 স্তুতি বর্ষণ করেনা লথাকবে ধানের ললন হয় না। জীনের কেশই ললকার, লুণ্ডার লকলে

খাঁড়, সুবর্ণের সুখ চায় কিন্তু পরবর্ত্ত হয় না, মাহুব পীড়িতের কাঁড়ই দেখাই দর, কোথাও
 সুখভাগ থাকে না। জীবন বনহাবী, অহমিকার শেষ নাই। কলিফাল মাহুবকে অমাহুব
 করে; সফল জাতি কুলাতি; ঈর্ষ্যা, লোভ, বিশ্বাসভাতে সকলে ভরপুর। বর্ণপ্রথমের বিচার
 নিঃপেষ প্রায়; বিতেজ্রিতা, দান, দয়া ও মুগ্ধ প্রায়; সুবর্ণতা ও পরপ্রবন্ধনার আধিকা সর্বত্র।
 জীপুকে সকলে দেহধর্মী, পরমিন্দ্রিতে জগৎ চাইয়া গেল। হে পরক! কলিফাল এত
 দোষের আলয় কিন্তু ইহার গুণও অনেক। এযুগে বিনা চোটার মুক্তিলাভ হয়। সত্য,
 ত্রেতা ও দ্বাপরে পূজা, বাগ ও বজ্র দ্বারা যে গতি পাওয়া যায় কলিতে এক নাম লইয়াই সে
 গতি গায়। সত্যযুগে চরির ধ্যানে, ত্রেতাতে বজ্রকার্য্যে এবং প্রভুৎ নিকট তাহা সমর্পণে
 দ্বাপরে রত্নগুণতির পদপূজাতে মুক্তি আনে, কলিতে কেবল হারিগুণগানে ভবনাগর উত্তীর্ণ
 হওয়া যায়। রামগুণগণই কলির একমাত্র আশ্রয়। মানস আচরণেই কালর পূণ্য তাহাতে
 পাপ স্পর্শ না। বাহ্য ধর্মচরণ নিম্নপ্রযোজন। যে কোন উদ্যমে দানই কলির প্রধান পুণ্য।
 সত্যযুগে পরগুণ বিদ্য যমতা ও বিজ্ঞানে মনের প্রশ্রয়, ত্রেতাযুগে পরগুণাবিচার, ব্রহ্মোক্তের
 ব্রহ্মতা ও ধর্মকর্ম সকল প্রকারে সুধকর; দ্বাপরে রজোবাহুল্য সত্যব্রহ্মতা ব্রহ্মভাসন কয়ে
 মনের ভয় ও আনন্দ আসে; কলিযুগে তামসগুণাবিকার রজোব্রহ্মতা ও চতুর্দিকে বিরোধ ও
 ঐশ্বর্য্য। রত্নপাতচরণে জীতি থাকিলে কলিফালের করজুট মাহুব ব্যাট কর না; কাল
 প্রভাবে ইহা নটের হুগন। বুঝিতে হইবে হুগরং নটের ভূত্য কালর মাহুব সেখানে অগহায়।
 কেবল হরিভক্সন এই মায়ার দোব হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। (৫৫—১০০ পোছা)

ভূয়স্তা বলিল—হে খগেশ! অনেক বঙ্গর অবোধাধা বাস করিয়া গেবে বিপদে পড়িয়া
 বিবেশে বাই। আমি দরিদ্র ও দুঃখিত হইয়া উজ্জয়িনী বাই ও সেখানে লঙ্করের সেবা
 করি ও সম্পদও কিছু পাই। সেখানে এক শিবপূজক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি হরির নিম্নক
 ছিলেন না। আমি কণ্টকার সহিত তাঁহাকে সেবা করিতাম তিনি পুত্রবৎ আচরণ করিতেন।
 আমার হৃদয় ভরা দম্ব ও অহংকার ছিল। আমি দুই ও মালন ও নীচ জাত ছিলাম। ভক্ত
 ব্রাহ্মণসেবা ও বিজুঃসেবা হিলাম। গুরু আমাকে বুঝাইতেন ও প্রায়ই অচ্যুত হইতেন।
 আমার তাহা ভাল লাগিতনা, শিব সেবাতে রামপদে ভক্তি হয় ইহা তিনি বুঝাইতেন। শিব
 ও ব্রহ্মা রাখকে ভজন করে বলিলে আমার লভ্যত্ব ক্রোধ হইত। তাঁহার উত্তম উপদেশ
 আমার ভাল লাগিত না। আমি খগতা ও কণ্টকারে পূর্ণ হিলাম। একদা শিববাক্সের গণ
 কালে গুরু উপস্থিত হইলে আমি প্রণাম করি নাই। আমার এই গুরু প্রত অপমান লঙ্কর
 লহেন নাই, তিনি আমাকে শাপ দেন, আমি যেন অঙ্গঙ্গর শাপ হইয়া বড় গাছের কোটরে
 বাস করি কারণ আমি গুরুকে ঈর্ষ্যা করিয়া ছিলাম বলিয়া এই শাপ শিব আমাকে দিলেন।
 দয়াল গুরু কিন্তু তাহাতে হাহাকার করিলেন, আমি কঁপিতে লাগিলাম। তখন ব্রাহ্মণ
 ভক্তির সহিত দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শিবের সম্মুখে শিবের হৃদয় লভ এই ভাবে স্তব করিতে
 লাগিলেন,—
 আত্মব্রহ্মণ ঐশ্বর্য্যবান্ সর্বব্যাপী দেব ঈশ্বর লঙ্কা তোমাকে প্রণাম করি। নিভর্ণ
 লঙ্করবিকল্পরহিত, চোটারহিত, নিরাকারব্রহ্মণ, সূত্রবাণী হে লঙ্কর! তোমাকে প্রণাম করি।

ব্রহ্মাকার, ওঁকারমূল, বসুন্ধারীকৃত-অমৃত্ত্বিৎ অতীত এবং বাক্য, জ্ঞান ও ইচ্ছাকৃতীত তোমাকে
প্রণাম করি। করুণ, মহাকাল, কৃপাল, শুণ্ণবাস তোমাকে প্রণাম করি। তুমি সাক্ষী
গৌরবর্ণ, কামদেবের জ্ঞান কামিনী, ভালো বালচন্দ্র ও কঠোর সর্পশোভমান তোমাকে
প্রণাম করি। প্রসন্নবদন, মীলকর্ত, দয়াল, সিংহচন্দ্র-পরিহিত যুগ্মমালা-শোভিত সর্কজন-

তোমাকে প্রণাম করি। প্রবল তেলোবিশিষ্ট, অখণ্ড-জন্মা, কোটি-দুর্গমপ্রভ, ত্রিশূলী,
মূলধানি, ভাবগম্য ভাবানীপতিক প্রণাম করি। কলাতীত, কলাগপ্রদ, কলান্তকারী, সর্বা
দক্ষনানন্দদাতা, ত্রিপুরারি, চিদানন্দঘন, মহোৎসাহী, কামারি, হে প্রভু তোমাকে প্রণাম
করি। বতদিন উমানাথের পাদপদ্ম লোকে ভজন না করে ততদিন শান্তিলাভ তাহাদের
হয় না। এখন সর্বভূতের আশ্রয়রূপ দেব! তোমাকে প্রণাম করি। শিবকে ভজন না
করিলে মানুষের ইহলোকে বা পরলোকে মানুষের সুখ-শান্তি বা ক্লেম-নাশ হয় না। আমি
যোগ, জপ, পূজা জানি না। আমি প্রণাম জানাই, শরণাগতকে রক্ষা কর। বিশেষ এই
ভাবে ক্রটিষ্টিক্কার। শিবের তুষ্টিসাধন করিলে, শিব ব্রাহ্মণের প্রতি তুষ্ট হইয়া বর চাহিতে
বলিলেন,—ব্রাহ্মণ বর চাহিলেন,—এই শিষ্যের প্রতি দয়া কর। তুমি যে অমৃত্যুহৃৎ
শাপ দিয়াছ তাহা যেন অক্ষয়কালস্থায়ী হয়। (দোহা ১০৫—১০৮ দোহা)

মূল

চৌ—এক বার গুর লীল হ বোলাই। মোহি নীতি বহু ভাতি সিখাই ॥
সিব সেবা কর কল স্নাত সোজি। অবিরল ভগতি রাম পদ ছোজি ॥১
রামহি ভজহি তাত সিব ধাতা। মর পার্বর কৈ কেতকি বাতা ॥
জানু চরন অজ সিব অনুরাগী। তানু জোই সুখ চহসি অভাগী ॥২
হর কহি হরি সেবক গুর কহেউ। তুনি খগনাথ জগয় মম দহেউ ॥
অধম জাতি সৈ বিত্তা পাঞ। ভয়উ জথা অহি দুধ পিআঞ ॥৩
মানী কুটিল কুভাগ্য কুজাতি। গুর কর জোহ করউ দিমু রাতি ॥
অতি দয়াল গুর স্বয় ন জোখা। পুনি পুনি মোহি সিখাব সুবোখা ॥৪
জেহী তে নীচ বড়াই পাবা। সো প্রেমমহি হতি তাহি নসাবা ॥
মুম অনল সম্ভব স্নমু ভাই। তেহি বুঝাব ঘন পদবী পাই ॥৫
রজ মগ পরী নিরাদর রহই। সব কর পদ প্রহার নিত সহই ॥
মরুত উড়াব প্রথম তেহি ভরই। পুনি নৃপ নয়ন কিরীটনহি পরই ॥৬
স্নমু খগপতি অস সমুঝি প্রেমজা। বুধ নহি করহি অধম কর সজা ॥
কবি কোবিদ গাবহি অসি নীতি। খল সন কলহ ন ভাল নহি প্রীতি ॥৭
উদাসীন নিত রহিঅ গোসাই। খল পরিহরিঅ স্থান কী নাই ॥
সৈ খল স্বয় কপট কুটিলাই। গুর হিত কহই ন মোহি সোহাই ॥৮

বোহা— এক বার হর মন্দির জপত রহেউ শিব নাম ।
 গুর আয়উ অভিমান তেঁ উঠি নহিঁ কীন্হ প্রনাম ॥১০৬ক॥
 সো দয়াল নহিঁ কহেউ কছু উর ন রোষ লবলেস ।
 অতি অঘ গুর অপমানতা সহি নহিঁ সকে মহেস ॥১০৬খ॥

পত্নাহ্বাদ

চৌ—এক বার গুর মোরে পার্থে আবাহিয়া । শিফা-স্বলে নোতি বহু দেন শিখাইয়া
 ক'ন—সুত ! জানো এই শিবদেবাক্ষ । রাম-পদে হ'বে তাত । ভক্তি অবিরল ॥১
 রামে ভজে ওহে তাত ! ব্রহ্মা মহেশ্বর । পামর-মমুয়া কথা কি বলিব আর ॥
 ষাঁ'র পদে ব্রহ্মা শিব সতত মিরত । তাহে জোহে স্মৃখ চাও তুমি ভাগ্যহত ॥২
 হরির সেবক শিব' গুর যবে ক'ন । শুনি' তাহা হে খগেশ ! দহে মম মন ॥
 হীন জাতি বিভা লভি' হইলু তেমন । দুধ-পানে সর্পে হয় অবস্থা যেমন ॥৩
 আমি অভিমানী ক্রুর কুভাগ্য কুজাতি । আচরিলু গুর'পরে জোহ দিন রাতি ॥
 অতীব দয়াল প্রভু নাহি ক্রোধলেশ । বহুধা শিখা'ন মোরে জ্ঞান-পরিবেশ ॥৪
 বাহা হ'তে নীচ নিজে পুষ্ট বেগী পায় । প্রথমে হানিয়া তা'রে নাশিবারে চায় ॥
 মূমের উত্তব শুন অনল জলিয়া । অগ্নিরে সে নাশে মেঘ-পদবী লভিয়া ॥৫
 মূলি পথে পড়ি' সদা অসাদরে রহে । সবা কার পদাঘাত অহর্নিশ সহে ।
 বাতাস উঠা'লে উর্কে আগে তা'রে ব্যাপে । নৃপ-চক্ৰ ভরি' পিছু কিরীটেতে চাটে
 শুন খগপতি ! বুঝি' এ'হেন প্রমত্ত । বুধ না করিবে কছু অধমের সত্ত ।
 কবি ও পণ্ডিত গাহে এই মূল নোতি । খল-সনে অনুচিত কলহ বা প্রীতি ॥৭
 হে নাথ ! রহিবে সদা উদাস মহান । খলে পরিহর তুমি কুকুর-সমান ॥
 ক্রুর খল হিয়া মম কপট আছিল । গুর হিত ক'ন তাহা ভাল না লাগিল ॥৮
 বোহা— এক বার আমি শিবের মন্দিরে শিব-মন্ড্রে ছিছু জপ রত ।

গুর-আগমনে অভিমান-হেতু তাঁহাতে না হইলু প্রণত ॥১০৬ক
 সে দয়াল কিছু নাহি মোরে ক'ন নাহি ধরি' মনে রোষলেশ ।
 অতি বড় পাপ গুর-অপমান না সহেন নিজে ত মহেশ ॥১০৬খ॥

মূল

চৌ—মন্দির মাক ভই নভানী । রে হতভাগ্য অগ্য অভিমানী ॥
 জগুপি তব গুর কেঁ নহিঁ ক্রোধ । অতি কৃপালু চিত সম্যক বোধ ॥১
 তদপি সাপ সঠ দৈহউ তোহী । নীতি বিরোধ সোহাই ন মোহী ॥
 জোঁ নহিঁ দণ্ড করোঁ খল তোরা । ভ্রষ্ট হোই ক্রতিমারগ মোরা ॥২

বাংলা অর্থ—অবিরল—প্রগাঢ় ; কেতিক বাতা—কোন ছার কথা ; হতি—হতা
 করিয়া ; অনল সম্ভব—অগ্নি হইতে উৎপত্তি ; বুঝাব—নিভাইয়া দেয় ; মগ পক্ষী—রাভা
 উপর ; পদবী—পদমধ্যাদা ; আস—কুকুর ; পিয়াএ—পান করাইলে ; (দো—১০৬ক,খ)

জে সঠি গুর সন ইরিয়া করহী । রোরব নরক কোটি ভুগ পরহী ।
 ত্রিজগ জোনি পুনি ধরহি সন্নীরা । অমৃত জন্ম ভরি পাবহি সীরা ॥৩
 বৈঠি রহেহি অজগর ইব পাপী । সর্প হোহি খল মল মতি ব্যাপী ॥
 মহা বিটপ কোটর মছ জাঈ । রহ অধমাত্ম অধগতি পাজি ॥৪

মোহা— হাহাকার কীম্ব গুর দারুন স্মৃতি সিব সাপ ।
 কম্পিত মোহি বিলোকি অতি উর উপজা পন্নিভাপ ॥১০৭ক।
 করি দণ্ডবত্ত সশ্রোম দ্বিজ সিব সঙ্কুখ কর জোরি ।
 য করত গদগদ স্বর সমুঝি ঘোর গতি মোরি ॥১০৭খ॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ—উঠিল মন্দির-মাঝে হেন দৈব-বাণী । অরে নীচাশয় ! ঘোর চুষ্ট অহিমানী ॥
 যতপি না তব গুরু ধরে স্বল্প ক্রোধ । অতি কুপাপর ধরে যথাযথ বোধ ॥১
 তথাপি দিম্মু হে শঠ ! শাপ আমি তোরে । নীতির বিরোধ আমি না সহি অন্তরে
 ওহে শঠ ! দণ্ড নাহি দানি যদি তোরে । নষ্টভষ্ট হবে ধর্ম্ম ক্ষতিমার্গ-তরে ॥২
 গুরু'পরে শঠ যদি ঈর্ষ্যাপর হয় । কোটি যুগ সে অপার নরক ভুঞ্জয় ॥
 তির্ধ্যাক্ যোনিতে পুন জনম লভিয়া । অমৃত জন্ম কাটে দুঃখেতে পড়িয়া ॥৩
 ওহে পাপী ! অজগর-সম বসি' রও । ওহে খল ! পাপমতি-হেতু সর্প হও ॥
 মহাতরু-কোটরের মাঝে তুমি যাও । ওহে নরাধম ! নীচ-গতি যেন পাপ ॥৪

মোহা— গুরু করিলেন হাহাকার-ধ্বনি স্মৃতি' নিদারুণ শিব-শাপ ।
 মোরে ছেদি' ততি কম্পমান হিয়া উপডিল তাঁ'র পন্নিভাপ ॥১০৭ক
 করিয়া প্রগতি শ্রোম-ভরে দ্বিজ করজোড়ে ক'ন মহেশ্বরে ।
 বিচারিয়া মনে ঘোর গতি মম সবিনয়ে গদগদ স্বরে ॥১০৭খ॥

মূল

ছ—নমামীশমীশান নিব'গরুপং । বিভুং ব্যাপকং ব্রহ্ম বেদস্বরূপং ॥
 নিজং স্তি'গং নিবিকল্পং নিরীহং । চিদাকাশমাকাশবাসং ভজেহং ॥১
 নিরাকারমোদ্ধারমূলং তুরীহং । গিরা গ্যান গোভীতমীশং গিরীশং ॥
 করালং মহাকাল কালং কুপাহং । গুণাগার সংসারপারং নতোহং ॥২
 তুষারাজি হংকাশ গৌরং গভীরং । মনোভুত কোটি প্রভা ত্রী শরীরং ॥
 ক্ষুরঝোলি কল্লোলিনী চারু গজা । লসন্তালবালেন্দু কর্ণে ভুজ্জা ॥৩
 চলৎকুণ্ডলং ক্রাস্ত্রনেত্রং বশালং । প্রসন্নাননং নীলকর্ণং দয়ালং ॥
 শৃগাধীশচর্ম্মাস্বরং মৃগুমালং । প্রিয়ং শঙ্করং সর্বনাথং ভজামি ॥৪
 প্রচণ্ডং প্রকৃষ্টং প্রগল্ভং পরশং । অখণ্ডং অজং ভানুকোটিপ্রকাশং ॥
 ত্রয়ঃ শূল নিমূলনং শূলপানিং । ভজেহং ত্বানীগতিং ভাবগম্যং ॥৫

কলাভীত কল্যাণ কলান্তকারী । সদা সজ্জনসংসর্গাতা পুরানী ।
 চিদাম্বর সন্মোহ মোহাপহারী । প্রসীদ প্রসীদ প্রভো মঙ্গলকারী ॥৬
 ন বাবু উমানাথ পাদারবিন্দ । ভজন্তীহ লোকে পরে বা মরণাশ্রয় ॥
 ন ভাবেন্দ্রধন শান্তি সন্তাপনাশন । প্রসীদ প্রভো সর্বভূতাবিধাসন ॥৭
 ন জানামি যোগং জপং মৈব পূজাং । মতোহহং সদা সর্বদা শঙ্কুং কুণ্ডলং ।
 জরা ভয় দুঃখৌষ ভাতপ্যমানং । প্রভো পাহি আপন্নং মাশীশ শস্তো ॥৮

শ্লোক— রুজাষ্টকমিদং প্রোক্তং বিপ্রৈঃ হরতোষয়ে ।
 যে পঠন্তি নরা নরা ভক্ত্যা তেষাং শঙ্কুঃ প্রসীদতি ॥৯
 দোহা— স্ত্রী বিনতী সর্বগ্য সিব দেখি বিপ্র অমুরাণ্ড ।
 পুনি মন্দির নভবানী ওই দ্বিজবর বস মাণ্ড ॥১০ক॥
 জোঁ প্রসন্ন প্রভু মো পর নাথ দীন পর মেহ ।
 নিজ পদ ভগতি দেই প্রভু পুনি দূসর বর দেহ ॥১০খ॥
 ভব মায়া বস জীব জড় সমুত্ত ফিরই ভুলান ।
 তেহি পর ক্রোধ ন করিঅ প্রভু কৃপাসিদ্ধ ভগবান ॥১০গ॥
 সঙ্কর দীনরয়াল অব এহি পর হোহ কৃপাল ।
 সাপ অমুগ্রহ হোই জেহি নাথ ধোরেহী কাল ॥১০ঘ॥

পটাসুবাদ

ছন্দ—হে শিব ! নির্বাণরূপী নমিসু তোমাংরে । বেদমুক্তি ত্রয় বিজ্ঞ ব্যাপক আকা
 নিষ্ঠুর্গ ও নির্বিকল্প নিরীহ নিষ্ঠায় । চিদাকাশ দিগম্বর ভজিসু তোমাং ॥১
 তুরীয় ওকারমূল নিরাকার জেশে । বাক্য ও মানস-পার নমিসু গিরীশে ॥
 করাল মহাকালকাল কৃপাধারে । সগুণ সংসার-পার নমিসু তোমাংরে ॥২
 তুষার-গিরির সম খেতান্ত গভীর । কামদেব-কোটিপ্রভ ক্রীযুত শরীর ॥
 শিরে তব নদী তুমি চারু গলাধর । ললাটে বালেদু তব কণ্ঠে অহিবর ॥৩

বাংলা অর্থ—সোহাই ন-শোভা পায়না ; ত্রিজগ জোনি—ত্রিধাক্ মোনি ; ব্যাপী
 —ব্যাপ্ত হইয়াছে ; নির্বিকল্প—ভেদরহিত ; নিরীহ—ইচ্ছারহিত ; আকাসবাস-
 দিগম্বর, ০৪ ; তুরীয়—ত্রিগুণাতীত ; অনোক্ত—কামদেব ; ক্ষুরনমোলি—মহাবে
 শোভমান ; লসন্তাল বালেদু—কপালে শোভমান তৃতীয়র চন্দ্রবিশিষ্ট ; শৃগাধীশচন্দ্রা-
 ধর—সিংহচন্দ্রের বজ্রধারণকারী ; ত্রয়ঃ সুল নিমূলনং—(আধ্যাত্মিক, আদৈবিক
 আধিভৌতিক) এই তিন প্রকার বেদনানিশ্চলকারী ; ভাবগম্য—(প্রেম) ভাবধারাই প্রাণী
 কলান্তকারী—যুগপ্রলয়কারী ; পুরানী—ত্রিপুরাসুরের শত্রু ; সন্মোহ—মগষ্ট ; সর্ব
 ভূতাবিধাস—সর্বজীবের অন্তরে বাসকারী ; মাণ্ড—প্রার্থনা কর ; ভুলান—ভ্রাতা
 ধোরেহী কাল—অনকালের মধ্যেই ; দুঃখৌষ—হঃখসমূহ ; (দো—১০১-০৮ ক, খ)

কর্ণেতে কুণ্ডল ঢাক্ত যুজ্ঞ যুগলম। মীলকঙ বদ্যাপর প্রমদ বদল।
 যুগপতি চর্যায়র দুণ্ডমালা-ধর। সর্বনাথ সর্বপ্রিয় প্রণমি শব্দর।৪
 অজ ও অখণ্ড-হ্র্যতি ভাসু কোটি-সম। প্রশস্ত ও পর-ঈশ মহাচণ্ড-ভম।
 ভাপজ্ঞর-বিনাশন তুমি শূলপাণি। ভাবগম্য হে উমেশ! ভজি যুক্ত-পাণি।৫
 কলার অতীত তুমি কল-অজকারী। সজ্জনে আনন্দ-দাতা তুমি ত্রিপুরারি।
 চিদানন্দধন তুমি মোহ-নাশ-কারী। প্রসীদ প্রসীদ প্রভো! ওহে মঙ্গলারি! ৬
 উমা-নাথ-পাদ-পদ্ম যদি কোন জন। ইহধামে পরজ বা না করে ভজন।
 সুখ-শাস্তি না লভে না তাপের বিনাশ। প্রসীদ হে প্রভো! তুমি সর্বভূতাবাস।৭
 নাহি জানি যোগ-জপ না জানি অর্চন। সর্বদা মমিহু তোমা' মঙ্গল কারণ।
 জরা, জঘ্ন, দুঃখরাশি তাপিছে সতত। প্রভো! রক্ষ ওহে শঙ্কো! হইলু প্রণত।৮
 এই রুজ্জাষ্টক বিপ্র রচিলেন মহেশ্বরে ভূমিবার তরে।

যে জন পড়িবে হ'য়ে ভক্তিপর মহেশ্বর তুষ্ট তার'পরে।

দোহা— শুনিয়া বিনতি সর্বজ্ঞ মহেশ হইলেন বিপ্রে প্রীতিপর।

সে মন্দিরে পুন হ'ল নভোবাণী তুমি বর মাগ দ্বিজবর। ১০৮ক।

তুষ্ট যদি হও প্রভো! অম'পরে দীন'পরে যদি স্নেহপর।

নিজ-পদে ভক্তি দাও প্রভু! পুন তা'র তরে দাও অজ্ঞ বর। ১০৮খ।

তব মায়াবশ চর ও অচর ফিরিছে বিবর্জিত-জ্ঞান।

তা'র 'পরে ক্রোধ না করিবে প্রভো! ওহে কৃপাসিদ্ধ ভগবান্। ১০৮গ

হে শব্দর! তুমি দীনে দয়াবান্ এর'পরে হইবে সচয়।

শাপ লয় যেন অনুকম্পারূপ তা'র তরে অলকাল রয়। ১০৮ঘ।

মূল

চৌ—এহি কর হোই পরম কল্যান। সোই করছ অব কৃপানিধান।

বিপ্র গিরা স্থনি পরহিত সানী। এবমস্ত ইতি ভই নভবানী। ১

অদপি কীম্‌হ এহি দারুন পাপ। মৈ পুনি দীম্‌হি কোপ করি সাপ।

তদপি তুমহারি সাধুতা দেখী। করিহউঁ এহি পর কৃপা বিসেবী। ২

ছমাসীল জে পর উপকারী। তে দ্বিজ মোহি প্রিয় জখা ধরারী।

মোর সাপ দ্বিজ ব্যর্থ ন জাইহি। জগ্ন সহস অবস্ত য়হ পাইহি। ৩

জনমত মরত দুসহ দুখ হোজি। এহি স্বজউ নহি ব্যাপিহি সোজি।

কবনেউঁ জগ্ন মিটিহি নহি গ্যান। সুনহি সূজ মম বচন প্রবান। ৪

রঘুপতি পুরী জগ্ন তব ভয়উ। পুনি তৈঁ মম সেবী মম দয়উ।

পুরী প্রভাব অনুগ্রহ মোরেঁ। রাম ভগতি উপজিহি উর তোরেঁ। ৫

সুনু মম বচন সত্য অব ভাঞি। হরিতোষন বৃত্ত দ্বিজ সেবকাঞি।

অব জনি করহি বিপ্র অপমান। জানেন্স সন্ত অনন্ত সমান। ৬

ইন্দ্র কুলিস মম সুল বিসাল। কালদণ্ড হরি চক্র করাল।
 জো ইহু কর মার। নহি মরই। বিপ্র জোহ পাবক সো জরই। ৭
 অস বিবেক রাখেছ মন মাহী। তুমহ'কই জগ দুর্ভ কছু নাহী।
 ঠরউ এক আসিষা মোরী। অপ্রেতিহত গতি হোইহি তোরী। ৮

দোহা— সুনি সিব বচন হরষি গুর এবমন্ত ইতি ভাবি।
 মোহি প্রবোধি গরউ গৃহ সজ্জ চরন উর রাখি ॥১০৯ক॥
 প্রেরিত কাল বিজি গিরি জাই ভরউ 'মৈ' ব্যাল ॥
 পুনি প্রয়াস বিনু সো তনু তজউ 'গএ' কছু কাল ॥১০৯খ॥
 জোই তনু বরউ তজউ পুনি অনায়াস হরিজান।
 জিমি মূতন পট পহিরই নর পরিহরই পুরান ॥১০৯গ॥
 সিব রাখী প্রাপ্ত নীতি অক্ল মৈ' নহি পাবা ক্লেশ।
 এহি শিখি শব্দকউ বিবিমি তনু গ্যান ন গাউ খণ্ডে। ১০৯ঘ॥

পত্ন্যুবাদ

চো—ইহার যাছাতে হ'বে পরম কল্যাণ। তাই কর তা'র প্রতি কৃপার নিধান।
 বিপ্র-বাক্য পরহিত করিল সূচিত। নভোবাণী 'তা'ই হোক' হইল উখিত ॥১
 যত্নপি সে করেছিল নিদারুণ পাপ। আমি পুন কোপ-বশে দিমু তা'রে শাপ ॥
 তথাপি হেরিয়া এবে সাধুতা তোমার। এর'পরে সবিশেষ হ'ব কৃপাপর ॥২
 কামাঙ্গীল যা'রা তথা পর-উপকারী। তা'রা মম প্রিয় দ্বিজ। যেমন ধরারি ॥
 মম শাপ এর তরে ব্যর্থ না হইবে। সহস্র জনম তাই গ্রব সে লভিবে ॥৩
 জন্ম-মৃত্যু দুঃখ ভারী জীব যাহা পায়। দ্বন্দ্বমাত্র তা'র কিন্তু ব্যাপিবে না তা'র ॥
 কোন জন্মে শেষ নাহি হবে তব জ্ঞান। শুন শূদ্র! এই মম বচন প্রমাণ ॥৪
 রঘুপতিপুরে হ'ল তোমার জনম। পুন মম সেবা-তরে দিয়েছিলে মন ॥
 অযোধ্যা-প্রভাবে তথা মম দয়াভারে। রাম-ভক্তি জন্মে তব হিয়ার মাঝারে ॥৫
 এবে তাই শুন! মম প্রামাণ্য বচন। বিপ্র-সেবা অর্থে ভেনো হরির ভোষণ ॥
 আর কছু না করিবে বিপ্র-অপমান। সাধু জনে গনি' ল'বে অনন্ত-সমান ॥৬
 ইন্দ্র-বজ্র-সম মম ত্রিশূল বিশাল। কালদণ্ড হরি-চক্র কঠোর করাল ॥
 ইছাতেও নাহি মরে যদি কোন জন। বিপ্রজোহ-দাবাগিতে লভে সে মরণ ॥৭
 হেন জ্ঞান ধর যদি আপন-অস্তরে। জগতে তুল্লভ কিছু নাহি তোমা' তরে ॥
 আর এক আশীর্বাদ লও হে আমার। বাধা-হীন গতি জানো হইবে তোমার ॥৮

বাংলা অর্থ—প্রাপ—শাপ; জনমত মরত—জন্ম ও মৃত্যুভিত্তিক; কবচকউ—জন্ম—
 কোন জন্মে; দয়উ—দিয়েছিলে; সুল—ত্রিশূল; মারা—আঘাত; জরই—ভয় হর;
 হরিজান—হরিবাহন গরুড়; গানী—মিশ্রিত; টেঁ—ভূমি; (দো—১০৯ ক, খ, গ, ঘ)

বাহা— আমি শিব-বাণী হরষিত গুরু 'ভাই হ'বে' একথা কহিলা।

মোরে প্রবোধিয়া ঘরে ফিরি গেলা শঙ্কু-পত্ৰ হিয়াতে রাখিলা ॥১০৯ক

কাল বশে আমি বিদ্যাচল গিয়া জন্ম লভি ব্যাল-রূপ ধরি'।

পুন অনায়াসে সেই তনু ত্যজি' কিছু কাল এহেন আচরি ॥১০৯খ

যেই তনু ধরি ত্যজি তাহা পুন অনায়াসে হে হরি-বাহন।

যথা নব বস্ত্র পরে কোন জন পরিহরি' বাহা পুরাতন ॥১০৯গ

মহেশ রক্ষমে বেদের বিধান আমি না লভিনু কোন ক্লেশ ॥

হেনমতে ধরি বহু তনু আমি জ্ঞান মম না যায় খগেশ! ১০৯ঘ

মূল

চৌ—ত্রিজগ দেব নর জেই তনু ধরউ'। তই তই রাম ভজন অনুসরউ' ॥

এক সুল মোহি বিসর ন কাউ'। গুর কর কোমল সীল সুভাউ' ॥১

চরম দেখে দ্বিজ কৈ মৈ' পাঞি। সুর তুল'ত পুরান শ্রুতি গাঞি ॥

খেলউ' তহুঁ' বালকনহ মীলা। করউ' সকল রঘুনায়ক লীলা ॥২

শ্রৌচু ভএ' মোহি পিতা পঢ়াব। সমরউ' সুরউ' গুনউ' নহি' ভাব। ॥

মম তে সকল বাসনা ভাগী। কেবল রাম চরন লয় লাগী ॥৩

কহু খগেশ অস কবন অভাগী। খরী সেব সুরধেবুহি ভাগী ॥

শ্রেম মগন মোহি কহু ন সোহাই। হারেউ পিতা পঢ়াই পঢ়াই ॥৪

ভএ কালবস জব পিতু মাতা। মৈ' বন গয়উ' ভজন জনব্রাত। ॥

জই জই বিগিন মুমীশ্বর পাবউ'। আশ্রম জাই জাই সিরু নাবউ' ॥৫

ব রউ' তিনহহি রাম গুন গাহ। কহহি' সুরনেউ' হরষিত খগনাহ। ॥

সুনত ফিরউ' হরি গুন অনুবাদ। অব্যাহত গতি সমু প্রসাদ। ॥৬

ছুটী ত্রিবিধ ঈশনা গাঢ়ী। এক লালসা উর অতি বাঢ়ী ॥

রাম চরন বারিজ জব দেখৌ'। তব নিজ জন্ম সফল করি লেখৌ' ॥৭

জেহি পুঁছউ' মোই মুনি অস কহই। ঈশ্বর সব ভূতময় অহই ॥

নিগুন মত নহি' মোহি সোহাই। সগুন ব্রহ্ম রতি উর অধিকাই ॥৮

মোহা— গুর কে বচন সুরতি করি রাম চরন মনু লাগ।

রঘুপতি জন গাবত ফিরউ' ছন ছন নব অনুরাগ ॥১১০ক

মেরু সিংহর বট ছায়া' মুনি লোমস' আসীন।

দেখি চরন সিরু নায়উ' বচন কহউ' অতি দীন ॥১১০খ

সুনি মম বচন বিনীত মৃত মুনি কৃপাল খগরাজ।

মোহি সাদর পুঁছত ভএ দ্বিজ আমছ কেহি কাজ ॥১১০গ

তব মৈ' কহা কৃপানিধি তুমহ সৰ্বগ্য সজ্ঞান।

সগুন ব্রহ্ম অবরাধন মোহি কহছ ভগবান ॥১১০ঘ

চৌ—জিজ্ঞাসে দেব, নয় যেই তনু ধরি'। রামের ভজন যথা তথা অনুসরি ॥
 এক ব্যথা কিন্তু মনে গ্রথিত রহিল। স্মরি' সে মধুর শীল গুরুতে যা'ছিল ॥১
 চরণে বিস্তার দেহ করিনু ধারণ। পুরাণ ও শ্রুতি-মতে তুল্য জীবন ॥
 মিলিনু তখন বাল্যে সহ শিশুগণ। রঘুনাথ-লীলা যত আচরি তখন ॥২
 ঐচ্ছিকালে পিতা মোরে যাহা শিক্ষা দেন। বুঝি' শুনি' বিচারি' না করে স্তম্ভনাম
 মন হ'তে মম সব কামনা পাশরে। মন মগ্ন হ'তে চায় রাম-পদ-পরে ॥৩
 কহ হে খগেশ ! কে বা অভাগা এমন। কামনেনু ত্যজি' করে গর্দভ পালন ॥
 কিছু নাহি লাগে ভাল শ্রেয়ে-মগ্ন মন। বহু শিক্ষা দিয়া পিতা পরাজিত হ'ন ॥৪
 পিতা-মাতা দোহা যবে কালবশ হ'ন। হরি ভজিবারে করি বনেতে গমন ॥
 যেথা সেথা বনে গিয়া মিলি মুনিগণ। সেথায় আশ্রমে মমি সাধুর চরণ ॥৫
 তাঁ'সবারে পুছিলাম রাম-গুণ-গাথা। হে খগেশ ! হরষিত শুনিমু সে কথা ॥
 হরিগুণ কথা শুনি যেথায় সেথায়। অব্যাহত গতি মম শিবের কৃপায় ॥৬
 জিবিধ এষণা গাঢ় টুটে মন হ'তে। মহতী লালসা এক জাগিল হিয়াতে ॥
 রামের চরণ-পদ্ম যখন হেরিব। জনম আপন তবে সফল বুঝিব ॥৭
 যারে পুছি সেই মুনি এই কথা কহে। দেখি সকল জীবে সদা-তরে রহে ॥
 নিগুণ এ'মতে মম রুচি নাহি ছিল। সগুণ ব্রহ্মেতে রুচি বেশী উপজিল ॥৮
 দোহা— গুরুর বচন স্মরি' মনে মনে রাম-পদে প্রেম উপজিল।

রঘুপতি গুণ গাহি আর ফিরি নব প্রেমে মানস ভরিল ॥১১০ক
 মেরু-গিরি-চূড়ে বটের ছায়াতে র'ন মুনি লোমস আসীন।
 চরণ হেরিয়া মন্তক নমিয়া কহিনু বচন অতি দীন ॥১১০খ
 শুনি' মম কথা মুগ্ধ ও বিনীত হে খগেশ ! সেই মুনিবর ॥
 কৃপাল পুছেন গোরে সমাদরে কি কাজে হেথা হে দ্বিজবর ! ॥১১০গ
 কহিনু উত্তরে ওহে কৃপানিধি ! সর্বজাতা তুমি জ্ঞানবান।
 সগুণ ব্রহ্মের আরাধনা বিধি কহ তুমি মোরে ভগবান ॥১১০ঘ

মূল

চৌ—তব মুনীস রঘুপতি গুন গাথা। কহে কছুক সাধর খগনাথা ॥

ব্রহ্মগ্যান রত মুনি বিগ্যানী। মোহি পরম অধিকারী জানী ॥১

বাংলা অর্থ—বিসর ন কাউ—কখনও ত্যাগ করে নাই ; সমবৃত্তি স্তম্ভট' স্তম্ভট'—
 বুঝিলাম, শুনিলাম ও বিচার করিলাম ; নহি ভাবা—ভাল লাগিল না ; খরী সেব—
 গর্দভসেবা ; বুঝউ—জিজ্ঞাসা করিলাম ; ছুটী—নষ্ট হইল ; জিবিধ ভৈষনা—গুণ, ধর্ম ও
 মানের কামনা ; লেখৌ—গণ্য করিব ; স্মরতি করি—স্মরণ করিয়া ; অবরাধন—
 আরাধনা ; গাঢ়—গাঢ় ; পুহত ভয়ে—জিজ্ঞাসা করিল ; (দো—১১০ ক-ঘ)

লীগে করন ব্রজ উপদেশ। অজ অবৈত অশুন হৃদয়েসা ॥
 অকল অনীহ অনাম অরূপ। অনুভব গম্য অখণ্ড অনুপা ॥২
 মন গোভাত অমল অবিনাস। নির্বিকার নিরবধি স্তম্ভ রাসী ॥
 সে। তেঁ তাহি তোহি নহি ভেদ। বারি বৌচি ইব গাবহি বেদ ॥৩
 বিবিধি ভাঁতি মোহি মুনি সমুদায়। নিগুণ মত মম হৃদয় ন আবা ॥
 পুনি মৈ কহেউ নাই পদ সোস। সগুন উপাসন কহহ মুনোস ॥৪
 রাম ভগতি জল মম মন মৌন। কিমি বিলগাই মুনৌশ প্রাণীনা ॥
 সেই উপদেশ কহহ করি দায়। নিজ নয়ননহি দেখৌ রঘুরায় ॥৫
 ভরি লোচন বিলোকি অবশেস। তব স্ননিহউ নিগুণ উপদেশ ॥
 মুনি পুনি কহি হরিকথা অনুপা। খণ্ডি সগুন মত অশুন নিরূপা ॥৬
 তব মৈ নিগুণ মত কর দূরা। সগুন নিরূপউ করি হঠ ভূরা ॥
 উত্তর প্রতিউত্তর মৈ কীন্হা। মুনি তন ভএ ক্রোধ কে চান্হা ॥৭
 স্নু প্রভু বহত অবগ্যা কিএ। উপজ ক্রোধ গ্যামিন্হ কে হিএ ॥
 অতি সঙ্গরষন জৌ কর কোজি। অনল প্রগট চন্দন তে হোজি ॥৮

দোহা— বারমবার সাকোপ মুনি করই নিরূপন গ্যান।
 মৈ অপনে মন বৈঠ তব করউ বিবিধি অনুমান ॥১১১ক।
 ক্রোধ কি দৈতবুদ্ধি বিকু দৈত কি বিমু অগ্যান।
 মায়াবস পরিহ্রিষ্ট জড় জীব কি জৈস সমান ॥১১১খ॥

পঞ্চায়াদ

চৌ—তদা মুনি কহে কিছু রাম-গুণগান। হে খগেশ! সমাদরে করিয়া বাখান ॥
 ব্রজজ্ঞান-রত মুনি বিবেকী বিজ্ঞানী। মোরে উচ্চ অধিকারী কিন্তু মনে মানি ॥১
 লাগিলেন কহিবারে ব্রজতত্ত্ব-জ্ঞান। দৈতহীন, গুণাতীত, অজ, ভগবান ॥
 অনীহ, না বুদ্ধিগম্য, অরূপ, অনাম। অনুভবগম্য, পূর্ণ, এক অনুপম ॥২
 মন ও ইন্দ্রিয়াতীত, শুদ্ধ, অবিনাশী। নির্বিকার, নিরবধি তথা স্তম্ভরাসী ॥
 সেই তিনি তৎ স্বয়ং, নাহি তাঁ'র ভেদ। বারি ও তরঙ্গ-সম গায় তাহা বেদ ॥৩
 বিবিধ প্রকারে মোরে মুনোণ বুঝায়। নিগুণ যে মত মম হিয়া নাহি ল'য় ॥
 পুন আশি কহি তাঁ'রে হ'য়ে নতিপর। সগুণ যে উপাসনা কহ মুনিবর ॥৪
 রাম-ভক্তি জল আর মম মন-মৌন। কেমনে পৃথক করি মুনৌশ প্রাণীণ! ॥
 দয়া করি দাও মোরে শুখু সেই জ্ঞান। রঘুরাজে যাহে হেরে আপন নয়ান ॥৫

বাংলা অর্থ—সে। তেঁ তাহি তোহি—তৎ, তম্ (ভূগি, সে); বিলগাই—পৃথক্, ক'রি;
 নিরূপা—নিরূপণ করিলেন; নিরূপউ—নিরূপণ করিলাম; অবগ্যা কিএ—অবজ্ঞা
 করিলে; অকল—বুদ্ধিধারা পরিমাপের অ:বাণ্য; অনীহ—চেষ্টারহিত; (দোহা—১১১ ক,খ)

মোচন ভরিয়া আগে দেখি অবশেষ । পিছু শুনিবারে চাই নিশ্চয় গোপদেশ ॥
 মুনি কহি' হরি-কথা অতি অনুপম । সগুণ খণ্ডিয়া করে নিগুণ স্থাপন ॥৬
 তখন নিগুণ মত করিষু খণ্ডন । ভূরি হঠাতে করি সগুণ স্থাপন ॥
 উত্তর ও প্রত্যুত্তর করি যথোচিত । মুনি-মন তাহে হয় ক্রোধেতে পুরিত ॥৭
 শুন প্রভু! অপমান ভূরি যদি হয় । ক্রোধে ভরে যার জেনো জ্ঞানীর হৃদয় ॥
 কেহ যদি করে কাঠে অতি সংবর্ধণ । অমল প্রকট হ'বে হইতে চন্দন ॥৮

দোহা— মুনি বার বার অতি কোপ-ভরে করে জ্ঞান-তত্ত্ব-নিরূপণ ।
 অনুমান করি' বিবিধ প্রকার চিন্তাপর হয় মম মন ॥১১১ক॥
 বিনা দ্বৈত-বুদ্ধি কোথা' ক্রোধ-স্থান দ্বৈত না অজ্ঞান বিনা হয় ।
 মায়াতে বিবশ পরিচ্ছিন্ন প্রাণী জৈশ্বর-সমান কভু নয় ॥১১১খ॥

মূল

চৌ—কবছ' কি দুখ সব কর হিত তার্কে । তেহি কি দরিদ্র পরম মনি জার্কে ।
 পরজোহী কী হোহি' নিসঙ্ক । কামী পুনি কি রহহি' অকলঙ্ক ॥১
 বংস কি রহ বিজ্ঞ অনহিত কীমর্হে । কর্ম কি হোহি' স্বরূপহি চৌমর্হে ॥
 কাহু স্মৃতি কি খল সঙ্গ জামী । স্মৃত গতি পাব কি পরজিয় গামী ॥২
 ভব কি পরহি' পরমাত্মা বিন্দক । স্মৃতি কি হোহি' কবছ' হরি নিন্দক ॥
 রাজু কি রহই নীতি বিনু জানে । অঘ কি রহহি' হরিচরিত বখানে ॥৩
 পাবন জস কি পুণ্য বিনু ছোজি । বিনু অঘ অজস কি পাবই কোজি ॥
 লাভু কি কিছু হরি ভগতি সমান । জেহি গাবহি' শ্রুতি সন্ত পুরান ॥৪
 হানি কি জগ এহি সম কিছু ভাজি । ভজিঅ ন রামহি নর তমু পাজি ॥
 অঘ কি পিস্তনতা সম কছু আনা । ধর্ম কি দয়া সরিস হরিজানা ॥৫
 এহি বিধি অমিতি জুগুতি মম গুনউ । মুনি উপদেশ ন সাদর সুনউ ॥
 পুনি পুনি সগুন পছ মৈ' রোপা । তব মুনি বোলেউ বচন সেকোপা ॥৬
 মূঢ় পরম সিখ দেউ ন মানসি । উত্তর প্রতিউত্তর বহু আনসি ॥
 সত্য বচন বিশ্বাস ন করহী । বায়স ইব সবহী তে ডরহী ॥৭
 সঠি স্বপচ্ছ তব হৃদয়' বিসাল । সপদি হোহি পচ্ছী চণ্ডাল ॥
 লীনছ শ্রাপ মৈ' সীস চট্টাজি । নহি' কছু ভয় ন দীনতা আজি ॥৮

দোহা— তুরত ভয়উ মৈ' কাগ তব পুনি মুনি পদ সিরু নাই ।
 স্মিরি রাম রঘুবংস মনি হরষিত চলেউ' উড়াই ॥১১২ক॥
 উমা জে রাম চরন রত বিগত কাম মদ ক্রোধ ।
 নিজ প্রভুময় দেখহি' জগত কেহি সন করহি' বিরোধ ॥১১২খ॥

চো—কেমনে সে দুঃখী হিত সবার যে চায় ? স্পর্শমণি যা'র সে কি মহিমা পায় ?
 পরজোহী কখন কি হইবে নিঃশঙ্ক ? কামী জন কভু কি বা হয় অবলম্ব ? ॥১
 বিপ্লবের অহিত সাধি' বংশ কি রহিবে ? আত্ম-জ্ঞান লাভ' পুনঃ বর্ষ কি থাকিবে ?
 খল-সঙ্গ করি' কেবা স্মৃতি লাভিবে ? পরনারীগামী কেহ স্মৃতি কি ভুলিবে ? ॥২
 পরমাত্মা-বেত্তা কভু ভব-দুঃখ পায় ? হরি-নিন্দা করি' কা'র স্মৃতি দিন যায় ?
 নীতিজ্ঞান ভ্যজি' কা'র রাজ্য রক্ষা হয় ? হরি-কথা বাখানিয়া পাণী কভু রয় ? ॥৩
 পুত যশ কভু কেবা পুণ্য বিনা পায় ? পাপ বিনা অপযশ কাহাতে পৌঁছায় ?
 হরি-ভক্তি-সম লাভ কোথা' রহে আন ? পুরাণ, সাধু ও বেদ করে যা'র গান ॥৪
 এর সম হানি' কিছু ধরাতে কোথা— নর-দেহে যদি নাহি ভজিবারে চায় ?
 পরনিন্দা-সম পাপ আর কিবা আন ? দয়া-সম ধর্ম কিবা ওহে হরিমান ! ॥৫
 হেনগতে বহু যুক্তি মনে বিচারিষু । মুনি উপদেশ নাহি সাদরে শুনিষু ॥
 বহুশ সগুণ-পক্ষ করি সমর্থন । তদা মুনি কোপ-ভরে কহেন বচন—
 “হে মূঢ় ! পরম শিক্ষা দিলে নাহি আনো । উত্তর ও প্রত্যুত্তর বহু তুমি আনো ॥
 সত্য ব'লে বিশ্বাস না করিছ স্থাপন । কাক-সম ভয় কর সকলে পোষণ ॥৭
 হে শঠ ! স্বমতে তব সূদৃঢ় বিশ্বাস । এখনি হইবে চণ্ড বিহঙ্গ বায়স ॥”
 এই শাপ আমি মম শির'পর লই । ভয় বা দৈত্রেয় নাহি বিচলিত হই ॥৮
 দোহা— তরা লাভ করি বায়সের তমু মুনি-পদে মস্তক নগিয়া ।
 রঘুবংশ-মণি রামেরে স্মরিয়া হরষিত চলিষু উড়িয়া ॥১১২ক॥
 হে উমা ! যাহার। রাম-পদে নত বিবর্জিত কাম-মদ-ক্লেদ ।
 নিজ প্রভুময় হেরিবে জগৎ কারো সনে না করে বিরোধ ॥১১২খ॥

মূল

চো—সুস্থ খগেন নহি' কছু রিষি দুষন । উর প্রেরক রঘুবংশ বিভূষণ ॥
 কুপাসিঙ্কু মুনি মতি করি ভোরী । লীনহী প্রেম পরিচ্ছা মোরী ॥১
 মম বচ ক্রম মোহি নিজ জন জানা । মুনি মতি পুনি ফেরী ভগবান ॥
 রিষি মম মহত সীলতা দেখী । রাম চরন বিশ্বাস বিসেসী ॥২
 অতি বিসময় পুনি পুনি পছিতাঙ্গি । সাদর মুনি মোহি লীনহ বোলাঙ্গি ॥
 মম পরিতোষ বিবিধি বিধি কীন্হা । হরষিত রামমন্ত্র তব দীন্হা ॥৩

বাংলা অর্থ—তাকৈ—তাকাইলে ; অনহিত কীন্হে—অপকার বরিলে ; অরূপহি
 চীন্হে—আত্মজ্ঞান লাভ করিলে ; অনহিত কীন্হে—অহি ও বরিলে ; পরমাত্মাবিলম্বক—
 পরমাত্মজ্ঞাতা ; পিস্মনতা—পরনিন্দা ; গুনউ—বিচারক রিলাম ; রোপা—হাণিত করিলাম ;
 ডরহী—ভয় পাইতেছিল ; পছী চণ্ডালা—চণ্ড পক্ষী (বাব) ; সীস চড়াই লীনহ—
 শিরোধারণ করিলাম ; সপদি—এইক্ষণে ; (চো—১১২ ক, খ)

বালকরূপ রাম কর ধ্যান। কহেউ মোহি মুনি কুপানিধান।
 সুন্দর সুখদ মোহি অতি ভাব। সো প্রথমহি মৈ তুমহি সুনাব। ৪
 মুনি মোহি কছুক কাল তই রাখা। রামচরিতমানস তব ভাব।
 সাদর মোহি হ কথ্য সুনাই। পুনি বোলে মুনি গিরা সুনাই। ৫
 রামচরিত সর গুণ্ড সুনাব। সন্তু প্রসাদ তাত মৈ পাব।
 ভোহি নিজ ভগত রাম কর জানী। তাতে মৈ সব কহেউ বখানী। ৬
 রাম ভগতি জিনহ কেঁ উর নাই। কবছ ন তাত কহিঅ তিনহ পাই।
 মুনি মোহি বিবিধ ভাতি সুনাব। মৈ সপ্রেম মুনি পদ সিরু নাব। ৭
 নিজ বর কমল পরসি মম জীসা। হরষিত আসিষ দীনহ মুনীসা।
 রাম ভগতি অবিরল উর তোরে। বসিহি সদা প্রসাদ অব মোরে। ৮

দোহা— সদা রাম প্রিয় হোল তুমহ স্তুত গুন ভবন অমান।
 কামরূপ ইচ্ছা মরন গ্যান বিরাগ নিধান ॥১১৩ক॥
 জেহি আশ্রম তুমহ বসব পুনি স্তুতিরত শ্রীভগবন্ত।
 ব্যাপহি তই ন অবিষ্ঠা জোজন এক প্রজন্ত ॥১১৩খ॥

পত্নাহ্বাদ

চৌ—হে খগেশ! ইথে ঋষি-দোষ নাহি গণি। হিয়াতে প্রেরণা দেন রঘুবংশ-অগি।
 কুপাসিঙ্গু মুনি-মতি দিলেন ভুলায়ে। প্রেমের পরীক্ষা মম নিলেম করা'য়ে ॥১
 কামরূপনোবাক্যে মোরে জানি' নিজ জন। ভগবান্ মুনি-মতি ফিরাইয়া দেন ॥
 ঋষি যদা হেরে নিষ্ঠা মহতী শীলতা। রাম-পদে রহে মম রতি-বহুলতা ॥২
 অতীব বিন্দয়ে মুনি পিছু তাপ করে। আমারে ডাকিয়া পুন নিলেম আদরে ॥
 বহুধা আগারে করি' অতীব ভোষিত। রাম-হস্ত দেন মোরে হ'য়ে হরষিত ॥৩
 বালক-রূপেতে রামে পূজাতরে ধ্যান। কহেন আমারে মুনি কুপার নিধান ॥
 সুন্দর সুখদ তাহা তুমিল আমারে। আদিতে তাহাই আমি সুনাই তোমারে ॥৪
 কিছুকাল মুনি মোরে সেথা দিলা বাস। শিখাইলা মোরে রাম-চরিত-ভাস ॥
 সমাদরে মোরে মুনি সে কথা সুনায়। সুন্দর বচন পুন মোরে কহি' দেয় ॥৫
 রামের চরিত-সরে গুণ্ড চিত্তারাম। সন্তুর প্রসাদে তাত। তা'রে লভিলাম ॥
 তোমারে একান্ত-ভাবে রাম-ভক্ত জানি'। কহিলাম সেই কথা সকল বাখানি' ॥৬
 রাম-ভক্তি নাহি যা'র হৃদয়-মাঝারে। এ'কথা না কহ তাত! কখনো তাহারে ॥
 বুঝা'য়ে কহেন মুনি বিবিধ প্রকারে। সপ্রেমে শুনিষু তব শির নত ক'রে ॥৭

বাংলা অর্থ—মতি ভোরী করি—মতিভ্রমাদয়; মতি ফেরী—মতি দিয়াছিলেন;
 সুনাই—সুন; তাতে—সেই; হে; অবিরল—অগাধ; কামরূপ—ইচ্ছারূপ রূপ
 ধারণকারী; প্রজন্ত—পার্থক্য; ভাষা—বর্ণনেন; ভাবা—ভাল লাগিল; দো—১১৩ ক, খ

রক্ষা করি' নিজ-কর মম শির'পর। হরষিত আশীর্বাদ দেন মুনিবর।
 অবিরল রাম-ভক্তি তোমার হিয়াতে। নিবসিবে চিরতরে আমার দয়াতে। ৮
 দোহা— রাম প্রিয় হও সদা-তরে তুমি হে অমানী! শুভ-শুভধাম!
 ইচ্ছা-রূপ-ধারী ইচ্ছা-মৃত্যু হও বিজ্ঞান ও নৈরাগ্য-আধান! ১১৩ক
 যে আশ্রমে তুমি নিবসিবে অরণে রাখি' রাম ভগবান।
 সেখা না ব্যাপিবে অবিচার লেশ ব্যাপিয়া যোজন-সম জ্ঞান। ১১৩খ
 মূল

চৌ—কাল কর্ম গুন দোষ স্মৃতাউ। কছু দুখ তুমহি ন ব্যাপিহি কাউ ॥
 রাম রহস্য ললিত বিদি নানা। গুপ্ত প্রগট ইতিহাস পুরানা। ১
 বিমু শ্রেম তুমহি জানব সব সোউ। নিত নব নেহ রাম পদ হোউ ॥
 জো ইচ্ছা করিহু মন মাহী। হরি প্রসাদ কছু দুর্লভ নহী ॥ ২
 সুন মুনি আশিষ স্নমু মতিধীর। ব্রহ্মগিরি হই গগন গভীর। ৩
 এবমস্ত তব বচ মুনি গাণী। ময় মম ভগত কর্ম মন বানী ॥ ৩
 সুন নভগিরি হরষ মোহি ভয়উ। শ্রেম মগন সব সংসয় গয়উ ॥
 করি বিনতী মুনি আশ্রয় পাই। পদ সরোজ পুনি পুনি সিরু নাই ৪
 হরষ সহিত এহি আশ্রম আয়উ। প্রভু প্রসাদ দুর্লভ বর পায়উ ॥
 ইহা বসত মোহি স্নমু খগ জৈসা। বীতে কলপ সাত অরু বীসা ৫
 করউ সদা রঘুপতি গুন গান। সাদর স্নহি বিহঙ্গ জ্ঞান ॥
 জব জব অবধপুরী রঘুবীর। ধরহি ভগত হিত মনুজ সরীরা ৬
 তব তব জাই রাম পুর রহউ। সিস্বলীলা বিলোকি স্নখ লহউ ॥
 পুনি উর রাখি রাম সিস্কুপা। নিজ আশ্রম আউ খগভূপা ৭
 কথা সকল মৈ তুমহি স্ননাই। কাগ দেহ জেহি কারন পাই ৮
 কহিউ তাত সব প্রস্ন তুমহারী। রাম ভগতি মহিমা ততি ভারী ৮

দোহা— তাতে ময় তন মোহি প্রিয় ভয়উ রাম পদ নেহ।
 নিজ প্রভু দরসন পায়উ গএ সকল সন্দেহ ১১৪ক ॥
 ভগতি পচ্ছ হঠ করি রহেউ দীনহি মহারিষি সাপ।
 মুনি দুর্লভ বর পায়উ দেখছ ভজন প্রতাপ ১১৪খ ॥

পদ্মান্বাদ

চৌ—কাল-কর্ম-গুণ-দোষ স্মৃতা-ব-স-জ্ঞাত। দুঃখ-ব-ভু-তোমা' নাহি হইবে ব্যাপিত
 রামের ব-স-চারু তোমার নিকট। ইতিহাসে পুরাণে বা গৃহ বা প্রকট ১১

বাংলা অর্থ—ন ব্যাপিহি—অভিভূত করিবে না; গুপ্ত—বাস্তব; প্রগট—প্রত্যক্ষ;
 ব্রহ্মগিরি—আকাশবাণী; কর্ম মন বানী—বাস্তবোবাণী; ২গভূপা—গরুড়; জুনাই
 —ড. ইয়াহি; তাতে—সেই হেতু; নেহ—মেহ; পচ্ছ—গক্ষ; (দো—১১৪ ক, খ)

বিনাশ্রমে সুবিদিত সকল হইবে । রাম-পদে মন-প্রীতি প্রভূত লভিবে ॥
 যে ইচ্ছা করিবে তুমি মনের-মাঝার । হরির প্রসাদে নাহি তুল্য ভোগ্যার ॥২
 শুনি' মূনি-আশীর্বাদ ওহে মতিধীর ! ত্রুণ-বাণী শুনা গেল গগনে গজীর ॥
 তব বাক্য সত্য হোক ওহে মহাজ্ঞানী ! এ'কাক' ভজিছে দিয়া কাম-মনো-বাণী ॥৩
 শুনি' নভোবাণী মম হর্ষ উপজিল । প্রেমমগ্ন হ'য়ে সব সংশয় নাশিল ॥
 মূনি-আজ্ঞা লভি' পুন হইলু বিনীত । পাদ-পদ্মে পুনঃ পুনঃ শির করি' নত ॥৪
 হর্ষ-মুত এ'আশ্রমে করি আগমন । প্রভু-কৃপাবলে বর-লাভে সুখ হান ॥
 শুন খগবর মম নিবাস হেথায় ! সাতাহীশ কল্পভর কাল চলি' যায় ॥৫
 হেথা সদা করি আমি রাগগুণ-গান । সাদরে শুনিবে সব পক্ষী জ্ঞানবান ॥
 যবে আসি অযোধ্যাতে বিজে রঘুবীর । ভক্ত-হৃতে ধরিবেন মমুজ-শরীর ॥৬
 তবে আমি রাম-পুরে যাইয়া রহিব । শিশু-লীলা বিলোকিয়া আনন্দ ভুঞ্জিব ॥
 পুন হিয়া-মান্নে রাখি' শিশুরূপ রামে । ফিরিব হে খগ ! পরে আপন আশ্রমে ॥৭
 মম সব কথা আমি তোমারে শুনাই । যে কারণে কাক-দেহ যে ভাবেতে পাই ॥
 তব সব প্রশ্নোত্তর মিটিল এবার । রাম-ভক্তি-তত্ত্ব জেনো অনন্ত অপার ॥৮
 দোহা— সেহেতু এ'কায় অতি প্রিয় মম ইথে লভি রাম-পদে স্নেহ ।
 প্রভু-দরশন ইথে মম হয় চলি' যায় সকল সন্দেহ ॥১১৪ক॥
 ভক্তি-তত্ত্বে রহি হঠতা করিয়া মহর্ষি দিলেন তাহে শাপ ।
 শাপ-বর লভি মূনিরা যা' পায় দেখ তাহে ভজন প্রতাপ ॥১১৪খ॥
 সন্মাপিয়া উনত্রিশ পার্বায়ন দিন ।
 স্বাধার-চরণে এবের নমিছে এ দীন ॥

মূল

চৌ—যে অসি ভগতি জানি পরিহরহী' । কেবল গ্যান হেতু শ্রম করহী' ॥
 তে জড় কামধেনু গৃহী ত্যাগী । খোজত আকু ফিরহি' পয় লাগী ॥১
 স্নুখ খগেস হরি ভগতি বিহাজি । জে স্নুখ চাহহি' আন উপাজি ॥
 তে সঠ মহাসিদ্ধু বিনু তরনী । পৈরি পার চাহহি' জড় করনী ॥২
 স্ননি ভস্মশি কে বচন ভবানী । বোনেউ গরুড় হরষি হুতু বানী ॥
 তব প্রসাদ প্রভু মম উর মাহী' । সংসর সোক মোহ ভ্রম নাহী' ॥৩
 স্ননেউ' পুনীত রাম গুন গ্রামা । তুমহরী কুপাঁ লহেউ' বিশ্রামা ॥
 এক বাত প্রভু পূ'ছউ' তোহী । কহছ বুঝাই কুপানিধি মোহী ॥৪
 কহহি' সন্ত মূনি বেদ পুরানা । নহি' কছু তুল্য গ্যান সমানা ॥
 সেই মূনি তুমহ সম কহেউ' গোসাজি । নহি' আদরেছ ভগতি কী নাজি ॥৫
 গ্যানহি ভগতিহি অন্তর কেতা । সকল কহছ প্রভু কুপা নিকেতা ॥
 স্ননি উরগারি বচন স্নুখ মানা । সাদর বোনেউ' কাগ স্নজানা ॥৬

ভগা'ভিহি গ্যান'হি ন'হি' কছু ভেদা। উভয় হয়'হি' ভব সম্ভব খেদা ॥
 নাথ মু'নীস কহ'হি' কছু অন্তর। সাবধান সোউ স্নু'বু বিহ'জবর ॥৭
 গ্যান বিরাগ জোগ বিগ্যান। এসব পুরুষ স্নন'হু হরিজানা ॥
 পুরুষ প্রতাপ প্রবল সব ভা'তী। অবলা অবল সহজ জড় জাতী ॥৮

দোহা— পুরুষ ত্যাগি সক নারি'হি জো বিরক্ত মতিদৌর।
 ন তু কামী বিষয়াবস বিমুখ জো পদ রঘুবীর ॥১১৫ক॥
 সোং— সোউ মুন গ্যাননিধান মুগময়নী বিধু'মুখ নিরখি।
 বিবস হোই হরিজান নারি বিধু মায়া প্রগট ॥১১৫খ॥

পদ্মানুবাদ

গো - ভক্ত চই নারি' হো যে তা'পরি হরে। কেবল জ্ঞানের তরে শুধু শ্রম করে
 তা'রা জড় কামপেশু-ভবন ভোগি'। খুজিয়া ফিরিবে জেনো অর্কক্ষৌ লাগি' ॥১
 শুন হে খগেশ! হরি-ভক্তি ভোগিগিয়া। স্নুখ যা'রা চায় আন উপায় ধরিয়া ॥
 তা'রা শঠ মহাসিদ্ধু-তরগী ত্যজিয়া। পা'রে যেতে চায় শুধু সা'তার কাটিয়া ॥২
 শুনিয়া ভুযুগু-কথা শুন হে ভবানি! সানন্দে গরুড় ক'ন হেন মুছুবাগী ॥
 তোমার প্রসাদে প্রভু মগ হিয়া-মাঝে। দ্বিধা-শোক-মোহ-ভ্রম নাহিক বিরাজে ॥৩
 শুনিয়াছি সুপাবন রাম-গুণ-গ্রাম। তোমার কৃপাতে তাহে মানস-বিশ্রাম ॥
 এক কথা আর আছে পুছি'নু তোমারে। বুঝাইয়া কহ এই কৃপার আধারে ॥৪
 কহে সাধু, মুনজন বেদ ও পুরাণ। কিছু না তুল্ল'ভ বিখে জ্ঞানের সমান ॥
 নাথ! তাহা মুন করে তোমার গোচর। ভক্তি-সম তুমি তাহা না কর আদর ॥৫
 জ্ঞান ও ভক্তি দুয়ে বিভেদ কেমন। সকল কহ হে প্রভু! কৃপা-নিকেতন ॥
 শুনিয়া খগেশ-বাক্য স্নুখ ল'য়ে মানি। বলেন সাদর-বাক্য বায়স স্নুজানী ॥৬
 জ্ঞান ও ভক্তি-মাঝে নাহি কোম ভেদ। দোঁহা হরে মানুসের ভব-জাত খেদ ॥
 হে নাথ! মু'নীশ কহে কিছুটা অন্তর। সাবধানে শুন তাহা হে বিহ'জবর! ৭
 জ্ঞান ও বিরাগ তথা যোগ ও বিজ্ঞান। এ'সবে পুরুষ মানো ওহে হরিমান! ৮
 পুরুষ প্রতাপী, বলী সকল প্রকার। সহজ অবলা মায়া জানা সবাকার ৮
 দোহা— পুরুষ নারীকে ত্যজিতে পারিবে যে মু'নীশ বিরাগী হইবে।
 কিন্তু কামী নহে যে বিষয়ী কিংবা রাম-পদে বিমুখ রহিবে ॥১১৫ক॥

সোং— যদি সে মু'নীশ জ্ঞানের নিধান মুগময়নার চন্দ্রানন হেরে।
 হইবে বিবশ হে হরি-বাহন! নারী বিমুখ-মায়া প্রকটিত করে ॥১১৫খ॥

বাংলা অর্থ—আকু পয়—আগু গাছের ক্ষীর; পৈরি—চড়িয়া; জড় করনী—বড়-
 মতি; বিশ্রামা লহেউ—শান্তিলাভ করিলাম; নহি আদরেছ—সমাদর বহির্ভূত না;
 অবলা—প্রকৃতি (দ্বীপস্বামী মায়া); অবল—নির্ণয়; ত্যাগি সক—ত্যাগ করিতে পারে;
 মুগময়নী—বৃত্তী জ্ঞী; বিধু মুখ—মুখচন্দ্রমা; প্রগট—প্রত্যক্ষ; দো—১১৫ ক, খ)

চৌ—ইহাঁ ন পছপাত কহু রাখউ'। বেদ পুরান সন্ত মত ভাবউ' ॥
 মোহ ন নারি নারি কেঁ রূপা। পন্নগারি যহ রীতি অমুপা ॥১
 মায়া ভগতি স্নানহ তুমহ দোউ। নারি বর্গ জানই সব কোউ।
 পুনি রঘুবীরহি ভগতি পিয়ারী। মায়া খলু নর্তকী বিচারী ॥২
 ভগতিহি সানুকুল রঘুরায়। তাতে তেহি উরপতি অতি মায়া ॥
 রাম ভগতি নিরুপম নিরুপাদী। বসই জাসু উর সদা অবাধী ॥৩
 তেহি বিলোকি মায়া সকুচাই। করি ন সকই কহু নিজ প্রভুতাই ॥
 অস বিচারি জে মুনি বিগ্যানী। জাচহি' ভগতি সকল সুখ খানী ॥৪
 দোহা— যহ রহস্য রঘুনাথ কর বেগি ন জানই কোই।
 জো জানই রঘুপতি রূপা। সপনেছ' মোহ ন হোই ॥১১৬ক॥
 ওরউ গ্যান ভগতি কর ভেদ স্নানহ স্নপ্রবান।
 জো স্ননি হোই রাম পদ প্রীতি সদা অবিছীন ॥১১৬খ॥

পঞ্চাশতাব্দ

চৌ—হেথা নাহি কিছু রাখি পক্ষপাত। বেদ, তন্ত্র, সাধু ইথে রহে এক মত ॥
 নারী কিন্তু নারী-রূপে কহু মুঞ নহে। হে খগেশ! অরুপম এই রীতি রহে ॥১
 মায়া ও ভক্তি নাথ! শুন দু'টি আছে। নারীবর্গে এ' দু'টির সকলে জানিছে ॥
 রঘুবীরে জান পুন ভক্তির পিয়ারী। মায়াকে জানিবে তাঁ'র নর্তকী বেচারী ॥২
 রঘুরাজ সানুকুল সদা ভক্তি'পরে। সেই হেতু মায়া তাঁ'রে ডরে সদা-তরে ॥
 রাম-ভক্তি নিরুপম নিরুপাদি হ'য়ে। নির্বাণে নিবসে সদা যাহার হৃদয়ে ॥৩
 তাহারে বিলোকি' মায়া হয় সঙ্কুচিত। নিজের প্রভুতা নাহি করে প্রকটিত ॥
 ইহা বিচারিয়া সব মুনি-জ্ঞানিবার। যাচিছে ভক্তি সর্ব সুখের আকর ॥৪
 দোহা— এ গূঢ় রহস্য আছে রঘুনাথে কেহ নাহি জানিবে হরিত।
 যে জানিবে তা'র রঘুপতি-রূপা। স্বপনে না মোহ-বিজড়িত ॥১১৬ক
 ভক্তি ও জ্ঞানে ভেদ কোথা রহে পুন শুন ওহে স্নপ্রবীণ।
 যে শুনিবে তা'র রাম-পদে প্রীতি কহু নাহি ইহাবে মলিন ॥১১৬খ॥

মূল

চৌ—স্নানহ তাত যহ অকথ কহানী। সমুদত বনই ন জাই বখানী ॥
 জৈখর অংস জীব অবিদাসী। চেতন অমল সহজ সুখ রাসী ॥১
 সো মায়াবস ভয়উ . গালাজি। বঁধো কীর মরকট কী নাজি ॥
 জড় চেতনহি গ্রন্থি পরি গজি। জদপি মুখা ছুটত কঠিনজি ॥২

বাংলা অর্থ—বিচারী—বেচারী; অবাধী—নির্বাণ ভাবে; অবিছীন—নিঃস্বাচ্ছন্দ;
 ভাবউ'—বলিব; উরপতি—ভয় পায়; (দো—১১৬ ক, খ)

তব তে জীব ভয়উ সংসারী। ছুট ন গ্রন্থি ন হোই সুখারী ॥
 শ্রুতি পুরান বহু কহেউ উপায়ে। ছুট ন অধিক অধিক অকুয়ায়ে ॥৩
 জীব হৃদয় তম মোহ বিসেবী। গ্রন্থি ছুট কিমি পরই ন দেখী ॥
 অস সংজোগ জেস অব করয়ে। তবছ কদাচিত সো নিরুঅয়ে ॥৪
 সাঙ্খিক শ্রদ্ধা শেনু সুহায়ে। জো হরি কুপা হৃদয় বস আয়ে ॥
 জপ তপ ত্রত জম নিয়ম অপার। জে শ্রুতি কহ সুভ ধর্ম অচার ॥৫
 তেই তুম হরিত চরৈ অব গায়ে। ভাব বচ্ছ সিসু পাই পেনহায়ে ॥
 নোই নিবৃত্তি পাত্র বিস্বাস। নির্মল মন অহীর নিজ দাস ॥৬
 পরম ধর্মময় পয় দুহি ভায়ে। অবটে অনল অকাম বনায় ॥
 তোম মরুত তব ছমা জুড়াবৈ। ধৃতি সম জাবনু দেই জমাটবৈ ॥৭
 মুদিতা মথৈ বিচার মথানী। দম অদার রজু সত্য সুবানী ॥
 তব মথি কাটি লেই নবমীতা। বিমল বিরাগ সুভগ সুপুনীতা ॥৮

৥হা— জোগ অগিনি করি প্রগট তব কর্ম সুভাসুভ লাই।
 বুদ্ধি সিরাবৈ গ্যান ঘৃত মমতা মল জরি জাই ॥১০৭ক॥
 তব বিগ্যানরূপিনী বুদ্ধি বিসদ ঘৃত পাই।
 চিত্ত দিআ ভরি ধরৈ দৃঢ় সমতা দিঅটি বনাই ॥১০৭খ॥
 ভীনি অবস্থা ভীনি গুন তেহি কপাস তেঁ কাটি।
 তুল তুরায় সঁবারি পুনি বাতী কঠৈ সুগাটি ॥১০৭গ॥
 ৥সো— এহি বিধি লেটৈ দীপ তেজ রাসি বিগ্যানময়।
 জাতহি জাসু সমীপ জরহি মদাদিক সলভ সব ॥১০৭ঘ॥

পঞ্চাশত

চো—শুন ওহে তাত! এই অকুত বচন। বুঝিবে, নারিবে কিন্তু করিতে বর্ণন ॥
 ঈশ্বরের অংশ জীব ঈশ অবিনশী। সহজ চেতন তথা শুদ্ধ সুখরাসি ॥১
 হে নাথ! তাহারে মায়া * যদি বশ করে। ভোতা ও মর্কট-সম সেই বাঁধা পড়ে ॥
 জড় ও চেতনে মিলি গ্রন্থিবদ্ধ হয়। গ্রন্থি মিথ্যা বটে ভেদ কঠিনভাষ্য ॥২

বাংলা অর্থ—অকথ—অথথনীয়; সমুদ্রত বনই—বোঝা যায় বা বোঝা হওয়া যায়;
 ধোয়া—বাঁধা পড়ে; কীর—ভোতা পাখী; পরি গজ—পড়িয়া যায়; জদপি—বজপি;
 কঠিনজ—কঠিন হয়; ছুট—ভেদ; অকুয়ায়ে—আটকাইয়া যায়; ছুট কিমি—হুগি ভেদ
 কমনে হয়; দেখি ন পরয়ে—দেখিতে পাওয়া যায় না; সংজোগে নিরুঅয়ে—গ্রন্থিবদ্ধ
 হয়; বস আয়ে—বাস করিতে আসে; ভাব বচ্ছ পাই—আত্মিক্য-ভাব শিশু পাইয়া;
 পেনহাই—পানায়; নোই—গরুর পিছনের পা বাধিবার রজু; অবটে—মাগ দেয়; জাবনু
 —দইপাতা দখল; মুদিতা—প্রমত্তা; মথানী—মহন দণ্ড; কাটি লেই—বাহির বসিয়া
 লয়; সিরাবৈ—সমাপ্তি হয়; দিআ—দীপ; লেটৈ—জালাও; (দো—১০৭ ক, খ, গ, ঘ)

৥মচরিতমানস

* মায়া অর্থে প্রকৃতি বা বিজুমায়াজ্ঞ জীবগণকিও

১০২১

তখন হইতে জীব সংসারী হইল । গ্রন্থি নাহি টুটে মনে সুখ না লাভিল ॥
 গ্রন্থি-ভেদে বহু পথ বেদে তুলে কয় । গ্রন্থি নাহি টুটে বরং ক্রমে বেশী হয় ॥৩
 জীব-হিয়া সবিশেষ ঘোর মোহে ভ'রে । দেখিতে না পায়, ইচ্ছা গ্রন্থি-ভেদ করে
 সংযোগ যতপি লৈল কখন সাধয়ে । তবু কদাচিত্ কেহ গ্রন্থি উন্মোচয়ে ॥৪
 সম্মময়ী প্রাণাধেয় সেথা পছ'ছিবে । হিয়া-গৃহে হরি-রূপা যদি নিবসিবে ॥
 জপ-তপ-ব্রত-ধর্ম-নিয়ম অপার । যা'রে কহে প্রীতি-মতে শুভ-ধর্ম্মাচার ॥৫
 তা'রা হ'বে নব তৃণ ধেনু যবে চরে । ভাব-শিশু সে ধেনুর শুভ্র পান করে ॥
 নিবৃত্তি-রজ্জুতে ধেনু-চরণ বাধিবে । বিশ্বাস-আধারে সেই ধেনুরে দুহিবে ॥
 লিপ্যাপ স্বভাব মন হইবে গোয়াল । তবে সেই ধর্ম্ম-দুগ্ধে অর্চনা স্নান ৬
 দোহন করিয়া সেই দুগ্ধ ধর্ম্মময় । নিকাম-অগ্নিতে তাহা জাল দিতে হয় ॥
 সন্তোষ ও ক্ষমা-বায়ু তাহারে জুড়ায় । স্থিতি-শম-অগ্নরসে সে দুধ জমায় ॥৭
 প্রসাদ ভাণ্ডক, মন্থদণ্ড সুবিচার । সত্য ও স্রবাণী রজ্জু, দম তক্র তা'র ॥
 যথি' তাহা নবনীত উঠাইয়া ল'বে । বিমল বৈরাগ্য-যুত তাহা পুত হ'বে ॥৮
 মোহা— যোগাগ্নি জালিলে শুভাশুভ কর্ম্ম বিরচিবে তোমার ইজন ।

মায়া মল জলি' জ্ঞান-হবিঃ পাবে বুদ্ধি করে শীতলতা দান ॥১১৭ক
 বিজ্ঞান-রূপিনী তব শুভ বোধে মলহীন ঘৃত লভ যদা ।

চিত্ত-দীপ ভরি' সম-দৃষ্টি দিয়া দীপ-দানী বিরচিবে তদা ॥১১৭খ

*অবস্থান্ত্রিতমে সত্ত্ব-রজঃ-তাম কার্পাসের তুলা যোগাইবে ।

দু'য়ে মিলাইয়া তুরীয় আনিয়া স্নদৃঢ় বস্ত্রিকা পাকাইবে ॥১১৭গ

মোঃ হেমমতে দীপ হ'তে তেজোরালি জ্ঞানময় কোষে উজ্জলিবে ।

মদাদি পতঙ্গ যা'র পাশে আসি' ক্ষণমাত্রে জলিয়া যাইবে ॥১১৭ঘ

মূল

চৌ—সোহমগ্নি ইতি বৃত্তি অখণ্ডা । দীপ সিংখা সোই পরম প্রচণ্ডা ॥

আভ্রম অনুভব সুখ সুপ্রকাসা । তব ভব মূল ভেদ ভ্রম নাসা ॥১

প্রবল অবিনাশ কর পরিবারা । মোহ আদি তম মিটাই অপার ॥

তব সোই বুদ্ধি পাই উ'জিআরা । উর গৃহ বৈঠি গ্রন্থি নিরুআরা ॥২

ছোরম গ্রন্থি পাব জোঁ সোই । তব যহ জীব কৃতারথ হোই ॥

ছোরভ্রুগ্রন্থি জানি খগরায় । বিদ্র অনেক করই তব মায়া ॥৩

নিকি সিদ্ধি প্রেরই বহু ভাঙ্গি । বুদ্ধিহি লোভ দিখাবহি' আঙ্গি ॥

কল বল ছল করি জাহি' সমীপা । অঞ্চল বাত বুঝাবহি' দীপা ॥৪

হোই বুদ্ধি জোঁ পরম সমানী । তিন্হ তন চিতব ন অনহিত জানী ॥

জোঁ ভেহি বিদ্র বুদ্ধি নহি' বাধী । তো বহোরি সুর করহি' উপাদী ॥৫

ইন্দ্রী দার বরোখা নানা । তই তই সুর বৈঠে করি থানা ॥

আবত দেখহি' বিষম বয়ারী । তে হঠি দেহি' কপাট উবারী ॥৬

জব সো প্রভঞ্জন উর গৃহী আই। তবহি দীপ বিগ্যান বুঝাই ॥
 গ্রন্থি ন ছুটি মিটা সো প্রকাশ। বুদ্ধি বিকল ভই বিষয় বভাসা ॥৭
 ইন্দ্ৰিয় স্থরন্থ ন গ্যান সোহাই। বিষয় ভোগ পর স্রীতি সদাই ॥
 বিষয় সমীর বুদ্ধি কৃত ভোরী। তেহি বিধি দীপ কো বার বহোরী ॥৮

দোহা— তব ফিরি জীব বিবিধি বিধি পাবই সংস্রতি ক্রেস।
 হরি মায়া অতি দুস্তর তরি ন জাই বিহগেস ॥১৮ক॥
 কহত কঠিন সমুদ্র কঠিন সাধত কঠিন বিবেক।
 হোই + ঘৃণাকর জায় জো পুনি প্রভু্যহ অনেক ॥১৮খ॥

পঞ্চানুবাদ

চো—সোহমন্নি এই বৃত্তি অশেষ অখণ্ড। সে দীপের নিখা অতি পরম প্রচণ্ড ॥
 আত্ম অমুভব স্তম্ব যদা সুপ্রকাশ। তদা ভব-মূল-ভেদ তথা ভ্রম-নাশ ॥১
 প্রবল অবিজ্ঞা ধরে যত পরিবার। মোহ আদি তম সব মিটায় অপার ॥
 তদা সেই বুদ্ধি শুদ্ধ হ'য়ে উজ্জলিত। উরো-গৃহ-গত গ্রন্থি করে উন্মোচিত ॥২
 হেনমতে যবে গ্রন্থি যথা উন্মোচিবে। ধরা-মাঝে জীব তবে কৃতার্থ হইবে ॥
 কিন্তু প্রভো! গ্রন্থি-চ্ছেদ হ'তেছে জানিয়া। মায়া বহু বিষয় আনি' দেয় বিস্তারিয়া ॥৩
 ওহে ভাই! ঋদ্ধি সিদ্ধি আসিয়া পো'ছায়। আসি' লোভ-আদি-দ্বারা বুদ্ধিরে ভুলায়
 কলা-ছল-বল করি' সমীপেতে যায়। আঁচল-বায়ুতে দীপ নিভাইতে চায় ॥৪
 বুদ্ধি যদি হয় তদা যথা অবহিত। অমঙ্গল জানি' দৃষ্টি না করে পাতিত ॥
 বুদ্ধি যদি নাহি হয় বাধার কারণ। তবে সুর পুন করে বিদ্র-উৎপাদন ॥৫
 ইন্দ্ৰিয়ের দ্বারে রহে বহু বাতায়ন। সেথা সুর বসে স্থান করিয়া রচন ॥
 বিষয়-বাতাস বহে যদি সেথা দিয়া। হঠাতা করিয়া দেয় দ্বার উন্মোচিয়া ॥৬
 প্রবল বাতাস যদি হিয়া-গৃহে রয়। বিজ্ঞান-প্রদীপ তবে নির্বাপিত হয় ॥
 গ্রন্থিভেদ নাহি হয় উজ্জলতা নাশে। বুদ্ধিকে বিকল করে বিষয়-বাতাসে ॥৭
 ইন্দ্ৰিয়-দেবতাগণে জ্ঞানে রুচি নাই। বিষয়-ভোগের তরে বাসনা সদাই ॥
 বিষয়-বাতাস যদি বুদ্ধিকে ভুলাবে। তেমন করিয়া দীপ কে পুন জালাবে? ॥৮
 দোহা— তদা পুন জীব বিবিধ প্রকারে লাভ করে সংসারজ-ক্রেস।

হরি-মায়া জানো অতীব দুস্তর সহজে না মিটে বিহগেশ! ॥১৮ক॥

বাংলা অর্থ—উ'জ্জিআরা—উজ্জল্য; নিরুআরা—গুনিয়া দেয়; ছোরন পাব—
 গুলিতে পারে; ছোরত গ্রন্থি—যুক্তগ্রন্থি; অঞ্চল বাত—আঁচলের বায়ু; বুঝাবহি—
 নিবাইয়া দেয়; নহি' বাধী—বাধা না দেয়; উপাধী—বিয়; ইন্দ্রী—ইন্দ্রিয়; বরোখা—
 ছিদ্র; থানা—স্থান; বয়রী—বায়ু; উদারী—খুলিয়া; বুঝাই—নিভিয়া যায়; মিটা—
 দূর হয়; ন সোহাই—ভাল নয়; ভোরী কৃত—ভুলাইয়া দেয়; তরি ন জাই—উর্ধ্বাণ
 হওয়া যায় না; প্রভু্যহ—বাধা; প্রভঞ্জন—প্রবণ বায়ুবেগ; (দো—১১৮ ক,খ)

কহিতে কঠিন বুঝিতে কঠিন সাদিতে কঠিন জ্ঞান-যম ।
যদি কভু হয় দুঃখের জ্বায়ে ছিদ্র-পথে করয়ে ধ্বংসন ॥ ১৮খ ॥

মূল.

চৌ—গান পদ কুপান কৈ ধার। পরত খংগেস হোই নহিঁ বার।
জো নিবিঁ ঘ পদ নিবহৈ। সো কৈবল্য পরম পদ লহৈ ॥১
অতি দুর্ভ কৈবল্য পরম পদ। সন্ত পুরান নিগম আগম বদ ॥
রাম ভজত সোই মুকুতি গোঁসাজি। অইচ্ছিত আবই বরিআজি ॥২
জিমি থল বিনু জল রহি ন সকাই। কোটি ভাতি কোউ কঠৈ উপাজি ॥
তথা মোচ্ছ সুখ স্নুখ খগরাই। রহি ন সকাই হরি ভগতি বিহাই ॥৩
অস বিচারি হরি ভগত সয়ামে। মুক্তি নিরাদর ভগতি মুভানে ॥
ভগতি করত বিনু ভতন প্রয়াস। সংস্রতি মূল অবিছা নাসা ॥৪
ভোজন করিঅ তৃপ্তি হিত লাগী। জিমি সো অসন পচবৈ জঠরাগী ॥
অসি হরি ভগতি স্নুগম সুখদাই। কো অস মূঢ় ন জাহি সোহাই ॥৫

দোহা— সেবক সেব্য ভাব বিনু ভব ন তরিঅ উরগারি।
ভজহু রাম পদ পদজ অস সিদ্ধান্ত বিচারি ॥১১ক ॥
জো চেতন কই জড় করই জড়ি করই চৈতন্য।
অস সমর্থ রঘুনাথকহি ভজহিঁ জীব তে মন্য ॥১১খ ॥

পদ্মানুবাদ

চৌ—জ্ঞানমার্গ জানো .যন কুপাণের ধার। পতনের তরে নাহি ক্ষণের বিচার
বিঘ্নহীন পথে যা'রা পথ-প্রান্তে যায়। মোক্ষরূপী পর-পদ তাহারাই পায় ॥১
মোক্ষরূপী পরপদ দুর্ভ নিশ্চয়। আগমে, নিগমে, তন্ত্রে সাধুও তা' কয় ॥
ওহে নাথ ! সেই মুক্তি রাম-ভক্ত জনে। অনিচ্ছায় এসে যাবে বিঘ্ন নাহি মানে ॥
মূল বিনা জল যথা কভু নাহি রয়। তা'র তরে ধরিলেও কোটিশ উপায় ॥
মোক্ষ-সুখ তথা শুন ওহে খগপতি ! রহিতে নারিবে ত্যাজি' হরিতে ভকতি ॥৩
ইহা চিন্তি' হরিভক্ত সব বুদ্ধিমান। মুক্তি অবহেলি' শুধু ভক্তি বৈদী চান ॥
ভকতি সাদিয়া বিনা যতন প্রয়াসে। সংসারের মূলভুত অবিছা বিনাশে ॥৪
ভুক্তি হেতু নরে অন্ন করিলে ভোজন। জঠরাগ্নি পাক করে না করি' যতন ॥
এইরূপ হরিভক্তি সুখদ স্নুগম। কোন্ মূঢ় চাহিবে না করিতে সাধন ॥৫
দোহা— সেবক ও সেব্য- ভাব বিসর্জিয়া ভবে না তরিবে উরগারি !
রাম-পাদপদ্ম ভজিবে সতত মূল-ভুত এহেন বিচারি' ॥১১ক ॥

বাংলা অর্থ—কুপান—ছইধারে দাঁড়ি শষ্ট অস্ত্র ; নাহি বার—বিঘ্ন হয় না ; নিব
হই—বাহ্য পদ ; অস ইচ্ছিত—অনিচ্ছিত ; মুভানে—প্রলুপ্ত হয় ; তৃপ্তি—তৃপ্তি
পচবৈ—গাঢ় করে ; জঠরাগ্নি—গঠরাগ্নি ; অসন—খাত ; (দো—১১ক,খ)

চেতনেরে জড় জড়েরে চেতন রূপ দান যাহার ধরম ।

এহেন সক্ষম রঘুর নায়কে ভাজি' ধন্য হইবে পরম ॥১১৭॥

মূল

চৌ—কহেউ' গ্যান সিদ্ধান্ত বুঝাই । স্নহ ভগতি মনি কৈ প্রভুভাই ॥
রাম ভগতি চিন্তামনি স্নহর ! বসই গরুড় জাকে উর অন্তর ॥১
পরম প্রকাশ রূপ দিন রাতী । নহি' কিছু চাইঅ দিআ যত বাতী ॥
মোহ দ্বিজ নিকট নহি' আবা । লোভ বাত নহি' তাহি বুঝান ॥২
প্রবল অবিজ্ঞা তম মিটি জাই । হারহি' সকল সলভ সমুদাই ॥
খল কামাদি নিকট নহি' জাহী' । বসই ভগতি জাকে উর মাহী' ॥৩
গরল সুধাসম অরিহিত হোঞে । তেহি মনি বিনু সুখ পাব ন কোঞে ॥
ব্যাপহি' মানস রোগ ন ভারী । জিম্বে কে বস সব জীব দুখারী ॥৪
রাম ভগতি মনি উর বস জাকৈ' । দুখ লবলেন ন সপনেছ' তাকৈ' ॥
চতুর সিরোমনি তেই উগ মাহী' । জে মনি লাগি স্নজতন করাহী' ॥৫
সো মনি জদপি প্রগট জগ অহজ । রাম কৃপা বিনু নহি' কোউ লহজ ॥
স্নগম উপায় পাইবে কেরে । মর হতভাগ্য দেহি' ভটভেরে ॥৬
পাবন পব'ত বেদ পুরান । রাম কথা রুচিরাকর নান ॥
মর্মী সজ্জন স্নমতি কুদারী । গ্যান বিরাগ নয়ম উরগারী ॥৭
ভাব সহিত খোজই জো প্রানী । পাব ভগতি মনি সব সুখ থানী ॥
মোরৈ' মন প্রভু অস বিশ্বাস । রাম তে অধিক রাম'কর দাস ॥৮
রাম সিদ্ধ ঘন সজ্জন ধীরা । চন্দন তরু হরি সন্ত সমীর ॥
সব কর ফল হরি ভগতি সুহাই । সো বিনু সন্ত ন কাছ' পাই ॥৯
অস বিচারি জোই কর সন্তসজ । রাম ভগতি তেহি স্নলভ বিহজ ॥১০

দোহা— ব্রহ্ম পয়োনিধি মন্দর গ্যান সন্ত সুর আহি' ।

কথা সুধা মথি কাটাই' ভগতি মধুরতা জাহি' ॥১২০ক॥

বিরতি চর্ম' অসি গ্যান মদ লোভ মোহ রিপু মারি ।

জয় পাইঅ সো হরি ভগতি দেখু খগেস বিচারি ॥১২০খ॥

পত্নানুবাদ

চৌ—জ্ঞান-কথা প্র'যাবৎ করেছি খ্যাপন । ভকতি-মহিমা এবে করহ শ্রবণ ॥

রাম-ভক্তি চিন্তামনি চারু বুঝি' ল'বে । যা'র হিয়া-আকরে তা' হে গরুড় ! রবে ॥১

বাংলা অর্থ—দিআ—দীপ ; মোহ দরজ—মোহকপী দারজা ; নহি বুঝাবা—
নিবাহিয়া দেয় না ; হারহি—হারিয়া যায় ; বস—বাস করে ; পাইবে কেরে—পাইবার
জন্ম ; ভটভেরে—টুকরা করিয়া ; মর্মী—মস্তক ; কুদারী—বোঁদাণি ; কাটাই—বাছির
করে ; জাহি—বাহ্যতে ; আছি—হয় ; সলভ—পতঙ্গ ; (দো— ১২০ ক, খ)

পরম প্রকাশ-রূপে অহর্নিশ রয়। স্মৃত ও বর্তিকা নাহি প্রয়োজন হয়।
 মোহ, দরিদ্রতা তার নিকষে না যায়। লোভ-বায়ু তা'রে নাহি নির্বাণিয়া দেয় ॥২
 প্রবল অবিজ্ঞা, তম যাবে বিনাশিয়া। মোহাদি-পতঙ্গ সব যাবে পলাইয়া ॥
 কপট কামাদি যবে নিকটে না যায়। ভকতি আপন স্থান লইবে হিয়ায় ॥৩
 গরল অমৃত-সম অগ্নি বন্ধু হয়। সেই অগ্নি বিনা স্নখ কেহ না ভুঞ্জয় ॥
 মানসিক রোগ নাহি করে আক্রমণ। যা'র বশ রহে বিধে যত দুখী জন্ম ॥৪
 রাম-ভক্তি-অগ্নি রহে হিয়াতে যাহার। অপনেও দুঃখ-লেশ নাহি মনে তা'র ॥
 বুদ্ধিমান-শিরোমণি সে ধরা-ভিতরে। যত্ন করে সেই অগ্নি যেন লোভ-তরে ॥৫
 যত্নপি সে অগ্নি বিধে রহে ছে প্রকট। রাম-কৃপা বিনা তাহা নহে সম্ভবট ॥
 লভিবার তরে আছে স্তম্ভ উপায়। হতভাগ্য মর তা'রে এড়াইয়া যায় ॥৬
 বেদ ও পুরাণ যেন গিরি স্তম্ভাবন। রাম-কথা যেন সেথা খনি স্নশোভন ॥
 মন্মথী সাধু করে সেথা খোদাই সাধন। জ্ঞান ও বৈরাগ্য জেনো ভক্তির নয়ন ॥৭
 যে প্রাণী অন্তর দিয়া করিবে সন্ধান। ভক্তি-অগ্নি পাবে সেই স্নখের নিদান ॥
 মম মনে রাখি এই স্মৃতি নিশ্বাস। রাম হ'তে বড়, যিনি সত্য রাম-দাস ॥৮
 রাম-সিদ্ধি যেথা, সেথ সেথা সাধু জন। শ্রী-রাম চন্দন-তরু, সাধু সমীরণ ॥
 হরি-ভক্তি মনোহর, ফলিবে সেথায়। সাধু বিনা কেবা লাভ করিবে তাহার ॥৯
 হেন বিচারিয়া যাই করে সাধুসঙ্গ। রাম-ভক্তি লাভ তা'র সহজ বিহঙ্গ ॥১০
 দোহা— ব্রহ্মে পারাবার জ্ঞানে মন্দর সাধুজনে দেবতা মানিবে।

অথি তাহা দিবে রাম-কথামৃত ভক্তি তাহে মধুরতা দিবে ॥১২০ক॥
 বৈরাগ্যেতে বর্ষ জ্ঞানে অসি রচি' মদ-লোভ-মোহকে হানিয়া ॥
 নিজমী হইবে হরিতে ভকতি দেখ হে খগেশ! বিচারিয়া ॥১২০খ॥
 গরুড়ের সাত প্রাঙ্গণ ও ভূমণ্ডলের উত্তর

মূল

চৌ—পুনি সপ্রেম বোলেউ খগরাউ। জোঁ কৃপাল মোহি উপর ভাউ ॥
 নাথ মোহি নিজ সেবক জানো। সন্ত প্রসন্ন মগ কহছ বখানী ॥১
 প্রথমহি' কহছ নাথ মতিদীরা। সব তে ছল'ভ কবন শরীর ॥
 বড় দুখ কবন কবন স্নখ ভারী। সোউ সংছেপহি' বহছ বিচারী ॥২
 সন্ত অসন্ত মরম তুমহ জানছ। তিনহ কর সহজ স্তম্ভাব বখানছ ॥
 কবন পুণ্য ক্রতি বিদিত বিসাল। কহছ কবন অঘ পরম করাল ॥৩
 মানস রোগ কহছ সমুদাজি। তুমহ সর্ব'গ্য কৃপা অধিকাজি ॥
 তাত স্ননছ গান্ধর অতি প্রীতী। মৈ' সংছেপ কহউ' যাহ নাভী ॥৪
 নর তন সম নহি' কবনিউ দেহী। জীব চরাচর জাচত তেহী ॥
 নরক স্বর্গ অপবর্গ নিসেনী। গ্যান বিরাগ ভগতি স্নুভ দেনী ॥৫

সো তমু ধরি হরি ভজাই ন জেনর । হোহি বিষয় রত মন্দ মন্দ ভর ॥
 কাঁচ কিরিচ বদলে তে লেহী । কর তে ডারি পরস মনি দেহী ॥৬
 নহি দরিজ সম দুখ জগ মাহী । সন্ত মিলন সম সুখ জগ মাহী ॥
 পন্ন উপকার বচন মন কায় ॥ সন্ত সহজ সুভাউ খগরায় ॥৭
 সন্ত সহহি দুখ পর হিত লাগী । পর দুখ হেতু অসন্ত অভাগী ॥
 ভুঞ্জ তরু সম সন্ত কপাল ॥ পরহিত নিতি সহ বিপতি বিসাল ॥৮
 সন ইব খল পর বন্ধন করজি । খাল কড়াই বিপতি সহি মরজি ॥
 খল বিমু স্বারথ পর অপকারী । অহি নৃষক ইব স্নমু উরগারী ॥৯
 পর সম্পদা বিনাসি নমাহা । জিমি সসি হতি হিম উপল বিলাহী ॥
 দুষ্ট উদয় জগ আরতি হেতু । জথা প্রসিদ্ধ অদম গ্রহ কেতু ॥১০
 সন্ত উদয় সন্তত সুখকারী । বিস্ব সুখদ জিমি ইন্দু ভগারী ॥
 পরম ধর্ম শ্রুতি বিদিত অহি সা । পর নিন্দা সম অঘ ন গরাসা ॥১১
 হর গুর নিন্দক দাতুর হোজি । জন্ম সহস্র পাব তন সোজি ॥
 ভিজ নিন্দক বহু নরক ভোগ করি । জগ জনমই বায়স সন্ন্যাস ধরি ॥১২
 সুর শ্রুতি নিন্দক জে অভিমানী । রোরব নরক পরহি তে প্রানী ॥
 হোহি উলুক সন্ত নিন্দা রত । মোহ নিসা প্রিয় গ্যান ভানু গত ॥১৩
 সব কৈ নিন্দা জে জড় কহহা । তে চমগাতুর হোহি অবতরহা ॥
 সুনছ তাত অব মানস রোগ ॥ জিনহ তে দুখ পাবহি সব লোগ ॥১৪
 মোহ সকল ব্যাধিনহ কর মূল ॥ তিনহ তে পুনি উপজহি বহু মূল ॥
 কাম বাত কফ লোভ অপার ॥ ক্রোধ পিত্ত নিত ছাত্তি জার ॥১৫
 শ্রীতি করহি জো তীনিউ ভাঙ্গি । উপজই সন্তপাত দুখদাঙ্গি ॥
 বিষয় মনোরথ দুর্গম নাম ॥ তে সব মূল নাম কো জানা ॥১৬
 মমতা দাতু কণ্ডু ইরযাঙ্গি । হরষ বিষাদ গরহ বহুতাঙ্গি ॥
 পর সুখ দেগি জরনি সোই ছজি । কুষ্ট দুষ্টতা মন কুটিলজি ॥১৭
 অহঙ্কার অতি দুখদ ডমরুআ ॥ দম্ব কপট মদ মান নেহরুআ ॥
 তৃপ্তা উদরবৃদ্ধি অতি ভারী । ত্রিবিধি ঈশন তরুন তিজারী ॥১৮
 জুগ বিধি জর মৎসর অবিবেকা । কই লগি কহোঁ কুরোগ অনেকা ॥১৯

দোহা— এক ব্যাধি বস নর মরহি এ অসাদি বহু ব্যাধি ।

গীড়াহি সন্তত জীব কহ সো কিমি নহৈ সমাদি ॥২১ক

নেম ধর্ম আচার তপ গ্যান জগ্য জপ দান ।

ভেষজ পুনি কোটিনহ নহি রোগ জাহি হরুজান ॥২২খ

বাংলা অর্থ—ভাউ—শুভাব, প্রে ; নিসেনী—শি ডি, মাধ্যম ; কাঁচ কিরিচ—
 কাঁচের টুকরা ; সন—শণ ; খাল কড়াই—আপনার চন্দ্র ছাড়াইয়া ; সসি—সজ

চো—পুন প্রেম-ভরে তা'রে খগরাজ ক'ন। আমাতে কুপাল যদি দয়াপর হ'ন ॥
 হে নাথ! আমারে তব স্নেহবক জানি। সাত প্রাণ আছে কহ উত্তর বাখানি' ॥১
 প্রথমেতে কহ ওহে নাথ মতি ধীর! দুহিত সবার চেয়ে কাহার শরীর ॥
 কোন্‌টি বা বড় দুঃখ কিবা সুখ ভারী। সংক্ষেপতঃ তাহা তুমি কহিবে বিচারি' ॥২
 সাধু ও অসাধু ভেদ তোমার বিদিত। তাহার সহজ ব্যাখ্যা করিবে জ্ঞাপিত ॥
 বেদ-মতে কোন্‌ পুণ্য হয় সুবিশাল। কহ কোন্‌ পাপ বিধে পরম করাল ॥৩
 বুঝা'য়ে মানস-রোগ কহ জ্ঞানিবর! হে সর্বজ্ঞ! আমা'পরে হও কুপাপর ॥
 সাদরে শুমহ শ্রদ্ধা ল'য়ে তুমি ভারি। কহিব উত্তর আমি সংক্ষেপে বিচারি' ॥৪
 নর-তনু-সম দেহ বিশ্ব নাহি ধরে। এই দেহ তাই যাচে বিশ্ব-চরাচরে ॥
 স্বর্গ, মরক ও মোক্ষ এ'দেহেই পায়। বৈরাগ্য, ভক্তি ও জ্ঞান ইথে আনি' দেয় ॥৫
 সেই তনু ধরি' হরি ভজে না যে নর। বিষয়ে সে রত মন্দ হ'তে মন্দতর ॥
 কর হ'তে স্পর্শমণি ফেলিয়া যে দেয়। পরিবর্তে কাঁচখণ্ড লইতে সে চায় ॥৬
 দারিদ্র্য-সমান দুঃখ বিশ্ব-মাঝে নাই। সাধুর মিলন-সম সুখ কোথা পাই ॥
 কায়মনোবাক্য দিতে পর উপকার। হে খগেশ! সাধু ধরে সহজ সংস্কার ॥৭
 সাধু দুঃখ সহে বহু পরহিত-দানে। অসাধুরা পরদুঃখ কিস্তি দিতে জানে ॥
 ভুজ-তরু-সম সাধু তাহার। কুপাল। পরহিতে নিত্য সহে বিপত্তি বিশাল ॥৮
 শগ-সম খল আনে পরের বন্ধন। ত্বক-দান-দুঃখ লভি' সে বরে মরণ ॥
 খল বিনা অর্থে হয় পর-অপকারী। সর্প ও মুষিক-সম খল উরগারি ॥৯
 খল পর ধন নাশি নিজে ধনহীন। তুষার নাশিয়া শস্ত্রে নিজে যথা লীন ॥
 দুষ্টের উদয় হয় বিশ্ব-দুঃখ-হেতু। আকাশে বিদিত যথা নীচ গ্রহ কেতু ॥১০
 সাধুর উদয় হয় বিশ্ব-সুখকারী। বিশ্ব-সুখদাতা যথা চন্দ্র তমসারি ॥
 অহিংস। বেদের মতে পর ধর্ম্ম জানো। পরনিন্দা-সম বড় পাপ নাহি মানো ॥১১
 হর-গুরু-নিন্দাকারী ভেক-জন্ম পায়। সেই তনু লভি' জন্ম সহস্র কাটায় ॥
 দ্বিজের নিন্দক যেই ভুঞ্জিবে নরক। ধরাতে জন্মিয়া পাবে হীন তনু কাক ॥১২
 দেব-বেদ নিন্দাকারী যা'রা অভিমানী। রোরব মরকে পড়ে সেই সব প্রাণী ॥
 পেচক হইয়া জন্মে সাধু-নিন্দারত ॥ মোহ-তমে তা'র জ্ঞান-রবি অন্তগত ॥১৩
 সবাকার নিন্দাবাদ যে মুখে'রা করে। চামচিকা হ'য়ে তা'রা বিধে অবতরে ॥
 শুম এবে তাত! কহি মানসিক রোগ। যাহা হ'তে দুঃখ বহু পায় সব লোক ॥১৪

উপল—বরফ খণ্ড; বিলাহী—বিলীন হয়; উদয়—অভ্যুদয়; গরীসা—ভারী; দাধুর—
 ভেক; উলুক—পেচক; চমগাপুর—চামচিকা; দাধু—দাহরোগ; জরনি—জ্বর;
 ছই—ক্রয়; ডমরুজা—গ্রহরোগ; নেহরুজা—নাসারোগ; সমাধি—শান্তি, সমাধান;
 ভিজারী—কম্পন; কুট্ট—কুট্টরোগ; সমাপাত—সমিপাত; (দো—১২১ ক, খ)

মোহ হ'ল জানো সব ব্যাধির কারণ। তাহা হ'তে হয় বহু দুঃখের অন্তর ॥
 কামে বায়ু লোভে কফ জমিবে অপার। জ্বোদে পিত্ত, নিত্য মহে হিয়া তুর্নিবার ॥১৫
 যদি তা'রা তিন ভাই প্রীতিপর হয়। দুঃখদায়ী সন্নিপাত তাহে উপজয় ॥
 তুর্নিবার যদি তা'র বিষয় বাসন। বহুবিধ শূলরূপে দানিবে বাতন ॥১৬
 রম্যভাভে দক্ষ রোগ ঐর্ষ্যভাভে কণ্ডুনি। হর্ষ ও বিষাদে হের গণ্ডমালা আদি ॥
 পর-সুখে দাহ যা'র তা'রে কহি করী। দুষ্টতা কুটিল মনে কুষ্ঠরোগ কহি ॥১৭
 অহঙ্কার দুঃখদায়ী, ঐশ্বর্যরোগ ভারী। দম্ব-হন-মদ-মান স্নায়ু-পীড়াকারী ॥
 তৃষ্ণাতে উদর রোগ হয় অতি ভারী। তিনটি এষণা নব কম্পজরকারী ॥১৮
 মাৎসর্য ও অবিবেক আনে দিবা অর। কুরোগের কত কথা কহি বল আর ॥১৯
 দোহা— এক ব্যাধি-বশে নর মৃত্যু বরে বহু ব্যাধি অসাধ্য যাহার।

পীড়া দেয় সদা যত জীবগণে বল, শাস্তি কোথায় তাহার ॥১২১ক
 নিয়ম, আচার, ধর্ম, তপ, জ্ঞান আর আছে যজ্ঞ অপ দান।

কোটিশ ভেষজ বটে বহু কিন্তু রোগ নাহি যায় হরিযান! ॥১২১খ

মূল

চৌ—এহি বিধি সকল জীব জগ রোগী। সোক হরষ ভয় প্রীতি বিয়োগী ॥
 মানস রোগ কছুক মৈ' গাএ। হহি' সব কৈ লখি বিরলেন্হ পাএ ॥১
 জানে তে ছীজহি' কছু পাপী। নাম ন পাবহি জন্ম পরিভাগী ॥
 বিষয় কুপথ্য পাই অকুরে। মুনিহু হৃদয়' কানর বাপুরে ॥২
 রাম কুপাঁ নাসহি' সব রোগ। জোঁ এহি ভাঁতি বনৈ সংজোগ।
 সদগুর বৈদ বচন বিশ্বাস। সংজয় যহ ন বিষয় কৈ আস। ॥৩
 রঘুপতি ভগতি সজীবন মুরী। অনুপান প্রজ্ঞা মতি পুরী ॥
 এহি বিধি ভলেহি' সো রোগ নসাহী। নাহি' ত জতন কোটি নহি' জাহী ॥৪
 জানিঅ তব মন বিরজ গোসা'জৈ। জব উর বল বিরাগ অধিকাজৈ ॥
 স্মৃতি ছুধা বাঢ়ই নিত নৈজৈ। বিষয় আস দুবলতা গজৈ ॥৫
 বিমল গ্যান জল জব সো মহাজৈ। তব রহ রাম ভগতি উর ছাজৈ ॥
 সিব অজ স্নক সনকাদিক নারদ। জে মুনি ব্রহ্ম বিচার বিসারদ ॥৬
 সব কর মত খগনায়ক এহা। করিঅ রাম পদ পঙ্কজ নেহা ॥
 ক্রতি পুরান সব গ্রন্থ কহাহী'। রঘুপতি ভগতি বিনা স্মৃথ নাহী ॥৭
 কন্নী গীঠ জামহি' বরু বারা। বক্ষ্য্য স্মৃত বরু কাঙ্খি মারা ॥
 ফুলহি' নভ বরু বজ্রবিধি ফুলা। জীব ন লহ স্মৃথ হরি প্রতিকুলা ॥৮
 তুয়া জাহি বরু যুগজল পানা। বরু জামহি' সস সীস বিষান। ॥
 অজ্ঞকার বরু রবিহি নসাইব। রাম বিমুখ ন জীব স্মৃথ পাবে ॥৯
 হিম তে অনল প্রগট বরু হোজৈ। বিমুখ রাম স্মৃথ পাব ন কোজৈ ॥১০

দোহা— বারি মথৈ ঘৃত হোই বরু সিকত। তে বরু তৈল।
 বিম্বু হরি ভজন ন ভব তরি অমহ সিদ্ধান্ত অপেল ॥১২২ক॥
 মসকহি করই বিরখি প্রভু অজহি মসক তে হীন।
 অস বিচারি ত্যজি সংসর রামহি ভজহি প্রবীন ॥১২২খ॥

শ্লোক— বিনিশ্চিতং বদামি তে ন অমুখা বচংসি মে।
 হরি নরা ভজন্তি যেহতি দুস্তরং তরন্তি তে ॥১২২গ॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ—হেনমতে ধরা-মাঝে সব জাব রোগী। শোক-হর্ষ-ভয়-প্রীতি তথা ব্যাথা-ভোগী
 মানসিক রোগ কিছু করি নু বর্ণন। সব জীব হয় রোগী বুঝে স্বল্পজন ॥১
 জ্ঞান-হেতু ক্ষণ-পাপ হয় কিছুজন। ব্রহ্ম নাহি পায় কেহ, তাপী জনমম ॥
 বিষম-কুপথ্য পেমে হয় অঙ্কুরিত। মুনি মনে, সাধারণ নরে ত নিশ্চিত ॥২
 রাম-কৃপা নাশ করে সর্ববিধ রোগ। যদি য'টে যায় কভু এ'হেন সংযোগ ॥
 সদগুরু-রূপী বৈষ্ণ বচনে বিশ্বাস। সুপথ্য সংযম—ভ্যজি' বিষয়ের আশ ॥৩
 রঘুপতি-পদে ভক্তি মূল সঞ্জীবন। অনুপান তাহে হবে শ্রদ্ধ-ভরা মন ॥
 হেনমতে ভালরূপে রোগনাশ হয়। কোটিশ যতন দিয়া—তাহা কিন্তু নয় ॥৪
 জানিবে হে নাথ! তা'র তত অরোগিতা। হিয়া-মাঝে বৈরাগ্যেতে যত অধিকতা ॥
 শুভবুদ্ধি জুধা বাড়ে নিতাই নূতন। বিষয়াশে দুর্কলতা ত্যজে যবে মন ॥৫
 যে জন নির্মল জ্ঞান-জলে স্নান করে। রঘুনাথে ভক্তি তা'র হিয়া-মাঝে ভরে ॥
 শিব-ব্রহ্মা-সনকাদি শুক ও নারদ। ব্রহ্মের বিচারে যা'রা অতি বিশারদ ॥৬
 সব মুনি হে খগেশ! এই মত ধরে। রাম-পাদ-পদ্মে স্নেহ রাখে সদা তরে ॥
 শ্রুতি পুরাণাদি সব গ্রন্থ এই কম। রঘুনাথে ভক্তি বিনা সুখ নাহি হয় ॥৭
 কচ্ছপের পৃষ্ঠে যদি লোম জনমিবে। বক্ষ্য-স্নতে হয়ত বা কাহারে হানিবে ॥৮
 বহুধা আকাশে বরং পুষ্প প্রস্ফুটিবে। কিন্তু হরি-প্রতিকূল সুখ না লভিবে ॥৮
 মরীচিকা-জল বরং তৃষ্ণা নিবারিবে। শশ-শিরে কভু যদি শৃঙ্গ জনমিবে ॥
 অন্ধকারও কভু বা রবিরে নাশিবে। রামেতে বিমুখ জীবে সুখ না স্পর্শিবে ॥৯
 হিম হ'তে অগ্নি জন্ম তবুও সম্ভবে। রামে বাগ জনে কভু সুখ নাহি ভবে ॥১০
 দোহা— বারি মথি' ঘৃত যদি বা সম্ভব হবে তৈল বালুকা পিষিয়া।
 হরি নাহি ভজি' ভব না তরিবে ইহাস্থির লইবে জানিয়া ॥১২২ক॥
 করিবেন প্রভু মশককে ব্রহ্মা ব্রহ্মাকে মশক হইতে হীন।
 হেন বিচারিয়া ভজে রঘুনাথে অসংশয় সকল প্রবীন ॥১২২খ॥

বাংলা অর্থ—বিরলেনহ—অল্প লোকই; লখি পায়ে—দেখিতে পায়; বাপুয়ে—
 সাধারণ লোক; মুরী—মূল; মহাই—মান করে; জামহি—জন্মায়; বরু—বরং; বারা—
 চুল; অপেল—অটল; বাসবে—নাশ করিবে; সম—শশক; (দো—১২২ ক, খ; গ)

শ্লোক - নিশ্চিত কহিনু যাঁহা এবে বলি মম বাক্য অজ্ঞান না যায়।
যাহারা ভজিবে হরিরে সতত ভবসিদ্ধ হ'তে পার পায় ॥১২২গ॥

মূল

চৌ—কহেউঁ নাথ হরি চরিত অনুপ। ব্যাস সমাস স্বমতি অনুরূপা ॥
শ্রুতি সিদ্ধান্ত ইহই উরগারী। রাম ভজিঅ সব কাজ বিসারী ॥১
প্রভু রঘুপতি ভজি সেইঅ কাহী। মোহি সে সঠ পর মমতা জাহা ॥
মহ বিগ্যানরূপ নহিঁ মোহা। নাথ কীমহি মো পর অতি ছোহা ॥২
পুঁছিছ রাম কথা অতি পাবনি। স্নক সনকাদি সন্তু মন ভাবনি ॥
সত সঙ্গতি দুর্লভ সংসার। নিমিষ দণ্ড ভরি একউ বার ॥৩
দেখু গরুড় নিজ হৃদয় বিচারী। মৈ রঘুবীর ভজন অধিকারী ॥
সকুনাম সব ভাঁতি অপাবন। প্রভু মোহি কীমহ বিদিত জগ পাখন ॥৪
দোহা— আজু ধন্য মৈ ধন্য অতি জন্তপি সব বিধি হীন।
নিজ জন জানি রাম মোহি সন্তু সমাগম দীন ॥১২৩ক॥
নাথ জখামতি ভাষেউঁ রাখেউঁ নহিঁ কছু গোঁই।
চরিত সিদ্ধ রঘুনাথক খাহ কি পাবই কোঁই ॥১২৩খ॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ—অনুগম কথা যাঁর নাথ ! তিনি হরি। সংক্ষেপে বিস্তারি' কহি মতি অনুসরি'
বেদেরসিদ্ধান্ত ইহা জানিয়া লইবে। সব কাজ পাসরিয়া রামেরে ভজিবে ॥১
প্রভু রঘুপতি ভ্যজি' ভজিবে কাহারে ? করুণা যাঁহার সদা হেন শঠ'পরে ॥
বিজ্ঞান মূর্তি তুমি নহে মোহধর। হে নাথ ! আমার'পরে হও কৃপাপর ॥২
পুছিয়াছি রাম-কথা অতীব পাবন। শুক-শম্ভু-সনকাদি-মানস-মোহন ॥
সাদু-সঙ্গ স্তম্ভল্লভ জানো এ'সংসারে। এক বারও ঘটে কারো যাবে সেই ত'রে ॥৩
দেখ হে গরুড় ! নিজ হৃদয় বিচারি'। রঘুবীর ভজনে কি আমি অধিকারী ?
সর্বথা বিহগামম আমি অপাবন। প্রভু পরিচয়ে আমি জগৎপাখন ॥৪
দোহা— ধন্য হ'তে ধন্য অতি ধন্য আমি যন্তপি সর্বদা আমি হীন।
নিজ ভক্ত জানি' দিলেন মিনায়ে সাদু-সনে এহেন যে দীন ॥১২৩ক
হে নাথ ! কহিনু বুনিমু যেমন কিছু মোর নাহিক গোপন।
রঘুর নাথক কথা সিদ্ধ-সম মাপিবারে কে বল সক্ষম ? ॥১২৩খ

মূল

চৌ—স্মরি রাম কে গুন গন নানা। পুনি পুনি হরষ ভুসুপ্তি স্তজানা ॥
মহিমা নিগম নেতি করি গাঞি। অতুলিত বল প্রতাপ প্রভুতাজি ॥১

বাংলা অর্থ—সেইঅ—সেবা করিব ; গোঞি—গোপন করিয়া ; সকুনাম—পক্ষী-
গণের মধ্যে অধম ; ব্যাস সমাস—সংক্ষেপে ও বিস্তারে ; (চৌ—১২৩ ক, খ)

শিব অজ পূজ্য চরম রঘুরাজি । মো পর কৃপা পরম হুতলাজি ॥
 অস স্তম্ভাউ কহ' স্তম্ভ' ন লেখউ' । কেহি খগেল রঘুপতি সম লেখউ' ॥২
 সাধক সিদ্ধ বিমুক্ত উদাসী । কবি কোবিদ কৃতগ্য সন্মাসী ॥
 জোগী সূর স্তোতাপস গ্যানী । ধর্ম বিরত পণ্ডিত বিগ্যানী ॥৩
 ভরহি' ন বিমু' সেঞ' মম স্বামী । রাম নমামি নমামি নমামী ॥
 সরম গঞ' মো সে অঘ রাসী । হোহি' স্তম্ভ নমামী অবিনাসী ॥৪

দোহা— জাম্বু নাম ভব ভেষজ হরম ঘোর ত্রয় সূল ।
 সো কৃপাল মোহি তো পর সদা রহউ অমুকূল ॥১২৪ক॥
 স্তনি ভুমুণ্ডি কে বচন স্তম্ভ দেখি রাম পদ নেহ ।
 বোলেউ প্রেম সহিত গিরা গরুড় বিগত সন্দেহ ॥১২৪খ॥

পঞ্চ:স্থান

চো— বহুবিধি রাম-স্তব করিয়া স্মরণ । স্তম্ভানী ভুমুণ্ডী পুন: হরষিত হ'ন ॥
 বেদ করে নেতিবাদে ব্যাখ্যান বাহার । প্রতাপ-প্রভুতা গাহে অসীম'তাহার ॥১
 শিব ব্রহ্মা সদা পূজে রামের চরণ । আমা' পরে কৃপা তাঁ'র সারল্য-কারণ ॥
 এহেন স্তম্ভাঘ কোথা না হেরি না স্তনি । হে খগেশ! নাহি বুঝি রাম-সম গুণী ॥২
 সাধক ও জীবন্ত সিদ্ধ ও উদাসী । রহস্তের স্তোতা যিনি স্তম্ভী ও সন্মাসী ॥
 যোগী বীরবর তথা স্তোতাপস স্তানী । ধরমে নিরত তথা পণ্ডিত বিজ্ঞানী ॥৩
 না তরিবে যদি নাহি সেবে মম স্বামী । হেন রামে পুন: পুন: শির নমি আমি ॥
 শরণ লইব যদি, সব পাপরাশি । স্তম্ভ হ'বে, নমি' আমি সেই অবিনাশী ॥৪
 দোহা— ষাঁ'র নাম দেয় ভব-রোগ-মুক্তি করে ঘোর ত্রিতাপ হরণ ।
 সে কৃপাল যেন তোমা' আগা' পরে অমুকূল সদা তরে র'ন ॥১২৪ক॥
 স্তনি' ভুমুণ্ডির মঙ্গল বচন তথা তাঁ'র রাম-পদে স্নেহ ।
 অতি প্রীতি-ভরে কহেন বচন গরুড়ের না রহে সন্দেহ ॥১২৪খ॥

মূল

চো—মৈ' কৃতকৃত্য ভয়উ' ভব বানী । স্তনি রঘুবীর ভগতি রস সানী ॥
 রাম চরন নুতন রতি ভজি । মায়া জনিত বিপত্তি সব গজি ॥১
 মোহ জলধি বোহিত তুমহ ভঞ । মো কই নাথ বিবিধ স্তম্ভ দঞ ॥
 মো পহি' হোই ন প্রতি উপকার । বন্দউ' ভব পদ বারহি' বার ॥২
 পুরন কাম রাম অমুরাগী । তুমহ সম তাত ন কোউ বড়ভাগী ॥
 সন্ত বিটপ সরিতা গিরি ধরনী । পর হিত হেতু সবনহ কৈ করনী ॥৩

বাংলা অর্থ—নিগম—বেদ; লেখউ—গণ্য করিব, বুঝিব; বিমু' সেঞ—সেবা না
 করিয়া; হুতলাজি—হৃদয়ভাব; ত্রয় সূল—ত্রিতাপ; (দো—১২৪ ক, খ)

সন্ত হৃদয় নবনীত সমান। কথা কবিত্ব পরি কহে ন জানা॥
 নিজ পরিভাপ জবাই নবনীত। পর দুখ জবাই সন্ত সুপুনীত॥৪
 জীবন জন্ম সফল মম ভয়উ। তব প্রসাদ সংসয় সব গয়উ॥
 জানেছ সদা মোহি নিজ কিকর। পুনি পুনি উমা কহই বিহজবর॥৫

দোহা— ভাস্ত চরন সিরু নাই করি প্রেম সহিত মতিধীর।
 গয়উ গরুড় বৈকুণ্ঠ হৃদয় রাখি রঘুবীর॥১২৫ক॥
 গিরিজা সন্ত সমাগম সম ন লাভ কছু আন।
 বিনু হরি কৃপা ন হোই সো গাবহি বেদ পুরান॥১২৫খ॥

পঞ্চানুবাদ

চো—তব বাণী শুনি মম সার্থক জীবন। রাম-ভক্তিপূত তাহা করিনু শ্রবণ॥
 রামের চরণে ইথে হ'ল মম রতি। টুটিয়া গিয়াছে সব মায়া'র বিপত্তি॥১
 মোহ-পারাবারে তুমি হইলে জাহাজ। হে নাথ! আমারে বহু সুখ দিলে তাজ॥
 কিছু নাহি পাবে তা'র প্রতি উপকার। তোমা'র চরণ বন্দি শুধু বার বার॥২
 তুমি পূর্ণকাম রামে অনুরাগপর। তোমা'-সম কেবা তাত! হেন ভাগ্যধর॥
 সাধু, বৃক্ষ, নদী, গিরি ধরার ধরম। পরহিত তরে সব তা'দের করম॥৩
 সাধুর হৃদয় যেন নবনীত-সম। কবি কথা ঠিক নহে এই মনে মম॥
 নিজ'পরে তাপ লাভি' গলে নবনীত। পরদুঃখ তথা করে সাধুরে জোবিত॥৪
 জীবন জনম মম সার্থক হইল। তোমা'র প্রসাদে সব সংশয় মিটিল॥
 সন্তত জানিবে মোরে তোমা'র কিকর। ওহে উমা! হেন কহে পুন খগবর॥৫

দোহা— তাহার চরণে শির নত করি' প্রেম-ভরা মনে মতিধীর।
 গরুড় গেলেন বৈকুণ্ঠে তখন হিয়াতে রাখি' রঘুবীর॥১২৫ক
 ওহে গিরিজায়া! সাধুসঙ্গ-সম লাভ নাহি মানি কিছু আন॥
 হরি-কৃপা বিনা তাহা নাহি হয়। গাহে তাহা আগম পুরাণ॥১২৫খ॥

মূল

চো—কহেউ পরম পুনীত ইতিহাস। স্নত শ্রবন ছুটিহঁ ভব পাঁসা॥
 প্রনত কল্লভরু করুনা পুঞ্জ। উপজই শ্রীতি রাম পদ কঞ্জা॥১
 মন ক্রম বচন জনিত অঘ জাজে। স্নহি' জে কথা শ্রবন মন লাজে॥
 তীখাটন সাধন সমুদাজে। জোগ বিরাগ গ্যান নিপুনায়ে॥২
 নানা কর্ম ধর্ম ব্রত দানা। সঞ্জম দম জপ তপ মথ নানা॥
 ভুত দয়া দ্বিজ গুর সেবকায়ে। বিছা বিনয় বিবেক বড়ায়ে॥৩
 জই লগি সাধন বেদ বথানী। সব কর ফল হরি ভগতি ভবানী॥
 সো রঘুনাথ ভগতি ক্রতি গাজে। রাম কৃপা কাহুঁ এক পাজে॥৪

দোহা— মূনি হুল'ভ হরি ভগতি নর পাবহি' বিনহি' প্রয়াস ।

জে মহ কথা নিরন্তর সুনহি' মানি বিশ্বাস ॥১২৬॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ - কহিনু অতি পুত-ইতিহাস । অরণে শুনিলে টুটে সব ভবপাশ ॥

ভক্ত-কল্পতরু রাম করুণা-আধার । আনি' দিবে পান-পাশে পিরীতি অপার ॥

মন-কর্ষ-বাক্য-জাত পাপ বিংশিবে । মন দিয়া যেই জন এ' কথা শুনিবে ॥

ভীর্থ-পর্যটন আদি সকল কুচুতা । যোগ ও বৈরাগ্য তথা জ্ঞানে নিপুণতা ॥২

মানা কর্ষ ধর্ম তথা ব্রত আর দান । শম-দম-দান-যজ্ঞ বিবিধ বিধান ॥

দ্বিজ-গুরুসেবা ভুতে অমুকম্পা দান । বিত্তা ও বিনয় তথা বিবেক মহান ॥৩

ইত্যাদি কারণ বেদ বাখানে সকল । হরিভক্তি হে ভবানি ! সবার ফল ॥

সেই রামে ভক্তি যাহা বেদের বাখান । রাম-কৃপা হ'লে কচিৎ কেহ কিন্তু পান ॥৪

দোহা— মূনি নাহি পায় যে হরি ভক্তি নরে না পায় করি' প্রয়াস ।

কিন্তু যা'রা শুধু নিরন্তর শুনে— পায়, রাখি প্রগাঢ় বিশ্বাস ॥১২৬॥

মূল

চৌ—সোই সব'গ্য শুনী সোই গ্যাভা । সোই মহি মণ্ডিত পণ্ডিত দাভা ॥

ধর্ম'পরায়ন সোই কুল জাভা । রাম চরন জা কর মন রাভা ॥১

নীতি নিপুন সোই পরম সয়ানা । ঐতি সিদ্ধান্ত নীক তেহি' জানা ॥

সোই কবি কোবিদ সোই রনধীরা । জো হল ছাড়ি ভজই রঘুবীরা ॥২

ধন্য দেস সো জই সুরসরী । ধন্য নারি পতিব্রত অমুরী ॥

ধন্য সো ভূপু নীতি জো করজি । ধন্য সো দ্বিজ নিজ ধর্ম'ন টরজি ॥৩

সো ধন ধন্য প্রথম গতি জাকী । ধন্য পুত্র রত মতি সোই পাকী ॥

ধন্য ঘরী সোই জব সতসঙ্গা । ধন্য জন্ম দ্বিজ ভগতি অভঙ্গা ॥৪

দোহা— সো কুল ধন্য উমা সুর জগত পূজ্য সুপুনীত ।

শ্রী রঘুবীর পরায়ন জেহি' নর উপজ বিনীত ॥১২৭॥

পঞ্চানুবাদ

চৌ—তিনিই সর্বজ্ঞ গুণী তিনি হ'ন জাভা । ধরার ভূষণ তিনি পণ্ডিত ও দাভা ॥

তিনি ধর্ম'পরায়ণ কালের রক্ষক । মনে প্রাণে যিনি রাম-চরণ সেবক ॥১

নীতিতে নিপুণ তিনি ভারী জ্ঞানবান । বেদের সিদ্ধান্তে তাঁ'র আছে ভাল জ্ঞান ॥

তিনি ত্রিকালজ্ঞ সুধী তিনি রণধীর । হল ত্যজি' ভজিছেন যিনি রঘুবীর ॥২

বাংলা অর্থ—বোহিত—জাহাজ; দএ—দিয়াছ; পরি কইহ—যথার্থ কহিতেছি; মহি

মণ্ডিত—পুণ্যবীর ভূষণ; রাভা—অমুরক্তা; নীক—ভালরূপে; ন টরই—বিচলিত হয়

না; প্রথম গতি—মধ্যবয়স; পাকী—সুগন্ধ; জন্ম—অবস্থা; (দো—১২৬-১২৭)

সেই ধন্য দেন যেখা সুরধুনী বহে। সেই ধন্য নারী যা'র পতিভ্রজা রহে ॥
 ধন্য সে ভূপতি যিনি নীতিতে কুশল। ধন্য বিপ্র নিজ ধর্মে রহিবে অটল ॥৩
 সেই ধন ধন্য যদি দান তরে ব্যয়। পুণ্য রত পঙ্ক বুজি ধন্য কহি তায় ॥
 ধন্য কাল কহি যদি সংসঙ্গ পরম। অখণ্ড ভক্তিতে ধন্য ব্রাহ্মণ জনম ॥৪
 দোহা— ওহে উমা! শুন সেই কুল ধন্য বিশ্ববন্দ্য তথা সুপাবন।
 যে জন হবেন বিনয়াননত তথা রঘুবীর-পরায়ণ ॥১২৭॥

মূল

চৌ—মতি অনুরূপ কথা মৈ' ভাবী। জ্ঞাপি প্রথম গুণ্ড করি রাখী ॥
 তব মন প্রীতি দেখি অধিকারী। তব মৈ' রঘুপতি কথা সুনাই ॥১
 য়হ ন কহিঅ সঠহী হঠসীলহি। জো মন লাই ন সুন হরি লীলহি ॥
 কহিঅ ন লোভিহি ক্রোধিহি কামিহি। জো ন ভজই সচরাচর স্মামিহি ॥২
 দ্বিজ জোহিহি ন সুনাইঅ কবহু'। সুরপতি সারগ হোই নৃপ জবহু' ॥
 রাম কথা কে তেই অধিকারী। জিনহ কেঁ সত সঙ্গতি অতি প্যার ॥৩
 গুরু পদ প্রীতি নীতিরত জেই। দ্বিজ সেবক অধিকারী তেই ॥
 তা কই য়হ বিসেস স্মখদাই। জাহি প্রাণপ্রিয় প্রীরঘুরাই ॥৪
 দোহা— রাম চরন রতি জো চহ অথবা পদ নিবান।
 ভাব সহিত সো য়হ কথা করউ প্রবন পুট পান ॥১২৮॥

পড়াহুবাদ

চৌ—মতি-অনুরূপ কথা তোমারে কহিমু। যজ্ঞপি প্রথমে গুণ্ড রাখিতে চাহিমু।
 তব মনে অতিমাত্র পিরীতি হেরিয়া। তবে রঘুপতি কথা দিমু শুনাইয়া ॥১
 ষষ্ঠ হঠসীল জনে না কহ এ'কথা। মন দিয়া যে না শুনে হরির বারতা ॥
 লোভী-ক্রোধী-কামী জনে না কর বর্ণন। চরাচর প্রভুরে যে না করে ভজন ॥২
 দ্বিজজোহিগণে কভু না কহ এ'কথা। যদি তা'র ধন রহে ইন্দ্রে ছিল যথা ॥
 রাম-কথা শুনিবার অধিকার তা'র। সাধুসঙ্গ যা'র রহে অতীব পিয়ার ॥৩
 গুরু-পদে প্রীতি ধরে, নীতি-পরায়ণ। বিপ্র-সেবী যিনি তিনি অধিকারী হ'ম ॥৪
 রঘুরাজ নিজে যা'র প্রাণপ্রিয় হ'ম। তা'র কাছে স্মখদায়ী এহেন বচন ॥৪
 দোহা— রাম-পদে রতি যাহার কামনা অথবা নির্বাণ যিনি চান।
 ভাব-সহ তিনি এই রাম-কথা করেন প্রবণ-পুটে পান ॥১২৮॥

মূল

চৌ—রাম কথা গিরিজা মৈ' বরনী। কলি মল সগনি মনোমল হরনী ॥
 সংস্খতি রোগ সজীবন মুরী। রাম কথা গাবহি' প্রতি সুরী ॥১
 এহি মই' রুচির সপ্ত সোপানা। রঘুপতি ভগতি কের পছানা ॥
 অতি হরি কৃপা জাহি পর ছোই। পার্ট দেই এহি' মারগ সোই ॥২

মন কামনা সিদ্ধি নর পাব। জে য়হ কথা কপট ভজি গাব।
 कहहिं सुनहिं अनुमोदन करही। ते गोपद ईव भवनिधि तरही॥३
 सुनि সব কথা হৃদয় অতি ভজি। গিরিজা বোলী গিরা সুহাজি ॥
 নাথ কুপাঁ মম গত সন্দেহ। রাম চরন উপজেউ নব নেহা ॥৪

দোহা— মৈ কৃতকৃত্য ভইউ অব তব প্রসাদ বিশেষ।

উপজী রাম ভগতি দৃঢ় বীতে সকল কলেস ॥১২৯॥

পত্ন্যাবাদ

চৌ—হে গিরিজা! রাম-কথা করিষু বর্ণন। মনো-মলহারী কলি-মল-প্রশমন ॥
 ভব-রোগে ইহা জানো মূল সঞ্জীবন। ইহা গান করে বেদ তথা সুখজন। ১
 এর মাঝে আছে চারু সাতটি সোপান। তাহা ধরি' ভক্ত পায় পথের সন্ধান ॥
 হরি-কুপা বাঁ'র'পরে হবে বরষিত। এই পথ তাঁ'র কাছে হ'বে সুবিদিত ॥২
 মনস্কাম সিদ্ধি তাঁ'র ইহবে প্রকট। গাহেন একথা যিনি হ'য়ে অকপট ॥
 কহে শুনে তথা তাহা সগর্ভন করে। গোপদ সমান তা'রা ভবনিধি তরে ॥৩
 শুনিয়া সকল কথা হিয়া-বিমোহন। গিরিজা কহেন অতি সুন্দর বচন ॥
 নাথের কুপায় এবে বিগত সন্দেহ। রাম-পদে উপজিল নব নব স্নেহ ॥৪
 দোহা— কৃতকৃত্য এবে তোমার প্রসাদে ওহে বিশ্বনাথ দয়াবান!

রাম-ভক্তি দৃঢ় মনে উপজিল হ'ল সব দুঃখ অবসান ॥১২৯॥

মূল

চৌ—য়হ সুভ সমু উমা সংবাদ। সুখ সম্পাদন সমন বিবাদ।
 ভব ভঞ্জন গঞ্জন সন্দেহ। জন রঞ্জন সজ্জন প্রিয় এহা ॥১
 রাম উপাসক জে জগ মাহী। এহি সম প্রিয় তিনহ কেঁ কছু নাহী ॥
 রঘুপতি কুপাঁ জখামতি গাব। মৈ য়হ পাবন চরিত সুহাব। ২
 এহি কলিকাল ন সাধন দূজ। জোগ জগ্য জপ তপ ব্রত পূজ।
 রামহি সুমিরিঅ গাইঅ রামহি। সম্ভত সুনিঅ রাম শুন গ্রামহি ॥৩
 জাসু পতিত পাবন বড় বাম। গাবহি কবি শ্রুতি সমু পুরান।
 তাহি ভজহি মন তজি কুটিলজি। রাম ভজে গতি কেহি নহি পাজি ॥৪

চন্দ— পাজি ন কেহি গতি পতিত পাবন রাম ভজি সুমু সঠ মন।
 গনিকা অজামিল ব্যাধ গীধ গজাদি খল তারে ঘনা ॥
 আভীর জমন কিরাত খস অপচাদি অতি অঘরুপ জে।
 কহি নাম বারক ভেপি পাবন হোহি রাম মমামি তে ॥১
 রঘুবংশ ভূষন চরিত ধ্রুহ নর कहहिं सुनहिं जे गावही।
 कलि मल मनोमल धोई बिनु प्रेम राम धाम सिधावही ॥

সত পঞ্চ চৌপাঈ মনোহর জানি জো। নর উর ধরে।
 দারুন অবিছা। পঞ্চ জনিত বিকার শ্রী রঘুবর হরে ॥২
 স্নন্দর সজ্ঞান কৃপা নিধান অনাথ পর কর প্রীতি জো।
 সো এক রাম অকাম হিত নিবানপ্রদ সম আন কো ॥
 জাকী কৃপা। লবলেস তে মতিমন্দ তুলসীদাসহুঁ।
 পায়ো পরম বিশ্রাম রাম সমান প্রভু নাহী কছু ॥৩

দোহা— মো সম দীন ন দীন হিত তুমহ সমান রঘুবীর।
 অস বিচারি রঘুবংশ মনি হরছ বিষম ভব ভীর ॥১৩০ক॥
 কামিহি নারি পিতারি জিমি লোভিহি প্রিয় জিমি দাম।
 তিমি রঘুনাথ নিরন্তর প্রিয় লাগছ মোহি রাম ॥১৩০খ॥
 প্রোক— যৎপূর্বং প্রভুণা কৃতং স্মকবিনা শ্রীশঙ্কর। দুর্গমং।
 শ্রীগজ। মপদ জভক্তিমানিশং প্রাপিত্যৈ তু রামায়ণম্ ॥
 মজ্ঞা তজ্জনাথনামনিরন্তরং স্মান্তস্তমঃশাস্তয়ে।
 ভাষাবজ্জমিদং চকার তুলসীদাসস্তথা মানসম্ ॥১
 পুণ্যং পাপহরং সদা শিবকরং বিজ্ঞানভক্তিপ্রদং।
 মায়ামোহমলাপহং স্মবিমলং শ্রেয়াম্ভূপুরং শুভম্ ॥
 শ্রীকৃষ্ণদামচরিত্রমানসমিদং ভক্ত্যাবগাহস্থি য়ে।
 তে সংসারপতঙ্গঘোরকিরণৈর্দহ্যন্তি নো মানবাঃ ॥২

পঞ্চান্নবাহ

চৌ—ভবানী-মহেশ কথা বহু শুভকর। স্নেহের আকর ভব-দুঃখনাশপর ॥
 ভব-দুঃখ টুটে তাহা সংশয়-নাশন। সাধুজন-প্রিয়কারী ভকত-তোষণ ॥১
 রাম-উপাসক বিনি ধরার মাঝার। রাম-কথা-সম প্রিয় কিছু নাহি তাঁর ॥
 রাম-কৃপাবলে নিজ মতি অমুসরি'। পাবন চরিত চারু আমি গান করি ॥২
 এই কলিকালে নাহি দ্বিতীয় সাধন। যোগ, যজ্ঞ, জপ, তপ, ব্রত ও অর্চন ॥
 রঘুনাথে স্মরি' শুধু গাহ রাম নাম। সতত শুনিবে শুধু রাম-গুণগ্রাম ॥৩
 পতিতেরে পূত করে সদা ষাঁ'র বাণ। কবি, ক্রতি, সাধু আদি গাহে ষাঁ'র গান ॥
 ত্যজি' কুটিলতা হ'য়ে নিরত ভজনে। কেবা না লভিল গতি শ্রীরাম-সাধনে ॥৪
 ছন্দ— কে না পাবে গতি পতিত পাবন রঘুনাথে ভজি' শুন শঠ-মন!
 বেণ্ডা অজাগিল কিরাত শকুনি গজ আদি খল তরিল যখন ॥

বাংলা অর্থ—হঠ সীলহি—উদ্ধৃত ব্যক্তিকে; সুরী—বিদ্বান্; গোপদ—পরম দূর
 ষায়া গভীরতা প্রাপ্ত স্থান মায়; বিশেষ—বিশ্বনাথ; বীতে—দূর হইয়াছে; ঘনা তারে—
 ক্রত সংসার-নাগর উত্তীর্ণ হইয়াছে; সিধাবহী—সোজাহজ চলিয়া যায়; ভব ভীর—
 সংসারজনিত দুঃখ বিষয়া; দাম—ধন; পতঙ্গকিরণ—স্বর্গাকিরণ; (দো—১২৮-১৩০)

আত্মী, যখন কিরাত, চণ্ডাল হীন জাতি যা'রা পাপ-রূপধর।
 ল'য়ে নাম যা'র একবার তরে সুপাবন তাহে আমি নতিপর ॥১
 রঘুবংশ-মণি চরিত এ'হেন বে' শুনে যে কহে আর যেই গায়।
 ধুয়ে কলিমল মনোমল তথা শ্রম নাহি করি' রাম-ধাম যায় ॥
 পাচ সাত শ্লোক জানি' মনোমত যে জন হৃদয়ে করিবে ধারণ।
 মায়া-জাত পাঞ্চ- ভৌতিক বিকার রঘুবর নিজে করেন হরণ ॥২
 স্তম্ভর স্তম্ভানী রূপার নিধান অনাথের'পরে পিরীতি সাহার।
 সেই এক রাম অকামী শুভদ তুল্য মুক্তিদাতা কেহ নাহি স্মার ॥
 যা'হার রূপার লেশমাত্র হ'তে তুলসীদাস যে ধার মন্দমতি।
 লভিল পরম শান্তির আশ্রয় প্রভু কোথা পাবে সম রঘুপতি ॥৩

দোহা— অামা'-সম দীন কেহ নাই, নাই দীন হিতকারী তোমা'-সম।
 ইহা বিচারিয়া রঘুবংশ-মণি হর ভব-যন্ত্রণা বিষম ॥১৩০ক॥
 কামীজনে নারী যথা প্রিয় লাগে ধন যথা প্রিয় লোভী জনে।
 তথা রঘুনাথ প্রিয় যেন লাগে নিরন্তর তুলসীর মনে ॥১৩০খ॥
 শ্লোক— আদিত্যে স্নকবি প্রভু-শিব রচে চরিতমানস এই রামায়ণ।
 রাম-পাদ-পদ্মে অহনিশ যিনি করিতেন শুদ্ধা ভকতি-পোষণ ॥
 সেই রাম নামে নিরন্ত আছিল। মানস-তামস প্রশমন তরে।
 চরিতমানসে ভাষাভে রচিয়া তুলসীদাসও তেমনি আচরণে ॥১
 পুণ্যদ পাপহা সদাশিবকর বিজ্ঞান ভকতি আনি' তাহে দেয়।
 মায়ামোহনাশী প্রেম-বারি-ভরা নিমল আনন্দ সবে তাহে পায়।
 ত্রীরাম-চরিত- মানস পুস্তক যে জন পড়িবে দৃঢ় ভক্তিভরে।
 ঘোর ভব-রবি- কিরণ কখন দহেন তাহারে কিছু নাহি করে ॥২
 সমাপি' ত্রিশ দিন আস পারা হ'নো।
 হ'তে চাহি রামদাস জনমে জনমে ॥
 ইতি ত্রীমদ্রামচরিতমানসে সকল-কলিকলুষ-বিন্ধবৎসনে
 সপ্তম সোপান সমাপ্ত

সান্নম—(উত্তরকাণ্ড শেষাংশ) ১০৯—১১০ দোহা পর্য্যন্ত

হে কৃপানিধান শিব! তাহার যাগতে পরম কণ্যাণ হয় তাহাই করন। ব্রাহ্মণের পরহি
 বাক্য শুনিয়া আকাশবাণী হইল,—“তাহাই হইবে। এব্যক্তির পাপ নিদারুণ হইলেও তোমা
 মাধুৰ্য্য দেখিয়া ইহার প্রতি কৃপা করিব। আমার সাণ ব্যর্থ হইবে না তবে ইহাকে সহ
 জন্ম পাইতে হইবে। নূতন জন্মলাভ করিয়াও ইহার পূর্ণ জ্ঞান লোপ পাইবে না। যেহে
 রঘুপতির পুরী অবোধ্যতে জন্ম এবং আমার সেবায় মন দিয়াছিল এজন্ত আমার অমৃত

নাঁড়ে ইহার জুয়ে রামভক্তি উপস্থিত হইবে।’ তখন তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া শিব বলিলেন,—‘ব্রাহ্মণ সেবতে হরি তুই হন। ব্রাহ্মণের অপমান করিও না সাধুকে ঈশ্বরের সমান জ্ঞান করিবে। কাল বশে পবে বিদ্যাগিরিতে শাপ হইলাম। তার পরে বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়াছি। সকল দেহে রামভক্তন আশ্রয় করি। তাহাতেই দিগ্‌বাণে বসি তেছিলাম। একদা মেরুপর্বতের শিখরের বঁচ্ছায়াতে লোমশ মুনি বসিয়াছিলেন। মুনির তপস্যার কারণে তিনি আমার উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করি আশ্বিনার বধা তিষ্ঠাস করি। তিনি কিছুকাল রত্নপতির গুণবর্ণনা করিয়া নিগুণ ব্রহ্মের বিচার বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন,—‘মন ও ঈজিয়ের অতীত, বিনাশহীন, বিকারহীন সেই তুমি ও ব্রহ্ম কোন তফাৎ নাই।’ নিগুণ মত আমার জুয়ে স্পর্শ করিল না। আমি নিগুণ চক্ষে পৃথককে কেমনে দেখিতে পারি তাহার উপদেশ চাহিলাম। তিনি নিগুণ মত প্রার্থিতা করিতে চাহিলেন। আমি সন্তুষ্ট মত প্রার্থিতা করিতে চাহিয়া বলিলাম,—‘যে বুদ্ধ ছাড়’ জোঁশ হয় না। আমার অধীন ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌ মত জীব ঈশ্বরের সমান হইতে পারে? যে সকলের হিতকারী তাহার জুঁশ হয় না। পরে বিরোধ সে করে না। মানুষের শরীর পাইয়ে রামভক্তন না করার মত কোন সর্বশক্তি নাই। আমার মত ধর্ম কি আছে? মানা মুক্তি আমার মন রচনা করিতেছিল। পরে বিতর্কের ক্ষেত্র উপস্থিত হয়। আমি সন্তুষ্ট পক্ষ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলাম। সক্রোধে মুনি বলেন,—‘তোমাকে শিক্ষা দিতেছি অগ্‌চ মাননা, আমার উত্তর প্রত্যাহ্বন কব, কাকের মত সব বধাতে ভয় পাপ। তুমি সন্তুষ্ট প্রতিষ্ঠা চাপ। তুমি এমনই পাখীদের চণ্ডাল অর্থাৎ কাক হও।’ আমি সেই শাপ মাথায় করিয়া লইলাম। আমার ভয় বা এতরতা আসিল না। আমি তখন কাক হইয়া গেলাম এবং রামকে অবগণ করিয়া উড়িয়া চলিলাম। এই শাপই আমার পরীক্ষাদানের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র হইল।

শিব পার্শ্বীককে বলেন,—যে রামভক্ত, বাহার কাম, অভিমান ও ক্রোধ দূর হইয়াছে যে জগৎকে প্রভুস্বয় দেখে তাহার জগতের সহিত বিরোধের ক্ষেত্র কোথায়? কাক গরুড়কে বলিতেছিল,—‘স্বামির কোন দোষ নাই। রত্নপতি আমাকে মন, বার্ষ্য ও বাক্য নিজের ভক্ত জানিয়া মুনির বুদ্ধি ফিরাইয়া দিলেন। আমার রামপদে গভীর বিশ্বাস দেখিয়া মুনি আমাকে আদর করিয়া ডাকিয়া বহিলেন এবং রামমন্ত্র দিলেন। তিনি আমাকে বালকরূপ রামের স্থান শিখাইলেন। মুনি আমাকে কিছুকাল সেখানে রাখিয়া রামচরিতমানস বর্ণনা করেন ও বলেন বাহার জুয়ে রামভক্তি নাই তাহাকে একথা বলিও না। তিনি করস্পর্শে আমাকে আশীর্বাদ করেন,—আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি শুভশুভকৃত ও অভিমানশূন্য হও। তুমি ইচ্ছামত যে কোন রূপ হইও। তোমার মৃত্যু ইচ্ছাধীন, তুমি জ্ঞান-বিরাগের নিবাসস্থান হও। তুমি যেখানে বাস করিবে সেখানে হইতে এক যোজন স্থানে অজ্ঞান ব্যাপ্ত হইবে না। কাল, কন্দ, গুণ, দোষ ও স্বভাব ইহাদের দেওয়া কোন জুঁশ তোমার হইবে না। রামচক্রের গুপ্ত ও প্রত্যক্ষ

গুণ ভূমি বিনা আয়াসে জানিতে পারিবে। প্রভুর প্রসাদে এই দুর্লভ আশীর্বাদ লাভ করিয়া এই আশ্রমে সাতাইশ কল্প কাল আছি। এখানে রঘুপতির গুণগান করি। চতুর পাখীর তাহা আদর করিয়া শোনে। অযোধ্যা পুত্রীতে যখন রঘুবীর ভক্তের হিতের জন্য মনুষ্যস্বর্গীর ধারণ করেন সে সময় সেখানে বাইরা ইহার শিশুসীলা দেখিয়া আনন্দ পাই। তাঁহার শিশুরূপ জন্মে ধরিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসি। এই আমার কাবদেহ ধারণের ইতি-বৎ। এই ভাবে রামপদে ভক্তি হওয়ার জন্য আমি তাঁহার দর্শন পাইয়াছি। আমার সন্দেহ দূর হইয়াছে। হে খগেশ! হরিভক্তি ত্যাগ করিয়া অত্র উপায়ে সুখলাভের কোন আশা নাই।

কাক ভক্তিতত্ত্ব এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে খগেশ বলিল,—জ্ঞান ভক্তিতে প্রভেদ কি বলুন কাক বলিল,—“ভক্তি ও জ্ঞানের কোন ভেদ নাই। দুইই সংসার হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু মনুষ্যের কিছু প্রভেদের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি। জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ ও বিজ্ঞান ইহারা সকলে পুরুষ। পুরুষের প্রত্যাপ বেশী জী স্বভাববিনীল ও জড়ভাবাপন্ন। যে বৈরাগী ও স্থিরবুদ্ধি সে পুরুষ জড়তা ও দুর্লভতা পরিহার করিতে পারে। যে কামী ও বিষয়-বিষয় যে রঘুবীর পদে বিমুখ সে নারী ত্যাগ বরিতে পারে না। যে মনি মহাজ্ঞানী সেও মনুষ্যনী বিধুমুখী জী দেখিয়া বিকল হয়। নারী প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানী, নারীর রূপ দেখিয়া নারী কখন মুগ্ধ হয় না। মায়ী ও ভক্তি দুই জীবগণের মধ্যে, রঘুপতির নিকট ভক্তিই প্রিয়, মায়ী ত নর্তকী, রঘুপতি ভক্তির অল্পকুল একমাত্র মায়ী তাহাকে ভয় করে। ভক্তিকে দেখিলে মায়ী মনুচিত হয়। জ্ঞান ও ভক্তির আয়ত্তভেদ এইরূপ। জীব অবিনাশী, ঈশ্বরের অংশ জীব চেতন, অমল, সহজাত আনন্দময় মায়ার বশে জড়ের সঙ্গে তাহাকে গ্রহিৎক হইতে হয়। এবদন মিথ্যা হইলেও সূচান কঠিন। এই ভাবে জীব সংসারী হয়। এই সংসার-গ্রহিৎ ছিল না হইলে পূর্ণ সুখ ভয় না। বেদ পুরাণে এই গ্রহিৎভেদের কথা বহুধাবর্ণিত আছে কিন্তু তাহা কার্যতঃ ভেদ না হইয়া অরো জড়াইয়া যায়। জীবজন্মে যে মোহর অন্ধকার তাহাতে এই সংসারগ্রহিৎ ভেদ হইতে পারে না তবে গ্রহিৎভেদের যোগ যদি কখন ঈশ্বর রূপাতে আসে তবেই সম্ভব হয়।”

“সাধিক শ্রদ্ধারূপ নূতন গাভী হরির রূপায় জন্মে অবস্থান করে। সেখানে জগ, তপ, ব্রত, নিয়মাদি শুদ্ধ আচার সেই গাভীর সবুজ ঘাস হয়। গাভী যখন সেই ঘাস খায় শুদ্ধভাবরূপী শিশুবৎস ঐ গাভীর স্তন পান করে। নিবৃত্তিরূপী বহনরজ্জ্বারা ঐ গাভীর পশ্চাতেব পদ বাঁধিয়া বিশ্বাকরূপী দৃষ্টাধারে মনোরূপী গোপাল পরমেশ্বররূপে দৃষ্ট দোহন করে। নিন্দাম অগ্নিতে সেই দৃষ্ট জাল দিয়া সন্তোষ ও ক্ষমারূপে বাতাস দুধের উষ্ণতা বিছা কপিলে শম ধুতিরূপে দখল দিয়া ঐ দুধ হইতে দধি জমান হয়। বিচাররূপে মহানন্দে প্রসন্নতার সহিত ঐ দধি গন্ধন করিলে তখন বিমল বৈরাগ্যরূপী পবিত্র মনি পৃথক্ ভাগিয়া উঠে। তখন শুভাশুভ-কর্মরূপে ইন্দ্রন জালাইয়া যোগাগ্নিতে ঐ মাংসন উত্তপ্ত করিলে মমত রূপী স্থল অংশ জলিয়া গেলে জ্ঞানরূপে স্নাত বাহির হয়। তখন বিজ্ঞান-রূপী বুদ্ধি শুদ্ধবৃত্তিয়ার চিত্র-রূপে পূর্ণ করিয়া সমতারূপে দীপদানিতে তাহা রাখে। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-অবুপ্তি ও স্বপ্ন-রজ-তমোরূপ

কাপাল হইতে তুরীয়রূপ তুল্য বাহির করিয়া ঐ দীপের বাতি তৈয়ার হয়। এই বিজ্ঞানময় তেজঃপুঞ্জযুক্ত দীপ-প্রভাতে মঙ্গল পতন জন্মি যাইবে। “সোহহমিতি” আমি ব্রহ্মরূপ এই ছোটিত্বশ্রয় শিখা হইতে যে আত্মানুভব তাহাতে সংসারমূলক যে ভেদবুদ্ধি তাহা নষ্ট হয়। অবিচার প্রবল পরিবার মোহ ইত্যাদি এই আলো ত মিটিয়া যায়। সেই বুদ্ধিতে স্বপ্নমগ্নি ছিন্ন হয়, এই গ্রন্থি ভেদ করিতে পারিলে জীব রত্নার্থ হয়। এই সময় প্রধান বিষ উপস্থিত করে যায়। মায়া স্বাক্ষি, শক্তি প্রভৃতি পাঠাইয়া লোভ দেখায়। তাহারি ছলে বলে কৌশলে নিকটে আসিয়া জাঁচলের বাতাসে দীপ নিবাইতে যায়। চতুর বুদ্ধি তাহাদের দিকে তাকাইতেও চাহে না। আবার ইন্দ্রিয়দেবতারও উপদ্রব আরম্ভ হয়। বিষয়রূপী বাতাস আসিয়া জোর করিয়া কবাট খুলিয়া বুদ্ধিকে বিকল করিতে চায়। ইন্দ্রিয় দেবতাদের জ্ঞান ভাল লাগে না। তাহাদের বিষয় ভোগের জন্ত সর্বদা প্রীতি থাকে। যদি বিষয় বাতাস বুদ্ধিকে তুলাইয়া দেয় তবে আর সে দীপ কে জালাইয়া রাখিবে? এই ভাবে জ্ঞানদীপ নির্কালিত হইলে জন্মমৃত্যুর ব্যাপারে সংসার দঃখও বিভিন্ন প্রকার আসে। দুস্তর হরির মায়া উদ্ভীর্ণ হওয়া সহজগম্য নয়। জ্ঞানতত্ত্ব ব্যান কঠিন, বসিতে বঠিন, সাধনেও বঠিন, যদি কোন প্রকারে আসিয়াও যায় তাহাতেও গিয়া অনেক। জ্ঞানের মার্গ ছুই প্রান্তে ধার বিশিষ্ট তদবতারি জ্ঞার। ইহা হইতে পতনের আশঙ্কা সর্বদা থাকে। যদি কোনকণে প্রান্তে পৌছান যায় তবে মোক্ষরূপ পরম পদ প্রাপ্তি হয়। হরির ভজনে এই মুক্তি ইচ্ছা না করিলেও আসে, ভক্তিভক্তি বাদ দিয়া মোক্ষের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এই জগৎ হরিভক্ত মুক্তির বিষয় চিন্তা না করিয়া ভক্তির প্রয়াসী হয়। ভক্তিতেই সংসারমূল অবিচার নাশ হয়।”

“সেবা-সেবক ভাব ব্যতীত ভবদুঃখ হইতে সহজে উদ্ভীর্ণ হওয়া যায় না। এজন্ত রামানন্দভক্তনাম দিকে মুখা দৃষ্টি দিবে। যিনি জড়কে চেতন করেন ও চেতনকে জড় করেন সেই বস্তুনাথের ভজনে জীব যজ্ঞ হইবে। স্মৃগ জ্ঞান-সিদ্ধান্ত কহিয়াছি। এইবার ভক্তি-সিদ্ধান্ত কতিব। বাহার স্বপ্নয়ে ভক্তি আছে তাহা সর্বদা প্রকাশমান থাকে। মোহ তাহার ত্রিসীমায় আসে না। অবিচার অন্ধকার থাকে না। কাম-ক্রোধাদি তাহার নিকটেও যায় না। তাহার নিবট বিষ অমৃত হয়। ভাবী মানস রোগে কখনও সে আক্রান্ত হয় না তাহার দুঃখ অশ্রুও থাকে না। তাহারাই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান যাহারা ভক্তিরূপ মণির জগৎ যত্ন করে। রামকৃপাতে ঐ মণি লাভ করা যায়। বেদ-পুবাণে নানা ভাবে এই ভক্তিতত্ত্ব শিখিত। সচ্চন ব্যক্তি বুদ্ধিরূপ খোদাই অন্তর্বাণ এবং জ্ঞান-বৈরাগ্যরূপী নেত্রদ্বারা প্রেমভরে সন্ধান করিলে এই ভক্তি লাভ করে।”

“বেদ সমুদ্র, জ্ঞান মন্ডর পর্বত, সাধু সচ্চন সেখানে দেবতা। যে এই সহস্র মন্ডন করিয়া হরিকণারূপ অমৃত দোহন করে, তাহাতে ভক্তিরূপ মধুবতী বাস করে। বৈরাগ্যরূপী বর্ষে আপনাকে বাঁচাইয়া জ্ঞানরূপ তরবারিধারা মদ, লোভ ও মোহরূপী মক্ৰ ধ্বংস করিয়া যে বিজয় লাভ তাহারই নাম হরিভক্তি।” অতঃপর গরুড় সাতটি প্রশ্নের উত্তর চাহিলেন,—

১। কোন শরীর সকলের চেয়ে বেশী দুর্জিত? ২। বড় দুঃখিক? ৩। বড় সুখিক? ৪। সাধু

ও অসাধু বর্ষভেদ কোথায় ? ৫। বেদবিখ্যাত বিশাল পুণ্য কি ? ৬। কোন্টা পরম পাপ ?
 ৭। মানস রোগের তত্ত্ব কি ?

উত্তর—১। মানুষের শরীরের সমান কোন দেহ নাই। চর'চর জীবের মধ্যে এই দেহসার।
 ঐ দেহ বর্গ নরক ও মোক্ষের সোপান। ঐ শরীর জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিজনিত সুখ দেয়
 এই শরীর ধারণ করিয়া যে হরিভজন কবেনা সে ম্পর্শমণি ফেলিয়া কাচের টুকরা লয়
 ২। দারিদ্র্যের মত দুঃখ নাই।

৩। সাধু ব সহিত মিশনের মত সুখ নাই।

৪। সাধু বা অপরের সুখের জন্ত দুঃখ সহ করেন আর অভাগা অসাধুগণ পরকে দুঃখ
 দেওয়ার জন্ত দুঃখ সহ করে।

খল শণের মত পরের বন্ধন করায়। অপরকে দুঃখ দিবার জন্ত প্রয়োজন হইলে নিজের
 দেহচর্য খুলিয়া বিপদ বরণ করিয়াও মরে। বিনা স্বার্থে পরের অপকার খলের ধর্ম
 তাহার। ইচ্ছার ও সপ্নের মত পরাপকাবে নিরত।

৫। বেদপ্রসিদ্ধ পঞ্চ বর্ষ ৬। পরিনন্দার মত পাণের পক্ষি আর নাই। ভগবান
 ও গুণনিন্দাকারী সহস্রজন্ম ভেদ-দেহ পায়। ব্রাহ্মগনিন্দক কাক হইয়া জন্মে। দেবতা ও
 বৈশ্বানন্দ রোরব নরকে পড়ে। সাধুনিন্দক পেচক হয়। পরিনন্দা যাহার স্বভাব সে
 চামচিকা ছইয়া জন্মায়।

৭। মোহই সকল ব্যাধি ব মূল তাহা হইতেই নানা শূল পীড়ার উৎপত্তি। কাম বাত—
 লোভ কফ—ক্রোধ পিত্ত—তাহাতে নিত্য বুক জলে। এই তিনের সংযোগে সন্নিপাতরোগ সর্প-
 প্রকারে দুঃখদায়ক। অভিমান মানস র'ক্রোধ, ঈর্ষ্যা মানস কণ্ডয়ন, হর্ষ ও শোক মানস
 গ্রাসিবাত। পরের সুখে অন্তর্দাহ মানস ক্ষয় রোগ। মনের কুটিলতা ও চুটতা মানস কুঠ
 রোগ। অহঙ্কার দুঃখদায়ক মানস শোধ। দম্ব, কপটতা, মদ ও মান মানসক্ষতমধ্যস্থ কীট,
 তৃষ্ণা মানস উদররোগ, ত্রিঐশ্বৰ্য্য (পুত্র, ধন ও যশোবিশ্বাস) মনের কম্পজর, পরশ্রীকাতরতা ও
 অবিশেষ মনের দৌকালীন জ্বর। একটা রোগেই মাতৃম মরে আর এত ব্যাধি যখন মানুষকে
 সন্তত দুঃখ দেয় তখন সুখের ক্ষেত্র কোথায় ? সকলে এই রোগে ভোগে কিন্তু কম লোকে
 তাহা দেখিতে পায়। এই রোগের মর্ষ সে জানে। তাহার কিছু রোগ কমে বটে কিন্তু নাশ
 হয় না। বিষয়-ভোগরূপী কুণ্ঠে মূনির হৃদয়েও রোগ হয়। সাধারণ মানুষের ত কথাই নাই।
 তবে রামকৃপাতে সঙ্গুত ও বেদবাক্যে বিশ্বাস ভয়ে এবং বিষয় ভোগে সাধা ও হংসের আব-
 লতা আশে। রঘুপতির প্রতি ভক্তিতেই এই মানস বোগের শান্তি নিহিত আছে। যদি রোগ
 শান্তির পথ থাকে তবে এই পথে আছে। রামের ভজনই বেদের একমাত্র সিদ্ধান্ত। রঘুপতিকে
 ত্যাগ করিয়া সেবার কেহ নাই। হে গরুড় ! তুমি অতি পবিত্র ; শুক মনকাদি মূনি ও শিবের
 প্রিয় রামকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সাধু'ঙ্গ জগতে বড় দুর্লভ। আমি শত্ব হইলাম। আমি
 হীন তবু আমাকে নিজভক্ত জানিয়া তোমার মাধ্যমে শিব সাধু'ঙ্গ দিলেন। এই ভাবে ভূঃপ্তী
 গরুড়কে ধন্যবাদ দিয়া পুনঃপুনঃ রঘুনাথকে প্রণাম জানাইল। গরুড় ভূযুগীর নিকট হইতে

রঘুবীরের পবিত্র ভক্তিবসপূর্ণ কথা শুনিয়া নিজ কুতূহলতার কথা জ্ঞাপন করিলেন। গরুড় তাহার জীবন ও জন্ম শফল হইয়াছে সকল সংশয় দূর হইয়াছে বলিল। অতঃপর তাহার ছদ্ম রঘুবীরের নিকট সমর্পণ কবিয়া বৈকুণ্ঠে চলিল।

যাহার মন বাসচরণে নিবত সেই সর্গজ্ঞ সেই গুণজ্ঞাতা ও পুণিবীর শোভা; সেই পণ্ডিত দাতা, ধর্মারামণ ও কুলমাতা; সেই দেশ যত যেখানে গঙ্গা; সেই নারী যত যে পতিব্রতা; সে রাজা যত যে নীতিমান; সে ব্রাহ্মণ যত যে ধর্মরক্ষক; সে ধন যত যাহার গতি দানে; সে বুদ্ধি যত যাহা পুণ্য কর্মে রত; সে সময় যত যাহা সংসঙ্গে কাটে; তাহার জন্ম যত যাহার বিজ-ভক্তি অখণ্ড; সেই কুল যত, জগৎপূজ্য ও পবিত্র যে কূলে বিনীত ও রঘুবীর ভক্ত নর জন্মে।

হে গরুড়! তোমার রঘুপতির প্রতীতি দেখিয়া আমি রঘুপতির গুপ্ত রহস্য আমার বুদ্ধি অমুণায়েরে বর্ণনা করিলাম।

গোবামী ভূগমীবাণ বলিতেছেন,—হে রঘুবীর! আমার সমান আত্মকেহ নাই আর তোমার সমান দীনবন্ধুকেহ নাই, ইহা বুঝিয়া হে রঘুবংশমণি! তুমি আমার বিষম ভবভয় হরণ কর। স্বামীব নিকট নারী যেমন প্রিয় লাগে, লোভীব নিকট ত্রযা যেমন প্রিয় লাগে তেমনি রঘুবংশের মণি রাম যেন আমার নিকট সর্বদা প্রিয় লাগে।

প্রাহ্লক্য-বংশ-পরিচয়

ঈদংশ শতক শেষ কাণ্ডকুজ আর্য্যদেশ।
 যবন-প্রভানে হয়! প্রায়শঃ ব্রাহ্মণ্য শেষে ॥
 ব্রাহ্মণেরা মিলি' গবে চিন্তেন ধরম-গতি।
 আর্য্যাবর্ত্ত ত্যজি' কৈলা দাক্ষিণাত্য-বাসে মতি ॥
 অগস্ত্য-প্রভাব-পুত্রে দ্রাশিড় নৈমিষারণ্যে।
 দরিদ্র বিপ্রেরা যা'ন মিলিতে ব্রাহ্মণ-সনে ॥
 দাক্ষিণাত্যে অভিবান করি' শাস্ত্র নিক্ষেপ'য়ে।
 নিরচিল। যজ্ঞভূমি বেদবিদী সমাশ্রয়ে ॥
 বগড়ি মেদিনীপুরবাসি-রাজা গজপতি।
 তীর্থযাত্রাতরে তাঁ'র দাক্ষিণাত্যে উপস্থিতি ॥
 যজ্ঞ-পরিবেশ হেরি' হ'ন পুলকিত-মতি।
 বর্ণাশ্রম স্বীয় রাজ্যে রক্ষিতে করেন মতি ॥
 পঞ্চগোত্রে আমন্ত্রিল। স্থাপিতে মন্দির শত।
 ধর্মরাজ্য বর্ণাশ্রম স্থাপিবারে দৃঢ়ব্রত ॥
 গৌতম, মৌদগল্য, গার্গ্য, বশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ।
 পঞ্চগোত্রী মিলিলেন সাধিতে ধর্মীয় কাজ ॥
 গৌতমীয় শঙ্খধর সেথা হ'ন উপনীত।
 শঙ্খভট্ট নামে তিনি আছিলেন পরিচিত ॥

শঙ্কু, রাগদেবানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, হরিদাস ।
 পুরুষপঞ্চক সেখা যথাক্রমে করে বাস ॥
 মধুমদন তৎপুত্র, মহীপতি অতঃপর ।
 মিহির অষ্টমস্থানে অল্লালের সেই স্তর ॥
 বজ্রেশ প্রতাপাদিত্য যশোর নগর ধাম ।
 অল্লবংশ পুরোহিতে দেন ধুলিপুর গ্রাম ॥
 গোড়-দামী বাৎসগোত্র মনস্বী মধুমদন ।
 তৎপুত্র রামভদ্র রাজগুরু বৃত্ত হ'ন ॥
 রামভদ্র-অল্লবংশ ধুলিপুরে নিবসিলা ।
 গুরু-পুরোহিত মিলি' ধর্ম্যক্ষেত্র বিরচিলা ॥
 নারায়ণ, রমাকান্ত, জানকীজীবন, রাম ।
 মৎস্রপূর্বজ পুরোহিত নন্দরাম, বিষ্ণুরাম ॥
 'ঘলঘলে' সে পরগণে নিবসিলে বিষ্ণুরাম ।
 টাকীর 'রায়-চৌধুরী'রা করেন ব্রহ্মত্র দান ॥
 রামকঙ্কর, ত্রীরাম, গিরীশ ও চিরঞ্জীব ।
 বংশপরম্পরা মম তাঁ'রা জীব তাঁ'রা শিব ॥
 চিরঞ্জীব পূজ্যপিতা ধর্ম্যে নিষ্ঠাপরায়ণ ।
 বার্ক্যে শুনিতে চা'ন তুলসীর রামায়ণ ॥
 তুলসীর রামায়ণ হ'তে করি অনুবাদ ।
 তাঁহার আশিসে লভি কবিত্বের রসাস্বাদ ॥
 অকবির যত ক্রটি ক্ষমে গুণগ্রাহি-জম ।
 রাম-নামে হবে ধ্রুব সর্বদোষ-প্রক্ষালন ॥
 ভ্যজিলাম পিতৃভূমি রাষ্ট্র যবে পাকিস্তান ।
 কলিকাতা-প্রান্তে রচি 'চিরঞ্জীব স্মৃতিধাম' ॥
 বিংশতি সংখ্যক বাটী অভিধা বৈষ্ণবঘাট ।
 পিতৃস্মৃতি-কুটীরেতে স্থাপিনু ত্রীরাম-পাট ॥
 ত্রীরাম-মন্দির স্থাপি নিতে রামকৃষ্ণ নাম ।
 অস্তিম নিঃশ্বাস যেন বাহিরায় বলি' রাম ॥
 লতুলসীর ভেদভক্তি যাহা ল'ভে 'রাম' নামে ।
 অচিন্ত্য সে ভেদাভেদ গৌরাজের 'কৃষ্ণ' নামে ॥
 রামকৃষ্ণ এক তত্ত্ব ভেদ মাত্র ভিন্ন নামে ।
 যুগ ধর্ম্যে সর্বসিদ্ধি হ'বে যুগ্ম নামগানে ॥

সমাপ্ত

স্বামিচন্দ্রিতমাশন ১। ৭ম খণ্ড জন্মসংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অনুদ	তদ
৮২১	৯	সিদ্ধুসীমা	সিদ্ধুসীমা
৮২২	৫	কলি	কাল
„	২৬	ভয়কে	ভয়কে
৮২৯	৫	তুণীরে	তুণীরে
„	২১	মাখা	মাখা
৮৩৩	৩	যেয়ে	যে'য়ে
„	৬	ফুকরিভে	পুকরিভে
৮৩৯	৩৩	বীরহ	বীরহ
৮৪০	২৭	পাখী ? শেষ	পাখী ? শেষ
৮৪৯	৫	ক্র ভজি-বিলাসে	ক্রভজি-বিলাসে
৮৬৫	৩	ফুকরিয়া	পুকরিয়া
৮৬৯	২৪	উপছিয়া গল	উপছিয়া গেল
৮৯৮	১৩	বথে গৃহ হের	রথে বালি হের
৯০৮	১২	হইত	হইল
৯১৭	১৫	চালিল	চলিল

২। গ্রন্থকারকৃত খণ্ডশঃ কাণ্ডবিভাগ

বালকাণ্ড—১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ডে
অবোধ্যাকাণ্ড—৪র্থ ও ৫ম খণ্ডে
অরণ্য, কিকিয়া ও স্নানরকাণ্ড—৬ষ্ঠ খণ্ডে
লঙ্কাকাণ্ড—৭ম খণ্ডে ;
উত্তরকাণ্ড—৮ম খণ্ডে
প্রাচীন আধ্যবর্ত ও
দাক্ষিণাত্যের মানচিত্র ৭ম ও ৮ম খণ্ডে

৩। শ্লোক সংখ্যা

চৌপাই—চতুঙ্গদী—	৪৩১৫
„ দ্বিপদী—	৬৪
দোহা— দ্বিপদী—	১১৩৫
সোরঠা— দ্বিপদী—	৪৯
ছন্দ— চতুঙ্গদী—	১৩৬
„ দ্বিপদী—	৪৫
„ একপদী—	২
শ্লোক (সংস্কৃত)—	২৬

৪। নবাবহ পায়গণ

৫৭৭২

১ম বিশ্রাম ১—১২০ দোহা বালকাণ্ড	৭ম বিশ্রাম—অরণ্যাকাণ্ড ৩০—৪৬ দোহা
২য় বিশ্রাম ১১১—২৩৯ „ „	কিকিয়াকাণ্ড ১—৩০ „
৩য় বিশ্রাম ২৪০—৩৫৮ „ „	স্নানরকাণ্ড ১—৬০ „
৪র্থ বিশ্রাম ১—১১৬ „ অবোধ্যাকাণ্ড	লঙ্কাকাণ্ড ১—১২ দোহা পর্যন্ত ;
৫ম বিশ্রাম ১১৭—২৩৬ „ „	৮ম বিশ্রাম— লঙ্কাকাণ্ড ১৩—১২১ দোহা
৬ষ্ঠ বিশ্রাম ২৩৭—২২৬ „ „	উত্তরকাণ্ড ১—১০ দোহা
১—২৯ অরণ্যাকাণ্ড	৯ম বিশ্রাম— „ ১১—১৩০ দোহা

৫। পূর্ভাসংখ্যা, ভূমিকা—ক-১০০+গ্রন্থ ১১১৬+পরিশিষ্ট খ-৯৮=মোট ১৩১৪

